শ্রীমদ্ভাগবতম্

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা

দশম স্কন্ধ

প্রথম হইতে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

গোস্বামী টীকানুগত ব্যাখ্যা

সম্পাদক

শ্রীরাধারঞ্জন চৌধুরী

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা-১২ ১৯৫৫

প্রকাশক :
ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়,
২৫৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭

ডাঃ রাধারঞ্জন চৌধুরী, এম, বি
নরসিংটোলা, শিলচর

মুদ্রাকর :
মানস কুমার চ্যাটার্জী
ক্যালকাটা প্রিন্টার্স
৭এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন-১২

উৎসর্গ

মদীয় ইহ পরকাল সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরু বিষ্ণুপাদপদ্ম ওঁ ভাগবত পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামী প্রভুপাদের প্রীত্যুদ্দেশ্যে তাঁহারই কৃপা কল্পলতা প্রসূত এই গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল।

শ্রীচরণাশ্রিত দাসানুদাসাভাস

রাধারঞ্জন দাসস্য

নিত্যানন্দ বংশ্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী এম্, এ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক লিখিত

প্রাক্ কথন—(মাঙ্গলিক)।

শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ স্বরূপে পূজিত হন। বাঙ্ময় মূর্তি কৃষ্ণের কথা শ্রবণ, পাঠ, অনুচিন্তন, সমাদর ও অনুমোদন ভাগবতধর্ম। এই ধর্ম মহাজনগণের প্রদর্শিত ও পরিসেবিত প্রশস্ত রাজপথ। এ পথে মানুষ যে ভাবেই চলুক, ক্রমভঙ্গ বা আংশিক অনুষ্ঠানে কোনক্রমে ব্যতিক্রম হইলে, অথবা অন্ধ, আতুর, খঞ্জ, অকর্ম্মণ্য হলেও সাধক ভক্তিপথে—ভাগবতের পথে চললে কখনও পতিত বা স্খলিত হবে না। ভাগবতানুশীলন অতি অল্পও মহৎভয় হতে রক্ষা করে।

ভাগবতের আবির্ভাব কাল-কলি-জনিত অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে, নিরুপাধি ভগবৎ প্রেম সূর্যের প্রকাশ। ভাগবত সূর্য, আর তার শ্লোকসমূহ প্রেমালোক। আনন্দ রস ঘন নন্দনন্দনের মাধুর্যময়ী লীলার পারাবারে বিশ্ব চরাচর মগ্ন হয়েছে। আর যুগপৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ও প্রেমভক্তির পরমাশ্রয় গোপীগণের প্রেমসমাকৃষ্ট হয়ে মর্ত্ত্য আবির্ভাবে পূর্ণতম সার্থকতা সিদ্ধ করেছেন। সে কথাই বিঘোষিত হয়েছে পরমহংস মুনিগণের মুকুটমণি শ্রীল শুকদেবের চিরন্তনী বাণীর ঝঙ্কারে।

যথেচ্ছাচারীর ধর্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম, বিধর্ম কখনও পরমার্থ সন্ধানে সহায়ক নয়। গুরুপরম্পরা অস্বীকারে শৃঙ্খলাভঙ্গ, ব্যভিচার ও অনাচারের প্রসার প্রতিপত্তি বৃদ্ধিলাভ করে সত্যধর্ম ব্যাহত হয়ে যায়। ভাগবত সদগুরু পরম্পরা প্রাপ্ত ভগবদ্ ভজন পথ প্রদর্শক শাস্ত্র চূড়ামণি সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব বিশ্লেষণে অদ্বিতীয় পুরাণ সম্রাট। বেদ প্রণিহিত ধর্ম ও ভগবদাবির্ভাব প্রসঙ্গ যে সকল প্রসিদ্ধ পুরাণ, ইতিহাস ও

সংহিতায় পাওয়া যায়, ভাগবত তাহাদের সমন্বয় মুখে প্রাধানিক বিষয়-গুলির সংগ্রহ করে পরমহংসগণেরও পরমাস্বাদ্য সচ্চিদানন্দময়ের আনন্দ লীলা কৈবল্য বর্ণনা করেছেন।

পরমৈশ্বর্য ও অনির্বাচ্য মাধুর্য্য নিয়েই ভগবানের ভগবত্তা। ঈশ্বর ভাবনায় শঙ্খচক্রধারীর সমাদর, আর বংশীধারীর অবমাননায় অখণ্ড দর্শন হয় না। বাল্যের চাপল্য অস্বীকার করে প্রৌঢ়ের বীর্য পরাক্রম সদুপদেষ্টাকে গ্রহণ করা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে মূঢ়তার পরিচায়ক। সর্ব্ব-শক্তিমান স্বয়ং ভগবান জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণ আরাধনা হতে বিচ্ছিন্ন করে অন্য দেবদেবী বা পুরুষনারীর পূজা প্রবর্ত্তন বেদশাসনের ব্যতিক্রম; অতএব নাস্তিক্যের ন্যায় পরিত্যাজ্য।

দৈব ও আসুর সৃষ্টির প্রজা চিরকাল ছিল, বর্ত্তমানেও আছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় অবলীলাক্রমে আসুর সৃষ্টির অবদমন কথা, কোন কোন আসুরসৃষ্টির প্রজার সমীপে অনৈতিহাসিক উপকথা অবিশ্বাস্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, আজও হয়। বিজ্ঞান গৌরব মানুষকে দেবতার আসন চূর্ণ করবার প্রেরণা যোগায়, ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে তাদের বুদ্ধি অন্যত্র চলে যায়। জড় বিদ্যার ব্যাপ্তি বলে 'অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্কোচ হয়েছে বলেও, অনেক লোকের ধারণা দৈবী সৃষ্টির প্রজা কিন্তু আজও নিঃশেষ হয় নি, আর সৃষ্টির বৈচিত্র্য ভাবনায় এই বিশ্বাসী মনেরও ধ্বংস কল্পনা করা যায় না। যিনি প্রাণের প্রাণ, মনের মন, তাঁরই অনুপ্রেরণায় কেহ অসুর, কেহ দেবতা। সর্ব্বপ্রকার বিরোধীভাবের সমাবেশ শ্রীভগবানে। তাঁর পক্ষে মৃত্যুকে অমৃত করা, অগ্নিকে জল করা, অসত্যকে সত্য করা, ছোটকে বড় করা, বড়কে ছোট করা, কোন আশ্চর্য্য কথা নয়! যিনি এক হয়েও বহু, বহু হয়েও এক, অপ্রবিষ্ট হয়েও প্রবিষ্ট, প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট সেই অচিন্ত্য শক্তির পরম আশ্রয় পরমেশ্বর পরম প্রেমময় প্রিয়তম।

এই প্রিয়তমের প্রেম সম্মেলন শ্রীরাসে। রাসের বাঁশী রসের আকর্ষণ। ব্রজের ভূমি আনন্দের রঙ্গমঞ্চ, আনন্দের ঘনায়িত স্বরূপ

ভগবদ্ প্রেমভাব। এই ভাবের চরম উৎকর্ষ মহাভাব, আর মহাভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কৃষ্ণসেবাময়ী শ্রীরাধা। তাঁর সেবার মনোবৃত্তি অগণিত, আর তাঁরাই হয়েছেন ব্রজের শ্রীরাসমণ্ডলের অসংখ্যাত প্রেম জাগ্রত গোপাঙ্গনা, যাঁদের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ রাসনায়ক। রাসের কথা সাধকের অনুভব ভূমিতে প্রেমের রঙ্গমঞ্চে, প্রেমময়ের নৃত্যলীলা সন্দর্শন ও সেবা। এই লীলা অনাদি অনন্ত জীব সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আনন্দ-ভুক্-জীব এই আনন্দেই চিরন্তন স্থিতি প্রার্থনা করে। দশম স্কন্ধে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নন্দকুমারের সেই চরাচর বিস্ময়কারী লীলাংশ সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, পরম স্নেহ ভাজন ভক্তিজীবন ডাঃ শ্রীরাধারঞ্জন ধর চৌধুরীর লেখনীতে। শ্রীধরস্বামী হ'তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য ও ব্যাখ্যাতৃবর্গ কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য নির্ণয়ে তৎপর হয়েছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং বলদেব বিদ্যাভূষণও স্বতন্ত্র ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রতিটি ব্যাখ্যাতেই কিছু কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত হয়ে ভাগবত রসাস্বাদন চক্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। সেই সকল প্রাচীন টীকাকার ও আধুনিক ব্যাখ্যাতৃ বর্গের ভাবনা ধারাকে সহজ সরল বাংলা কথায় প্রকাশ সত্যই বড় আনন্দপ্রদ।

ভাগবত প্রতিপাদ্য লীলা কথা ও সাধনা শুধু বাংলায় নয়, উড়িষ্যা, আসাম, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য সর্বত্র নানাভাষায় নানাছন্দে পরিগৃহীত হয়েছে—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য ও দর্শনসার স্বরূপে। জীব ও পরমেশ্বরের পরমা প্রীতির সম্বন্ধ, জীবের গতি, স্থিতি ও প্রাপ্তির বিশদ সমালোচনা ভাগবতাশ্রয়েই সম্ভব হয়েছে। সম্বন্ধানুগা ও কামানুগা ভক্তির বৈচিত্র্য, বৈরাগ্য, বিরহ, মিলন, সম্ভোগ, রস রীতির পরিচিতি ভাগবতে যেরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে, এমনটি আর কোথাও নয়। পুরাণান্তরে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, রাজন্য বর্গের ইতিহাস ও আদর্শ চরিতাঙ্কন বর্ণনা বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হলেও সাধকের সাধনার নিগূঢ়তম সমস্যার সমাধান, জটিলতম সংশয়

নিরসন প্রভৃতির সুষ্ঠু বিবেচনা খুব স্বল্প পরিমাণেই লক্ষ্যের বিষয় হয়। ভাগবত সেই পরমেশ্বর তত্ত্বের অনুসন্ধানে জীবের সম্বন্ধ, সাধনা ও প্রয়োজনের বিবরণে সিদ্ধোপদেশ প্রাচুর্য্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

গ্রন্থকার চৌধুরী শ্রীরাসলীলার সংক্ষেপ পরিচয় প্রদান করে উপকার করেছেন। তাঁর গ্রন্থ সুখপাঠ্য, তথ্যপূর্ণ ও প্রাণের ভক্তিরসে প্রাণবন্ত। আমার বিশ্বাস বর্তমানে পরমেশ্বর আরাধনা থেকে বিচ্যুত প্রায় বিভ্রান্ত সরল প্রাণ জনগণ এই গ্রন্থ পাঠে ভাগবত কথা ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করে উপকৃত হবেন।

আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রী প্রাণ কিশোর গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র তর্ক, তর্কবেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শন-ব্যাকরণতীর্থ ভূতপূর্ব অধ্যাপক নবদ্বীপ গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ কর্ত্তৃক লিখিত—

গ্রন্থাভাষ

শ্রীশ্রীগুরু চরণ কমলেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীশ্রীরাধামদন গোপাল দেবো বিজয়তে॥

বর্ত্তমান ভগবদ্বহির্মুখী যুগ ধর্ম্মের প্রভাবে আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থের অনুশীলন ও প্রচার ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। চরম পুরুষার্থ ধর্মপ্রাণতা ত্যাগ করিয়া পার্থিব সুখাবিষ্ট মানবকুল অর্থার্জ্জন ও মানপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সারবস্তু মনে করায়, ধর্মাচরণের প্রয়োজনীয়তা বোধও বিলুপ্তপ্রায়। তাহার ফলে পুনর্মুদ্রিত ধর্মগ্রন্থ সমূহও পুনর্মুদ্রিত হইতেছেন না। তদ্ব্যতীত আমাদের ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ স্কুল, কলেজ ও টোলের বর্ত্তমান পঠন, পাঠন ব্যবস্থায় দেব ভাষা সংস্কৃতের যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর না দেওয়ায়, এই রাষ্ট্রে সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞজন বর্ত্তমান যুগে মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ ধর্মজ্ঞান পিপাসুজন সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞতা হেতু, প্রবল আগ্রহ সত্বেও প্রকৃত ধর্মজ্ঞান লাভে বঞ্চিত।

আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু বেদোক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গের অতীত পরম লোভনীয় ও আস্বাদ্য ভগবৎপ্রেমই চরম পুরুষার্থরূপে এই গ্রন্থ মধ্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বাদশস্কন্ধ সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতে সর্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ, প্রভাব, বৈভব, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, শক্ত্যাবেশাবতারগণের কথা বিশদভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভক্তিতত্ব, ভক্ততত্ব, শ্রীনাম মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি এবং আশ্রয় এই দশটি পদার্থ নিরূপিত হইয়াছেন, এই জন্য ইহা মহাপুরাণ।

সর্গ—পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার তত্ত্ব, অর্থাৎ কারণসৃষ্টি।

বিসর্গ—পদ্মভূ ব্রহ্মা হইতে চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি।

স্থান—সৃষ্ট পদার্থসমূহের নিজ নিজ মর্যাদা পালন দ্বারা ভগবানের উৎকর্ষ খ্যাপন।

উতি—মায়ামুগ্ধ জীবের কর্মদ্বারা যে বাসনার উদ্ভব হয়, তদ্বারা ভবিষ্যৎ ফল ভোগ।

পোষণ—ধর্মের গ্লানি নিবারণ করিয়া ভক্তগণের রক্ষা বিধান।

মন্বন্তর—ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে সাধুগণের চরিত্র ও উপাসনাখ্য সদ্ধর্ম।

ঈশানুকথা—প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবানের ও তদীয় ভক্তগণের কথা।

নিরোধ—স্থিতির অনন্তর প্রপঞ্চ হইতে ভগবানের দৃষ্টি নিমীলন ও যোগনিদ্রায় অবস্থান।

মুক্তি—শুদ্ধ জীবস্বরূপে অথবা নিত্য পার্ষদস্বরূপে জীবের অবস্থান।

আশ্রয়—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই আশ্রয়তত্ত্ব।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলেন। বেদান্ত দর্শন প্রণয়ন করিলেন, অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশ করিলেন, তথাপি অন্তরে আনন্দ লাভ করিতেছেন না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে হিমালয়স্থ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিম তটে শাম্যপ্রাস নামক তাঁহার আশ্রমে গুরুদেব নারদের দর্শন পাইলেন এবং নারদের উপদেশানুযায়ী তথায় যে তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই দ্বাদশস্কন্ধ এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত হইলে তিনি ভাবিতে লাগিলেন কাহাকে দিয়া ইহা জগতে প্রকাশ করিবেন, যেহেতু তাঁহার শিষ্য মধ্যে তদুপযোগী কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি তপস্যা করিয়া শুকদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিলেন। কিন্তু শুকদেব জন্মের পরেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া নিরাকার পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তখন বেদব্যাস কতকগুলি রাখাল বালককে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ বর্ণনাত্মক কতকগুলি

শ্লোক শিক্ষা দিয়া উহা শুকদেব যাহাতে শুনিতে পান এমনভাবে গান করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগবান ব্যাসনন্দন শুকদেব ইহাদের মুখে যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন, তখন ব্রহ্মানুভবও তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গেল। তিনি হরিগুণাকৃষ্ট হইয়া পিতা ব্যাসদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই শুকদেব ব্রহ্মশাপগ্রস্ত প্রায়োপবেশনরত মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন :

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈগুর্ণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥

আমি নির্গুণ ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলেও, যে শ্রীভগবানের লীলা, রূপগুণ দ্বারা অন্তরের তমঃ দূরীভূত হয় তদ্দ্বারা আমার চিত্ত অধিকৃত হইয়াছিল ; তখন আমি যে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাই আপনাকে বলিব, আপনি একমনে শ্রবণ করুন।

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত দ্রব সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকাভুবি ভাবুকাঃ।"

সর্ব পুরুষার্থ প্রদায়ক বেদরূপ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত শুকমুখ হইতে গলিত হইয়া অখণ্ডরূপে অবনীমণ্ডলে পতিত হইয়াছে। অতএব হে রসবিশেষভাবনা চতুর রসজ্ঞগণ, অমৃত দ্রব সংযুক্ত এই রসময় ফল চিরকাল নিয়ত পান করিতে থাকুন। শ্রীশুকদেবকে "গুরুং মুনীনাম্" বলা হইয়াছে। কারণ এই—যখন মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে নির্বিণ্ণ হইয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করেন, তখন ঐ সভায় ভুবন পবিত্রকারী মহানুভব মুনিসকল শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছিলেন—অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, পরাশর, অঙ্গিরা, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য, বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য বহু দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ। সুতরাং

দেখা যায় সভাতে শুকদেবের গুরু ব্যাস এবং পরমগুরু নারদও উপস্থিত ছিলেন। যখন আসন্ন মৃত্যু পরীক্ষিৎ তাঁহার ইতি কর্তব্যতা বিষয়ে মুনিগণকে প্রশ্ন করিলেন, তখনই শুকদেবের আগমন।

যদিও ব্যাসদেব এবং নারদ শুকদেবের গুরু ও পরমগুরু, তথাপি পুনর্ব্বার তন্মুখনিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাদিগেরও অশ্রুতের ন্যায় হইয়াছিল অর্থাৎ অননুভূত আনন্দ দান করিয়াছিল। তজ্জন্য বেদব্যাস বলিয়াছিলেন শুকমুখ বিগলিত এই ভাগবত অমৃতদ্রব সংযুত।

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে চিন্ময় শৃঙ্গারাদি সর্ব রস কদম্ব মূর্তি স্বয়ং ভগবানের লীলা বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলা তিন ভাগে বিভক্ত, যথা বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব লীলাই অশেষ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য মণ্ডিত, তন্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন লীলাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেহেতু বৃন্দাবন লীলা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হইলেও, ঐ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যের অধীন। বৃন্দাবন লীলাতে শ্রীকৃষ্ণ বহু অসুর বধ করিলেও, এবং কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি অতিলৌকিক কার্য করিলেও তাহা নরবালক বেশেই করিয়াছেন, তজ্জন্য কোন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেন নাই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের হার্দ্দ্য শ্রীবৃন্দাবন লীলাই গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আদি টীকাকার আচার্য্য চূড়ামণি শ্রীধর স্বামিপাদ। তৎপরবর্তী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীগৌরভক্ত শ্রীসনাতন গোস্বামি পাদ, শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রীধরস্বামি পাদের আনুগত্যে গাম্ভীর্যপূর্ণ সুরসাল টীকা সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া প্রেমভক্তি পিপাসু সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ গৌরভক্ত বৃন্দের শ্রীমদ্ভাগবতানুশীলনের অপূর্ব্ব সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ভক্তবৃন্দের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত সহজ বোধ্য করিবার জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থকার ডাক্তার চৌধুরী মহাশয় দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সমগ্র শ্রীবৃন্দাবনলীলা গোস্বামিপাদ গণের টীকার আনুগত্যে প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল ভাষায়

রচনা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা সম্বন্ধে গোস্বামিপাদ গণের অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তও ব্যক্ত করিয়াছেন। মথুরার কারাগারে কংস কর্তৃক অবরুদ্ধ ও শৃঙ্খলিত বসুদেব ও দেবকীর সন্তান রূপে যে ক্ষণে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্ত্তিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব; ঠিক সেই ক্ষণেই গোকুলে দ্বিভুজ স্বয়ং রূপে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপেই তাঁহার আবির্ভাব। তৃতীয় অধ্যায়ের ৪৬ নং শ্লোকের ব্যাখাতে কিভাবে চতুর্ভুজ ভগবান দ্বিভুজ কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইলেন, এ বিষয়ে কৃষ্ণযামল গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করায় এই লীলা সুস্পষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক দ্বারাই প্রমাণ করিয়াছেন দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ যশোদা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ের ২৭ নং শ্লোকে অমৃতত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ও শাস্ত্রানুমোদিত হইয়াছে।

একবিংশ অধ্যায় চতুর্থ শ্লোকে "স্মর বেগে" বুঝাইতে গিয়া গ্রন্থকার চৈতন্য চরিতামৃত হইতে পয়ার উদ্ধৃত করায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। গোপীগণের মধ্যে বিবাহিতা ও কুমারী দুই শ্রেণীর গোপী ছিলেন, ইহা সাধারণ পাঠকের বিভ্রান্তি জনক। গ্রন্থকার স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের সাহায্য গ্রহণ করতঃ পরকীয়া তত্ত্ব যে অনবদ্য তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার মহাশয় রাসলীলা আরম্ভ করিবার পূর্বে "রাস পরিচিতি" নামক যে রচনাটি সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে "রাসলীলা" সম্বন্ধে সকলেরই সাধারণ জ্ঞান হইতে পারিবে। এই প্রবন্ধটি গোস্বামী টীকারই সারমর্ম্ম। রাসলীলার বক্তা, শ্রোতা, দেশ, কাল, পাত্র, পাত্রী এবং যোগমায়া সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যথার্থ ব্যাখ্যা করাতে এবং রাসলীলার উদ্দেশ্য কি তাহাও সন্নিবেশ করাতে ইহা সহজবোধ্য হইয়াছে। রাস লীলার শ্লোকের ব্যাখ্যাও অতি উত্তম এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন লীলা অতিশয় করুণ ও মর্মান্তিক। শ্রীশুকদেব কেবলমাত্র দুইটি শ্লোকে মথুরাগমন লীলা সমাপ্ত করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিতীয়

ভাগে ২৬৩ নং হইতে ৩২০ নং শ্লোকে এই লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামি পাদের অনুগত হইয়া ঐ লীলা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রদ্ধাস্পদ গ্রন্থকার মহাশয় ভজন পরায়ণ বৈষ্ণব বংশের সন্তান। সপ্ততিপর বৃদ্ধাবস্থায় কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুরধিগম্য শ্রীমদ্ভাগবতীয় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুললিত লীলা কথা যুগোপযোগী বাংলা গদ্যময় সরল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব ও ভজন রাজ্যের অভিজ্ঞতারই পরিচায়ক।

এই গ্রন্থের বহুল প্রচার হউক, ইহাই আমার একান্ত বাসনা। অলং বিস্তরেণ।

নিবেদন

"কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥" ১।৩।৪২

শৌনকাদি মুনিগণের প্রশ্নের উত্তরে সুতমুনি বলিয়া ছিলেন ধর্মজ্ঞানাদিসহ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যধামে গমন করিলে, অজ্ঞানান্ধকারে যখন জগৎ আবৃত হইয়াছিল, তখন কলিযুগের প্রভাবে নষ্টদৃষ্টি মানবের পরম কল্যাণের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ রূপ সূর্য্য উদিত হইলেন। এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। এই ভাগবতই প্রকৃত ধর্মের পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ভাগবত ধর্মের কথা বলা হইয়াছে। এই ভাগবত ধর্ম সর্ব্ব প্রকার স্বার্থাভিসন্ধি এমন কি মোক্ষ বাসনা পর্য্যন্ত বিবর্জ্জিত, নির্মৎসর সজ্জন বৃন্দের পালনীয়, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপ উন্মূলনকারী ও পরম মঙ্গল দায়ক। ইহা একটি বাস্তব পদার্থ। কিয়ৎকাল অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিমাত্রই প্রত্যক্ষ ভাবে এই ধর্মের কার্য্য বা ফল অনুভব করিতে পারেন। যাঁহারা মহৎ কৃপা লাভ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অনুষ্ঠানও করেন, তাঁহারা এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা মাত্র স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের অন্তরে অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন। এই ভাগবত ধর্ম স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক প্রণীত, কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা নহে।

"ধর্ম্মংতু সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রণীতং নবৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপিদেবাঃ :
ন সিদ্ধ মুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ কুতো নু বিদ্যাধর চারণাদয়ঃ॥ ৬।৩।১৯

বেদ বেদান্তরূপ কল্পতরুর সুপক্কফল এই ভাগবত; বিশেষতঃ শুকদেবের মুখ নিঃসৃত হেতু অমৃতের ন্যায় মধুর। যাঁহারা রসাস্বাদন চতুর ও যাঁহারা ভাবগ্রাহী তাঁহারা চিরকাল এই ভাগবত রসাস্বাদন করিতে

পারিবেন। কোন প্রকার অরুচি হইবার সম্ভাবনা নাই—; ইহা স্বাদুস্বাদু পদে পদে।

শ্রীমদ্ভাগবত সংবাদ দিলেন কেবল কর্ম, জ্ঞান, যোগদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবান লভ্য; এবং ভক্তি-লাভের একমাত্র উপায় মহৎকৃপা।

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়। চৈঃ চঃ

রহুগণের নিকট জড়ভরতের উক্তি, এবং প্রহ্লাদ মহাশয়ের উক্তি হইতে উহা জানিতে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত আর একটি বিশেষ সংবাদ দিলেন একমাত্র প্রেম দ্বারা শ্রীভগবানকে বশীভূত করা যাইতে পারে। ভগবান্ নিজমুখে দুর্বাসার নিকট বলিয়াছিলেন

অহং ভক্তঃ পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্ত হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনঃ প্রিয়ঃ ॥*

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীবৃন্দাবন লীলাতে শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতা বিশেষভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। নিজ বিভুত্বস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া মা যশোদার বাৎসল্য প্রেমের বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দামবন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন লীলা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ প্রেমের লীলাই, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন দ্বারকা লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণভগবত্তা, মথুরাতে পূর্ণতর ভগবত্তা এবং বৃন্দাবনে পূর্ণতম ভগবত্তা প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীবৃন্দাবন লীলাতে শ্রীভগবানের পরিপূর্ণতম ঐশ্বর্য এবং পরিপূর্ণতম মাধুর্য প্রকাশিত অথচ ঐশ্বর্য্য মাধুর্যের অধীন ব্রজলীলার ইহাই বৈশিষ্ট্য।

"মাধুর্য্য ভগবত্তা সার, ব্রজেকৈলা পরচার
ইহা শুক ব্যাসের নন্দন।
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছেন নানা মতে
যাহা শুনি মাতে ভক্তগণ ॥" চৈঃ চঃ

এই বৃন্দাবনলীলা স্মরণ করিয়া প্রয়াগ ধামে শ্রীশ্রীমন মহাপ্রভুর নিকটে তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত ও রসিক ভক্ত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় নিজকৃত দুইটি শ্লোক পড়িয়াছিলেন। যথা

(১) শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে
ভারতমন্যে ভজন্তি ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে
যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম।

ভবভয়ে ভীত কেহ বেদানুগত, কেহ স্মৃতিঅনুগত, কেহ বা মহাভারত বর্ণিত ধর্ম্ম পালন করিতেছেন। আমি কিন্তু মহারাজ নন্দের চরণ বন্দনা করি, যাঁহার অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম বাল্যক্রীড়া রত।

(২) কংপ্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি তনয়া কুঞ্জে
গোপ বধূটীবিটং ব্রহ্ম॥

আমি কাহাকে বলিব, আর বলিলেও কে বিশ্বাস করিবে যমুনাতটবর্ত্তী কুঞ্জবনে তরুণী গোপ বধূসঙ্গ প্রেমলীলারত পরব্রহ্ম।
এই দুইটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু পরম প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। উভয় শ্লোকেই ব্রজলীলার মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে।

চৈঃ চঃ মধ্যলীলা
উনবিংশ পরিচ্ছেদ

মদীয় শিক্ষাগুরুদেব একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—অন্তরের সদ্বাসনা মাত্রই একমাত্র শ্রীগুরুকৃপা সম্ভূত। বাস্তবিক অনাদিকাল হইতে বিষয় গর্তে নিপতিত মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরে কোন প্রকার সৎবাসনা জাগিতে পারে না। একমাত্র পরম করুণা নিলয় শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মের অহেতুকী ও অপ্রতিহতা কৃপা হইতেই

সৎ বাসনার উৎপত্তি সম্ভব। পূজনীয় গুরুভ্রাতা ৺প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা নামক পুস্তিকা পাঠ করিবার ফলে, প্রায় দুইবৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সৎগ্রন্থের সাহায্যে 'জন্মাষ্টমী' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে এক সঙ্গে মথুরায় কংস-কারাগারে চতুর্ভুজ বাসুদেবরূপে এবং গোকুলে নন্দালয়ে দ্বিভুজ নরশিশুরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই প্রবন্ধটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে "শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব নিত্য" এই নামে গৌড়ীয় মঠের "শ্রীচৈতন্যবাণী" পত্রিকাতে অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সংখ্যাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ বাসনা হইতেছে শ্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনলীলা শ্রীমদ্ভাগবত আনুগত্যে একটু আলোচনা করি। শ্রীভগবানের লীলা সুদুরূহ। কেবলমাত্র শ্লোক বা বঙ্গানুবাদ দৃষ্টে শ্লোকের তাৎপর্য মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিহীন পাঠকের পক্ষে বুঝা প্রায় অসম্ভব। শ্রীশ্রীধরস্বামী-পাদের ভাবার্থ দীপিকা টীকা, শ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীব গোস্বামীপাদ-গণের বৈষ্ণব তোষণী টীকা, এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীচরণের সারার্থ দর্শিনী টীকা অবলম্বনে দশমস্কন্ধ প্রথম হইতে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলার প্রতি শ্লোকের মর্মানুবাদ লিখা সম্ভব হইলে মনোবাসনা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু ইহা মাদৃশ বিদ্যাহীন ও ভক্তিহীন অতি দীনহীনের পক্ষে বামনের চাঁদ ধরার মত হাস্যকর। একমাত্র সর্ব্ববাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীশ্রীগুরুবিষ্ণুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। শ্রীগুরুকৃপা এবং এই দীনহীনের প্রতি স্নেহশীল বৈষ্ণবগণের কৃপাসম্বল করিয়া এই অতি দুরূহ কার্য্যে ব্রতী হইলাম।

এই গ্রন্থ রচনাকালে ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরিত এবং বহরমপুরস্থ শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক প্রকাশিত পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী কৃত ভাবার্থদীপিকা টীকা, পূজ্যপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকৃত বৈষ্ণব তোষণী টিপ্পনী, পূজ্যপাদ শ্রীজীব গোস্বামীকৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা এবং পূজ্যপাদ

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত সারার্থ দর্শিনী টীকা সমেত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ প্রধান ভাবে অবলম্বন করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

ইহা ব্যতীত নিত্যধাম প্রাপ্ত শান্তিপুর নিবাসী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত বংশ্য ৺প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামীকৃত ভাগবত বর্ষিণী টীকা, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাসলীলার টীকার বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ সমূহের সাহায্য স্থলবিশেষে গ্রহণ করা হইয়াছে। রাসলীলা পরিচিতি প্রবন্ধে উল্লিখিত দোলমঞ্চের উপরে ব্যবহৃত মকর সম্বন্ধীয় বিষয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণ কিশোর গোস্বামী এম, এ মহাশয়ের মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শিলচরস্থ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর মঠের বিশিষ্ট ভজনশীল বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত ব্রজরমণ দাস বাবাজি মহাশয় আমাকে গ্রন্থ দ্বারা এবং উপদেশ দ্বারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

বিশিষ্ট ভাগবত পাঠক ভাগবতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন গোস্বামী এম,এ, বেদান্ত ভাগবত শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অনেক সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়াছেন এবং কতকগুলি ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ গোস্বামী তর্কতীর্থ ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ সারস্বত সমাজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহাশয় আমার অনেক ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী মহাশয় এবং শিলং নিবাসী আমার বাল্যবন্ধু পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত নর্মদাকুমার দেব মহাশয় অনেক সময় কঠিন সংস্কৃত টীকাংশ সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ভাগবতপ্রবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতানন্দ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার অধিকারী ভাগবতভূষণ প্রমুখ বিজ্ঞ ও

অভিজ্ঞ সজ্জন বৃন্দ আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইহাদের সকলের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও কৃপাশীল শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ দাসানন্দ স্বামী মহারাজের কথা স্মরণ করিতেছি। এই অতি দীনের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও কৃপা এই গ্রন্থ লিখা কালে আমাকে সর্ব্বদাই উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করিয়াছে। তাঁহার স্নেহ ও কৃপাঋণে চিরকাল বদ্ধ থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গল জনক। বড়ই দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষ বিগত ১৩৮০ বঙ্গাব্দ বর্ষশেষে অশোকাষ্টমী তিথিতে অপ্রকট লীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ডাঃ শ্রীগোপেন্দ্রকুমার দাস মহাশয় স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ৫০০০্ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এইজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। যাঁহার লীলা কথা বর্ণিত হইতেছে সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরম মঙ্গল বিধান করুন এই প্রার্থনা করিতেছি।

নিত্যানন্দ বংশ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম., এ. বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাক্ কথন এবং নবদ্বীপস্থ পরম পণ্ডিত ও ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র চন্দ্র পঞ্চতীর্থ মহাশয় গ্রন্থাভাষ কৃপাপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন, এজন্য ইহাঁদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

দীন গ্রন্থকার।

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশম স্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

শ্রীরাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্যয়োঃ।
রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥১
যদোশ্চ ধর্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্যাণি শংস নঃ ॥২
অবতীর্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥৩
নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥৪

১-২। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—হে মুনিসত্তম, (মুনি অর্থ সর্বজ্ঞ, সত্তম অর্থ ভক্তিউৎকর্ষতা সংস্থাপক), আপনি চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় রাজন্যবর্গের বংশবিস্তৃতি এবং তাঁহাদের পরমাদ্ভুত চরিতকথা বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মশীল যদুর বংশ বিস্তারও বর্ণনা করিয়াছেন। সেই যদুবংশে অংশ বলরাম সহ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা কৃপাপূর্বক বর্ণনা করিতে আজ্ঞা হয়।

৩। সর্বজীবের প্রতিপালক বিশ্বাত্মা শ্রীভগবান্ যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহা অনুগ্রহপূর্বক সবিস্তার বর্ণনা করুন, এই প্রার্থনা।

৪। যাঁহাদের কোন প্রকার কামনা বাসনা নাই, সেই আত্মারামগণ যাঁহার বিষয় কীর্তন করিয়া থাকেন, যাহা ভবব্যাধির মহৌষধ, অর্থাৎ

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ- র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরব-সৈন্যসাগরং কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥৫
দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥৬
বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজামন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥৭

জন্মমৃত্যুনিবারক, যাহা শ্রুতি ও মনের আনন্দ বিধায়ক, সেই উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে, কেবলমাত্র নিরীহ পশু পক্ষী হত্যাকারী নিষ্ঠুর জন ব্যতীত অন্য কেহই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা কথা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। এই শ্লোকে ভগবানকে উত্তমশ্লোক বলা হইয়াছে। যাঁহার শ্লোক অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা শ্রবণে মনের তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূরীভূত হয় তিনিই উত্তমশ্লোক।

৫। সমুদ্র সদৃশ কৌরব সৈন্যমধ্যে দেববিজয়ী ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ তিমিঙ্গিল সদৃশ। এমন দুষ্পার সমুদ্র আমার পিতামহগণ যাঁহার পাদপদ্মকে প্লব (ভেলা) সদৃশ আশ্রয় করিয়া বৎসপদতুল্য অতি সহজে পার হইয়াছিলেন এবং

৬। কুরুপাণ্ডব বংশের সন্তান বীজস্বরূপ আমার এই দেহ মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধ হইতেছিল বুঝিতে পারিয়া আমার জননী উত্তরাদেবী যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং যিনি চক্রহস্তে মাতৃগর্ভে প্রবেশপূর্বক আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা আপনি কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন।

৭। যিনি দেহধারী জীবমাত্রের অন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে এবং বাহিরে কালরূপে বর্তমান রহিয়া ভক্তগণকে অমৃতত্ব (মোক্ষ বা কৃষ্ণসেবা) এবং ভক্তদ্রোহীগণকে মৃত্যুদান করিয়া থাকেন, যোগমায়া শক্তিতে যিনি মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, সেই শ্রীভগবানের লীলা কথা আপনি অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন।

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥৮
কস্মাম্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৯
ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাঽতদর্হণম্ ॥১০
দেহং মানুষমাশ্রিত্যকতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥১১
এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ! শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥১২

৮। সঙ্কর্ষণ বলরামকে আপনি রোহিণীতনয় বলিয়াছেন, আবার ইনি দেবকীর গর্ভে ছিলেন, ইহাও বলিয়াছেন। দেহান্তর ব্যতীত একজনের গর্ভস্থ সন্তান কি প্রকারে অন্য জনের গর্ভসম্ভূত হইতে পারে, তাহাও অনুগ্রহ পূর্বক বর্ণনা করুন।

৯। ভগবান্ মুকুন্দ ষড়ৈশ্বর্যশালী ও মুক্তিদাতা হইয়াও কি কারণে পিতৃগৃহ মথুরা হইতে ব্রজে গমন করিয়াছিলেন? কংস হইতে ভয় ভগবানের কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই সাধুগণের পালন-কর্তা ভগবান্ জ্ঞাতিবৃন্দসহ কোথায় বাস করিয়াছিলেন?

১০। কেশব (ক ব্রহ্মা, ঈশ রুদ্র, যাঁহার মহিমাধীন) সেই পরমেশ্বর ব্রজধামে এবং মথুরাতে কি কি লীলা করিয়াছিলেন? কংস তাঁহার জননীর ভ্রাতা (মাতুল) হেতু বধযোগ্য নহে। তিনি কি কারণে সেই কংসকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাও অনুগ্রহপূর্বক বর্ণনা করুন।

১১। প্রভু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক বৃষ্ণীবংশীয়গণ সহ কত বৎসর যদুপুরীতে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কতজন পত্নী ছিলেন তাহাও বলুন।

১২। হে মুনে, ইহা ব্যতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য যাহা যাহা লীলা, সর্বজ্ঞ হেতু আপনি অবগত আছেন—শ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত আমাকে কৃপাপূর্বক সবিস্তার বর্ণনা করুন—এই প্রার্থনা।

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদকমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥১৩

সূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥১৪

শ্রীশুক উবাচ।

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥১৫

১৩। যে অতিদুঃসহ ক্ষুধা ব্রাহ্মণের দাস আমাকে মুনিগলে মৃত সর্প অর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, সম্প্রতি জল পর্যন্ত ত্যাগকারী আমাকে সেই ক্ষুধা বিন্দুমাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার কারণ ভবদীয় মুখপদ্ম হইতে হরিকথারূপ অমৃত পান করিতেছি। আমার মনে হয় ক্ষণকালও যদি হরিকথামৃত পান না করা হয়, তাহা হইলে হয়তঃ সেই বিবেকহারী ক্ষুধা পুনরায় আমাকে আক্রমণ করিবে। অম্ভোজ পদদ্বারা কথামৃতের মধুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মধুর মাদকতা গুণ হেতু হরিকথামৃতরূপ মধুপানে মত্ত আমি বিপ্রশাপাদি সর্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছি।

১৪। সূতমুনি বলিতেছেন—

হে ভৃগুনন্দন শৌনক, বৈয়াসকি (সর্ববেদতত্ত্বজ্ঞ ব্যাসদেবের পরম সঙ্কল্প লব্ধ পুত্র শুকদেব) যে মহারাজ পরীক্ষিৎকে স্বয়ং বিষ্ণু গর্ভাবস্থায় রক্ষা করিয়া পাণ্ডবগণকে দান করিয়াছিলেন (ইহা দ্বারা পরীক্ষিতের ভাগবতত্ব প্রদর্শিত হইল), তাঁহার উত্তম প্রশ্নের জন্য 'সাধু সাধু' এই শব্দ উচ্চারণ দ্বারা প্রত্যর্চনাপূর্বক কলিকলুষনাশক শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৫। শুকদেব বলিলেন—হে মহামান্য রাজর্ষি! আপনি আমাকে মুনিসত্তম বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আমার মনে হইতেছে— আপনি ঋষিশ্রেষ্ঠগণেরও রাজা, যেহেতু আপনার রাজত্ব ঋষি

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৃংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥১৬
ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥১৭
গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥১৮
ব্রহ্মা তদুপধার্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স-ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥১৯
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥২০

শ্রেষ্ঠগণের মনেও রহিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হেতু জন্ম মরণ উভয় কালেই আপনি ব্রহ্মতেজ ব্যর্থ করিয়াছেন। আপনার বুদ্ধি ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, এজন্যই বাসুদেব কথাতে আপনার আত্যন্তিক অনুরাগ জাত হইয়াছে।

১৬। শ্রীভগবানের পাদোৎপন্না গঙ্গা যেমন ঊর্দ্ধলোক, ভূলোক এবং অধোলোক—এই ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন, তদ্রূপ বাসুদেব কথা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, প্রশ্নকর্তা, উত্তরদাতা, শ্রোতা—তিনজনকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

১৭-১৮। গর্বিত রাজন্যরূপী অত্যাচারী দৈত্যগণের অত্যাচারে অত্যাচারিতা এবং তাহাদের কোটি কোটি সৈন্যসামন্তের ভারাক্রান্তা পৃথিবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া গোরূপ ধারণ করতঃ, সুমেরু শিখরে গমনপূর্বক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে নিজ দুঃখ কাহিনী নিবেদন করিলেন।

১৯। ব্রহ্মা সমস্ত অবগত হইয়া গোরূপা ধরিত্রী, মহাদেব ও অন্যান্য দেবগণ সহ ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে গমন করিলেন।

২০। তথায় গমনপূর্বক অনন্যচিত্ত হইয়া দেবতাগণেরও দেবতা ভগবান বৃষাকপিকে (বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশান্—যিনি

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥২১

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্যাভরমীশ্বরেশ্বরঃ সকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি ॥২২

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃপরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৩

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৪

সর্ব কামনা পূর্ণ করেন ও সর্ব দুঃখ দূর করেন তিনি বৃষাকপি) বেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা সমাহিত চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

২১। ব্রহ্মা সমাধি অবস্থায় ভগবানের উচ্চারিত আকাশ বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে বলিলেন—হে অমরবৃন্দ! মহাপুরুষ শ্রীভগবানের বাক্য আমার নিকট এখনই শ্রবণ করুন এবং অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য করুন।

২২। সেই পুরুষোত্তম আমাদের প্রার্থনার পূর্বেই পৃথিবীর সন্তাপের কথা অবগত হইয়াছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ মর্ত্য লোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কাল শক্তি দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণক্রমে যতকাল ভূতলে প্রকট লীলা করিবেন, ততকাল আপনারাও নিজ নিজ অংশ দ্বারা যদু বংশে শ্রীভগবানের পার্ষদ গণের সঙ্গে মিলিত হইয়া জন্মগ্রহণ পূর্বক অবস্থান করুন।

২৩। পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান বসুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবস্ত্রীগণ শ্রীভগবানের প্রীতি উৎপাদনের জন্য ও ভগবৎপ্রিয়াগণের সেবা উদ্দেশ্যে তথায় জন্মগ্রহণ করুন।

২৪। স্বয়ং ভগবানের অবতরণের পুর্বেই তাঁহার অংশ সহস্রবদন ভগবান্ অনন্তদেব তাঁহার প্রিয় কার্য সম্পাদন উদ্দেশ্যে অগ্রজরূপে প্রাদুর্ভূত হইবেন।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥২৫

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥২৬

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥২৭

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥২৮

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারোহৎ ॥২৯

২৫। শ্রীভগবানের শক্তি ভগবতী যোগমায়া, যাঁহার অংশ দ্বারাই জগৎ সম্মোহিত হইয়া আছে, তিনিও সেই প্রভুর আদেশে তদীয় প্রীতি সেবা উদ্দেশ্যে যশোদা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।

২৬। শ্রীশুকদেব বলিলেন—প্রজাপতিগণের পালন কর্তা ব্রহ্মা দেবতাগণকে প্রভুর আদেশ জ্ঞাপন করিয়া ধরিত্রীদেবীকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, 'হে ধরা, শ্রীভগবান তোমার দুঃখ দূর করিবার জন্য সত্বর অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমার আর দুঃখ থাকিবেনা।' অতঃপর ব্রহ্মা নিজ ধাম সত্যলোকে গমন করিলেন।

২৭। পূর্বকালে যদুবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করিয়া মথুরামণ্ডলের অন্তর্ভূক্ত দেশ এবং শূরসেন নামক দেশ শাসন করিতেন।

২৮। তদবধি মথুরা সর্ব যদুবংশীয় রাজগণের 'রাজধানী' ছিল। এই মথুরা নগরে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্য অবস্থান করিয়া থাকেন।

২৯। সেই মথুরাতে শূরসেনের পুত্র বসুদেব নব বিবাহিতা পত্নী দেবকী সহ স্বগৃহে গমন উদ্দেশ্যে রথে আরোহণ করিলেন।

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীহয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥৩০

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।
অশ্বানাময়ুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্‌শতম্ ॥ ৩১

দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥৩২

শঙ্খতূর্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্ বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥৩৩

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভোহন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥৩৪

৩০। উগ্রসেন তনয় কংস ভগিনী (পিতৃব্য-কন্যা) দেবকীর প্রীতিকামনায় শত শত সুবর্ণ-মণ্ডিত রথে পরিবৃত হইয়া নিজেই অশ্ববল্গা ধারণ করতঃ রথ পরিচালন করিয়া অনুগমন করিতে লাগিলেন।

৩১-৩২। দুহিতৃবৎসল 'দেবক' কন্যার বিবাহে যৌতুক স্বরূপ সুবর্ণ মাল্য শোভিত, চারিশত হস্তী, পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং সালঙ্কৃতা দুইশত তরুণী দাসী প্রদান করিয়াছিলেন।

৩৩। বরবধূ যাত্রাকালে তাহাদের মঙ্গল কামনায় শঙ্খ, তুরী, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র একসঙ্গে বাজিতে লাগিল।

৩৪। পথিমধ্যে অশ্ববল্গাধারী কংসের প্রতি এক অশরীরী দৈববাণী বা আকাশবাণী শ্রুত হইল। 'ওরে অবুধ, (মূর্খ), তুই যাহাকে বহন করিতেছিস, তাহার অষ্টমগর্ভে জাত সন্তানের হস্তে তোর মৃত্যু নির্দ্ধারিত।' দেবকীর প্রতি অতি স্নেহশীল কংসকে কি শ্রীভগবান্ বধ করিবেন? এই সন্দেহ বশতঃ দেবকীর প্রতি কংসের অপরাধ উৎ-পাদনের জন্য দেবতাগণের এই আকাশ বাণী। এই বাণীতে 'পুত্র' শব্দ বলা হয় নাই, যাহাতে কন্যা জন্মিলেও কংসের মনে সন্দেহ জাত হইবে না।

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥৩৫
তংজুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপং।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৩৬

বসুদেব উবাচ

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥৩৭
মৃত্যুজন্মবতাংবীর! দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥৩৮

৩৫। ইহা শ্রবণ মাত্রই কংসের দুষ্ট স্বরূপ প্রকাশিত হইল। ক্রূর, পাপাত্মা, ভোজবংশের কুলদূষণ কংস যে হস্তে অশ্ববল্গা ধারণ করিয়াছিল, সেই বামহস্তে ভগিনীর কেশাকর্ষণ পূর্বক দক্ষিণ হস্তে খড়্গ গ্রহণ করিয়া ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।

৩৬। নিষ্ঠুর নির্লজ্জ কংসকে এই ঘৃণিত কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে মহাভাগ্যবান (যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের পিতা) বসুদেব বক্ষ্যমাণ সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন।

৩৭। বসুদেব বলিলেন—যশস্বী ভোজবংশে আপনার জন্ম। বীরগণ আপনার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। আপনি কি প্রকারে স্ত্রীহত্যা-বিশেষতঃ ভগিনী হত্যা, বিশেষতঃ বিবাহ দিনে হত্যা করিতে পারেন? অর্থাৎ কখনো পারেন না। শ্লেষার্থ—শ্লাঘনীয় মধ্যে গুণ অর্থাৎ নিকৃষ্ট, ভোজগণ কলহকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ। যশ তাহাদের কলহাধিক্যে, তাহারা কেবল ভগিনী কেন বংশই বিনাশ করিতে সমর্থ।

৩৮। ভাবিয়া দেখুন, আপনি কি জন্য ইহাকে হত্যা করিতে চাহিতেছেন? ইহাকে বধ করিলে কি আপনি মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবেন? ইহা কদাপি সম্ভব নহে। যে ব্যক্তি জন্ম লাভ করে সে অবশ্যই মরিবে। অদ্য হোক বা শতবর্ষ পরে হোক, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় এমনি গুরুতর পাপ কার্য করিলে তাহার ফলও অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥৩৯

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি।
যথা তৃণজলৌকৈব দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥৪০

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্ প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥৪১

৩৯-৪০। আপনি বলিতে পারেন দেহ দ্বারা ভোগ সাধন হয়, সুতরাং দেহ রক্ষা প্রয়োজন। উত্তরে বলিতেছি—মৃত্যু কাল নিকটে আসিলে জীব কর্মানুযায়ী অন্য দেহ লাভ করিয়া পূর্ব দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে। ইহাই ভোগ দেহ। জীবমাত্রেরই ভোগ দেহ অবশ্য থাকিবে। পুণ্য কর্মের জন্য সুখ ভোগ যোগ্য দেহ, আর পাপ কর্মের ফল ভোগ জন্য তদনুযায়ী দেহ লাভ হইবেই। দৃষ্টান্তরূপে বলা যাইতে পারে—মানুষ চলিবার কালে এক পদ সম্মুখে ভূমিতে স্থাপন পূর্বক অন্য পদ ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া সম্মুখে স্থাপন করে। জলৌকা যেমন সম্মুখস্থ তৃণ আশ্রয় করিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী তৃণ ত্যাগ করিয়া থাকে, ঠিক এই প্রকারে জীব নিজ নিজ কর্মানুযায়ী অন্যদেহ আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

৪১। জাগ্রদ্দশায় কোন এক রাজাকে দেখিয়া, অথবা ইন্দ্রাদি দেবতাগণের বিষয় শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হয়তঃ স্বপ্নযোগে নিজকে রাজারূপে দেখে অথবা নিজের ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি স্বপ্নে দেখিয়া থাকে। নিজে যে সে সাধারণ মনুষ্য ইহা স্বপ্নাবস্থায় ভুলিয়াই থাকে। এমন কি জাগ্রতাবস্থায়ও রাজ্য প্রাপ্তি বা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তিতে মন আবিষ্ট হইলে, নিজকে তৎকালে সেইরূপই মনে হয়। পরে আবেশ-মুক্ত হইলে নিজের প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। দেহান্তর প্রাপ্তিও অনেকটা সেইরূপ, প্রাক্তন দেহের স্মৃতি তখন বিনষ্ট হইয়া যায়।

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু ।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥৪২
জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষদঃ সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে ।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্ গুণেষু রাগানুগতা বিমুহ্যতি ॥৪৩

৪২। যে কর্মের ফলভোগের জন্য এই মনুষ্য দেহ ধারণ করা, তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। বর্তমান দেহে সেই প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হইতেছে। তথাপি পূর্ব পূর্ব অসংখ্য জন্মকৃত হিংসাদ্বেষাদি ঘটিত অসংখ্য কর্ম অপ্রারব্ধরূপে চিত্তে আহিত আছে। আবার বর্তমান শরীরেও হিংসা, কাম, ক্রোধ, লোভাদির ভাব প্রবল হইয়া তত্তৎকর্মের প্রতি বাসনা জন্মাইতেছে, কিন্তু বর্তমান দেহের প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা অভিভূত হইয়া ফলোন্মুখ হইতে না পারিয়া ঐ সব বাসনা চিত্তের উপর আহিতাবস্থায় থাকে। প্রারব্ধ কর্ম শেষে মরণকালে চিত্তে পূর্বসঞ্চিত কর্মালয়গুলি সমান সমান জাতির সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ পূর্বসঞ্চিত বাসনার সহিত সমান জাতীয় বর্তমান জন্মের বাসনাগুলি মিলিত হইয়া ফলোন্মুখ হইবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ পূর্বকৃত হিংসার সংস্কারের সহিত এই জন্মকৃত হিংসা বাসনা মিলিত হইয়া উক্ত হিংসা বাসনার সাফল্য যাহাতে হয় এমন দেহ ধারণের যোগ্যতা আনয়ন করে। ইহাকে দেহারম্ভক প্রারব্ধ বলে। এই প্রকার ক্রোধ, দ্বেষ, কাম, লোভ প্রভৃতি পাপকর্ম এবং সত্য, দয়া, ক্ষমা, অহিংসা প্রভৃতি পুণ্য কর্ম সকলের সহিতই এই নিয়ম। (কৃপাকুসুমাঞ্জলি হইতে উদ্ধৃত)। পঞ্চজ্ঞানে-ন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়ে মন সর্বদা ধাবমান। জীবাত্মা যদিও প্রকৃতপক্ষে কর্ম করে না, তথাপি মনের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মনে করে আমি করি। এজন্যই মন দ্বারা গঠিত সূক্ষ্ম দেহসহ জীব দেহারম্ভক প্রারব্ধানুযায়ী জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

৪৩। মনের সঙ্গবশতঃ জীবের মনোধর্মপ্রাপ্তি দৃষ্টান্তসহ দেখাইতেছেন। চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্ক যেমন নিম্নজলে প্রতিবিম্বিত হইলে,

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥৪৪

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥৪৫

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ।৪৬

বায়ুবেগে জলের কম্পনের সঙ্গে কম্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীব কর্মানুগ অন্য দেহ প্রাপ্ত হইলে, সেই দেহে অধ্যাসবশতঃ তদ্দেহগত ধর্মপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই দেহেই বিমোহিত হয়। সুতরাং রাজদেহ, শূকরদেহ উভয়ে কোন ভেদ নাই। সেইজন্য বলিতেছি স্ত্রী হত্যা দ্বারা অন্য দুষ্প্রারব্ধ সৃষ্টি করা অসঙ্গত।

৪৪। অতএব যাহারা নিজের মঙ্গল কামনা করেন, তাহাদের পক্ষে অন্যের প্রতি হিংসা করা অনুচিত; যেহেতু হিংসাকারী ব্যক্তির ইহকালে হিংসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন হইতে এবং পরকালে যম হইতে ভয় হইয়া থাকে।

৪৫। এই বালিকা তব অনুজা, অত্যন্ত দীনা, ভয়ে অচেতনপ্রায়া, একটি পুত্তলিকাবৎ অবস্থাগ্রস্তা; তোমার কন্যাসম লাল্যা। পূর্বে তোমার সেবা ও কল্যাণ কামনা করিয়াছে, বাঁচিয়া থাকিলে ভবিষ্যতেও করিবে। তুমি দীনবৎসল, তোমার পক্ষে এই অবলা, অসহায়া বালিকাকে হত্যা করা নিতান্ত অনুচিত।

৪৬। শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে কৌরব্য, কংস একে অতি নিষ্ঠুর, তদুপরি দৈত্যগণের অনুগামী। বসুদেব কর্তৃক এই প্রকার সাম ও ভেদ বাক্য দ্বারা উপদিষ্ট হইলেও ভগিনী হত্যা উদ্যম হইতে বিরত হইল না।

নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥৪৭
মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্য যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥৪৮
প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥৪৯
বিপর্যয়ো বা কিং ন স্যাদগতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥৫০
অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥৫১

৪৭। আনেকদুন্দুভি বসুদেব ভগ্নীহত্যা বিষয়ে কংসের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে একটি উপায় স্থির করিলেন।

৪৮। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের কর্তব্য বুদ্ধি ও বল দ্বারা মৃত্যু নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা। যদি চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইতে দোষগ্রস্ত হইতে হইবে না।

৪৯-৫০। মৃত্যুরূপী কংসের হস্তে পুত্র জাত হইলেই প্রদান করিব, এই অঙ্গীকার করিয়া আপাততঃ দুঃখিনী দেবকীকে মুক্ত করি। যদি পুত্র না জন্মে তাহা হইলে কোন চিন্তা নাই। যদি পুত্র জাত হয়, তখন এমনও হইতে পারে কংস ততদিন বাঁচিবে না। আর যদি দেবকীর পুত্র জন্মে এবং কংসও বাঁচিয়া থাকে, তখন সেই পুত্রকে কংসের হস্তে তুলিয়া দিতেই হইবে। সেই সময় এমনও ঘটিতে পারে, পুত্র সদ্য প্রবলীভূত হইয়া কংসকে বিনাশ করিবে। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ বিধাতার বিধান অখণ্ডনীয়। দেবকীর অষ্টম গর্ভ হইতে কংসের মৃত্যু ইহা দেব বাক্য। সুতরাং কংসের হস্তে পুত্র জন্ম মাত্র অর্পণ করিব এই প্রতিশ্রুতি দ্বারা দেবকীকে এখন রক্ষা করি।

৫১। অরণ্যে দাবানল প্রজ্জলিত হইলে, যেমন সময় সময়

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥৫২

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৫৩

বসুদেব উবাচ।

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্‌বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥৫৪

শ্রীশুক উবাচ।

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্‌বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥৫৫

নিকটবর্তী বৃক্ষ অদগ্ধাবস্থায় থাকে, অথচ দূরবর্তী বৃক্ষগুলি দগ্ধ হইয়া যায়; তদ্রূপ জীবের জন্ম মৃত্যুও অজ্ঞাত অদৃষ্টবশতঃ অচিন্তিতরূপে ঘটিয়া থাকে। আমার পুত্রের হস্তে কংসের মৃত্যুও অসম্ভব নহে।

৫২। শৌরি বসুদেব নিজ বুদ্ধি সামর্থ্যানুসারে এইরূপ বিচার পূর্বক কংসকে বহু সম্মান পূর্বক প্রশংসা বাক্য বলিতে লাগিলেন।

৫৩। মনে দুঃখ থাকিলেও বসুদেব বদন স্নিগ্ধীকৃত পূর্বক নির্লজ্জ নিষ্ঠুর কংসকে হাসি মুখে পুনরায় বলিলেন।

৫৪। বসুদেব বলিলেন—হে সৌম্য, অশরীরী দৈব বাণী আপনাকে যাহা বলিয়াছে, সে বিষয়ে আপনি ভয় করিবেন না। দেবকীর পুত্র হইতেই আপনার ভয়, জন্মিবামাত্রই পুত্রগণকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিব—এই প্রতিশ্রুতি দান করিলাম।

৫৫। শ্রীশুকদেব বলিলেন—বসুদেব সত্যবাদী, কখনো মিথ্যা বলেন না। বসুদেবের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক কংস ভগিনীবধে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও তাহাকে প্রশংসা পূর্বক প্রীত মনে নিজগৃহে গমন করিলেন।

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥৫৬

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥৫৭

কিং দুঃসহং নু সাধুনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্যং কদর্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥৫৮

৫৬। তদনন্তর ভগবৎমাতৃত্ব হেতু সর্বদেবপূজ্যা দেবকী প্রতি বৎসর একটি করিয়া আটটি পুত্র এবং এক কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

৫৭। আনকদুন্দুভি বসুদেব মিথ্যাভাষণকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। এজন্য প্রথম জাত কীর্তিমন্ত নামক পুত্রকে মনঃকষ্ট সহকারে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন।

৫৮। বসুদেব মিথ্যাভাষণকে অত্যন্ত ভয় করেন, কিন্তু সাক্ষাৎ নিজ পুত্র বধ কি প্রকারে সহ্য করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলিতেছেন—যাঁহারা সত্যসন্ধ প্রকৃত সাধু, তাঁহারা ধর্মরক্ষার্থ সমস্ত দুঃখই সহ্য করিতে সমর্থ হন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রীভগবানকে তত্ত্বস্তু মনে করেন, এইজন্য শ্রীভগবৎপ্রীতি জন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। বসুদেব স্বয়ং নিজ পুত্রকে কংসের হস্তে ধর্মরক্ষার জন্য সমর্পণ করিলেন; কংস কি শিশুকে বধ করিবে, তাঁহার বিবেক কি বাধা দিবেনা? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব বলিতেছেন—কদর্য ব্যক্তিগণ বিবেকহীন স্বার্থজন্য সর্বপ্রকার দুষ্কার্য করিয়া থাকে। নিজ পুত্রকে কি ত্যাগ করা যায়, বসুদেব কিরূপে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যাঁহার মন শ্রীহরিতে সমর্পিত, তাঁহারা হরিতুষ্টি জন্য সবই ত্যাগ করিতে পারেন। বসুদেব জানিতেন তাঁহার পুত্ররূপে শ্রীহরি জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই পুত্ররূপী হরিকে দর্শন করিবার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। সেই হরি অষ্টম গর্ভে আসিবেন।

দৃষ্টা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিং।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৫৯
প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ং।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥৬০
তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥৬১
নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥৬২
সর্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥৬৩
এতৎ কংসায় ভগবান্ শশংসাভ্যেত্য নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ॥৬৪

৫৯-৬০। কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা ও শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সহাস্যমুখে বলিলেন—তোমাদের অষ্টমগর্ভসম্ভূত পুত্রেই আমার মৃত্যু ভয়, এই পুত্রে কোন ভয় নাই। সুতরাং এই পুত্রকে নিয়া তোমরা গৃহে গমন কর।

৬১। তাহাই হোক্, ইহা বলিয়া পুত্রসহ বসুদেব গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ত, দুর্মতি কংসের বাক্যে শ্রদ্ধা না থাকাতে মনে আনন্দ লাভ করিতে পারিলেন না।

৬২-৬৩-৬৪। পরম কারুণিক দেবর্ষি নারদ ভাবিলেন—শ্রীভগবান যত সত্বর অবতীর্ণ হন, ততই জগতের মঙ্গল হইবে, ভক্তবৃন্দের দুঃখ দূরীভূত হইবে এবং ভগবৎ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আবার কংসের পাপ ভার যত সত্বর পূর্ণ হইবে তত সত্বর শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইবেন। শ্রীভগবানের অবতরণ ত্বরান্বিত করিবার অভিপ্রায়ে দেবর্ষি নারদ দিব্যধাম হইতে মথুরোপবনে নামিয়া আসিয়া কংসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কংস সূর্যবৎ তেজস্বী দেবর্ষিকে দেখিয়া যথোপযুক্ত আসন প্রদান ও বিধিবৎ অর্চনা করিলেন, তখন নারদ বলিলেন—হে বীর,

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ॥৬৫
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥৬৬
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপোলুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥৬৭

আমি তোমা দ্বারা অর্চিত হইয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার বাক্য শ্রবণ ও গ্রহণ কর। আমি মেরুশীর্ষস্থ সত্যলোকে গমন করিয়াছিলাম, তথায় সর্বদেবতা গণের সভাতে উপস্থিত ছিলাম। তথায় অনুগসহ তোমার বধের উপায় স্থির হইয়াছে। নন্দ প্রভৃতি ব্রজের গোপগণ ও তাহাদের স্ত্রীগণ, বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়গণ ও দেবকী প্রভৃতি যদু বংশীয় স্ত্রীগণ প্রায় সকলেই দেবতা 'মনুষ্যরূপে' জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় বলিবার উদ্দেশ্য কেহ কেহ পূর্বজন্মে দৈত্য ছিলেন। ইহারা ব্যতীত নন্দ ও বসুদেবের যে সমস্ত জ্ঞাতি বন্ধু ও সুহৃদ্গণ তোমার অনুগত হইয়া আছেন, তাহারাও দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবর্ষি আরও বলিলেন, কংস পূর্বজন্মে কালনেমি নামক দৈত্য ছিল এবং ত্রেতাযুগে বিষ্ণুহস্তে নিহত হইয়াছিল। এইবারও দেবতাগণের সাহায্য উদ্দেশ্যে সেই বিষ্ণু দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন।

৬৫-৬৬। দেবর্ষি এই সমস্ত কথা বলিয়া প্রস্থান করিলে কংস যদুবংশীয়গণকে দেবতা এবং বিষ্ণুই দেবকীর গর্ভে তাহাকে বধ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিল। কংস দেবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং তাহাদের পুত্রগণকে জন্মমাত্রই অজন অর্থাৎ জন্মরহিত বিষ্ণু মনে করিয়া বধ করিতে লাগিল।

৬৭। এই জগতে লুব্ধ রাজাগণ নিজ নিজ প্রাণের পরিতৃপ্তির জন্য মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ ও বন্ধুগণকে বধ করিয়া থাকে, একটুও ইতস্ততঃ করে না।

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥৬৮

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥৬৯

৬৮। কংস নিজকে পূর্বজন্মে বিষ্ণুহস্তে নিহত মহাসুর কালনেমি জানিতে পারিয়া যদুবংশীয় গণের সহিত বিরোধ আরম্ভ করিল।

৬৯। যদু, ভোজ ও অন্ধক দিগের অধিপতি নিজ পিতা উগ্র সেনকে কারাগারে নিবদ্ধ করিয়া মহাবল কংস নিজেই শূরসেন প্রভৃতির রাজ্য ভোগ করিতে আরম্ভ করিল।

ইতি দশম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

প্রলম্ব-বক-চাণুর-তৃণাবর্তমহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদ-পূতনা-কেশি-ধেনুকৈঃ ॥১

অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥২

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরু-পঞ্চাল-কেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥৩

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্যুপাসতে।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥৪

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥৫

১-৩ প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রলম্ব, বক, চানুর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক প্রভৃতি অসুর এবং বান, নরকাসুর প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ, যদুবংশীয় গণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে, অনেক যাদব পলায়ন করিয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, সাল্ব, বিদর্ভ, নিষদ, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি রাজ্যে চলিয়া গেলেন এবং তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৪-৫ কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কংসের আজ্ঞানুবর্তী হইয়া মথুরাতে থাকিয়া গেলেন। একে একে দেবকীর গর্ভ-সম্ভূত ছয়টি পুত্র কংস কর্তৃক নিহত হইল। ইহারা পুরা-কালে মরীচির পুত্র দেবতা ছিলেন। ব্রহ্মার প্রতি অপরাধ হেতু ইহাদের অসুরত্ব প্রাপ্তি ঘটে এবং হিরণ্যাক্ষের পুত্র কালনেমি হইতে ইহাদের জন্ম হয়। জন্মের পর ইহারা আসুরধর্ম পরিত্যাগ করিয়া

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥৬

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥৭

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥৮

ব্রহ্মার উপাসক হইলে ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু—"তোমরা নিজ পিতা কর্তৃক নিহত হইবে" এই শাপ প্রদান করেন। এই অভিশাপের কথা স্মরণ পূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়া সাহায্যে ইহাদিগকে দেবকী গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং কংস কর্তৃক (পূর্ব্বজন্মে কালনেমি) বধ করাইয়াছিলেন।

৬। সপ্তম গর্ভে শ্রীভগবানের অংশ অনন্তদেব প্রবিষ্ট হইলেন। দেবকীর যুগপৎ হর্ষ ও শোক হইতে লাগিল। গর্ভে শ্রী ভগবানের অংশ এজন্য বস্তুগুণে হর্ষ এবং কংসের ভয় হেতু শোক। স্বয়ং ভগবান বিশ্বাত্মা অর্থাৎ সর্ব্বাংশী শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের প্রভু তিনি সেই যাদব গণের কংস হইতে ভয় দূর করিবার উদ্দেশ্যে নিজ শক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন।

৭। হে দেবি, হে ভদ্রে, গো ও গোপগণ কর্তৃক সুশোভিত ব্রজধামে গমন কর। সেই নন্দগোকুলে—বসুদেব পত্নী রোহিণী এবং অন্য আরও অনেক যদুবংশীয় গণকে কংসের ভয়ে লুক্কায়িত অবস্থায় দেখিতে পাইবে।

৮। আমার অংশভূত বলদেব স্বরূপ, যিনি আমার নিবাস, শভাষণাত্মক শেষ নামে পরিচিত, রোহিণী তাহার নিত্য মাতা হইলেও মৎপ্রবেশানুরোধে দেবকী গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন কর।

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥৯
অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্বকামবরেশ্বরীম্
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্ ॥১০
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥১১
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥১২
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্ বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ॥১৩

৯। হে শুভে, আমি পরিপূর্ণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান, প্রকাশ ভেদে দেবকীর পুত্রত্ব এবং প্রকাশান্তর যশোদারও পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। অথবা অংশাংশে আমি, সর্ব্বাংশে নহে, দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব, যেহেতু দেবকীর বাৎসল্য ঐশ্বর্যময়ী এবং যশোদার বাৎসল্য বিশুদ্ধ মাধুর্যময়ী, তজ্জন্য আমি সর্বাংশে যশোদার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব। তুমি যশোদা হইতে জন্মগ্রহণ করিবে মাত্র, ব্যবহারাভাবে পুত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে না। তুমি অলক্ষ্য বিগ্রহে ব্রজধামে সর্বদা বিরাজিত রহিবে (বৈষ্ণবতোষণী ও চক্রবর্তী টীকানুসারে),।

১০। তুমি মনুষ্যগণের বিবিধ বাসনা পূর্ণ করিবে এবং তাহাদের অভিলষিত বর প্রদান করিবে, এজন্য সকলে ধূপাদি নানাবিধ পূজা-দ্রব্য এবং উপহার দ্বারা তোমার অর্চনা করিবে।

১১-১২। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে তুমি পরিচিত হইবে, যথা—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি।

১৩। গর্ভ সংকর্ষণ হেতু আমার অংশ পৃথিবীতে সংকর্ষণ নামে উক্ত। লোকের মনে আনন্দ দান করিবেন এজন্য রাম এবং বলাধিক্য হেতু বলভদ্র নামেও পরিচিত হইবেন।

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥১৪

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥১৫

১৪। শ্রী ভগবান কর্তৃক এইভাবে আদিষ্ট হইলে যোগমায়া 'ওম্' অর্থাৎ তাহাই করিব এই বলিয়া ভগবদাদেশ শিরোধার্য করতঃ শ্রীভগবানকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূর্বক পৃথিবীতে গমন করিলেন এবং আদেশানুযায়ী কাজ করিলেন। অর্থাৎ দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ পূর্ব্বক রোহিণীর কুক্ষিতে স্থাপন করিলেন।

১৫। যোগমায়াকে এই শ্লোকে যোগনিদ্রা বলা হইয়াছে, কারণ নিদ্রা যেমন বোধশক্তি হরণ করে তদ্রূপ যোগমায়া এই স্থলে দেবকীর গর্ভাকর্ষণ-জনিত দুঃখ, রোহিণীর বিস্ময় এবং গোকুলবাসীগণের এই বিষয়ের জ্ঞান হরণ করিয়াছিলেন। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে গোকুলে যাইবার পূর্বেই বসুদেব কর্তৃক রোহিণীতে গর্ভ আহিত হইয়াছিল। সপ্তম মাসে দেবকীর গর্ভ যোগমায়া আকর্ষণ করেন এবং রোহিণীর পূর্ব গর্ভ অপসারণ পূর্বক তাহাতে স্থাপন করেন। অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রিতা রোহিণী রজস্বলা হইলেন এবং গর্ভ ভূমিতে নিপতিত হইল, কিন্তু যোগ-মায়া তাহা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য করিয়া দিলেন। সেই সময় দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর কুক্ষিতে যোগমায়া সংস্থাপিত করিলেন। রোহিণী নিদ্রিতাবস্থায় মুহূর্ত কাল ব্যথা অনুভব করিয়াছিলেন, তৎপর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিদ্রিতা রোহিণীকে যোগমায়া বলিলেন 'হে শুভে, ভগবদংশ তোমার গর্ভে রহিয়াছে, তোমার পুত্রের নাম সঙ্কর্ষণ হইবে। এইদিকে মথুরাতে দেবকীর গর্ভলক্ষণ বিলুপ্ত হইয়া গেল। মথুরার পৌরজন আক্ষেপ করিতে লাগিল—ওহো, কংস সম্ভবতঃ গর্ভ বিনষ্ট করিয়া দিল অথবা কংসের ভয়ে গর্ভ বিনষ্ট হইল।

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥১৬
স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥১৭
ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥১৮
সা দেবকী সর্বজগন্নিবাস-নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥১৯

১৬-১৭ ভক্তগণের অভয়-প্রদাতা বিশ্বাত্মা স্বয়ং ভগবান সর্বৈশ্বর্য পরিপূর্ণ স্বরূপে আনকদুন্দুভি বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন। ইহা দ্বারা জীব যৎ ধাতু সম্বন্ধ নিরস্ত হইতেছে। পুরুষোত্তমের ধাম হেতু বসুদেব সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইলেন। কোন ব্যক্তি তাহাকে পরাভব করা দূরের কথা তাহার নিকট গমন করিতে পর্যন্ত অসমর্থ হইল।

১৮। অতঃপর জগতের মূর্তিমান মঙ্গলস্বরূপ চ্যুতিরহিত ঐশ্বর্যাদি অংশ সহ পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবান তেজরূপে বসুদেবের মন হইতে দেবকীর মনে স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। ইহা দ্বারা জীববৎ জননী জীব সম্বন্ধ নিবারিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচ্যদিক যেমন আনন্দ কর চন্দ্রকে ধারণ করে তদ্রূপ।

১৯। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সর্বজগৎ যাঁহার কুক্ষিতে বিরাজমান, সেই স্বয়ং ভগবানকে অন্তরে ধারণ করিয়াও দেবকীর দেহ দীপ্তি বাহিরে প্রকাশিত হইল না, যেহেতু তিনি কংস দ্বারা গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। এস্থলে দুইটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্ত অগ্নিশিখা গৃহে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিলে যেমন তাহার তেজঃ বাহিরে দৃষ্ট হয় না, পরন্তু এই শিখা প্রবল হইলে যেমন গৃহ দগ্ধ করিতে পারে, তদ্রূপ দেবকীর তেজ বাহিরে প্রকাশিত না হইলেও ভবিষ্যতে এই দেবকীর গর্ভ হইতেই কংস বিনষ্ট হইবে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত জ্ঞানখলে সরস্বতী যেমন বন্ধ্যাবৎ থাকেন, কাহারো উপকারে আসেন না তদ্বৎ। জ্ঞানখল অর্থ জ্ঞানবঞ্চক

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥২০
কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥২১
স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো বর্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥২২

অর্থাৎ যাহারা নিজ বিদ্যা লোক উপকারে ব্যবহার করেন না, অথবা অন্যকে দান করেন না। জ্ঞান খলের অপর অর্থ যে ব্যক্তি নিজ বিদ্যা অন্যের অনিষ্ট কার্যে নিয়োগ করে সেইজন। এই সমস্ত জ্ঞানবঞ্চকের বিদ্যা দ্বারা যেমন নিজেরাই নিজপাপে ভবিষ্যতে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ কংস গৃহে অবরুদ্ধা দেবকীর তেজ দ্বারা নিজেই পরিণামে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে।

২০। অজিত শ্রীভগবান যাঁহার অন্তরে বিরাজিত সেই শুচিস্মিতা দেবকীর তেজে কারাগৃহ আলোকিত হইয়াছে দেখিয়া, কংস নিজে মনে মনে বলিতে লাগিল—দেবকী পূর্বে কখনো এমন দীপ্তিময়ী ছিল না। নিশ্চয়ই আমার প্রাণ-হরণকারী হরি ইহার গর্ভে আছে।

২১। কংস চিন্তা করিতে লাগিল—এখন আমার কি কর্তব্য? গর্ভস্থ হরি যথাকালে দেবকার্য সাধন নিমিত্ত আমাকে বধ করিবার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিবেই করিবে। গর্ভাবস্থায় বধ করিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি; কিন্তু গর্ভাবস্থায় বধ করিতে গেলেই দেবকীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। দেবকী একে স্ত্রীলোক, তাহাতে আমার ভগ্নী, তদুপরি গর্ভিণী। ইহাকে বধ করিলে আমার যশঃ, শ্রী, আয়ু সবই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

২২। যে ব্যক্তি অত্যন্ত নৃশংস কাজ করতঃ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে সে জীবন থাকিতেও মৃততুল্য। যেহেতু অন্য কেহ তাহার সঙ্গে মেলামেশা করিতে চাহে না, বরং "হে পাপী, সত্বর তোর মৃত্যু হোক, তাহা হইলেই জগতের মঙ্গল" এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করে। এবং মৃত্যুর পরে তাহাকে অন্ধতম নরকে গমন করিতে হয়।

ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥২৩

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীং ॥
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥২৪

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥২৫

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥২৬

২৩। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া কংস "দেবকীকে হত্যা করা অথবা গর্ভ বিনষ্ট করা" রূপ নিষ্ঠুর কাজ হইতে নিজেই বিরত হইল। এবং বৈর ভাব অবলম্বন পূর্বক শ্রীহরির জন্মক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যাহাতে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বধ করিতে পারে।

২৪। বৈরানুবন্ধ হেতু কংস সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় যথা উপবেশন শয়ন, অবস্থান, ভোজন, ভ্রমণ কালে মনে করিতে লাগিল সেই হরি এখনই আবির্ভূত হইয়া আমাকে বধ করিতে পারে। এইরূপ চিন্তাজনিত ভয় হেতু জগৎ হরিময় দেখিতে লাগিল।

২৫। ব্রহ্মা, শঙ্কর প্রভৃতি দেবতাগণ অনুচর সহ, নারদ, চতুঃসন প্রভৃতি মুনিগণ গন্ধর্বাদিসহ বিবিধ রমণীয় বাক্যে লীলামৃত বর্ষণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃষণ=লীলামৃতবর্ষী কৃষ্ণাম্বুদ। (চক্রবর্তী চরণ)।

২৬। সত্যই আপনার ব্রত, আপনি যাহা সংকল্প করেন তাহাই সত্য হয়। আপনি অবতীর্ণ হইবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। আপনি বলিয়াছেন "সকৃদেব প্রপন্নায় তমাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্বদাতস্মৈ দদাম্যেতৎব্রতংমম", অর্থাৎ যে ব্যক্তি একবার শরণাগত হইয়া আমি আপনার দাস এইরূপ বলে, আপনি তাহাকে সর্বদা রক্ষা করেন। এই ব্রত সত্যই। সত্যপর—অর্থাৎ সর্বদেশে

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূলশ্চতুর্রসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥২৭

সর্বকালে আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ত্রিসত্যং—সৃষ্টির পূর্বেও আপনি ছিলেন, এখনো আপনি রহিয়াছেন, আবার প্রলয়ে সমস্ত ধ্বংশ হইলেও আপনিই থাকিবেন। সত্যস্যযোনি—সৎ অর্থে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, তৎ অর্থে মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চভূত আপনা হইতেই সৃষ্টি, আপনিই ইহাদের কারণ অথবা আপনার অংশ মৎস্যাদি অবতার গণের যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান আপনি। নিহিতঞ্চ সত্যে অর্থাৎ আপনি অন্তর্যামী রূপে পঞ্চভূতে বর্তমান অথবা মথুরা বৈকুণ্ঠাদি ধামে আপনি সন্নিহিত স্থিত আছেন। সত্যস্য সত্যং অর্থাৎ সারস্য সার সমস্ত চিৎ বস্তুর সার আপনিই। অথবা পঞ্চভূত নির্মিত প্রপঞ্চনাশে একমাত্র আপনি অবশিষ্ট থাকেন। ঋতং—যে বাক্য সত্য ও প্রিয় তাহাই আপনি অথবা আপনি নিত্য সত্য স্বরূপ। সত্য নেত্রং—অর্থ সমদর্শন। আপনি গীতাতে বলিয়াছেন "সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" অথবা সর্বেন্দ্রিয় উপলক্ষণে নেত্র অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় সত্য। সত্যাত্মক আপনার শ্রীবিগ্রহ সত্যই সর্ব বিকার রহিত অথবা পূর্বোক্ত সর্ব প্রকারে আপনি সত্যই। আপনার চরণে আমরা শরণাপন্ন হইলাম।

২৭। হে প্রভো, আপনি একমাত্র সর্বেশ্বর, আমরা আপনার ভৃত্য। এই মায়িক প্রপঞ্চ সংসার সমষ্টি ব্যষ্টিদেহ রূপ। বৃক্ষের সঙ্গে ইহা তুলনীয়। ইহার মূল এক মায়াশক্তি বা প্রকৃতি। সুখ ও দুঃখ ও ইহার দুইটি ফল। সত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণ ইহার মূলত্রয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইহার চারিটি রস। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ইহার জ্ঞান প্রকার। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা এই ছয়টি ইহার স্বভাব। ত্বক, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক বা বল্কল। পঞ্চভূত এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি ইহার শাখা নয় ইন্দ্রিয় ছিদ্র যথা দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসা একমুখ, এক পায়ু, এক উপস্থ—উহার নয়টি দ্বার। প্রাণ, অপান, সমান,

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥২৮

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥২৯

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥৩০

উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশটি পত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই পক্ষী ইহাতে বাস করেন। মানব দেহের সঙ্গেও ইহা তুলনীয়।

২৮। আপনিই এই সংসার বৃক্ষের একমাত্র উৎপত্তি স্থান, আপনি পালন কর্তা এবং লয়কর্তা। যাহারা আপনার মায়াতে মুগ্ধ অবিবেকী, তাহারা মনে করে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালন কর্তা বিষ্ণু ও সংহার কর্তা শিব এই তিনজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীগণ জানেন ইঁহারা তিনজনই আপনার অংশ সুতরাং আপনিই একমাত্র মূল কারণ।

২৯। আপনি চিন্ময় (জ্ঞান স্বরূপ), পরমাত্মারও অংশী অর্থাৎ মূলস্বরূপ। চরাচর জীবের মঙ্গল বিধান হেতু আপনি শুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ, নানাবিধ রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারী গণের বিনাশ করেন।

৩০। কেবল সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্টের বিনাশ হেতু আপনার অবতার নহে। হে কমলনয়ন (সর্ব শৌর্যের আধার), বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আপনার ধাম। জগতে অবতীর্ণ আপনার যে কোন বিগ্রহে ধ্যান দ্বারা আবিষ্টচিত্ত কেহ কেহ আপনার শ্রীচরণকে তরণীরূপে আশ্রয় করিয়া ভীষণ ভব সমুদ্র গোস্পদ তুল্য অতি অক্লেশে পার হইয়া থাকেন। তাহারা ভব সমুদ্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত বুঝিতে পারেন না। আপনার চরণে আবিষ্ট চিত্ত তাহারা আপনার শ্রীচরণ সেবা লাভ করিয়া থাকেন অথবা আপনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্বয়ং সমুত্তীর্য স্বদুস্তরং দ্যুমন্ ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥৩১
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥৩৩

৩১। হে স্বপ্রকাশ, আপনার ভক্তগণ অপার ভব সমুদ্র আপনার শ্রীচরণ তরণী আশ্রয়ে পার হইয়া যান, এমন কি ভব সমুদ্রের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাঁহারা অনুভব করেন না। আপনার ভক্তগণ অদভ্রসৌহৃদ অর্থাৎ সর্বজীবে করুণাময় স্বভাব, এই জন্য তাঁহারা চিন্তা করেন সংসারাবদ্ধ জীবগণ কি প্রকারে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এই কারণে তাঁহারা নিজে আপনার যে চরণতরীরূপ নৌকাশ্রয়ে ভব সমুদ্র পার হইাছিলেন, তাহা অপরের মঙ্গলের জন্য এপারে রাখিয়া যান, অর্থাৎ গুরুপরম্পরা সৃষ্টি করিয়া যান। গুরুপরম্পরা আশ্রয়ে সংসারী জীব অনায়াসে ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ইহা আপনারই কৃপার প্রকাশ।

৩২। হে কমলনয়ন, যাঁহারা ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া জ্ঞানমার্গে মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা কিঞ্চিৎ ভক্তির সাহায্যে বহু জন্মে অতিকষ্টে জীবন্মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি আপনার শ্রীবিগ্রহে মায়িক বুদ্ধি তাহাদের হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অধঃপতিত হইয়া থাকেন।

৩৩। হে মাধব,' (লক্ষ্মীকান্ত অথবা রাধাকান্ত)! যাঁহারা ভক্তি-মার্গে আপনার ভজন করিয়া থাকেন তাহাদের এতাদৃশ পতন কখনো হয় না। অসৎসঙ্গাদি হেতু তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট মনে হইলেও, আপনার প্রতি ভক্তি সৌহার্দ্য সূত্রে তাহারা আবদ্ধ থাকেন। ভক্তিপথে যাঁহারা চলেন, ভক্তি দেবীই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ভরত,

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃ-সমাধিভিস্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥৩৪

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনং।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥৩৫

ইন্দ্রদ্যুম্ন, চিত্রকেতু প্রভৃতি মহাজন গণের জীবনে দেখা যায় অধঃপতনের পর তাহাদের প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আপনি গীতাতে বলিয়াছেন "কৌন্তেয়, প্রতিজানীহি, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" ইহা সত্যই আপাততঃ দেখা যায় কোন ভক্ত নানা বিঘ্নবশতঃ অধঃপতিত হইয়াছেন কিন্তু আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আপাতত অধঃপতনের ফলে তাহাদের দৈন্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ফলে ভক্তি পরিপক্ক হইয়া থাকে। হে প্রভো, তাহারা বিঘ্ন সমূহের মস্তকে পদ স্থাপন করিয়া আপনার চরণ সমীপে গমন করিতে পারেন।

৩৪। আপনি জগৎ রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রিত দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং এই দেহ দ্বারা চতুরাশ্রমস্থিত ভক্তগণের কর্মফল প্রদান করেন। আপনার দেহ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারীগণ বেদাধ্যয়ন, গৃহস্থগণ ক্রিয়াকর্ম, বানপ্রস্থীগণ তপস্যা এবং সন্ন্যাসীগণ সমাধিরূপ যতিধর্ম পালন করিয়া থাকেন।

৩৫। হে ধাতঃ (নানারূপে অবতীর্ণ ভগবান্), পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না, কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান দ্বারাই তাহা সম্ভব হইয়া থাকে। আপনি সেই জন্যই সত্ত্বময় বিগ্রহে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাতে আপনার প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বাবা মনুষ্যের অজ্ঞানজনিত ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরতত্ত্ব বিষয়ক অজ্ঞানই সংসার বন্ধনের হেতু। অনুমান অথবা শব্দজ্ঞান দ্বারা তাহা দূরীভূত হয় না, তজ্জন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন। আপনার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ জড় ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, ইহা স্বপ্রকাশ। ভক্তিতাদাত্ম্যপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারাই ইহা গ্রাহ্য, যেহেতু ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি সম্বিত ও হ্লাদিনীসার।

ন নামরূপে গুণজন্মকর্মভির্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনা দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥৩৬
শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যস্ত্বচ্চরণারবিন্দয়োরাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে ॥৩৭
দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতা ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যামি গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥৩৮

৩৬। শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম, রূপ প্রভৃতি অনন্ত, তদনুযায়ী নাম অনন্ত এবং অপ্রাকৃত, প্রাকৃত মায়িক নহে। ভক্ত বৎসল, কৃপাসিন্ধু গিরিধারী, শ্যামসুন্দর, বংশীধারী প্রভৃতি নাম ঘটপটাদির নামের ন্যায় মায়িক ও অনিত্য নহে। ঘটপটাদির নাম দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানা যায়, কিন্তু ভগবৎ স্বরূপ অনন্ত ও অজেয় বলিয়া নাম দ্বারা মানুষের মায়িক মন বুদ্ধির গোচর নহে। ভগবানের্ গুণ কর্ম জন্ম প্রভৃতি অনন্ত ও অপ্রাকৃত। ইহার কোন গতানুগতিক নিয়ম নাই। যশোদা ও দেবকীর গর্ভ হইতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন, তেমনি স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নৃসিংহরূপে, ব্রহ্মার নাসিকা হইতে বরাহ রূপে, আবার মৎস্য কূর্মরূপে অকস্মাৎ তাঁহার আবির্ভাব। ভক্তগণের প্রতি কৃপা হেতুই তাঁহার শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাব এবং নাম, গুণ ও লীলাদির প্রকাশ। শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি ক্রিয়াদ্বারাই আপনার প্রত্যক্ষ অনুভব হইয়া থাকে।

৩৭। আপনার ভুবন মঙ্গল নামজপাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, আবিষ্ট চিত্ত অপরকে স্মরণ করান প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গ দ্বারা আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তগণকে সংসার (জন্মমৃত্যু) ভোগ করিতে হয় না। সর্বশাস্ত্র বিশেষ ভাবে নাম মহিমা কীর্তন করিয়াছেন। স্কন্ধ পুরাণে উক্ত হইয়াছে শ্রদ্ধায় বা হেলায় একমাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দশবিধ নামাপরাধ বর্জন করিয়া শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে। অপরাধ থাকিলে শ্রীনাম সহজে ফলদান করেন না।

৩৮। হে সর্বদুঃখহারী হরি, সর্বেশ্বর আপনার এই জন্ম দ্বারা পৃথিবীর ভার অপনীত হইবে ইহা নিশ্চয়ই। আপনি গর্ভে আবির্ভূত

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥৩৯

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥৪০

হইয়াছেন ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিয়াছি পৃথিবী ভারমুক্ত হইয়া গিয়াছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি কৃপাপূর্বক পৃথিবীকে এবং স্বর্গকেও আপনার অসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে সুশোভিত পদচিহ্ন দ্বারা ভূষিত করিবেন। আমরা ভাগ্যক্রমে ইহা দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হইব। শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত হরণ কালে স্বর্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

৩৯। হে ঈশ্বর, আপনি অজন, আপনি চিরকালই আছেন। আপনার জন্ম জীববৎ কখনো হইতে পারে না। তবে যে আপনি জন্মগ্রহণ করেন, তাহা আপনার লীলামাত্র—উদ্দেশ্য ভক্তবিনোদন ও আনন্দাস্বাদন। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

"রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম॥"

লীলারসাস্বাদন এবং ভক্তের প্রতি কৃপা শ্রীভগবানের অবতরণের এই দুই কারণ। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আপনার জন্মের কারণ নহে। আপনার আশ্রিতা মায়াশক্তি দ্বারাই এই সব কার্য হইতে পারে। আপনি অভয়, শরণাগত জনের সর্ব ভয় বিপদ দূর করিয়া থাকেন।

৪০। আপনি মৎস্য, হয়গ্রীব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র, ব্রাহ্মণ পরশুরাম, দেবতা উপেন্দ্র প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়া যেমন ত্রিভুবনকে এবং আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ আপনার এই অবতারে পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুপতি, আপনার চরণ আমরা বন্দনা করি এবং প্রণাম করি।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।
মা ভূদ্ ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষোর্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥৪১

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবম্ ॥৪২

৪১। দেবকীকে লক্ষ্য করিয়া দেববৃন্দ বলিতেছেন—হে মাতঃ, যে পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান তাঁহার অংশ মৎস্যাদি অবতারে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ এবার স্বয়ংরূপে আপনার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। কংসের ভয়ে ভীত হইবেন না। কংসের মৃত্যু আসন্ন। আপনার পুত্র যদুবংশীয় গণকে রক্ষা করিবেন।

৪২। শুকদেব বলিলেন—প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে স্তব করিয়া দেবতাগণ ব্রহ্মা ও ঈশানকে অগ্রে করতঃ স্বর্গধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইতি দশম স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

অথ সর্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষ গ্রহতারকম্ ॥১

১। শ্রীশুকদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টদেব, সেই হেতু আমরা দেখিতে পাইব ইষ্টদেবের আবির্ভাব লীলা কতকটা রহস্যাবৃত করিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষাংশে এই জগতের পরম ভাগ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এই ভারতবর্ষের অন্তর্গত মথুরাতে। মঙ্গলবাচক অর্থ শব্দদ্বারা বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। কালে যত প্রকার গুণ থাকা সম্ভব সেই সমস্ত গুণযুক্ত অতি রমণীয় কাল আসিয়া উপনীত হইল, যে কালে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও পরিপূর্ণ মাধুর্যযুক্ত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি বুধবার নিশীথ মধ্যরাত্রিতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব। নীতিশাস্ত্রে জন্মনক্ষত্র গোপন রাখিবার বিধি—এই হেতু শুকদেব তাঁহার পরম প্রিয় ইষ্টদেবের জন্ম নক্ষত্র রহস্যাবৃত করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অজনজন্মর্ক্ষং দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথম—যিনি চিরকাল আছেন জন্মগ্রহণ করেন না সেই অজন ভগবানের জন্ম নক্ষত্র উদিত হইল। নক্ষত্রের নাম বলিলেন না। দ্বিতীয়—যিনি জন্মগ্রহণ করেন না সেই অজন নারায়ণ হইতে যাঁহার জন্ম সেই ব্রহ্মা অজনজন্মা। ব্রহ্মা যে নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সেই রোহিণী নক্ষত্রে ভগবানের আবির্ভাব। নাম না করিয়া গৌণভাবে প্রকাশ করিলেন। গ্রহগণের শান্তভাব, কাহারও উগ্র দৃষ্টি নহে। শ্রীভগবানের আবির্ভাবকালে গ্রহনক্ষত্রগণ এমন ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন যাহা দ্বারা সেই কালের মঙ্গলজনক অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছিল।

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্মলোডুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥২
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥৩
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥৪
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি ॥৫
জগুঃ কিন্নরগন্ধর্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং তদা ॥৬

২। দিক্‌মণ্ডল প্রসন্ন, গগন নির্মল, তারকাগণ উদিত হইয়াছেন। নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ, খনি প্রভৃতি সর্বত্র নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও মঙ্গল ধ্বনি হইতে লাগিল।

৩। নদীর জল স্বচ্ছ, জলাশয়সমূহ পদ্মাদি পুষ্প-দ্বারা সুশোভিত, কাননে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত, বিহঙ্গের কাকলি ও ভ্রমর গুঞ্জনে বনভূমি মুখরিত।

৪। ধূলিকণাদিরহিত সুখস্পর্শ কুসুমসুগন্ধ বহনকারী মলয়পবন ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নি মধ্যরাত্রে নির্বাপিত-প্রায় হইলেও আহুতি বিনা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

৫। অসুরগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইলেও সাধুগণের মন অকস্মাৎ অকারণে প্রসন্ন হইয়া উঠিল। শ্রীভগবানের আবির্ভাব জনিত আনন্দে অজ্ঞাতে সাধুগণের হৃদয় আনন্দিত হইল; যিনি অজন, যিনি সৃষ্টির পূর্বে, সৃষ্টিকালে এবং সৃষ্টি ধ্বংস হইলেও চিরকাল একভাবে বিরাজমান, তাঁহার আবির্ভাব লীলা হেতু স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজিতে লাগিল।

৬। গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ ভগবৎ গুণগান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধগণ ও চারণগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ একসঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মুমুচুর্ম্নয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্ ॥৭
নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥৮

৭। ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এবং নারদাদি মুনিবৃন্দ পৃথিবীর সৌভাগ্যে আনন্দিত হইয়া নন্দনকাননের পারিজাত পুষ্প বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রী দেবীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। সমুদ্র দুহিতা লক্ষ্মী নারায়ণের অঙ্কে বাস করেন। এই সম্পর্কে সমুদ্রগণ আনন্দিত হইয়া গর্জন করিতে লাগিলেন এবং গগন হইতে জলধর পটল সাগরের অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জন আরম্ভ করিলেন।

৮। পূর্বেই বলা হইয়াছে শ্রীশুকদেব নিজ ইষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত রহস্যাবৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণ প্রচলিত ধারণা শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে কংস কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বসুদেব কর্তৃক গোকুলে নন্দগৃহে নীত হইয়াছিলেন। বসুদেব. দেবকী কৃষ্ণের প্রকৃত পিতামাতা এবং নন্দ যশোদা পালক পিতামাতা মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সত্য হইল স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে মথুরাতে দেবকী হইতে এবং গোকুলে যশোদা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নন্দ পত্নী যশোদার অপর নাম ছিল দেবকী, বসুদেব পত্নীর নামও দেবকী। এজন্য দুইজনে সখিত্ব সম্বন্ধ ছিল। যথা হরিবংশে

"দ্বে নাম্নী নন্দভার্যায়াঃ যশোদা দেবকীতি চ।
অতঃ সৈখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়া ॥
গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি ত স্ত্রিয়ৌ।
দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা ॥

নন্দপত্নীর যশোদা ও দেবকী এই দুই নাম ছিল, এই হেতু বসুদেব পত্নীর সঙ্গে ইহার সখিত্ব সম্পর্ক হয়। গর্ভকাল অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা উভয়ে একই কালে দুই স্থানে সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ একই সঙ্গে দুইস্থানে জন্ম লীলা প্রকটন

করিয়াছিলেন—গোকুলে নন্দালয়ে দ্বিভুজ মেঘশ্যামল নরশিশু রূপে এবং মথুরাতে কারাগৃহে চতুর্ভুজ দেবরূপে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবম শ্লোকে শ্রীভগবান যোগমায়াকে যে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। আদি পুরাণে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ "নন্দ গোপ গৃহে জাতো যশোদাগর্ভসম্ভবঃ"। এই গ্রন্থেই পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই বলিলেন "নন্দস্ত্বাত্মজউৎপন্নে"। চতুর্দশ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকেই ব্রহ্মা বলিতেছেন "পশুপাঙ্গজায়"। তাহা ছাড়া "গোপিকা সুত" যশোদা নন্দন প্রভৃতি বহুস্থানে দেখা যায়। ঔরসজাত পুত্র ব্যতীত অন্যত্র এই সমস্ত শব্দ ব্যবহৃত হয় না। প্রথম স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে কুন্তী স্তবে কুন্তীদেবী একই শ্লোকে কৃষ্ণকে বাসুদেব, নন্দগোপকুমার, দেবকী নন্দন বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে দশম স্কন্ধ ৪৫তম অধ্যায়ে নন্দের প্রতি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

"যাতযূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিতান্।
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥"

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদাকে জ্ঞাতি অর্থাৎ জন্ম হেতু সম্পর্কিত এবং বসুদেব দেবকীকে সুহৃদ বলিতেন। বৈষ্ণবতোষণী বলিতেছেন "জ্ঞাতীন্ সাক্ষাৎ পিত্রাদীন্ এবং সুহৃদাং ভবৎ সখ্যাদিসম্বন্ধেনৈব পিত্রাদিতয়া মতানাম্।" সুতরাং ইহাই সত্য যে শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে স্বয়ং রূপে এবং কংস কারাগারে অংশ বাসুদেব রূপে জন্মলীলা প্রকটন করিয়াছিল।

এই শ্লোকে শ্রীভগবানকে জনার্দন বলা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং ভক্তগণের প্রার্থনার ফলে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন তিনি জনার্দন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী নিশীথ কালে মধ্য রাত্রে যখন জগৎ ঘনান্ধকারে নিমজ্জিত, যখন বহির্মুখ জনগণ গভীর নিদ্রাভিভূত এবং ভক্তগণ নির্জন ভজনে রত, সেই সময়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব। 'যিনি বিষ্ণু সর্বব্যাপী, যিনি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সর্ব জীবের হৃদয়গুহায় পরমাত্মা রূপে বর্তমান' তিনিই আবির্ভূত হইলেন। ভগবজ্জননী দেবকীকে দেব রূপিণী বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। বৈষ্ণবতোষণী দেবরূপিণ্যাং শব্দের টীকাতে লিখিয়াছেন

"দেবস্তু শ্রীভগবতো রূপমিব রূপং সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ তত্ত্বত্যামিতি" অর্থাৎ ভগবজ্জননীর দেহ শ্রীভগবানের দেহের ন্যায় সচ্চিদানন্দময়। শ্রীশুকদেব দেহলী প্রদীপন্যায়ে এক দেবকী শব্দ দ্বারা নন্দ পত্নী ও বসুদেব পত্নী উভয় দেবকীকেই বুঝাইতেছেন। শ্রীভগবান জন্ম গ্রহণ করিলেন না বলিয়া আবিরাসীৎ অর্থাৎ আবির্ভূত হইলেন এই বাক্য বলিলেন। জীবের ন্যায় শ্রীভগবান কর্মাধীন হইয়া গর্ভে বাস করেন না, এবং গর্ভ পূর্ণ হইলে জন্ম গ্রহণ করেন না। উভয় দেবকীর গর্ভ লক্ষণ এক সঙ্গে প্রকাশ হইয়াছিল, ইহা যোগমায়ার কার্য। যাহাতে জননীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে ইনি আমারই পুত্র এবং ইহা দ্বারা বাৎসল্য ভাবের বিকাশ ঘটে এজন্যই গর্ভ লক্ষণ। ভগবানের জন্ম জীববৎ শুক্রশোণিতে নহে। পূর্ব অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে প্রথম বসুদেবের মনে তৎপর দেবকীর মনে ভগবৎ তেজের প্রকাশ এবং ইহাতেই গর্ভ লক্ষণ। কিভাবে ভগবানের আবির্ভাব ইহা বলিতে গিয়া বলিলেন, পূর্ব দিগ্বধূ যেমন পূর্ণচন্দ্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ করেন তদ্বৎ। পূর্বদিক্ উজ্জ্বল করিয়া যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় তখন যে অপূর্ব শোভা হইয়া থাকে দেবকীর ক্রোড়ে শ্রীভগবানের শোভাও তদ্বৎ হইল। পূর্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় মাত্র, জন্ম হয় না, তদ্রূপ দেবকীর অঙ্কে শ্রীভগবানের আবির্ভাব মাত্র, জন্ম নহে। শ্রীচক্রবর্তি চরণ টীকাতে লিখিতেছেন—"দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিকয়ো যুগপ দেবাবির্ভাবমাহ—তদ্দিনে নিশীথে প্রাচ্যাং দিশি অষ্টম্যা ইন্দুরপুষ্টোঽপি মদ্বংশং মৎ প্রভুজন্মনা অলঙ্কারেত্যা নন্দোদ্রেকেন পুষ্কলঃ পূর্ণিমায়া ইন্দুরিব পুষ্কল সন্ যথা আবিরাসী তথৈব দেবক্যাং বিষ্ণুরপি সর্বাংশ কলা পরিপূর্ণ আবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ।" দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের একই কালে আবির্ভাব বলা হইতেছে। সেই কৃষ্ণাষ্টমীতে পূর্বদিকে অষ্টমীর চন্দ্র অপুষ্ট হইলেও আমার বংশে আমার প্রভু জন্মগ্রহণ করিতেছেন এই আনন্দাতিশয্যে আমি কি করিতে পারি ভাবিয়া পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় পূর্ণরূপে উদিত হইলেন—সেই প্রকার বিষ্ণু ও সর্বাংশে পূরিপূর্ণ রূপে দেবকীর অঙ্কে আবির্ভূত হইলেন।

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্য্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥৯
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-র্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥১০
স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্ ॥১১

৯-১০। শ্রীশুকদেব কংস কারাগারে দেব রূপে আবির্ভূত শ্রীভগবানের রূপ বর্ণনা করিতেছেন। বসুদেব সেই অতি সুন্দর চতুর্ভুজ অদ্ভুত শিশুকে দেখিতে লাগিলেন। বসুদেব দেখিতে পাইলেন কমলের পাঁপড়ির ন্যায় বালকের আয়ত নয়ন, চতুর্ভুজ, ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে চক্র, নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদা, ঊর্দ্ধ বাম হস্তে পদ্ম, বাম নিম্ন হস্তে শঙ্খ বিরাজিত —যেন অসুর বিনাশে উদ্যত। বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ মণি, পীত বসন পরিহিত, ঘন মেঘের ন্যায় শ্যাম দেহ কান্তি, মহার্হ বৈদূর্য্য মণি খচিত কিরীট, কুণ্ডলের দীপ্তিতে কুঞ্চিত কেশরাশি সুশোভিত, অত্যুজ্জ্বল কাঞ্চি, অঙ্গদ ও কঙ্কণাদি পরিহিত দেহ সেই অদ্ভুত শিশুরূপী ভগবানকে বসুদেব পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন।

১১। আনকদুন্দুভি (বসুদেব) সেই অত্যদ্ভুত রূপধারী ভগবান হরিকে দর্শন করিতে করিতে পরম বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন ইনি কি সেবকজনের দুঃখহরণকারী এবং অসজ্জনের বুদ্ধি ও প্রাণ হরণ কারী হরি? ইহা কি সম্ভব? ভগবান কি কাহারো পুত্র হইতে পারেন? বসুদেব যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন মানুষের পুত্র জন্মিলে পিতা কত উৎসব, দান প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ আমার পুত্র হইয়াছেন—আমার কর্ত্তব্য উৎসবাদি, দানাদি সদনুষ্ঠান করা, কিন্তু আমি কারাগারে বন্দী। আমি মনে মনেই তাহা করিব। ইহা ভাবিয়া বসুদেব যেন আনন্দ সিন্ধুতে অবগাহন করিয়া কৃষ্ণাবতার জনিত হর্ষে ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র পয়স্বিনী গাভী দান করিলেন।

অথৈনমন্তোদবধার্য পুরুষং পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ ॥১২

বসুদেব উবাচ।

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্ ॥১৩
স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥১৪

১২। বসুদেব বুঝিতে পারিলেন ইনিই সেই পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্। আমাদের দুঃখ দেখিয়া ইনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবং নিজের অঙ্গের তেজে অন্ধকার সূতিকাগৃহ আলোকিত করিয়াছেন। এইরূপ দৃঢ় ধারণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংসজনিত ভয় দূরীভূত হইল এবং ভগবানের ঐশ্বর্যভাব অন্তরে জাগ্রত হইল। তিনি তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৩। বসুদেব বলিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! আপনাকে কেহ দেখিতে পারে না, জানিতে পারে না। আপনি নির্বিশেষ ব্রহ্ম, আপনি সর্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে দর্শন দান করিয়াছেন বলিয়াই আপনাকে জানিতে পারিলাম। আপনি প্রকৃতির নিয়ন্তা। আপনি দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। ইহাতেই প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি হইয়া অগণিত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। আপনি অন্তর্যামী রূপে অন্তরে থাকিয়া সর্ববিধ জ্ঞানের প্রকাশ করিয়া থাকেন কিন্তু জ্ঞান আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না।

১৪। হে ভগবন্, আপনি দেবকীর গর্ভজাত হইতে পারেন না। আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অবস্থিত আছেন। উপনিষদ বলেন আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া পরে অন্তর্যামীরূপে ঐ ব্রহ্মাণ্ড সমূহের অন্তরে প্রবেশ করেন। শ্রুতিবাক্য মিথ্যা হইতে পারে না, আপনি সর্বব্যাপী, এজন্য ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরেও আপনি বাহিরেও আপনি। আপনি সর্বত্র বিরাজিত। আপনি ছাড়া কোন বস্তু বা স্থান নাই। আপনি অসীম, দেবকী গর্ভগত নহেন।

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্‌ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥১৫
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥১৬

এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-র্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্‌গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্ বহিরন্তরং ন তে সর্বস্য সর্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥১৭
য আত্মনো দৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং সম্যগ্‌যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ॥১৮

১৫-১৬। যেমন মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ পঞ্চভূতাদি পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পরে মনে হয় ঐ সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ কখনো কার্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কারণের ভিতরে কার্য অব্যক্তরূপে থাকে ইহাই সত্য। শ্রীভগবান সর্ব কারণের কারণ, সুতরাং সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে না। ভগবান্ সর্বব্যাপী। ভক্তবাৎসল্য হেতু তিনি দেবকী গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র।

১৭। আপনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে থাকিলেও আপনার স্বরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। আপনি সর্বব্যাপীহেতু বাহির অন্তর আপনাতে নাই। শাস্ত্রজ্ঞানে আপনার প্রেমবশ্যতা, ভক্তিবাৎসল্য প্রভৃতি গুণের পরিচয় আমরা পাই। এই সমস্ত গুণ আপনাতে আছে বলিয়াই আপনি ভক্তের অন্তরস্থ প্রেমামৃত আস্বাদন করিতে সদাই আগ্রহী। এজন্য আপনি ভূমা হইয়াও পরিচ্ছিন্ন বস্তুর ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এজন্যই আপনি দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে বর্তমান থাকিলেও, আপনার অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে আপনি একটি ক্ষুদ্র কীটের অন্তরেও প্রবিষ্ট হইতে পারেন। আপনি একই সঙ্গে অণু এবং বিভু।

১৮। যে ব্যক্তি দেহকে আত্মা হইতে একটি পৃথক বস্তু বলিয়া মনে করেন তিনি অজ্ঞান। দেহাদির সত্ত্বা আত্মার সত্ত্বার উপর নির্ভর

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ ॥১৯
স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥২০
ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈর্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ ॥২১

করে। সুতরাং আত্মাই পরম সত্য। আর সমস্ত অসত্য। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে দেহাদি সমস্তই ভগবানের মায়াশক্তির কার্য। সুতরাং তাহা ভগবান হইতে স্বতন্ত্র নহে। ইহা মিথ্যাও নহে। একমাত্র কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান, অন্য অবতারগণ তাঁহারই অংশ। কৃষ্ণই নানা মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া নানাভাবে লীলা করিয়া থাকেন।

১৯। হে বিভো (সর্বব্যাপী), আপনি নিজে কোন প্রকার চেষ্টা বা কার্য করেন না, আপনি সত্বাদি গুণত্রয়ের উর্দ্ধে এবং সর্বপ্রকার বিকারশূন্য, তথাপি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। আপনি ব্রহ্ম, সৃষ্ট্যাদি সর্বকার্যে নির্লিপ্ত, তথাপি ঈশ্বরহেতু ঐ উক্তি, সৃষ্ট্যাদি করেন ইহাও মিথ্যা নহে। কারণ আপনার অধীন মায়াশক্তি দ্বারাই ইহা হইয়া থাকে। ভৃত্যের কার্য যেমন রাজাতে উপচারিত হয়, তদ্রূপ মায়ার কার্য আপনাতে উপচারিত হয় মাত্র।

২০। আপনি কৃপাপূর্বক ত্রিলোক রক্ষার জন্য শুদ্ধসত্বময় শুক্ল বিষ্ণুরূপ, জগৎ সৃষ্টির জন্য রজঃগুণাত্মক রক্তবর্ণ ব্রহ্মারূপ এবং সংহারের জন্য তমোগুণাত্মক কৃষ্ণবর্ণ রুদ্ররূপ ধারণ করেন.। শ্লোকস্থ শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণদ্বারা চাক্ষুষ বর্ণ বুঝাইতেছে না। এস্থলে শুক্ল অর্থ বিশুদ্ধ, রক্ত অর্থ চেষ্টা বা প্রবৃত্তিযুক্ত এবং কৃষ্ণ অর্থ আবরক।

২১। হে বিভো, হে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, আপনার ইচ্ছা মাত্রই অসুর ধ্বংস হইতে পারে, তথাপি আপনি পরম করুণা পরবশ হইয়া আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবাসুর যুদ্ধে এবং

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নো গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ ॥২২

শ্রীশুক উবাচ।

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ ভীতা শুচিস্মিতা ॥২৩

দেবক্যুবাচ।

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীহং স ত্বং সাক্ষাদ্ বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥২৪

আপনার পূর্ব পূর্ব অবতারগণের হস্তে নিহত দৈত্যগণ এখন ক্ষত্রিয় রাজরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার ভক্তগণের উপর অত্যাচার করিতেছে। আপনি তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

২২। পাপাত্মা কংস আমাদের গৃহে আপনার জন্ম দৈববাণীতে শ্রবণ করিয়া আপনার অগ্রজ ছয় জনকে বধ করিয়াছে। কারাগারের প্রহরীমুখে আপনার জন্ম বার্তা শুনিয়া সেই দুষ্ট এখনই অস্ত্র হস্তে আগমন করিবে।

২৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—বসুদেবের স্তব কালে দেবকী এক দৃষ্টে দেবরূপী শিশুর দিকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী এমন উজ্জ্বল রূপ মানব শিশুতে কখনো হয় না। তবে ইনিই কি সেই ভগবান, দৈববাণী যাঁহার আবির্ভাবের কথা বলিয়াছিল? মানুষের গর্ভে কি কখনো ভগবান্ জন্মিতে পারেন? অমনি মাতৃস্নেহ উপস্থিত হইল। দেবকী ভীত হইয়া ভাবিলেন—আমি ইহাকে কংস হইতে কি প্রকারে রক্ষা করিব? দেবকী ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জোড়হস্তে ভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

২৪। দেবকী স্তব করিতেছেন—শাস্ত্র যাঁহাকে বলেন অব্যক্ত অর্থাৎ বাক্যমনের অগোচর, আদ্য অর্থাৎ সর্ব কারণেরও কারণ, সর্বব্যাপী, চিন্ময়, নির্গুণ (ত্রিগুণাতীত), নির্বিকার অর্থ পরিণাম বিহীন, সত্তা

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে মহাভূতেষাদিভূতং গতেষু'।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ ॥২৫
যোঽয়ংকালস্তস্যতেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াংস্তংত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥২৬

মাত্র অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি হীন, নির্বিশেষ, নিরীহ অর্থ চেষ্টা বিহীন, নিজের ইচ্ছাতেই সমস্ত হয়, কোন চেষ্টা করিতে হয় না, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, সর্বব্যাপী, সচ্চিদানন্দ ঘন বিগ্রহ, অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ বুদ্ধির প্রকাশক। নির্বিশেষ এইভাবে বুঝা যাইতে পারে— যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—

"ঈশ্বর স্বরূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ নাহি কোন ভেদ॥"

অর্থাৎ তিনি বিশেষহীন সত্বামাত্র, তাহাতে ধর্মাধর্ম ভেদ নাই। তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

২৫। দুই পরার্দ্ধকাল ব্রহ্মার পরমায়ু শেষে যখন মহাপ্রলয় কাল উপস্থিত হয় তখন চতুর্দশ ভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়, পঞ্চমহাভূত মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ব প্রকৃতিতে লয় হয়, প্রকৃতি তখন কারণ সমুদ্রে সুপ্ত থাকে। সেই সময় একমাত্র আপনি অবশিষ্ট থাকেন। আপনি চিরকাল এক ভাবেই আছেন ও থাকেন। এইজন্য আপনি সর্ব কারণের কারণ।

২৬। হে প্রকৃতি প্রবর্তক, প্রকৃতি আপনার ইচ্ছাতেই সৃষ্টি করেন এবং বিলয় করেন। যে মহৎ কালে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তাহা নিমেষ, দণ্ড, দিন, মাস, বৎসরাদি রূপে দ্বিপরার্দ্ধ পর্যন্ত গণনা করা চলে—ইহা আপনারই লীলা। দ্বিপারার্দ্ধকাল পরে সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং গণনা আর চলে না। কিন্তু আপনার ধামে আপনার অনাদি অনন্ত লীলা চলিতেছে। যে কাল সমস্তের উপর কর্তৃত্ব করে, সে আপনার অধীন। আপনার চরণে যে আশ্রয় গ্রহণ করে, কালের ভয় তাহার আর থাকে না। তুচ্ছ কংস আপনার আশ্রিত ব্যক্তির কি করিতে পারে? সুতরাং আপনার চরণে আমরা শরণ গ্রহণ করিলাম।

মর্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্ লোকান্ সর্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ ।
ত্বৎপাদাব্জংপ্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য স্বস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥২৭
স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্নস্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি ।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং মা প্রত্যক্ষ্যং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥২৮

২৭। মানুষ মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে ভীত হইয়া যে স্থানে এমনকি ভূলোক ভিন্ন অন্যান্য লোকে গেলেও মৃত্যু তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। পুণ্যফলে স্বর্গাদিধামে গেলেও পুণ্যক্ষয়ে মর্তলোকে আসিতেই হইবে। মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তারের কোন উপায় নাই। এমনকি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও দ্বিপরার্দ্ধ কালাবসানে আর বাঁচিয়া থাকেন না। কেবলমাত্র আপনার শ্রীপাদপদ্মে যে ব্যক্তি আশ্রয় লাভ করে তাহার আর মৃত্যুভয় থাকেনা। সে নিশ্চিন্তে আপনার শ্রীচরণ সমীপে বাস করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে কুরুক্ষেত্র মিলনকালে বলিয়াছিলেন "ময়িভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে" অর্থাৎ আমাতে ভক্তি অমৃতত্ব দান করিয়া থাকে। অমৃতত্ব অর্থ পার্ষদত্ব। ভগবৎ পার্ষদগণের মৃত্যুভয় কি প্রকারে থাকিবে? একমাত্র মহৎ কৃপা দ্বারা ভক্তি জাত হইয়া থাকে—অন্য কোন উপায় নাই। ভক্তিদ্বারা অমৃতত্ব দুইভাবে আসিতে পারে। ভক্তি দ্বারা ক্রমশঃ ভগবৎ যোগাপযোগী সিদ্ধদেহ গঠিত হয়। ভক্তি পরিপক্কতাক্রমে প্রেম লাভ হইলে স্থূলদেহ নাশ হইয়া এই সিদ্ধদেহ সঠিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—তাহা চিন্ময় অবিনশ্বর, সিদ্ধ দেহ দ্বারা ভক্ত ভগবৎধামে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় উপায় ভক্তিদেবী স্পর্শমণির ন্যায় স্থূল দেহকেই সিদ্ধদেহে পরিণত করিতে পারেন যেমন ধ্রুবের হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীনারদের পার্ষদত্ব লাভ বর্ণনা করা হইয়াছে।

২৮। হে ভগবন্, আপনি ভক্তগণের ভয় বিনষ্ট করিয়া থাকেন। আমরা আপনার দাসদাসী, আমরা উগ্রসেন পুত্রের ভয়ে ভীত। (কংস এত নিষ্ঠুর যে তাহার নাম শুনিতে বা গ্রহণ করিতেও ভয় হইয়া

জন্ম তে মষ্যসৌ পাপো মা বিন্দ্যাম্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥২৯
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নদো রূপমলৌকিকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥৩০
বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূদহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥৩১

থাকে।) আপনি আমাদের এই ভয় দূর করুন এই নিবেদন। আপনার চরণে আর এক প্রার্থনা আপনার এই চতুর্ভুজরূপ চর্মচক্ষের গোচর নহে। যোগীগণ ধ্যান নেত্রে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। অজ্ঞ অথবা দুষ্টলোক এই রূপের অনাদর বা অমর্যাদা করিলে তাহা ভক্তগণের প্রাণে ব্যথা দান করিবে। অতএব এই রূপ সংবরণ করুন।

২৯-৩০। হে মধুসূদন, আপনি মধু নামক প্রবল দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন, কংসকেও হয়ত বধ করিতে পারিবেন। কিন্তু আমার বুদ্ধি কিছুতেই স্থির হইতেছে না। কেন জানিনা কংস আপনার অনিষ্ট করিবে এই ভয় কিছুতেই দূর হইতেছে না। আপনি ঈশ্বর, সবই করিতে পারেন। পাপাত্মা কংস যেন আপনার জন্ম কথা জানিতে না পারে ইহাই করুন। আপনি বিশ্বাত্মা, অখিল মূর্তিধারী। আপনার এই অলৌকিক শঙ্খ-পদ্ম-গদা চক্রধারী চতুর্ভুজরূপ অনুগ্রহ পূর্বক গোপন করিয়া নবশিশুরূপ ধারণ করুন। আপনার এই তেজস্বী অলৌকিক রূপে অন্ধকার কারাগৃহ আলোকিত হইয়াছে। ইহা কোথাও গোপন করা সম্ভবপর নহে। আপনি ভগবান ইহা জানিয়াও আপনার জন্য আমার ভয় দূর হইতেছে না। সেই জন্যই বলিতেছি এই রূপ সংবরণ করুন।

৩১। মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনার কুক্ষিতে বিলীন হইয়া থাকে। প্রলয়াবসানে আবার তাহা প্রকাশ করিয়া পালন করেন, এমন যে আপনি আমার গর্ভসম্ভূত তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। ইহা নরলীলার অনুকরণ হইলেও অবিশ্বাস্য। আমি

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বমেব পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥৩২
যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥৩৩
বর্ষবাতাতপহিম-ঘর্মকালগুণাননু।
সহমানৌ শ্বাসরোধ-বিনির্ধূতমনোমলৌ ॥৩৪
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ ॥৩৫
এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥৩৬

এরূপ বলিলে লোকে আমাকে উন্মাদিনী বলিয়া উপহাস করিবে। অতএব এইরূপ গোপন করিয়া মানব শিশুরূপ ধারণ করুন। দেবকীর অন্তরে ঐশ্বর্যমিশ্রিত বাৎসল্য বর্তমান, এজন্য কখনো বাৎসল্য, কখনো ঐশ্বর্য ভাবের উদয় হইতেছে।

৩২। শ্রীভগবান বলিলেন—হে পতিব্রতে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রথম জন্মে তোমার নাম ছিল পৃশ্নি, এবং এই বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি ছিলেন। ইঁহার মনে কোন প্রকার বাসনা-কলুষ ছিল না।

৩৩। ব্রহ্মা যখন তোমাদিগকে প্রজা সৃষ্টি করিতে আদেশ করিলেন, তখন তোমরা উভয়ে ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্বক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলে।

৩৪-৩৫। তোমরা ঝড়, বৃষ্টি, গ্রীষ্ম, শীত প্রভৃতি কালোচিত কষ্ট সহ্য করিয়া প্রাণায়াম দ্বারা মনের কামনাদি মলিনতা দূরী করতঃ বৃক্ষের গলিত পত্র এবং বায়ু মাত্র আহার করিয়া ভক্তিযুক্ত চিত্তে আমার নিকট হইতে বরলাভের আশায় অত্যন্ত দুষ্কর আরাধনা করিয়াছিলে।

৩৬। হে ভদ্রে, আমাতে চিত্ত সমর্পণ করতঃ এইভাবে দেব পরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর তোমরা অতি দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলে।

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥৩৭
প্রাদুরাসং বরদরাড়্‌ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥৩৮
অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ মম মায়য়া ॥৩৯
গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্‌।
গ্রাম্যান্‌ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ॥৪০
অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্যগুণৈঃ সমম্‌।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥৪১

৩৭-৩৮। তোমরা কামনাত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমার প্রীতি উদ্দেশ্যে তপস্যা করিয়াছিলে এবং এইজন্য তোমাদের চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হওয়াতে সাধনভক্তি অনুষ্ঠান ক্রমে আমার প্রতি বাৎসল্য প্রেম জাত হইয়াছিল। আমার এই রূপই তোমরা ধ্যান করিয়াছিলে। তজ্জন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপেই তোমাদের নিকট আবির্ভূত. হইয়াছিলাম। আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বরদাতা। আমি তোমাদিগকে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তোমরা আমার মত পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে।

৩৯। তোমরা গ্রাম্য সুখ (স্ত্রীপুত্র অর্থাদি দ্বারা বৈষয়িক সুখ) কখনো ভোগ কর নাই, তোমাদের কোন সন্তানও জন্মগ্রহণ করে নাই। আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমরা মুক্তি প্রার্থনা কর নাই। এস্থলে মায়া শব্দের অর্থ কৃপা—সৎবিষয়ে পুত্র ভাবময়ী কৃপা।

৪০। আমি বরদানান্তর অন্তর্হিত হইলে, তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়াতে—অর্থাৎ আমার মত পুত্র লাভ করিবে এই বর লাভ করিলে, তোমরা বিষয় সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে।

৪১। ঊর্ধ্বমধ্য-অধঃ এই তিন লোকে চরিত্রে, ব্যবহারে এবং ঔদার্যাদিগুণে আমার সমান কেহ না থাকাতে, আমিই তোমাদের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ হইয়াছিল।

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥৪২
তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈব বপুষাথ বাম্।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥৪৩
এতদ্ বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥৪৪
যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্গতিং পরাম্ ॥৪৫
(যদি কংসাদ্ বিভেষি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়।
মন্মায়ামানয়াশু ত্বং যশোদাগর্ভসম্ভবাম্ ॥)

৪২। দ্বিতীয় জন্মে তোমার নাম ছিল অদিতি এবং বসুদেবের নাম ছিল কশ্যপ। তখনও আমি তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি। ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তখন আমার নাম ছিল উপেন্দ্র এবং বামনাকৃতি হেতু অপর নাম ছিল বামন।

৪৩। তৃতীয় জন্মেও আমি এই একইরূপে তোমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলাম। আমার বাক্য সত্যই হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না।

৪৪। পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই পূর্ব পূর্ব জন্মের মত চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। আমি নরশিশু আকৃতি নিয়া জন্ম গ্রহণ করিলে, তোমরা কেহই আমার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিতে না।

৪৫। বসুদেব ও দেবকী শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ ঐশ্বর্য মিশ্রিত বাৎসল্য—প্রেমবান পিতামাতা। শ্রীভগবান যখন অংশে অবতীর্ণ হন তখন নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণও অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, আর পূর্ণরূপে ভগবান আসিলে পার্ষদগণও পূর্ণরূপে আসেন। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ সাধনভক্তি প্রচারের জন্য সাধক ভক্তবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। শ্লোকস্থ কৃতস্নেহৌ শব্দে নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্য প্রেমযুক্ত

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।

পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃশিশুঃ ॥৪৬

বুঝাইতেছে। ইহাদের প্রেম ঐশ্বর্য মিশ্রিত, এইজন্য কৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধিও ছিল। শ্লোকের অর্থ হইবে—তোমরা কখনো পুত্রভাবে, কখনো ঈশ্বর-ভাবে আমাকে চিন্তা করিয়াছ, এজন্য লীলাবসানে আমার বৈকুণ্ঠধামে উত্তমা গতি লাভ করিবে।

অতিরিক্ত শ্লোকের অর্থ :—যদি কংসের ভয় থাকে, তাহা হইলে আমাকে গোকুলে নিয়া যাও এবং যশোদা গর্ভসম্ভূত আমার যোগমায়া শক্তিকে নিয়া আসিও।

৪৬। এই কথা বলিয়া ভক্তমনহারী শ্রীভগবান নীরব হইলেন। শ্রীভগবান যোগমায়া শক্তির সাহায্যে পিতামাতার চক্ষুর সম্মুখেই প্রাকৃত নর শিশুর ন্যায় দ্বিভুজ শিশুতে পরিণত হইলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে শুকদেব ইষ্টদেবের জন্মলীলা রহস্যাবৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ যামল গ্রন্থ হইতে জানা যায় শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি যোগমায়া দেবকীর প্রার্থনা সত্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় গোকুল হইতে যশোদা গর্ভজাত দ্বিভুজ নর শিশু রূপী শ্রীকৃষ্ণকে সকলের অলক্ষ্যে কংস কারাগারে নিয়ে গেলেন। (এই অধ্যায়ের ৮নং শ্লোকের ব্যাখ্যাতে বলা হইয়াছে একই সঙ্গে গোকুলে যশোদা গর্ভ হইতে দ্বিভুজ রূপে এবং মথুরাতে কংস কারাগারে দেবকী হইতে চতুর্ভুজ রূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল।) অমনি চতুর্ভুজ ভগবদংশ বাসুদেব অংশী দ্বিভুজ কৃষ্ণের দেহে লীন হইয়া গেলেন, বিদ্যুৎ যেমন মেঘে মিশিয়া যায় তদ্রূপ। বসুদেব ও দেবকীর চক্ষুর সম্মুখেই চতুর্ভুজ দেব রূপ দ্বিভুজ নরশিশু রূপে পরিণত হইলেন। কৃষ্ণযামল গ্রন্থ এই লীলা পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং মিথুনং সমজায়ত।

গোবিন্দাখ্য পুমান্ কন্যা সাত্ত্বিকা মথুরাং গতা।

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎ প্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥৪৭
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবাঽখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥"

নন্দ পত্নী যশোদা এক পুত্র এবং কন্যা প্রসব করেন। পুত্রের নাম গোবিন্দ এবং কন্যার নাম অম্বিকা, যিনি মথুরাতে নীত হইয়াছিলেন। সৌদামিনী যেমন মেঘের সঙ্গে মিশিয়া যায় তদ্রূপ বাসুদেব নন্দসুতে লীন হইয়াছিলেন।

৪৭। অতঃপর শৌরি (বসুদেব) শ্রীভগবানের আজ্ঞানুযায়ী (অতিরিক্ত শ্লোকে বর্ণিত) যখন কারাগাররূপ সূতিকা গৃহ হইতে নিজ পুত্রকে অতি সাবধানে ও পরম যত্ন সহকারে ক্রোড়ে করতঃ নন্দালয়ে গমন জন্য কারাগারের বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, ঠিক সেই সময় নন্দপত্নী যশোদা হইতে যোগমায়া জন্মগ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নবম শ্লোকে বর্ণিত শ্রীভগবানের আজ্ঞানুযায়ী যোগমায়ার জন্মগ্রহণ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যশোদা হইতে প্রথম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং পরে যোগমায়া জন্ম গ্রহণ করেন। এইজন্য পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে নবম শ্লোকে যোগমায়াকে "অনুজা বিষ্ণোঃ" শুকদেব নিজমুখে বলিয়াছেন। এক পিতামাতা অন্ততঃপক্ষে এক পিতার ঔরসজাত না হইলে অনুজ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। চক্রবর্তিচরণ এই শ্লোকের টীকাতে যশোদার কাল ভেদে দুই প্রসবের কথা লিখিয়াছেন। যোগমায়াকে অজা বলা হইয়াছে, যেহেতু ইনি শ্রীভগবানের সঙ্গে চিরকাল আছেন, জীববৎ জন্মগ্রহণ করেন না। শ্রীভগবানের লীলা সহায়ক রূপে শ্রীভগবানের সঙ্গেই ইহার আবির্ভাব। চক্রবর্তিচরণ টীকাতে লিখিয়াছেন—দেবকী যখন প্রসব করেন একই সঙ্গে যশোদাও কৃষ্ণকে প্রসব করেন, পরে যশোদা হইতে আবার যোগমায়ার জন্ম। যশোদা প্রসূত কৃষ্ণের চতুর্ভুজত্ব বর্ণিত না হওয়াতে এবং কৃষ্ণকে নরাকৃতি পরব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়াতে যশোদা প্রসূত কৃষ্ণকে দ্বিভুজ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ববৃত্তিষু দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ।
দ্বারস্তু সর্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া বৃহৎ কপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥৪৮
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে স্বয়ং ব্যবর্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশু গর্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ্ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥৪৯
মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্ যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদী মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥৫০

৪৮-৪৯। যোগমায়ার প্রভাবে কারাগৃহের প্রহরীবৃন্দ এবং মথুরা বাসীগণ সকলেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। কারাগারের সমস্ত দ্বারের বৃহৎ কপাট সমূহ লৌহময় কীলক ও শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ও দুর্লজ্ঘ্য ছিল। বসুদেব কৃষ্ণকে অতি সাবধানে বস্ত্রাবৃত করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই, তাঁহার পদশৃঙ্খল আপনা হইতেই উন্মোচিত হইয়া গেল। তিনি কৃষ্ণসহ বাহিরে যাইবার জন্য দ্বার সমীপে উপস্থিত হওয়া মাত্র, কঠিন লৌহদ্বার আপনা হইতেই মুক্ত হইয়া গেল। কি ভাবে মুক্ত হইল—বলিতেছেন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেমন দূরে যায় ঠিক সেইরূপ। এতক্ষণ বৃষ্টি হয় নাই, এক্ষণে পর্জন্যদেব মন্দমন্দ গর্জন সহ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। শেষ নাগ বাসুদেবের মস্তকে ফণা দ্বারা আতপত্র সৃষ্টিকরতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বৃষ্টিপাত নিবারণ করিতে লাগিলেন।

৫০। বসুদেব শিশু ক্রোড়ে করতঃ যমুনা সমীপে আসিয়া দেখিলেন প্রবল বর্ষণে যমুনাতে প্রবল ফেনিল তরঙ্গ ও আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে। বসুদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন এই নিশীথে, দুর্যোগে কি প্রকারে তরঙ্গ সঙ্কুল স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিবেন। ইষ্টদেব স্মরণ করতঃ বসুদেব এক দুই পদ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল তরঙ্গ বসুদেবের বক্ষ পর্যন্ত উত্থিত হইয়া নবজাত শিশুর চরণ স্পর্শ করিল। বসুদেব অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, দেখিলেন পশ্চাতে গভীরতর জল। বিদ্যুতালোকে বসুদেব দেখিতে পাইলেন—যমুনা পূর্বাপেক্ষা শান্ত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎসুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥৫১

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ববদাবৃতঃ ॥৫২

চরণ স্পর্শ করাতেই তরঙ্গ শান্ত। বসুদেব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কোথাও জানু হইতে অধিক জল মনে হইল না। এই ভাবে সেই যমুনা পার হইয়া গেলেন (ত্রেতাযুগে প্রবল সমুদ্র যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে সেতু পথ করিয়া দিয়াছিলেন, এইবার যমুনা তেমনি তলদেশ উত্তোলন করিয়া শ্রীভগবানকে পথ করিয়া দিলেন।)

৫১-৫২। বসুদেব যমুনা পার হইয়া সম্মুখস্থ রাজপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে নন্দালয়ে উপনীত হইলেন। বসুদেব লক্ষ্য করিলেন মথুরার গোকুলেও নগরবাসী সকলে নিদ্রিত। রাজদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার-রক্ষী গোপগণকে গভীর নিদ্রাভিভূত দেখিলেন। দ্বারও উন্মুক্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি খুব সাবধানে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে কোন বাধা দিল না। বসুদেব যশোদার শয়ন গৃহে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন যশোদা, ধাত্রী ও পরি-চারিকা বৃন্দ গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। বসুদেবের উপস্থিতি কেহই লক্ষ্য করিল না। তিনি দেখিলেন যশোদার শয্যাতে একটি অতি সুন্দরী কন্যা শায়িতা আছে। বসুদেব নিজ পুত্রের মুখ চুম্বন পূর্বক যশোদার শয্যাতে সন্তর্পণে রক্ষা পূর্বক কন্যাটিকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ নিজ পুত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যে পথে আসিয়াছিলেন, সেইপথ ধরিয়া দ্রুত গতি কারাগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেবকীর শয্যাতে কন্যাকে রাখিয়া দিলেন। অমনি কারাগৃহের দ্বার সমূহ আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। বসুদেবের চরণের শৃঙ্খলও পূর্ববৎ চরণে সংলগ্ন হইয়া রহিল।

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥৫৩

বসুদেব নিজ পুত্র জ্ঞানে কৃষ্ণকে নন্দালয়ে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, যশোদার কন্যাকে কারাগৃহে বিপদের মুখে নিয়া আসিলেন, ইহাতে বসুদেবের ঘোর স্বার্থপরতা বুঝায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। তিনি শ্রীভগবানের আদেশে ইহা করিয়া ছিলেন। এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ইহা দ্বারা কাহারও কোন অমঙ্গল হইবে না।

৫৩। যোগমায়ার প্রভাবে যশোদা, ধাত্রীগণ ও পরিচারিকা বৃন্দ এবং নন্দালয়ের সকল ব্যক্তিই গভীর নিদ্রাভিভূত ছিলেন, কিছুই জানিতে পারেন নাই। কেবল যশোদা স্বপ্নবৎ বুঝিয়াছিলেন—প্রসব হইয়াছিল, কিন্তু একবার অথবা দুইবার এবং পুত্র অথবা কন্যা কিছুই জানিতে পারেন নাই। জাগ্রত হইয়া দেখিলেন নীলোৎপলতুল্য পরম সুন্দর একটি শিশু হাসি মুখে চাহিয়া আছে। যশোদার আনন্দের সীমা রহিল না।

দশম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃসর্বাঃ পূর্ববদাবৃতাঃ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥১
তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃপ্রতীক্ষতে ॥২
স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ ॥৩
তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥৪

১। বসুদেবের কারাগৃহে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কারাগারের বাহিরের ও ভিতরের বৃহৎ লৌহ কপাট সমূহ আপনা আপনি বদ্ধ হইয়া গেল। বসুদেব দেবকীর শয্যাতে আনীতা কন্যাকে রাখিয়াছিলেন। ঐ কন্যা ক্রন্দন করিতে লাগিল। নবজাত শিশুর রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কারারক্ষীগণ জাগ্রত হইয়া উঠিল।

২। তাহারা সত্বর ভোজরাজ কংসের অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেবকীর অষ্টম গর্ভ প্রসবের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে এই অষ্টম সন্তানের জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছিল।

৩। সংবাদ শ্রবণ মাত্রই কংস সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিল এবং ভীতচিত্তে ভাবিতে লাগিল—'এই আমার সাক্ষাৎ মৃত্যু।' যত সত্বর সম্ভব কংস স্খলিত পদে সূতিকাগৃহে উপস্থিত হইল। গমন বেগে কংসের কেশ বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল।

৪। কংসকে ভীষণ মূর্ত্তিতে আগত দেখিয়া দীনচিত্তা দেবকী অতি করুণভাবে কংসকে বলিলেন—'হে ভ্রাতঃ, তোমার মঙ্গল হোক। এইটি কন্যা সন্তান, ইহা দ্বারা তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাকে তুমি পুত্রবধূ করিও। ইহাকে বধ করিয়া স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত হইও না।'

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥৫
নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্ ॥৬

শ্রীশুক উবাচ।

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥৭
তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বস্রুঃ সুতাম্।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥৮

৫। অগ্নিতুল্য তেজস্বী আমার অনেকগুলি পুত্র তুমি বধ করিয়াছ। দৈববলেই এরূপ হইয়াছে। ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। আমার দুর্ভাগ্যই এজন্য দায়ী। এই কন্যাটি আমাকে ভিক্ষা দাও।

৬। আমি তোমার দুঃখিনী কনিষ্ঠা ভগ্নী, অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুতে অতি শোকাতুরা। তুমি প্রভু। যেহেতু ইচ্ছা করিলে দিতে পার, নাও দিতে পার। হে ভ্রাতঃ, এই দুর্ভাগিনীকে তাহার এই শেষ কন্যা সন্তানটি ভিক্ষা দাও।

৭। শ্রীশুকদেব বলিলেন—দেবকী যদিও জানেন তাহার পুত্র নিরাপদ স্থানে আছে, এইটি সখী যশোদার কন্যা, এখন এই কন্যাটির আসন্ন মৃত্যু নিজ পুত্র মৃত্যুর ন্যায়ই অতি দুঃসহ মনে হইতে লাগিল। দেবকী কন্যাটিকে নিজ বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিতে করিতে কন্যাটির প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই ক্রূরমতি কংস দেবকীকে ভৎর্সনা করিতে করিতে বলপূর্বক কন্যাটিকে ভগ্নীর বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইল।

৮। দুষ্টমতি কংস নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আত্মীয়তা ও বন্ধুপ্রীতি বিসর্জন করিয়া নবজাত ভগ্নী-কন্যাটির পদদ্বয় ধারণ করতঃ গৃহের বাহিরে আনিয়া উহার মস্তক চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে সজোরে তথায় রক্ষিত শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল।

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥৯
দিব্যস্রগম্বরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা।
ধনুঃশূলেষুচর্মাসি-শঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০
সিদ্ধচারণগন্ধর্বৈরপ্সরঃ-কিন্নরোরগৈঃ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥১১
কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ।
যত্র ক্ব বা পূর্বশত্রুর্মা হিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥১২

৯। এই শ্লোকে শুকদেব এই কন্যাকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যশোদা হইতে ইনি জন্ম গ্রহণের পূর্বে বিষ্ণু (কৃষ্ণ) যশোদা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক গর্ভ হইতে দুইজন, অন্তত: এক পিতার ঔরসে জাত দুইজনের কনিষ্ঠকে অনুজ বলা যায়। অন্য কোন অবস্থায় অনুজা শব্দ ব্যবহৃত হয় না। কংস শিশুকে অধঃ নিক্ষেপ করিলেও বিষ্ণুর অনুজা এই শিশু তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধমুখে আকাশে গমন করিলেন এবং আয়ুধসহ অষ্টভুজা দেবী মূর্তিতে আকাশ উজ্জ্বল করতঃ সকলের দৃষ্টি গোচর হইলেন।

১০-১১। দেবীর গলদেশে দিব্য মাল্য, পরিধানে দিব্য বসন, অঙ্গে কস্তুরী চন্দনাদি সুগন্ধ অনুলেপ, নানাবিধ রত্নালঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত। অষ্টভুজে ধনুঃ, শূল, বাণ, চর্ম, অসি, শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি অস্ত্র। সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, কিন্নর ও নাগগণ নানাবিধ প্রচুর উপহার সহ অর্চনা করিয়া দেবীর স্তব করিতেছিলেন। তিনি তখন কংসকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন—

১২। ওরে দুষ্ট, আমাকে বধ করিলে তোর কি লাভ হইত? পূর্ব জন্মে তুই যাঁহার হস্তে নিহত হইয়াছিলি এ জন্মেও তিনিই তোকে বধ করিবেন। তিনি কোন একস্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত নিরীহ ব্যক্তিগণকে বৃথা হিংসা করিস না। ইহাতে তোর ক্ষতিই হইবে।

ইতি প্রাভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥১৩
তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥১৪
অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥১৫
স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্ ॥১৬

১৩। ইহা বলিয়া ভগবতী যোগমায়া অন্তর্হিত হইলেন। এবং পৃথিবীতে বহু স্থানে বহুনামে প্রকাশিত হইয়া পূজিত হইতে লাগিলেন। যথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা, অম্বিকা প্রভৃতি।

১৪। দেবীর বাক্য শুনিয়া কংস পরম বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। বিস্ময়ের কারণ দেবতারাও মিথ্যা ভাষণ করেন। কেন না দৈববাণী বলিয়াছিল—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে কিন্তু এখন জানিল ইহা সত্য নহে। ভয়ের কারণ তাহার হন্তা অজ্ঞাত স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেন। বিস্ময়ের অপর কারণ স্বয়ং ভগবতী দেবকীর গর্ভে জাত হইলেন। আবার ভয়ের কারণ দেবী ইচ্ছা করিলে তাহাকে বধ করিতে পারেন যেহেতু তাঁহার পিতামাতার উপর কংস অত্যাচার করিয়াছে। কংস তখন বসুদেব ও দেবকীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং বিনীত ভাবে বলিতে লাগিল।

১৫। হে ভগিনি দেবকী, হে ভগ্নীপতি বসুদেব, রাক্ষস যেমন নিজ অপত্য বধ করে, তদ্বৎ পাপাত্মা আমি তোমাদের অনেকগুলি পুত্রকে হত্যা করিয়াছি।

১৬। ক্রুর স্বভাব আমি দয়ামায়া ত্যাগ করিয়াছি, আত্মীয় স্বজন

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেবলম্।
যদ্বিশ্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবান্ শিশূন্ ॥১৭
মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জন্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥১৮
ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ ॥১৯
যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্যয়ঃ।
দেহ যোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে ॥২০

ত্যাগ করিয়াছি, মৃত্যুর পরে ব্রহ্মহত্যা-কারীর ন্যায় না জানি কোন ঘোর নরকে আমার স্থান হইবে।

১৭। এখন জানিলাম কেবল মনুষ্য নহে, দেবতাগণও মিথ্যা ভাষণ করিয়া থাকেন। দৈববাণীতে বিশ্বাস করিয়া আমি ভগ্নীর পুত্র গণকে হত্যা করিয়াছি।

১৮। তোমরা উভয়েই যথেষ্ট জ্ঞানী ও বিবেকী, শিশু গুলির মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিও না। "স্বকর্মফলভুক্‌পুমান্" প্রাক্তন কর্মানুসারে সকলের গতি হইয়া থাকে। এই শিশু গণও প্রারব্ধানুসারে গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সকলেই দৈবাধীন অর্থাৎ অদৃষ্টের ক্রীড়নক। কেহই স্ত্রী, পুত্র, পিতামাতা, আত্মীয়, বন্ধুসহ দীর্ঘকাল একত্র বাস করিতে পারে না।

১৯। পৃথিবীতে কত ঘটাদি পার্থিব বস্তু উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়, কিন্তু পৃথিবী স্থির থাকে। তদ্রূপ দেহের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় কিন্তু আত্মা স্থির থাকেন।

২০। দেহ হইতে আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহাদের দেহে আত্মবুদ্ধি হওয়াতে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু হইয়া থাকে। তাহাদের সংসার দূর হয় না।

তস্মাদ্ ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥২১
যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥২২
ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥২৩

২১। সুতরাং হে ভদ্রে, (সৎবুদ্ধিমতী), দেহ এবং আত্মা ভিন্ন পদার্থ—এই জ্ঞান যখন তোমার আছে, তখন তোমার শিশুপুত্রগণ আমাদ্বারা বিনষ্ট হইলেও শোক করিও না। জীব মাত্রই নিজনিজ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। তাহারা নিজনিজ কর্মফলানুযায়ী গতি লাভ করিয়াছে, আমি নিমিত্ত মাত্র। আমার কোন দোষ নাই।

২২। আত্মা কাহাকেও বধ করেন না, অন্য ব্যক্তিও আত্মাকে বধ করিতে পারে না এই জ্ঞান যাহাদের নাই, তাহারাই আত্মাকে বধ কর্তা, বধ্য মনে করিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জ্ঞান না জন্মে, ততদিন দেহাত্মবুদ্ধি বশতঃ আত্মারই মৃত্যু হইয়াছে এবং আত্মাই বধ করিয়াছে এই মিথ্যা অনুভব হয়। এবং এই জন্যই দেহের জন্মে আত্মার জন্ম, ও দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু অনুভূত হইয়া থাকে।

২৩। কংস খুব তত্ত্ব কথা শুনাইতেছে, কিন্তু নিজের এই জ্ঞান বা অনুভব থাকিলে দৈব বাণী শুনিয়া শিশু হত্যা করিত না। কংস মনে মনে ভাবিল অষ্টভুজা দেবী ইহাদের কন্যা। ইহারা সন্তুষ্ট না হইলে সেই দেবী আমাকে বধ করিতে পারেন। এ সমস্ত চিন্তা করিয়া কংস স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে পুনরায় বলিতে লাগিল—তোমরা উভয়েই সাধু অর্থাৎ বিশুদ্ধ হৃদয় ও দয়ার্দ্র চিত্ত, আমি দীন ভাবে তোমাদের চরণে মিনতি করিয়া বলিতেছি; আমি তোমাদের উপর যত অত্যাচার করিয়াছি তাহা তোমরা কৃপা পূর্বক ক্ষমা কর। এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেবকী ও বসুদেব উভয়ের পাদগ্রহণ করিল।

মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিশ্রব্ধঃ কন্যকাগিরা।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥২৪
ভ্রাতুঃসমনুতপ্তস্য ক্ষান্ত্বা রোষং চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্ বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥২৫

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্ব-পরেতি ভিদা যতঃ ॥২৬

শোকহর্ষভয়দ্বেষ-লোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥২৭

২৪। অষ্টভুজা দেবীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া কংস বসুদেব ও দেবকীকে লৌহশৃঙ্খলাবস্থা হইতে এবং কারাগৃহ হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং নানা প্রকার মধুর বাক্যে তাহাদের প্রতি নিজ প্রীতি জ্ঞাপন করিল।

২৫। ভ্রাতা কংসকে অনুতপ্ত দেখিয়া দেবকী তাহার প্রতি রোষত্যাগ করিলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিলেন। বসুদেব তখন হাস্যমুখে বলিলেন—

২৬। হে মহারাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্যই। দেহে আত্মবুদ্ধিই অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা বশতঃ মানুষের আত্মপর ভেদবুদ্ধি জন্মে এবং এই জন্যই আত্মসুখের কারণে অপরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়।

২৭। আত্মার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। আত্মা অবিনশ্বর। দেহেরই জন্ম মৃত্যু হয়। দেহে আত্মবুদ্ধি বশতঃ মানুষ দেহের জন্ম মৃত্যুকে আত্মাতেই আরোপ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই জন্ম মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ঈশ্বরই কর্তা, অন্য কেহ নহে। ঈশ্বরের প্রেরণাতেই এক জীব অপর জীবকে বধ করিয়া থাকে। আমরা ভ্রম বশতঃ দোষারোপ করিয়া থাকি। অজ্ঞানতা বশতঃ শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ, অহঙ্কার হেতু মানুষ শ্রীভগবানের কর্তৃত্ব না বুঝিয়া নিজে কর্তা সাজিয়া সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে।

শ্রীশুক উবাচ

কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্ গৃহম্ ॥২৮
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥২৯
আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥৩০
এবং চেৎ তর্হি ভোজেন্দ্র পুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দশান্নির্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥৩১
কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥৩২

২৮। শ্রীশুকদেব বলিলেন—দেবকী ও বসুদেব কংসের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার বিনয়নম্র বচন ও ব্যবহারে প্রসন্ন হইলেন এবং কংসের বাক্যের অনুমোদন সূচক উত্তর প্রদান করিয়া কংসকে গৃহে গমন করিতে বলিলে কংস নিজগৃহে গমন করিল।

২৯। সেই ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী রাত্রি অতীত হইলে পরদিন কংস মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিল এবং যোগমায়াদেবী যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সকলকে জ্ঞাপন করিল।

৩০। প্রভু কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপরিণামদর্শী দেবশত্রু দৈত্যগণ দেবতাগণের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বলিতে লাগিল।

৩১। মহারাজ, আপনি কিসের ভয়ে ভীত হইয়াছেন? সেই দেবীর কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আজ হইতে দশদিন পূর্ব পর্যন্ত অথবা আরও দুই একদিন বেশী পর্যন্ত যত শিশু নগরে, গ্রামে এবং ব্রজ প্রভৃতি স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের সকলকে আমরা আজই বধ করিব। তাহা হইলে আপনার পূর্বশত্রুও জন্মিয়া থাকিলে নিহত হইবে। আপনার আর ভয়ের কারণ থাকিবে না।

৩২। দেবতাগণ স্বভাবতঃ সমরভীরু, আপনার ধনুষ্টঙ্কার শব্দে

অন্যতমস্তেশরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥৩৩

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥৩৪

নত্বং বিস্মৃতশস্ত্রানান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্।
হংস্যন্যাসক্ত বিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥৩৫

কিংক্ষেম শূরৈর্বিবুধৈরসংযোগ বিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা কিংহরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥৩৬

তাহারা ভীত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা যুদ্ধের চেষ্টা করিলেও আপনার কিছুই ক্ষতি করিতে পারিবে না।

৩৩। আপনি কি ভুলিয়া গেলেন আপনার নিক্ষিপ্ত শরসমূহে আহত হইয়া প্রাণরক্ষা হেতু তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

৩৪। কোন কোন দেবতা অস্ত্রত্যাগ পূর্বক দীনবৎ করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। কেহ কেহ স্খলিতবসন ও আলুলায়িত কেশে 'আমরা ভীত' বলিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল।

৩৫। যাহারা শস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল, যাহাদের রথ ভগ্ন হইয়াছিল, যাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া অন্য কাজে ব্রতী হইয়াছিল, এবং যাহাদের ধনুক ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে আপনি বধ করেন নাই।

৩৬। দেবগণ নিজ গৃহেই বীরত্ব প্রদর্শন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে নহে। তাহারা আপনার কি করিতে পারে? দেবতাগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহারাও আপনার ভয়ে ভীত। সর্বশ্রেষ্ঠ হরি মানুষের হৃদয় গুহায় লুকায়িত হইয়া থাকেন, বাহিরে আসেন না। শম্ভু বনবাসী, ব্রহ্মা তপস্যারত, যুদ্ধাদিতে তাহার মন নাই। আর ইন্দ্র অল্পবীর্য। সে

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্‌ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥৩৭
যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥৩৮
মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপোযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥৩৯
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥৪০

আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। সুতরাং আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই।

৩৭। তথাপি দেবতাগণ আমাদের চিরশত্রু। ইহাদিগকে উপেক্ষা করা উচিত নহে। দেবতাগণের মূল ধ্বংস করিতে অনুগত আমাদিগকে নিযুক্ত করুন।

৩৮। দেহে কোন রোগ হইলে প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা করা প্রয়োজন। উপেক্ষা করিলে পরে এই রোগ ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। কিশোর বয়সের মধ্যেই ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে, নতুবা পরে মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া যায়। তখন কোন প্রকারেই ইন্দ্রিয় সংযম করা সম্ভব হয় না। সেই প্রকার শত্রুকে প্রথমাবস্থায়ই নির্জিত করিতে হইবে, বিলম্ব হইলে নানাভাবে সহায় সম্বল সংগ্রহ করিয়া পরাক্রান্ত হইলে দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

৩৯। দেবগণের মূলই বিষ্ণু। যেখানে যেখানে সনাতন ধর্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানে বিষ্ণুর অবস্থান। বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপঃ, এবং সদক্ষিণা যজ্ঞ সনাতন ধর্মের মূল।

৪০। অতএব হে রাজন্, আমরা বিশেষ যত্নের সহিত ব্রহ্মবাদী, তপস্বী ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণকে এবং দুগ্ধ দোহা গাভীগণকে হত্যা করিব।

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥৪১
স হি সর্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড়্ গুহাশয়ঃ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্মুখাঃ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ॥৪২

শ্রীশুক উবাচ।

এবং দুর্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সমন্ত্র্য দুর্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুরঃ ॥৪৩
সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥৪৪

৪১। ব্রাহ্মণ, বেদ, গো, তপস্যা, সত্য, দম (ইন্দ্রিয় সংযম), শম (চিত্ত সংযম অথবা নিষ্ঠা), শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা এবং যজ্ঞ এই গুলিই হরির দেহ। দেহ ব্যতীত দেহী যেমন কিছু করিতে সমর্থ হয় না অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তদ্রূপ গো এবং ব্রাহ্মণের হিংসাতেই হরি দুর্বল হইয়া পড়িবে।

৪২। বিষ্ণুই সমস্ত দেবগণের অধিপতি। বিষ্ণুই অসুরবিদ্বেষী। কিন্তু বিষ্ণুকে দেখা যায় না। কেননা বিষ্ণুই নির্জন হৃদয়গুহা বাসী। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, ব্রহ্মা রুদ্রাদি সকলের মূলই বিষ্ণু। পূর্ব শ্লোকে বর্ণিত এগারটি বিষয় হরির তনু হইলেও ব্রাহ্মণই প্রধান। ব্রাহ্মণ না হইলে বেদপাঠ, যজ্ঞ কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে বধ করিলেই বিষ্ণুকে বধ করা হইবে।

৪৩। এইরূপে দুষ্টমতি কংস তাহার ন্যায় অসৎ প্রকৃতি মন্ত্রীগণসহ পরামর্শ করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের হিংসাই তাহার পক্ষে হিতকর মনে করিল। তাহার মৃত্যু অদূরে উপস্থিত হেতু এইরূপ দুর্মতি হইয়াছিল।

৪৪। সজ্জন ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিবার জন্য ইচ্ছানুসারে নানা রূপধারী হিংসাপরায়ণ দানবগণকে নিযুক্ত করিয়া কংস নিজগৃহে গমন করিল।

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥৪৫

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।৪

৪৫। রজঃগুণের আধিক্যে দৈত্যগণের জন্ম, তদুপরি তমোগুণাধিক্যে ইহারা মূঢ়চিত্ত অর্থাৎ হিতাহিতজ্ঞান রহিত। কংসের আদেশে ইহারা সদ্‌ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। মৃত্যু নিকটে বলিয়াই ইহাদের এতাদৃশ দুষ্ট মনোভাব হইয়াছিল।

৪৬। মহৎ মর্যাদা লঙ্ঘনকারীর অথবা মহতের অবমাননাকারীর পরমায়ু, সম্পদ, খ্যাতি, পুণ্য, পারলৌকিক স্বর্গাদিফল, এবং ঐহিক বা পারলৌকিক সর্ববিধ কল্যাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দশমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥১
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা ॥২

১-২। আত্মজ শব্দ দ্বারা শ্রীশুকদেব ইহাই বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল বসুদেবের পুত্র রূপেই যে জন্মিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি নন্দের গৃহেও একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মজ শব্দ দ্বারা নিজ হইতে উৎপন্ন বুঝায়। বসুদেব দেবকীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথম নন্দের মনে আবির্ভূত হন এবং তৎপরে যশোদার মনে গমন করেন। শ্রীগোপাল চম্পুতে এই লীলা বর্ণিত হইয়াছেন। 'তু' শব্দ দ্বারা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান বসুদেব হইতে শুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমবান্ নন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যাইতেছে। বসুদেব পুত্রের জন্মের পর জাতাহ্লাদ হইলেও কংস ভয়ে সঙ্কুচিত মন হইয়াছিলেন এবং দেবরূপী পুত্রের স্তব ও প্রণামাদি করিয়াছিলেন। মহান্ হৃদয় নন্দ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। জাতাহ্লাদ শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে পুত্রের দর্শনে নন্দের হৃদয়ে আনন্দ জাত হইয়াছে, অথবা পুত্রও জন্মাইল ঐ সঙ্গে আনন্দও জাত হইল, অথবা পুত্রই আনন্দময়। মহামনা শব্দ শ্রীধর স্বামী উদারচিত্ত অর্থ করিয়াছেন। কৃষ্ণ বিভু তাঁহার প্রতি যে প্রেম তাহাও বিভু, নতুবা কৃষ্ণ প্রেমাধীন কি প্রকারে হইবেন? নন্দ-যশোদার মন মহান্ বলিয়া বিভু। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের হৃদয়স্থ বাৎসল্য প্রেম একজন্য অতৃপ্ত হইয়া আস্বাদন করিতেন। একজন্যই নন্দ মহামনা। নন্দ স্নানান্তে তিলক ধারণ আচমনাদি দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করতঃ তাহাদিগকে অলঙ্কৃত করিলেন। তৎপর তাহাদের দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইয়া (মাঙ্গলিক সূক্ত বিশেষ) পুত্রের জাত কর্ম করাইলেন ও নান্দীমুখ

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্তরত্নৌঘ-শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান ॥৩
কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্ক
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মাত্মবিদ্যয়া ॥৪
সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥৫
ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্‌চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥৬

শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের অর্চনা করাইলেন। নিজে আনন্দ জাড্য অবস্থায় করিলে হয়তঃ ভুল-ভ্রান্তি হইতে পারে, এই জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুষ্ঠান সম্পাদিত করাইলেন।

৩। অতঃপর পুত্রের মঙ্গলার্থে স্বর্ণশৃঙ্গ ও রৌপক্ষুর শোভিত বিংশতি লক্ষ ধেনু এবং সুবর্ণ ও রত্নখচিত বস্ত্রদ্বারা আবৃত সপ্ত সংখ্যক তিলপর্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। স্তূপাকৃতি দশ দ্রোণ পরিমিত তিলকে তিলপর্বত বলা হয়।

৪। ভূমি ও জল কালে শুদ্ধ হয়, স্নানে দেহ শুদ্ধ হয়, মৃত্তিকাদি দ্বারা শৌচে অমেধ্য লিপ্ত বস্তু শুদ্ধ হয়, তপস্যায় ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়, যজ্ঞাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধ হন, ধনরত্ন দান দ্বারা শুদ্ধ হয়, এবং সংস্কার দ্বারা গর্ভাদি শুদ্ধ হয়, সন্তোষ দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, আত্মবিদ্যা বা ভক্তি দ্বারা জীবাত্মা শুদ্ধ হইয়া থাকে।

৫। ব্রাহ্মণগণ এবং সুতগণ (পুরাণ বক্তা), মাগধগণ (বংশ কীর্তনকারী), বন্দীগণ (প্রশংসাবাক্য কারী), যথাযোগ্য গান করিতে লাগিলেন এবং ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল।

৬। উৎসব কেবল নন্দালয়ে নহে, সমস্ত ব্রজধাম আজ উৎসব মুখরিত। মহারাজ নন্দের এক অতি সুন্দর ও সুলক্ষণ পুত্র জাত হইয়াছে জানিয়া সমস্ত ব্রজধাম উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। ব্রজধামস্থ গৃহসমূহের বহির্ভাগ, অঙ্গন ও গৃহাভ্যন্তর পরিষ্কার করিয়া সুগন্ধী জলে

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥৭
মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযূ রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥৮
গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥৯
নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক-মুখপঙ্কজভূতয়ঃ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥১০

ধৌত বা সংস্কৃত করা হইল এবং নানা বর্ণের চেলখণ্ড দ্বারা ধ্বজ, পতাকা প্রস্তুত করিয়া সজ্জিত করা হইল। পুষ্প পল্লব ও মাল্য দ্বারা তোরণাদি প্রস্তুত করা হইল।

৭। ব্রজস্থ গাভীগণ, বৃষসমূহ, বৎসগণকে হরিদ্রামিশ্রিত তৈল দ্বারা লিপ্ত করিয়া গৈরিকাদি বিচিত্র ধাতু, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পমাল্য, এবং বস্ত্র ও সুবর্ণ হার দ্বারা সুশোভিত করা হইল।

৮। গোপগণ উৎসবাদিতে ব্যবহার যোগ্য মূল্যবান অঙ্গরাখা (জামা), বসন, উষ্ণীষাদি আভরণে সুসজ্জিত হইয়া দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর এবং মণিমুক্তাদি নানাবিধ উপায়ন হস্তে করিয়া নন্দালয়ে উপনীত হইলেন।

৯-১০। অধিক বয়সে যশোদার অতি সুন্দর পুত্র জাত হইয়াছে শুনিয়া যশোদার যাতৃগণ, এবং অন্যান্য আত্মীয়া ও সখীবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিলেন। সকলেই জন্মোৎসবে যোগদানেচ্ছায় উত্তম বস্ত্রাভরণ, অলঙ্কার, অঞ্জন, অলক্তাদিতে সুশোভিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণেবাৎসল্যবতী এই রমণীগণের মুখশ্রী তাহাদের অন্তরস্থিত নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম বশতঃ আরো রমণীয় হইয়া উঠিল। নবকুঙ্কুমের ন্যায় চারুশোভা সম্পন্ন বদন-কমল-যুক্তা এই ব্রজললনাগণ উপযুক্ত স্থগিলে ধান্য, দূর্বা, পুষ্প, চন্দনাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য এবং শিশুর জন্য বহুমূল্য উপহার সহ দ্রুতগতিতে নন্দালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। গমন বেগে নিতম্বিনীগণের কুচযুগল কম্পিত হইতেছিল।

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্যশ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজুর্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ॥১১
তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যোঽজনমুজ্জগুঃ॥১২
অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে॥১৩

১১। এই সমস্ত ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, গলদেশে মণিময় পদকযুক্তহার, পরিধানে বিচিত্র বসন, কবরীতে মল্লিকা পুষ্পমালা, হস্তে বলয়। সকলেই নন্দালয়ে দ্রুতগমন হেতু কবরী বন্ধ শিথিল হইয়া মল্লিকাপুষ্প পথে পতিত হইতে লাগিল; মনে হয় যেন জন্মোৎসব উপলক্ষে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। কর্ণের কুণ্ডল এবং কুচোপরি স্থিত হার দুলিয়া দুলিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল।

১২। গোপীগণ সুতিকাগৃহে উপনীত হইলেন এবং নিষ্পলক নেত্রে নীলোৎপল হইতেও আরো সুন্দর সেই রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আনন্দ জাড্য প্রশমিত হইলে "নারায়ণ তোমাকে চিরজীবি করুন। তুমি ব্রজধামের রাজা হইয়া আমাদিগকে চিরকাল পালন কর!" ইত্যাদি আশীর্বচন উচ্চারণ করণান্তর সকলে উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিলেন এবং সেই সম্ভ্রান্ত রমণীবৃন্দ হরিদ্রাচূর্ণ, তৈল ও সুগন্ধিজল একত্র মিশ্রিত করিয়া পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাহারা উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের নামগান করিতে লাগিলেন।

১৩। পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্যযুক্ত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বেশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এজন্য আজ ভূমণ্ডলের আনন্দের সীমা নাই। তাই বাদ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ আনন্দপ্রকাশের জন্য সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে এক সঙ্গে বাদিত করিলেন। সকলে দেখিল 'না বাজাইতে আপনি বাজে'।

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥১৪
নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কার-গো-ধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥১৫
তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥১৬

১৪। উপনন্দ প্রমুখ সর্বজন মান্য প্রবীণ গোপবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলে শ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসবানন্দে মত্ত হইয়া বালকের ন্যায় আনন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা পরস্পরের অঙ্গে দধি, ক্ষীর, ঘৃত, নবনীত এবং জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে শ্রীভগবানের নাম কীর্তন সহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজবাটির প্রাঙ্গণ দধি প্রভৃতি হেতু পিচ্ছিল হইয়াছিল। নৃত্য করিতে করিতে কেহ কেহ ভূমিতে পতিত হইতে লাগিলেন। এবং উঠিয়া অপরকে পিচ্ছিল পঙ্কে পাতিত করিলেন। এই ভাবে প্রায় সকলেই নৃত্য, গীত ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আজ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া রাজা প্রজা, বাল বৃদ্ধ, সকলে একসঙ্গে নৃত্য ও ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।

১৫-১৬। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই ভাবে নৃত্যগীতোৎসব হইল। তৎপর সকলে স্নানান্তে আসিয়া ভূরিভোজনে তৃপ্ত হইলেন। অতঃপর পরমোদারচিত্ত নন্দ উৎসবে যোগদানকারী সকলকে যথাযোগ্য বস্ত্র, অলঙ্কার, গোধন, স্বর্ণ প্রভৃতি উপঢৌকন দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সুত (পুরাণবক্তা), মাগধ (বংশ প্রশস্তি বক্তা), বন্দী (স্তবগানকারী) গণকে এবং গায়ক, বাদক, নর্তকাদি বিদ্যোপজীবি গণকে অকৃপণ হস্তে দান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। উদারমনা নন্দ পুত্র লাভের আনন্দে অকাতরে দান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছেন না। প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ, মাল্য বস্ত্রাদি দ্বারা সম্মানন করিয়াছেন। গ্রহীতার আশাতিরিক্ত দান করিয়া সকলের প্রীতিবিধান করিয়াছিলেন। সমাগত ব্রাহ্মণগণকে গোধন, ভূমি ইত্যাদি দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্দিব্যবাসঃস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥১৭
তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥১৮

সকাম দান নহে। সমস্ত দানই শ্রীবিষ্ণুর প্রীত্যুদ্দেশ্যে নবজাত সন্তানের মঙ্গল হেতু। শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিই প্রধান এবং শ্রীবিষ্ণু প্রীত হইলে সন্তানের মঙ্গল হইবে এই বিশ্বাস।

১৭। রোহিণী গোকুলে আসিবার পরে যশোদার গর্ভ লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এজন্য নন্দ মহাভাগ্যবতী বলরাম-জননী রোহিণী দেবীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন, এবং বলিলেন—'আপনি এখানে আসাতেই আমার এই সৌভাগ্যোদয়।' নন্দ রোহিণীকে মহামূল্য বস্ত্র, মাল্য ও মণিময় হার প্রভৃতি উপঢৌকন প্রদান করিলেন। রোহিণীও এই প্রীতির দান সাদরে গ্রহণ করিয়া উহাতে সজ্জিত হইয়া নন্দোৎসবে যোগদান করিলেন।

১৮। হয়ত পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ হইতে পারে কংসের অধীনে এক ক্ষুদ্র ব্রজের রাজা নন্দ (গোপগণের, যাহারা দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতির ব্যবসায় করেন, তাহাদের আবাস স্থানকে ব্রজ বলা হইয়া থাকে)। তিনি বিংশতি লক্ষ ধেনু এবং পর্বত প্রমাণ তিল প্রভৃতি দ্রব্য, সুবর্ণাদি নানাবিধ উপহার দান করিলেন, তথাপি ব্রজধামের সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হইল না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব? এজন্য শ্রীশুকদেব বলিতেছেন, হে নৃপ, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রজধামের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। ইহার কারণ এই ধাম ভগবান হরির নিবাসভূমি। শ্রীহরির লীলাভূমি বলিয়াই ব্রজ-ধামের সমৃদ্ধি। আমরা দেখি সাধারণ রাজা মহারাজা যেখানে বাস করেন, সেই স্থানেরও একটি বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতা থাকে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান যেস্থানে লীলা করিবেন, সেই স্থানের ঐশ্বর্য বা সমৃদ্ধি অবশ্যই হইবে। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—"চিন্তামণি প্রকর

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥১৯
বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥২০

সদ্মসু কল্পবৃক্ষলক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তং। লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম সেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।" গোবিন্দের লীলাস্থানে চিন্তামণি নির্মিত গৃহসমূহ, বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, গাভীমাত্রই সুরভী, সহস্র লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রম সহকারে সে স্থানের সেবা করিয়া থাকেন। প্রাকৃত দৃষ্টিতে ইহা প্রপঞ্চবৎ দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ ধাম বিভু ও অপ্রাকৃত। লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং এই ধামের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং ভগবৎ ধামের সমৃদ্ধির ইয়ত্তা করা যায় না।

১৯। উৎসবাদি সমাপ্তির পরে নন্দের মনে হইল বর্ষাকালে যে রাজস্ব প্রতি বৎসর প্রদান করিতে হয়, এ-বৎসর তাহা দেওয়া হয় নাই। কংস অতি দুষ্ট প্রকৃতি, তাহার অসন্তোষ ভাজন হওয়া অকল্যাণকর। এজন্য ভাবিলেন এ-বৎসর আমি নিজে গিয়াই কংসকে রাজস্ব প্রদান করিব। এবং বৃদ্ধ বয়সে আমি পুত্র লাভ করিয়াছি এ-সংবাদ জানাইয়া রাজাকেও কিছু উপঢৌকন প্রদান করিব। তাহা হইলে এই দুষ্ট রাজা সন্তুষ্ট থাকিবে। এই মনে করিয়া বলবান্ গোপগণকে রাজধানী রক্ষা কার্যে নিযুক্ত করিয়া এবং উপনন্দ মহাশয়কে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে সর্ব বিষয়ে সমাধান কার্যে ভার প্রদান করিয়া নন্দরাজ মথুরা গমন করিলেন।

২০। বসুদেব নন্দের অসবর্ণ ভ্রাতা। মথুরার রাজা দেবমীঢ়ের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর পুত্র ছিলেন শূরসেন এবং বৈশ্য পত্নীর পুত্র পর্জন্য। পর্জন্যকে ব্রজভূমির রাজা করিয়াছিলেন এবং শূরসেন মথুরাতে রাজত্ব করিতেন। শূরসেনের পুত্র বসুদেব এবং পর্জন্যের পুত্র নন্দ। বসুদেব লোকমুখে শুনিলেন নন্দ মথুরাতে আসিয়াছেন এবং কংসের সঙ্গে দেখা করিয়া দধি, ক্ষীর, ঘৃত এবং অন্যান্য উপঢৌকন সহ বার্ষিক রাজস্ব

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্ ।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥২১
পূজিতঃ সুখমাসীনঃ পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥২২
দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে ।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥২৩

প্রদান করিয়াছেন। সেই দিনই বসুদেব নন্দের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার অস্থায়ী বাসস্থানে, যেখানে তাঁহার শকটাদি রক্ষা করিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন। বসুদেব পুত্রগণের সংবাদ জানিতে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এজন্য বিলম্ব করিলেন না।

২১। মূর্ছিত দেহে পুনঃ প্রাণসঞ্চার হইলে যেমন দেহ পুনরায় সতেজ হইয়া উঠে, তেমনি পরম প্রিয় বসুদেবকে দেখা মাত্রই নন্দ পরম প্রেমভরে উত্থিত হইলেন এবং উভয় বাহুদ্বারা বসুদেবকে আলিঙ্গন করিলেন।

২২। হে রাজন্, বসুদেবকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সংকৃত করিলে এবং বসুদেব সুখাসনে উপবিষ্ট হইলে, নন্দ তাঁহাকে কুশল প্রশ্নাদি করিবার পরে, বসুদেব গোকুলস্থ তাঁহার উভয় পুত্রের কুশল জানিতে উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—

২৩। বসুদেব নিজ পুত্রকে অতি গোপনে নন্দালয়ে রাখিয়া তথা হইতে নবজাত কন্যাকে মথুরাতে আনিয়াছিলেন। যাহাতে এ-বিষয়ে নন্দের মনে কোন সন্দেহ উদিত না হয়, অথচ তাঁহার মিথ্যা-ভাষণ না হয়, এজন্য অপত্যবাচক প্রজা শব্দ ব্যবহার করিলেন। হে ভ্রাতঃ, অধিক বয়স পর্যন্ত তোমার কোন প্রজা (সন্তান) জাত হয় নাই। অনেক যাগ, যজ্ঞ, পূজা করিয়াও ফল না হওয়াতে তুমি নিজেও অপত্য লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছিলে। এ বয়সে তোমার অপত্য লাভ হইয়াছে, ইহা বিশেষ ভাগ্যের বিষয়। আমরাও শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছি।

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥২৪
নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥২৫
কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধম্।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাসসে ত্বং সুহৃদ্‌বৃতঃ ॥২৬
ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্‌ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥২৭

২৪। সংসার চক্রে নিরন্তর ঘূর্ণায়মান আত্মীয়গণের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ দুর্লভ, তদুপরি আত্মীয়গণকে সুখী দেখা দুর্লভতর। এমতাবস্থায় অপত্য লাভে সুখী তোমার দর্শন আমি ভাগ্য মনে করিতেছি।

২৫। একত্রস্থিত কাষ্ঠখণ্ড সমূহ যেমন স্রোতের বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া দূরে চলিয়া যায়, তাহাদের পুনরায় একত্র হওয়া যেমন প্রায় অসম্ভব, দৈবাধীন হইলেও হইতে পারে, তদ্রূপ জীবগণও নিজ নিজ কর্মানুযায়ী কে, কোথায়, কখন, কিভাবে থাকে, ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। প্রিয়জনের পরস্পর মিলন এইজন্য দুর্লভ। তুমি কর্মানুযায়ী ব্রজের রাজা, আর আমি কর্মানুযায়ী রাজবন্দী। আমাদের দেখা হওয়া দুর্ঘট। আজ দেখা হইল ইহা বড়ই সুখের।

২৬। আচ্ছা, ভাই নন্দ, তোমরা বর্তমানে আত্মীয়জন সহ যে বৃহদ্বনে (গোকুলে) বাস করিতেছ, তথাকার সর্ব-বিষয়ে কুশল ত? তথায় কোন রোগাদির প্রাদুর্ভাব নাই ত? আত্মীয় স্বজনের রোগাদি হইলে মনে শান্তি থাকে না। গবাদি পশু তোমাদের প্রধান সম্পত্তি। তথায় প্রচুর পরিমাণে তৃণ, গুল্ম, জল প্রভৃতি আছে ত? তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছ ত?

২৭। ভ্রাতঃ, আমার একটি পুত্র তাহার মাতা রোহিণী সহ তোমার ব্রজে তোমারই গৃহে বাস করিতেছে। তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুই জনেই তাহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতেছ। সে কি তোমাদিগকে পিতামাতা মনে করিয়া থাকে? বলদেবের জন্ম কৃষ্ণের জন্মের আটদিন

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥২৮

নন্দ উবাচ।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥২৯
নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোঽয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥৩০

পূর্বে হইয়াছিল, সুতরাং এই শিশুর পক্ষে পিতা-মাতা মনে করা সম্ভবপর নহে। তথাপি বসুদেব, বলদেবের প্রতি নন্দের অপত্য ভাব যাহাতে হয়, সেই উদ্দেশ্যেই ইহা বলিলেন।

২৮। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন সহ উপভোগ করিলেই তাহার সফলতা; একা ইহার সার্থকতা নাই। স্ত্রী-পুত্রাদি যদি কষ্টই পায়, তাহা হইলে অর্থাদি উপার্জন বৃথাই হয়। তুমি আত্মীয়-স্বজন সহ পরমানন্দে আছ, তোমার জীবন সার্থক। আমি রাজবন্দী হেতু সেই সুখে বঞ্চিত।

২৯। নন্দ বলিলেন—বড়ই দুঃখের বিষয়, দেবকীর গর্ভে তোমার অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুষ্ট কংস নিজ হস্তে সমস্ত পুত্রগণকে বধ করিয়াছে। সর্ব শেষে যে কন্যাটি জন্মিয়াছিল, আমি শুনিয়াছি সেই কন্যাটিকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিবার কালে, কন্যাটি আকাশ পথে চলিয়া গেল, ফলে তোমরা এখন নিঃসন্তান।

৩০। হে ভ্রাতঃ, মানুষের সুখ দুঃখ অদৃষ্ট বা প্রাক্তন কর্মের উপর নির্ভর করে। প্রারব্ধ কর্মফল অবশ্যই ভোক্তব্য, ইহার অন্যথা কিছুতেই হইবার নহে। মানুষ সুখ-শান্তি এবং দুঃখ অপ্রাপ্তির জন্য কত চেষ্টা করিয়া থাকে কিন্তু সবই নিষ্ফল হয়। প্রারব্ধ কর্মজনিত সুখ-দুঃখ অবশ্যই ভোক্তব্য। জীবনে দুঃখ আসিলে মনে করিতে হইবে—ভালই হইল। কর্মটি এইভাবে ক্ষয় হইয়া গেল। কর্মফল জনিত সুখ-দুঃখ অবশ্যই ভোক্তব্য, ইহা যাহারা মনে করেন তাহারা বিপদে বা দুঃখে মুহ্যমান হন না।

বসুদেব উবাচ

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥৩১

শ্রীশুক উবাচ ।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ ।
অনোভিরনডুদ্যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্ ॥৩২

৩১। বসুদেব নন্দের বাক্যে বুঝিলেন—এ পর্যন্ত পুত্রগণের কোন বিপদ হয় নাই, তাহারা ভালই আছে। কংস বালঘাতিনী পূতনাকে আদেশ করিয়াছে দশদিন মধ্যে যে সমস্ত শিশু জন্মিয়াছে, সবগুলিকেই যেন সে বধ করে। নন্দ ইহা অবগত নহেন, সে জন্য নিশ্চিন্ত আছেন। কিন্তু আমিত ইহা জানি, সুতরাং নন্দকে সত্বর গোকুলে যাইতে বলিব। ইহা মনে করিয়া বসুদেব নন্দকে বলিলেন—হে ভ্রাতঃ, তুমি যাহা বলিয়াছ সবই সত্য এবং শাস্ত্র-সম্মত। তোমার উপদেশ স্মরণ রাখিব। তোমাকে একটি কথা বলিতে চাই—রাজাকে বার্ষিক রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদেরও পরস্পর দেখা হইল। এখানে বহুদিন না থাকাই ভাল। গোকুলে নানাবিধ উৎপাত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া শুনিয়াছি। তুমি যদিও গোকুল রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ, তথাপি নিজে উপস্থিত থাকাই এ সময়ে উত্তম হইবে। ইহাই আমি মনে করি।

৩২। বসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দ ভাবিলেন—বসুদেব আমার বিশেষ হিতৈষী। ইনি যাহা বলিলেন তাহা অবশ্যই পালনীয়। আমি অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় গোকুলে যদি কোন উৎপাত হয়, তাহা হইলে কি হইবে? নবজাত শিশুকে কে রক্ষা করিবে? আমরা এখনই যাত্রা করিব। নন্দের আদেশে তৎক্ষণাৎ বৃষবাহিত শকট প্রস্তুত হইল। নন্দ বসুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শকটে আরোহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ গোকুলে রওয়ানা হইলেন। বসুদেবও প্রীতি সম্ভাষণ পূর্বক স্বস্থানে গমন করিলেন।

দশম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥১

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥২

১। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারময়ী রজনী নন্দ গোশকটে অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় রহিয়াছেন। অগ্রেপশ্চাতে মশাল অস্ত্র হস্তে রক্ষীগণ সঙ্গে চলিয়াছে। নন্দ তাঁহার নবজাত অতি সুকুমার শিশুটির কথা চিন্তা করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন বসুদেব অতি সজ্জন ও ভগবদ্ভক্ত। তাঁহার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে। না জানি গোকুলে কিরূপ উৎপাত হইতেছে, না জানি কি অমঙ্গল ঘটিতেছে। হায় হায়, আমি কেন আজ মথুরাতে গেলাম, রাজস্ব পরে দিলেও ত চলিত। এখন কি করি? হে নারায়ণ, তুমি আমার শিশুটিকে রক্ষা কর। তুমি পাপতাপ হরণ কর। শরণাগতজনের অমঙ্গল হরণ কর এজন্যই তোমার নাম হরি। তুমি রক্ষা কর, রক্ষা কর।

২। শিশু পুত্রকন্যাগণকে নাশ করে যে সমস্ত রাক্ষসী তাহাদিগকে পূতনা বলা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে ২৮নং শ্লোকে দেখা যায় শিশু কৃষ্ণের মঙ্গলার্থে রক্ষামন্ত্র পাঠ কালে কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা, উন্মাদা, প্রভৃতি নাম করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে যে পূতনার কথা বলা হইতেছে,, সে বকাসুর ও অঘাসুরের ভগ্নী, তাহার নাম বকী। অতি নিষ্ঠুরা শিশু হত্যাকারিণী, পূতনা বকী কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া নগর, গ্রাম, ব্রজ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে দশদিন মধ্যে জাত যাবতীয় শিশুকে বিষমাখা স্তন্য দ্বারা বধ করিয়া বিচরণ করিতেছিল।

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥৩
সা খেচর্য্যেকদোপেত্য পূতনা নন্দগোকুলম্।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥৪
তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কম্পিতকর্ণভূষণত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ ॥৫
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥৬

৩। পরীক্ষিৎ যখন শুনিলেন বালঘাতিনী পূতনা দশদিন মধ্যে জাত সমস্ত শিশু বধ করিয়া ব্রজ এবং অন্যান্য সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তখনই নবজাত নন্দনন্দনের কথা স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বদনে ভীত ভাব দেখিয়া শুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভীত হইবেন না। যেস্থানে স্বকর্ম ফলভোগকারী মনুষ্যগণ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি শ্রবণ বা কীর্তন করে না, সেই সমস্ত স্থানেই রাক্ষস রাক্ষসীর প্রাদুর্ভাব, কেননা ভগবানের নামের গুণেই তাহারা ভীত হইয়া পলায়ন করে। যেখানে স্বয়ং ভগবান আছেন, সেই স্থানের কথা আর কি বলিব?

৪। সেই বকী পূতনা আকাশ মার্গে গমনাগমনে সমর্থ ছিল, এবং ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে ও যথা ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারিত। শ্রীকৃষ্ণ জন্মের ষষ্ঠদিনে রাত্রিতে পূতনা রাক্ষসী মায়া সাহায্যে এক সুন্দরী রমণীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দ গোকুলে প্রবেশ করিল।

৫-৬। তাহার কবরীতে মল্লিকা কুসুমের মালা, স্থূল নিতম্ব ও কুচ যুগলের ভারে যেন কটিতট ক্ষীণ, পরিধানে সুন্দর বিচিত্র বসন, মণিময় কুণ্ডলের দীপ্তিতে উজ্জ্বল কুন্তল দ্বারা বদন সুশোভিত। মৃদু হাস্য সমন্বিত অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা ব্রজবাসী গণের মনোহরণ করিতেছিল। লীলা কমল হস্তে সুন্দরী রমণী দেখিয়া সকলে মনে করিতে লাগিল সম্ভবতঃ স্বয়ং লক্ষ্মী আজ তাঁহার পতিকে দর্শনের জন্য ব্রজধামে আসিয়াছেন।

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্ যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥৭
বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥৮

৭। বাল ঘাতিনী পূতনা শিশু অন্বেষণ করিতে করিতে যদৃচ্ছয়া নন্দালয়ে আসিয়া উপনীত হইল এবং ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তথায় বাল্যলীলা বেশে নিজ ঐশ্বর্য ও শক্তি গোপন করিয়া নিজ শয্যাতে শায়িত অসদন্তক স্বয়ং ভগবানকে দেখিতে পাইল।

৮। স্থাবর জঙ্গম সর্বপ্রাণীর অন্তরে যিনি পরমাত্মা রূপে বিরাজিত সেই স্বয়ং ভগবান তাঁহার কাল শক্তি দ্বারা তখনই জানিতে পারিলেন যে শিশু হত্যাকারিণী রাক্ষসী তাঁহাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে নিকটে আসিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। বুদ্ধিহীন ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে রজ্জু মনে করিয়া টানিয়া লয় সেইরূপ রাক্ষসী পূতনা অনন্ত শক্তি কালরূপী স্বয়ং ভগবানকে নিজ ক্রোড়ে ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ কেন নয়ন মুদ্রিত করিলেন? এ বিষয়ে বলা যায় (১) বাল স্বভাব বশতঃ এই বয়সের শিশু অল্প সময় জাগ্রত এবং অধিক সময়ই নিদ্রিত থাকে। (২) শিশুরা পরিচিত জনগণের সমক্ষে চাহিয়া থাকে ও খেলা করে, অপরিচিত কেহ গেলে ভয় পায় ও চক্ষু মুদ্রিত করে, (৩) পূতনা ব্রজের শিশু গণকে হত্যা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। এই শিশুগণ ভগবানের সখ্যভাবের ভক্ত। যাহারা ভক্তের অনিষ্ট চিন্তা করে ভগবান তাহাদের মুখ দর্শন করেন না। (৪) পূতনা আকৃতিতে ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, মায়াতে সুন্দরী রমণী সাজিয়াছে। শ্রীভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মায়া বিনষ্ট হইবে এবং ভীষণ রাক্ষসী আকৃতি দেখা যাইবে। ইহাতে মা যশোদা এবং ব্রজবাসীগণ ভীত হইয়া পড়িবেন। এজন্য কৃষ্ণ নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে নিরীক্ষমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥৯
তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ-প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥১০
সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥১১

৯। বিচিত্রিত চর্মময় কোষ যেমন প্রাণঘাতী খড়্গ থাকে, তদ্রূপ পূতনার অন্তরে জিঘাংসা। বাহিরে সুন্দরী সুসজ্জিতা নারী। যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে পূতনার অঙ্গচ্ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—ভাবিলেন কে ইনি? বোধ হয় কোন দেবী হইবেন, ইন্দ্রাণী অথবা পার্বতী। আমাদের এই শিশুকে আশীর্বাদ করিতে আসিয়াছেন। পূতনা শয্যাপার্শ্বে আসিতেই মাতৃগণ একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার কৃত্রিম আকৃতিতে আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিবারণ করিতে অথবা কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উভয়ে চাহিয়াই রহিলেন।

১০। সেই নিষ্ঠুরা পূতনা তৎক্ষণাৎ শিশু কৃষ্ণের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিল এবং স্পর্শ মাত্র প্রাণঘাতী অতি তীব্র হলাহল-লিপ্ত স্তন শিশু কৃষ্ণের মুখে অর্পণ করিল। পূতনা বহু শিশুকে এইভাবে হত্যা করিয়াছে এবং আরও করিবে—ইহা শ্রীভগবান স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিলেন। এজন্য রোষভরে উভয় হস্তে উভয় স্তন গাঢ়ভাবে পীড়ন করতঃ পূতনার প্রাণসহ সেই বিষমাখা স্তন্য পান করিয়াছিলেন।

১১। শিশু কৃষ্ণ এইভাবে স্তন্য পান করিতে থাকিলে পূতনার জীব দেহের অতিমর্মস্থান সমূহে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তখন সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল "ছাড়, ছাড়, আর স্তন্য পান করিতে হইবে না", ইহা বলিয়া মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহার চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত হইল, যেন

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসঃ সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥১২

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥১৩

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥১৪

দেহ হতে খসিয়া পড়িবে, এবং ঘর্মাক্ত কলেবরে হস্তপদ ইতস্ততঃ ক্ষেপণ পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

১২। রাক্ষসীর মৃত্যু যন্ত্রণা হেতু ভীষণ গর্জনে যেন গ্রহাদি সহ অন্তরীক্ষ ও রসাতল কম্পিত হইতে লাগিল। ব্রজবাসীগণ বজ্রপাত হইতেছে মনে করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

১৩। হে নৃপ, রাক্ষসী পূতনার নিজরূপ অতি ভয়ঙ্কর, সে রাক্ষসী মায়া বলে সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সেই মায়া বিনষ্ট হইয়া গেল। সেই নিশাচরী স্তনের অসহনীয় যন্ত্রণায় নিজ রাক্ষসী মূর্ত্তিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল এবং কৃষ্ণকে বক্ষ হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইল না। সে তখন বিগত প্রাণ হইয়া হস্ত, পদ ও কেশ প্রসারিত পূর্বক বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় গোষ্ঠ সমীপে নিপতিত হইল।

১৪। পূতনা মৃতাবস্থায় গোকুল গ্রামে পতিত হইলে তাহার দেহের চাপে বহু ব্রজবাসী ও তাহাদের গৃহ সমূহ বিনষ্ট হইত, এজন্য লীলাশক্তি প্রেরণায় পূতনা মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গ্রামের বাহিরে বৃক্ষাদি সমন্বিত প্রান্তরে পতিত হইয়াছিল। হে রাজেন্দ্র, ইহা বড়ই অদ্ভুত যে পূতনার মৃতদেহের ভারে ছয় ক্রোশ পরিমিত স্থানের বৃক্ষসমূহ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, অথচ নন্দালয়ের অথবা গ্রামস্থ ব্রজবাসীগণের ক্ষতি সাধিত হয় নাই।

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণ-মূর্দ্ধজম্ ॥১৫

অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ॥১৬

সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্বন্তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ ॥১৭

বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥১৮

১৫-১৬। রাক্ষসীর মৃত দেহের বর্ণনা করিতেছেন। তাহার মুখ বিবরে লাঙ্গল দন্তবৎ দীর্ঘ দন্তপঙক্তি নাসিকার রন্ধ্রগুলি গিরিগুহার ন্যায় বৃহৎ, স্তন দুইটি যেন দুইটি ক্ষুদ্র পর্বত, রক্তিমাভ কেশ রাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অন্ধকূপবৎ গভীর চক্ষুঃকোটর, নদীতটবৎ উচ্চ ও বিস্তৃত জঘনদ্বয়, বদ্ধসেতু সদৃশ হস্ত, পদ ও উরু সমূহ, উদর যেন জল শূন্য হ্রদ।

১৭। পূর্বেই পূতনার মৃত্যুকালীন উচ্চ আর্তনাদে গোপগোপীগণের হৃদয়, কর্ণ, ও মস্তক বিদীর্ণপ্রায় হইয়াছিল. অনেকে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, এখন তাহার সেই ভয়ঙ্কর মৃতদেহ দর্শনে ভীত হইয়া পড়িলেন।

১৮। এই ঘটনাতে যশোদা ও রোহিণী সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যশোদার সখীসমা কয়েকজন ব্রজগোপী, যাহারা সুন্দর রমণী বেশধারিণী পূতনার সঙ্গে সঙ্গে নন্দালয়ে আসিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন বক্ষস্থিত বালগোপাল সহ রাক্ষসী ছুটিয়া চলিয়াছে তখন তাঁহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন সেই রাক্ষসীর মৃতদেহের বক্ষোপরি সেই শিশু নির্ভীক ভাবে হস্ত পদাদি সঞ্চালন পূর্বক বালক্রীড়ারত। সেই বাৎসল্য প্রেমবতী গোপীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন এবং সত্বর সেই রাক্ষসীর দেহোপরি আরোহণ করতঃ শিশু কৃষ্ণকে বক্ষে গ্রহণ করিয়া নন্দালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥১৯
গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্‌।
রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥২০
গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্‌।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত ॥২১
অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তবজান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃকম্‌ ॥২২

১৯-২০। ঐ বাৎসল্যবতী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসহ গৃহে প্রবেশ করিলে পর যশোদা ও রোহিণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তখন যশোদা ও রোহিণীসহ যশোদার সখী স্থানীয় গোপীগণ রাক্ষসী স্পর্শজনিত দোষ ক্ষালণের জন্য গোপালের সর্বাঙ্গে গোপুচ্ছ স্পর্শন, সর্ষপনির্মঞ্ছন, ও শূর্প কোন স্পর্শন দ্বারা রক্ষা বিধান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা গোমূত্র মিশ্রিত জলে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন, শুষ্ক গোরজঃ অঙ্গে লেপন করিলেন এবং গোময় দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক রচনা করিলেন—যথা

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্‌।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু শমনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌতু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

২১। গোপীগণ অতঃপর নিজেরা আচমন পূর্বক নিজাঙ্গে অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি করতঃ বালকৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গে বীজন্যাস করিতে লাগিলেন।

২২। অং নমঃ অজ তোমার চরণযুগল, মং নমঃ মণিময় তোমার জানুদ্বয়, যং নমঃ যজ্ঞ তোমার উরুদ্বয়, অং নমঃ অচ্যুত তোমার কটিদেশ,

চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
তৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥২৩
ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥২৪
পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দ শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥২৫
ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্কর ॥২৬

হং নমঃ হয়গ্রীব তোমার জঠর, কং নমঃ কেশব তোমার হৃদয়, ঈং নমঃ ঈশ তোমার বক্ষস্থল, ইং নমঃ ইন্ তোমার কণ্ঠ, বিং নমঃ বিষ্ণু তোমার ভুজদ্বয়, উং নমঃ উরুক্রম তোমার মুখ এবং ঈং নমঃ ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন।

২৩। চক্রধারী হরি তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী হরি পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্ধর মধুসূদন এবং অসিধর অজন তোমার উভয় পার্শ্বে, শঙ্খ-হস্ত ভগবান্ তোমার চারি কোণে, গরুড়-বাহন উপেন্দ্র তোমার উর্ধে, হলধর নিম্নদিকে, এবং পুরুষোত্তম তোমার সর্ব দিকে অবস্থান করুন ও রক্ষা করুন।

২৪। হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়সমূহ রক্ষা করুন, নারায়ণ প্রাণসমূহ রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপাধিপতি তোমার চিত্ত, এবং যোগেশ্বর তোমার মন রক্ষা করুন।

২৫। পৃশ্নি-গর্ভ ভগবান্ তোমার বুদ্ধি এবং স্বয়ং ভগবান্ তোমার আত্মা রক্ষা করুন। তোমার ক্রীড়াকালে গোবিন্দ, এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন।

২৬। ভ্রমণকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে রক্ষা করুন, উপবেশন কালে শ্রীপতি (লক্ষ্মীকান্ত) এবং ভোজন কালে সর্বগ্রহ ভয়ঙ্কর যজ্ঞভোক্তা শ্রীভগবান্ তোমাকে রক্ষা করুন।

ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥২৭
কোটরা-রেবতী-জ্যেষ্ঠা-পূতনা-মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥২৮
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধবালগ্রহাশ্চ যে।
সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥২৯

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥৩০
তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥৩১

২৭-২৮-২৯। ডাকিনী, রাক্ষসী, কুষ্মাণ্ড, প্রভৃতি শিশু-মারক গ্রহগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচগণ, যক্ষ, রক্ষ, বিনায়কগণ, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, ও মাতৃকাগণ, উন্মাদ, অপস্মার প্রভৃতি দেহপ্রাণ ইন্দ্রিয়াদি বিঘাতকগণ, স্বপ্নদৃষ্ট মহোৎপাতসমূহ এবং বৃদ্ধ ও বালকগ্রহগণ সকলেই বিষ্ণু নামে ভীত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক।

৩০। শুকদেব বলিলেন—যশোদার সখীস্থানীয়া বাৎসল্য প্রেমবতী গোপীগণ এইভাবে বালগোপালের রক্ষা বিধান করিলে, মা যশোদা স্তন্য পান করাইয়া শয্যাতে শয়ন করাইলেন।

৩১। ততক্ষণ নন্দ প্রমুখ গোপগণ মথুরা হইতে গোশকটে ব্রজ-ধামের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাক্ষসীর সেই বিশাল দেহ দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন এই পর্বততুল্য বস্তুটি কি?

৩২। তাহারা সকলে ভাবিতে লাগিলেন—বসুদেব নিশ্চয়ই কোন যোগসিদ্ধ ঋষি। বসুদেব যাহা বলিয়াছিলেন, ব্রজে উৎপাতের সম্ভাবনা, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইল। বহুস্থান ব্যাপী সমস্ত বৃক্ষাদি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই ঐ পর্বতপ্রমাণ বস্তু দ্বারা; ঐ বস্তুটিই বা কি?

নূনং বতর্ষিঃ সংজাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ ॥৩২
কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তত্তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠধিষ্ঠিতম্ ॥৩৩
দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥৩৪
পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপসদগতিম্ ॥৩৫
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥৩৬

৩৩-৩৪। উপনন্দ প্রমুখ জ্ঞান বৃদ্ধ গোপগণ এই পর্বত প্রমাণ দেহ কিভাবে বিনষ্ট করা যায় চিন্তা করিয়া শবর জাতীয় ব্রজবাসীগণ কে আহ্বান করিলেন। ইহারা কুঠার দ্বারা রাক্ষসীর অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করতঃ কাষ্ঠ বেষ্টিত পূর্বক অঙ্গগুলি পৃথক পৃথক ভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল। ঐ দগ্ধীভূয়মান দেহ হইতে যে ধূম নির্গত হইতেছিল। তাহার গন্ধ অগুরুবৎ অথবা অগুরু হইতে অধিকতর সুগন্ধ-যুক্ত ছিল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ মুখ দ্বারা যাহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্ত পাপ নিঃশেষ রূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। পূতনাদেহ শ্রীভগবানের ভুক্তাবশিষ্ট হেতু পরম পবিত্র। যাহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তু মাত্রই পরম পবিত্র হয় স্বয়ং তিনি নিজমুখে যাহার স্তন্য চূষণ করিয়া ছিলেন তাহার পবিত্রতার কথা কি আর বলিব?

৩৫-৩৬। পূতনার একমাত্র কার্য নরশিশু হত্যা করা। সে জাতিতে অতি দুষ্টা ও নিষ্ঠুরা রাক্ষসী। তাহার আহার্য শিশু শোণিত। সে কৃষ্ণকে স্তন্য দান করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে অতি তীব্র বিষ মাখান ছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল হত্যা করা। অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিভু তাঁহার করুণাও তেমনি বিভু। তিনি পূতনার দোষাংশ গ্রহণ

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপিবৎ স্তনম্ ॥৩৭
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবো নু মাতরঃ ॥৩৮

করিলেন না সে মাতৃভাবের অভিনয় করিয়াছিল। সেই অভিনয়াংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে গোলকধামে মাতৃগতি দান করিয়াছিলেন। যদি কেহ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধিতে শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) অথবা ভক্তি সহকারে অথবা মাতৃবর্গের ন্যায় প্রেম সহকারে নিজের অতি প্রিয় বস্তু অর্পণ করে তাহা হইলে তাহাদের যে উত্তরোত্তর অতি উৎকৃষ্ট হইতেও উৎকৃষ্টতর গতি লাভ হইবে তাহা অতি নিশ্চয়ই। ভক্তের ভাব ও ভক্তের বেশের অনুকরণও শ্রেয়ঃ। অনেকের ধারণা বাহিরের বেশ ভূষার কি আবশ্যক, অন্তর শুদ্ধ হইলেই হইল কিন্তু তাহা ভ্রান্ত। বাহ্য ও বেশ প্রতিকূল হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। পূতনাই ইহার দৃষ্টান্ত।

৩৭-৩৮। অহো, পাপীয়সী পূতনার কি ভাগ্য! অজ ভব প্রভৃতি ত্রিলোক বন্দিত দেব শ্রেষ্ঠগণ ভগবানের যে পাদপদ্মের বন্দনা করিয়া থাকেন এবং যাহার একটি রেণু পাইতে অভিলাষ করেন, ভক্ত গণের হৃদয়ই যে পাদপদ্মের স্থান সেই সুকোমল চরণ দ্বারা স্বয়ং ভগবান পূতনার বক্ষস্থল স্পর্শ মাত্র নহে, দৃঢ় রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন, মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া রাক্ষসী যে চরণ চেষ্টা দ্বারাও বক্ষস্থল হইতে ছাড়াইতে পারে নাই, এবং এই ভাবে দৃঢ় রূপে ধরিয়া যাহার বিষমাখা স্তন্য শ্রীভগবান পান করিয়াছিলেন সেই পূতনা যে রাক্ষসী হইয়াও গোলকে (এস্থলে স্বর্গ অর্থ সর্বোচ্চ গোলক ধাম) ধাত্রী গতি লাভ করিয়াছিল। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। জিঘাংসাপরায়ণা রাক্ষসী জননীর বেশ মাত্র যখন এরূপ উচ্চগতি প্রাপ্ত হইল তখন শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যবতী গাভীগণ এবং ব্রজ গোপীগণ যাহাদের স্তন্য দুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্তির সহিত পান করিয়াছিলেন তাহাদিগকে যে শ্রীভগবান

পয়াংসি যাসামাপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ ॥৩৯
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ ॥৪০
কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥৪১

কত উচ্চ গতি দান করিবেন। তাহা একমাত্র তিনিই জানেন। আগামী ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আমরা কিছু আভাস পাইতে পারিব।

৩৯-৪০। ভগবান্ দেবকী পুত্র জ্ঞানী গণকে মুক্তি প্রদান করেন। কর্মিগণকে স্বর্গগতি দান করেন, গোপীগণকে অন্তর্যামী রূপে দর্শন দান করিয়া থাকেন। তাহাদের নিকট কোন ঋণে আবদ্ধ থাকেন না। কিন্তু বাৎসল্যবতী ব্রজ গোপী গণের শ্রীকৃষ্ণে সর্বদাই বাৎসল্য ভাব থাকিত তাঁহার দর্শন অথবা বাক্য শ্রবণ মাত্রই বাৎসল্যভাব উচ্ছলিত হইত এবং তৎহেতু তাহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইত, শ্রীকৃষ্ণ ও অপূর্ণের ন্যায় সেই দুগ্ধধারা পুনঃপুনঃ পান করিতেন। যদিও এই গোপী গণের সংসার ছিল, কিন্তু তাহা মায়িক সংসার নহে। তাহাদের আত্মীয় সংসার কৃষ্ণময়। তাহাদের গৃহ কৃষ্ণের বাল্যলীলা স্থলী, তাহাদের স্বজন সকলেই কৃষ্ণ সম্বন্ধান্বিত। তাহাদের অন্তর কৃষ্ণময় তাহাদের দেহবিকার স্তন্য-দুগ্ধ কৃষ্ণের ভোগ্য। তাহাদের সংসার বলিয়া কিছু নাই। তাহাদের নাম স্মরণ মাত্রই মায়িক জীবের সংসার বিনষ্ট হইবে।

৪১। নন্দ প্রমুখ ব্রজবাসীগণ মথুরা হইতে গোকুলে প্রত্যাগমন করিতেছেন। গোকুলের নিকটে আসিয়াই পূতনার শ্মশান হইতে উত্থিত সুগন্ধী ধূম-গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, একি অলৌকিক সুগন্ধ, ইহা পার্থিব বস্তুর গন্ধ বলিয়া মনে হইতেছে না। তবে কি ইহা কোন অপার্থিব স্বর্গীয় বস্তুর গন্ধ? তাহাই বা আমাদের গোকুলে কোথা হইতে আসিল? এ-সমস্ত কথা আলাপ করিতে করিতে ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন।

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্ !
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥৪২

৪২। উপনন্দ প্রমুখ ব্রজবাসীগণ যে স্থানে পূতনার মৃতদেহ দগ্ধ করাইতেছিলেন, তথায় আসিয়াই নন্দ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ইহা কি দগ্ধ করা হইতেছে? সুগন্ধই বা কিসের? শিশুপুত্র সহ ব্রজবাসীগণের কুশল? তখন তাঁহারা সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন—কিভাবে রাক্ষসী সুন্দরী রমণী বেশে নন্দালয়ে প্রবেশ করিল, কিভাবে বালগোপালের শয্যা পার্শ্বে উপনীত হইল, কিভাবে শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য পান করাইতে চাহিল, কিভাবে শিশু রাক্ষসীর স্তনে মুখ দিয়া চুষিতে লাগিল, কিভাবে আর্তনাদ করিয়া রাক্ষসী বিকট মূর্তি ধারণ করিয়া গৃহ হইতে শিশুকে বক্ষে নিয়া বহির্গত হইল এবং কিভাবে ছয় ক্রোশ ব্যাপী স্থানের বৃক্ষাদি চূর্ণ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল। ইহা শুনিতে শুনিতে নন্দের মুখ শুষ্ক ও মলিন হইতে লাগিল। পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। নন্দ ভূমিতে পতনোন্মুখ হইলেন। তৎক্ষণাৎ উপনন্দ বলিলেন—ভাই, তুমি উতলা হইও না। তোমার পুত্র ব্রজবাসীগণের জীবনের জীবন। স্বয়ং নারায়ণ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন। সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছে। রাক্ষসীর বক্ষে থাকিলেও তাহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। বয়স্কা গোপীগণ শিশুকে নিয়া মাতৃক্রোড়ে দিয়াছে এবং নানাভাবে রক্ষামন্ত্র পাঠ প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছে। সেই রাক্ষসীর দেহই আমরা দগ্ধ করিতেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য! এই শ্মশানের ধূম অতি সুগন্ধযুক্ত। নন্দ পুত্রের মঙ্গল সংবাদ শ্রবণে আশ্বস্ত হইলেন, তিনি উপনন্দাদি সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ইহাও বলিলেন—এই বালক আপনাদের সকলেরই পুত্র। আপনারাই ইহার পালনকর্তা। আমি আজীবন আপনাদের নিকট ঋণী রহিব।

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥৪৩
য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

৪৩। নন্দ সত্বর গৃহে গমন করিলেন এবং সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ হইতে পুনর্জীবিত শিশুকে বক্ষে ধারণ করিলেন। নন্দ পুনঃ পুনঃ শিশুর মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাহার নয়ন হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। যশোদা বলিতে লাগিলেন—আমি কিছুই করিতে পারি নাই, আমি মাতৃনামের অযোগ্য। আমার এই সখীগণই আমার গোপালকে রাক্ষসীর বক্ষ হইতে আনিয়া নানা ভাবে রক্ষা বন্ধন করিয়াছে। ইহারাই তাহার প্রকৃত জননী।

৪৪। যে মনুষ্য এই পূতনা মোক্ষণ-লীলা এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে অপরিসীম কৃপা এই লীলাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রদ্ধা সহকারে (দৃঢ় বিশ্বাস) শ্রবণ করিবেন, শ্রীগোবিন্দে তাঁহার প্রেমভক্তি জাত হইবে। বৈষ্ণবতোষণী আরো সুন্দর অর্থ করিয়াছেন—যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, তিনি শ্রদ্ধাবান্ না হইলেও শ্রীভগবানের এতাদৃশী কৃপা শ্রবণের গুণেই শ্রদ্ধাসহ শ্রীগোবিন্দে প্রেম-ভক্তি লাভ করিবেন। অহো, শ্রীভগবানের কৃপা শক্তি কি অদ্ভুত! ইঁহা শ্রবণের মাহাত্ম্যও কি অদ্ভুত!

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অপরিসীম, কিন্তু তিনি পূতনার প্রতি যাদৃশী কৃপা করিয়াছিলেন, এতাদৃশী কৃপা অন্য কাহারো প্রতি করেন নাই। তাঁহার হস্তে নিহত দৈত্যগণ সকলেই সাজুয্য মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, একমাত্র পূতনাকেই গোলকে ধাত্রী গতি প্রদান করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে, শ্রীভগবান যখন বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন বলি রাজার এক কন্যা ছিল, তাহার নাম রত্নমালা। ভগবান বামন রূপে যখন বলি রাজার যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করেন এবং ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন, তখন রত্নমালার মনে হইয়াছিল এই সুন্দর ব্রাহ্মণ তনয় আমার পুত্র হইলে, আমি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য পান করাইতাম। অবশেষে বামনদেব দান গ্রহণ করিয়া ত্রিবিক্রম রূপে যখন তৃতীয় চরণ রাখিবার স্থান প্রাপ্ত না হইয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং অবশেষে বলির মস্তকে তৃতীয় চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন তখন রত্নমালা ক্রোধভরে মনে করিয়াছিল এই তনয়কে আমি স্তন্য দুগ্ধ না দিয়া বিষ মাখান স্তন উহার মুখে অর্পণ করিতাম। ইহাতে দেখা যায় রত্নমালার প্রথমে বাৎসল্যভাব এবং পরে বৈরীভাব মনে জাগিয়াছিল। শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক তাহার এই উভয় ভাবই পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং নিত্য ধামে ধাত্রী গতি প্রদান করিয়াছিলেন। ভক্ত শ্রেষ্ঠ উদ্ধব তাই বিদুরকে বলিয়াছিলেন হে বিদুর, জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য যে দুষ্টা বকী অতি তীব্র কালকূট মাখান স্তন মুখে অর্পণ করিয়াছিল, তাহাকেও যিনি ধাত্রী গতি দান করিয়াছিলেন, এমন দয়াল আর কে আছে? কৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহার চরণে শরণ গ্রহণ করিব?

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাধা বিনোদ গোস্বামী লিখিত ভাগবত বর্ষিণী টীকা হইতে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উল্লিখিত পূতনার পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইল।

ইতি দশম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

রাজোবাচ।

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥১

যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বং চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎ পুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥২

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥৩

১-২। পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে প্রভো, আপনি কৃপাপূর্বক আমার নিকট শ্রীভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভগবান তাঁহার ভক্তজনের পাপতাপ হরণ করেন এবং প্রেমদ্বারা মনও হরণ করিয়া থাকেন, এজন্যই তিনি হরিনামে পরিচিত। শ্রীহরির লীলা সমূহ অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং চিত্তের প্রীতি বিধায়ক। ভগবৎ লীলা শ্রবণে মনের অপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয় অর্থাৎ শ্রবণে ইচ্ছা জাত হয়, বিষয় বাসনা বিনষ্ট হয় এবং চিত্ত শুদ্ধি হয়। (কারণ বাসনাই চিত্তের মলিনতা)। শুদ্ধচিত্তে শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হয় এবং ভক্তজনে সখ্য ভাব জন্মে। হে গুরো, যদি আমাকে শ্রীহরিকথা শ্রবণের যোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে তাহা বর্ণনা করুন। হরিকথা এত মধুর যে মনে হয় ইহা হারবৎ বক্ষে ধারণ করি।

৩। আপনার মুখে এই মাত্র পূতনা মোক্ষণ লীলা শ্রবণ পূর্বক বাল্যলীলায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবৈভব অনুভব করিয়া এত আনন্দ লাভ করিয়াছি যে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আপনি বলিয়াছেন এই লীলা শ্রবণে শ্রীভগবানে শ্রদ্ধা ও প্রেম ভক্তি জাত হয়। আপনার শ্রীমুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরো সুমধুর বাল্যলীলা শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে। এই মনুষ্য লোকে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং

শ্রীশুক উবাচ।

কদাচিদৌত্থানিককৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥৪

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃস্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সংজাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥৫

ভগবান নরভাবের অনুকরণে আরো যে সমস্ত লীলা করিয়াছিল, তাহা আপনি কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন।

৪। শ্রীশুকদেব বলিলেন—ব্রজবাসী গণের প্রাণসম শিশু কৃষ্ণ দিন দিন ক্রমশঃ তিলে তিলে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। একটু একটু হাসিতে এবং হস্ত পদাদি ঈষৎ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যেদিন বয়স তিন মাস পূর্ণ হইল সে দিন প্রথম পার্শ্ব পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইলেন। অমনি যশোদা এই আনন্দ বার্তা সখীগণকে জ্ঞাপন করিলেন। ব্রজবাসী সকলে আনন্দচিত্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আবার কৃষ্ণের জন্ম নক্ষত্র রোহিণী ছিল। সকলে আনন্দোৎসবের আয়োজন করিলেন। নানাবিধ বাদ্য বাজিতে লাগিল, সমবেত আনন্দ ধ্বনি এবং ভগবানের নাম গুণকীর্তন হইতে লাগিল। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মন্ত্র পাঠানন্তর পূর্ণকুম্ভ দ্বারা শিশুর অভিষেক করিলেন।

৫। নন্দমহিষী যশোদা উৎসব উপলক্ষে শিশুকে সুগন্ধী মাঙ্গলিক সলিলে স্নান করাইলেন এবং ললাটে তিলকাদি রচনা করিয়া দিলেন। অতঃপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিলেন এবং ধেনু বৎসাদি দান করিয়া তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান করিলেন। অতঃপর শিশুর নিদ্রাবেশ লক্ষ্য করিয়া মা যশোদা পরিচারিকাগণকে শয্যা রচনা করিতে বলিলেন

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্ বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদন্ স্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥৬
অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমিদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥৭

তাহারা আঙ্গিনার একাংশে রক্ষিত একটি উচ্চ ও বৃহৎ শকটের নিম্নে একটি দোলায় শয্যা প্রস্তুত করিলে মা যশোদা ধীরে ধীরে শিশুকে বক্ষে করিয়া শয্যা পার্শ্বে গমন করিলেন এবং যাহাতে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেই ভাবে অতি ধীরে ধীরে শয্যাতে শয়ন করাইয়া উৎসব কার্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

৬। উদারচিত্তা মা যশোদা উৎসব উপলক্ষে সমাগত ব্রজবাসীগণকে যথাযোগ্য বস্ত্র, আভরণ, ভোজনাদি দ্বারা সম্বর্ধনা কার্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, ইতিমধ্যে বালগোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং স্তনার্থী হইয়া বালক রোদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু মা যশোদা ব্যস্ততা নিবন্ধন তাহা শ্রবণ করেন নাই। শয্যাপার্শ্বে যে বালকগণ ছিল, তাহারা দোলনা দোলাইয়া শিশুর ক্রন্দন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সমর্থ হইল না। শিশু ক্রন্দন করিতে করিতে হস্তপদ সঞ্চালন করিতেছিল। প্রবাল হইতেও সুকোমল চরণ ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধদিকে সঞ্চালিত হইতেছিল।

৭। পূতনার মৃত্যুর পরে নন্দনন্দনকে বধ করিবার জন্য কংস অন্যান্য দৈত্যগণকে আদেশ করিয়াছিল। তন্মধ্যে একটি বলবান দৈত্য ঔত্থানিক পর্বদিনে গোকুলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দেখিতে পাইল নন্দালয়ে বহু নরনারী পর্বোপলক্ষে সমাগত এবং শিশু আঙ্গিনার এক পার্শ্বে বৃহৎ শকটের নিম্নে নিদ্রিত। অসুর ভাবিল,

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে কর্মণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্যগাৎ ॥৮
ঊচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতন্ন সংশয়ঃ ॥৯

এই অবস্থায় অঙ্গনে প্রবেশ করিলে মহা গণ্ডগোল হইবার সম্ভাবনা। অদৃশ্যভাবে তথায় গেলে কেহ দেখিতে পাইবে না এবং অদৃশ্যভাবে শকটের উপরে দেহভার ন্যস্ত করিলে শকটচক্র ভূতলে প্রবিষ্ট হইবে এবং ঐ চাপে শিশুর মৃত্যু হইবে। এই মনে করিয়া অসুর অদৃশ্যভাবে শকটের উপর দেহভার স্থাপন করিল এবং উচ্চ শকটও ক্রমে নিম্নগামী হইতে লাগিল। ঠিক সেই সময় বালগোপালের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং স্তন্যার্থী হইয়া গোপাল রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন ও হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেহ না দেখিলেও বালকবেশী শ্রীভগবান্ অদৃশ্য দৈত্যের আগমন বুঝিতে পারিলেন। ইতিপূর্বে শকট অনেকটা ঊর্দ্ধে ছিল, অসুরের ভারে কিছুটা নীচু হইয়া গিয়াছে। শিশু কৃষ্ণের প্রবাল হইতেও আরো মৃদু চরণ স্পর্শমাত্র ঐ বৃহৎ শকট অল্প দূরে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। শকটের চক্র, অক্ষ ও যুগন্ধর ভগ্ন হইল। শকটোপরিস্থিত দধি-দুগ্ধপূর্ণ কাংস্যাদি ধাতুনির্মিত নানাপ্রকার পাত্র বিকট শব্দে চূর্ণ হইয়া গেল। শকটাসুরও অদৃশ্যভাবে নিহত হইল। অসুরের মরণকালীন চিৎকার সহ ভগ্ন শকটের ও ভগ্ন পাত্রাদির শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক ভীষণ শব্দ হইয়াছিল।

৮-৯। যশোদা, রোহিণী এবং উৎসবে সমাগতা রমণীবৃন্দ, নন্দ, উপনন্দ এবং অন্যান্য গোপগণ এই তুমুল শব্দে চমকিত হইয়া শকটের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাঁহারা সকলে ভীত চিত্তে আলাপ করিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এই মহা শকট এরূপ বিপর্যস্ত ভাবে পতিত

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥১০

ও ভগ্ন হইল? ইহা কি কোন অসুরের কার্য? কিন্তু অন্য কাহাকেও তাহারা দেখিতে পাইলেন না। সকলে শিশুকে অক্ষত অবস্থায় দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। নারায়ণই এই বালককে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা ইহার রক্ষার কোন উপায় ছিল না। শকটের এক প্রান্তের স্পর্শমাত্র ইহার সুকোমল দেহ পিষ্ট হইয়া যাইত। তবে এই বৃহৎ শকট কিভাবে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল? কেহ কেহ বলিলেন হয়তঃ পূতনার মত কোন অসুর অদৃশ্যভাবে আসিয়া শকট একটু উপরে তুলিয়া শিশুর গায়ে ফেলিয়া দিয়াছিল, তবে স্বয়ং নারায়ণ বালককে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা সকলে নিকটে আসাতে হয়তঃ সেই অসুর পলায়ন করিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন সমাধান দেখিনা। শিশুর নিকট পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের দুই তিনটি বালক ছিল। শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ইহারা রোদন বন্ধ করাইবার জন্য দোলনা দোলাইয়া ছিল। তাহারা বলিল এখানে কোন দৈত্য বা রাক্ষস আসে নাই। আমরা দেখিলাম এই শিশু ক্রন্দন করিয়া হাত পা ছুঁড়িতেছিল। ইহার পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া দূরে পড়িয়াছে।

১০। বালকগণের কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। প্রথমতঃ উচ্চ শকট শিশুর উত্থিত চরণের অনেক উপরে, দ্বিতীয় প্রবাল হইতেও আরো সুকোমল চরণ শকটের স্পর্শ লাগিলে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত। ইহারা বালকগণের কথা শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই শিশুর অচিন্ত্য প্রভাবের কথা কিছুই জানিতেন না। ইহার এক অংশ শেষনাগ সহস্রফণার একটি ফণাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্ষপ তুল্য অনায়াসে ধারণ করিয়া রাখেন। তাহাদের বাৎসল্য পূর্ণ হৃদয়ে এরূপ সন্দেহের কোন স্থান নাই।

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ ॥১১
পূর্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্।
বিপ্রা হুত্বার্চয়াংচক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥১২
যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষ্যাহিংসামানবিবর্জিতাঃ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥১৩
ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥১৪

১১। মা যশোদা শিশুকে ক্রোড়ে করিলেন ইহাতেও রোদন বন্ধ হইল না। তখন জননীর মনে হইল নিশ্চয়ই কোন অশুভ বাল গ্রহের দৃষ্টি ইহার উপর পড়িয়াছে। নতুবা এত ক্রন্দন করিত না। মা তখন সমাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট শিশুকে নিয়া গেলেন এবং তাঁহাদিগকে গ্রহ শান্তি বিধান করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রাহ্মণগণ আচমনাদি করতঃ রক্ষা মন্ত্র পাঠ করিলেন এবং বালকের অঙ্গন্যাস করিয়া শান্তি বারি সেচন করিলেন। মা তখন শিশুর মুখে স্তন্য প্রদান করিলেন। শিশু রোদন বন্ধ করিয়া সানন্দে স্তন্য পান করিতে লাগিল।

১২। শিশু শান্ত হইলে পর বলবান গোপগণ নন্দ মহারাজের আদেশে সেই বৃহৎ শকট খানিতে চক্র, অক্ষ, যুগন্ধরাদি যোজনা করিয়া পূর্ব স্থানে রক্ষা করিলেন। ঐ স্থান ও নিকটবর্তী স্থান ধৌত করতঃ গোময় লেপনাদি দ্বারা সংস্কৃত করা হইল। ব্রাহ্মণগণ ঐ স্থানে গ্রহ শান্তি জন্য হোম করিলেন এবং দধি অক্ষত ও কুশজল প্রোক্ষণক্রমে শকটের অর্চনা করিলেন।

১৩-১৪-১৫-১৬। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও মান প্রভৃতি দোষশূন্য এবং সত্যনিষ্ঠ তাঁহাদের আশীর্বাদ কখনো নিষ্ফল হয় না। ইহা স্মরণ করিয়া পরম শ্রদ্ধাবান নন্দ মহারাজ শিশু পুত্রসহ ব্রাহ্মণগণের নিকট গিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥১৫
গাবঃ সর্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্রুক্মমালিনীঃ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাত্তে চান্বযুঞ্জত ॥১৬
বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্ ॥১৭
একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী।
গরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥১৮

প্রার্থনা করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত সর্বৌষধি মিশ্রিত জল দ্বারা শিশুর অভিষেক করিলেন এবং মঙ্গলার্থে হোম করিয়া হোমভস্ম দ্বারা শিশুর অঙ্গে তিলক রচনা করিলেন ও ধান্য দূর্বাদি মস্তকে অর্পণ পূর্বক "চিরজীবি হও" বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। অতঃপর মহারাজ নন্দ ব্রাহ্মণগণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সুস্বাদু ও ষড়রসাদি গুণবিশিষ্ট ভূরি অন্ন প্রদান করিলেন। নিজ পুত্রের সর্ববিপদ শান্তি পূর্বক আয়ু, আরোগ্য ও বৈভবাদি সিদ্ধি কামনায় ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ রঞ্জিত বসন ও স্বর্ণমাল্য শোভিত সবৎসা সুশীলা দুগ্ধবতী বহু সংখ্যক গাভী দান করিলেন। তাঁহারাও দান গ্রহণ পূর্বক আশীর্বচন উচ্চারণ করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন।

১৭। বেদজ্ঞ ও ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণগণ যে আশীর্বাদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহা কখনো নিষ্ফল হয় না ইহা অতি সত্য। ব্রহ্মণ্যদেব স্বয়ং ইহা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১৮-১৯। নন্দনন্দনের এক বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে। তিনি এখন কিছু কিছু হাঁটিতে পারেন, একটু দৌড়াইতেও পারেন, কিছু কিছু কথাও বলিতে শিখিয়াছেন। মা যশোদার কত আনন্দ! একদিন জননী প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে ক্রোড়ে করতঃ নানাভাবে লালন করিতেছেন, চুম্বন করিতেছেন, মুখশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, কত কথাও

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্মসু ॥১৯
দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥২০
গোকুলং সর্বমাবৃণ্বন্ মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥২১
মুহূর্তমভবদ্ গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্।

বলিতেছেন। আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষী দেখিয়া বালক বলিতেছে 'ওটা কি মা?' মা বলিতেছেন 'পাখী' আকাশে উড়িতেছে। বালক আবার বলিতেছে 'আমিও আকাশে উড়িব।" মা বলিলেন 'বাবা, মানুষ কি আকাশে উড়িতে পারে? তোমাকে শুকপাখী ধরিয়া দিব, তুমি খেলা করিবে।' শ্রীভগবান তাঁহার জ্ঞান শক্তি বলে জানিতে পারিলেন কংস প্রেরিত তৃণাবর্তনামক অসুর এখনই ঝঞ্চাবাত রূপে আসিয়া মা সহ তাঁহাকে আকাশ পথে নিয়া যাইবে। মা আকাশে গেলে বড়ই বিপদ হইবে। এজন্য ভগবান বিশ্বম্ভর রূপে আবিষ্ট হইলেন। যশোদা দেখিলেন শিশু ক্রমেই গিরিশৃঙ্গবৎ ভারী হইতেছেন, তিনি আর বহন করিতে পারিতেছেন না। মা যশোদা তাঁহাকে সত্বর ভূমিতে রাখিলেন। মায়ের মনে হইল নিশ্চয়ই কোন উপদেবতার আবেশ শিশুতে হইয়াছে; এইজন্য তিনি শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'হে নারায়ণ, তুমি আমার এই শিশুকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।' উত্তম ব্রাহ্মণ দ্বারা পুনঃ স্বস্ত্যয়ন করাইবেন ইহাও ভাবিয়া রাখিলেন।

২০-২১-২২। হেনকালে কংস কর্তৃক প্রেরিত তৃণাবর্ত নামক কংস পরিকর এক মহাসুর ঘুর্ণিবায়ুরূপে আকাশ পথে আসিয়া গোকুলে প্রবেশ করিল। প্রবল ঘুর্ণিবায়ু বেগে ধূলি কণাতে গোকুল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, গোকুল বাসীগণের দৃষ্টিপথ অবরুদ্ধ হওয়াতে তাহারা নিকটবর্তী কোন বস্তুও দেখিতে পাইতেছিলেন না। আবার এইসঙ্গে অতি ভীষণ শব্দে

সুতং যশোদা নাপশ্যত্তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥২২
নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরং চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥২৩
ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচদ্
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥২৪

দিক্‌বিদিক্ প্রতিনাদিত হইতে লাগিল। বৃক্ষগুলি মড়মড় শব্দে ভগ্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। হঠাৎ গোকুলে এক খণ্ড প্রলয়ের মত অবস্থা হইয়া গেল। এই সুযোগে তৃণাবর্তাসুর যশোদার নিকটে ভূমিতে রক্ষিত শিশু কৃষ্ণকে নিয়া দূরাকাশে চলিয়া গেল। মুহূর্তমধ্যেই গোকুল ধূলি কণাতে পরিবৃত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া গেল। যশোদা ভাবিলেন আমার প্রাণগোপালকে নিয়া সত্বর গৃহে প্রবেশ করি। কিন্তু যে স্থানে তাহাকে রাখিয়া ছিলেন হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া দেখিলেন সেখানে শিশু নাই। ভাবিলেন হয়তঃ চঞ্চল শিশু নিকটে কোথাও সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। যতদূর সম্ভব হাত দিয়া অনুভব করিয়াও শিশুকে পাইলেন না।

২৩। তৃণাবর্তসৃষ্ট ঘূর্ণিবায়ু ভূমি হইতে বহু প্রস্তর খণ্ড আকাশে নিয়াছিল, ঐ প্রস্তর খণ্ড সমূহ অতিবেগে ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। এই প্রস্তর খণ্ডের আঘাতে ব্রজবাসীগণ পীড়িত হইতে লাগিলেন। ঘোর অন্ধকারে অন্য বস্তুর ত কথা নাই, নিজ দেহ পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছেন না। এমতাবস্থায় প্রস্তরাঘাতে সকলে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

২৪। প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যার বেগে এবং ধূলি দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানে কোথাও নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে প্রাপ্ত না হইয়া মা যশোদা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া অতি করুণ স্বরে ক্রন্দন

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারতপাংশুবর্ষবেগে ॥২৫

তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যারূপধরো হরন্‌।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্‌ ভূরিভারভৃৎ ॥২৬

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনো গুরুমত্তয়া।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্‌ ॥২৭

করিতে লাগিলেন। মনে হয়, এই ক্রন্দনে যে কাষ্ঠ পাষাণও বিগলিত হইয়া যাইবে।

২৫। কিছুক্ষণ পরে ঘূর্ণিবায়ু স্তব্ধ হইল, ধূলি ও প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ স্থগিত হইল, তখন গোকুলবাসীগণ, বিশেষতঃ যশোদার সখীসমা গোপীগণ সকলে নন্দনন্দনের খোঁজ করিতে নন্দালয়ের দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যশোদার করুণ ক্রন্দন শব্দে তাঁহাদের মনে শিশুর অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিতে লাগিল। তাহারাও হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলিয়া সত্বর যশোদাগৃহে প্রবেশ করিলেন। যশোদার আর্তনাদে সমবেত সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহারা কোথাও তাহাদের প্রাণগোপালকে দেখিতে না পাইয়া শোকে অভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

২৬-২৭। শ্রীভগবান ইচ্ছা করিলেন তৃণাবর্তকে অন্তরীক্ষেই বধ করিবেন। এজন্য যখন সেই অসুর ভূমি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে তুলিয়া ঊর্দ্ধাকাশে গমন করে তখন অতি সহজেই উঠিতে পারিল। কৃষ্ণ অসুরের গলদেশ দুই হস্তে ধারণ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে লম্বমান অবস্থায় ছিলেন। অসুর শিশুকে লইয়া মথুরার দিকে যাইতে উদ্যত হইল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপে আবিষ্ট হইলেন। অসুর সেই ভার বহনে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল। অসুরের মনে হইল যেন একটি নীলবর্ণ পর্বত তাহাকে নিম্নদিকে টানিয়া নিতেছে। অমনি অসুর নিজ প্রাণ

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥২৮

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং
স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥২৯

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ
কৃষ্ণং চ তস্যোরসি লম্বমানম্।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্ ॥৩০

রক্ষা হেতু দুই হাতে কৃষ্ণকে গলদেশ হইতে টানিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই শিশুর নবনীত কোমল বাহু নিজ কণ্ঠ হইতে সরাইতে সক্ষম হইল না।

২৮। বালগোপাল সজোরে অসুরের গলদেশ ধরিয়া রাখতে অসুর চলৎশক্তি রহিত হইল, তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া গেল, তাহার চক্ষু যেন কোটর হইতে নির্গত প্রায় হইয়া আসিল, তাহার চিৎকার করিবার সামর্থ্যও রহিল না। সেই মহাসুর অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে বালককে বক্ষে রাখিয়া প্রাণহীন অবস্থায় নন্দালয়ের বহিঃ প্রাঙ্গণে এক বিশাল প্রস্তরের উপর চিৎ হইয়া নিপতিত হইল।

২৯। যশোদার নিকটে সমবেত ক্রন্দনপরা গোপীগণ দেখিতে পাইলেন শিবের শরাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ত্রিপুরাসুরের ন্যায় সেই ভীষণাকার তৃণাবর্তাসুরের দেহ আকাশ হইতে বৃহৎ প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

৩০। সেই বিশীর্ণ-মস্তক দৈত্য তৃণাবর্তের বক্ষস্থলে লম্বমান বাল কৃষ্ণকে গোপীগণ দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহারা ছুটিয়া দৈত্য বক্ষ হইতে বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। তাঁহারা দেখিলেন বালক সুস্থ

অহো বতাত্যদ্ভুতমেব রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধু সমত্বেন ভয়াদ্ বিমুচ্যতে ॥৩১

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চনং
পূর্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্।
যৎসম্পরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥৩২

দেহে ক্রীড়ারত। রাক্ষস কর্তৃক অপহৃত বালককে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যু মুখ হইতে পুনরাগত মনে হইল। তাহারা বালককে নিয়া যশোদার ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন 'যশোদে, এই নীলমণিকে কোলে তুলিয়া নেও। সাক্ষাৎ নারায়ণ উহাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা উহার বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নন্দাদি গোপগণ এবং সমবেত সর্ব গোপীগণ শিশুকে সুস্থ দেহে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং শ্রীনারায়ণের কৃপা স্মরণ করিতে লাগিলেন। যশোদা শিশুর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া সুস্থ দেখিয়া নিশ্চিন্ত মনে তাহার মুখে স্তন্য অর্পণ করিলেন।

৩১। গোপগোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, 'দেখ কি অদ্ভুত ঘটনা, নরমাংসাসী রাক্ষস এই শিশুকে হরণ করিয়াছিল; অথচ এই শিশু নিষ্পাপ। তাহার শত্রু মিত্রে, বিষে অমৃতে সমভাব। একমাত্র স্বয়ং ভগবান এই বালককে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা সাক্ষাৎ মৃত্যু হইতে বাঁচিবার কোন আশা ইহার ছিল না। এবং সেই হিংস্র নিষ্ঠুর রাক্ষস তাহার নিজ পাপেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। রাক্ষস শিশুকে আকাশে কত উর্দ্ধে নিয়া গিয়াছিল, এবং রাক্ষসের বক্ষ স্থলে থাকিয়া নিম্ন ভূমিতে পতিত হইল, কিন্তু নারায়ণের কৃপাতে রাক্ষসের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।'

৩২। তাহারা আরো বলিতে লাগিলেন—আমরা এই জীবনে বিশেষ কোন সদনুষ্ঠান করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে না জানি জন্মান্তরে

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্‌বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥৩৩
একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥৩৪
পীতপ্রায়স্য জননী সা তস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজঞ্জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥৩৫

কি তপস্যা করিয়াছিলাম, কিম্বা বিষ্ণু আরাধনা করিয়াছিলাম, অথবা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে লোকের মঙ্গল জন্য জলাশয় প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও অতিথি শালা স্থাপন প্রভৃতি পুণ্যকার্য করিয়াছিলাম, অথবা বেদপাঠ বৈশ্বদেব ক্রিয়াদি, ইষ্টকার্য করিয়াছিলাম, অথবা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে দান করিয়াছিলাম, যাহার ফলে এই বালক সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল হইতে পুনরায় আমাদের ভাগ্যে আমাদের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছে।

৩৩। মহারাজ নন্দ এইরূপে গোকুলে রাক্ষস ও অসুরাদির উপদ্রব এবং অদ্ভুতভাবে তাহাদের বিনাশ দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন—বসুদেব নিশ্চয়ই ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়া ছিলেন গোকুলে নানাবিধ উৎপাত হইবার সম্ভাবনা। ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে। তিনি মনে মনে শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়া শিশু পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

৩৪-৩৫-৩৬-৩৭। শ্রীকৃষ্ণ ছয় দিন বয়সে পূতনা বধ, তিনমাস বয়সে শকটাসুর ভঞ্জন, এক বৎসর বয়সে তৃণাবর্তাসুর বধ করিয়া ছিলেন। এই অতি শৈশবে মহাসুরগুলি বধ করিবার কালেও তিনি মাতৃকোলে ছোট শিশুটি ছিলেন। ভীষণ আকৃতি ধারণ করিয়া অসুর সংহার করেন নাই। আকৃতিতে ক্ষুদ্র হইয়াও এই সমস্ত অসুর বধে শ্রীভগবানের অপরিসীম ঐশ্বর্যই প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা দ্বারা নন্দ, যশোদা প্রভৃতির বাৎসল্য প্রেম বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মা যশোদা পুত্রের বিপদাশঙ্কায় সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতেন। শ্রীভগবানের লীলাশক্তি ভাবিলেন, যশোদা যদি জানতে পারেন

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৄর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥৩৬
সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

তাঁহার এই পুত্রই জগদীশ্বর তাহা হইলে তাঁহার মনের এই ভয় চিরতরে দূরীভূত হইবে। এই মনে করিয়া লীলাশক্তি এক কৌশল সৃষ্টি করিলেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পর্যঙ্কে নিদ্রা যাইতেছিলেন। মা যশোদা নিকটে আসিয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া আছেন এবং পুত্রের কল্যাণ কামনা করিতেছেন। স্নেহবশতঃ স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জননী তাঁহাকে ক্রোড়ে করতঃ স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। সর্বসদ্‌গুণবতী জননী যশোদা সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্তন্য পান করাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সুকোমল হস্তে শিশুকে লালন করিতেছেন। কোন কোন সময় চুম্বন করিতেছেন। স্তন্য পান প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। জননী পুত্রের সুন্দর সহাস বদন খানির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন এবং হস্ত দ্বারা আদর করিতেছেন, হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হেতু বালগোপাল জৃম্ভন করিলেন। জৃম্ভন হেতু মুখ ব্যাদান কালে জননী শিশুর মুখ মধ্যে চরাচর সহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইলেন। মা সবিস্ময়ে দেখিলেন মুখমধ্যে অকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্‌মণ্ডল, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, পর্বতাদি, নদীসমূহ, অরণ্য এবং স্থাবর জঙ্গম জীব সমূহ। একখানা পটে অঙ্কিত চিত্রবৎ নহে। কিন্তু শিশুর ক্ষুদ্র মুখ মধ্যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতই মাতার চক্ষু সম্মুখে প্রকাশিত হইল। শ্রীগীতাতে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইবার কালে শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এ স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুদ্র মুখ

বিবরে সমুদায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাতা দেখিতে পাইলেন। বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন, কিন্তু এস্থানে মা যশোদার বাৎসল্য প্রেম বিন্দু মাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই. বরং আরো বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পুত্রে ভগবদ্বুদ্ধি ত দূরের কথা। যশোদা পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলেন, ভাবিতে লাগিলেন— আমার পুত্রের এ আবার কি হইল? কেন আমি এই সমস্ত অদ্ভুত বস্তু দেখিতেছি। অমঙ্গল আশঙ্কায় মাতা ভয়বিহ্বল হইলেন। হরিণ শিশুর নেত্রবৎ দুইচক্ষু চঞ্চল ও বিস্ফারিত হইল। মাতা ভয় বিহ্বলতা হেতু কম্পিত দেহে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—'হে নারায়ণ, এই শিশুকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।' মা যশোদার ভগবদ্বুদ্ধি মোটেই হইল না বরং বাৎসল্য প্রেম আরো বর্দ্ধিত হইল। তোষণীকার বলেন—ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি হরিভক্তি মহাদেবীর দাসী এবং দাসীবৎ সেবা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রেম বর্দ্ধিত হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তী চরণ বলিয়াছেন—পূতনা বধাদি লীলাতে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইলেও তাহা দ্বারা নন্দ, যশোদা ও গোপ গোপীগণের বাৎসল্য সিন্ধু এক বিন্দুও শুষ্ক হয় নাই, বরং পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

দশম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ॥১
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্॥২

১-২। বসুদেব নির্জনে নিজ পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া যশোদার শয্যা হইতে একটি নবজাত কন্যাকে নিয়া মথুরা কারাগারে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বসুদেবের মনে শান্তি ছিল না। এ বিষয় কেবল দেবকী জানিতেন, অন্য কেহ নহে, বিষয়টি কাহাকে বলাও যায় না। শাস্ত্রবিধি মতে শিশুর শততম দিবস বয়সে নামকরণ করিবার বিধান। শততম দিবসের পূর্ব দিন বসুদেব চিন্তা করিলেন, নন্দ যদি বৈশ্য মতে নামকরণ, উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কার করাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে অনর্থ হইবে। এ বিষয়ে ইতিকর্তব্য নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে তিনি যদুবংশের পুরোহিত গর্গমুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সমস্ত গোপন কথা বলিলেন এবং তিনি যাহাতে নন্দালয়ে গমন করিয়া রোহিণী নন্দন ও এই শিশুর নামকরণ সংস্কার করেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিলেন। গর্গমুনি বলিলেন—'তুমি যে গোপনে তোমার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়া কন্যা আনিয়াছিলে এই সমস্ত বিষয় আমি অবগত আছি। আচ্ছা, আমি আগামী কল্য নন্দালয়ে গমন করিব।' নন্দনন্দনের শততম দিবস বয়ঃক্রম দিবসে বসুদেবের প্রার্থনানুসারে যদুবংশের পুরোহিত মহাতপঃশক্তিসম্পন্ন গর্গাচার্য নন্দালয়ে উপস্থিত হইলেন। এই দিবসের কয়েকদিন পূর্বে শকটাসুর ভঞ্জন লীলা সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজ নন্দ তাঁহার প্রাতঃকালীন নারায়ণ অর্চনাদি সম্পন্ন করিয়া বসিয়া শিশুর কথাই চিন্তা করিতেছেন। এই শিশুর জন্মাবধি প্রথম পূতনার

স্বুপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সূনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্॥৩

মহদ্বিচলং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ॥৪

উৎপাত, তৎপর শকটভঞ্জন হইল, আরো না জানি কি হইবে? তিনি মনে মনে শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। হেনকালে গর্গাচার্যকে দেখিতে পাইয়া নিজ সৌভাগ্য মনে করিয়া নন্দ সত্বর আসন হইতে উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে পরম প্রীতির সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণতি পুরঃসর উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন ও সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চনা করিলেন।

৩। নন্দের মনে হইল, আজ আমার সৌভাগ্য। ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি অযাচিতভাবে আগমন করিয়াছেন। তিনি আশীর্বাদ করিলে আমার পুত্রের সর্ব বিপদ দূর হইবে। সুবাসিত জলে মহামুনির পাদধৌত করিয়া, সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। গর্গাচার্য সুখাসনে উপবেশন ও আতিথ্য গ্রহণ করিলে নন্দ তাঁহার পাদসংবাহন ও ব্যজনাদি দ্বারা পথশ্রম অপনোদন করিয়া বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ, আপনি সর্বজ্ঞ শিরোমণি, পরব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিতহেতু পরমানন্দে পরিপূর্ণ। আপনাকে কুশল প্রশ্ন করা ধৃষ্টতামাত্র। তথাপি আপনার সেবা দ্বারা আত্মকৃতার্থতা লাভ করিতে বাসনা হইতেছে। এজন্য জিজ্ঞাসা করি আপনার কি আদেশ পালন করিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিব?

৪। "মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর।" (চৈঃচঃ) ভবাদৃশ মহজ্জন নিজ গৃহ হইতে মাদৃশ দীনচিত্ত গৃহস্থের গৃহে গমন করিলে বুঝিতে হইবে, ইহা সেই গৃহস্থের পরম মঙ্গল বিধানের জন্যই। অন্য কোন কারণে কদাপি নহে। সাধারণ গৃহীগণ স্ত্রী, পুত্র, বিত্তাদিতে আসক্ত হইয়া দিন যাপন করে, মহজ্জন সমীপে যাওয়া তাহাদের ঘটিয়া উঠে না। মহৎ কৃপা ব্যতীত পরম

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাদ্ যত্তজ্‌জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্ ॥৫
ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি ।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥৬

গর্গ উবাচ ।

যদূনামহমাচার্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্বতঃ ।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥৭

মঙ্গলের হেতু ভক্তি লাভে বঞ্চিত থাকে। এতাদৃশ গৃহীগণের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া মহজ্জন কোন ছলে গৃহীগণের গৃহে গমন করিয়া থাকেন।

৫। আপনি জীবের মঙ্গলহেতু জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই অতীন্দ্রিয় শাস্ত্র বলে মানুষ বিগত জন্মের শুভাশুভ কার্য জনিত যে ফল ইহ জন্মে ভোগ করিতেছে বা করিবে তাহা অবগত হইতে পারে এবং এই জ্ঞান বলে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে পারে বা শাস্ত্রীয় প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হয়।

৬। আপনি বেদজ্ঞগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণহেতু সর্ব বর্ণের গুরু। আপনাকে আমি কি বলিব? আমার মনোভিপ্রায় অবশ্যই অবগত আছেন। তথাপি আমি প্রার্থনা করি—আপনি রোহিণী নন্দনের এবং আমার পুত্রের নামকরণ সংস্কার যদি কৃপাপূর্বক করেন তবে আমি পরম কৃতার্থ হইব। আপনি যদুবংশের পুরোহিত, আমাদের নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু হেতু আপনি এই শুভ কার্য করিলে আমাদের বিশেষ মঙ্গল হইবে।

৭-৮-৯। গর্গমুনি বলিলেন—হে মহারাজ নন্দ, আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে আমি সুখী হইব; কিন্তু সব বিষয় বিবেচনা করিয়া কার্য করাই সঙ্গত হইবে। আমি যদুবংশের গুরু বলিয়া সর্বত্র খ্যাত আছি। আপনার পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার করিলে, এই পুত্রকে দেবকীর পুত্র বলিয়া দুষ্টলোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে,

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুর্মহতি ॥৮
ইতি সংচিন্তয়ংশ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অপি হন্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ ॥৯

নন্দ উবাচ।

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্বকম্ ॥১০

হয়তঃ তাহারা বলিবে কোন এক ছলে দেবকীর পুত্রকে গোকুলে আনা হইয়াছে। পাপাত্মা কংস আপনার সঙ্গে বসুদেবের বন্ধুত্ব অবগত আছে। কংস যখন দেবকীর কন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করে, তখনই কন্যা অষ্টভুজা দেবীমূর্তিতে আকাশে চলিয়া যান, এবং বলেন—"তোর প্রাণ হত্যাকারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" ইহাতে কংস বুঝিতে পারিয়াছে যে দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা হইবেনা, পুত্রই হইবে এবং সে অন্য কোথাও গোপনে রক্ষিত হইতেছে। এখন আমি এই পুত্রের নামকরণাদি সংস্কার করিলে এবং এই কথা কোন প্রকারে কংসের কর্ণগোচর হইলে কংস ইহাকেই দেবকীর অষ্টম গর্ভ সন্তান বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে। এইরূপ সন্দেহ বশে যদি কংস এই সন্তানের অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের কারণ হইবে। সুতরাং এই কার্য আমাদ্বারা না হওয়াই ভাল।

১০। ব্রজরাজ নন্দ বলিলেন—হে আচার্য, আমার সৌভাগ্যে আপনার আগমন হইয়াছে। এ কথা আমি ব্যতীত ব্রজধামের অন্য কেহ অবগত নহে, ব্রজবাসী পুরুষ সকলেই গোধনসহ গোষ্ঠে গমন করিয়াছে; কেহই উপস্থিত নাই। আমি কোনপ্রকার আড়ম্বর বা উৎসবাদি করিব না। আপনি নির্জনে কেবল শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্বস্তিবাচন পূর্বক রোহিণী নন্দনের এবং আমার পুত্রের দ্বিজাতি জনোচিত সংস্কার অনুগ্রহ পূর্বক করুন। একথা অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥১১

গর্গ উবাচ।

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্ বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্‌ভাবাৎ সংকর্ষণমুশন্ত্যত ॥১২
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৩

১১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এইভাবে নন্দ প্রার্থনা করিলে পর গর্গাচার্যের ইহা মনোমত হইল, কারণ তিনি নির্জনে কার্য করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তিনি নির্জনে অপরের অলক্ষিত ভাবে উভয় বালকের নামকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

১২। যশোদানন্দন হইতে রোহিণীনন্দন আটদিনের বয়োজ্যষ্ঠ, এজন্য প্রথমে জ্যেষ্ঠ বালকের নাম করণ হইল। গর্গ বলিলেন—এই যে রোহিণী পুত্র অশেষ গুণবান্ হইবেন এবং স্বজনগণকে আনন্দ দান করিবেন। এজন্য ইহার নাম হইবে 'রাম'। ইনি অত্যন্ত বলবান হইবেন। এজন্য ইহার এক নাম হইবে 'বল'। ইনি বসুদেবের পুত্র হইলেও আপনার প্রতিও পিতৃভাব থাকিবে। এবং যাদবগণ ও গোপগণ উভয় কুলকেই অভিন্ন আত্মীয়তা সূত্রে আকর্ষণ করিবেন, এই জন্য ইহার নাম হইবে 'সঙ্কর্ষণ'। সুতরাং ইহার চারিটি নাম হইবে রোহিণীনন্দন, রাম, বল ও সঙ্কর্ষণ।

১৩। নন্দনন্দনের নাম করিতে গিয়া গর্গমুনি ভাবিতেছেন—ইনিত স্বয়ং ভগবান্। ইহার অনন্ত নাম, আমি কি ভাবে কোন নাম বলিব? মনে মনে শ্রীভগবানের চরণে প্রপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে দয়াময়, তুমিই তোমার নাম আমার মুখে প্রকাশ কর। পদ্ম পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতিতে আছে অনন্ত নামের মধ্যে মুখ্য নাম

প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥১৪

'কৃষ্ণ।' গর্গমুনি নন্দনন্দনের দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন— ইনি প্রতিযুগে দেহধারীরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সত্য যুগে ইহার বর্ণ ছিল শুক্ল, নামও ছিল 'শুক্ল।' ত্রেতা যুগে ইহার বর্ণ ছিল রক্ত, নাম ও ছিল 'রক্ত', দ্বাপর যুগে ইনি কৃষ্ণ বর্ণ, এজন্য ইহার নাম হইবে 'কৃষ্ণ'। পূর্বে কোন এক কলি যুগে ইনি পীতবর্ণ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের অসংখ্য অবতার—যথা যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার। এখানে কেবল যুগাবতারের কথা বলা হইয়াছে। সমস্ত অবতারই স্বয়ং ভগবানের অংশ কলা, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। অংশগণ প্রতিযুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মার একদিন মধ্যে অংশী স্বয়ং ভগবান্ কেবলমাত্র একবার অবতীর্ণ হন। এই কল্পে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষ ভাগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যে যুগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন তাহার পরবর্তী কলিযুগে তিনিই আবার নিজবর্ণ প্রিয়ার বর্ণ দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া পীতবর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইজন্য বর্তমান কলিযুগে এখন হইতে প্রায় পাঁচশত বৎসর পূবে স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান যে যুগে অবতীর্ণ হন, সেইযুগে পৃথক কোন যুগাবতার আসেন না, ইনি স্বয়ং রূপের অন্তর্ভুক্তই থাকেন। গর্গমুনি অনেক কথাই বলিলেন, কিন্তু নন্দ সব কথা বুঝিলেন না। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার পুত্র অসাধারণ মহাপুরুষ। ইনি প্রতিযুগে শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া তাঁহার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আরো ভাবিলেন যে আমার মহাভাগ্য, এক মহাপুরুষকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলাম।

১৪। হে নন্দ, আপনার এই পুত্র ইতিপূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপেও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহার "বাসুদেব" নামও হইবে। গর্গমুনির

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥১৫
এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্ গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥১৬
পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥১৭

মনোভাব শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে নন্দালয়ে দ্বিভুজরূপে এবং কংস কারাগারে চতুর্ভুজরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নন্দ বুঝিলেন ইনি পূর্বে কোন এক জন্মে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৫। আপনার পুত্রের রূপানুযায়ী, গুণানুযায়ী, কর্মানুযায়ী বহু বহু নাম আছে তাহা আমি জানি, অন্য কেহ অবগত নহে। রূপানুযায়ী নাম শ্যামসুন্দর, মদনমোহন, কালাচাঁদ প্রভৃতি, গুণানুযায়ী নাম ভক্ত বৎসল, সবজ্ঞ, দয়াময় প্রভৃতি, কর্মানুযায়ী নাম গিরিধারী, রাস বিহারী, কালিয়দমন, গোপাল, ননীচোরা প্রভৃতি।

১৬। এই পুত্র দ্বারা গোকুল বাসী সকলের পরম মঙ্গল সাধিত হইবে। এই গোকুলে যত বিপদ আপদ আসিবে, এই বালক দ্বারা সকলে এই সমস্ত বিপদ হইতে অনায়াসে মুক্ত হইবে। ব্রজবাসী সকলেরই সৌভাগ্যে এমন পুত্র লাভ হইয়াছে।

১৭। হে ব্রজপতি, পুরাকালে সাধুগণ দস্যু কর্তৃক প্রপীড়িত হইলে এবং অরাজকতা উপস্থিত হইলে এই পুত্র দ্বারাই দস্যু দমিত হইয়াছিল, এবং সাধুগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গর্গাচার্যের মনোভাব পুরাকালে হিরণ্যকশিপু, বলি, রাবণ প্রভৃতি দৈত্যগণ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গ অধিকার করিলে ভগবান নৃসিংহ, বামন, রাম, প্রভৃতি অবতারে দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়া দেবতাগণকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥১৮
তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥১৯
ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥২০

১৮। যশোদাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে মহাভাগ্যবতি যশোদে, এমন সন্তান লাভ করা বিশেষ সৌভাগ্য ব্যতীত হইতে পারে না। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুর চরণাশ্রিত ব্যক্তি গণের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আপনার এই পুত্রকে যে প্রীতি করিবে, দৈত্যাদি বহিঃ শত্রুগণ এবং কাম ক্রোধাদি অন্তঃ শত্রুগণ তাহার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না।

১৯। হে মহারাজ নন্দ, আমি আর এক মুখে কি বলিব? এমন পুত্র লাভ কাহারও ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই। ইহার ঐশ্বর্য, কীর্তি, ও প্রভাব অপরিসীম। নারায়ণের তুল্য সদ্‌গুণের অধিকারী আপনার এই পুত্র। আপনারা সাবধানে ও সযত্নে এই পুত্রের সেবা ও লালন পালন করিবেন। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি। নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চারিটি গুণ অধিক—যথা লীলা মাধুর্য, প্রেম মাধুর্য, রূপ মাধুর্য ও বংশী মাধুর্য। ইহা ব্যতীত দৈত্যমোক্ষদত্ব, ভক্তমহাভাবপ্রদত্তত্ব, লক্ষ্মীদুর্লভত্ব, রাসবিহারীত্ব প্রভৃতি গুণাবলী নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য।

২০। অতঃপর গর্গাচার্য বলিলেন—হে মহারাজ, আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি। আপনার আজীবন নারায়ণ সেবা এই পুত্র লাভে পূর্ণ সাফল্য লাভ করিল। এমন ভাগ্য জগতে আর কাহারও হয় নাই। গর্গমুনি চলিয়া গেলে রোহিণী, যশোদা ও নন্দ তিনজনে গর্গমুনির কথা আলোচনা করিয়া পরমানন্দে ভাসমান হইলেন।

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রাম-কেশবৌ।
জানুভ্যাং সহ পাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥২১

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষপ্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥২২

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্তৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগুহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥২৩

২১। কিছুদিন পরে গোকুলে রাম এবং কেশব জানু ও করতল সাহায্যে রিঙ্গন-লীলা (হামাগুড়ি) দ্বারা গোকুল ভূমিতে ইতস্ততঃ বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে কৃষ্ণকে কেশব বলা হইয়াছে। (ক=ব্রহ্মা, ঈশ=শিব, যিনি লীলা মাধুর্য দ্বারা ব্রহ্মা ও শিবের মনোহরণ করেন তিনি কেশব) অথবা কেশ=তেজ সুতরাং কেশব অর্থ দীপ্তিমান) অথবা স্বরূপ ঐশ্বর্যে যিনি ব্রহ্মা ও শিবকে বশীভূত করেন তিনি—কেশব)।

২২। গোকুলে গোরস, গোমূত্র দ্বারা কর্দমাক্ত ভূমিতে উভয় ভ্রাতা হামাগুড়িচ্ছলে পদযুগল আকর্ষণ পূর্বক বক্রভাবে গমন করিতে লাগিলেন, ইহাতে চরণের নূপুর ও কটিতটের কিঙ্কিনিতে সুমধুর শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দ শুনিয়া অথবা গোপ গোপীগণ 'হো' 'হো' 'হো' রূপ করতালি ও মুখ দ্বারা শব্দ করিতেন তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া শিশুগণ কোন গোপীকে মাতৃভ্রমে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিতে লাগিলেন। সেই গোপী পশ্চাৎ ফিরিয়া বালকগণকে ক্রোড়ে নিতে চাহিলে তাহারা ভীতবৎ মাতৃসমীপে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

২৩। যশোদা ও রোহিণী উভয়েরই রামকৃষ্ণ দুইজনের প্রতি বাৎসল্য ভাব ছিল। যে বালক যখন যাহার ক্রোড়ে উঠিত তিনিই

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ ॥২৪

তাহাকে আদর করিতেন ও স্তন্য দান করিতেন। বালকগণেরও উভয়ের প্রতি মাতৃভাব ছিল। গোকুলের প্রাঙ্গণে কর্দমাক্ত হইয়া যখন উভয় ভ্রাতা মাতৃগণের নিকট যাইতেন, তখন জননী কর্দমরাগে রঞ্জিত সুন্দর শিশুকে বক্ষে টানিয়া নিতেন, এবং স্তন্য পান করাইতেন। বামহস্ত শিশুর মস্তকে উপাধান রূপে রাখিতেন এবং দক্ষিণ হস্তে কর্দম মুছিয়া জননী শিশুর মৃদু হাস্যযুক্ত মুখের দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিতেন। শিশুদের কয়েকটি মাত্র দন্ত উদ্‌গম হইয়াছে। তাহারা হাস্য করিলে ঐ সুন্দর কুন্দশুভ্র দন্তগুলি দৃষ্ট হইত। জননী মুগ্ধনেত্রে ঐ মুখের দিকে চাহিয়া রহিতেন।

২৪। আস্তে আস্তে রামকৃষ্ণ দুই শিশু জননীর হস্তাবলম্বনে এক পা একপা করিয়া হাঁটিতে শিখিলেন। তখন হামাগুড়ি দিয়া কতকটা দূরে গমন করতঃ কোন গৃহ সামগ্রী অবলম্বনে দণ্ডায়মান হন ও একটু হাঁটিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু হাঁটিতে গিয়া পড়িয়া যান। কোন কোন সময় অঙ্গনে শায়িত গোবৎসকে অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হন, গোবৎস ভীত হইয়া উঠিয়া গেলে ভূমিতে পড়িয়া রোদন করিতে থাকেন। তখন কোন বাৎসল্যবতী গোপী ছুটিয়া আসিয়া বক্ষে টানিয়া নেন এবং নানাভাবে সান্ত্বনা করেন। দুই ভাই একদিন অঙ্গনে বিশ্রামরত দুই গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া টানিতে ছিলেন, অমনি বৎসগুলি ভীত হইয়া দৌড়াইতে লাগিল, শিশুগণও কর্দমাক্ত অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শিশুগণের এই সমস্ত মধুর বালচাপল্য দেখিবার জন্য মাতৃসমা ব্রজগোপীগণ গৃহকর্ম ত্যাগ করিয়াও নন্দালয়ে ছুটিয়া আসেন। শিশুগণ পুচ্ছ ত্যাগ করিয়া অঙ্গনে গড়াগড়ি দিলে অথবা ক্রন্দন করিলে এই গোপীগণ সত্বর আসিয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যসিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্ ।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ॥২৫

তুলিয়া নেন। শিশুগণও তাহাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন। মাতৃসমা গোপীগণ তাহাদিগকে আদর ও চুম্বন করিতে থাকেন।

২৫। দিন দিন শিশুগণের চাঞ্চল্য বাড়িতে লাগিল। উচ্চ হইতে নিম্নে নামিতে বা নিম্ন হইতে উপরে উঠিতে পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যান। ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া জননী ছুটিয়া আসেন। কখনো কখনো বিশ্রামরত বৃষ বা মহিষের কাছে গিয়া তাহাদের শৃঙ্গে হাত দিতে থাকেন। জননীর অমনি যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে ; সত্বর ছুটিয়া আসিয়া ক্রোড়ে করেন ও বলেন-ওরে দুষ্টু, এই শৃঙ্গের এক আঘাতে তোদের দেহ চূর্ণ হইয়া যাইবে। কোন কারণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে বালকগণ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া অগ্নিতে হাত দিতে চাহেন। কুকুর, বানর অঙ্গনে আসিলে তাহারা উহাদের সঙ্গে খেলিতে যান, জননীগণ বা অন্য গোপীগণ অমনি ছুটিয়া আসিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া নেন, পাছে কুকুর বা বানর দংশন করে এই ভয়। সর্প দেখিলে বালকগণ ছুটিয়া সর্পকে ধরিতে চেষ্টা করেন, কোন কোন সময় সর্পকে ধরিয়া গলায় মালার মত পরেন। জননীগণ ভীত হইয়া হে নারায়ণ, রক্ষা কর বলিতে বলিতে দ্রুত পদে ছুটিয়া যান। গৃহমধ্যস্থ কূপ বা অন্য ক্ষুদ্র জলাশয়ে পুনঃপুনঃ অবতরণ করিতে চেষ্টা করেন, অথবা নিকটবর্তী জলপাত্র কূপে নিক্ষেপ করতঃ রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। ময়ূর বা অন্যান্য পক্ষী অঙ্গনে আসিলে উহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া উহাদের নিকটে গমন করেন এবং উহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করেন। পাছে চঞ্চু দ্বারা পক্ষীগণ আঘাত করে এই ভয়ে জননীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া ছুটিয়া আসেন। প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী পুষ্পবাটিকা গো মহিষ হইতে রক্ষা

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ॥২৬
ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ॥২৭
কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ ॥২৮

করিবার জন্য কণ্টক বৃক্ষের শাখা দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আবরণ (বেড়া) দেওয়া হয়। শিশুগণ পুষ্পের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। অমনি কণ্টক বিদ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। এই অতি চঞ্চল বালকগণকে রক্ষা করিতে গিয়া জননীগণ নিত্য নৈমিত্তিক গৃহকার্য করিতে ক্রমশঃ অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় গৃহকার্যে গেলেও তাহাদের মন শিশুদের নিকটে থাকিত। কিছুক্ষণ পরে পরেই ছুটিয়া আসিয়া শিশুগণকে দেখিয়া যাইতেন। মাতৃগণের শয়নে, স্বপনে, কর্মে, বিশ্রামে চঞ্চল রামকৃষ্ণ অন্তর জুড়িয়া থাকিতেন।

২৬-২৭-২৮। হে রাজর্ষি, আরো কিছুদিন পর রামকৃষ্ণ রিঙ্গন ত্যাগ করিয়া হাঁটিতে শিখিলেন এবং আরো কিছুদিন পর দৌড়াইতেও আরম্ভ করিলেন। কোন কোন সময় দৌড়াইয়া বহির্ভাগেও চলিয়া যাইতেন। এইরূপে সমবয়স্ক বালকগণের সহিত পরিচিত হইতেন। সমবয়স্ক গোপ বালকগণ নন্দালয়ে আসিয়া রামকৃষ্ণের সঙ্গে নানাপ্রকার শৈশবোচিত ক্রীড়াতে যোগদান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ ও বলরাম সহচর গোপবালকগণসহ গোকুল বাসীর গৃহে গৃহে গমন করতঃ তথায় নিত্যনূতন চাঞ্চল্যপূর্ণ বাল্যলীলা প্রকটন পূর্বক গোপাঙ্গনাগণকে অনাবিল আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের গৃহে গমন করতঃ নবনীত চৌর্য, দধিভাণ্ডভঙ্গ প্রভৃতি লীলা দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দ দান করিতেন। কৃষ্ণ কোন গৃহে একদিন না গেলে গৃহস্বামিনী দুঃখিত হইতেন। গোপীগণ সকলে ভাবিতে লাগিলেন কৃষ্ণ

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে স গৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্ ॥২৯

আমাদিগকে যে ভাবে তাহার চপল বাল্যলীলা দ্বারা আনন্দ দান করিতেছে তাহা যশোদা একটুও জানিতে পারিতেছে না। এস, আমরা আজ সকলে তাহার গৃহে গিয়া তাহার বালকের দ্বারা আমরা যে আনন্দ লাভ করিতেছি তাহার কিয়দংশ তাহাকেও দেই। এই মনে করিয়া গোপীগণ সকলে যশোদাকে বলিবার জন্য নন্দালয়ে গমন করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন সেই অতি চঞ্চল যশোদানন্দন ক্রোড়ে লম্বিত নেত্রে শয়ন করিয়া স্তনাগ্র চোষণ করিতেছেন ও মৃদু হাস্য করিতেছেন। জননী সানন্দে পুত্রের মুখ শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন।

২৯। গোপীগণ বলিতে লাগিলেন যশোদে, তোমার পুত্র তোমার ক্রোড়ে শান্ত শিষ্ট হইয়া শুইয়া আছে, কিন্তু এই শিশু বয়সেই চৌর্য বিদ্যাতে তৎপর হইয়াছে। চুরি করিবার নানাপ্রকার কৌশল সে অবগত আছে। আমরা গৃহে থাকিলে তাহার চুরি করিতে অসুবিধা হয়। এজন্য সে গোশালাতে গিয়া গোবৎসগণের বন্ধন খুলিয়া দেয়। বন্ধনমুক্ত বৎসগণ ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে এবং বাইরে যাইতে চেষ্টা করে। তখন বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে গৃহের বাহিরে গোবৎসগণকে ধরিতে ছুটিয়া যাইতে হয়। এই সুযোগে সে সঙ্গীগণ সহ গৃহে প্রবেশ করিয়া দধি, নবনীত, ক্ষীর প্রভৃতি চুরি করিয়া লইয়া যায়। তখন মা বলিলেন- তোমরা উহাকে প্রশ্রয় দিয়ো না। শাসন করিয়ো। গোপীগণ বলিতেছেন—আমরা শাসন বাক্য প্রয়োগ করিলে সে আমাদের দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতে থাকে। আমরা তাহার হাসিমাখা মুখ দেখিলে আর কিছু বলিতে পারি না, কেবল চাহিয়াই থাকি। জননী বলিলেন আচ্ছা, যদি বাছা একটু নবনীত খাইতে চাহে, তবে তোমরা একটু দিলেইত সে আর চুরি করিবেনা। গোপীগণ বলিলেন "ওমা, আমরা

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্‌বিৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু সুব্যগ্রচিত্তাঃ ॥৩০

কি দিতে চাহনা? তোমার পুত্র আমাদের নয়ন মণি। তাহাকে আমরা নবনীত, ক্ষীর প্রভৃতি খাইবার জন্য কত সাধাসাধি করি, কিন্তু সে একটুও গ্রহণ করে না। বরং বলে, আমার মা আমাকে অনেক খাইয়েছে। আমার একটুও ক্ষুধা নাই। তোমাদের নবনীতের চেয়ে আমার মায়ের প্রস্তুত দ্রব্য আরো মিষ্ট।" এই বলিয়া সে চলিয়া যায়। আমরা অন্যমনস্ক হইলে বা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকিলে গৃহে প্রবেশ করিয়া চুরি করিয়া ভোজন করে; চুরি করিয়া খাইতেই তাহার আনন্দ। যশোদে, এই বালক যদি চুরি করিয়াও খায় এবং সঙ্গীগণকে দেয়, তাহা হইলেও আমরা খুশী হই, কিন্তু সে কি করে জান? সে চুরি করিয়া দধি, নবনীত, ক্ষীরের ভাণ্ডগুলি বাহিরে নিয়া আসে এবং বানরগুলিকে বিতরণ করিয়া দেয়। কোন বানর যদি ভোজনে তৃপ্ত হইয়া খাইতে না চায়, তখন সে ঐ ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বলে এই দ্রব্য ভাল নহে তাই বানরগুলি খাইতে চায় না। যদি আমরা গোপন স্থানে ভাণ্ডগুলি লুক্কায়িত করিয়া রাখি, তাহা হইলে সে গৃহের নিদ্রিত শিশুগণকে ধাক্কা দিয়া তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া দেয়। শিশুরা ক্রন্দন করিতে থাকিলে আমরা শিশুগুলিকে শান্ত করিতে ব্যস্ত থাকি, সেই সুযোগে সে গোপন স্থান হইতে দধিভাণ্ড বাহিরে নিয়া আসে এবং সঙ্গীয় বালক ও বানরগুলিকে বিতরণ করিয়া দেয়।

৩০। যশোদা বলিলেন, তোমরা উচ্চস্থানে শিকাতে ভাণ্ডগুলি রাখিয়া দিও, তাহা হইলে আর বালকগণ নাগাল পাইবে না। গোপীগণ বলিলেন—আমরা তাহাও করিয়াছি, কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালকের বুদ্ধির নিকটে আমরা পরাজিত। সে এক পীঠের উপর অন্য পীঠ দিয়া তাহার উপরে উঠিয়া ভাণ্ড নামায়; অথবা পীঠের উপর উদূখল রাখিয়া,

এবং ধার্ষ্ট্যান্যশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাহস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী ন হ্যপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥৩১

উদুখলের উপরে উঠিয়া শিকা হইতে ভাণ্ড নামাইয়া ফেলে। নাগাল না পাইলে কোন বলিষ্ঠ বালকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ভাণ্ডগুলি নিয়া আসে। অধিক উচ্চে থাকিলে শল্য সংযুক্ত বংশ খণ্ড দ্বারা ভাণ্ডের নীচে ছিদ্র করিয়া ফেলে। ঐ ছিদ্র দিয়া যখন দধি বা ক্ষীর পড়িতে থাকে, তখন বয়স্যগণকে তাহা আহার করিতে দেয়। যদি অন্ধকার গৃহে লুকায়িত করিয়া রাখি, তাহা হইলেও নিস্তার নাই। তোমার নীলমণির অঙ্গের জ্যোতিতেই অথবা তাহার সঙ্গে যে সব মণিময় অলঙ্কার আছে তাহার দীপ্তিতেই অন্ধকার দূরে যায় এবং দ্রব্যগুলি বাহিরে নিয়া আসে। দধিভাণ্ড এবং শূন্যভাণ্ড একত্র রাখিলেও, তোমার নীলমণি ঠিক ভাণ্ড চিনিতে পারে।

৩১। হে কমনীয়ে, স্বপুত্রগুণ শ্রবণে আনন্দিতে যশোদে, তোমার পুত্রের আর ও গুণের কথা শোন। যদি কোন দ্রব্য চুরি করিয়া নিবার কালে তাহাকে ধরিয়া ফেলি, এবং বলি কি হে চোর, কি চুরি করিতেছ? অমনি সে বলে এ গৃহ আমার, তুমিই চুরি করিতে আসিয়াছ। গৃহে বৃদ্ধা কেহ থাকিলে তাহার উত্তরীয় আকর্ষণ করিয়া তাহাকে নিজ গৃহিণীবৎ নানা নির্দেশ দান করে। আমরা ইহা দেখিয়া কৌতুক বোধ করি এবং হাস্য করি। কখনো কখনো সে দ্রব্যাদি না পাইলে গৃহে বা অঙ্গনে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। শাস্ত্র বলেন, যাহার নাম কীর্তন করিলে বা শ্রবণ করিলে সর্ব মলিনতা দূরে যায়, তাঁহার কি মলমূত্র হইতে পারে? চিন্ময় ভগবদ্বপুতে শ্মশ্রু, রোম, নখ, মলমূত্রাদি হয় না। কিন্তু ব্রজলীলাতে নরবৎ আচরণ; অন্যথা মলমূত্রাদি ত্যাগ না হইলে পিতামাতা শিশুর অসুস্থতা মনে করিয়া, চিন্তিত হইবেন একন্যই এই লীলা। গোপীগণ যশোদা নন্দনের সভয় নয়ন দেখিয়া বলিলেন

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥৩২
সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥৩৩
কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেঽগ্রজোঽপ্যয়ম্ ॥৩৪

যশোদে তোমার পুত্র এখন শান্ত হইয়া তোমার ক্রোড়ে বসিয়া আছে যেন এ সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানেন না। তাঁহারা শিশুর সুন্দর সভয় নয়ন দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। মা যশোদা পুত্রকে ভীরু দেখিয়া এবং গোপীগণের আনন্দ পূর্ণ বদন দেখিয়া পুত্রকে ভর্ৎসনা করিতে ইচ্ছা করিলেন না।

৩২। কিয়দ্দিবস পরে একদিন বলরাম ও অন্যান্য সহচর গোপ বালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ নন্দালয়ের বহির্বাটীস্থ অঙ্গনে ক্রীড়ারত। তাহারা সকলে মৃত্তিকা দ্বারা নানাবিধ ফল প্রস্তুত করিতেছিল এবং যাহার দ্রব্য সর্বাপেক্ষা উত্তম তাহারই ক্রীড়াতে জয় হইবে ইহা স্থির করিয়াছিল। হঠাৎ সকলে দেখিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া গিলিয়া ফেলিতেছেন। বালকরা নিষেধ করিল। কিন্তু কৃষ্ণ শুনিলেন না। তখন বালকগণ মা যশোদার নিকট কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণের কথা জানাইল।

৩৩-৩৪। যশোদা তখন গৃহ কার্যে ব্যস্তা ছিলেন। পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী জননী ইহা শুনিয়াই ভাবিলেন মৃত্তিকা ভক্ষণে পুত্র অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। এজন্য গৃহকর্মত্যাগ করতঃ সত্বর ক্রীড়া স্থলে উপস্থিত হইলেন। হায় হায় ব্যাধিগ্রস্ত হইলে এই অশান্ত শিশুকে কিরূপে রক্ষা করিব ইহা ভাবিয়া পাছে পুত্র পলাইয়া যায় এজন্য যশোদা স্বীয় বাম হস্তে কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন। অমনি কৃষ্ণ ভয় বিজড়িত দৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুবিন্দুতে নয়ন যুগল ছলছল হইয়া উঠিল। মা বলিলেন—ওরে অশান্ত, তুই কেন এখানে এসে

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥৩৫
যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥৩৬

লুকায়িত ভাবে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছিস? কেন, আমার ঘরে কি ক্ষীর নবনীত নাই? কৃষ্ণ কখনো জননীর মুখে তিরস্কার বাক্য শুনেন নাই। সর্বদাই বাছা আমার, বাপ আমার, মাণিক আমার, ইহাই শুনিয়াছেন। আজ তিরস্কার বাক্য শুনিয়া নয়ন ছলছল হইয়া উঠিল, অধর যুগল কম্পিত হইতে লাগিল। অমনি জননী বলিলেন, তুমি যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ, ইহা তোমার ক্রীড়াসঙ্গীরাই ত বলিতেছে। ইহারা যদি পরিহাস করিয়া বলে, তোমার দাদা বলরাম ত কখনো মিথ্যা বলিবেনা। নিশ্চয়ই তুমি ওরূপ করিয়াছ।

৩৫। বাম হস্তে অশ্রুজল মুছিয়া কৃষ্ণ বলিলেন—না, আমি কখনো মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই, ইহারা সকলে তোমার নিকট মিথ্যাকথা বলিতেছে। জননীর মুখ দেখিয়া ভগবান বুঝিলেন মা তাঁহার কথা বিশ্বাস করেন নাই। অমনি পুনরায় বলিলেন, যদি তুমি ওদের কথাই বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি আমার মুখের ভিতর দেখ, মাটি খাইলেত দাঁতের ফাঁকে কিছু না কিছু লাগিয়া থাকিবে। এই স্থানে আমরা হয়ত মনে করিব যিনি সত্য স্বরূপ তিনি মিথ্যা ভাষণ করিতেছেন, কিন্তু বিচার করিলে বুঝিব কোন এক বাহিরের বস্তু মুখবিবরে বা উদরে প্রবেশ করান রূপ কার্যকে ভক্ষণ বলা হয়। কৃষ্ণ বিভু, সর্বব্যাপী, তাঁহার বাহির বলিয়া কিছুই নাই, সমস্তই তাঁহার ভিতরে। সুতরাং তাঁহার কথা সত্য। আর নরলীলার কথা ভাবিলে ইহাও এক মধুর বাল্যলীলা। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবৎ বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

৩৬। মা যশোদা তখনই বলিলেন"—বেশ, তুমি মুখ ব্যাদান কর

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়ৃগ্নীন্দুতারকম্ ॥৩৭
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥৩৮

দেখি, তাহা হইলে তোমার কথা সত্য কি না বুঝিব।" মাতার কথা শুনিয়া অব্যাহত ঐশ্বর্য, নরবালকলীল ভগবান হরি মুখ ব্যাদান করিলেন। যিনি মুখ ব্যাদান করিলেন তিনি অন্যান্য বালকগণের একটি নর বালক নহেন। তিনি সুরপতি স্বয়ং ভগবান, লীলাহেতু নরশিশু আকার ধারণ করিয়াছেন। লীলার উদ্দেশ্য স্বয়ং রসস্বরূপ হইয়াও রসাস্বাদন এবং ভক্ত প্রতি কৃপা। সুতরাং আকৃতিতে নরশিশু হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য ভগবতীয় শক্তি, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সর্বদাই আছে। ব্রজধামে ভগবানের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য থাকিলেও তাহা পরিপূর্ণতম মাধুর্যের অধীন এবং বিকাশও সর্বসময় হয় না, সুযোগ বুঝিয়া ঐশ্বর্যশক্তি শ্রীভগবানের সেবা করিবার জন্য উৎগ্রীব হইয়া থাকে, তিনি হরিলীলা মাধুর্য দ্বারা ভক্তজনের মনোহরণ করিয়া থাকেন। আজ সেই মনোহরণকারী সুন্দর শিশুরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃ আদেশে মুখ ব্যাদান করিলেন. হয়তঃ মুখমধ্যে মাটি একটু ছিল, সেইজন্য সুযোগ বুঝিয়া ঐশ্বর্য শক্তি সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন।

৩৭-৩৮। মা যশোদা তাঁহার পুত্রের মুখ বিবরে মাটি আছে কিনা দেখিতে গিয়া অদ্ভুত ও অচিন্ত্য বস্তুসমূহ দেখিতে লাগিলেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ও তন্মধ্যস্থ জঙ্গম, স্থাবর, অন্তরীক্ষ, দিকসমূহ, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্রসহ পৃথিবী, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা সহ গগন বা স্বর্গলোক, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ. বায়ু, আকাশ সাত্ত্বিকাহঙ্কার উদ্ভূত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ রাজসাহঙ্কারোদ্ভূত ইন্দ্রিয়সমূহ, তামসাহঙ্কারোদ্ভূত শব্দাদি পথ ও তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণাদি, সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

এতদ্ বিচিত্রং সহ জীবকাল-
স্বভাবকর্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥৩৯

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিং বা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথ অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ ॥৪০

৩৯। যশোদা পুত্রের ক্ষুদ্র বদন বিবর মধ্যে আরো অত্যদ্ভুত বস্তু নিচয় দেখিতে পাইলেন। মূল প্রকৃতির গুণ বিক্ষোভ কারক কাল ও উহার পরিণাম স্বভাব, স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত খেচর, ভূচর, জলচর স্থলচর, অনন্ত জীব, তাহাদের জন্মহেতু অনাদি অদৃষ্ট, ভোগসংস্কার তাহাদের অনন্ত আশ্চর্য দেহসমূহ দেখিতে পাইলেন। এই সমস্ত অনন্ত অদ্ভুত বস্তুনিচয় দেখিতে দেখিতে তন্মধ্যে সমস্ত ব্রজধাম ব্রজের পরিচিত অপরিচিত গোপ গোপীগণ, পশুপক্ষীগণ, এমনকি পুত্রের করধৃত নিজকে পুত্র কৃষ্ণসহ মুখমধ্যে দেখিতে পাইলেন। এই সমস্ত দেখিয়া মাতা অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। মাতা ভাবিতে লাগিলেন হায়, আমি কি দেখিলাম? এসমস্ত বস্তু কি? কেন দেখিতেছি? ইহা কি কোন অপদেবতার দৃষ্টি? এই পুত্রকে আমি কিরূপে পালন করিব? এই পুত্রের কোন অমঙ্গল হইবে কি? মা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

৪০। মা আবার ভাবিতেছেন—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? আমিত জাগ্রত, নিদ্রিত নহি। মানুষ কি, জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে, তবে কি হইল? তবে কি ইহা কোন দেবতার মায়া? আমার দেবতা নারায়ণ, তবে কি ইহা আমার সেই পরমারাধ্য দেবতার মায়া? তাঁহার মায়া ব্যতীত এমন অসম্ভব কি সম্ভব হইতে পারে? তিনি ভগবান, তাঁহার মায়াবলে শিশুর ক্ষুদ্র মুখ বিবরেও জগৎ দর্শন করা বিচিত্র নহে, আবার নারায়ণ আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত করিবার জন্য কেন এই মায়া

অথো যথাবন্ন বিতর্কগোচরং
চেতোমনঃ-কর্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥৪১

বিস্তার করিবেন ? তিনি ভগবান, আমি কীটানুকীট। আমি কি তাঁহার পরীক্ষার যোগ্য পাত্রী ইহা আমার ভ্রান্ত বুদ্ধি ব্যতীত কিছুই নহে। আমি কি উন্মাদ হইলাম ? কিন্তু উন্মাদের কোন লক্ষণ ত আমাতে নাই। আমি সবই বুঝিতেছি, সবই দেখিতেছি। আমার নীলমণির স্বচ্ছ দেহে কি বাহিরের বস্তু প্রতিবিম্বিত হইল ? প্রতিবিম্বিত হইলে কেবল সম্মুখের বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখিতাম, কিন্তু তাহা নহে। অনেক দূরবর্তী বস্তুও মুখ মধ্যে দেখিতেছি। দর্পণে সম্মুখের বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, দর্পণ ত প্রতিবিম্বিত হয় না। ইহার মুখের ভিতর আমাকে এবং আমার পুত্রকেও দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে মনে হইতেছে ইহা এই শিশুরই কোন অলৌকিক বিভব। গর্গাচার্য নামকরণ কালে বলিয়াছিলেন এই বালক নারায়ণের সমান গুণবান হইবে। হে নারায়ণ, তুমিই কৃপা পূর্বক তোমার মত গুণবান পুত্র দান করিয়াছ। তুমিই ইহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা কর।

৪১। জগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুরও তত্ত্বনিরূপণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণের পক্ষেও সুকঠিন। সুতরাং এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্ব আমাদের চিত্ত, মন, কর্ম ও বাক্যের অগোচর কিন্তু যাহার বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীনারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে, নারায়ণের কৃপায় তিনিই সমস্ত অবগত হইতে পারেন। সুতরাং পুত্রের মুখ-বিবরে কি দেখিলাম, কেন দেখিলাম, ইহার তত্ত্ব কি, ইহা চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিব না। আমি সেই আমার আরাধ্য নারায়ণের শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। তাঁহার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। তিনি এই পুত্রের মঙ্গল করুন, আমাকে শান্তি দান করুন।

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥৪২
ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোম্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥৪৩

৪২। পুত্রের মুখ বিবরে অদ্ভুত বস্তু নিচয় দর্শন করিয়া আমি বিভ্রান্ত হইয়াছি। ইহার কারণ মায়া। এইটি আমার পুত্র, এই মমত্ব বোধ না থাকিলে আমি বিভ্রান্ত হইতাম না; অথচ এই মমতা ত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। হে নারায়ণ, আপনার মায়া শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া আমি আমার আমার করিতেছি। আমি যশোদা, মহারাজ নন্দ আমার পতি, কৃষ্ণ আমার পুত্র, ব্রজরাজের বিত্ত, গোধন আমার সম্পত্তি, ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ আমার প্রজা, আমার এই মিথ্যা বুদ্ধি আপনি কৃপাপূর্বক দূরীভূত করুন। আমি আপনার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলাম।

৪৩-৪৪। গোলক ধামে শ্রীকৃষ্ণ চিরকিশোর এবং সেখানে নিয়তই তাহার সখা ভক্তগণ সঙ্গে সখ্য ভাবের লীলা রস, বাৎসল্য ভাবের পরিকর নন্দ যশোদার সঙ্গে বাৎসল্য রস এবং রাধিকা প্রমুখা কান্তাগণ সঙ্গে মধুর রস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এবার শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার এক কারণ গোলক ধামে যে যে রস আস্বাদন হয় নাই, সেই সেই রস আস্বাদন করিবেন। বাৎসল্য রসাস্বাদনের মুখ্যকাল কৌমার। গোলকে তাহা আস্বাদন করা হয় নাই। এইবার সেই রস আস্বাদন করিতেছেন। মৃদ্‌ভক্ষণ লীলাতে শিশু কৃষ্ণের বদন বিবরে মা যশোদা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছেন। তিনি ইহার অনেক কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া ভাবিলেন এ শিশুকে রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই বালকে মমতা বুদ্ধি আমার মনোকষ্টের কারণ, এবং এই মমতা বুদ্ধি হেতু আমি একমনে

সদ্যোনষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্ ।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীদ্ যথা পুরা ॥৪৪
ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥৪৫

নারায়ণের সেবা পূজাও করিতে পারিতেছিনা। সেজন্য মা প্রার্থনা করিলেন হে নারায়ণ, আমার এই মমত্ব বুদ্ধি দূর কর। বিষয়ে বা জীবে মমত্ব বুদ্ধি সংসারের বা বন্ধনের কারণ। কিন্তু কৃষ্ণে মমত্ব বুদ্ধিই পঞ্চম পুরুষার্থ। যাহা ভগবৎকৃপা, বা প্রেমবান ভক্তের কৃপা ব্যতীত লভ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তাঁহার প্রতি যশোদার মমত্ব বুদ্ধি না থাকিলে বাৎসল্য রস তিনি আস্বাদন করিতে পারিবেন না। তাঁহার অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইবে না। এই মনে করিয়া সেই বিভু ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুত্র স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া (বিষ্ণু সম্বন্ধীয় অর্থাৎ তাঁহার নিজ সম্বন্ধীয়) যশোদার অন্তরে আরো বিস্তার করিয়া দিলেন। এস্থলে মায়া শব্দ অর্থে কৃপা, যে কৃপা দ্বারা ভগবৎ প্রেম লাভ হয় এবং দূরীভূত হয়। অপর অর্থ যোগমায়া, যাহা ভক্তকে কৃষ্ণ সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখে। শ্লোকে যশোদাকে গোপিকা বলা হইয়াছে। গুপ্ ধাতু হইতে গোপিকা শব্দ। গুপ্ ধাতু রক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এস্থলে যিনি বিশুদ্ধ স্নেহে শিশু কৃষ্ণকে রক্ষা করেন সেই বাৎসল্যময়ী যশোদাই গোপিকা। শ্রীভগবানের এই মায়া বা কৃপাশক্তির মহিমা অপরিসীম। যশোদার মন হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শনের স্মৃতি নষ্ট হইয়া গেল। বাৎসল্য প্রেম অধিকতর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি তখনি শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ববৎ ক্রোড়ে করিলেন, পুনঃপুনঃ মুখচুম্বন করিলেন, স্নেহস্নুতস্তন মুখে অর্পণ করিলেন, দক্ষিণ করতল দ্বারা সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন এবং নির্ণিমেষ নয়নে মুখশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

৪৫। বেদের কর্মকাণ্ড যাঁহাকে সর্ব কর্মফলদাতা বলিয়া থাকেন, উপনিষদ যাহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, সাংখ্য যাঁহাকে পুরুষ বলেন,

রাজোবাচ।

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥৪৬
পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্॥৪৭

যোগশাস্ত্র যাঁহাকে পরমাত্মা বলেন, ভক্তিশাস্ত্র যাঁহাকে ভগবান বলিয়া থাকেন, এবং এই ভাবে সর্বশাস্ত্র যাঁহার মহিমা কীর্তন করেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যশোদা নিজ গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া কখনো আদর করিয়া স্তন্য দান করেন, কখনো 'কেন মাটি খেয়েছিস্' বলিয়া ভৎ'সনা করেন। যাগ, যজ্ঞ, হোম, সমাধি, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ করিয়া যাঁহার সাক্ষাৎ লাভ অতি সুকঠিন, তিনি গোপিকা যশোদার বাৎসল্য প্রেমে সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া গোকুলে লীলা করিতেছেন। কৃষ্ণ বিভু হইলেও যশোদা তাঁহাকে বন্ধনও করিয়াছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইবে।

৪৬-৪৭। মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্, নন্দ শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য উৎপাদক এমনকি তপস্যাদি করিয়াছিলেন এবং মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা এমন কি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে স্বয়ং ভগবান্ তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ পুত্ররূপে পান করিয়াছিলেন? পিতামাতা পুত্রের সেবা গ্রহণ করেন, পুত্রের মঙ্গলের জন্য শাসনও করিয়া থাকেন; স্বয়ং ভগবানকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া, নন্দ ও যশোদা ঠিক পুত্রবৎ ব্যবহারও করিয়াছিলেন, ইহা শুনিতে আপাততঃ অসম্ভব মনে হয়, অথচ আপনার মুখে তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। এজন্যই এই প্রশ্ন করিলাম। শ্রীভগবান বসুদেব ও দেবকীর পুত্র রূপেও কংস কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও এই সুমধুর বাল্যলীলা বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিতে পারেন নাই। শ্রীভগবানের সর্বলীলা মধ্যে বাল্যলীলাই সর্বাপেক্ষা মাধুর্যপূর্ণ এবং ইহা শ্রবণে সর্ববিধ পাপাদি দুষ্কৃতি বিনষ্ট হয়। অদ্যাপি আত্মারাম শিরোমণিগণও তাহা কীর্তন

শ্রীশুক উবাচ।

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া সহ ভার্যয়া।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥৪৮
জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ ॥৪৯
অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥৫০

করিয়া থাকেন। একমাত্র আপনিই আমার এই কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারেন।

৪৮-৪৯-৫০। শ্রীশুকদেব উত্তর দিতেছেন—নন্দ ও যশোদা শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ ব্যতীত সাধনসিদ্ধ ভক্তমধ্যে ঈদৃশ প্রেম কুত্রাপি সম্ভব নহে। ইঁহারা নিত্যলীলাতে পিতামাতা রূপেই শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণসেবার এই একটি বৈশিষ্ট্য, যাঁহারা এই সেবা লাভ করেন, তাঁহাদের সেবা করিয়া কিছুতেই তৃপ্তি লাভ হয় না, পরন্তু সেবাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের মত সেবা করিবার ইচ্ছা নন্দ যশোদার মনে উদিত হইল। এইদিকে বসুশ্রেষ্ঠ নন্দের অংশ এবং তাঁহার স্ত্রী ধরা যশোদার অংশ। শ্রীকৃষ্ণ অবতরণের কিছুকাল পূর্বে ধরা ও দ্রোণ ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করেন যে শ্রীভগবানে তাঁহাদের যেন ঈদৃশী বাৎসল্যপ্রীতি জাত হয় যাহা শ্রবণ কীর্তন দ্বারা লোক অনায়াসে অশেষ দুর্গতি হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারে। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন। ভগবান্ যখনই অবতীর্ণ হন, সে সময় তিনি পিতামাতা প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ গুরু বর্গকে পূর্বেই অবতরণ করান। এ বারও শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের প্রাক্কালে নন্দ ও যশোদা যখন জন্ম গ্রহণ করেন, দ্রোণ ও ধরা ব্রহ্মার আদেশে তাঁহাদের অংশী নন্দ ও যশোদার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নন্দ ও যশোদারূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচক্রবর্তী টীকায় উক্ত হইয়াছে "নিত্য সিদ্ধয়ো র্যশোদানন্দয়ো

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্ গোপগোপীষু ভারত ॥৫১
কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংচক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥৫২
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

সাধনসিদ্ধৌ ধরা দ্রোণৌ প্রবিষ্টাবভূয়তামিত্যর্থঃ” অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ যশোদানন্দে সাধনসিদ্ধ ধরাদ্রোণ প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

৫১। ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, সেই ভগবানই জনার্দন। তিনি যশোদা ও নন্দের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইলে সমস্ত গোপ গোপী মধ্যে তাঁহাদেরই সর্বাপেক্ষা অধিক বাৎসল্য প্রেম প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫২। ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা ধরাদ্রোণকে যে বর দান করিয়াছিলেন, তাহা সত্য করিবার জন্য সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে একাদশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল বলরামসহ বাস করিয়া সর্বজন মনোহর অতি সুমধুর বাল্য ও পৌগণ্ড লীলা দ্বারা নন্দ, যশোদা ও ব্রজবাসী স্থাবর জঙ্গম সর্বজীবকে পরমানন্দ দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

দশমে স্কন্ধে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

নবমঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণস্যোদূখলে বন্ধনম্]

শ্রীশুক উবাচ।

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্মান্তরনিযুক্তাসু নির্মমন্থ স্বয়ং দধি ॥১
যানি যানীহ গীতানি তদ্‌বালচরিতানি চ।
দধিনির্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥২

১। নন্দপিতা পর্জন্যের রাজত্ব সময় হইতেই প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ দিবসে ইন্দ্রপূজা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। পরে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপূজার স্থলে গোবর্ধন পূজা প্রচলন করেন। এই পূজা গোবর্দ্ধন পর্বতের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হইত। মহারাজ নন্দ ইন্দ্র যজ্ঞ উপলক্ষে দাসদাসীগণ সহ অমাবস্যা দিনে গোবর্দ্ধন চলিয়া গিয়াছেন; রাজবাটীতে অতি অল্প সংখ্যক দাসদাসী ছিল। মা যশোদা পূর্ব দিনে অর্থাৎ অমাবস্যাদিনে সন্ধ্যাকালে পদ্মগন্ধযুক্তা দুগ্ধবতী গাভী সমূহকে নিজ হস্তে দোহন করিলেন, এবং ঐ দুধ ঘন জ্বাল দিবার পর দধিভাণ্ডে সযত্নে রাখিয়া দিলেন। পরদিন প্রত্যূষে ঐ দধি মন্থন করিয়া নবনীত প্রস্তুত করিয়া তাহা কিয়দংশ নারায়ণের ভোগের জন্য এবং অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাখিবেন। কিছু ঘনাবর্ত্তিত দুগ্ধ দ্বারা ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া একই উদ্দেশ্যে দুই ভাগ করিয়া রাখিলেন। প্রতিপদদিনে সূর্যোদয়ের অনেক পূর্বে মা যশোদার নিদ্রাভঙ্গ হইল, শিশুকৃষ্ণ তখনও নিদ্রিত। যাহাতে শিশুর নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেই ভাবে যশোদা অতি সন্তর্পণে শয্যা ত্যাগ করিলেন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে মা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্বক শয়ন গৃহের বহির্ভাগে দধিভাণ্ড স্থাপন করিয়া দধিমন্থন আরম্ভ করিলেন। শয়ন গৃহের বহির্ভাগে কার্য করিবার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে যাহাতে জননী সহজেই দেখিতে পাইবেন।

২। গোকুলস্থ গ্রাম্য কবি মহারাজ নন্দ ও ব্রজরাণী যশোদার প্রীতি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অবলম্বনে সুন্দর গান রচনা

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে
বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং
জাতকম্পং চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ-
কঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ।
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগল-
ন্মালতী নির্মমন্থ ॥৩

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥৪

করিয়াছিলেন। দধিমন্থন কালে যশোদা সেই সমস্ত গান প্রভাতকালীন সুরে গাহিতেছিলেন এবং কৃষ্ণের তৎতৎলীলা স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেছিলেন।

৩। মা যশোদা অধিক বয়স পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। অধিক বয়সে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্থূলাঙ্গী সর্বসুলক্ষণযুক্তা ও লাবণ্যবতী ছিলেন। তাহার স্থূল কটিতটে ক্ষৌম বস্ত্র কৃষ্ণ সূত্রে নিবদ্ধ ছিল। তিনি কৃষ্ণের সুমধুর বাল্যলীলা স্মরণ করা হেতু স্নেহবশতঃ কুচযুগল হইতে স্তন্য দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। গানের তালে তালে জননী মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহার কুচযুগ কম্পিত হইতেছিল, হস্তস্থিত কঙ্কন টুংটুং শব্দে বাজিতেছিল এবং কর্ণের কুণ্ডল দুলিতেছিল। রজ্জু আকর্ষণশ্রমহেতু বদন ঘর্মাক্ত হইয়াছিল এবং কবরীস্থিত মালতীপুষ্প বিগলিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেছিল। পুষ্পের মনের যেন ইচ্ছা কৃষ্ণজননীর মস্তকে নহে চরণেই আমার স্থান শোভনীয়।

৪। বালগোপালের অভ্যাস নিদ্রাভঙ্গের পরই কিছুক্ষণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া তৎপর শয্যা ত্যাগ করেন। আজ নিদ্রাভঙ্গের পরে জননীকে শয্যাতে দেখিতে পান নাই। ‘মা’ ‘মা’ ডেকে কোন সাড়া পান নাই। জননী মন্থনের শব্দে এবং নিজকর্তৃক গীত বাল্যলীলা

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥৫

গানের শব্দ হেতু কিছুই শুনিতে পান নাই। মা দধিমন্থন কার্যে ব্যস্ত আছেন বুঝিতে পারিয়া, কৃষ্ণ মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু হস্ত দ্বারা মন্থন দণ্ড ধরিয়া রাখিলেন, যাহাতে মন্থন কার্য করিতে না পারেন। পুত্রের এই বুদ্ধি এবং সহাস্য বদন দৃষ্টে মা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন দণ্ড ধরিয়া রাখিলে যে মন্থন কার্য হয় না এই বুদ্ধি তোমার হইয়াছে।

৫। ইহা বলিয়াই পুত্রকে সত্বর ক্রোড়ে করিলেন এবং স্নেহপ্লুত স্তন পান করাইতে করাইতে পুত্রের সহাস্য বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। জননী যশোদা যখন দধি মন্থন করিতে ছিলেন, সেই সময় অনতিদূরে একটি কটাহে কৃষ্ণের ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট সুগন্ধী দুগ্ধ জ্বাল দিতে চুল্লীতে বসাইয়া ছিলেন। কৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতে ছিলেন হেনকালে জননী একটু শব্দ শুনিয়া ঐ দিকে চাহিয়া দেখিলেন চুল্লীস্থিত কটাহের দুগ্ধ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এখনই পড়িয়া যাইবে। মাতা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, দুগ্ধপানরত অতৃপ্ত কৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড় হইতে নামাইয়া ছুটিয়া ঐ স্থানে দুগ্ধ রক্ষার জন্য চলিয়া গেলেন। দুগ্ধ রক্ষার জন্য অতৃপ্ত কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া যাওয়া সমুচিত হইল কি না এরূপ সন্দেহ কাহারো মনে হইতে পারে। কর্মী, জ্ঞানী, যোগিগণ বহু জন্মের সাধনায় বা তপস্যায় যাহার দর্শন পান না. যাহার কৃপা প্রত্যাশী, সেই স্বয়ং ভগবানকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ রক্ষা হেতু গমন কি সঙ্গত? স্মরণ রাখিতে হইবে প্রেমবান ভক্তের নিকট কৃষ্ণ সেবাই পঞ্চম পুরুষার্থ। ভগবানের সেবার জন্য আবশ্যক হইলে ভগবানকে ত্যাগ করিয়া যাইতেও প্রেমিক ভক্ত কুণ্ঠিত হন না। মা যশোদা অতৃপ্ত কৃষ্ণকে নামাইয়া দুগ্ধ রক্ষার জন্য চলিয়া গেলেন, ইহা কৃষ্ণসেবার জন্যই।

সংজাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং
সংদশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥৬

এই দুগ্ধ উদ্বেলিত হইয়া পড়িয়া গেলে, কৃষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে পারিবেন না, সুতরাং এই দুগ্ধ রক্ষা করিতেই হইবে। স্তন্যপান রত অতৃপ্ত কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিতে নিশ্চয়ই যশোদার মনে কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণের হিতের জন্য সেই কষ্ট স্বীকার করিয়াই যাইতে হইল। বাৎসল্যবতী জননী সর্বদাই পুত্রের হিত চিন্তা করেন। পুত্র অসুস্থ হইলে তাহাকে বলপূর্বকও তিক্ত ঔষধ সেবন করান, যাহাতে সে রোগমুক্ত হয়। বাৎসল্যবতীগণ পুত্র অপেক্ষাও পুত্রের খাদ্যসামগ্রীর প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখেন। ইহাই বাৎসল্য প্রেমের স্বভাব।

৬। নিদ্রাভঙ্গের পর ক্ষুধার্ত শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতেছেন, ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নাই। এমতাবস্থায় জননী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া হঠাৎ অন্য কাজে গমন করাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। ক্রোধহেতু বিম্বাধর কম্পিত হইতেছিল, এবং মুক্তাসদৃশ শুভ্র দন্ত দ্বারা কম্পিত অধর দংশন করিতে লাগিলেন ও বালস্বভাবহেতু অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন। তখন ভাবিতে লাগিলেন, মা যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া দুগ্ধ আনিবার জন্য গেলেন আমিও মায়ের দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিব। এই মনে করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটি ছোট প্রস্তর খণ্ড দেখিতে পাইলেন। ঐ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ক্রোধাবেশে দধিভাণ্ডের তলদেশে আঘাত করিলেন। মৃন্ময় ভাণ্ডের তলদেশে একটি ছিদ্র হইয়া গেল এবং ভাণ্ডস্থিত দধি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ভাণ্ড ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে কৃষ্ণের ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি নিকটস্থ একটি ভাণ্ড হইতে নবনীত গ্রহণ পূর্বক ভোজন করিতে করিতে নিকটবর্তী ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

উত্তার্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য য দধ্যমত্রকম্।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম ত-
জ্জহাস তং চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥৭

উল‍ূখলাঙ‍্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥৮

৭। গোপী যশোদা উদ্বেলিত দুগ্ধ চুল্লী হইতে নামাইবার জন্য অতৃপ্ত কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন; তিনি চলিয়া গেলেও তাঁহার মন কৃষ্ণের নিকটেই পড়িয়া রহিল। সুতপ্ত দুগ্ধ সত্বর চুল্লী হইতে নামাইয়া রাখিয়া পুনঃ দধি মন্থন স্থলে চলিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন দধিভাণ্ড ভগ্ন এবং দধি বারান্দা হইতে গড়াইয়া অঙ্গনে পড়িয়াছে। তিনি তখনই বুঝিলেন ইহা তাঁহার পুত্রেরই কাণ্ড। পুত্র ক্রোধ ভরে এরূপ করিয়াছে জানিয়া স্নেহময়ী জননী হাস্য করিলেন, কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন বুঝিলেন সে ভয়ে কোথাও পলায়ন করিয়াছে।

৮। কৃষ্ণ ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শিকাতে থরে থরে দধি, নবনীত, প্রভৃতির ভাণ্ড। কিন্তু তাহা ঊর্দ্ধে নাগালের বাহিরে রহিয়াছে। গৃহকোণে একটি উদূখল দেখিতে পাইয়া উহা শিকার নীচে গড়াইয়া আনিলেন এবং উহা উল্টাইয়া রাখিলেন। উদ্দেশ্য উহার উপরে উঠিয়া নবনীত ভাণ্ড সহজে নামাইতে পারিবেন। গৃহের পশ্চাৎ দিকের দ্বার উন্মোচন পূর্বক একটি ভাণ্ড দ্বারের নিকট আনিয়া নবনীত ভক্ষণ করিতেছেন, তখন অনেকগুলি বানর বৃক্ষ হইতে নামিয়া কৃষ্ণের নিকটে ভূমিতে উপবেশন করিল। কৃষ্ণ তখনই নবনীত উহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন। তিনি খুব অল্প দিয়াছেন মনে

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥৯

করিয়া আরো কয়েকটি ভাণ্ড নামাইলেন, এবং উদূখলের উপরে বসিয়া বানরগুলিকে যথেচ্ছ বন্টন করিতে লাগিলেন। মা পশ্চাদ্দিকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন কিনা দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে ঐদিকে ভয়ে ভয়ে চাহিতে-ছিলেন, কৃষ্ণ যখন দধিভাণ্ড ভগ্ন করেন, তখন ভাণ্ডস্থ দধি ভাণ্ডার গৃহে কৃষ্ণের চরণ বিধৌত পূর্বক অঙ্গন প্লাবিত করিতেছিল। কৃষ্ণ যখন প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার চলা পথে চরণ চিহ্ন অঙ্কিত রহিল। যশোদা ঐ চরণ চিহ্ন দৃষ্টে বুঝিতে পারিলেন তাঁহার হৃদয়ের ধন ভাণ্ডার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, জননী চুপে চুপে দ্বার প্রান্তে আসিয়া দেখিতে পাইলেন কৃষ্ণ উদূখলের উপর উপবেশন করতঃ বানরগুলিতে যথেচ্ছ নবনীত বিতরণ করিতেছেন, এবং অনেকগুলি ক্ষীরের ও নবনীতের ভাণ্ড উপর হইতে নামাইয়া ভূমিতে রাখিয়াছেন। এই গৃহের রক্ষিত দ্রব্যাদি গৃহদেবতা নারায়ণকে দেওয়া হয় এবং কৃষ্ণকেও এস্থান হইতেই ভোজন করিতে দিয়া থাকেন। কৃষ্ণের এই কাণ্ডে মা কিছুটা কুপিত হইলেন, ভাবিলেন প্রতিবেশিনীগণ যাহা বলিয়া ছিলেন তাহা সত্যই। এখনই এই চঞ্চল শিশুকে ভয় দেখাইয়া সংশোধন করিতে হইবে, এই মনে করিয়া একটি যষ্টি হস্তে নিয়া জননী ভাণ্ডারগৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন এবং ক্রমশঃ কৃষ্ণের পশ্চাদ্দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

৯। নিজে ক্রোধভরে অন্যায় কার্য করিয়াছিলেন, ইহা কৃষ্ণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এজন্য উদূখলের উপর বসিয়া মাঝে মাঝে পশ্চাদ্দিকে মা আসেন কিনা চাহিয়া ছিলেন। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যষ্টিহস্তে জননী আসিতেছেন, অমনি লম্ফ প্রদানে উদূখল হইতে অবতরণ পূর্বক ভয়প্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দ্রুতপদে পলায়ন করিতে লাগিলেন। মা যশোদা বলিলেন—'তোকে আজ উপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই প্রদান করিব।'

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
চ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ ॥১০

এই বলিয়া কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন জগতে সর্বাপেক্ষা অতি আশ্চর্য ঘটনা ব্রজধামে ঘটিতেছে, ঐ দেখ, বহুজন্ম সাধন করিয়া জ্ঞানীগণ যাঁহার পরব্রহ্মস্বরূপের অনুসন্ধান লাভ করিতে পারেন না, যোগিগণ বহু জন্ম যোগ ও কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও যাঁহার অন্তর্যামী স্বরূপের সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হন না, সেই ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে ধরিবার জন্য এক গোপী তাঁহার পিছনে ধাবিতা হইতেছেন এবং এই গোপীরমণী তাঁহাকে অবশ্যই ধরিতে পারিবেন।

১০। স্থূলদেহ-বিশিষ্টা কৃষ্ণজননী সুন্দরী যশোদা, শিশু কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিলেন। আজ বহির্বাটিতে কেহ নাই, সকলেই ইন্দ্রযজ্ঞে গোবর্দ্ধন গমন করিয়াছেন। বাটীর বাহিরে গমন করিলে তাহাকে ধরা কঠিন হইবে। এই মনে করিয়া তিনি দ্রুতগতি কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। দ্রুতগমন বেগে তাঁহার কবরী বন্ধ শিথিল হইয়া গেল এবং মালতী পুষ্পগুলি একে একে মায়ের পশ্চাদ্দিকে ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। পুষ্পগুলি ভাবিল স্বয়ং ভগবানের জননীর মস্তকে আমাদের স্থান নহে, তাঁহার চরণ চিহ্নাঙ্কিত ভূমিতেই আমাদের উপযুক্ত স্থান। হে রাজন্, আজ অসম্ভবও সম্ভব হইল। যোগিগণ তপস্যা ও সাধনা দ্বারা যাঁহার দর্শন লাভ করেন না, আজ গোপী যশোদা তাঁহাকে পশ্চাদ্দিক হইতে ধরিতে পারিলেন।

১১-১২। যোগিগণ বহু জন্ম সাধন করিয়াও যাঁহার দেখা পান না, ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেব শ্রেষ্ঠগণ নিরন্তর যাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া থাকেন, মহাকাল যমও যাঁহার ভয়ে ভীত সেই শিশুরূপী পরব্রহ্মের দক্ষিণ হস্ত

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কষন্তমঞ্জন্মষিণী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥১১
ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়র্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্ষকোবিদা ॥১২

গোপী যশোদা স্বীয় বামহস্তে ধারণ করিলেন এবং দক্ষিণ হস্তের যষ্টি দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। 'ওরে অশান্ত, ওরে ক্রোধী, ওরে লোভী, ওরে বানর বন্ধু, তুই কেন দধিভাণ্ড ভগ্ন করিলি, কেন নবনীত চুরি করিলি? কেন রক্ষিত সমস্ত দ্রব্য বানরগুলিকে বিতরণ করিয়া দিলি? আজ তোকে বন্ধ করিয়া রাখিব, সখাগণ সঙ্গে খেলিতে দিব না, ক্ষীর নবনীত খাইতেও দিব না। জননীর তিরস্কারে ভীত হইয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন 'মা আর ওরূপ অন্যায় কার্য করিব না, তোমার হাতের যষ্টি ফেলিয়া দাও, আমার ভয় করিতেছে' এই বলিয়া বাম হস্তের পৃষ্ঠভাগ দ্বারা চক্ষুদ্বয় মার্জন করিতে লাগিলেন, ইহাতে নয়নের কজ্জল উভয় গণ্ডে ব্যাপ্ত হইল, করপৃষ্ঠেও লাগিয়া গেল। জননী তখন 'তুই যদি অন্যায় বুঝিলি, তাহলে কেন অন্যায় কার্য করিলি? এই বলিয়া হস্তস্থিত যষ্টি ফেলিয়া দিলেন। তখন শিশু কৃষ্ণ বলিলেন 'তুমি যখন আমাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলে, তখন তোমার চরণের মলের আঘাতে দধিভাণ্ড স্ফুট হইয়াছিল। বানরগুলি পশ্চাতের দ্বার পথে ভাণ্ডারগৃহে প্রবেশ করিয়া নবনীত খাইতেছিল, আমি তখন উহাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য ঐ গৃহে গেলাম, আমার কি দোষ বল? তোমার হাতে যষ্টি দেখিয়া ভীত হইয়া দৌড়াইয়া গেলাম। আমার ত কোন দোষ নাই। তুমি আমাকে বৃথা ভৎ'সনা করিতেছ?' (গোপাল চম্পূ)। জননী বলিলেন, ওরে বাক্য চতুর, তুই ব্রজরাজপুত্র হইয়াও বানরের বন্ধু হইয়াছিস্। কৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—,তাহা হইলে আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আর তোমার গৃহে

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥১৩
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥১৪

থাকিব না। বনে বানরের সঙ্গেই বাস করিব ও তাহাদের সঙ্গে ফলমূল আহার করিব, যশোদা মনে করিলেন, যদি বাস্তবিকই পুত্র বনে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? আমার গৃহকর্ম রহিয়াছে। উহাকে হাতে ধরিয়া রাখিলেত চালিবে না তার চেয়ে উহাকে আঙ্গিনাতে কোন এক বস্তুর সঙ্গে বাঁধিয়া রাখি, তাহা হইলে কোথাও পলাইয়া যাইতে পারিবেনা, আমিও গৃহকার্য করিতে পারিব। এই মনে করিয়া তিনি কৃষ্ণকে বন্ধন করাই স্থির করিলেন। তিনি কৃষ্ণকে নরশিশু মনে করিতেছেন, ইনি যে নরশিশুরূপী পরব্রহ্ম জননী ওরূপ কখনো মনে করিতেছেন না, তাঁহার অপরিসীম বীর্যের কথা জননী কিছুই জানিতেন না।

১৩-১৪। কোন একটি সীমাবদ্ধ বস্তুকে তদপেক্ষা বৃহত্তর বস্তুদ্বারা বেষ্টন করা সম্ভব, কিন্তু যশোদা যাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে চাহিতেছেন, তিনি তত্ত্বতঃ অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী, এইজন্য তাঁহার বাহির বলিয়া কিছু নাই। তজ্জন্য প্রতিযোগী অন্তরও নাই। আবার যিনি সর্বকাল ব্যাপিয়া আছেন, জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বেও যিনি ছিলেন, এখনো আছেন, আবার প্রলয়ে সমস্ত ধ্বংস হইলেও যিনি থাকিবেন, তাঁহারই পূর্বও নাই, পরও নাই, যিনি জগতের পূর্বেও পরে, অন্তরে ও বাহিরে এমন কি জগদ্রূপেও যিনি বর্তমান. সেই ইন্দ্রিয়াতীত অব্যক্ত অর্থাৎ বাক্য মনের অগোচর অথচ লীলাতে বিভু বা নরাকৃতি স্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবানকে গোপিকা যশোদা নিজ গর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া প্রাকৃত শিশুবৎ রজ্জুদ্বারা উদূখলের সঙ্গে বন্ধন করিয়াছিলেন। কিরূপে ইহা সম্ভব হইল শ্রবণ কর।

তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সংদধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥১৫
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সংদধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্ যদাদত্তবন্ধনম্ ॥১৬
এবং স্বগেহদামানি যশোদা সংদধত্যপি।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ ॥১৭

১৫-১৬-১৭। বাৎসল্য প্রেমবতী যশোদা কৃষ্ণের কার্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার উদ্দেশ্যে যে বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার হৃদয় বাৎসল্য প্রেমে বিগলিত, কিসে তাহার হিত হইবে এই চিন্তাই অহরহ তাঁহার মনে রহিয়াছে। মা ভাবিতেছেন এই অশান্ত পুত্রকে যদি আমি শাসন না করি, বা ভয় প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার অশান্ত স্বভাব প্রবলতর হইবে, চৌর্য বৃত্তিও অভ্যাসগত হইবে এবং এরূপ হইলে সে সর্বজন কর্তৃক নিন্দিত হইবে। যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়, সে সর্বজনের সুখ্যাতি ভাজন হয়, এই উদ্দেশ্যেই বন্ধন করিবার ইচ্ছা। বালক ভীত হইলে, হয়তঃ নানাপ্রকার অসুস্থতা তাহাকে আক্রমণ করিবে, এজন্য পূর্বেই যষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন। এখন বন্ধন করিবার কালে জননী চিন্তা করিতেছেন তাহাকে দেহের কোথায় বন্ধন করিব? সুকোমল হস্তে বন্ধন করিলে ব্যথা হইবে, চরণে বন্ধন করিলে হয়তো ভূমিতে আছাড় পড়িবে, কোমল চরণে ব্যথা ও হইবে। কটিদেশে কিঙ্কিণী বন্ধন রহিয়াছে। কিঙ্কিণীর নিকটে ছোট রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে দেহে ব্যথা পাইবে এবং রজ্জুর অপর প্রান্ত একটু লম্বা করিয়া অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে, সে একটু একটু চলিতে পারিবে, বয়স্য গণের সঙ্গে খেলিতেও পারিবে, অথচ বাহিরে যাইতে পারিবে না। আমিও ইতিমধ্যে তাহার আহারের জন্য নবনীত ক্ষীর, ও অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিব। এই মনে করিয়া যশোদা এক খণ্ড মসৃণ রজ্জু হস্তে করিয়া উদরের নিম্নভাগে কিঙ্কিণীর উপরে বন্ধন করিতে

গিয়া দেখিলেন রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণে ছোট হইয়াছে, তিনি উহার সঙ্গে আর একটি রজ্জু যোজনা পূর্বক কটি বেষ্টন পূর্বক বন্ধন করিতে গিয়া দেখিলেন ইহাও দুই অঙ্গুলি ছোট হইয়াছে। তখন মাতা তৃতীয় রজ্জু যোজনা করিয়া দেখিলেন এবার ও সেই দুই অঙ্গুলি পরিমিত ছোট। এইভাবে মাতা যত রজ্জু যোজনা করেন না কেন প্রতিবারই দুই অঙ্গুলি ছোট হইয়া যাইতেছে। কিছুতেই কটি বেষ্টন করা সম্ভব হইতেছে না। কৃষ্ণ ক্রন্দন করিতেছেন, পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, মাতা কিছুতেই ছাড়িতেছেন না, ভৎ'সনা করিতেছেন। এই সমস্ত গণ্ডগোলে প্রতিবেশিনী গোপীগণ স্ব স্ব গৃহ ত্যাগ পূর্বক নন্দালয়ে আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন যশোদে, তোমার পুত্রের অদৃষ্টে বন্ধন দশা নাই, সেইজন্য তুমি বন্ধন করিতে পারিতেছ না। আরও আশ্চর্য প্রতিবারই দুই অঙ্গুলি ছোট হইতেছে। ইহাতে কি বুঝিতেছ না কোন একটা রহস্য রহিয়াছে, যাহা আমাদের বুদ্ধি-গম্য নহে। যশোদা বলিলেন, পুত্র অশান্ত হইয়াছে, চুরি করা শিখিতেছে, উহার মঙ্গলের জন্যই আমি বন্ধন করিতে চাইতেছি। তোমরা বাধা দিয়ো না, বরং কয়েক টুকরা রজ্জু দ্বারা সাহায্য কর। প্রতিবেশিনীগণ আরো রজ্জু আনিলেন। কিন্তু কিছুতেই বালকের উদর বেষ্টন করা সম্ভব হইল না। তখন যশোদা বলিতেছেন, গর্গমুনি বলিয়া ছিলেন 'নারায়ণের সমান গুণবান'। এই জন্যই কি আমি বন্ধন করিতে অক্ষম হইতেছি? কিন্তু হে নারায়ণ, তুমিই ত এই পুত্র আমাকে দিয়াছ। যদি তুমি দিয়া থাক, তাহা হইলে কি উহাকে শাসন করিবার অধিকার আমার নাই? তুমি যখন দিয়াছ, অবশ্যই এ অধিকারও আমাকে দিয়াছ, অবশ্যই আমি ইহাকে বন্ধন করিতে পারিব। এই মনে করিয়া মা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পুনরায় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ঐশ্বর্য শক্তি তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য সর্ব সময়েই সন্নিকটে রহিয়াছেন। যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে কৃষ্ণের অনিচ্ছা। এজন্য বিভুশক্তি অলক্ষিতে কৃষ্ণ সেবা করিতেছেন,

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াঽসীৎ স্ববন্ধনে॥১৮
এবং সংদর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে॥১৯

সুতরাং মাতা কিছুতেই বন্ধন করিতে পারিতেছেন না। প্রতিবেশিনী গোপীগণ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইতেছেন।

১৮। কৃষ্ণ বাধা দিতেছেন, মাতা পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে মা যশোদা অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার দেহ ঘর্মাক্ত হইয়াছে, ললাট হইতে ঘর্ম বিন্দু ভূমিতে পতিত হইতেছে, কবরী হইতে পুষ্প মাল্য বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। জননীর এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের মনে কৃপা সঞ্চার হইল। কৃষ্ণ ভাবিলেন, আমার স্নেহময়ী জননী আমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিতেছেন। ভক্তের কষ্ট শ্রীভগবান সহ্য করিতে পারেন না এই জন্যই ভক্তবাৎসল্যস্বভাব তিনি বন্ধন স্বীকার করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইতেই বিভুশক্তি সরিয়া গেলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ জননী কর্তৃক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 'দামোদর' নাম গ্রহণ করিলেন। ভগবানকে পাইতে হইলে ভক্তের ভজন শ্রম বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু কেবল ভজন হইলেই হইবেনা, ভজন শ্রম দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে। সুতরাং দুইটি বস্তু আবশ্যক, একটি ভজন শ্রম অপরটি ভগবানের কৃপা। এই দুই অঙ্গুলি পূর্বে বন্ধন কালে অপূর্ণ ছিল।

১৯। শ্রীভগবানের ভক্তবশ্যতাগুণে পরম আনন্দিত হইয়া পরমহংস মুকুটমণি শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন— হে অঙ্গ অর্থাৎ পরম স্নেহের পাত্র তাত পরীক্ষিৎ, সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সংহার কর্তা সহ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড যাহার বশে, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ জননীর হস্তে বন্ধন স্বীকার পূর্বক তাঁহার ভক্তবশ্যতা অর্থাৎ তিনি প্রেমবান ভক্তের সম্পূর্ণ অধীন, ইহাই জগতে প্রকাশ

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥২০

করিলেন। অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি শ্রীভগবানের এই ভক্তবশ্যতা দূষণ নহে। পরন্তু বড়ই চমৎকার ভূষণই। বৃন্দাবন লীলাতে শ্রীভগবান আত্মারাম হইয়াও ক্ষুধার্ত হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিয়াছেন, পূর্ণকাম হইয়াও অতৃপ্তভাব দেখাইয়াছেন, শুদ্ধ স্বরূপ হইয়াও কোপিত হইয়াছেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক সেবিত হইয়াও ননীচুরি করিয়াছেন, মহাকাল যমাদি যাঁহার ভয়ে ভীত, তিনি মাতা কর্তৃক শাস্তির ভয়ে পলায়ন তৎপর, যাঁহার গতি মন হইতেও দ্রুততর, তিনি পশ্চাদ্দিক হইতে জননী কর্তৃক ধৃত হইলেন, যিনি আনন্দময় তিনি রোদন করিলেন। যিনি সর্বব্যাপী মাতা তাঁহাকে বাৎসল্য প্রেম রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য। অম্বরীষ উপাখ্যানে দুর্বাসার নিকট শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—"অহং ভক্ত-পরাধীনঃ"; এই লীলাতে স্বয়ং আচরণ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রদর্শন করিলেন।

২০। শুকদেব শ্রীভগবানকে "বিমুক্তিদ" বলিয়াছেন। তিনি কর্মযোগিগণকে স্বর্গাদি ভোগ সুখ দান করেন, অষ্টাঙ্গ যোগিগণকে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি দান করেন, জ্ঞানীগণকে সাযুজ্য মুক্তি দান করেন, জ্ঞানমিশ্র, যোগমিশ্র, কর্মমিশ্র ভক্তগণকে চতুর্বিধ মুক্তি দান করিয়া থাকেন। বিমুক্তি দ্বারা বিশিষ্টমুক্তি অর্থাৎ প্রেম সেবা বুঝাইতেছে। গোপী যশোদা শ্রীভগবান হইতে যে কৃপা লাভ করিলেন তাহা ব্রহ্মা পুত্র হইয়া, শম্ভু একাত্ম হইয়া এবং লক্ষ্মীদেবী অঙ্গাশ্রিতা হইয়াও লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা যশোদার সাধনসিদ্ধত্ব নিরস্ত হইল এবং যশোদা যে নিত্যসিদ্ধা বাৎসল্যবতী ভক্ত তাহাই প্রমাণিত হইল। এই শ্লোকে শুকদেব গোপী যশোদা যে কৃপা পাইলেন, না বলিয়া "যত্তৎ" অর্থাৎ যে অনির্বচনীয় বস্তু পাইলেন ইহাই প্রকাশ করিতেছেন। কৃপা শব্দ দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২১
কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥২২
পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকুবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥২৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥৯

২১। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎ প্রেমকেই সর্বপুরুষার্থ শিরোমণি বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণই এই প্রেমের মঙ্গল আশ্রয়। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত মধ্যে গোকুলবাসী শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত ভক্তগণের অনুগত ভাবে যাঁহারা ভজন করিবেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই গোপিকাসুত ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারেন। দেহাধ্যাসবান জ্ঞানীগণ, দেহাধ্যাস রহিত আত্মারাম ভক্তগণ এবং পূর্বশ্লোকে বর্ণিত আত্মজগণ অর্থাৎ স্ব-অবতার ভব, বিরিঞ্চি এবং স্বরূপ শক্তিময়ী লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক অলভ্য। এই শ্লোকে রাগানুগাভক্তির মহিমা প্রদর্শিত হইল।

২২-২৩। মা যশোদা রজ্জু দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উদরের নিম্নভাগে বন্ধন করিলেন এবং রজ্জুর অপর প্রান্ত অঙ্গনস্থিত একটি উদূখলের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিলেন। মা যশোদা এখন নিশ্চিন্ত হইলেন—কৃষ্ণ এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইতে পারিবেন না। এখন জননীর অন্যরূপ চিন্তা হইল। এই দুষ্ট বালক গৃহস্থিত সমস্ত নবনীত ও ক্ষীর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। উহাকে কি আহার করিতে দিব? নিশ্চয়ই উহার ক্ষুধা পাইয়াছে; কেননা বন্ধন খুলিবার অনেক চেষ্টা করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখনই উহার আহারের ব্যবস্থা আমাকে প্রথম করিতে হইবে। এই মনে করিয়া মা যশোদা কৃষ্ণের আহারের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় গৃহকর্ম করিতে ব্যস্ত হইয়া

পড়িলেন। ইতিমধ্যে কৃষ্ণের বয়স্য কতিপয় গোপবালক উপস্থিত হইল, কৃষ্ণের আদেশে তাহারা বন্ধন খুলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইল। কৃষ্ণ বদ্ধাবস্থায় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি অঙ্গনের অপর পার্শ্বস্থিত দুইটি যমজ সুবৃহৎ অর্জ্জুন বৃক্ষের উপর পতিত হইল, স্বয়ং ভগবান সম্বিত শক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন এই দুইটি যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ পূর্বজন্মে ধনপতি কুবেরের পুত্র ছিল, ইহাদের নাম ছিল নলকূবর ও মণিগ্রীব। ধনমদে মত্ত হইয়া ইহারা দেবর্ষি নারদের অবমাননা করিয়াছিল। নারদের শাপে ইহারা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হইয়া গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বদ্ধাবস্থায় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বৃক্ষদ্বয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; বয়স্য বালকগণ উদূখলকে গড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণের গমনের সাহায্য করিতেছিল।

ইতি দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেন যমলার্জুনোদ্ধার]

রাজোবাচ

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্।
যত্তদ্ বিগর্হিতং কর্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ ॥১

শ্রীশুক উবাচ

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ ॥২

বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে ॥৩

১। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ভগবন্ (সর্বজ্ঞ শিরোমণি), দেবর্ষি নারদ বীণাযন্ত্রে শ্রীহরিনাম গুণ গান করিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। কখনো কাহারো উপরে ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করি নাই। তাঁহার মত হরিভক্ত দেবতা-গণ মধ্যেও নাই বলিয়া শুনিয়াছি। সুতরাং কুবেরের পুত্রদ্বয় নিশ্চয়ই কোন ঘোরতর বিগর্হিত কার্য করিয়াছিল, যাহাতে দেবর্ষিও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনি কৃপাপূর্বক তাহা বর্ণনা করিলে কৃতার্থ হইব।

৩-৪। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—শ্রীমহাদেবের ধনাধিপতি কুবেরের এই দুইপুত্র নলকূবরও মণিগ্রীব, রুদ্রের অনুচর হেতু প্রভুত্ব গর্বে গর্বিত এবং ধনাধিপতির পুত্র হেতু ঐশ্বর্য মদে মত্ত হইয়াছিল। যৌবন, ঐশ্বর্য ও প্রভুত্ব হেতু তাহারা জীবনে ভোগ সুখকেই সার মনে করিয়াছিল। একদিন তাহারা বারুণী নামক মদ্যপান করিয়া আরক্ত আঘূর্ণিতনয়ন ও মত্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা মন্দাকিনী তটবর্তী কৈলাস পর্বতের মনোহর পুষ্পিত উপবনে নৃত্যগীতপরায়ণা অপ্সরাগণসহ বিহারে রত ছিল।

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ ॥৪
যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেব্যৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত ॥৫
তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি পর্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ ॥৬
তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥৭

৪। অতঃপর তাহারা কমলবন সুশোভিত সুরধুনীতে অবতরণ পূর্বক মদমত্ত হস্তী যেরূপ হস্তিনী গণসহ বিহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ যুবতীগণসহ নানাভাবে জলক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল।

৫। হে কৌরব, বীণাযন্ত্রে হরিনাম গান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছা ক্রমে হঠাৎ ঐস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কুবের পুত্রদ্বয়কে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, ইহারা প্রকৃতিস্থ নহে, পরন্তু মদিরা পানে মত্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

৬। নারদকে দেখিয়া অপ্সরাগণ লজ্জিতা হইলেন এবং অভিশাপ ভয়ে সত্বর বস্ত্র পরিধান পূর্বক অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু মদমত্ত বিবস্ত্র গুহ্যকদ্বয় দেবর্ষিকে দেখিয়াও গ্রাহ্য করিল না, বরং বিবস্ত্রাবস্থায় যুবতীগণকে আহ্বান করিতে লাগিল।

৭। কুবের যদিও যক্ষ তথাপি শিবের অনুগ্রহে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবর্ষি নারদ এই দেবপুত্রগণের ধনমদে গর্বিত ও মদিরাপানে উন্মত্ত অবস্থা দেখিলেন। ইহাদের এতাদৃশ দুরবস্থা দর্শনে নারদের ক্রোধ জাত হইল না, বরং অন্তরে ইহাদের প্রতি করুণার সঞ্চার হইল। দেবর্ষি দেখিলেন—নলকূবর ও মণিগ্রীব সর্বপ্রকারে অধঃপতিত হইয়াছে। তিনি যদি ইহাদের মঙ্গল বিধানের জন্য কিছু না করেন, তাহা হইলে অবিলম্বে ইহাদের পশুত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে। কিসে ইহাদের মঙ্গল সাধন করিবেন, তাহা করুণাময় ঋষি চিন্তা

নারদ উবাচ।

নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥৮
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যুনশ্বরম্ ॥৯
দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥১০

করিতে লাগিলেন। ইহাদিগকে উপদেশ দিতে গেলে হয়তঃ বিপরীত ফল হইবে—"উপদেশোহিমূর্খাণাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে," ইহা চিন্তা করিয়া ইহাদের মঙ্গলের জন্য শাপ দেওয়াই একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করিলেন। ঐশ্বর্যভ্রষ্ট না হইলে ইহাদের অনুতাপ হইবে না, এবং অনুতাপ না করিলে মঙ্গল ও হইবেনা। ক্রোধশূন্য মনে ইহাদের মঙ্গল কামনায় দেবর্ষি নারদ শাপ দিলেন। তাঁহার বাক্য ঐশ্বর্য মত্ততার দোষ প্রদর্শন করিয়া এবং যাহাতে তাহাদের ভগবৎ কৃপা প্রাপ্তি হয় তাহা কামনা করিয়া ছন্দবদ্ধভাবে উচ্চারিত হইল।

৮। শ্রীনারদ বলিলেন—বিষয় ভোগরত মনুষ্যের ত্রিবিধ মত্ততা বা অহঙ্কার দৃষ্ট হয়—যথা বিদ্যাজনিত অহঙ্কার, সদ্বংশে জন্মজনিত অহঙ্কার, এবং ধনজনিত অহংকার। ইহাদের মধ্যে ধনমত্ততা মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করিয়া মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এইজন্য ধনমদ সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী, কেননা ধনমত্ততা সত্বর দ্যূতক্রীড়া, জুয়াখেলা, মদ্যপান এবং দুষ্টা নারীসঙ্গ আনয়ন করে।

৯। ধনমত্ত ব্যক্তি নিজ নশ্বর দেহকে অজর অমর মনে করে, এবং এই সমস্ত ইন্দ্রিয়—পরতন্ত্র নিষ্ঠুর ব্যক্তি দেহ সুখের জন্য নিরীহ পশু পক্ষী হত্যা করিয়া থাকে।

১০। ইহারা নিজকে ভূদেব, নরদেব প্রভৃতি নামে অভিহিত করিলেও দেহের ত্রিবিধ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যুর পরে মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে দেহ কৃমিতে পরিণত হয়, অগ্নিদগ্ধ হইলে ভস্মে পরিণত

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা॥১১
এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্।
কো বিদ্বানাত্মসাৎ কৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ॥১২
অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে॥১৩

হয় এবং জীবজন্তু কর্তৃক ভক্ষিত হইলে তাহাদের বিষ্ঠাতে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং এতাদৃশ নশ্বর দেহ সুখের জন্য যে ব্যক্তি জীবহিংসা করে, সে নির্বোধ, নিজ স্বার্থ সে বুঝিতে পারেনা। নিরীহ প্রাণীহত্যা পাপে তাহাকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

১১। যে নশ্বর দেহ সুখের জন্য ঐ সমস্ত ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে, সেই দেহের প্রকৃত অধিকারী কে তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। এই দেহ অন্নদাতার? অথবা তাহার নিজের? অথবা পিতার? মাতার? মাতামহের? অথবা কোন বলবান ব্যক্তির, যে তাহাকে বলপূর্বক নিজ কার্যে নিয়োগ করে? অথবা যে ব্যক্তি মূল্য দ্বারা বা বেতন দ্বারা ক্রয় করে তাহার? অথবা মৃত্যুর পরে দগ্ধকারী অগ্নির? অথবা ভক্ষণকারী কুকুরাদি জন্তুর? নশ্বর দেহের সত্ত্বাধিকারী কে ইহার মীমাংসা সুকঠিন।

১২। পূর্বোক্তরূপে বুঝিতে পারা যায়—অন্নদাতা প্রভৃতি সকলের দাবী দেহের উপর রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দেহ কাহারও নহে। অব্যক্ত মায়া হইতেই এই দেহের উদ্ভব এবং সেই অব্যক্ত মায়াতেই পরিণামে লীন হইয়া থাকে। সুতরাং কোন জ্ঞানীব্যক্তিই দেহকে নিজের মনে করেন না। কেবলমাত্র মূর্খ অসজ্জনই দেহে আত্ম বুদ্ধি পূর্বক নশ্বর দেহ পোষণ হেতু জীবহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হয় এবং ফলস্বরূপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

১৩। কোন কোন অন্ধতা রোগ উপযুক্ত অঞ্জন ব্যবহারে আরোগ্য হয়; সেইরূপ ধনমদে মত্ত ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্যই পরম ঔষধি, কারণ

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ॥১৪
দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ॥১৫
নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ততে॥১৬

দূরীভূত হইলে কার্য নষ্ট হইয়া থাকে। ধনমত্ততা মানুষকে নানাবিধ অসৎ কর্মে প্রযোজিত করে; ধন না থাকিলে মত্ততা থাকিবে না, সুতরাং অসৎকর্মে প্রবৃত্তিও হইবে না। দরিদ্র ব্যক্তি দারিদ্র্য বশতঃ নানাবিধ সাংসারিক দুঃখ ভোগ করে বলিয়া নিজের দৃষ্টান্তে অপরের দুঃখ অনুভব করিতে পারে। ধনী ব্যক্তি চতুর্বিধ অন্ন প্রচুর গ্রহণ করে, সে অনাহার ক্লিষ্ট দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষুধার যন্ত্রণা বুঝিতে পারে না, কিন্তু অপর দীন দরিদ্র তাহা অনুভব করিতে পারে।

১৪। যে ব্যক্তির অঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, সে অন্য একজনের ম্লান মুখ ও চলন ভঙ্গি দৃষ্টে অপরের এই অবস্থা বুঝিতে পারে; অপর একজন এরূপ ব্যথা পাইবে ইহা সে ইচ্ছা করে না; কিন্তু অবিদ্ধ-কণ্টক ব্যক্তির এতাদৃশ ইচ্ছা কখনো হয় না।

১৫। অভিমান দূর করিয়া ফল লাভের জন্য মানুষ অনেক কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যা করিয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির অভিমান দারিদ্র্য-কৃচ্ছ্রতা হেতু আপনি নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য তপস্যা করিবার প্রয়োজন হয় না।

১৬। ধনী ব্যক্তির নিত্য নূতন ভোগ বাসনা হইয়া থাকে এবং ইহা পূরণের জন্য ধনী ব্যক্তি প্রাণী হিংসা ও করিয়া থাকে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার্যের অভাবে অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে অনেক সময় থাকিতে হয়। দীর্ঘকাল এইভাবে থাকিতে থাকিতে দরিদ্রের ইন্দ্রিয় শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি আপনা হইতেই সংযত হইয়া থাকে; হিংসা করিবার প্রবৃত্তি দরিদ্রের থাকে না।

দরিদ্রস্তৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্ বিশুধ্যতি ॥১৭

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥১৮

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।
তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥১৯

১৭। সচরাচর অনেক দরিদ্র ব্যক্তি ধনীগণের বিলাস ব্যসনাদি দেখিয়া নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। ব্যসনাদি ভোগের শক্তি না থাকিলেও তজ্জন্য বাসনা অন্তরে অহরহ জাগরূক থাকে। মহৎ কৃপা ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না এবং চিত্ত শুদ্ধ না হইলে বাসনার নিবৃত্তি হয়না। সাধুগণ সমদর্শী হইলেও ধনী ব্যক্তিগণের সৎসঙ্গ লাভের সুযোগ অল্প, যেহেতু অধিকাংশ ধনীব্যক্তি যান বাহন ব্যতীত চলা ফেরা করেন না, বহির্বাটিতে দ্বাররক্ষক সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকে। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিগণ অতি সহজেই সাধুসঙ্গ করিতে পারেন। সাধু সঙ্গের ফলে সাধুগণের বিষয় বিতৃষ্ণা ও ভগবদ্ভক্তি দৃষ্টে এবং প্রধান ভাবে সাধু মহাত্মাগণের কৃপাতে দরিদ্র ব্যক্তির চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং অন্তরের বিষয় বাসনা দূরীভূত হইয়া থাকে।

১৮। সাধুগণ সমচিত্ত, তাহাদের নিকট সুখ দুঃখ, মান অপমান, ধনী দরিদ্র সবই সমান। সাধুগণ মুকুন্দচরণসেবাভিলাষী, শ্রীভগচ্চরণই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং যে সমস্ত ধনীব্যক্তি গর্বিত, ধনমদেমত্ত, অসৎসঙ্গী হেতু উপেক্ষার যোগ্য, তাহাদের সঙ্গ সাধুগণ পরিহার করিয়া থাকেন। কিন্তু ধনী হইলেও যাহারা বিনয়ী, নিরহঙ্কার ও শ্রদ্ধাবান সাধুগণ তাহাদিগকে কখনো অবাঞ্ছনীয় মনে করেন না।

১৯। সুতরাং ইহাদের মঙ্গলেচ্ছু আমি বারুণী মদিরা পানে মত্ত, ঐশ্বর্যমদে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, স্ত্রী লম্পট, ইন্দ্রিয়ের দাস নলকূবর ও মণিগ্রীবের ধনাদি জনিত গর্ব দূর করিব। তাহা হইলেই ইহাদের মঙ্গল হইবে।

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্মদৌ ॥২০
অতোঽর্হতঃ স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥২১
বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ ॥২২

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জুনৌ ॥২৩
ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ।
জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জুনৌ ॥২৪

২০। ইহারা উভয়ে লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়া ও ধনমদে মত্ত এবং অজ্ঞানান্ধ হেতু নিজেরা যে বিবস্ত্র তাহাও জানিতে পারিতেছে না।

২১। নিজ দুষ্কর্ম দোষে আমার অভিশাপরূপ কৃপাতে নলকূবর ও মণিগ্রীব স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হউক। এই দণ্ড ভোগের ফলে ইহাদের ধনমত্ততা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে। আমার অনুগ্রহে এই জন্মের স্মৃতি তাহাদের মনে জাগরূপ থাকিবে। ইহার ফলে ভবিষ্যতে আবার ঈদৃশ দেবজন্ম প্রাপ্ত হইলেও ইহাদের ধনমত্ততা আর হইবে না।

২২। দেব পরিমাণ একশত বৎসর পরে ইহারা বাসুদেবের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইবে এবং পুনরায় দেব দেহ লাভ করিয়া শ্রীগোবিন্দ চরণে ভক্তি লাভ করিবে।

২৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ নারায়ণাশ্রম (বদরিকাশ্রম) চলিয়া গেলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমজ অর্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

২৪। শরণাগত জনের পাপ তাপ হারী এবং ভক্তজনের মনোহরণকারী হরি ভাগবত শ্রেষ্ঠ নারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য ধীরে ধীরে উদূখলে বদ্ধাবস্থায় যমলার্জুন বৃক্ষের নিকটে গমন করিতে লাগিলেন।

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা ॥২৫
ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্ গতমুদূখলম্ ॥২৬
বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুদূখলং তদ্
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥২৭

২৫। শ্রীভগবান ভাবিতে লাগিলেন দেবর্ষি নারদ আমার অতি প্রিয় ভক্ত। সেই মহাত্মা এই কুবের পুত্রদ্বয়কে শাপ প্রদান কালে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেইরূপই কার্য করিব। এই যমজ বৃক্ষরূপী নলকূবর ও মণিগ্রীবকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিয়া ভক্তিদান করিব।

২৬। ইহা ভাবিয়া যশোদা কর্তৃক উদূখলে দামদ্বারা বদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই যমজ বৃক্ষ দ্বয়ের সঙ্কীর্ণ মধ্যভাগ দ্বারা অপর পার্শ্বে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের অপর পার্শ্বে গমন করার সঙ্গে সঙ্গে উদূখলটি তির্যগভাবে ভূমিতে পতিত হইয়া বৃক্ষ কাণ্ডে সংলগ্ন হইয়া রহিল। সঙ্কীর্ণ মধ্যভাগে তির্যগস্থিত উদূখল আটকাইয়া রহিল।

২৭। শিশু শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের অপর পার্শ্বে গমন করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উদূখলটি বৃক্ষকাণ্ডে প্রতিহত হওয়াতে কিছুতেই যাইতে পারিতেছে না। তখন তিনি উদরস্থ রজ্জু বেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহচর বালকগণ কৃষ্ণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল-আর একটু জোরে আকর্ষণ কর, তাহা হইলে এই সূক্ষ্ম রজ্জু এখনই ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং তুমিও বন্ধন মুক্ত হইবে। আমরা সকলে আনন্দে নানাবিধ ক্রীড়া করিতে পারিব। কিন্তু জননী কর্তৃক বন্ধন রজ্জু কিছুতেই ছিন্ন হইল না; বরং সেই দেব পরিমাণে শত বৎসরের অতি প্রাচীন অতিস্থূল এবং ভূমিতে বহু শিকড় দ্বারা আবদ্ধ অর্জুন বৃক্ষ দ্বয়ের মূল বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইতে লাগিল এবং বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজাসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥২৮

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষোঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥২৯

প্রশাখা ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। অবশেষে সেই সুপ্রাচীন বৃক্ষ-দ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইয়া অতি প্রচণ্ড শব্দে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া যমজ বৃক্ষদ্বয় ভূমিতে নিপতিত হইল।

২৮। বৃক্ষ মধ্যস্থিত অগ্নি যেমন পরস্পর ঘর্ষণে বহির্গত হয় ও সম্মিলিত হইয়া ঔজ্জ্বল্য দ্বারা দশদিক আলোকিত করে, তদ্রূপ বৃক্ষ মধ্যস্থিত কুবের পুত্রদ্বয় বাহিরে নির্গত হইয়া তাহাদের দেহ জ্যোতিতে চতুর্দিক আলোকিত করিতে লাগিলেন। তাহারা বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া উদরে দামবদ্ধ শিশু কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তন্নিকটে গমন করিলেন। নারদের কৃপায় তাঁহারা অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবানকে চিনিতে পারিলেন। তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ খণ্ডিত হইল। তাহারা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণতি পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

২৯। প্রথমেই দুইবার কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেন—ইহা পরম আনন্দে, অথবা প্রেম সম্ভ্রমে, অথবা সর্বাকর্ষক কৃষ্ণ নাম স্বভাব হেতু অথবা বাল্যলীলা রত উদূখল আকর্ষণকারী শ্রীভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণ হেতু। আপনি শিশু রূপ ধারণ করিলেও অচিন্ত্য শক্তি আপনার, আপনি সকলের আদি, সৃষ্টির পূর্বে যখন কিছুই ছিল না তখনও আপনি ছিলেন, আপনিই পুরুষোত্তম। এই স্থূল জগৎ এবং তাহার কারণ প্রকৃতি আপনারই বহিরাঙ্গশক্তি, সুতরাং আপনিই মূল কারণ।

ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥৩০
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ॥৩১
গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
কো ন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্‌সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥৩২
তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্ছন্নমহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ॥

৩০। একমাত্র আপনিই সর্বপ্রাণীর দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহের নিয়ন্তা, আপনিই গুণ ক্ষোভক কাল, সর্বশক্তিমান ভগবান, সর্বব্যাপী বিষ্ণু, এবং অপক্ষয় রহিত পরমেশ্বর।

৩১। আপনি মহত্তত্ব, আপনি সত্ব, রজঃ, তমঃগুণময়ী সূক্ষ্মা প্রকৃতি (প্রকৃতি ঈশ্বরের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি ; শক্তি শক্তিমান অভেদ হেতু এরূপ বলা হইল)। আপনিই সর্বজীবের অন্তরে অবস্থান পূর্বক পরমাত্মারূপে ঐ ক্ষেত্রের বা দেহের জন্ম, বাল্য, যৌবন, ও মৃত্যু প্রভৃতি বিকারের সাক্ষী ও নিয়ন্তা।

৩২। হে প্রভো, আপনা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা আপনার স্বরূপ কেহই অবগত হইতে পারে না, শ্রীভগবৎ স্বরূপ অপ্রাকৃত, বিস্ময়, তাহা কখনো প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার স্থল হইলেও পার্ষদ ব্যতীত এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা ব্যতীত কেহই তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারেনা, প্রকট লীলা কালে শ্রীভগবান সকলের দৃষ্টি গোচর হইলেও তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। লোকগুরু ব্রহ্মা পর্যন্ত গোষ্ঠ-লীলা দর্শন করিয়া তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন।

৩৩। আপনার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। আমরা আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারিব না। আপনিই ভগবান, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ, আপনি

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষসংগতৈঃ ॥৩৪
স ভবান্ সর্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোহংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥৩৫

বাসুদেব রূপে চতুর্ব্যূহের প্রথম ব্যূহ, আপনি সংকর্ষণ রূপে সৃষ্টিকর্তা, আপনি পরব্রহ্ম, আপনার স্বরূপ ও মহিমা, আপনার কারুণ্য, ভক্ত বাৎসল্য প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নরশিশু রূপ ধারণ করিয়া দামবদ্ধাবস্থায় লীলারত আছেন। আমরা আপনার চরণে প্রণত হইলাম।

৩৪। জীববৎ আপনার প্রাকৃত দেহ নাই, আপনি জীবের ন্যায় গর্ভবাস করেন না এবং জীবের ন্যায় কর্মাধীন নহেন। তথাপি আপনি লীলা করিবার জন্য প্রাকৃত দেহের ন্যায় দেহ ধারণ করিয়া থাকেন, প্রাকৃত দেহের পক্ষে অসম্ভব কর্মাবলী বা লীলা দর্শন করিয়া আপনার অবতারের সন্ধান পাওয়া যায়। মৎস্য অবতারে, বরাহ অবতারে, অত্যল্প কাল মধ্যে অতি বৃহৎ আকার ধারণ করিলেন। আপনি শিশুরূপ হইয়াও এই অতি প্রাচীন সুবৃহৎ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিলেন, যাহা সহস্র হস্তীও উৎপাদন করিতে সক্ষম হইত না অথচ আপনার উদরা বদ্ধ মৃদু দামবন্ধন রহিয়াছে।

৩৫। হে ভগবন্, আপনার ভক্ত বাৎসল্য গুণই প্রধান, কেননা আপনার লীলা প্রধানতঃ ভক্তমনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য, অপনার অংশাবতার দ্বারাই অসুর মারণ, ভূভার হরণ, ধর্মসংস্থাপন হইতে পারে কিন্তু এই পরিপূর্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ আপনি আপনার প্রেমাধীনতা, ভক্ত বাৎসল্য, পরম কারুণিকত্ব প্রভৃতি গুণাবলী লীলা দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। আপনি স্বয়ং ভগবান, বিভু স্বরূপ হইয়াও বালক রূপ, অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে বন্ধন মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াও নিজে দাম বন্ধনে আবদ্ধ, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য সেবিত হইলেও নবনীতাদি চুরি করিতেছেন।

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নম ॥৩৬
অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥৩৭
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥৩৮

৩৬। হে ভগবন্, আপনি পরম মঙ্গলময়, আপনার প্রতি অবতার বিশ্বের কল্যাণ হেতুই হইয়া থাকেন। আপনার এই বর্তমান স্বয়ং অবতার বিশ্বের বিশেষ মঙ্গল হেতু—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, আপনি রাক্ষসী পূতনাকে ধাত্রী গতি দান করিয়াছেন, দৈত্যগণকে সাযুজ্য মুক্তি দান করিয়াছেন, আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে আবির্ভূত বাসুদেব (সত্ত্বং বিশুদ্ধং বাসুদেবসংজ্ঞিতম্), আপনি সুখস্বরূপ, আপনি ক্ষত্রিয়গণের এবং গোপগণের পালনকর্তা। (স্কন্ধ পুরাণ মথুরা-মাহাত্ম্যে গোপগণের যাদবত্ব ব্যক্ত হইয়াছে)।

৩৭। হে সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, আমরা আপনার পার্ষদভক্ত দেবর্ষি নারদের দাসানুদাস। সেই অসীম কৃপালু দেবর্ষির কৃপাতেই আমাদের ন্যায় অপরাধীগণের আপনার শ্রীচরণদর্শন লাভ হইল। আমরা আপনার কোন প্রকার সেবার কার্য পাইলে কৃতার্থ হইব। কৃপা পূর্বক আমাদের প্রতি কোন আজ্ঞা প্রদান করুন এই প্রার্থনা।

৩৮। হে অচিন্ত্যপ্রভাব পরমেশ্বর, আমরা অপরাধী, দুষ্টস্বভাব বশতঃ ভবিষ্যতে হয়তঃ অপরাধের প্রতি মন ধাবিত হইতে পারে। এইজন্য আপনার শ্রীচরণে একটি প্রার্থনা করিতেছি—কৃপাপূর্বক হে দাতাশিরোমণি, আমাদের প্রার্থনা সফল করিতে আজ্ঞা হোক্। এখন হইতে আমাদের বাক্য যেন আপনার গুণ গানেই রত থাকে, গ্রাম্যকথা যেন উচ্চারণ করে না। আমাদের কর্ণ যেন অন্য কথা না শুনিয়া

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং সংকীর্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোদূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ॥৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্ভির্বিভ্রংশোঽনুগ্রহ কৃতঃ ॥৪০
সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্।
দর্শনান্নো ভবেদ্ বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥৪১

কেবলমাত্র আপনার নামগুণ অহরহ শ্রবণ করে, আমাদের হস্ত যেন আপনার মন্দিরমার্জন, পুষ্পতুলসী আহরণ, প্রভৃতি সেবাকার্য ব্যতীত আর কিছু না করে, আমাদের মন যেন আপনার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণে ব্যস্ত থাকে, আমাদের মস্তক যেন আপনার শ্রীবিগ্রহের চরণে অথবা ভগবৎ মন্দির প্রণামে, অথবা যে ভক্তগণের অন্তরে আপনি সতত বিশ্রাম করেন তাঁহাদের চরণে অথবা জগতের প্রত্যেক জীবের অন্তরে পরমাত্মা রূপী যে আপনি আছেন, সেই আপনার চরণে সতত প্রণত হয়, আর আমাদের চক্ষু যেন আপনার শ্রীবিগ্রহ এবং আপনার ভক্তগণকে দর্শন করিয়া থাকে—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

৩৯। শ্রীশুকদেব বলিলেন—নলকূবর ও মণিগ্রীব এইরূপে স্তব করিলে গোকুলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদূখলে বদ্ধাবস্থায়ই ঈষৎ হাস্য সহকারে যক্ষদ্বয়কে বলিলেন—

৪০। শ্রীভগবানের উক্তি—হে গুহ্যকগণ, পরম দয়ালু দেবর্ষি নারদ ঐশ্বর্যমদে মত্ত তোমাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া তোমাদের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। আমি ইহা বহু পূর্ব হইতেই জানিতাম। তোমরাও যে দেবর্ষির কৃপা অনুভব করিয়াছ, ইহাতে আমি প্রীত হইয়াছি।

৪১। আমার ভক্তগণ সাধু, তাঁহারা সমচিত্ত, অর্থাৎ মান অপমান, স্তুতি নিন্দা, সুখ দুঃখ সমস্ত অবস্থাই তাঁহারা সমভাবে

তদ্গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥৪২

গ্রহণ করেন। তাঁহারা সুখাদিতে উল্লসিত হন না এবং দুঃখাদিতে কাতর হন না। ইহা প্রাক্তন কর্মফল ভাবিয়া নিস্পৃহ ভাবে গ্রহণ করেন। অপরের সুখ দুঃখকেও তাহারা নিজ সুখ দুঃখ রূপে অনুভব করেন। তাহাদের চিত্ত আমাতে সমর্পিত, এই হেতু তাহাদের কোন প্রকার স্বসুখ কামনা থাকে না। এই সমস্ত সাধুগণের দর্শন ও সঙ্গ লাভ দুর্লভ। ঘোর অন্ধকার রজনীতে মানুষ কোন দ্রব্য দেখিতে পায় না, সূর্য্যোদয় হইলে সব বস্তুই চক্ষুতে প্রকাশিত হয়। তদ্রূপ সাধু মহাত্মাগণের দর্শন ও যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গের ফলে মানুষের ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তখন তাহাদের ভগবৎ ভজনের আগ্রহ হয় এবং পরিণামে মুক্তি অথবা কৃষ্ণসেবা প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু কাহারও চক্ষুতে যদি অন্ধতা ব্যাধি থাকে, তাহা হইলে সে যেমন সূর্য্যোদয় হইলেও কোন দ্রব্যই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ প্রাক্তন বা আধুনিক বৈষ্ণব অপরাধ, নামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি থাকিলে মহাত্মাগণের কেবলমাত্র দর্শনে ভব বন্ধন ছিন্ন হয় না। তখন বিশেষ কৃপা আবশ্যক। চিকিৎসা দ্বারা অন্ধত্ব নিবারণ হইলে সূর্য্যোদয়ে যেমন সমস্ত বস্তু প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নারদের শাপরূপ কৃপার ফলে অপরাধ ক্ষয়ে তাহাদের ভববন্ধন মুক্তি ঘটে।

৪২। হে নলকূবর ও মণিগ্রীব, নারদের কৃপায় আমার প্রতি তোমাদের ভাব বা রতি (প্রেমের পূর্বাবস্থা) লাভ হইয়াছে, নতুবা তোমরা 'বাণীগুণানুকথনে' ইত্যাদি প্রার্থনা করিতে না। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন প্রবৃত্তি (গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা), ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব বা রতি এবং তৎপরে প্রেম লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎ কৃপায় অথবা সমচিত্ত মহাত্মাগণের কৃপায় সাধনানুষ্ঠান ব্যতীত ভাব

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বদ্ধোদূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১০

বা রতি লাভ হইতে পারে, যেমন গুহ্যকগণের হইয়াছিল। তোমরা আমার কথা চিন্তা করিতে করিতে স্বধামে গমন কর। আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে সেই ভাব তোমরা নারদের কৃপায় লাভ করিয়াছ। আর তোমাদের ভবভয় হইবে না।

৪৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীভগবান এইরূপ আজ্ঞা করিলে; তাহারা উভয়ে উদূখলে বাৎসল্য প্রেমরজ্জুবদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ পরিক্রমা এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অতঃপর তাঁহার সম্মতি গ্রহণ পূর্বক উত্তরদিকে তাহাদের বাসস্থান কৈলাস অভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি দশমস্কন্ধে দশম অধ্যায়।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥১
ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্ ॥২
উদূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং চ বালকম্।
কস্যেদং কুত আশ্চর্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥৩
বালা উচুরনেনেতি তির্যগ্‌গতমুদূখলম্।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥৪

১। অতি প্রাচীন ও সুবৃহৎ যমলার্জ্জুন বৃক্ষ যে ভীষণ শব্দে ভূপাতিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে যশোদা এবং অন্যান্য ব্রজস্থ নরনারীগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। গোবর্ধন পর্বতের সন্নিকটে যে ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছিল, সেই স্থান হইতে নন্দাদিগোপগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের তুল্য অতি ভয়ঙ্কর শব্দ ব্রজের দিকে শ্রবণ করিলাম। না জানি তথায় কি কাণ্ড হইতেছে। কোন দানবের কাণ্ডও হইতে পারে। এই মনে করিয়া তাঁহারা দ্রুতবেগে গোকুলের পথে ধাবমান হইলেন।

২-৩-৪-৫-৬। তাঁহারা নিকটে আসিয়াই দেখিলেন নন্দালয়ের প্রাঙ্গণ প্রান্তস্থিত অতি বৃহৎ অর্জুন বৃক্ষদ্বয় ভূপতিত হইয়াছে। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন—ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, বজ্রপাতও হয় নাই, মদমত্তহস্তীগণও আকর্ষণ করে নাই, তবুও কি কারণে এত প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভূপতিত হইল। ভূপতিত বৃক্ষের শাখাস্থিত ঘনপত্রের অন্তরালে দূউখলে আবদ্ধ কৃষ্ণকে প্রথম তাহারা দেখিতে পান নাই; দেখিলেও

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ।
বালস্যোৎপাটনং তর্বোঃ কেচিৎ সংদিগ্ধচেতসঃ ॥৫
উদূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্‌বদনো বিমুমোচ হ ॥৬

দুই বৎসরের শিশু দ্বারা এরূপ অসম্ভব ঘটনা ঘটিতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতেন না। গোপগণের আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য বালকগণ বলিতে লাগিল—কি প্রকারে বৃক্ষ ভূমিতে পতিত হইল, আমরা দেখিয়াছি, আপনারা শ্রবণ করুন। কৃষ্ণ উদূখলের সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল। এই বন্ধনাবস্থায় দুই বৃক্ষের মধ্য দিয়া সে অপর পার্শ্বে চলিয়া গেল, কিন্তু উদূখল তির্যগভাবে দুই বৃক্ষের কাণ্ডে লাগিয়া রহিল। তখন কৃষ্ণ বলপূর্বক আকর্ষণ করাতে এই বৃহৎ বৃক্ষ ভীষণ শব্দে ভূমিতে পতিত হইল। দুই বৎসরের শিশু কৃষ্ণ এক টুকরা ছোট রজ্জু দ্বারা আকর্ষণ করতঃ সুবৃহৎ বৃক্ষকে উৎপাটিত করিয়াছে শুনিয়া গোপগণ অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। তখন বালকগণ পুনরায় বলিল—আমরা সকলে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, আমরা আরও দেখিলাম দুইজন দেবপুরুষ বৃক্ষ হইতে বাহির হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং কিসব কথা বলিলেন, তৎপর উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন। ইহা বালকগণ বলিলেও বাৎসল্য স্নেহ বশতঃ নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণের কার্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ছিলেন তন্মধ্যে কেহ কেহ ভাবিলেন—এই বালক জন্মের পরে পূতনা রাক্ষসীকে বধ করিল, বৃহৎ শকট ভঙ্গ করিল, তৃণাবর্তও ইহার হস্তে নিহত হইল। এই ঘটনাও ইহা দ্বারা অসম্ভব না হইতে পারে। বালকগণের কথা শ্রবণমাত্র নন্দ সত্বর কৃষ্ণসমীপে গমন করতঃ কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিলেন, দেহে কোন আঘাত লাগিয়াছে কিনা। আঘাতচিহ্ন না দেখিয়া উদূখল হইতে রজ্জু মোচন করিলেন, তৎপর কৃষ্ণের উদরের বন্ধন মোচন করিয়া কৃষ্ণকে পুনঃপুনঃ চুম্বন এবং মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন মনে করিয়া

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥৭

নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিলেন। ভক্ত কৃষ্ণকে প্রেম রজ্জুতে বন্ধন করিলে, তাহা ভগবান নিজেও উন্মোচন করিতে পারেন না, ভক্তই তাহা করিতে পারেন। বন্ধন মুক্তি পূর্বক কৃষ্ণকে বলিলেন—বাপ, তুমি সর্বদা আমার ক্রোড় হইতে জননীর ক্রোড়ে যাইতে ভালবাস, কিন্তু দেখ জননী অল্প দোষে তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন এবং আমি তোমাকে মুক্ত করিলাম। এখন হইতে আমার ক্রোড়েই তুমি অধিক সময় থাকিও।

৭। বাল্যলীলা বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ কেবল যে পিতামাতার প্রেমাধীন তাহা নহে, মাতৃসমা অন্যান্য গোপীগণেরও প্রেমাধীনতা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এত প্রীতি ছিল যে তাঁহারা নিত্যই নিজ সন্তানগণকে লালন করিবার পূর্বে যশোদার গৃহে যাইতেন, কৃষ্ণকে দেখিতেন, ক্রোড়ে করিতেন, মস্তকাঘ্রাণ করিতেন, নিজগৃহ হইতে নবনীত প্রভৃতি কৃষ্ণের জন্য নিয়া যাইতেন। কৃষ্ণ হয়তঃ সমবয়স্ক বালকগণের সঙ্গে ক্রীড়ারত, হেনকালে কোন গোপী নিজগৃহ হইতে লাড্ডু নিয়া গিয়াছেন। তিনি দূর হইতে কৃষ্ণকে লাড্ডু দেখাইলেন। দেখামাত্রই কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া হাত পাতিয়া বলিতেছেন, 'দাও লাড্ডু'। সেই গোপী বলিতেছেন 'বাছা একটু নাচত দেখি, তোমাকে হাত ভরিয়া লাড্ডু দিব।' অমনি কৃষ্ণ নাচিতে লাগিলেন। দেবতাগণের নিবেদিত নৈবেদ্যও যিনি সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করেন না, তিনি একটি লাড্ডু যেন কখনো দেখেন নাই, সেইজন্য একটি লাড্ডুর জন্যই নাচিতে লাগিলেন। কোন গোপী হয়তঃ বলিলেন "বাছা নীলমণি, তুমি সুন্দর গাহিতে পার, একটু গান কর দেখি'। কৃষ্ণ বলিলেন 'গান করিলে কি দিবে?' তখন সেই গোপী বলিলেন, 'তোমাকে নবনীত ও ক্ষীর দিব।' অমনি কৃষ্ণ গান করিতে লাগিলেন, আর সেই গোপী হাতে

বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্ ।
বাহুক্ষেপং চ কুরুতে স্বানাং চ প্রীতিমাবহন্ ॥৮
দর্শয়ংস্তদ্‌বিদাং লোক আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্ ।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥৯

তালি দিয়া তাল দিতে লাগিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার সেবা করিতে সর্বদা প্রস্তুত সেই হরি সামান্য লাড্ডুর বা নবনীতের জন্য গোপীগণের নিকট দারুযন্ত্রবৎ কার্য করিতেন। প্রেমাধীনতাই ইহার একমাত্র কারণ।

৮। একদিন জনৈকা গোপী বলিলেন 'আমাদের নীলমণি সমস্ত দ্রব্যের নাম শিখিয়াছে। নাম বলিলেই ঐ দ্রব্য আনয়ন করিতে পারে। তখন একজন বলিলেন 'আচ্ছা বাপ আমার, একখানা পীঠ আন দেখি', অমনি কৃষ্ণ একখানা পীঠ উভয় হস্তে ধারণ করতঃ আনিতে লাগিলেন, উহা ভারী বোধ হওয়াতে নিজ উদরের উপর রাখিয়া আনিয়া দিলেন। গোপগণ জাতিকে বৈশ্য; গোরক্ষা ও কৃষিকার্য ইহাদের স্বধর্ম, ধান্য মাপিবার জন্য 'উন্মান' ইহারা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। একজন গোপী বলিলেন 'আমাকে কিছু ধান্য নিতে হইবে, তুমি উন্মান আন দেখি।' কৃষ্ণ অমনি ছুটিয়া গেলেন এবং একটি উন্মান নিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি গোপী কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করতঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এক গোপী বলিলেন, বাবা গোপাল আমার, তোমার পিতা এখনি যমুনা স্নান করিয়া গৃহে আসিবেন, তাঁহার পাদুকা আনিয়া এইখানে রাখ দেখি। অমনি কৃষ্ণ গৃহের অভ্যন্তর হইতে পিতার পাদুকা দ্বয় উভয় হস্তে বক্ষে ধারণ করিয়া নিয়া আসিলেন। কখনো কখনো অপেক্ষাকৃত একটু ভারী দ্রব্য আনিতে বলিলে কৃষ্ণ বাহু আস্ফোটন পূর্বক বলিতেন— এই দেখ আমি এখনই নিয়া আসিতেছি। এইভাবে শ্রীভগবান মাতৃসমা গোপীগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন।

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্বফলপ্রদঃ ॥১০
ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যং করদ্বয়ম্।
ফলৈরপূরয়দ্ রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥১১

৯। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম ঐশ্বর্য এবং পরিপূর্ণতম মাধুর্যের আশ্রয়। বশীকারিত্ব শক্তিকে ঐশ্বর্য বলা হয় এবং মনোহরত্ব শক্তিকে মাধুর্য বলে। ব্রজবাসী গোপগোপীগণের শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎবুদ্ধি নাই। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলাতে মুগ্ধ হইয়া থাকেন, কৃষ্ণও নানাবিধ বাল্যলীলা দ্বারা তাহাদের মনোহরণ করেন। শ্রীভগবানের লীলার অনেক উদ্দেশ্য থাকে। এই সমস্ত বাল্যলীলা দ্বারা তিনি ঐশ্বর্যজ্ঞাননিষ্ঠ ভক্তগণের নিকট প্রদর্শন করেন যে তিনি প্রেমবান ভক্তের অধীন। ব্রজবাসী পরিকর ভক্তগণের অধীন হইয়া ভজন করিলে তাঁহার লীলা মাধুর্য সেই ভক্তগণও আস্বাদন করিতে পারিবেন।

১০-১১। অগ্রহায়ণ মাস, গৃহাঙ্গণে স্তূপীকৃতধান্য রক্ষিত আছে। কোন এক দিবস পূর্বাহ্ণে শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গনে ধান্য দ্বারা স্তূপ করিতেছেন, পরে ভগ্ন করিতেছেন, পুনরায় স্তূপ করিতেছেন। এই ভাবে বাল্য লীলায় মগ্ন আছেন; হঠাৎ শুনিতে পাইলেন নিকটবর্তী রাস্তা হইতে এক ফল বিক্রয়িণী চণ্ডাল রমণী 'ফল নিবি গো' বলিয়া ক্রেতা গণকে আহ্বান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণের ফল আহার করিবার ইচ্ছা হইল। যিনি জ্ঞানীগণের ধ্যানের ফলদান করেন, যিনি যোগীগণের তপস্যার ফল, কর্মীগণের কর্মের ফল এবং সর্বজীবের শুভাশুভ সর্বকর্মের ফল প্রদান করেন, সেই সর্বফল দাতা শ্রীভগবান আজ ফলার্থী হইয়া এক চণ্ডাল রমণীর নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলেন। ফল ক্রয় করিতে হইলে মূল্য দিতে হইবে, কিন্তু তিনি কি মূল্য দিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। জননী গৃহ কর্মে ব্যস্ত আছেন, তাঁহার

নিকট হইতে মূল্য জানিতে গেলে বিলম্ব হইবে। ততক্ষণ হয়ত ফলওয়ালী দূরে চলিয়া যাইবে। এই মনে করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া ধান্য নিয়া দ্রুতগতি ফল ক্রয় করিতে চলিলেন। কৃষ্ণ দ্রুতগতি যাইতেছেন, অঞ্জলি ও অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া ধান্য ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। ধান্যই লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মনে করিলেন আমি বক্ষদেশে স্বর্ণরেখা রূপে অবস্থান করি। তাঁহার চরণ সেবার সুযোগ কখনো পাই না। আজ আমার বক্ষে তাঁহার চরণ রাখিব। এই মনে করিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত হইতে কৃষ্ণের গমন পথে অগ্রে অগ্রে ধান্যরূপী লক্ষ্মী অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ ধান্যের উপর মৃদু পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন তিনি ফল বিক্রয়িণীর নিকট পৌঁছিলেন—তখন উভয় হস্তের কনিষ্ঠ ও অনামিকার মধ্য স্থলে একটি করিয়া ধান্য অবশিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ রাস্তার নিকট গিয়াই সেই ফলওয়ালীকে ডাকিলেন—ও ফলওয়ালী, আমি ফল ক্রয় করিব। আমাকে ফল দিয়া যাও। ফলওয়ালী এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর কখনো শ্রবণ করে নাই। সে চাহিয়া দেখিল একটি অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ শিশু অঙ্গের জ্যোতিতে চতুর্দিক আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বালকের কুঞ্চিত কেশরাশি মস্তকের উপরে ঝুঁটি করিয়া বাঁধা, আকর্ণ বিস্তৃত আয়ত চপল নয়ন, চরণে নূপুর, কটিতে কিঙ্কিণী। ধূলি মাখা অঙ্গ মধুর হইতেও সুমধুর। সে তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া ফলের ঝুড়ি মস্তক হইতে নামাইয়া বালকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে ভাবিতে লাগিল—এই বালকের মাতা এত ভাগ্যবতী, আমি অস্পৃশ্যা চণ্ডালিনী, কিন্তু এ বালককে আদর করিতে কত ইচ্ছা হয়! কৃষ্ণ বলিলেন—ফলওয়ালী, তুমি কি আমাকে ফল দিবে? আমি মূল্য স্বরূপ কিছু ধান্য আনিয়াছিলাম, কিন্তু অঞ্জলি হইতে গলিয়া সমস্ত ধান্য পড়িয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র একটি বা দুইটি ধান্য অবশিষ্ট আছে। ফলওয়ালী বলিল—বাবা, এই সমস্ত ফলই তোমার। তোমাকে কোন মূল্য দিতে হইবে

না। একবার কি আমার কোলে আসিবে বাবা? আমাকে চণ্ডালিনী বলিয়া ঘৃণা করিবে নাত? কৃষ্ণ বলিলেন—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলেই আমাদের নিকটে সমান। যে আদর করিয়া ডাকে তাহার নিকটেই আমি যাই। এই বলিয়া কৃষ্ণ সেই ফলওয়ালীর কোলে উঠিলেন। চণ্ডাল রমণী শিশুকে বক্ষে ধারণ করিয়া মনুষ্য জন্ম সফল করিল। পাছে কেহ দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলে এই ভয়ে সেই ফলওয়ালী কৃষ্ণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। আনন্দে তাহার নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিলেন—ফলওয়ালী মাই, তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ? সে উত্তর করিল—তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি ইহাই আমার দুঃখ। কৃষ্ণ বলিলেন, 'আমাকে আদর করিয়া ডাকিলেই পাওয়া যায়।' ফলওয়ালী তখন বলিল 'বাবা, তোমার ক্ষুদ্র দুইটি হস্তে কত ফল ধরিবে? একটা ঝুড়ি আনিলে সবই তোমাকে দিতাম।' কৃষ্ণ তখন ঝুড়ির উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—'আমার হাতে যতটা ধরে ততটা ফল দাও।' সেই চণ্ডালিনী একে একে কৃষ্ণের দুইটি ক্ষুদ্র হস্তে সমস্ত ফলই তুলিয়া দিল। কৃষ্ণের হস্তস্থিত একটি বা দুইটি ধান্য ঝুড়িতে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ ফলসহ গৃহে আসিলেন, আর সেই রমণী শূন্য ঝুড়ি মস্তকে করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে গৃহে গমন করিতে লাগিল। তাহার মানব জন্ম সার্থক মনে হইতে লাগিল। গৃহের নিকটে যাইতেই শূন্য ঝুড়ি ভারী মনে হইতে লাগিল। গৃহে প্রবেশ করিয়া ঝুড়ি নামাইতেই দেখিতে পাইল বহু মণি মাণিক্য ঝুড়ি ভর্তি হইয়া আছে। রমণী কেবল ঐ শিশুর সুন্দর মুখের কথা, সুগন্ধী অঙ্গের স্পর্শের কথা ও সুমধুর বাক্যের কথা মনে করিতে লাগিল। তাহাকে আর দ্বারে দ্বারে ফল বিক্রয় করিতে হইবে না। ঐ সুন্দর শিশুর কথা স্মরণই তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া রহিল।

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জুনমথাহ্বয়ৎ ।
রামং চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্ ॥১২
নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলা ॥১৩
ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্ ।
যশোদাঽজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥১৪
কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব ।
অলং বিহারৈঃক্ষুৎক্ষান্তক্রীড়াশ্রান্তোঽসি পুত্রক ॥১৫

১২। যমলার্জুন ভঞ্জনের দুই তিন দিন পর একদিন কৃষ্ণ ও বলরাম বয়স্য গোপবালকগণ সঙ্গে যমুনাতীরে ক্রীড়া মত্ত ছিলেন। তাহাদের ভোজনের বেলা অতীত প্রায়, তবুও গৃহে প্রত্যাগমন করেন নাই। যশোদা রন্ধন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এজন্য তিনি কৃষ্ণ বলরামকে আনিবার জন্য রোহিণীকে প্রেরণ করিলেন। রোহিণী যমুনা তীরে ক্রীড়া স্থলের নিকটে গমন করিয়া রামকৃষ্ণ উভয়কে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা ক্রীড়ামত্ততা হেতু কোন উত্তর করিলেন না বা আসিলেন না।

১৩। বাল ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া পুত্রগণ যখন কিছুতেই আসিলেন না, তখন রোহিণী গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক অধিকতর বাৎসল্যবতী যশোদাকে বলিলেন—যশোদে, তুমি না গেলে উহারা আসিবে না, আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারি নাই। তোমার গৃহকার্য বরং ততক্ষণ আমি করিব।

১৪। পুত্রকে দূর হইতে দেখা মাত্রই যশোদার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। পাছে নিকটে গেলে দূরে পলায়ন করে, এই ভয়ে কিঞ্চিৎ দূরেই রহিলেন। ভোজন কাল অতিক্রান্ত প্রায় দেখিয়া বলরাম ও অন্যান্য বালকগণসহ ক্রীড়ারত কৃষ্ণকে মা যশোদা পুনঃপুনঃ আহ্বান করিতে লাগিলেন।

১৫ হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে কমলনয়ন বাপ আমার, অধিকক্ষণ

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দন।
প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥১৬
প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥১৭
ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতো বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥১৮

ক্রীড়াহেতু তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, আবার অধিক বেলাহেতু ক্ষুধার্ত হইয়াছ। যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আর খেলিতে হইবে না। স্তন্য পান কর, শীঘ্র এস।

১৬। যখন কৃষ্ণ আসিলেন না, তখন মা যশোদা ভাবিলেন বলরাম আসিলে হয়তঃ কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে আসিবে, এই মনে করিয়া তিনি বলরামকে আহ্বান করিতেছেন। বৎস বলরাম, তুমি আমাদের বংশের আনন্দদাতা, অতি প্রত্যুষে সামান্য আহার করিয়াছ, এত বেলা হইয়াছে, নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষুধার্ত। ছোটভাইটিকে নিয়া সত্বর আসিয়া ভোজন কর।

১৭। বলরামও কোন উত্তর না দেওয়াতে মা যশোদা পুনরায় বলিতেছেন—হে দাশার্হ (যদুকুলভূষণ), ব্রজেশ্বর ভোজন করিতে বসিয়া তোমাদের অপেক্ষা করিতেছেন। বিলম্বে তাঁহার কষ্ট হইবে। অতএব আমাদের সুখের জন্যও তুমি ছোটভাইটিকে নিয়া সত্বর আইস। রামকৃষ্ণ কেহ না আসাতে যশোদা ভাবিলেন, ক্রীড়াসঙ্গী বালকগণ চলিয়া গেলে ইহারা সত্বর আসিবে। এই মনে করিয়া অন্যান্য বালক গণকে বলিতেছেন—হে বালকগণ, তোমরা সকলেই অবশ্য ক্ষুধার্ত হইয়াছ। তোমাদের মাতাগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অপেক্ষা করিতেছেন, তোমরা এখন গৃহে গমন কর। অপরাহ্নে আবার আসিয়া আনন্দে নানাবিধ ক্রীড়া করিবে।

১৮-১৯। যশোদার বাক্যে অন্যান্য বালকগণ ক্রীড়া করিতে

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্।
ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥১৯
ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥২০

ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদিগকে আরো ক্রীড়া করিতে অনুরোধ করাতে পুনরায় সকলের ক্রীড়া চলিতে লাগিল। তখন যশোদা কৃষ্ণকে পুনরায় আহ্বান করিতেছেন, গোপাল আমার, বাপ আমার, তুমি সর্বাঙ্গে ধূলি মাখিয়াছ। শীঘ্র আইস, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, আজ তোমার জন্ম-নক্ষত্র তোমার অঙ্গ মার্জন করিয়া স্নান করাইয়া দিব। ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা করিতেছেন, স্নানান্তে ব্রাহ্মণগণকে তুমি নিজ হস্তে অনেকগুলি গাভী দান করিবে। আর ঐ দেখ, তোমার সঙ্গী বালকগণ তাহাদের জননী কর্তৃক স্নাত ও অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দর সাজ পরিয়া আসিয়াছে। তুমি সত্বর আমার সঙ্গে গৃহে চল। স্নানাহার করাইয়া সুন্দর ভাবে মণিমুক্তাদ্বারা সজ্জিত করিয়া দিব। তখন ইহাদের সঙ্গে পুনরায় ক্রীড়া করিতে পারিবে।

২০। হে নৃপ, যশোদা পুনঃ পুনঃ এইরূপে আহ্বান করাতে তাহাদের ক্রীড়া বিরত হইল, কিন্তু তাহারা ক্রীড়াস্থলেই বসিয়া রহিলেন। তখন সেই পরম বাৎসল্য প্রেমবতী মা যশোদা নিজেই যমুনাতীরে ক্রীড়া স্থলে গমন করিলেন, এবং যিনি স্বরূপে, সৌন্দর্যে, বীর্যে, ঐশ্বর্যে, মাধুর্যে ও করুণায় সর্বশ্রেষ্ঠ, ভব-বিরিঞ্চি প্রমুখ দেবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার চরণধূলি প্রার্থনা করেন, সর্বচূড়ামণি স্বয়ং ভগবানকে নিজ গর্ভজাত পুত্র মনে করিয়া এক হস্তে বাহুতে ধারণ করিলেন এবং অপর হস্তে ভগবদভিন্নতনু বলরামকে ধারণ পূর্বক নিজ গৃহে আনয়ন করিলেন। এখানে ভগবানকে অচ্যুত বলা হইয়াছে। তিনি স্বতন্ত্র

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে ।
নন্দাদয়ঃ সমাগম্য ব্রজকার্যমমন্ত্রয়ন্ ॥২১
তত্রোপনন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্ রামকৃষ্ণয়োঃ ॥২২
উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥২৩

হইলেও তাঁহার ভক্তবৎসলতা ও প্রেমাধীনতা গুণগুলি সর্বসময়েই তাঁহাতে থাকে। যশোদা রামকৃষ্ণকে গৃহে আনিলেন, স্নানাহার করাইলেন, অলঙ্কারাদি পরিধান করাইলেন, এবং জন্মনক্ষত্র হেতু গাভী দান প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য করাইলেন।

২১। উপনন্দ, নন্দ, এবং অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ গোপগণ পূতনা উপদ্রব হইতে আরম্ভ করিয়া শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত বধ, যমলার্জুন ভঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত তাহাদের বাসস্থান মহাবনে হইতেছে দেখিয়া ব্রজের মঙ্গল উদ্দেশ্যে ব্রজরাজ সভাতে আসিয়া মিলিত হইলেন।

২২। ব্রজরাজ নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপনন্দ রাজমন্ত্রী। তিনি সকলের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী; বিশেষতঃ কৃষ্ণ-বলরামের পরম হিতৈষী, এবং দেশ, কাল ও অর্থতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের অবস্থা, নিরাপত্তা, জীবিকা ব্যবস্থা, বিভিন্ন দ্রব্যাদি কোথায়, কোনসময়, লভ্য হয় ইত্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। সকলে এইজন্য তাঁহার মত জানিতে চাহিল।

২৩। উপনন্দ তখন বলিলেন—আমাদের এই গোকুলে কিছুদিন যাবৎ নানা উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের প্রাণসম এই বালকদ্বয় বিশেষতঃ কনিষ্ঠ কৃষ্ণের প্রাণ বিনষ্ট করাই এইসমস্ত উপদ্রবের লক্ষ্য। সুতরাং গোকুলের হিতৈষী আমাদের সকলের কর্তব্য এই স্থান ত্যাগ করা।

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্ রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥২৪
চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥২৫
যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্ ॥২৬
যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্ বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥২৭
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥২৮

২৪-২৫-২৬-২৭। এই যে নন্দের ক্রোড়স্থিত বালক, কোন ভাগ্যের ফলে বালঘ্নী পূতনা রাক্ষসীর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এবং আমাদের কুলদেবতা নারায়ণের কৃপাতে মহাশকটখানি উল্টাইয়া উহার উপরে পতিত হয় নাই, সন্নিকটে পড়িয়াছিল। তৃণাবর্ত্ত অসুর উহাকে আকাশে লইয়া গিয়াছিল, এবং তথা হইতে প্রস্তরোপরি পতিত হইয়াছিল। উহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় ছিল না, কেবল মাত্র সর্ব দেবগণেরও অধিপতি মহাবৈকুণ্ঠেশ্বরই উহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুবৃহৎ ও অতি প্রাচীন অর্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যস্থলে থাকিয়াও ঐ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত হইয়া পতনকালে যে এই বালক বা তাহার সঙ্গীগণের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, এ কেবল শ্রীভগবান্ অচ্যুতের কৃপা ভিন্ন অন্য কিছুতেই নহে। সুতরাং অসুরাদি অথবা অন্য কোন কারণ জনিত উপদ্রব পুনরায় আপতিত হইবার পূর্ব্বেই, এই রাম-কৃষ্ণ ও অন্যান্য শিশুগণ এবং আত্মীয়স্বজন ও অনুচরগণ সহ অন্যত্র নিরাপদ স্থানে আমাদের গমন করা সঙ্গত হইবে।

২৮-২৯। গোকুল বা মহাবন হইতে অনতিদূরে বৃন্দাবন নামক এক অতি রমণীয় স্থান আছে। বৃন্দাদেবী ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এইজন্য ইহার নাম বৃন্দাবন। বৃন্দাবন বহু কোমল তৃণ-লতা পূর্ণ

তত্তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মা চিরম্ ।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥২৯
তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযুঃ রূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥৩০

স্থান, স্বচ্ছ পানীয় জলপূর্ণ বহু জলাশয়, যমুনার বৃহৎ পুলিন রহিয়াছে ; এইজন্য গবাদি পশুগণের পক্ষে ইহা অতি উত্তম ও হিতকর। কেবল পশুদিগের জন্য নহে, আমাদের বাসস্থানের পক্ষেও ইহা উপযোগী। এই গোকুল সঙ্কীর্ণ স্থান হেতু বাসস্থানগুলি পরস্পর অতি নিকটবর্তী, গোপীবৃন্দের স্বচ্ছন্দ চলাচলের পক্ষে অসুবিধাজনক, কিন্তু বৃন্দাবন প্রশস্ত হেতু চলাচলের ও বাসস্থানের পক্ষে আরামদায়ক। নিকটে গিরিরাজ গোবর্ধন বর্তমান। ইহা হরিদেবের স্থান হেতু অতি পবিত্র। মহাবন বহুদিন যাবত জনপূর্ণ হেতু বৃক্ষাদির অপ্রতুলতা হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু বৃন্দাবন নূতন বসতি হইবে এজন্য বৃক্ষাদি বহু সংখ্যাতে তথায় রহিয়াছে। আমাদের প্রাচীন রাজধানী নন্দীশ্বর যাওয়া নিরাপদ নহে, কারণ যে অরিষ্টাসুরের ভয়ে আমরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া গোকুলে আসিয়াছিলাম, সেই অরিষ্টাসুর বর্তমানে তথায় অবস্থান করিতেছে। এই বৃন্দাবন মহাবন ও নন্দীশ্বরের মধ্যবর্তী স্থান। বৃন্দাবনে ভাণ্ডীর নামক বনস্পতি আছে, যাহার শিখর গগনস্পর্শী ও নয়ন সুখকর। বৃহৎ গৌতমীয়ে বৃন্দাবনকে হরির দেহ এবং কালিন্দীকে অমৃতবাহিনী সুষুম্না আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আদি-বরাহ পুরাণে বৃন্দাবনস্থ কালিয় হ্রদ প্রভৃতি কতিপয় তীর্থের উল্লেখ আছে মথুরা যেমন কেশবদেবের স্থান হেতু তীর্থ, বৃন্দাবনও তেমনি গোবিন্দদেবের অধিষ্ঠান হেতু তীর্থ। আপনারা সকলে যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া অদ্যই গোধন অগ্রে করতঃ আমরা তথায় রওয়ানা হই। সকলের মত হইলে গোশকট এখনই প্রস্তুত করুন।

৩০। উপনন্দের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব-গোপগণ এক

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্বোপকরণানি চ ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥৩১
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য সর্বতঃ ।
তূর্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥৩২
গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ ।
কৃষ্ণলীলা জগুঃ প্রীতাঃ নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ॥৩৩
তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে ।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ॥৩৪

বাক্যে 'ইহা অতি উত্তম কথা', 'সাধু', 'সাধু' বলিলেন। সকলে তখনই নিজ নিজ গোধন একত্রিত করিলেন এবং গৃহস্থিত উপকরণাদি শকটে স্থাপন পূর্বক বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

৩১-৩২। হে রাজন্, গোপগণ বৃদ্ধগণকে, শিশুগণকে, স্ত্রীগণকে, এবং গৃহদ্রব্য সামগ্রীসমূহ গোশকটে আরোপণ করাইলেন, অতঃপর গবাদি পশুগণকে অগ্রে করিয়া আকস্মিক বিপদ হইতে রক্ষা জন্য শরাসন ধারণ করিয়া পুরোহিতগণকে সঙ্গে করতঃ শিঙা বাজাইতে বাজাইতে ও উচ্চ তূর্যধ্বনি করিতে করিতে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

৩৩। শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যবতী গোপরমণীবৃন্দ উত্তম বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া শকটসমূহে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গলদেশে পদক শোভিত মণিময় হার এবং কুঙ্কুমের পত্রলেখাতে কুচযুগল সুশোভিত ছিল। তাঁহারা পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন।

৩৪। ব্রজরাজ মহিষীর উপযুক্ত এক বৃহৎ এবং সুশোভিত শকটে যশোদা ও রোহিণী কৃষ্ণ-বলরাম সহ আরোহণ করিলেন। কৃষ্ণ-বলরামের রূপে শকটের অভ্যন্তর দীপ্তিময় হইয়াছিল। মাতৃদ্বয় কখনো কখনো কৃষ্ণের সুমধুর বাল্যলীলা পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। কখনো কখনো কৃষ্ণ-বলরামের সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিতেছিলেন।

বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্ ।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্ধচন্দ্রবৎ ॥৩৫
বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতী রামমাধবয়োর্নৃপ ॥৩৬

৩৫-৩৬। বৃন্দাবন সর্ব-ঋতুতেই আনন্দদায়ক। বৃন্দাবনের যতই নিকটবর্তী হইতেছেন ততই প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম দৃষ্ট হইতেছে। অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'মা ইহা কোন্ বৃক্ষ? এত বড় শাখাপ্রশাখা পত্র, এত উচ্চ বৃক্ষ ত আর দেখি নাই।' মা বলিলেন—'বাবা ইহা অশ্বত্থ বৃক্ষ।' জটাজুটধারী বৃক্ষ দেখিয়া কৃষ্ণ আবার বলিতেছেন—'বহু জটা ধারণ করিয়া ইহা কোন্ বৃক্ষ?' মা বলিলেন—'ইহা বট বৃক্ষ।' ময়ুর দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ওমা, কি সুন্দর পাখী, কি সুন্দর পুচ্ছ, কি সুন্দর নৃত্য করিতেছে, ইহার নাম কি?' মা বলিলেন—'ইহার নাম ময়ুর।' কৃষ্ণ আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ওই উচ্চ বৃক্ষশাখে মানুষের মত কথা বলিতেছে; ইহার নাম কি?' মা যশোদা বলিলেন—'ইহা শুক পাখী'। এইভাবে আনন্দে যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। যমুনা এখানে পার হইতে হইবে। প্রথমে গো মহিষাদি পশুবৃন্দকে অপর পারে নীত করিবার পর শর, বংশ প্রভৃতি সাহায্যে অনেকগুলি ভেলা প্রস্তুত করিয়া পরস্পর সংলগ্নকরতঃ ভাসমান সেতু নির্মিত হইল এবং উহার উপর দিয়া সকলে দ্রব্য সামগ্রীসহ যমুনা পার হইলেন। তৎপরে কালিয় হ্রদের এক যোজন উত্তরে বৃন্দারণ্যে তাহারা বাসস্থান স্থির করিলেন। তথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শকট সমূহ সন্নিবেশ করা হইল। অর্দ্ধচন্দ্রের সম্মুখ ভাগে গবাদি পশু, পশ্চাৎ ভাগে দ্রব্য সামগ্রী এবং মহিলা বৃন্দ। চতুষ্পার্শে বলিষ্ঠ গোপগণ শরাসন হস্তে প্রহরা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। পরদিনে কণ্টক লতা, কণ্টক বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা আবেষ্টন করা হইল। মধ্যস্থলে রাজগৃহ, নিকটে মন্ত্রী, রাজ পুরুষ প্রভৃতির গৃহ; অন্যান্য দিকে

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলাবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥৩৭

গোপ বৃন্দের গৃহ নির্মিত হইল। বৃন্দাবনের উত্তর দিকে গোবর্দ্ধন, ইহা হরিদেবের স্থান। দক্ষিণে কালিয় হ্রদ। মথুরা অনতি দূরে হইলেও এই স্থান নির্জন, ভূমি উর্বরা, বাসোপযোগী। প্রথম যে স্থানে বাসস্থান স্থির হইল, তাহা দৈর্ঘ্যে দুই যোজন ও প্রস্থে এক যোজন। নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদে ও সৌন্দর্যে শোভিত বৃন্দাবন, গিরি গোবর্দ্ধন এবং বিস্তৃত যমুনাপুলিন দৃষ্টে রাম ও মাধব অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। বৃন্দাবনে বিবিধ পুষ্প, কল্পবৃক্ষ, নানাবিধ পশুপক্ষী, গোবর্দ্ধন পর্বতে পীঠ, পর্যঙ্কাদি সদৃশ প্রাকৃতিক প্রস্তর, শীতগ্রীষ্মে তুল্য আরামদায়ক গুহা, শীতল নির্ঝর, এবং যমুনাপুলিনে কর্পূরধবল মৃদু বালুকারাশি দেখিয়া, ইহা বিহারের উপযুক্ত স্থান মনে করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাই আনন্দ লাভ করিলেন।

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ মহাবনে বা গোকুলে দুই বৎসর তিন মাস অবস্থান করিয়া ছিলেন। এই সময় মধ্যে নানাবিধ বাল্যলীলা যথা পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, নামকরণ, রিঙ্গন, তৃণাবর্তবধ, প্রথম বিশ্বরূপ প্রদর্শন, গোপীগণের নিকট হইতে লড্ডুকাদি প্রাপ্তি, এবং তাহাদের সম্মুখে নৃত্য, গীত দ্বারা তাহাদের মনোরঞ্জন, ধান্য দ্বারা ফল ক্রয়, গোবৎসপুচ্ছগ্রহণ, মৃত্তিকা ভক্ষণ, দ্বিতীয় বিশ্বপ্রদর্শন, দধিদুগ্ধচৌর্য, দামবন্ধন, যমলার্জুন ভঞ্জন, সরিত্তীর গমন, অতঃপর বৃন্দাবন গমন। বৃন্দাবনে গমন করিবার পরও নানাবিধ বাল্যলীলা ও সুমধুর বাক্যদ্বারা ব্রজজনগণকে আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। আরও কতিপয় মাস পরে শ্রীকৃষ্ণ মধ্য কৌমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থ বর্ষ আরম্ভে তিনি বেগে ধাবন, বৃক্ষাদি আরোহণ, গোগণের শৃঙ্গ ধারণ, প্রভৃতি কৌমার চাপল্য আরম্ভ করিলেন। নন্দ গোচারণে গেলে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। তখন পিতা উভয়কে ক্রোড়ে করতঃ

ক্বচিদ্ বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ ।
ক্বচিৎ পাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥৩৮
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥৩৯

কিছুদূর গমনানন্তর গৃহে বালকদ্বয়কে রাখিয়া তৎপর গোষ্ঠে গমন করেন। কৃষ্ণের গোচারণে আগ্রহ এবং গোগণের প্রীতি দর্শন করিয়া নন্দ উভয় ভ্রাতাকে গোষ্ঠে পাঠাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু যশোদা কিছুতেই সম্মত হন না। তিনি বলেন—এই দুধের ছেলের পক্ষে কি গোচারণ সম্ভব ? শৃঙ্গের আঘাত লাগিলে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। আমার প্রাণ থাকিতে কিছুতেই গোষ্ঠে যাইতে দিব না। নন্দ নানাভাবে প্রবোধ দিলেন, বলিলেন—ইহা আমাদের গোপজাতির স্বধর্ম, ইহা ত্যাগ করা যায় না। কোন ভয় নাই। ছেলেরা কেবল গোবৎস চরাইবে, গ্রামের নিকটে থাকিবে। গৃহ হইতে তাহাদের শিঙ্গাধ্বনি শ্রবণ করা যাইবে। অতঃপর যশোদা সম্মত হইলেন। তখন শুভদিন নির্বাচন করিয়া ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচনান্তর কৃষ্ণ বলরাম প্রথম গোবৎস চারণ আরম্ভ করিলেন।

৩৮। কৃষ্ণ বলরাম বৎসচারণ করিবেন জানিয়া, তাহাদের সমবয়স্ক ক্রীড়াসঙ্গী বালকগণের পিতা মাতাও নিজ নিজ সন্তানগণকে গোবৎস চারণ করিতে কৃষ্ণ বলরামের একসঙ্গে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসস্থান ব্রজভূমি হইতে অল্পদূরে তৃণাচ্ছাদিত স্থানে গোবৎস নিয়া সকলে যাইতেন। মাতৃগণ নিজ নিজ বালককে ভোজন, বিচিত্র বসনভূষণ পরিধাপন, অনন্তর বেত্র, বংশী, শৃঙ্গ, গোবৎস বন্ধন রজ্জু সহ প্রত্যহ বৎসচারণে প্রেরণ করিতেন। তাহাদের কৃত বংশী ধ্বনি ও শৃঙ্গরব গৃহ হইতে মাতৃগণ শ্রবণ করিতেন।

৩৯-৪০। গোষ্ঠে গমন করিয়া নানাবিধ কৌমারোচিত ক্রীড়া ও লীলারসে সকলে আনন্দাস্বাদন করিতেন। কোন কোন সময় বংশী

বৃষায়মাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥৪০
কদাচিদ্ যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥৪১
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥৪২

বা শৃঙ্গ বাদন করিতেন। কেহ কেহ তালে তালে নৃত্য করিতেন, কখনো বা আমলকী, উডুম্বু, গুবাক, প্রভৃতি ফল ক্ষেপণযন্ত্রে দূরে নিক্ষেপ করিতেন। যে যত অধিক দূরে নিক্ষেপ করিতে পারিত. তাহারই জয় হইত। কখনো বা চরণে নূপুর পরিধান করতঃ নৃত্য করিতেন, কোন কোন সময় হস্তপদ দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিয়া ও কম্বলাদি গাত্রাবরণে অঙ্গ আচ্ছাদন পূর্বক বৃষরূপে সজ্জিত হইতেন। এইরূপে দুইজন কৃষ্ণ সাজিয়া মস্তকে মস্তকে ঠেলাঠেলি পূর্বক যুদ্ধের অনুকরণ করিতেন। কখনো ব্যাঘ্র, সিংহ, শৃগাল, কুকুর এবং বিভিন্ন পক্ষীর ধ্বনি অনুকরণ করিয়া গর্জন বা কূজন করিতেন। স্বয়ং ভগবান নরশিশুরূপে প্রাকৃত বালকগণের ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতির ইহা এক মাধুর্যময়ী লীলা।

৪১-৪২। কোন একদিন যমুনাতীরে রামকৃষ্ণ বয়স্যগণ সহ বৎস চারণ এবং নানাবিধ ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সময় এক দৈত্য কৃষ্ণকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে গোবৎসরূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য বৎসগণ মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। দুষ্কৃতকারীগণের প্রাণহরণকারী হরি, গোবৎসরূপী অসুরকে নিজ ঐশী শক্তিবলে চিনিতে পারিলেন, এবং বলদেবকে ইঙ্গিতে জানাইয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, ব্যবহারে ইহাই বুঝাইয়া আস্তে আস্তে গোবৎস গণের নিকট গমন করিয়া তাহাদের পৃষ্ঠদেশে ও পুচ্ছে হস্ত মার্জন দ্বারা আদর করিতে লাগিলেন।

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলমচ্যুতঃ ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্ গতজীবিতম্ ॥৪৩
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥৪৪
তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্বলোকৈকপালকৌ ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥৪৫

৪৩। এইভাবে প্রত্যেক গোবৎসের পৃষ্ঠে হস্ত মার্জন করিতে করিতে ভগবান ক্রমশঃ অসুরের নিকটবর্তী হইতেছিলেন। অসুর ভাবিল আমার সুযোগ হইতেছে। এই বালক ক্রমশঃ আমার নিকটবর্তী হইলেই প্রথমে পদাঘাত পূর্বক ভূমিতে পাতিত করিব ও তৎপরে প্রাণবিনাশ করিব। শ্রীভগবান প্রস্তুত হইয়াই আসিতে-ছিলেন। অসুরের নিকটবর্তী হইতেই অসুর যেমন পশ্চাৎপদ উত্তোলন করিল, অমনি ক্ষিপ্রহস্তে তিনি উভয়পদ লাঙ্গুলসহ ধারণ পূর্বক শূন্য মার্গে ঘুরাইতে লাগিলেন। ইহাতেই অসুরের প্রাণান্ত হইল। অসুর মায়া দ্বারা বৎস রূপ ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুকালে সেই মায়া রক্ষা করিতে পারিল না, তাহার অসুর রূপ প্রকট হইল। শ্রীভগবান অসুরের বিশাল দেহ সম্মুখস্থ কপিত্থ বৃক্ষাগ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মৃতদেহের আঘাতে বহু কপিত্থফল ভূমিতে পতিত হইল এবং অসুরের মৃতদেহও পতিত হইল।

৪৪। এই ঘটনা দৃষ্টে বয়স্য বালকগণ আশ্চর্যান্বিত হইল এবং সকলে একযোগে বলিতে লাগিল—কৃষ্ণ, ভাই, তুমি অতি উত্তম কার্য করিয়াছ। তুমি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইত না। এই ভাবে কৃষ্ণকে সাধুবাদ দিতে লাগিল, স্বর্গ হইতে দেববৃন্দও শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৪৫। অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের শাসনকর্তা কৃষ্ণ বলরাম দুই ভ্রাতা গোবৎসপালকরূপে প্রাতঃভোজন সমাপ্ত পূর্বক বৃন্দাবনে গোবৎস চারণ ছলে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা ।
গত্বা জলশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥৪৬
তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্ ।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥৪৭
স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্ ।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্ বলী ॥৪৮
কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥৪৯

৪৬-৪৭। একদিন কৃষ্ণ বলরাম গোপবালকবৃন্দসহ পিপাসার্ত হইয়া নিকটবর্তী জলাশয় সমীপে গমনপূর্বক বৎস সমূহকে জলপান করাইয়া নিজেরাও জলপান করিলেন। যে জলাশয়ে সকলে জলপান করিয়াছিলেন, তাহা নন্দীশ্বর পর্বতের পূর্বদিকে। এখনো ইহা বকস্থল নামে পরিচিত। সকলে জলপান করিয়া তীরে উঠিয়া জলাশয়ের নিকটে একটি অতি অদ্ভুত ও অতি বৃহৎ প্রাণীকে দেখিতে পাইলেন। এই প্রাণী এত বৃহৎ যে মনে হয় যেন কোন পর্বতের শৃঙ্গ দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বত শীর্ষ হইতে চ্যুত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

৪৮। সেই বৃহৎ জন্তুটি বকরূপধারী বক নামক মহাদৈত্য। সেই মহা বলবান অসুর অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিয়া তাহার তীক্ষ্ণ চঞ্চু ব্যাদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। স্বয়ং ভগবানকে গ্রাস করা অসুরের পক্ষে সম্ভব নহে, ইহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ দুর্বিতর্ক্য বিচিত্র মহালীলার্ণবরূপে প্রসিদ্ধ। কখন যে কি অভিপ্রায়ে কি লীলা তিনি করেন, তাহা অপরের বুদ্ধির অগম্য। হয়ত তিনি গ্রস্ত হইলে বয়স্যগণ কি করেন, ইহা দেখিয়া কৌতুক করিবার ইচ্ছাও হইতে পারে।

৪৯। কৃষ্ণকে বকাসুর গ্রাস করিয়াছে দেখিয়া বলরাম এবং অন্যান্য বয়স্য বালকবৃন্দ প্রাণহীন দেহেন্দ্রিয় তুল্য অচৈতন্য হইয়া

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্-
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্‌গুরোঃ।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥৫০

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্ দিবৌকসাম্ ॥৫১

পড়িলেন। বলরাম ভগবত্ত্ব হেতু শ্রীভগবানের মহিমা অবগত ছিলেন, কিন্তু স্নেহব্যাকুলতা বশতঃ জ্ঞান কর্মশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। দ্বারকালীলাতে রুক্মিণীহরণ কালে স্নেহাধিক্যবশতঃ বলরামের ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয়। তিনি বহু সৈন্য সামন্তসহ কৃষ্ণের সাহায্যে গমন করিয়াছিলেন।

৫০। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পিতা নন্দনন্দন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে গলাধঃকরণের ক্ষমতা অসুরের কি প্রকারে হইবে? কৃষ্ণ মুখবিবরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অসুরের তালুমূল জ্বলন্ত অগ্নিবৎ দগ্ধ হইতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে পারিলনা। উদ্‌গিরণ পূর্বক কৃষ্ণকে বহির্গত করিয়া দিল। শ্রীকৃষ্ণ অক্ষত দেহে মুখ হইতে নির্গত হইয়াছেন দেখিয়া, সেই বকাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে বধ করিবার ইচ্ছায় কৃষ্ণ সমীপে দ্রুত গমন করিল।

৫১। ভক্তগণের রক্ষাকর্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন কংসের সখা বকাসুর তাঁহাকে আক্রমনোদ্যত হইয়াছে। অমনি তিনি উভয় হস্তদ্বারা অসুরের উভয় চঞ্চু সবলে ধারণ করিলেন এবং বালকগণের চক্ষুর সম্মুখে বকাসুরের দেহ তৃণবৎ দুই অংশে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া স্বর্গবাসী দেবগণ আনন্দিত হইলেন।

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥৫২

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবৈন্দ্রিয়ো গণঃ ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্বৃতাঃ
প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥৫৩

৫২। সুরলোক বাসী দেববৃন্দ নন্দনকাননজাত মল্লিকাদি পুষ্প বকাসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং শঙ্খ, আনক প্রভৃতি বাদ্যসহ তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গোপবালকবৃন্দ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। আমাদের সখা কৃষ্ণকে স্বর্গের দেবতাগণ পূজা করেন, স্তব করেন, ইহা আশ্চর্যের এবং আমাদের গৌরবের বিষয়।

৫৩। বলরাম ও অন্যান্য ব্রজ বালকবৃন্দ ইতঃপূর্বে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ বকমুখ হইতে নির্গত হইবার পর, তাহাদের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলেও তাহাদের উঠিবার শক্তি ছিলনা। তাহাদের দৃষ্টির সম্মুখেই বকাসুর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইল এবং দেবতাগণ কৃষ্ণের স্তুতিগান করিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া সকলে অতিশয় বিস্মিত অবস্থায় ছিলেন। কৃষ্ণ তাহাদের নিকট গমন করা মাত্রই তাহারা সকলে উঠিলেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে প্রাণহীন দেহে প্রাণ পুনরাগত হইলে যেমন ইন্দ্রিয় শক্তি পুনরায় উজ্জীবিত হয় তদ্রূপ। বলদেবসহ বালকগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে বলিলেন—চল এখন গৃহে গমন করি। বকাসুরকে দেখিয়া বৎসগণ ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বালকগণ বৎসগুলিকে একত্রিত করিল এবং সকলে একসঙ্গে বকাসুর নিধন বৃত্তান্ত গান করিতে করিতে ব্রজধামে গমন করিলেন।

শ্রুত্বা তদ্ বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ ।
প্রেত্যাগতমিবৌৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥৫৪
অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্ ।
অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্বং যতো ভয়ম্ ॥৫৫
অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ ।
জিঘাংসয়ৈনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥৫৬
অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥৫৭

৫৪। ব্রজ বালকগণ গৃহে গমন করিয়া বকাসুর বধ বৃত্তান্ত, দেবগণের স্তুতি প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। নন্দ, যশোদা এবং অন্যান্য সকলে শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু মুখ হইতে পুনরাগত কৃষ্ণকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অতৃপ্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিলেন। নন্দ ও যশোদা 'এই বালককে স্বয়ং নারায়ণ রক্ষা করিয়াছেন' ইহা মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতে লাগিলেন। এবং কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করতঃ মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

৫৫। সকলে আলাপ করিতে লাগিলেন 'অহো জন্মাবধি এই বালকের কতবার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতিবারই শ্রীনারায়ণের কৃপায় নিষ্পাপ শিশু রক্ষা পাইয়াছে। যাহারা শিশুর অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিল তাহাদেরই নিজ নিজ কৃত পাপের ফলে মৃত্যু ঘটিয়াছে।'

৫৬। পূতনা, তৃণাবর্তাদি অসুরগণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দর্শন হইয়াও এই বালকের বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই, বরং অগ্নিতে পতঙ্গবৎ নিজেরাই ধ্বংস হইয়াছে।

৫৭। অহো, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণের বাক্য কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। গর্গমুনি নামকরণ কালে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন 'নারায়ণ সমোগুণৈঃ' প্রভৃতি তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য ইহাই অনুভব করিতেছি

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা ।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ॥৫৮

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১১

৫৮-৫৯। এইভাবে নন্দ এবং গোপগণ সর্বক্ষণ রাম ও কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিয়া ও পরস্পর আলাপ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। সাংসারিক দুঃখ বলিয়া কোন বস্তু তাহারা কখনো অনুভব করেন নাই। কৃষ্ণময় সংসারই আনন্দময়। কৃষ্ণবিহীন সংসারই দুঃখময়, কৃষ্ণময় সংসার সংসার নয়, ইহাই গোলক বৃন্দাবন ধাম।

ইতি দশম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন অঘাসুরস্য বধঃ।]

শ্রীশুক উবাচ।

ক্বচিদ্ বনাশায় মনো দধদ্ ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্।
প্রবোধয়ঞ্ছৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ॥১

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্যবিনির্যযুর্মুদা ॥২

১। একদিন শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সখাগণ সঙ্গে বনভোজন করিবেন। পূর্বদিন সখাগণকে জানাইয়া দিলেন তাহারা যেন নিজনিজ গৃহে ভোজন না করিয়া ভোজ্যদ্রব্য সঙ্গে নিয়া যায় এবং অন্যান্যদিন হইতে পূর্বেই গোষ্ঠে বাহির হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেইদিন অতি প্রত্যুষে জাগ্রত হইলেন। মুখ প্রক্ষালন ও যশোদা প্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করতঃ নিজ ভোজ্য দ্রব্য একটি শিকাতে করিয়া সঙ্গে নিয়া নন্দালয়ের বহিঃ প্রাঙ্গণে আসিলেন। তথায় আসিয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা বয়স্য বালক বৃন্দকে সত্বর আসিতে সঙ্কেত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোবৎস সমূহ অগ্রে করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সেইদিন বলরামের জন্মনক্ষত্র হেতু মা রোহিণী ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইবেন বলিয়া বলরামকে গোষ্ঠে যাইতে দিলেন না।

২। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেত ধ্বনি শ্রবণমাত্র সহস্র সহস্র শ্রীকৃষ্ণে সখ্য-ভাবান্বিত বালকবৃন্দ বেত্র, বিষাণ, বেণু এবং শিকাতে খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে করিয়া নিজনিজ সহস্রাধিক বৎস অগ্রে করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্ ।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥৩

ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥৪

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥৫

৩। বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য বৎস সঙ্গে নিজনিজ বৎস সমূহ যূথবদ্ধ করিয়া সুকোমল তৃণ ক্ষেত্রে চরিতে দিয়া নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এই বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় কোটি কোটি গোবৎসসহ কৃষ্ণ গোষ্ঠ বিহারে বহির্গত হইলেন। গোবৎস ব্যতীত গাভী, বৃষ প্রভৃতি রহিয়াছে। ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র অংশ বৃন্দাবনে যত গোধনের কথা বর্ণিত হইল, বর্ত্তমানে সমস্ত ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এত গোধন নাই। ইহা আপাততঃ অসম্ভব মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহা মনুষ্যের লীলা নহে, শ্রীভগবানের লীলা। ভগবান যেমন বিভু, তাঁহার ধাম, পরিকর প্রভৃতি সমস্তই বিভু। মায়িক চক্ষে বৃন্দাবন ক্ষুদ্র স্থান মনে হইলেও ইহারই এক অংশে সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড লোকপাল গণসহ দর্শন করিয়াছিলেন। যাহা মহামুনি শুকদেবের বাক্য ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণা পাটব শূন্য। দামবন্ধনলীলাতে মা যশোদা তুই বৎসরের শিশু কৃষ্ণের কটিদেশ গ্রামের সমস্ত রজ্জু দ্বারাও বেষ্টন করিতে পারেন নাই।

৪। মাতৃগণ নিজ নিজ বালকগণকে কাচ, গুঞ্জা, মণি, মুক্তা ও স্বর্ণভূষণে ভূষিত করিয়া দিলেও তাহারা বনে প্রবেশ করতঃ নানাবিধ ক্ষুদ্র রঙ্গীন ফল, প্রবাল (রক্তিমাভ নবপল্লব), পুষ্পগুচ্ছ, নানাবিধ বন্য পুষ্প, ময়ুর পুচ্ছ, গৈরিকাদিধাতু প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইলেন।

৫। ক্রীড়াচ্ছলে কোন কোন বালক অপরের শিকা, শৃঙ্গ, বংশী প্রভৃতি আনিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। সেই বালক অন্বেষণ পূর্বক জানিতে পারিলে, তাহা অল্পদূরস্থ অপরের নিকট গোপনে নিক্ষেপ

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥৬
কেচিদ্ বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥৭
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥৮

করিয়া দিলেন। পরে ঐ বালক আরও দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল। যাহার বস্তু চুরি হইল, সে বিমর্ষ হইলে, অথবা নিরাশ হইয়া ক্রন্দনোন্মুখ হইলে যাহারা লুক্কায়িত করিয়াছিলেন, তাহারা হাসিতে হাসিতে দ্রব্যগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন।

৬। যদি কৃষ্ণ বনশোভা দর্শনের জন্য কোন প্রিয়সখা সঙ্গে অথবা একাকী অল্প দূরবর্তী স্থানে গমন করিতেন, অমনি অন্যান্য বালকগণ, কে আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিবে এই বলিয়া প্রতিযোগিতা পূর্বক দৌড়াইতে লাগিল এবং কয়েকজন 'আমি আগে', 'আমি আগে' বলিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

৭। কোন কোন বালক কৃষ্ণের সঙ্গে বংশীবাদন করিতে লাগিল, কেহ শৃঙ্গধ্বনি দ্বারা দূরস্থ ধেনুগণকে আহ্বান করিতে লাগিল, অন্যরা বলিল—তোমরা কৃষ্ণের অনুকরণে বংশী শৃঙ্গধ্বনি করিলেও আমাদের সখা কৃষ্ণের মত মধুর হয় নাই। ভ্রমরগুলি গুণগুণ রবে পুষ্পের মধুপান লোভে বৃক্ষের নিকট উড়িতেছিল। কোন কোন বালক ভ্রমরের অনুকরণে গুণগুণ শব্দ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা শব্দায়মান কোকিলের কুহু কুহু রব করিতে লাগিল।

৮। আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীর ছায়াকে ধরিবার জন্য কয়েকটি গোপ বালক ছায়ার পশ্চাতে ধাবমান হইল, কিছুক্ষণ পরে বিফল মনোরথ হইয়া বলিতে লাগিল আমাদের পক্ষীবৎ পাখা থাকিলে নিশ্চয়ই ইহাদিগকে ধরিয়া আনিতাম। রাজহংস হেলিয়া দুলিয়া সরোবর

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্ ।
বিকুর্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥৯
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিৎপ্রস্রবসংপ্লুতাঃ ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥১০

পানে চলিতেছিল, অমনি কতিপয় বালক তাহাদের গতির অনুকরণে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। সরোবরের তীরে বকগুলি একপা উপরে তুলিয়া এক পায়ে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সরোবরের মৎস্য অন্বেষণ করিতেছিল, কতিপয় বালক তদ্রূপ এক পায়ের উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কৃষ্ণদর্শনে ময়ুর ময়ূরী কৃষ্ণকে মেঘ মনে করিয়া পুচ্ছ বিস্তার পূর্বক 'কে কা' রব সহ নৃত্য করিতে লাগিল, অমনি কতিপয় বালক ময়ুরের অনুকরণে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল।

৯। কখনো কখনো কৃষ্ণসহ বালকগণ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বানর শিশুর লম্বমান লাঙ্গুল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল, তখন বানর শিশু আরো উচ্চ শাখাতে আরোহণ করিল। বালকগণও তাহাদিগকে ধরিবার জন্য উচ্চ শাখাতে উঠিল। তখন বিরক্তি বোধ করিয়া মর্কট শিশু উচ্চতর শাখাতে আরোহণ পূর্বক বালকগণকে দন্ত ও মুখ বিকৃতি পূর্বক ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু বালকগণ ভীত না হইয়া বানরের পশ্চাতে উচ্চতর শাখাতে আরোহণ পূর্বক বানরের অনুকরণে মুখ বিকৃতি করিতে লাগিল। তখন মর্কট শিশু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ দিয়া ক্রমশঃ দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

১০। বালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে একটি ক্ষুদ্র সরিৎ ধারার নিকটে উপস্থিত হইল। তথায় অনেকগুলি ভেক উপবিষ্ট ছিল, বানরগণের ভয়ে তাহারা লম্ফ দ্বারা ক্ষুদ্র ধারার অপর পারে চলিয়া গেল, অমনি সেই বালকগণও ভেকের ন্যায় লম্ফ দ্বারা এপার ওপার করিতে লাগিল। কেহ কেহ সরিৎ ধারায় নিজ প্রতিবিম্বের প্রতি নানারূপ

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥১১

মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। প্রতিবিম্বও তদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহারা বিরক্তি বোধ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই উচ্চ তর্জ্জন বনের অপর প্রান্ত হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। বালকগণ প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করিয়া আরো তর্জ্জন করিল, প্রতিধ্বনিও তাহাই করিল।

১১। জ্ঞান, যোগ, প্রভৃতি সাধন দ্বারা শ্রীভগবানের সর্বব্যাপী নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ মাত্র অনুভব করা যায়, তাঁহার অপরিসীম ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের কোন সন্ধান তাহারা অবগত হন না। ভক্তিসাধনের মধ্যে অধিকাংশই দাস্যভাবে গৌরবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভজন করেন। সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা নিরন্তর তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ও করুণার কথা স্মরণ করেন, সিদ্ধদশায় তাহারা ঐশ্বর্যজ্ঞানমিশ্র প্রেমলাভ করেন। শুদ্ধ রাগানুগীয় ভক্তগণ তাঁহাদের প্রেমানুরূপ, সখা, পুত্র, বা হৃদয়বল্লভরূপে শ্রীভগবানকে গ্রহণ করেন এবং নিজ ভাবানুরূপ লীলামাধুর্য আস্বাদনে বিভোর থাকেন। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যভাব দর্শনেও তাহাদের প্রীতি সঙ্কুচিত হয়না। জ্ঞানীগণের পক্ষে ভগবানের সঙ্গে বিহার সম্ভব নহে। যেহেতু তাহাদের ভজনীয় বস্তু, নির্বিশেষ ব্রহ্ম মাত্র। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রগণেরও ভগবানের পক্ষে বিহার সম্ভব নহে, যেহেতু ঐশ্বর্যে প্রীতি সঙ্কুচিত হয়। কর্মিগণের শ্রীভগবানে প্রীতি বা অনুভব নাই সুতরাং বিহারের প্রশ্নই উঠে না। মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের ভগবদনুভব নাই। ইহারা বিষয় সুখে মত্ত। কৃষ্ণ তাহাদের নিকট একটি নরশিশু মাত্র। এমন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সহিত ব্রজের গোপ বালকগণ সানন্দে বিহার করিতে লাগিল, ইহাতে মনে হয় এই বালকগণ

যৎ পাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্ ॥১২

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥১৩

নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে শ্রীভগবানের বিশেষ কোন প্রিয় কার্য করিয়াছিলেন, অথবা ভগবৎ বশীকরণাতিশয় প্রেমভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বালকগণের কোন পুণ্যকর্মের ফলে এই সৌভাগ্য হয় নাই। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের সঙ্গে ইহারাও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১২। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার দূরের কথা, তৎসম্বন্ধী বস্তু মাত্রই দুর্লভ। বহু জন্ম যম, নিয়ম, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম প্রভৃতি সহ যোগসাধনে একাগ্রীকৃত মন দ্বারাও শ্রীভগবানের চরণ সম্বন্ধীয় কুত্রাপি পতিত একটি ধূলিকণারও সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায় না, অথবা শ্রীকৃষ্ণ লীলাভূমি বৃন্দাবনের পাদপের অংশ অর্থাৎ কদম্বাদি বৃক্ষের একটি কিরণকণারও দর্শন সম্ভব হয় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের দৃষ্টি গোচরে বিচরণ করেন এবং যাহাদের সঙ্গে ক্রীড়া করেন, সেই ব্রজবাসীগণের ভাগ্য অবর্ণনীয়।

১৩। অঘাসুর এত দুরন্ত ছিল যে অমৃত পানে অমরত্ব লাভ করিলেও দেবতাগণ অঘাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া তাহার মরণ চিন্তা করিতেন। এ-হেন অঘাসুর হঠাৎ আসিয়া ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হইল। বয়স্যগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সুখক্রীড়া অঘাসুরের অসহনীয় হইয়া উঠিল।

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকী-বকানুজঃ ।
অয়ং তু মে সোদরনাশকৃত্তয়ো-
র্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে ॥১৪

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে ॥১৫

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্ বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্ ।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥১৬

১৪। পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই অঘাসুর, কৃষ্ণ-বধোদ্দেশ্যে কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজধামে আসিয়াছে। সে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণসহ বালকগণের পৌগণ্ড কালোচিত সুমধুর ক্রীড়া দর্শন করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই বালক আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নীর প্রাণ নাশ করিয়াছে। তাহাদের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য আমি আজই সঙ্গীগণ সহ ইহাকে বিনাশ করিব।

১৫। মৃত সুহৃদ্গণের প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য লোকে তিলোদক অর্পণ করিয়া থাকে। আমি আমার মৃত ভ্রাতা-ভগ্নীর তৃপ্তির জন্য এই বালককে পরিকর সহ বধ করিব। ইহাদের মৃত্যু হইলে ব্রজবাসী সকলেই মৃতবৎ হইয়া পড়িবে, কারণ সন্তানগণ পিতামাতার প্রাণস্বরূপ। প্রাণ বিনষ্ট হইলে যেমন দেহের মৃত্যু আপনি হইয়া যায়, তদ্রূপ ইহাদের মৃত্যু হইলে ব্রজবাসীগণও অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

১৬। এই মনে করিয়া অসুর ভাবিল—আমার ভ্রাতা ভগ্নীকে যে বধ করিয়াছে, সে নিশ্চয়ই অতি বলবান, সুতরাং তাহার সঙ্গে

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥১৭

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥১৮

সম্মুখ যুদ্ধে না গিয়া কৌশলে ইহাকে বধ করাই নিরাপদ হইবে। তখন রাক্ষসী মায়া দ্বারা অঘাসুর এক অতি বৃহৎ অজগর দেহধারণ করিল। এই অজগর এক যোজন দীর্ঘ এবং পর্বত তুল্য স্থূল ও পর্বতের প্রকাণ্ড গুহাবৎ বৃহৎ বদন ব্যাদান করিয়া কৃষ্ণ ও বালকগণের পথে নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া রহিল। উদ্দেশ্য রাস্তাভ্রম চলিতে চলিতে ইহারা মুখ বিবরে প্রবেশ করিলেই মুখ বন্ধ করিয়া সকলকে গিলিয়া ফেলিবে। এইরূপে অতি সহজে শত্রুগণের বিনাশ হইবে।

১৭। অজগররূপী অসুরের নিম্নাধর ভূমিতে এবং উর্দ্ধাধর গগনে ভাসমান মেঘে সংলগ্ন হইয়া রহিল, সৃকণী বা মুখবিবরের কোণ দুইটি পর্বতগুহা তুল্য, বৃহৎ দন্ত সমূহ গিরিশৃঙ্গবৎ, মুখবিবর গিরি গুহাবৎ অন্ধকার, লম্ববান জিহ্বা পথ মধ্যে প্রসারিত রহিল, মনে হয় ইহা পর্বত গুহা প্রবেশের পথ ভিন্ন কিছু নহে। দ্রুত চালিত বায়ুবৎ ইহার দীর্ঘশ্বাস এবং দূরবর্তী দাবানলবৎ দুইটি চক্ষু। মহামায়াবী অসুর এমনভাবে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল যে ইহাকে দেখিয়া সর্প বলিয়া পরিচয় করা সুকঠিন।

১৮। বনবিহার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য বালকগণ হইতে একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু দৃষ্টির মধ্যেই ছিলেন। এইদিকে অন্যান্য বালকবৃন্দ গমনপথে অগ্রসর হইতে হইতে অঘাসুরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন। তাহারা সম্মুখস্থ বস্তু দেখিয়া ইহা বৃন্দাবনেরই কোন এক অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য মনে করিতে লাগিলেন অথচ এই

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃ স্থিতম্ ।
অস্মৎ সংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥১৯
সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহন্বদ্‌-ঘনম্ ।
অধরাহন্বদ্‌-রোধস্তৎ প্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥২০
প্রতিস্পর্ধেতে সৃক্কাভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে ।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥২১
আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতি গর্জতি ।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥২২
দাবোষ্ণখরবাতোঽয়ং শ্বাসবদ্ ভাতি পশ্যত ।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোঽপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥২৩

দৃশ্য মুখব্যাদানকারী এক অতি প্রকাণ্ড অজগরের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

১৯। অজগরের সঙ্গে সম্মুখের দৃশ্যের সাদৃশ্য দেখিয়া অগ্রবর্তী এক বালক সঙ্গীগণকে বলিল—বন্ধুগণ, আমাদের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড জন্তু প্রতীত হইতেছে, ইহা দেখিলে মনে হয় নাকি এক বিশাল অজগর মুখব্যাদান পূর্বক আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া রহিয়াছে ?

২০। ইহা শুনিয়া অপর কয়েকজন বলিলেন—হাঁ ভাই, তোমার বাক্য সত্য বলিয়া মনে হয়। ঐ দেখ সূর্যকিরণে আরক্ত মেঘমালাকে মনে হয় উহার উপরের ওষ্ঠ, এবং ঐ মেঘমালার ভূতলে প্রতিবিম্ব দেখিয়া মনে হয় ঐ জন্তুর নিম্নৌষ্ঠ।

২১। বাম ও দক্ষিণ দিকের গিরিগুহাকে ঐ অজগরের সৃক্কণী বা মুখপ্রান্ত বলিয়া মনে হয় এবং উচ্চ শৃঙ্গগুলিকে দন্তশ্রেণী মনে হইতেছে।

২২। আমাদের সম্মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত পথ ঐ সর্পের জিহ্বা এবং গিরিগহ্বরস্থ অন্ধকার স্থান মুখবিবরের সঙ্গে তুলনীয়।

২৩। অরণ্য বহ্নিহেতু যে উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তাহা ঐ অজগরের নিঃশ্বাসের সঙ্গে তুলনীয়, এবং দাবদগ্ধ প্রাণীদেহের দুর্গন্ধকে

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-
নয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্‌ক্ষ্যতি ।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥২৪
ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে ।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎ স্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে ॥২৫

সর্পের দেহমধ্যস্থ আমিষ গন্ধ বলিয়া মনে করা যাইতেছে। ইহা আমাদের বৃন্দাবনের অদ্ভুত শোভা নহে কি ?

২৪। এইরূপে বনশোভার সঙ্গে অজগর দেহের তুলনা করিতে করিতে বালকবৃন্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। তখন সম্মুখবর্তী বালক পুনরায় বলিল—আচ্ছা ভাই, আমরা বনশোভা মনে করিয়া যদি গিরিগুহাতে প্রবেশ করি এবং প্রকৃতই যদি এই জন্তু অজগর হয় তাহা হইলে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে নাকি ? অন্যরা তৎক্ষণাৎ বলিল—যদি তাহাই হয় তবুও আমাদের কোন ভয় নাই। কেননা আমাদের সখা কৃষ্ণ বকাসুরের ন্যায় উহাকে বধ করিয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে। কৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে স্বয়ং যমকেও আমাদের ভয় নাই। এই বলিয়া ব্রজবালকবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অতি সুন্দর মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া করতালিসহ হাসিতে হাসিতে অঘাসুরের মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইল। স্বয়ং ভগবান যাহাদের সখা এবং যাহাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ আছেন, তাহাদের কোন বিপদ থাকিতে পারে না। বালকগণের উচ্চ হাস্য ও করতালি শব্দে গোবৎসগণ বালকগণের সঙ্গে অগ্রে অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

২৫। সর্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা যাঁহার কলা, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের ভ্রমপূর্ণ বাক্য এবং প্রকৃত অজগররূপী

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥২৬
তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্ ।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥২৭
কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাং চ সতাং বিহিংসনম্ ।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্
জ্ঞাত্বাবিশত্তুণ্ডমশেষদৃগ্ ঘরি ॥২৮

অঘাসুরকে বৃন্দাবনের শোভা মনে করা রূপ ভ্রান্তি এবং শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়াও তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতেছে জানিতে পারিয়া, তিনি বালকগণকে অঘাসুরেব মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিবেন বলিয়া ইচ্ছা করিলেন।

২৬-২৭-২৮। কিন্তু কৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। তিনি বারণ করিবার পূর্বেই গোবৎসগণসহ রাখাল বালকগণ অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অঘাসুর দেখিল তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নীহন্তা কৃষ্ণ তখনো প্রবেশ করেন নাই। কৃষ্ণের অপেক্ষায় অঘাসুর মুখ বন্ধ করিয়া গোবৎস ও বালকগণকে গলাধঃকরণ করিল না। সর্বজীবের অভয়-দাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের নাথ সেই অনন্যশরণ গোপবালক গণকে তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া মৃত্যুরূপী অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে পতিত ও বিপদগ্রস্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত করুণার্দ্র হইলেন ও তাহাদের প্রারব্ধ ভোগ দৃষ্টে চিন্তিত হইলেন। এখানে প্রারব্ধ অর্থ লীলাশক্তি অনুকূল কালকৃত ভোগ, কেননা ভগবৎ পার্ষদগণের প্রারব্ধ থাকিতে পারে না। এখানে আমরা দেখিতেছি ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না,

অর্থাৎ তিনি বালকগণকে নিষেধ করিবার ইচ্ছা করিলেও বালকগণ অসুরের মুখে প্রবেশ করিল। শ্রীভগবানের অনন্তশক্তি, তন্মধ্যে কৃপাশক্তি ও লীলাশক্তি প্রধান। এই দুই শক্তির অধীন হইয়া বিভুত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি শক্তি কার্য করিয়া থাকে। এস্থলে দেখা যায় রাখাল বালকগণ অঘাসুরের মুখবিবরে প্রবেশ না করিলে অঘাসুর বধ ও তদনুষঙ্গিক অন্যান্য লীলা ঘটিতে বিঘ্ন হইবে। এইজন্য লীলাশক্তির প্রেরণাতেই ওরূপ ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন—এখন কি করি? এমন একটি কার্য করিতে হইবে যাহা দ্বারা খলপ্রকৃতি অঘাসুরের মৃত্যু এবং এই সরলমতি গোপবালক ও গোবৎসগণের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। অনন্যশরণ ব্রজবালকগণের দুঃখে শ্রীভগবান কৃপার্ত হইলেন। কৃপাশক্তিতে বিগলিত ভগবান ভাবিতে লাগিলেন—যাহারা আমি ছাড়া কিছুই জানে না, তাহারা সাক্ষাৎ মৃত্যুবৎ অঘাসুরের জঠরে গিয়া পতিত হইল? এখন কি উপায় করি? ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহার ভক্তগণকে এত ভালবাসেন যে ভক্তের বিপদ হইলে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহার অন্যান্য শক্তি ভক্তবাৎসল্য গুণের অন্তরালে লুক্কায়িত হয়। যাঁহার চরণে ভক্তি দ্বারা মানবের সর্বপ্রকার প্রারব্ধ খণ্ডিত হইতে পারে, তাঁহার পার্ষদগণের প্রারব্ধ থাকিতে পারে না। আজ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান ভাবিতেছেন—আমি কি উপায়ে গোবৎস ও বালকগণকে রক্ষা করিব অথচ অঘাসুরকে বধ করিব। ইহা দ্বারা সর্বজ্ঞশিরোমণি ও ভক্তবৎসল চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের ভক্তাধীনতা ও ভক্তবাৎসল্যগুণের মহিমা প্রদর্শিত হইল। অমনি তাঁহার সত্যসঙ্কল্পত্ব ও সর্বজ্ঞশক্তি আত্ম প্রকাশ করিল। তৎক্ষণাৎ সর্বদ্রষ্টা শ্রীভগবান তদীয় কর্তব্য স্থির করিয়া অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবেশ করিলেন। হয়ত শ্রীভগবান অসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ না করিয়াও গোবৎস ও গোপবালকগণকে রক্ষা অথচ অসুরের বিনাশ করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার ভক্তগণ অসুরের মুখবিবরে প্রবেশ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ইহা ভাবিয়াই

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥২৯

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥৩০

তিনি নিজ ভক্তগণের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবৎসলতা!

২৯। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিলে দেবগণ সর্বদা বিমান হইতে গোষ্ঠ লীলা দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। আজও গোষ্ঠলীলা দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে রাখাল বালকগণ ও গোবৎস সমূহ অজগররূপী অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবেশ করিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াই অঘাসুরকে বিনাশপূর্বক গোবৎস ও বালক গণকে মুক্ত করিবেন। অসুরের ভয়ে মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া যখন দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অঘাসুরের বদন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন দেবতাগণ 'হায়, হায়, কি হইল? কি হইল? স্বয়ং ভগবান মৃত্যুরূপী অসুরের মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন। কি উপায় হইবে?' এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অপরদিকে অঘাসুর অজগর রূপ ধারণ করিবার পর তাহার সঙ্গীগণ লুক্কায়িতভাবে কি হয় দেখিতেছিল। যখন দেখিল কৃষ্ণ সহচরগণ অঘাসুরের কবলে পতিত হইয়াছে, তখন কিছুটা আনন্দিত হইলেও কৃষ্ণের ভয়ে গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হয় নাই। কৃষ্ণ যখন অজগর মুখ বিবরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবতাগণের রোদন ধ্বনি শ্রুত হইল, তখন রাক্ষসগণ বহির্গত হইয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল।

৩০। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের মুখ বিবরে প্রবেশ করিয়াই দেবতাগণের রোদনধ্বনি ও রাক্ষসগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিলেন। অঘাসুর ও তখন ভাবিল আমার কার্যসিদ্ধি হইয়াছে, এখন মুখ বন্ধ করিয়া কৃষ্ণ সহ সকলকে গিলিয়া ফেলি, এই বলিয়া মুখ বন্ধ করিতে চেষ্টা

তেতোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্ধন্ বিনিষ্পাট্য বিনির্গতো বহিঃ ॥৩১

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্ ।
দৃষ্ট্বা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥৩২

করিল। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা বুঝিয়া তদীয় বিভুত্ব শক্তি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণদেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

৩১। কৃষ্ণদেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হওয়াতে মুখবিবর ও গলদেশের ছিদ্র সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেল, অসুরের মুখ বন্ধ করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইল। ক্রমশঃ অসুরের কণ্ঠনালী ও নাশারন্ধ্র রুদ্ধ হওয়াতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্ষমতা লুপ্ত হইল; চক্ষুদ্বয় কোটর হইতে নির্গত প্রায় হইল। সেই প্রকাণ্ড অজগর দেহ যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিল। ভগবদিচ্ছায় অঘাসুরের অজগরদেহ ত্যাগ পূর্ব্বক অসুরদেহ ধারণ করিবার শক্তিও লুপ্ত হইল। কণ্ঠ বন্ধ হওয়াতে অসুরের চিৎকার করিবার শক্তিও রহিল না। নিঃশ্বাস সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়াতে দেহমধ্যস্থ অবরুদ্ধ বায়ুসহ প্রাণ-বায়ু ঊর্দ্ধগত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল অর্থাৎ অঘাসুরের মৃত্যু হইল।

৩২। অঘাসুরের প্রাণবায়ুসমূহ অজগর দেহের ব্রহ্মরন্ধ্র পথে বহির্গত হইলে পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা অজগরের জঠর তাপে মৃতপ্রায় গোপবালকগণ ও গোবৎসগণকে সঞ্জীবিত করিলেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া অজগরের মুখবিবর হইতে বহির্গত হইলেন। এই শ্লোকে ভগবানকে মুকুন্দ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। মুকুন্দ অর্থ মুক্তিদাতা। যিনি অঘাসুরকে সারূপ্য মুক্তি দান করিয়াছেন

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্ দিশো দশ।
প্রতীক্ষ্য খেহবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ॥৩৩

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ ॥৩৪

এবং নিজসখাগণকেও গোবৎসগণকে মৃত্যুরূপী অজগরের জঠর হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনিই মুকুন্দ।

৩৩। অজগরের সুবৃহৎ দেহ হইতে এক অদ্ভুত অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া সূর্যালোক সত্ত্বেও নিজ তেজে দশদিক উজ্জ্বল করতঃ আকাশে শূন্যে অবস্থিত রহিল। শ্রীকৃষ্ণ সর্পদেহের বাহিরে আসিলে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আসিয়া বিলীন হইয়া গেল। স্বর্গবাসী দেবতাগণের চক্ষুর সম্মুখে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল। জীবাত্মা নিরাকার, কিন্তু অঘাসুরের আত্মা তৎকাল প্রাপ্ত ভগবৎ শক্তিময় হেতু সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন জ্যোতিঃ স্বরূপ জীবাত্মা মায়িক লোচন গোচর না হইলেও শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় নিজ অসুরমুক্তিপ্রদায়ত্ব লক্ষণ গুণ সর্বলোকের প্রত্যক্ষ গোচর করান হেতু দৃষ্টিগোচর করাইলেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাই।

৩৪। শ্রীভগবানের এই অত্যদ্ভুত লীলা দর্শনে বিস্মিত ও আনন্দিত দেবগণ স্বর্গ হইতে নন্দন কাননস্থ পারিজাত পুষ্প বর্ষণ করিলেন। উর্বশী, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্বগণ সুমধুর সঙ্গীত গান, বিদ্যাধর বৃন্দ মৃদঙ্গ প্রভৃতি যন্ত্র বাদন, নারদাদি ঋষিবৃন্দ স্তবগান, গরুড়াদি পার্ষদগণ জয়ধ্বনি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভ্যর্থনা ও জয়গান করিতে লাগিলেন।

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকাজয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্ ।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্ দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥৩৫
রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্ ।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥৩৬
এতৎ কৌমারজং কর্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্ ।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥৩৭
নৈতদ্ বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যং ত্বসতাং সুদুর্লভম্ ॥৩৮

৩৫। সেই অত্যদ্ভুত স্তব স্তুতি, গীতবাদ্য, নৃত্য, জয়ধ্বনি প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সত্যলোক হইতে তৎক্ষণাৎ অবতরণ করিলেন এবং অলক্ষিতভাবে বৃন্দাবনে আসিয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক বৈভব দর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইলেন।

৩৬। হে রাজন্, সেই বৃহৎ ও অদ্ভুত অজগরের দেহ শুষ্ক হইয়া বহুদিন পর্যন্ত বৃন্দাবনে ছিল এবং ব্রজবালকগণ লুকোচুরি ও অন্যান্য নানাবিধ ক্রীড়ার জন্য এই চর্ম ব্যবহার করিলেন।

৩৭। উপরোক্ত লীলা শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চম বর্ষ বয়সে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সখা ব্রজ বালকবৃন্দ এক বৎসর পরে কৃষ্ণের ষষ্ঠবর্ষ বয়ঃক্রম কালে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক সকলকে বলিয়াছিল—"আজ এক ভয়ানক ঘটনা ঘটিয়াছিল। এক অতি প্রকাণ্ড অজগর মুখ ব্যাদান করিয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল, আমরা গিরিগহ্বর মনে করিয়া ইহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষের জ্বালায় অচৈতন্য হইয়াছিলাম। আমাদের সখা এই কৃষ্ণ সেই অজগরকে বধ করিয়া আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। ইহা শ্রবণে ব্রজবাসী গোপগণ অতি মাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিল।

৩৮-৩৯। শ্রীশুকদেবের মুখে পাপাত্মা অঘাসুরের সারূপ্য মুক্তি এবং এক বৎসর পরে ব্রজবালকগণের গৃহে প্রত্যাগমন ও অদ্যই এই

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ ।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥৩৯

ঘটনা ঘটিয়াছে প্রভৃতি আপাততঃ অসম্ভব কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিতের সভায় সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে মুনিবরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন শুকদেব আবার বলিতে লাগিলেন—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে অসম্ভব বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা। অংশ কলাদি যত অবতার আছেন, সকলের মূল স্বরূপ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই সর্ব অবতারগণের আবির্ভাব কর্তা। তিনি কৃপাপূর্বক জগতের হিতের জন্য এবং রসস্বরূপ হইয়াও রসাস্বাদন জন্য নরশিশুরূপে ব্রজধামে লীলা করিয়াছেন। অঘাসুরের মত দুরাত্মা তাহার চরণ স্পর্শে নিষ্পাপ হইয়াছিল। অসৎগণের সাজুয্যমুক্তি দুর্লভ, কিন্তু সারূপ্যমুক্তি অতি দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত দৈত্যগণ সাজুয্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কৃপা প্রভাবে অঘাসুর সারূপ্য মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ভগবৎ চরণস্পর্শে পূতনার মৃতদেহ দাহকালে অগুরু গন্ধযুক্ত ধূম নির্গত হইয়াছিল—ইহা আপনাদের অবশ্যই স্মরণে আছে। আত্মা অসুর নহে। জীবাত্মা ভগবানের তটস্থা শক্তি। অসুরত্ব অপগমে আত্মার মুক্তি কৃষ্ণকৃপায় সম্ভব। যে অঙ্গ, খট্বাঙ্গ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণ যাঁহার জগন্নাথ, মদনগোপাল, গোবিন্দ, কৃষ্ণ প্রভৃতিরূপা মনোময়ী প্রতিমা বাহিরে সেবা না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে ধ্যান করিয়া ভাগবতী গতিলাভ করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে অসুরের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার যে সারূপ্য মুক্তি হইবে, ইহা মোটেই বিস্ময়ের বিষয় নহে। প্রহ্লাদ, খট্বাঙ্গ প্রভৃতি ভক্তগণ ভক্তিহেতু ভাগ্যবতী গতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অঘাসুরের ভক্তির বিপরীত প্রতিকূল ভাব ছিল, শত্রুবৎ আচরণ ছিল। ইহা

সূত উবাচ।

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ

শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রং

পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং

বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥৪০

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ।

যৎ কৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥৪১

ভগবৎ প্রাপ্তির অন্তরায়। ইহাই শ্রীভগবানের কৃত নিয়ম। কিন্তু এই নিয়ম ভগবৎ অবতার কালে নহে, অন্যকালে প্রযোজ্য। কৃষ্ণাবতার কালে তদীয় পূর্ণ কৃপাশক্তি উদ্রেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধ মাত্রেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি। দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশ অধ্যায়ে উক্ত—

"কামং, ক্রোধং, ভয়ং, স্নেহমৈক্যং, সৌহৃদমেবচ।

নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং তে ॥

নচৈব বিস্ময়োকার্যো ভবতা ভগবত্যজে।

যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; তাঁহার এই অসাধারণ কৃপালক্ষণ যে বৈরীগণকেও মোক্ষ প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে অঘাসুরের দেহ বহুদিন কৃষ্ণসহ ব্রজবালকগণের ক্রীড়া গহ্বর রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ কৃপাতে অঘাসুর বৈকুণ্ঠে সারূপ্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল।

৪০। সূত মহাশয় বলিলেন—হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ, যদুবংশীয়গণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কুলদেবতা মনে করিতেন। পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে যখন দগ্ধ হইতেছিলেন, তখন মাতা উত্তরার ক্রন্দনে যদুবংশদেবতা শ্রীকৃষ্ণ তদীয় মাতৃগর্ভে প্রবেশ পূর্বক গর্ভস্থ পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া রাজর্ষি পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণ

তদ্ ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥৪২
বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
যৎ পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥৪৩
সূত উবাচ।
ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।
কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥৪৪

চরিত অতি মনোযোগ সহকারে এবং পরম ভক্তিপূর্ণ ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণে কৃষ্ণ বিরহময় প্রেমাবির্ভাবে বিবশচিত্ত পরীক্ষিৎ তদীয় রক্ষাকর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পরমাশ্চর্য লীলা শ্রবণে এই বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

৪১-৪২-৪৩। পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, এক বৎসর পূর্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা গোপবালকগণ আজই হইয়াছে, এরূপ কেন বলিলেন? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে বিশেষ রহস্য বিদ্যমান আছে। কৌমারে পঞ্চবর্ষ বয়সে কৃত লীলা পৌগণ্ডে ছয় বৎসর বয়সে আজই হইয়াছে বলা হইল। আপনি মহাযোগী সর্বজ্ঞ শিরোমণি। ইহা নিশ্চয়ই ভগবান শ্রীহরির কোন এক আশ্চর্য লীলা বৈভব। হে গুরুদেব, কৃপাপূর্বক ইহা বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন। আমি ক্ষত্রিয়াধম হইলেও আপনার মুখে পরম মনোজ্ঞ ও পাবন কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত পান করিয়া নিজকে জগতে কৃতার্থতম মনে করিতেছি।

৪৪। শ্রীসূতমুনি বলিলেন—

হে ভাগবত শ্রেষ্ঠতম শৌনক, কৃষ্ণ কথা কীর্তন করিতে করিতে লীলাস্ফূর্তি বশতঃ সময় বিশেষে মধ্যে মধ্যে শুকদেব তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেন। সেই সময় লীলা বর্ণনা করা সম্ভব হইত না। অথচ

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১২

পরীক্ষিতের সময় নাই, যেহেতু ব্রহ্মশাপ কার্যকরী হইবার বিলম্ব নাই। সেইজন্য শুকদেবের ধ্যান ভঙ্গ জন্য উচ্চ নাম কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যধ্বনি করা হইত। এখন তাহাই করা হইল। কৃষ্ণলীলাস্ফুরণে শুকদেবের ইন্দ্রিয় মন বিবশ হইয়া গিয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণ লীলারসে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নে এবং তৎসঙ্গে উচ্চ বাদ্য ও কৃষ্ণনাম শ্রবণে অতি কষ্টে বাহ্য দৃষ্টি লাভ করিলেন। এবং পুনঃ লীলা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি দশমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

সাধু পৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥১

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্তা ॥২

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এই শ্লোকে পরীক্ষিৎকে মহাভাগ ও 'ভাগবতোত্তম' বলিয়া দুইবার সম্বোধন করিতেছেন। মাতৃগর্ভে বাসকালে পরীক্ষিতের শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল। ইহা বিশেষ ভাগ্যের কথা। এইজন্য মহাভাগ এবং কৃষ্ণকথারস আস্বাদনকারী বলিয়া ভাগবতোত্তম। শ্রীশুকদেব কৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত হেতু প্রেম বশতঃ পরীক্ষিৎকে দুইবার সম্বোধন করিতেছেন। কৃষ্ণ কথা তুমি পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিলেও আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তোমার এত আস্থা যে ইহা যেন তোমার নিকট অভিনব, যেন পূর্বে আর কখনো শ্রবণ কর নাই।

২। এই মায়িক সংসারে সার ও অসার বস্তু একত্র মিলিয়া আছে। যথা বাগানে একটি অতিসুন্দর সুগন্ধী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া যিনি সারগ্রাহী তিনি ভাবেন আহা কি সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত, যে ভগবান ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আরও কত সুন্দর এবং তদীয় অঙ্গ গন্ধ কত মনোহর। এই সুন্দর বস্তু সেই সৃষ্টিকর্তার চরণে দিলেই ইহার সার্থকতা হইবে। অসারগ্রাহী ব্যক্তি ভাবিবেন এই সুন্দর বস্তু আমি উপভোগ করি। এই বলিয়া তাহা বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া আঘ্রাণ করিয়া কিছুক্ষণ নিজ পোষাকে রাখিয়া তৎপর ফেলিয়া দিলেন। অসারগ্রাহীগণ নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই পুরুষার্থ মনে করে। সারগ্রাহী

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥৩
তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥৪
অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥৫

সর্ব বিষয়ে কৃষ্ণই যে জীবকে আনন্দ দিতেছেন ইহা জানিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া থাকেন। কামুক ব্যক্তি যেমন পুনঃ পুনঃ কামিনী বার্তা শ্রবণ করিলেও তাহা আবার শ্রবণে ইচ্ছুক হয়, তৃপ্তি লাভ করে না। তদ্বৎ এই জগতে সারগ্রাহী সাধুব্যক্তিগণ পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ ও মনন করিলেও তাহা প্রতিক্ষণেই তাঁহাদের নিকট নূতনের ন্যায় মনোহারী বলিয়া অনুভূত হয়। এই শ্লোকে কামিনী বার্তার সঙ্গে তুলনা বস্তু অংশে নহে, লাম্পট্যাংশে অর্থাৎ অতৃপ্তি অংশে। হে পরীক্ষিৎ মহারাজ, কৃষ্ণ কথা শ্রবণে আপনার তৃপ্তি হইতেছে না, যেহেতু আপনি ভক্ত চূড়ামণি।

৩। হে রাজন্ আপনি অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। অতি গোপনীয় বিষয় আমি ব্যক্ত করিতেছি। প্রেমবান শিষ্যের নিকট পরম গোপনীয় বিষয় গুরুদেব বলিয়া থাকেন।

৪। ভগবান পূর্বোক্ত প্রকারে সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের কবল হইতে গোবৎস ও রাখালগণকে মুক্ত করিয়া যমুনা পুলিনে আসিয়া বলিলেন—

৫। হে সখাগণ, এই যমুনাপুলিন অতি রমণীয় স্থান, মৃদু স্বচ্ছ বালুকা আস্তীর্ণ, আমাদের নানাবিধ ক্রীড়ার উপযুক্ত স্থান। এখানকার জলে বিকশিত কমল গন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষীগণের গুঞ্জন ও কূজনে তীরবর্তী বৃক্ষগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবা রূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥৬

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে ।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভগবতা মুদা ॥৭

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥৮

৬। এখন সূর্য মধ্য গগনে, দ্বিপ্রহর বেলা অতীত। আমরা সকলে ক্ষুধার্ত। এস, আমরা বৎসগণকে এই শীতল জল পান করাইয়া তটবর্তী হরিৎ তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেই।

৭। বালকগণ সকলে বলিল—ইহা উত্তম কথা। আমরা এস তাহাই করি। এই বলিয়া তাহারা গোবৎসগণকে যমুনার জলপান করাইয়া নিকটবর্তী তৃণক্ষেত্রে চরিতে দিল এবং নিজ নিজ শিক হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া ভগবানের এক সঙ্গে সানন্দে ভোজন করিতে লাগিল ।

৮। শতদল পদ্মের মধ্যস্থলে কর্ণিকার এবং উহা বেষ্টন করিয়া সারি সারি কমল দল থাকে। কৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া পংক্তির পর পংক্তি এইভাবে বহু পংক্তিতে সখাগণ ভোজন করিতে বসিলেন। সকলেরই ইচ্ছা কৃষ্ণের সম্মুখে বসিবেন এবং নিজ হাতে কৃষ্ণকে নিজ গৃহানীত ভোজ্যদ্রব্য একটু একটু আহার করাইবেন। কৃষ্ণ সকলের ইচ্ছাই পূর্ণ করিলেন। প্রত্যেক সখাই ভাবিতেছেন—কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাকে বেশী ভাল বাসে, সেইজন্য আমার দিকে সম্মুখ করিয়া আমার নিকটেই বসিয়াছে। ভগবানের বিভু শক্তি সকলের অগোচরে এই ভাবে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্‌ভিস্ত্বগ্‌ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥৯
সর্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥১০

৯। গোপবালকগণ কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া ঘন মণ্ডলাকারে বসিয়া নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত ভোজ্যদ্রব্য শিকার বন্ধন খুলিয়া বাহির করিয়া ভোজনের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহ হইতে ভোজন পাত্র কেহই আনয়ন করেন নাই, এজন্য নিজ নিজ অভিরুচি ও কৌতুক স্বভাব বশতঃ নানা বিচিত্র বস্তু দ্বারা ভোজন পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন। কেহ বৃহৎ পুষ্পদল দ্বারা, কেহ পদ্ম বা কদলী পত্র দ্বারা, কেহ পল্লব (সুকোমল পত্র) দ্বারা, কেহ পল্লবাগ্রস্থিত নবপত্র দ্বারা, কেহ ফলবিশেষ দ্বারা, কেহ বৃক্ষমূল দ্বারা, কেহ ভূর্জ্জাদি বল্কল দ্বারা, কেহ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা ভোজন পাত্র কল্পনা করিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।

১০। প্রত্যেক বালক গৃহানীত দ্রব্যমধ্যে যাহা উত্তম ও সুস্বাদু মনে করেন তাহা অল্প নিজে ভোজন করিয়া বাকী অংশ কৃষ্ণ মুখে অর্পণ করেন, কৃষ্ণও আনন্দচিত্তে তাহা ভোজন করিয়া বলেন—ভাই, তোমার এই দ্রব্য অতি সুস্বাদু। কৃষ্ণও নিজ পাত্র হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া বাকী সখাগণকে দিতে লাগিলেন। এইভাবে পরস্পর পরস্পরের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কৌতুক পূর্বক লড্ডুকাদি মধ্যে কোন তিক্ত পত্র বা ফলাংশ লুকায়িত ভাবে রাখিয়া কোন এক সখাকে দিলেন, সেই সখা মুখ বিকৃত করিলে সকলে হাস্য করিতে লাগিলেন। কখনো কখনো একে অন্যের অঙ্গে দধি, ক্ষীর প্রভৃতি ঢালিয়া নানাভাবে কৌতুক করিতে লাগিলেন।

বিভ্রদ্‌-বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্ নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্ বালকেলিঃ ॥১১
ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ ॥১২
তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥১৩

১১। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ও উদরের মধ্যস্থলে বংশী অৰ্দ্ধ-প্রোথিতভাবে রাখিলেন। বামকক্ষে শৃঙ্গ এবং গোবৎস তাড়ন বেত্র, বাম হস্তে দধি মাখা অন্ন, বামহস্তের অঙ্গুলি সন্ধিস্থলে সঞ্চিত আমলকী অথবা অন্য কোন প্রকার ফল রাখিয়া মণ্ডলীবদ্ধভাবে উপবিষ্ট বয়স্য গোপবালকগণের মধ্যস্থলে উপবেশন করতঃ নানাবিধ পরিহাস বাক্যে সখাগণকে হাসাইতেছিলেন। স্বর্গ হইতে দেবতাগণ পরম বিস্ময় সহকারে দেখিতেছেন, যিনি যজ্ঞেশ্বর, যাঁহাকে সর্বযজ্ঞ কালে পুরুষসূক্তাদিবেদ মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞাগ্রভাগ শ্রদ্ধার সহিত সমর্পণ করিলেও কখনো সাক্ষাৎ ভাবে গ্রহণ করেন না, সেই শ্রীভগবান গোপ বালকগণের উচ্ছিষ্ট লড্ডুকাদি দ্রব্য আগ্রহ সহকারে ভোজন করিতেছেন।

১২। হে ভরত বংশতিলক, কৃষ্ণগত প্রাণ বালকগণ, প্রথম কিছু সময় আহার করিতেছিল সঙ্গে সঙ্গে গোবৎসগণের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়াছিল, পরে কৃষ্ণের হাস্য-পরিহাসে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের দৃষ্টি একমাত্র কৃষ্ণেতে নিবদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময় গোবৎসগণ তৃণলোভে দূরবর্তী বনে গমন করিল। লোকগুরু ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখ হইতে গোবৎস হরণ করিতে সাহসী না হইয়া তাহাদিগকে তৃণলোভ দেখাইয়া দূরবর্তী বনে লইয়া গিয়াছিলেন।

১৩। হঠাৎ বালকগণ দেখিতে পাইল গোবৎসগণ তৃণক্ষেত্রে

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্ ।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥১৪
অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ ।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরংবিস্ময়ম্ ॥১৫

নাই। অমনি তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং বৎস অন্বেষণে উদ্যত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, সখাগণ, তোমরা ভোজন ত্যাগ করিও না, আমি এক্ষণি বৎসগণকে নিয়া আসিতেছি। তোমরাও জান আমি ডাকিলেই, যতদূরে হোক না কেন গোবৎসগণ ছুটিয়া আসে। স্বয়ং ভয় অর্থাৎ যম, যাহার ভয়ে ভীত, সেই স্বয়ং ভগবানের বাক্যে বালকগণ আশ্বস্ত হইল। তাহারা বলিল—আচ্ছা ভাই কৃষ্ণ, তুমি সত্বর চলিয়া আসিও। তোমার হাসিমাখা মুখ না দেখিলে আমরা সুখে ভোজন করিতে পারিব না। আমরা একটু অপেক্ষা করিতেছি।

১৪। শ্রীকৃষ্ণ সখ্য রসে মগ্ন হইয়া তাঁহার ভগবত্বা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি যেন ছিলেন তেমনি বামহস্তে দধিমাখা অন্ন, এবং উদর ও বস্ত্র বন্ধনী মধ্যে বংশী, বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্রসহ বৎস অন্বেষণে গমন করিলেন। লীলারস আস্বাদন রত মুগ্ধ বালকের ন্যায় তিনি গোবর্দ্ধন গিরি, পর্বত গুহা, বিবিধ কুঞ্জ, গহ্বরাদিস্থান অন্বেষণ করিলেন কিন্তু কোথাও বৎসগণকে দেখিতে পাইলেন না। নিজ অতুলনীয় ঐশ্বর্যশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া নিজ লীলা মাধুর্যে মগ্ন হইয়া আছেন। ধন্য শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাধুর্য।

১৫। হে কুরুবংশীয় প্রদীপ, কমলযোনি ব্রহ্মা ইতঃপূর্বে সত্যলোক হইতে বহির্গত হইয়া তদীয় বাহনোপরি উপবিষ্ট হইয়া অঘাসুর মোক্ষণ লীলাদর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অঘাসুরের মত দুরাত্মাকে কি কারণে ভগবান সারূপ্য মুক্তিদান করিলেন তাহা কিছুতেই নির্ণয়

করিতে পারেন নাই। অতঃপর গোপবালক সহ পুলিন ভোজন লীলা দর্শন করিয়া আরো বিস্মিত হইয়া ছিলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর তদীয় যোগমায়া বলে নব বালক রূপে নানাবিধ আশ্চর্য লীলা করিতেছিলেন। তাঁহার আরো কিছু লীলা মাধুর্য দর্শনোদ্দেশ্যে গোবৎস ও গোপ বালকগণকে অপহরণ করিবার বাসনা ব্রহ্মার মনে জাগ্রত হইল। ব্রহ্মা ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ রাখাল বালকগণ সহ বন ভোজনে রত, এই সুযোগে তৃণ লোভ দেখাইয়া গোবৎসগণকে তাহাদের দৃষ্টির বাহিরে নিয়া মায়া মোহিত করতঃ কোন গুপ্ত স্থানে লুকায়িত করিয়া রাখিবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ বৎসান্বেষণে গমন করিলে পর গোপ বালকগণকে মায়া মুগ্ধ করতঃ গুপ্ত স্থানে লুকায়িত করিবেন। তাহা হইলে শ্রীভগবানের আরো কোন মঞ্জু মহিমা দর্শন করিতে পারিবেন। ব্রহ্মা সাধারণতঃ জীবকোটি, কদাচিৎ ঈশ্বর কোটি। শত জন্ম জীবের বিশেষ পুণ্য ফলে ব্রহ্মা হইবার অধিকার জন্মে। ব্রহ্মা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের জীব দেহ সৃষ্টিকর্তা এবং পরমায়ু দুই পরার্দ্ধকাল। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা শ্রীভগবানের উপর কিম্বা শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের উপর মায়া বিস্তার করিতে অক্ষম। শ্রীভগবানের লীলা শক্তির ইচ্ছা হইল শ্রীভগবানের এমন লীলা সংগঠিত করিতে হইবে, যাহাতে লীলা সংশ্লিষ্ট সকলেই আনন্দ লাভ করেন। ব্রহ্মা তৃণ লোভ দেখাইয়া গোবৎসগণকে একটু দূরে সরাইয়া মায়া মুগ্ধ করতঃ বৃন্দাবন মধ্যেই কোন এক গুপ্ত গহ্বরে মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিলেন। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ গোপ বালকগণকে ভোজন স্থানে রাখিয়া একা গোবৎস আনিতে গমন করিলেন, সেই অবসরে গোপ বালকগণকেও মায়া মোহিত করতঃ মায়া নিদ্রাভিভূত করিয়া গুপ্ত গুহাতে রাখিয়া দিয়া নিজে চৌরবৎ তাঁহার নিজ লোকে প্রস্থান করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যোগমায়া গোবৎস ও গোপবালকগণকে ব্রহ্মার দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন এবং বারিঙ্গা মায়া দ্বারা ঠিক তদ্রূপ গোবৎস ও গোপবালক সৃজন করিয়া রাখিলেন। ব্রহ্মা এই মায়া কল্পিতগণকেই

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্ ।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥১৬

মায়া নিদ্রাভিভূত করিয়াছিলেন, প্রকৃত কৃষ্ণ পরিকর গোবৎস ও গোপবালকগণকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। ইহা চক্রবর্তী টীকানুযায়ী লিখিত হইল। বৈষ্ণবতোষণী বলেন—মহাপুরুষের নাভি-কমল হইতে জাত ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ হইলেও অনন্ত শক্তিযুক্ত নিজ প্রভু কর্ত্তৃক অঘাসুরের মুক্তিদর্শন করিয়া পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ প্রভুর অন্য কোন মঞ্জুমহিমা দর্শন করিবার জন্য গোবৎস ও বৎস পালকগণকে মায়ামুগ্ধ করতঃ বৃন্দাবনে প্রদেশান্তরে স্থাপন করিয়া চৌরবৎ নিজধামে প্রস্থান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরিকর গোপবালক ও গোবৎসগণ কৃষ্ণতুল্য গুণযুক্ত অর্থাৎ মায়াতীত চিন্ময়তনু বিশিষ্ট। ব্রহ্মা কৃত মায়াতে ইঁহারা কদাপি মুগ্ধ হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের ইহা নরবৎলীলা, কেবলমাত্র এইজন্য এই মুগ্ধতা, নতুবা নরলীলা সম্ভব হয় না। কুরূদ্বহ সম্বোধন করিয়া বলিলেন হে কুরুবংশতিলক, দেব শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মোহলতা, যাহা দ্বারা পরমজ্ঞানদৃঢ়চিত্ত ব্রহ্মাও মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগুলিকে বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিয়াও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। বৎস গুলিকে নাম ধরিয়াও ডাকিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন ভাবিলেন—আমি হয়ত একদিকে অন্বেষণ করিতেছি, বৎসগুলি হয়তঃ অন্যদিকে যাইতেছে। সুতরাং আরও দুই একজন সখা সঙ্গে থাকিলে সত্বর ইহাদিগকে পাইব এই মনে করিয়া যমুনা পুলিনে ভোজন স্থানে আসিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কোন বালক তথায় নাই; এমনকি কোন শিকা, ভোজন দ্রব্য বা পাত্র কিছুই নাই। কৃষ্ণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কি হইল, ইহারা কোথায় গেল? ভুক্তাবশিষ্ট কিছুও ত দেখিনা। তবে কি আমার ভুল হইল? অথবা আমার বিলম্ব দেখিয়া সখাগণ

কাপ্যদৃষ্টান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥১৭
ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাং চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥১৮

নিজ নিজ ভোজ্য দ্রব্য হস্তে করতঃ আমার খোঁজ করিতেছে। এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বনে বনে গোপবালকগণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং কোথাও দেখিতে না পাইয়া নাম ধরিয়া এবং বংশী বাদ্য দ্বারা ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন না। চক্রবর্তী চরণ এই শ্লোকের টীকাতে লিখিয়াছেন এই শ্লোকে 'অদৃষ্টা' শব্দ আছে 'অপ্রাপ্য' শব্দ নাই। সুতরাং বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানের নিজ যোগমায়া শক্তি কর্তৃক ইহারা আচ্ছাদিত হইয়া আছেন, শ্রীভগবান ইহা জানিয়াও ব্রহ্মা যাহাতে মনে করেন 'কৃষ্ণ আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়াছেন' এইজন্য অন্বেষণের অভিনয় করিলেন এবং না পাইয়া বিষাদ ও বিস্ময়ের অভিনয় করিলেন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে এই অধ্যায়ের ৬১নং শ্লোকোক্ত "পশুপবংশ শিশুত্ব নাটং" বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১৭। অনেক অন্বেষণ করিয়াও গোবৎস এবং গোপবালকগণকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণে নিরস্ত হইয়া চিন্তা করিলেন ইহারা কোথায় গেল? অমনি সম্বিৎ শক্তি জানাইয়া দিলেন ব্রহ্মা ইহাদিগকে মায়ামুগ্ধ করতঃ গুহা মধ্যে লুকাইত করিয়া রাখিয়াছেন। ব্রহ্মা যে তাঁহার অন্য কোন মঞ্জু মহিমা দর্শন উদ্দেশ্যে এরূপ করিয়াছেন ইহাও জানিতে পারিলেন। শ্রীভগবান্ বিশ্ববিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ। এতক্ষণ তিনি যমুনা তটবর্তী বনে সখাগণকে ও বৎসগণকে অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১৮। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিতেছেন—গোপবালকগণ ও গোবৎসগণ আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া নিরাপদেই আছে। তাহাদের জন্য কোন চিন্তা নাই।

অপরাহ্নে গৃহে গমনকালে সখাগণকে ও বৎসগণকে সঙ্গে নিতে হইবে। নতুবা গোপ মাতাগণ এবং গোমাতাগণের দেহে প্রাণ থাকিবে না। ব্রহ্মা আমারই নারায়ণ স্বরূপের নাভিকমলজাত ও আমার অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রথম উপাসক। ব্রহ্মার নিকট হইতে এই সিদ্ধ মন্ত্র লাভ করিয়া নারায়ণ এই মন্ত্রের ঋষি হইয়াছেন। সুতরাং আমি এমন এক লীলা করিব, যাহাতে গোপমাতাগণ এবং ব্রহ্মা সকলেই পরমানন্দ লাভ করিবেন। ব্রহ্মা আমার যে মঞ্জু মহিমা দর্শনের অভিলাষী হইয়াছেন তাহাও দর্শন করাইব। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসী সকলেরই প্রাণের প্রাণ। ব্রজগোপীগণ প্রভাতে উঠিয়া নিজ সন্তানগণকে লালন করিবার পূর্ব্বেই প্রথমে নন্দালয়ে গমন করিতেন, ও তথায় গিয়া বালক গোপালকে আদর করিতেন, ক্রোড়ে নিতেন, মাখন, লাড্ডুকাদি দ্রব্য নিজ হস্তে আহার করাইতেন। কখনো বলিতেন 'বাপ আমার, একটু নাচত দেখি, একটু গান কর দেখি।' অতঃপর নিজগৃহে গমন করিতেন। নিজ পুত্রকে লালন করিতেন ও গৃহ কার্য্যে রত হইতেন। তাহাদের মনে মনে বাসনা হইত এই মনোহর লীলাকারী কৃষ্ণ যদি আমার সন্তান হইত, তাহা হইলে আনন্দের অবধি থাকিতনা, যশোদা গৃহে যাইতে হইত না। উহাকে সর্ব্ব সময় আদর করিতাম, স্তন্যপান করাইতাম, নবনীত, লাড্ডুকাদি মনসাধে আহার করাইতাম। যশোদা ভাগ্যবতী, তাই কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছে, আমি ভাগ্যহীনা। তাই দূর হইতেই সাধ মিটাইতে হইতেছে। আবার গো দোহন কালে কৃষ্ণ যখন গাভীগণের নিকটে গমন করিতেন, তখন গোমাতাগণ আদরে কৃষ্ণের অঙ্গ লেহন করিত, আর ভাবিত, কৃষ্ণ নরশিশু উহার অঙ্গে লোম নাই, অঙ্গ অতি কোমল। আমাদের কর্কশ জিহ্বা দ্বারা যখন লেহন করি, তখন খুব সতর্ক হইয়া আদর করিতে হয়, যাহাতে কোমল অঙ্গে ব্যথা না লাগে। হায় কৃষ্ণ যদি নরশিশু না হইয়া আমাদের বৎস হইত তাহা হইলে মনসাধে উহার অঙ্গ লেহন করিয়া আদর করিতে পারিতাম। আজ ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্ত

যাবদ্ বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎকরাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্ বিভূষাম্বরম্ ।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্বংবিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ ॥১৯
স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্যাত্মবৎসপৈঃ ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্বাত্মা প্রাবিশদ্ ব্রজম্ ॥২০

ব্রজরমণীগণের এবং গাভীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজেই ব্রজ বালক ও গোবৎস হইলেন। যাঁহার ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সহজ কার্য।

১৯। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজ বালক ও গোবৎসরূপ ধারণ করিলেন তখন তাহা নিখুঁত হইল। পূর্ব্বে যত বালক ও যত বৎস ছিল, ঠিক তত বালক ও বৎস হইলেন। তাহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, বয়স অবিকল পূর্ব্ববৎ হইল। তাহাদের পূর্ব্ব দেহ যেরূপ স্থূল, বা কৃশ বা বর্ণ ঠিক তদ্বৎ হইলেন। তাহাদের কর, চরণ, অঙ্গুলিগুলি যেরূপ ছিল ঠিক সেইরূপ হইল। যাহার দেহে পূর্ব্বে যে চিহ্ন ছিল, অবিকল তাহাই হইল। তাহাদের হাতের যষ্টি, শৃঙ্গ, বংশী, শিকা পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনই হইল। যাহার যেমন বস্ত্র অলঙ্কার অঙ্গে ছিল ঠিক তাহাই হইল। যাহার যেমন প্রকৃতি, যেমন গুণ, যেমন চলিবার বা কথা বলিবার ভঙ্গি অবিকল তাহাই হইল। পিতা মাতা বা অন্যান্যদের সঙ্গে পূর্বে যাহাদের যেরূপ ব্যবহার ছিল, ঠিক তদ্রূপ হইল। গোবৎসগণের ও যাহার দেহ যে বর্ণের, যে রূপের, যে স্বভাবের ঠিক তাহাই হইল। এই লীলা দ্বারা ভগবান্ স্বয়ং 'সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' এই শ্রুতি বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত করিলেন।

২০। অতঃপর স্বয়ং অন্যান্য গোপ বালক রূপী নিজের সঙ্গে নানাবিধ ক্রীড়া করিলেন এবং অপরাহ্ন হইলে স্বয়ংরূপী কৃষ্ণ গোপ বালকরূপী নিজকে বলিলেন, ওহে সুবল, ওহে সুদাম, প্রভৃতি, তোমরা

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্ নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ।
তত্তদাত্মাভবদ্ রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ॥২১

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ॥২২

এখন বৎসগুলিকে একত্র কর, আমাদের গৃহে গমন করিবার সময় হইয়াছে। তখন গোপ বালকরূপী কৃষ্ণ গোবৎস রূপী নিজকে একত্র করিলেন। এবং শৃঙ্গ, বেণুধ্বনি করতঃ হারেরেরে প্রভৃতি রব করিতে করিতে গোবৎসরূপী নিজকে অগ্রে চালিত করতঃ বালকরূপী নিজেরা স্বয়ং কৃষ্ণরূপী নিজকে বেষ্টন করিয়া নানাবিধ হাস্যকৌতুকাদি করিতে করিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং যথাকালে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

২১। অতঃপর শ্রীদাম সুবলাদিরূপী শ্রীকৃষ্ণ বৎসরূপী নিজকে পৃথক করতঃ পৃথক পৃথক পথে নিজ নিজ গোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া গলবন্ধনাদি দ্বারা সংস্থাপন করতঃ নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বয়ংরূপে নন্দালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন।

২২। প্রত্যহ কৃষ্ণসহ গোপবালকগণ গোবৎসসহ ব্রজে প্রবেশ করিয়া শৃঙ্গ ও বেণু বাদন করিয়া থাকেন। মাতৃগণ শ্রবণমাত্র গৃহ কর্ম ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহের বহিঃদ্বারে অপেক্ষা করিয়া থাকেন। নিকটে আসিলে মাতৃগণ প্রথমে কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করেন, কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করেন। কিছুক্ষণ পরে মা যশোদা অপেক্ষা করিতেছেন মনে করিয়া অনিচ্ছা সত্বেও কৃষ্ণকে নামাইয়া দেন এবং কৃষ্ণের গমন পথে চাহিয়া থাকেন। তৎপর নিজ নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে করেন, স্তন্যপান করান ও কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার কথা পুত্র মুখে শ্রবণ করিয়া পুত্রের স্নান ভোজনাদি কার্য করাইয়া থাকেন। আজও

ততো নৃপোন্মর্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধব ॥২৩

বাৎসল্যবতী রমণীগণ বেণুরব শ্রবণ মাত্রই গৃহকার্য ত্যাগ করিয়া গৃহের বহিঃদ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণসহ বালকগণ দ্বারে আসামাত্রই বাহু প্রসারণ করতঃ নিজ পুত্রকে সত্বর বক্ষে ধারণ করিলেন, গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুনঃপুনঃ মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং স্নেহবশতঃ ক্ষরিত স্তন্য দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। এই দুগ্ধ অমৃত তুল্য স্বাদু এবং আসবতুল্য মাদক। অন্যান্য দিন কৃষ্ণকেই অগ্রে ক্রোড়ে করিতেন, আজ নিজ পুত্রকেই প্রথম ক্রোড়ে করিলেন ও গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ইতি পূর্বে কখনো নিজ পুত্রকে এমনভাবে আদর করেন নাই। প্রত্যহ যশোদানন্দনরূপী পরব্রহ্মের প্রতি যেরূপে বাৎসল্য ভাব প্রকাশ হইত, আজ নিজ পুত্ররূপী পরব্রহ্মের প্রতিও ঠিক সেইরূপ বাৎসল্যভাব প্রকটিত হইল। যশোদা নন্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য দিন গোপীগণের প্রতি যেরূপ বাল্যভাব প্রকাশ করিতেন, আজ নিজ পুত্ররূপী কৃষ্ণও ঠিক সেই ভাব প্রকাশ করিলেন।

২৩। হে নৃপ, অসংখ্য গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যহ অপরাহ্নে গোবৎসগণ একত্র করিয়া নিজ নিজ গৃহে সত্বর প্রত্যাগমন করেন, এবং অসংখ্য নিজ নিজ মাতার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া স্নেহ ক্ষরিত স্তন্য পান করেন ও মাতৃগণ কর্তৃক বাৎসল্যোচিত সেবা গ্রহণ করেন। অতঃপর মাতাগণ নিজ নিজ সন্তানরূপী কৃষ্ণের অঙ্গে সুগন্ধীতৈল মর্দন করেন, ও সুগন্ধ ঈষদুষ্ণ জলে অঙ্গ মার্জন করেন। স্নানের পর চন্দনাদি সুগন্ধীদ্রব্য অঙ্গে বিলেপন করেন এবং বস্ত্র পরিধাপন করেন, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিত করেন, দ্বাদশাঙ্গে রক্ষাতিলক রচনা করেন

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্ ।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥২৪

এবং নানাবিধ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু দ্রব্য দ্বারা তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া, সেইদিন গোষ্ঠে কি কি আনন্দ ক্রীড়াদি হইয়াছে তাহা পুত্র মুখে শ্রবণ করেন ও সুখশয্যায় শয়ন করান। এইভাবে নিজ নিজ সন্তানরূপী কৃষ্ণ কর্তৃক জননীগণ যেমন আনন্দ লাভ করেন, বাৎসল্যভাবোচিত প্রেমসেবা লাভ করিয়া সন্তানরূপী কৃষ্ণও নিজে আনন্দস্বরূপ হইয়াও আনান্দত হন। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে মাধব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মাধব অর্থে লক্ষ্মীকান্ত ; ইহা দ্বারা গোপগণের গৃহ সম্পত্তি বৃদ্ধি সূচিত হইতেছে।

২৪। গোপবালকরূপী কৃষ্ণ যেমন গোপীমাতাগণের বাৎসল্য প্রেম রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন, গোবৎসরূপী কৃষ্ণও তেমনি গোমাতাগণের বাৎসল্য সুধা আস্বাদন করিতে লাগিলেন। গোবৎসরূপী কৃষ্ণ প্রত্যহ অপরাহ্নে গোপবালকরূপী কৃষ্ণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ গোষ্ঠে আসেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে বয়োবৃদ্ধ গোপগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া গাভীগণ হাম্বা হাম্বা রব করিতে করিতে ঐ গোষ্ঠে আসিয়া বৎসগণকে দেখিতে পায়। কৃষ্ণ যে সমস্ত গোবৎস সাজিয়াছেন, তাহারা স্তন্যপায়ী বৎস নহে। ইহারা মুক্তস্তন্য। গাভীগণ এই মুক্তস্তন বৎসতরগণকে দেখিয়া আনন্দে মত্ত হইয়া তাহাদের অঙ্গ লেহন করিতে থাকে এবং স্নেহবশতঃ ইহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইতে থাকে। বৎসতরগণ তৃপ্তির সহিত ঐ দুগ্ধ পান করে। পূর্বেও গোপীগণের এবং গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্য ভাব ছিল, এবং কৃষ্ণেরও মাতৃভাব ছিল। কিন্তু পূর্বে বাৎসল্য রস আস্বাদন করেন নাই, এখন তাহাদের সন্তান হইয়া সেই বাৎসল্য রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

গোগোপীনাং মাতৃতাস্মিন্ আসীৎ স্নেহর্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥২৫
ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥২৬

২৫। পূর্বে ব্রজের গোপীগণ এবং গাভীগণের নিজ নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি যেরূপ স্নেহপ্রীতি ছিল, এখন তাহাদের সন্তানরূপী কৃষ্ণেও সেইরূপ স্নেহ প্রীতি রহিল। পরন্তু এখন সেই বাৎসল্য স্নেহ ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; পূর্বে এরূপ বর্দ্ধমান অবস্থা ছিল না। আবার এই সমস্ত গোপীগণের প্রতি এবং গাভীগণের প্রতি যশোদা নন্দন কৃষ্ণের বাল্যভাব ছিল। এখন গোবৎস ও গোপবালক রূপেও সেই বাল্যভাব রহিল; অর্থাৎ পূর্বে স্বস্বরূপে আর এখন সুবল সুদাম প্রভৃতি রূপে। ঠিক এইরূপে মুক্তস্তন্য বৎসতরগণের প্রতি গাভীগণেরও বাৎসল্যভাব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

২৬। ব্রজবাসী গাভীগণের এবং গোপীগণের যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি পূর্বেও ছিল। বর্তমানে নিজ সন্তানে (সন্তান রূপী কৃষ্ণে) সেই বাৎসল্য প্রীতি এক বৎসর পর্য্যন্ত অপরিসীম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহামহেশ্বর ব্রহ্মাদি স্বাংশ পর্য্যন্ত সকলেই কৃষ্ণের অধীন হইলেও কৃষ্ণ প্রেমাধীন; প্রেম কৃষ্ণের অধীন নহে। এই কারণে কৃষ্ণ প্রেম সঙ্কুচিত করিতে অক্ষম। প্রেম বাৎসল্য রূপে মাতৃগণে থাকেন বলিয়া কৃষ্ণ বাৎসল্যপ্রেমবতী জননী সমীপে স্বীয় ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া প্রেমাধীন রূপে থাকেন। মহামহেশ্বরের এই প্রেম পারতন্ত্র্য দূষণ নহে বরং ভূষণই। যশোদা নন্দন কৃষ্ণ এবং বালক রূপী কৃষ্ণ স্বরূপে এক হইলেও এবং স্নেহাধিক্য তুল্য হইলেও যশোদা নন্দন কৃষ্ণে গুণোৎকর্ষহেতু ব্রজবাসীগণের স্নেহাধিক্য। স্নেহলতা এক বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। 'তু' শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে যশোদা নন্দন কৃষ্ণ সর্বশক্তি সৌন্দর্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণবান এবং সর্বাংশী হেতু স্নেহলতা (বাৎসল্য প্রেম) ইহাতে অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥২৭
একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ ।
পঞ্চষাসু ত্রিয়ামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥২৮
ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্ ।
গোবর্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশু স্তৃণম্ ॥২৯
দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥৩০

২৭। এবম্প্রকারে বিশ্বাত্মা গোপালরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস রূপী নিজকে পালন এবং গোপবালক রূপী নিজের সঙ্গে নানাবিধ পৌগণ্ড বয়োচিত ক্রীড়া করিয়া এক বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

২৮। এক বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচছয় দিন পূর্বে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ বৎস চারণ উদ্দেশ্যে বনে প্রবেশ করিলেন।

২৯। গোবর্দ্ধন পর্বতের শীর্ষে চরণশীল গাভীগণ বহুদূর হইতে ব্রজসমীপে তৃণ ভক্ষণ রত তাহাদের মুক্তস্তন বৎসগণকে দেখিতে পাইল।

৩০। কৃষ্ণ পরিচালিত এই সমস্ত বৎসতরগণকে দেখামাত্রই ধেনুগণ বৎসল্য স্নেহ পরবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ ও প্রস্তরময় পথের দুর্গমতা এবং বয়স্ক গোপগণের শাসন অগ্রাহ্য করতঃ হাম্বারব করিতে করিতে অতিদ্রুত বেগে ধাবিত হইল। জোড়পদে লম্ফ দিয়া দৌড়িতেছিল। ইহাতে দ্বিপাদ পশুবৎ বোধ হইতে লাগিল। উর্দ্ধপুচ্ছ এবং উর্দ্ধগ্রীব হইয়া দৌড়িতেছিল এবং গ্রীবাদেশ পৃষ্ঠস্থ ককুদ্ স্পর্শ করিতেছিল। তাহাদের দ্রুত চলার বেগে বাৎসল্য প্রীতিবশে স্তন দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া পড়িতে লাগিল।

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্ ।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥৩১
গোপাস্তদ্রোধনায়াসমৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা ।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥৩২
তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্ ।
উদূহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ॥৩৩

৩১। এইভাবে গোবর্দ্ধন পর্বত হইতে নিম্নে আসিয়া বৎসগণের সহিত মিলিত হইল। যদিও এই সমস্ত গাভী কিছুদিন পূর্বে আবার বৎসবতী হইয়াছিল তথাপি এই সমস্ত মুক্তস্তন বৎসতরগণের অঙ্গ এমনভাবে লেহন করিতে লাগিল, মনে হয় যেন গিলিয়া ফেলিবে, এবং স্নেহক্ষরিত দুগ্ধপান করাইতে লাগিল।

৩২। বয়স্ক গোপগণ ধেনুগণকে পর্বত শীর্ষস্থ তৃণভূমি হইতে দ্রুতবেগে নিম্নে আসিবার কালে বহু বাধা দিতে লাগিলেন, লগুড়াঘাত করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। তখন গোপীগণ তাহাদের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াতে অত্যন্ত লজ্জিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া এই অশান্ত পশুগণকে শাস্তি দিবার জন্য দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া নিম্নভূমিতে উপস্থিত হইলেন। নিম্নভূমিতে আসিয়াই বৎসতরগণসহ নিজ নিজ পুত্রগণকে তাহারা দেখিতে পাইলেন। প্রকৃতপক্ষে ইহারা বৎস ও বালক রূপী কৃষ্ণই।

৩৩। ইহাদের দর্শন মাত্রই গোপগণের অন্তরের ক্রোধ ও লজ্জা তিরোহিত হইল, বাৎসল্য প্রেমে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া গেল। তাহারা পরম অনুরাগ ভরে নিজ নিজ পুত্রকে বাহুদ্বারা উত্থিত করতঃ বক্ষে ধারণ করিলেন এবং পুনঃপুনঃ তাহাদের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে করিতে পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ॥৩৪
ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধের্বীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্।
মুক্তস্তনেষপত্যেষপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥৩৫
কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষপূর্বং প্রেমবর্ধতে ॥৩৬

৩৪। সেই প্রৌঢ় বয়স্ক গোপগণ অশান্ত গাভীগণকে শাস্তি দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বাৎসল্য প্রেমে তাহা সব ভুলিয়া গেলেন। গোপালন রূপ কর্তব্যানুরোধে অনিচ্ছাসত্বে অতিকষ্টে পুত্রগণকে বক্ষ হইতে নামাইয়া পুত্রালিঙ্গনজনিত আনন্দ পূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে অন্যত্র গাভীগণকে নিয়া গমন করিলেন, কিন্তু গমনকালেও তাহারা পুনঃপুনঃ পুত্রগণের দিকে চাহিতেছিলেন এবং তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত হইতেছিল।

৩৫। বলরাম ও কৃষ্ণ সেইস্থানে অন্যান্য বালকগণসহ বৎস চারণ করিতে ছিলেন। বলরাম অত্যন্ত আশ্চর্যপূর্ণ হৃদয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গাভীগণের ইহাই স্বভাব, নূতন বৎস প্রসব করিলে নূতন বৎসের প্রতিই স্নেহ থাকে। পুরাতন বৎসগণকে নিকটে আসিতে দেয় না। নূতন বৎসগণকেই দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। মানুষেরও কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি স্নেহভাবের প্রকাশ অধিকতর হইয়া থাকে। পুত্র যত বড় হইবে, ততই অন্তরে স্নেহ, থাকিলেও আলিঙ্গন চুম্বনাদি প্রেমের বহিঃপ্রকাশ কমিয়া যায়, কেবল কনিষ্ঠের প্রতি বর্তমান থাকে। বলরাম আজ এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন—বৃদ্ধ গোপগণের পৌগণ্ড বয়স্ক পুত্রের প্রতি শৈশবোচিত প্রেম ব্যবহার এবং গাভীগণের নবজাত বৎসগণকে অবজ্ঞা করিয়াও বৎসতর গণের প্রতি বাৎসল্য ব্যবহার। ইহা বড়ই অস্বাভাবিক। বলরাম এই অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া ইহার কারণ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী ।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥৩৭
ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি ।
সর্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥৩৮

৩৬। বলরাম ভাবিতে লাগিলেন—পুত্র বিত্তাদিতে লোকের যে প্রীতি ইহা পুত্রের বা বিত্তের জন্য নহে, আত্মার সুখের জন্যই। আত্মাই সকলের প্রিয়। কৃষ্ণই সেই পরমাত্মা। এই কৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত থাকিলেও গো এবং গোপগণের প্রীতি কেন গোবৎস ও গোপ বালকের প্রতি যাইতেছে। অন্যের কথা কি বলিব? আমারও এই সমস্ত গোপ বালক ও গোবৎসগণকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই গোপগণের ইতঃপূর্বে কৃষ্ণের প্রতিই অধিকতর প্রীতি ছিল। কৃষ্ণের সখা মনে করিয়া নিজ সন্তানের প্রতি তাহারা প্রীতি ব্যবহার করিতেন, স্বতন্ত্র ভাবে করিতেন না। আজ বিপরীত ভাব কেন দেখিতেছি? পূর্বে কৃষ্ণের প্রতি যেরূপ ক্রমবর্দ্ধমান প্রেম ছিল, এখন এই গাভীগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি তদ্রূপ প্রেম দেখিতেছি। ইহার কারণ বুঝিতেছি না।

৩৭। ইহা নিশ্চয়ই কোন মায়ার কার্য। অখিলাত্মা কৃষ্ণ নিকটে অবস্থিত থাকিলেও গাভীগণ এবং গোপগণ নিজ নিজ সন্তানকে নিয়া মুগ্ধ হইয়া আছে। অন্যের কথা কি, আমার নিজেরও এই সমস্ত বালক এবং বৎসগণকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হইতেছে। মায়া ব্যতীত এইরূপ মোহ আর কিছুতেই হইতে পারে না। কাহার মায়াতে ইহা সম্ভব হইতে পারে? আমার এখন মনে হইতেছে এই বিমোহিনী মায়া আমার প্রভু কৃষ্ণেরই, নতুবা আমি মুগ্ধ হইতাম না।

৩৮। বলরাম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি। তিনি সর্বজ্ঞ হইয়াও কৃষ্ণ লীলাতে আত্মভোলা হইয়া ভগবানের লীলায় সাহায্য করিয়া থাকেন। এই মায়া রহস্য যখনই জানিবার ইচ্ছা হইল অমনি জ্ঞানচক্ষুতে বলরাম গোবৎস এবং ব্রজবালকগণকে কৃষ্ণ মূর্ত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্বং পৃথক্ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥৩৯
তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥৪০
যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥৪১
ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে।

৩৯ বলরাম কৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভ্রাতঃ, এই বালক এবং বৎসগণ ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ নহে, নারদাদি ঋষিগণও নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেহ হইলেও একমাত্র তোমাকেই এই সকলের মধ্যে দেখিতেছি। একমাত্র তুমিই গোপবালক, তাহাদের বেত্র, বিষাণ, বেণু, বস্ত্রাদি সমস্ত হইয়াছ। এবং গোবৎস, তাহাদের গলদেশে লম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টা প্রভৃতি সমস্তই হইয়াছ দেখিতে পাইতেছি। এই বহুরূপে তোমার প্রকাশের কারণ কি আমাকে বল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলরামের নিকট ব্রহ্মা কর্তৃক গোবৎসাদি হরণ প্রভৃতি সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলেন।

৪০-৪১-৪২। আত্মযোনি ব্রহ্মা গোপালগণকে ও গোবৎসগণকে মায়া নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিয়া সত্য লোকে চলিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু মনে ভয় হইল যদি ইনি ভগবানই হন, তাহা হইলে না জানি আমাকে কি শাস্তি প্রদান করিবেন। এই ভয় বশতঃ ব্রহ্মার পরিমাণে ক্ষুদ্রতম সময়ের নাম একত্রুটি কাল, (নর পরিমাণে এক বৎসর) পরেই সত্বর বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তদীয় বাহনোপরি থাকিয়াই আকাশ হইতে দেখিলেন, গোকুলে পূর্ববৎ কৃষ্ণ বালক এবং বৎসগণ সহ ক্রীড়া করিতেছেন। অমনি তিনি যে গুপ্ত স্থানে গোপবালক এবং গোবৎসগণকে মায়াভিভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন তথায় গিয়া দেখিলেন তাহারা তথায় পূর্ববৎ নিদ্রাভিভূত হইয়া আছে। কেহই

তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥৪২
এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূঃ ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥৪৩
এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্ ।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ ॥৪৪
তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি ।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ ॥৪৫

উত্থিত হয় নাই, অথচ দেখিতেছি ঠিক তাহারাই কৃষ্ণের সহিত এক বৎসর যাবৎ ক্রীড়া করিতেছে। ইহারা ত মায়ামুগ্ধ নহে। তবে ইহারা কাহারা? ইহারা কোথা হইতে আসিল?

৪৩। তখন সেই আত্মযোনি ব্রহ্মা সঠিক তত্ত্ব জানিবার জন্য সুদীর্ঘকাল ধ্যান করিলেন, কিন্তু এই দুইদল মধ্যে কাহারা মায়ামুগ্ধ এবং কাহারা মায়ামুক্ত অর্থাৎ কাহারা যথার্থ, কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ সহ ক্রীড়ারত এবং মায়ানিদ্রাভিভূত উভয় দলই দেখিতে অবিকল একরূপ। দুই দলই সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্মা সুদীর্ঘকাল ধ্যান করিয়াও সঠিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

৪৪। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হেতু যাহাকে মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, অথচ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাহার মায়াতে মুগ্ধ, সেই সর্বব্যাপী (বিষ্ণু) কৃষ্ণকে নিজ মায়াতে মুগ্ধ করিতে গিয়া স্বয়ং সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মা নিজেই নিজ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন।

৪৫। কুজ্ঝটিকা অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রজনীকে আবৃত করিতে গেলে নিজেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া হারাইয়া যায়, খদ্যোৎ নিজ ক্ষুদ্র আলোক নিয়া সূর্যালোককে আরো উজ্জ্বল করিতে গেলে নিজ অস্তিত্বই হারাইয়া ফেলে, তদ্বৎ ক্ষুদ্র ব্যক্তি মহজ্জনকে নিজ ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা অধীন করিতে গেলে নিজেই মহানের শক্তিতে অভিভূত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। আজ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহারও স্রষ্টাকে মায়ামুগ্ধ করিতে গিয়া নিজেই হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

তাবৎ সর্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥৪৬

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥৪৭

শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ॥৪৮

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসীনবদামভিঃ।
কোমলৈঃ সর্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥৪৯

৪৬-৪৭। ব্রহ্মা নিজ বাহনোপরি বসিয়া কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত লীলা দর্শন করিতেছেন ও বিস্ময়বিমূঢ় হইতেছেন, এমন সময়ে চক্ষুর সম্মুখে পরমাশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে লাগিল। কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত বালকগণ, তাহাদের চূড়া, বংশী, শৃঙ্গ, বেত্র, মালা, যষ্টি, এবং গোবৎসগণও তাহাদের গলঘন্টি প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু দেখিতে দেখিতে নবমেঘবৎ শ্যাম, পীতপটাম্বর পরিহিত, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, কিরীট, কেয়ূর. কুণ্ডলধারী, বনমালাবিভূষিত অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

৪৮। এই চতুর্ভুজ মূর্তির প্রত্যেকের বক্ষে বামপার্শ্বে স্বর্ণরেখা যুক্ত শ্রী এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণাবর্ত শ্বেতবর্ণ রোমাবলীরূপে বৎস চিহ্ন, প্রত্যেকের বাহুতে অঙ্গদ, হস্তে বলয় ও ত্রিধারা যুক্ত কঙ্কণ, চরণে নূপুর ও কটক। কটিদেশে কিঙ্কিণী এবং অঙ্গুলি গুলিতে মণিময় অঙ্গুরীয় সুশোভিত।

৪৯। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন পৃথিবীর মহাপুণ্যবান্ অর্থাৎ ভাগ্যবান সাধক ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণে যে সমস্ত কোমল তুলসীপত্র ও দাম অর্পণ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা প্রত্যেক চতুর্ভুজ মূর্ত্তির আপাদমস্তক সুশোভিত। ইহা দ্বারা জানা যায়, প্রতিমাদিতে যে সমস্ত তুলসী মন্ত্রপূত করিয়া অর্পিত হয়, তাহা বৃথা নহে, প্রকৃতই শ্রীকৃষ্ণ চরণে পৌঁছায়।

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥৫০
আত্মাদিস্তম্বপর্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ।
নৃত্যগীতাদ্যনেকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥৫১
অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥৫২
কালস্বভাবসংস্কারকামকর্মগুণাদিভিঃ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥৫৩

৫০। তাহাদের প্রত্যেকেরই অরুণ বর্ণ অপাঙ্গ দৃষ্টি এবং চন্দ্রিকা বৎ বিশদ হাস্যযুক্ত বদন। দৃষ্টির অরুণবর্ণ যেন রজঃগুণ, উহাদ্বারা ভক্তের মনে নানাবিধ কৃষ্ণ সেবারূপ সদ্বাসনা সৃষ্টি হয় এবং জ্যোৎস্নাবৎ শ্বেতবর্ণ নির্মল হাস্যদ্বারা সেবা বাসনা পালন করা হয়।

৫১। ব্রহ্মা আরও দেখিলেন আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত চরাচরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গণ মূর্ত্তিধারণ করতঃ নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং উপকরণ সহ পৃথক পৃথক ভাবে যথাযথ রূপে সকলের অর্চ্চনা করিতেছেন।

৫২। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, মায়া বিদ্যাদি বিভূতি বৃন্দ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্বগণ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া প্রত্যেককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন এবং সেবার সুযোগের অনুসন্ধান করিতেছেন।

৫৩। যে শক্তি প্রভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তনশীল তাহাই কাল, যে শক্তি প্রভাবে সমস্ত জীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও কর্ম করিতে বাধ্য হয় তাহা স্বভাব, যে শক্তি প্রভাবে অসংখ্য সঞ্চিত কর্ম মধ্যে কোন একটি উদ্বুদ্ধ হইয়া ফলোন্মুখ হয় তাহা সংস্কার, বাসনার নাম কাম, যে শক্তি প্রভাবে নানাবিধ দেহে জীবগণ বিষয় ভোগ করে তাহা কর্ম। প্রকৃতির তিনগুণ সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। এই সমস্তের অনন্ত প্রভাব, কেহই ইহাদের প্রভাব মুক্ত নহে, কিন্তু ব্রহ্মা দেখিতেছেন ইহারাই মূর্তিধারণ পূর্ব্বক চতুর্ভুজ বিগ্রহ গণের উপাসনা করিতেছে।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥৫৪

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্ ।
যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥৫৫

ততোঽতিকুতুকোদ্বৃত্য স্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥৫৬

৫৪। ব্রহ্মা অনুভব করিলেন—তাঁহার সম্মুখস্থ সংখ্যাতীত চতুর্ভুজ থাকিলেও, সকলে তত্ত্বতঃ এক। সকলেই ত্রিকালসত্য, স্বপ্রকাশ, বিভু অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, আনন্দ স্বরূপ ও রস স্বরূপ। আত্মদর্শী জ্ঞানীগণ জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ইহাদের তত্ত্ব বিন্দুমাত্রও অবগত হইতে পারেন না। "যমেবৈষ বৃণুতে তেনলভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুংস্বাম্।" কৃপা পূর্ব্বক নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিলেই তাঁহাকে জানা যায়, অন্যথা শাস্ত্র জ্ঞানাদি দ্বারা কিছুই জানা যায় না।

৫৫। যে পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশ শক্তিতে এই সচরাচর বিশ্ব লোক লোচনের দৃষ্টিভূত হয়, তাঁহারই কৃপায় আজ ব্রহ্মা সেই সর্ব্বাত্মা পরব্রহ্মকে প্রথম কৃষ্ণ ও তদীয় পার্ষদ গোপবালক, গোবৎস রূপে এবং এখন ভূমাস্বপ্রকাশ স্বরূপে দর্শন করিলেন।

৫৬। লোকগুরু ব্রহ্মা পরব্রহ্মের যে অনন্তরূপ রাশি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দর্শন করিলেন, তাহা ধ্যানযোগে কখনো দর্শন করেন নাই। তিনি ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধীভূত হইলেন, সেই রূপের দীপ্তিতে হীনপ্রভ হইলেন, তাঁহার মন সহ সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি শক্তিহীন হইয়া পড়িল। ব্রহ্মা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বাহন হংসপৃষ্ঠে অচেতন প্রায় পতিত হইলেন। সর্বজন পূজিত গ্রাম্য দেবতার সম্মুখে শিশুগণের ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় ব্রহ্মার অবস্থা হইল।

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥৫৭

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টীরাচষ্টেদং সহাত্মনা ॥৫৮
সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥৫৯
যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্‌তর্ষকাদিকম্ ॥৬০

৫৭। ইরেশ (ইরা+ঈশ) সরস্বতী পতি অর্থাৎ সর্ব্ববিদ্যাধিপতি ব্রহ্মা এইভাবে তর্কের অগোচর, অলৌকিক মহিমান্বিত স্বয়ংপ্রকাশ মায়াতীত পরব্রহ্ম স্বরূপ, বেদান্ত নেতি নেতি বলিয়া যাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দর্শন করিয়াও তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে দর্শন করিতেও অক্ষম হইলেন। সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর ব্রহ্মার এই মোহগ্রস্ত অবস্থা দেখিয়া, যে যোগমায়া শক্তি বলে নিজ মহিমা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অপসারিত করিলেন :

৫৮। ব্রহ্মা এতক্ষণ মূর্চ্ছিতপ্রায় ছিলেন, দৃষ্টিশক্তি ও জ্ঞানশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মৃত ব্যক্তি পুনর্জীবন লাভ করিলে যেমন আশ্চর্য্য-বৎ বহির্জগৎ দেখিতে পায়, সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা তদ্রূপ অতিকষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিলেন, বাহনোপরি পুনরায় উপবেশন করিলেন এবং নিজের সম্মুখস্থ জগৎকে দেখিতে পাইলেন।

৫৯-৬০। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে নিজধাম বৃন্দাবনের বৈশিষ্ট্য দর্শন করাইতেছেন। ব্রহ্মা দেখিলেন—তাঁহার সম্মুখে অতি সুন্দর ধাম দৃষ্ট হইতেছে। এখানে বৃক্ষগুলি ফল ও ফুলভারে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে—যেন তাহারা শ্রীকৃষ্ণ চরণে তাহাদের সর্ব্বস্ব ফল ও

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥৬১

ফুল অর্পণ করিয়া ধন্য হইতে চায়। ইহারা বৃন্দাবনবাসীরও জীবনোপায় স্বরূপ এবং প্রীতিপ্রদ।

বৈষ্ণবতোষণী সমাপ্রিয়ম্ শব্দের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা—

(১) ব্রহ্মা দেখিতেছেন লক্ষ্মীগণের অংশী রাধার প্রিয় এই ধাম।

(২) রাধাকৃষ্ণের প্রিয় এই ধাম।

(৩) আত্মারামগণের সম্যক প্রিয় এই ধাম।

এই ধামে সর্বজীব মিত্রভাবে অবস্থান করে। এমন কি স্বাভাবিক বৈরীভাবাপন্ন জীবগণ যথা—অহি, নকুল, মনুষ্য, ব্যাঘ্র, কেশরী, কুরঙ্গ প্রভৃতি মিত্রভাবে বাস করিতেছে। অজিত শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থানহেতু (বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি) কাম, ক্রোধ, লোভ, ক্ষুধা ইত্যাদি রিপুগণ এই ধাম হইতে চির পলায়িত।

৬১। এই শ্লোকের ভাবার্থে টীকাকারগণের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য আছে। বিভিন্ন টীকাকারগণ বিভিন্ন ভাবে রসাস্বাদন করিয়াছেন। প্রধান টীকাকারগণের সংক্ষিপ্ত মত নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীধরস্বামীর মত ঃ—পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা এক বৎসর পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজও সেই পরব্রহ্মকে তদ্রূপ, অর্থাৎ নন্দগোপেরবংশ্য শিশুরূপে দধিমাখা অন্ন বাম হস্তে নিয়া সঙ্গীগণকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। দ্রষ্টার দৃষ্টিতে ইহা অভিনয় বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। কি আশ্চর্য, যিনি অদ্বয় অর্থাৎ যিনি ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বা ভিতরে কোন বস্তুই নাই, তিনি গোবৎস অন্বেষণরত, যিনি একং তাঁহার সখা না হইলে চলে না,

যিনি অগাধবোধ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ তিনি গোবৎস ও বালকগণকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যিনি অনন্ত অর্থাৎ সর্বব্যাপী তাঁহার চতুর্দিক কোথায় যে খুঁজিবেন? যিনি পরং অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি শিশু:বশী, যিনি স্বয়ং ব্রহ্ম, তাঁহার হস্তে দধিমাখা অন্ন—এই লীলাই নাট্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে।

বৈষ্ণব তোষণীর মত ঃ—ব্রহ্মার সম্মুখে সেই অত্যুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ মূর্তিসমূহ এবং স্তবরত দেবগণ, শক্তিগণ, প্রকৃতি প্রভৃতি কিছুই নাই, গোপবালক ও গোবৎগণও নাই। আছেন কেবল নরাকৃতি পরব্রহ্ম—যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য একমেবাদ্বিতীয়ং। ইহাই পরব্রহ্মের মধুরতম স্বরূপ। তিনি নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ হইয়াও পশুপনন্দের শিশুপুত্র, তিনি অপাণিপাদ জবনো গ্রহীতা হইয়াও, তাঁহার বামহস্তে দধ্যোদন কবল, তিনি একম্ হইয়াও সখাগণ সঙ্গে ক্রীড়া করেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও ইতস্ততঃ গোবৎস ও গোপবালকগণকে অন্বেষণরত, ইহা সেই পরব্রহ্মের নাট্যলীলা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এজন্যই 'পশুপবংশ শিশুত্ব নাট্যং' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি পুরা অর্থাৎ এক বৎসর পূর্ব হইতেই 'সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাব জগামহ' শ্লোকস্থ সময়ের পূর্ব হইতেই এখন পর্যন্ত অন্বেষণরত। জনক-শ্রুতদেবগৃহে গমনবৎ (দশমস্কন্ধ ষড়শীতিতম অধ্যায়) স্বস্বরূপ দ্বৈত প্রকাশ-পূর্বক ব্রজে বালবৎসগণসহ প্রত্যহ গমন করিয়া থাকেন।

চক্রবর্তী অনুগত ব্যাখ্যা ঃ—স্বস্বরূপভূত চতুর্ভুজত্বাদি সমস্ত যোগমায়া আবৃত করিলে—সর্বস্বরূপমূলভূত একমেবাদ্বিতীয় ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রদর্শন করাইলেন। সেই বৃন্দাবনে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন পশুপবংশ্য শিশু নন্দগোপনন্দন হইয়াও প্রৌঢ় পরম চাতুর্য্যপূর্ণ নাট্য করিলেন। 'আমার প্রভুও আমার মায়ায় মোহিত হইয়াছেন' ব্রহ্মাকে এই মিথ্যা অভিমান গ্রহণ করাইবার জন্য তৃণ ক্ষেত্রে বৎস এবং পুলিনে বালকগণকে দেখিয়াও নটবৎ না দেখিবার অভিনয় করিলেন। ইতঃপূর্বে প্রদর্শিত ব্রহ্মাদিস্তম্ভ পর্যন্ত সমস্ত যোগমায়া দ্বারা আচ্ছাদন

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য
স্পৃষ্ট্বাচতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥৬২

পূর্বক যাগ দেখাইলেন সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মরূপই শ্রেষ্ঠস্বরূপ, প্রদর্শিত চিদ্বৈভব হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা চিদানন্দময় পরঃসহস্র মহাবৈভব-যুক্ত। ইহার মহিমা ক্ষুদ্র ব্রহ্মা দূরে থাক. বিলাসমূর্তি এবং অপর অবতার-গণেরও দুষ্প্রবেশ্যহেতু অগাধবোধ। এক বৎসর পূর্বে যখন অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন মায়ামোহিত হেতু ব্রহ্মা ভাবিয়াছিলেন—সঙ্গীগণ কোথায় না জানিয়া সত্যই কৃষ্ণ বালকগণকে ও বৎস গণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন। এখন মায়ানির্মুক্তহেতু ব্রহ্মা দেখিতেছেন তৃণক্ষেত্রে গোবৎসগণ চরিতেছে এবং পুলিনে বালকগণ ভোজন করিতেছে এবং তিনি যে যোগমায়া সৃষ্ট বালবৎসগণকে গুহাতে মায়া নিদ্রায় শায়িত রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে না দেখিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার মোহজন্য অন্বেষণের অভিনয় করিতেছেন ইহা বুঝিতে পারিলেন। 'নৌমীড্যতে" এই অগ্রিম স্তুতি বাক্যে 'বৎসবালান্ বিচিন্বতে' এই বিশেষণ না দিবার কারণই ইহা। স্বরূপভূত বাসুদেব মূর্তিসমূহকে যোগমায়া আচ্ছাদন করিলে ভক্ত মনোহর, মহামধুর লীলাময় সপাণিকবল নন্দ -গোপনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন।

৬২। সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মকে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর নিজ বাহন হইতে নামিয়া ব্রজভূমিতে কনকদণ্ডবৎ শ্রীকৃষ্ণের পদতলের সম্মুখে লম্ববান হইয়া পতিত হইলেন, এবং তাঁহার চারি মস্তকের চারি মুকুটাগ্র দ্বারা চরণযুগল স্পর্শ করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেম। তাঁহার চারি মস্তকের অষ্ট নয়নসমূহ হইতে নির্গত প্রেমাশ্রুধারাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। আনন্দোদয়ে মুখ দ্বারাও চুম্বনবৎ শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ করিলেন।

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্‌।
উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্‌।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃতা পুনঃ পুনঃ ॥৬৩
শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্‌বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্‌ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া ॥৬৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১৩॥

৬৩। ইতঃপূর্বে শ্রীভগবানের যে সমস্ত অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য মহিমা দর্শন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে পুনঃ পুনঃ পতিত এবং পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ পতনের কারণ নিজ দৈন্য এবং পুনঃ পুনঃ উত্থানের কারণ ঐ পরম সুন্দর হইতেও আরো সুন্দর শ্রীমুখারবিন্দ দর্শনেচ্ছা।

৬৪। এই ভাবে কিছুক্ষণ শ্রীচরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিবার পর ব্রহ্মা ধীরে ধীরে ভূমি হইতে উত্থিত হইলেন এবং প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচন করতল দ্বারা মার্জনপূর্বক যিনি ব্রহ্মাকে মোহমুক্ত করিলেন সেই মুক্তিদাতা মুকুন্দের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অতঃপর স্বীয় অপরাধভয়ে এবং লজ্জায় অবনত মস্তকে বিনয় নম্রভাবে সমাহিত চিত্তে কৃতাঞ্জলিপূর্বক অপরাধভয়ে কম্পিতকলেবরে গদগদ কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মার অষ্ট লোচন সত্ত্বেও শ্লোকে 'বিমৃজ্য লোচনে' দ্বিবচন উক্ত হইয়াছে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখস্থ দুই চক্ষু মাত্র দুই হস্ত দ্বারা মার্জন করিয়াছিলেন।

দশম স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ

[ব্রহ্মণা ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, বৎস-বৎসপালানাম্ আনয়নঞ্চ]

ব্রহ্মোবাচ।

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় ॥১

১। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্য অনন্ত, লীলা অনন্ত। ইতিপূর্বে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্যের কিঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছেন, মাধুর্যেরও আভাস দেখিয়াছেন। ব্রহ্মার এই অনুভব হইয়াছে যে বৃন্দাবনে প্রকাশিত নন্দনন্দনরূপী পরমমাধুর্যপূর্ণ বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ। এই স্বরূপেই তিনি ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥ 'চৈতন্যচরিতামৃত'

ব্রহ্মা স্তব করিতেছেন :—

হে ঈড্য, সর্বজন বন্দনীয়, আপনার বর্ণ নবমেঘের ন্যায় স্নিগ্ধ শ্যাম, পরিধেয় বসন বিদ্যুদ্বর্ণ, মনে হইতেছে যেন মেঘের ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী আপনার অঙ্গে স্থির হইয়া আছে, গুঞ্জা ফলের অবতংস আপনার কর্ণে শোভমান, আপনার মণিময় কিরীটোপরি ময়ুরপুচ্ছ বিরাজিত হেতু বদন কমলের অপূর্ব শোভা, বিচিত্র বন্যফুলে

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি ।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥২

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৩

বিরচিত বৈজয়ন্তী মালা আপনার গলদেশে বিলম্বিত, আপনার বাম হস্তে দধ্যোদন গ্রাস, বাম বক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, উদর ও বস্ত্রবন্ধনীর মধ্যস্থলে বংশী, এই সমস্ত অসাধারণ চিহ্নে আপনার শ্রীঅঙ্গ বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত। আপনার শ্রীপাদপদ্ম অতি সুকোমল। গোপরাজ নন্দাত্মজ রূপী আপনার শ্রীচরণকমলে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণত হইতেছি।

২। হে দেব, আপনার শ্রীবিগ্রহ কদাপি পাঞ্চভৌতিক নহে, ইহা সচ্চিদানন্দময়। এই যে কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ আমাকে অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইলেন, আপনার অংশরূপী যে রূপে আপনি পূর্বে আমার নিকট চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই রূপের মহিমা অন্তর্মুখী মন দ্বারা আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না। সুতরাং আপনার এই স্বয়ং রূপ যাহা সচ্চিদানন্দময় হইয়াও নরশিশুরূপে দধি চৌর্য, গোপিকাস্তন্যপান, বৎসচারণ ও বালক্রীড়া রত। এই অসাধারণ সুখানুভূতিপূর্ণ স্বরূপের মহিমা যে বরাক আমার জ্ঞান বুদ্ধির অগোচর, তাহা আর কি বলিব ?

৩। যাঁহারা জ্ঞান মর্গে আপনাকে জানিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া, তীর্থাদি স্থানে ছুটাছুটি না করিয়া আপনার কোন ভক্তমুখে আপনার কথা শ্রবণ করেন (শ্রবণাঙ্গ ভক্তি), এবং বাক্য, মন ও দেহাদি দ্বারা

শ্রেয়ঃস্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥৪

যথানুরূপ সংস্কৃতি করেন, অর্থাৎ বাক্য দ্বারা আপনার নামাদিকীর্তন করেন, মন দ্বারা আপনার লীলাদি স্মরণ করেন, এবং দেহ দ্বারা প্রণাম এবং আপনার অথবা আপনার ভক্তজনের সেবা করিয়া থাকেন, আপনি ত্রিভুবনে সকলের অজিত হইলেও, আপনি স্বীয় প্রেমাধীনতা ও ভক্তবাৎসল্য গুণহেতু প্রায়ই ইহাদের বশীভূত হইয়া থাকেন। 'স্থানেস্থিতা' পদে স্থানকে অবস্থা অর্থে ধরিয়া অন্যরূপ অর্থ হইতে পারে। নিজে যখন যে অবস্থায় থাকেন, অপরের দৃষ্টিতে ঘোর দুঃখ জনক মনে হইলেও, তাঁহারা ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইয়া মনে করেন আমার দয়াল প্রভু আমার মঙ্গলের জন্যই এই দুঃখ, বেদনা বা আর্তি আমাকে দিতেছেন। ইহা না হইলে হয়তঃ আমার অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি হইত। সুতরাং এই দুঃখ আমার চিত্তশোধক, আমার প্রভু আমার মঙ্গলের জন্যই ইহা আমাকে দিতেছেন; এবং এইভাবে আমার দুষ্প্রারব্ধ খণ্ডিত হইতেছে। ইহা মনে করিয়া এই দুঃখজনক অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করেন না। ইহা দ্বারা প্রপন্নতা বুঝাইতেছে। আপনি অজিত হইলেও ইহাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া থাকেন।

৪। একমাত্র ভক্তি দ্বারাই নিঃশ্রেয়স লাভ করা সম্ভব। যে ব্যক্তি ভক্তিমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তিশূন্য জ্ঞান দ্বারা মোক্ষাদিপুরুষার্থ লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের শম, দম. যম, নিয়মাদি পরিশ্রমই সার হয়। তাহারা কোন প্রকার পুরুষার্থ লাভ করিতে সমর্থ হন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে স্থূল তুষ, উদূখলে রাখিয়া আঘাত করিলে যেরূপ তণ্ডুল প্রাপ্তি হয়না, পরিশ্রমই সার হয় তদ্রূপ।

সুখকে ভগবানের কৃপা মনে করা সহজ, কিন্তু দুঃখকে কৃপা মনে করা কঠিন। স্থির ভাবে চিন্তা করিলে দুঃখকেও কৃপা মনে করা যাইতে পারে। পিতা যেমন সন্তানকে কোলে তুলিয়া আদর করেন, লাড্ডু আদি মিষ্ট দ্রব্য হাতে তুলিয়া দেন, ইহা যেমন কৃপা, তদ্রূপ সন্তানের অন্যায় কার্য দর্শন করিয়া সংশোধন উদ্দেশ্যে চপেটাঘাত করিলে তাহাও কৃপাই। সেই প্রকার মানুষ আমরা কত অন্যায় করিতেছি, কত পাপ করিতেছি, জগৎ পিতা পরমেশ্বর আমাদের চরিত্র সংশোধন হেতু যে দুঃখ দান করেন, ইহা আমাদের জন্যই। কৃষ্ণ ভজনের জন্যই মনুষ্য জন্ম। মানুষ হইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণ ভজন না করি, কেবল আত্মসুখই সাধন করি, শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া যাই, তখন পরম দয়াল কৃষ্ণ সাধু মহাত্মাগণকে তাঁহার দূতরূপে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দেন—তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। যদি তথাপি অবহেলা হেতু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ না করি, তাহা হইলে তিনি বেদনা দূতীকে পাঠাইয়া দেন। বেদনাদূতী আসিয়া আঘাত দিয়া আমাদিগকে সজাগ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ নানাভাবে বেদনাদূতীকে সরাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। যখন বিফল প্রযত্ন হয় তখনই নিরুপায় হইয়া সেই পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে। সুতরাং দুঃখ ভগবানের কৃপাই বটে। প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ জন্য আমাদের দেহ ধারণ। এই জন্মেও কত কর্ম করিতেছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি কর্ম প্রারব্ধের সমজাতীয় হইলে ঐ সঙ্গে মিশিয়া ফল ভোগ করায়, কতকগুলি কর্ম সঞ্চিত থাকে। জীবনে কোন একটা বিপদ হঠাৎ আসিয়া পড়িলে মনে করিতে হইবে, ইহা আমার কোন এক দুষ্প্রারব্ধ, এই ভাবে দুঃখ ক্ষয় হইয়া গেল। হয়তঃ আরো বড় বিপদ হইত, শ্রীগুরুদেব আমার সহায়, এজন্য অল্প ভোগ দিয়াই ঐ ঘোর কর্মটিকে ক্ষয় করিয়া দিলেন। বিপদে পড়িলে ঐ বিপদের কারণ স্বরূপ অপর কোন ব্যক্তিকে দায়ী করিয়া তাহার উপর প্রতিশোধ নিবার চেষ্টা করা অনুচিত, কেননা ঐরূপ চেষ্টা দ্বারা অপর এক দুষ্কর্মের সৃষ্টি করা

পশ্যেশ মেঽনার্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি ।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চিরগ্নৌ ॥৯

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি ॥১০

হইবে, যাহার ফল এই জন্মে বা জন্মান্তরে নিজকেই ভোগ করিতে হইবে। সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে "স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান্"। এই নীতি অনুযায়ী যিনি জীবন ধারণ করেন অর্থাৎ মন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করেন, বাক্য দ্বারা ঐসব কীর্তন করেন এবং দেহ দ্বারা প্রণামাদি অথবা ভগবানের অথবা তদীয় ভক্তের সেবাদি কার্য করেন তিনি ভগবচ্চরণ অবশ্যই লাভ করিবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯। হে ভগবন্, আমার দৌর্জন্য দেখুন। আপনি অনাদি, অনন্ত, সর্বজীবের পরমাত্মা, আমি আপনা হইতে জন্মিয়াছি, আবার দুই পরার্ধ কাল পরে আমার এই দেহ ধ্বংস হইবে। এমন তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়াও মায়াবীগণেরও বিমোহনকারী (যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ যোগমায়া আপনার দাসী) আপনার উপর মায়া বিস্তার করিতে গিয়া নিজেই মায়ামুগ্ধ হইয়া এখন আপনার শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিতেছি।

১০। হে অচ্যুত, আপনাতে যে ক্ষমা, ভক্ত বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতি গুণ আছে, তাহা কখনো চ্যুত হয় না, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। রজঃগুণ হইতে আমার জন্ম, আমার সৃষ্টিকার্যও রজঃগুণ দ্বারা। এই হেতু আপনি যে আমার নাথ সেই তত্ত্ব না জানিয়া, আমি নিজেকেই একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিতেছি। অধিকন্তু মায়ার গাঢ় আবরণে আমার দৃষ্টি অন্ধ বলিয়া সৃষ্টিকর্তারও যে স্রষ্টা আপনি সেই তত্ত্ব জানিতে

কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥১১
উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে ।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ ॥১২

পারিতেছি না। আপনি আমার নাথ, আপনাকে ভুলিয়া নিজে অনাথ হইয়া আছি। হে প্রভো, আমি আপনার কৃপার পাত্র বিবেচনায় আমার সর্ব অপরাধ ক্ষমা পূর্বক আমাকে পুনঃ নাথবান্ করিতে প্রার্থনা করিতেছি।

১১। হে প্রভো, আপনার সঙ্গে আমার কোন প্রকার তুলনাই হইতে পারে না। প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই অষ্টাবরণ বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে নিজ হস্তে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত আমার দেহ, আর আপনার অংশাংশ প্রথম পুরুষ মহাবিষ্ণুর প্রতি রোমকূপে ঈদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ত্রাসরেণুবৎ বাহিরে আসিতেছে, আবার ভিতরে পুনঃ প্রবেশ করিতেছে। আপনি মহত্তম এবং আমি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম।

১২। গর্ভস্থ শিশু মাতার উদরে পদাঘাত করিলে মাতা কখনো অপরাধ গ্রহণ করেন না, বরং শিশু জীবিত আছে জানিয়া সুখী হন, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডে স্থূল, সূক্ষ্ম, সৎ, অসৎ যাহা কিছু বর্তমান সমস্তই আপনার কুক্ষির ভিতরে। অনন্ত হেতু কুক্ষির বাহির বলিয়া কিছু নাই। সুতরাং আমি আপনার গর্ভমধ্যে অবশ্যই রহিয়াছি। হে অধোক্ষজ, মাতৃবৎ আমার সর্ব অপরাধ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হোক।

১৩। প্রলয় সমুদ্রের মহাপ্লাবনে ঊর্ধ্ব, মধ্য, অধঃ এই ত্রিভুবন নিমজ্জিত হইলে গর্ভোদশায়ী নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি

জগৎত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা
কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥১৩

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী ।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥১৪

—এই শাস্ত্র বাক্য মিথ্যা হইতে পারে না। আপনি নারায়ণের মূল স্বরূপ, আপনি সর্বেশ্বর। আমি কি আপনার পুত্র নহি? অবশ্যই পুত্র। সুতরাং এই অধম পুত্রের অপরাধ কৃপা পূর্বক ক্ষমা করুন—এই প্রার্থনা।

১৪। কৃষ্ণ যদি বলেন তুমি নারায়ণের পুত্র, ইহা আমি স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমি ত নারায়ণ নই। আমি নন্দনন্দন কৃষ্ণ। তুমি আমার পুত্র ইহা কেন বলিতেছ? এই আপত্তি খণ্ডন উদ্দেশ্যে এই শ্লোক। মহাবৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি। প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যস্থলে কারণ সমুদ্র। ইহার জল চিন্ময়। শ্রীভগবানের যখন সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হয়, তখন বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের অংশরূপী প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু এই কারণ সমুদ্রে শয়ন করিয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করেন, ইহাতেই প্রকৃতির গুণত্রয় বিক্ষুব্ধ হইয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথম পুরুষ সহস্র শীর্ষ মহাবিষ্ণু তখন এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন। ইনি দ্বিতীয় পুরুষাবতার। চিন্ময় জলে শয়ন করেন বলিয়া প্রথম পুরুষ এবং দ্বিতীয় পুরুষ উভয়েই নারায়ণ নামে কথিত হন। এই দ্বিতীয় পুরুষের নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার জন্ম। এই কমলের নালে চতুর্দশ ভুবন অবস্থিত। ব্রহ্মা ভগবানের কৃপাতে শক্তিলাভ করিয়া অনন্ত জীবদেহ সৃষ্টি করেন। তখন দ্বিতীয় পুরুষের অংশ তৃতীয়

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব ।
কিং বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥১৫

পুরুষ প্রত্যেক জীবদেহে পরমাত্মারূপে প্রবেশ করেন এবং একরূপে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ক্ষীরোদসমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন। নারশব্দের অর্থ জল, অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। এইজন্য প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ তিনজনকেই নারায়ণ নামে অভিহিত করা হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সকলের মূল স্বরূপ হেতু তিনিও নারায়ণ। তৃতীয় পুরুষ সর্বদেহীগণের পরমাত্মা এবং এইজন্য অখিল লোকসাক্ষী। অধীশ শব্দদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সকলের মূল স্বরূপ বা অধীশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। নার অর্থ জীবসমূহ এবং অয়ন অর্থ আশ্রয়, সুতরাং সর্বজীবের আশ্রয়হেতু শ্রীভগবান নারায়ণ। "নরভূজলায়নাৎ নারায়ণস্ত্বং" এই বাক্যের ব্যাখ্যা এইরূপ হইবে—যথা নর অর্থ ভগবান, তথা হইতে উৎপন্ন জল "নরভূজল" অর্থাৎ পরব্যোমাধিপতির অঙ্গজলই কারণার্ণব, তথায় শয়ন করেন প্রথম পুরুষ তিনি নারায়ণ। প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ সকলেই নারায়ণ। "তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া" এই পদ দ্বারা বুঝাইতেছে প্রথম পুরুষ, দ্বিতীয় পুরুষ, তৃতীয় পুরুষ যথাক্রমে কারণ সমুদ্রে, গর্ভসমুদ্রে ও ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান আছেন। তাই বলিয়া ইহাদের স্বরূপ যে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ তাহা নহে। সকলেই বিভু, অনন্ত, নিজ অচিন্ত্য মহিমা হেতু অসীম হইয়াও ক্ষীরোদ সমুদ্রে বা গর্ভোদে বা কারণ সমুদ্রে শয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কটিদেশ কিঙ্কিণী দ্বারা পরিবেষ্টিত, কিন্তু গ্রামের সমস্ত রজ্জু একত্র করিয়াও কটিদেশ বেষ্টন করা সম্ভব হয় নাই। ইহা যেমন সম্ভব, তদ্রূপ নারায়ণ স্বরূপেরও অনন্ত মহিমা হেতু সমুদ্রে শয়ন করা সম্ভব।

১৫। হে ভগবন্, আপনি নারায়ণ স্বরূপ জলে শায়িত থাকেন

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য ।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥১৬

বলিয়া কি আপনি পরিচ্ছিন্ন? না কখনো নহে। কারণ আমি আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমি কোথায় আছি জানিবার জন্য পদ্মের দলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়াও একটি দলেরও অন্ত পাইলাম না। তারপর পদ্মের মৃণালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া কোথায় যাওয়া যায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, সহস্র বৎসরেও কিছুই জানিতে পারিলাম না। "অতঃপর তপঃ তপঃ" শব্দ শ্রবণ করিয়া সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিবার পর ধ্যানযোগে আপনার নারায়ণ স্বরূপের দর্শন পাইলাম, কিন্তু বাহিরে সাক্ষাৎ দর্শন কখনো পাই নাই। সুতরাং অচিন্ত্য শক্তিবলে আপনি পরিচ্ছিন্নবৎ বোধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে অপরিচ্ছিন্ন; একসঙ্গে অণু হইতেও অণু এবং বিভু হইতেও বিভু।

১৬। কোন গৃহাভ্যন্তরস্থ ঘটমধ্যে সেই গৃহ থাকিতে পারে না। সেই প্রকার জগতের গর্ভস্থ জলে যে বপু শয়ান, তাঁহার ভিতরে জগৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং আপনার বিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন এই প্রকার আপত্তি হইতে পারে। তাহার উত্তরে ব্রহ্মা বলিতেছেন—হে প্রভো, মায়ামুগ্ধ জনকে মায়ামুক্ত করিবার জন্যই আপনার এই অবতার। আপনি শরণাগত জনগণকে মায়ামুক্ত করিয়া শ্রীচরণে আশ্রয় দান করেন। এই অবতারে মাতা যশোদাকে দুইবার আপনার উদরস্থ ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন, ইহা সত্য। মৃৎভক্ষণ লীলায় মা যশোদা তদীয় বামহস্তে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়া মুখব্যাদান করিতে বলিয়াছিলেন। সেই সময় আপনার মুখমধ্যে চরাচর সহ নিখিল বিশ্ব দর্শন করিয়া জননী ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং আপনি শিশুরূপী দেখাইলেও স্বরূপতঃ অনন্ত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যস্য কুক্ষাবিদং সর্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥১৭

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে
মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্-
বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ
সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং
ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥১৮

১৭। আপনি যদি বলেন আপনার স্বচ্ছ দেহে বহির্জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, যেরূপ দর্পণে হইয়া থাকে, তাহার উত্তরে বলিতেছি যে দর্পণের প্রতিবিম্ব সর্বদা বিপরীত ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, যেমন দক্ষিণ দিককে বামদিক এই প্রকার, এবং দর্পণের ভিতরে দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না। কিন্তু জননী যশোদা আপনার মুখবিবরে সমস্ত জগৎ ঠিক ঠিক ভাবে দেখিয়াছিলেন, এবং মাতৃ করধৃত স্বয়ং আপনাকেও তথায় দেখিয়াছিলেন। দর্পণে কেবল সম্মুখস্থ দ্রব্যই প্রতিবিম্বিত হয়, কিন্তু আপনার মুখমধ্যে জননী ব্রজধাম মধ্যস্থ সম্মুখস্থ দ্রব্য ব্যতীত গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতি যাবতীয় অকল্পনীয় বস্তুও দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা আপনার ভাগবতীয় অনন্ত শক্তির কার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

১৮। আমি এতদিন ইহাই জানিতাম যে এই বহির্জগৎ আপনার কুক্ষি মধ্যে বর্তমান এবং প্রতিরোমকূপে এইরূপ সহস্র সহস্র জগৎ যাতায়াত করিতেছে। এই সমস্ত জগৎ মায়া সৃষ্ট। আমার পরম ভাগ্যে আজ জানিতে পারিলাম অতর্ক্য মহামহৈশ্বর্য্যশালী আপনার স্বরূপ শক্ত্যাত্মক সহস্র সহস্র চিন্ময় জগৎও বর্তমান আছে। আজ আপনার মঞ্জু মহিমা দর্শনকারী আমার নিকট প্রতীত হইল ঐ সমস্ত

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।
স্রষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥১৯

জগৎ সম্বন্ধীয় সমস্তই আপনি। আপনি ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই। আজ আমি জগতের মায়াত্ব নহে চিন্ময়ত্ব দর্শন করিলাম। প্রথম বাল বৎসাদি হরণের পূর্বে আপনি একাই ছিলেন, হরণের পর বালকগণ, বৎসগণ, তাহাদের পরিচ্ছদাদি সমস্ত আপনিই হইলেন। অতঃপর স্বরূপ শক্তিময় চতুর্ভুজ রূপ বালক, বৎস, তাহাদের পরিচ্ছদ, শৃঙ্গ, বেণু, বেত্র সমস্তই পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিভাত হইল। আরও দেখিলাম এই সমস্ত জ্যোতির্ময় চতুর্ভুজ মূর্তি সমূহের সম্মুখে প্রকৃতি তত্ত্ব সমূহ, স্বভাব, কাল প্রভৃতি সহ আমি যে ব্রহ্মা আমা হইতে আরম্ভ করিয়া অতিক্ষুদ্র কীটাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই চিন্ময় দেহে, ঐ প্রত্যেক চিন্ময় চতুর্ভুজ রূপের উপাসনা করিতেছে। যত যত চিন্ময় রূপ তত তত চিন্ময় জগৎ আমার সম্মুখে প্রতিভাত হইল। অতঃপর যোগমায়া আপনার ইচ্ছায় সমস্ত আবৃত করিয়া প্রকাশ করিলেন অনুপম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যময় অদ্বয় পূর্ণব্রহ্ম শিশুরূপী একমাত্র আপনাকে। আমার পরম ভাগ্যে একমাত্র আপনার কৃপায় আপনার বৈভবসহ আপনাকে দর্শন করিলাম।

১৯। যাহারা ভক্তি বিমুখ, শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা আপনাকে জানিতে চাহে তাহারা আপনাকে নির্বিশেষ স্বরূপ মনে করে। আপনার ধাম, বিগ্রহ, পার্ষদ, লীলা প্রভৃতি তাহারা স্বীকার করে না। তাহারা মনে করে আপনি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি মধ্যেই অবস্থিত। রজোগুণ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া পালন কর্তা বিষ্ণু এবং তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সংহার কর্তা রুদ্র রূপ আপনি ধারণ করেন। আপনি প্রকৃতির সাহায্যে যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপ ধারণ করেন, তদ্রূপ আপনার অবতারগণও মায়িক।

সুরেষৃষিষীশ তথৈব নৃষপি
তির্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য ।
জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥২০

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্ ।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়ান্ ॥২১

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎ স্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্ ।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥২২

২০। শ্রীভগবানের সমস্ত বিগ্রহই চিন্ময় ও নিত্য। আপনার কৃপাতেই আপনাকে জানা যায়, অন্যথা নহে। হে প্রভো, ভক্তি বিমুখগণের 'আমরা প্রকৃতজ্ঞানী' এই দুর্মদ দূর করিবার জন্য, অসজ্জনের নিগ্রহ জন্য এবং সদ্ভক্তগণকে নিজ সচ্চিদানন্দময় রূপ, গুণ, লীলা আস্বাদন রূপ অনুগ্রহ করিবার জন্য জন্ম রহিত হইয়াও আপনি নানাভাবে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দেবতা মধ্যে বামন রূপে, ঋষিগণ মধ্যে পরশুরামরূপে মনুষ্য মধ্যে রামচন্দ্ররূপে, তির্য্যক জাতিতে বরাহরূপে, জলচর মধ্যে মৎস্য কূর্মরূপে আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২১। হে সর্বব্যাপী, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরমাত্ম স্বরূপ, অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর প্রভো, আপনি কোথায় কি কারণে, কখন, কতবার, আপনার স্বরূপ শক্তি যোগমায়া দ্বারা লীলা করিয়া থাকেন তাহা ত্রিভুবনে কেহই জানিতে পারে না।

২২। হে ভগবন্, আপনার ত্রিগুণময়ী মায়া শক্তিতে প্রকাশিত এই জগৎ অনিত্য, স্বপ্নবৎ মিথ্যা, বুদ্ধিলোপকারী, অশেষ দুঃখপ্রদ হইলেও, যেহেতু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনন্ত আপনি ইহার অধিষ্ঠান,

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥২৩
এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥২৪

অর্থাৎ আপনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন, এইজন্য অস্থায়ী জগৎ সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

২৩। আপনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', লীলা হেতু বহু হইয়াছেন, সর্বজীবহৃদয়ে এক আপনিই পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত (জীব বহু পরমাত্মা এক), প্রকৃতি পুরে, ব্রহ্মাণ্ড পুরে এবং জীব হৃদয় পুরে আপনি অবস্থান করেন, এইজন্য আপনি একমাত্র পুরুষ আর সব প্রকৃতি, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আপনি ছিলেন আর কিছু ছিল না, এজন্য আপনি পুরাণ, আপনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এখনো আছেন, প্রলয়ের পরেও থাকিবেন এইজন্য আপনি সত্য, আপনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন এইজন্য স্বয়ং প্রকাশ (স্বয়ং জ্যোতি), দেশ, কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এজন্য অনন্ত; সর্বাগ্রে একমাত্র আপনি ছিলেন এইজন্য আদ্য, নিত্য অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি রহিত, অবক্ষয় রহিত, আনন্দ স্বরূপ, নির্লিপ্ত, একমাত্র আপনিই পূর্ণ, আপনি ব্যতীত সবই অপূর্ণ, একমেবাদ্বিতীয়, উপাধি মুক্ত অর্থাৎ মায়াতীত। আপনি অমৃত অর্থাৎ শাশ্বত, মৃত্যু আপনার ভয়ে ভীত, আপনি যে কেবল নিজে অমৃত তাহা নহে, আপনি অমৃতত্ব দান করিয়া থাকেন।

২৪। এই শ্লোকে ভবকে অনৃতাম্বুধি বলা হইয়াছে। সংসারে জন্ম, মৃত্যু, পুনরায় জন্ম, পুনরায় মৃত্যু—ইহাই ভব। ইহাকে মিথ্যা বলা হইয়াছে, যেহেতু ইহার মূল কারণই মিথ্যা। দেহে আত্মবুদ্ধিই

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্ ।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥২৫

সংসার বা ভবের মূল কারণ। দেহ আত্মা নহে, আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন বস্তু। গুরু কৃপা ব্যতীত দেহাত্মবুদ্ধি কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। শ্রীভগবানই গুরুরূপে জীবের দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট করেন এবং প্রকৃত আত্মজ্ঞান দান করেন। তখনই জীবের ধারণা হয় আত্মার সুখের জন্য দেহ বা দেহ সম্পর্কিত বস্তুকে প্রিয় মনে হয়। সেই আত্মারও আত্মা যিনি, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রিয়। যে ব্যক্তি গুরু কৃপালব্ধ জ্ঞান নেত্রে আপনাকে এই ভাবে প্রিয়তম রূপে জানিয়া, আপনার চরণে শরণাগত হয়, তিনি অনায়াসে সংসার হইতে মুক্ত হইয়া আপনার চরণ লাভ করিতে পারেন।

২৫। 'আত্মানংবিদ্ধি,' 'অয়মাত্মাব্রহ্ম' প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্য দ্বারা কেহ কেহ ভ্রান্ত হয়। তাহারা জীবাত্মাকেই পরমাত্মা বা ভগবৎ স্বরূপ মনে করিয়া মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। তখন জীবাত্মার সুখের জন্য দেহদৈহিকাদিতে আবিষ্ট হইয়া মোহগর্তে পতিত হয় এবং নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে। কিন্তু আপনি যে আত্মারও আত্মা, আপনি বিভু, জীবাত্মা অণু, আপনি শক্তিমান, জীবাত্মা শক্তি, আপনি প্রভু, জীবাত্মা দাস এই প্রকৃত জ্ঞান হইলে আর দুঃখ থাকেনা। তখন জীব আপনার দাসোচিত সেবা করিয়া পরমানন্দের অনুভূতি প্রাপ্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় অন্ধকারে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে, লোক ভীত হইয়া পলায়ন করে এবং নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু এই ভ্রম দূর হইলে আর দুঃখ থাকে না।

২৬। জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥২৬
ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥২৭

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায় ।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥ চৈঃ চঃ

যাহারা সূর্য হইতে দূরে থাকে, তাহারা সূর্যোদয় হইলে বলে দিন আর অস্ত হইলে বলে রাত্রি ; কিন্তু যাহারা সূর্যের মধ্যে বাস করে, তাহাদের সব সময়েই দিন। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস ও তটস্থা শক্তি হেতু তাহার বন্ধন নাই, সুতরাং বন্ধন মুক্তির প্রশ্নই উঠে না। দেহে আত্মবুদ্ধি হইলেই বন্ধন এবং দেহাত্মবুদ্ধি দূর হইলেই মুক্তি। গুরু কৃপাতে কৃষ্ণ ভজন করিলেই দেহাত্মবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া থাকে।

২৭। অজ্ঞ জীবগণ আপনার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে মায়িক মনে করে, এবং আপনি ছাড়া পৃথকরূপে আত্মার অস্তিত্ব আছে বিশ্বাস করে। সেইজন্য বৃন্দাবনে বিরাজিত গোপবালক রূপী আপনি যে পরব্রহ্ম, আপনি যে সকল আত্মারও আত্মা, ইহা তাহাদের বুদ্ধিতে প্রকাশিত হয় না। কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি আপনার পরমাত্মস্বরূপ না বুঝিয়া আপনাকে জীবাত্মা হইতে অভেদ মনে করিয়া থাকেন, কোন কোন ব্যক্তি আপনাকে পরমাত্মা মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বৃন্দাবনে গোপশিশু রূপী আপনার স্বরূপই সে সর্বমূলীভূত তাহা বিশ্বাস করে না। ইহারা কি মূর্খ !

২৮। হে ভগবন্, আপনি অনন্তরূপে অনন্তলীলা করিয়া থাকেন।

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥২৮

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি ।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্ মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥২৯

এবং সমস্ত রূপই মায়াতীত ; কিন্তু এই যে নন্দনন্দনরূপে করিতেছেন ইহার মত পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ মাধুর্যের বিকাশ, অথচ ঐশ্বর্য মাধুর্যের অধীন, এরূপ ভক্ত মনোহারী লীলা আর কোন অবতারে কখনো হয় নাই। আপনার ব্রহ্ম, পরমাত্মা, এবং বিভিন্ন অবতার সকলেই তত্ত্বতঃ এক হইলেও, যাঁহারা আপনার এই স্বরূপের বৈশিষ্ট্য অবগত আছেন, তাঁহারা এই স্বরূপেরই ভজন করিতে ইচ্ছা করেন। অন্ধকারে রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, যখন সর্পভ্রান্তি দূরীভূত হয় তখনই রজ্জুজ্ঞান হইয়া থাকে। আপনার এই স্বরূপে যাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট, তাহারা আপনার অন্য কোন স্বরূপে আসক্ত হন না, তাহারা আপনার এই স্বরূপের মাধুর্যেই বিভোর হইয়া থাকেন, অন্য কোন স্বরূপের কথা ভাবেন না। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে মন হইতে যদি সর্পভ্রান্তি দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে যথার্থ রজ্জুজ্ঞান হইতে পারে না ; তদ্রূপ আপনার অন্যান্য স্বরূপে মন কিছুটা আকৃষ্ট হইলেও এই স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। একমাত্র একনিষ্ঠ প্রেমভক্তি দ্বারাই আপনার মাধুর্য আস্বাদনীয়।

২৯। হে দেব (বৃন্দাবনে ক্রীড়ারত ভগবন্, অথবা সর্ব্বত্র প্রকাশ অথবা সর্ব্ব প্রকাশক ভগবান্), আপনার শ্রীপাদপদ্ম যুগলের কৃপাদ্বারা অনুগৃহীত ব্যক্তিই আপনার তত্ত্ব বা মহিমা কথঞ্চিৎ অবগত

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥৩০

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥৩১

হইতে পারেন, অন্যথা বহু শাস্ত্রাভ্যাস, যোগাভ্যাস দ্বারা বিচার করিয়াও বিন্দুমাত্র জানিতে পারেন না।

৩০। আমি দেখিতেছি এই বৃন্দাবনে কেবল গোপগোপীগণই যে আপনার সেবা করিতেছে তাহা নহে, বন্যহরিণ, গবাদি পশুগণ এবং শুক শারী প্রভৃতি পক্ষীগণ, এমনকি স্থাবর বৃক্ষগণও আপনার সেবা করিতেছে। আপনার পাদপদ্ম সেবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ। সেই জন্য হে আমার নাথ, আপনার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, আমার বর্ত্তমান ব্রহ্মজন্মে অথবা এই জন্মের পরে আপনার লীলাতে বিঘ্ন সৃষ্টি রূপ অপরাধের ফলে, পশু পক্ষী প্রভৃতি যে কোন জন্ম লাভ করিনা কেন, তাহাতে আমার বলিবার কিছু নাই, তবে আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা যেন লাভ করি। তাহা হইলেই আমার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বলিয়া মনে করিব। এই শ্লোকের অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে—যথা কর্ম ফলে আমি পশু পক্ষী বা যে কোন জন্মই লাভ করিনা কেন, আপনার ব্রজ বাসী যে কোন ভক্তের চরণ পল্লব সেবা করিবার ভাগ্য যেন আমার হয়। আপনার ভক্তের কৃপা হইলেই আপনার কৃপা পাইব—আমি ইহা নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারিয়াছি।

৩১। হে বিভো, অমৃত ভোজী দেবতাগণ যজ্ঞের চরু প্রভৃতির ভাগ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে অমৃত হইতেও যজ্ঞ ভাগের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইতেছে। আজ পর্য্যন্ত স্বর্গলোক, সত্যলোক,

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩২

প্রভৃতি স্থানে যত যজ্ঞ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা আপনার তৃপ্তির জন্য। এবং দেবতারা মন্ত্রপূত পূর্ব্বক উহা আপনার নামেই উৎসর্গ করিয়া থাকেন। কিন্তু অদ্যাবধি আপনি কখনো সাক্ষাৎভাবে তাহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু দুগ্ধ দেহবিকার হইলেও বৃন্দাবনের গোপ রমণীগণের এবং গাভীগণের অমৃত তুল্য স্তন্য দুগ্ধ আপনি পুত্র রূপে বা বৎস রূপে পান করিতেছেন। ধন্য বৃন্দাবনের গোপীগণ ও গাভীগণ, তাহারা ধন্যাতিধন্য।

৩২। হে ভগবন্ বৃন্দাবনবাসী জীব মাত্রই আপনার প্রিয়, এবং আপনিও তাহাদের প্রিয়। স্থাবর জাতি বৃক্ষলতা, আপনাকে ফল ও পুষ্প উপহার প্রদান করে, তাহারা নত মস্তকে আপনাকে প্রণাম করে, মধু বর্ষণছলে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে। শুক, শারী, ময়ূর, কোকিল এবং অন্যান্য পক্ষীগণ আপনার দর্শনে আনন্দে গান করে ও নৃত্য করে। গবাদি পশুগণের কথাই নাই, যেহেতু স্বয়ং আপনি বৎস রূপে তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিতেছেন, হরিণ, হরিণীগণ তাহাদের সুন্দর আয়ত লোচনে আপনার রূপ দর্শন করিতে থাকে। হিংস্র পশুগণও তাহাদের হিংস্র স্বভাব ভুলিয়া আপনার ধামে বাস করিতেছে। মানুষের কথাত বলিবার নহে; সকলেই আপনার সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্কে আবদ্ধ। আপনি কাহারো প্রভু. কাহারো সখা, কাহারো পুত্র বা পুত্রসম, কাহারো প্রাণবল্লভ। এই ভাবে একটা না একটা মধুর সম্পর্কে সকলেই আবদ্ধ। তাই বলিতেছি ব্রজবাসীগণের ভাগ্যের সীমা পরিসীমা নাই, যেহেতু আনন্দ-স্বরূপ, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান্ তাহাদের অতি পরম মিত্র, অতি আপন জন, হৃদয়ের ধন।

৩৩। হে অচ্যুত, আপনার অতি প্রিয় ব্রজবাসীগণের ভাগ্য অবর্ণনীয়। ইহাদের সঙ্গ প্রভাবে তাহাদের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ

এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥৩৩

আমরাও ধন্য হইয়াছি। কেহ কোন রসাল দ্রব্য পান করিতে হইলে একটি পানপাত্রের আবশ্যক হয়। রস আস্বাদনকারী ব্যক্তিই রস পান করে, কিন্তু ঐ পান পাত্রের মধ্যেও রস লাগিয়া থাকে। পানপাত্রের চেতনা শক্তি থাকিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানপাত্র অত্যল্প পরিমাণ হইলেও রসাস্বাদনের ভাগ্য লাভ করে। তদ্বৎ ব্রজবাসীগণ তাহাদের ইন্দ্রিয় রূপ করণ দ্বারা আপনার নানাবিধ প্রেম সেবা করিয়া থাকে এবং এইভাবে আপনার শ্রীপাদপদ্মের মধু যাহা অমৃত তুল্য সুস্বাদু এবং ইতর রস বিস্মারক হেতু আসব তুল্য, তাহা নিরন্তর পান করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ আমরাও এই সম্পর্কে আপনার পাদপদ্মের মত্ততা উৎপাদক ও অমৃত তুল্য মকরন্দের আস্বাদন লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইয়া থাকি। কোন ব্রজ বালক যখন দৌড়াইয়া আপনার নিকট গমন করে, তখন পদের দেবতা উপেন্দ্র ধন্য হইয়া যান, যখন কেহ আলিঙ্গন করেন তখন হস্তের দেবতা ইন্দ্র ধন্য হইয়া যান, যখন কোন গোপী নয়ন ভরিয়া আপনার রূপ সুধা পান করেন, তখন চক্ষুর দেবতা সূর্য ধন্য হইয়া যান। যখন কেহ আপনার কথা স্মরণ করে তখন মনের দেবতা চন্দ্র ধন্য হইয়া থাকেন, এইরূপ আমরা সকলেই ধন্য হইয়া থাকি। বুদ্ধির দেবতা ব্রহ্মা, অহংকারের শঙ্কর, শ্রোত্র দিক্ সমূহ, ত্বক বায়ু, রসনা বরুণ, বাক্য-অগ্নি নাসিকা অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই একাদশ দেবতা। চিত্তের দেবতা বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদহেতু উল্লেখ করা হয় নাই। পায়ুর দেবতা মিত্র, এবং উপস্থের দেবতা প্রজাপতি সাক্ষাৎভাবে সেবা করেন না, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে সুস্থ ও সেবা যোগ্য করিয়া রাখেন বলিয়া গৌণভাবে কৃষ্ণসেবানন্দ লাভ করেন।

তদ্ ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্ গোকুলেঽপি কতমাঙ্‌ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥৩৪

৩৪। হে প্রভো, আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের কথা যতই ভাবিতেছি, ততই মনে হইতেছে, ইহাদের মহিমা আমার অচিন্ত্যনীয়। শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ, অনাদিকাল হইতে অদ্যাবধি আপনার পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু প্রাপ্ত হন নাই, সেই আপনি যাহাদের জীবনস্বরূপ, অর্থাৎ আপনাকে একপলক না হেরিলে যাহারা জীবনধারণে অসমর্থ হন, তাহাদের প্রেম মহিমা অসীম, অনন্ত। এই শ্লোকে ভগবানকে মুকুন্দ বলা হইয়াছে; মুকুন্দ অর্থ যিনি ভজন কারীকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন। অথবা কুন্দবৎ সুন্দর হাস্য যাঁহার তিনি। হে প্রভো, আমার ব্রহ্মা জন্ম পরে আমাকে কৃপা পূর্বক বৃন্দাবনে কোন তৃণ, গুল্ম অথবা শিলা জন্ম প্রদান করুন। যাহাতে আপনার ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণ রজে অভিষিক্ত হইতে পারি। পূর্বে আমি আপনার নিকট তাঁহাদের চরণ সেবা প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছিলাম কিন্তু এখন বুঝিতেছি, তাঁহাদের পদসেবা করিবার পক্ষে আমি অনধিকারী। বৃন্দাবনের পথপার্শ্বে তৃণ, গুল্ম অথবা শিলা জন্ম হইলে যদৃচ্ছাক্রমে যখন আপনার প্রিয় ভক্তগণ যাতায়াত করিবেন, তখন তাহাদের পদধূলি দ্বারা আমি অভিষিক্ত হইব। আপনার বংশীধ্বনি শ্রবণে যখন গোপীগণ উন্মাদিনী প্রায় ছুটিয়া যাইবেন, তখন আমার মস্তকে তাহাদের চরণস্পর্শ লাভ করিব— আমি ধন্যাতিধন্য হইব। আমি এখন বুঝিতেছি, যাঁহারা আপনাকে পর্যন্ত প্রেমঋণে আবদ্ধ রাখিতে পারেন, সেই ব্রজবাসীগণের চরণধূলি প্রাপ্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

৩৫। হে দেব, রাক্ষসী বালঘাতিনী পুতনা বধ করিবার ইচ্ছাতে বিষমাখা স্তন্য আপনাকে প্রদান করিয়াছিল, কিন্তু আপনি তাহার এই

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি।
সদ্বেশাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াস্তৎকৃতে ॥৩৫
তাবদ্ রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্ ॥
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনা ॥৩৬

নৃশংস অপরাধ গ্রহণ না করিয়া সে যে মাতৃবেশ ধারণ করিয়া স্তন্যদান রূপ মাতৃভাবের অভিনয় করিয়াছিল, এই মাতৃবেশ ধারণরূপ গুণাভাস টুকু গ্রহণ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ তাহাকে বৈকুণ্ঠে ধাত্রী গতি দান করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই ঘোরা রাক্ষসী সগোষ্ঠী আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিষয় অবগত হইয়া আমরা (আমি, রুদ্রদেব, সনকাদি, নারদ প্রভৃতি সর্বজ্ঞগণ) চিন্তা করিতেছি, এই ব্রজবাসীগণ, যাহারা আপনা ব্যতীত আর কিছুই জানে না, যাহাদের গৃহ, বিত্ত, সুহৃৎ প্রভৃতি প্রীতি বিষয়ক সমুদয় বস্তু, দেহ, পুত্র, প্রাণ, মন-সর্বস্ব একমাত্র আপনাতে সমর্পিত, তাহাদিগকে সর্বফলাত্মক আপনি প্রতিদানে কি দিবেন? ব্রজভূমি হইতে শ্রেষ্ঠতর ধাম আর নাই এবং আপনার এই স্বয়ংরূপ হইতে শ্রেষ্ঠতর স্বরূপও নাই। অতি নিকৃষ্টা পাপিষ্ঠা পূতনা আপনাকে প্রাপ্ত হইল, আর অতি প্রকৃষ্টগণেরও শিরোমণি ব্রজবাসীগণও আপনাকে পুত্র, মিত্র, রূপে প্রাপ্ত হইলেন, এই সমস্ত অবগত হইয়া আমাদের চিত্ত মুহ্যমান হইয়াছে, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের কেবল মনে হইতেছে —ইহা সমুচিত দান হয় নাই। আপনি যেন ব্রজবাসীগণের নিকট ঋণী রহিয়া গেলেন।

৩৬। ভক্তিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে রাগ (বিষয়ানুরাগ), দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি শত্রুর মত কার্য করিয়া থাকে, কারণ অন্তরের মহামূল্যবান গুণগুলি যথা ধৈর্য, বিবেক, জ্ঞান, বৈরাগ্য,

বিমলানন্দ, নিষ্ঠা প্রভৃতি কামাদি শত্রুগণ কর্তৃক অপহৃত হয়। কিন্তু আপনার ভক্তগণের নিকট শত্রুগণই, মিত্রের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে।

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে, ক্রোধভক্তদ্বেষী গণে
লোভ সাধুসঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে, মদকৃষ্ণগুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥ "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"

ভক্তগণ এই রিপুগণকে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাদের কাম কৃষ্ণসেবাতে নিয়োজিত অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাই একমাত্র কামনা। ভক্ত বিদ্বেষীগণের প্রতি তাহাদের ক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধকে ভক্তবিদ্বেষী গণকে পরাজিত করিতে ব্যবহার করেন। সাধুসঙ্গও হরি কথাতেই লোভ অর্থাৎ লোভকে সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণকথাতে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণগুণগানেই মত্ততা; তাঁহারা কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ কীর্তনে মাতিয়া থাকেন। মোহ বলিতে বুদ্ধিভ্রংশতা বুঝায়। ভক্তগণের সব বুদ্ধি ইষ্ট লাভে (শ্রীকৃষ্ণ চরণ লাভে) নিয়োজিত। সাংসারিক বিষয়েই তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশতা বা মোহ। দেহ, বিত্ত, পুত্রাদিতে আসক্তি হইতে অবিবেক বা মোহ উপস্থিত হয়, ইহার ফলে দেহসুখের জন্য অতি দুষ্কর্ম করিতেও লোক কুণ্ঠিত হয় না। অভক্তগণ এই মোহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সংসার চক্রে ঘুরপাক খাইতেছে। অভক্তগণের গৃহ কারাগার তুল্য। এইস্থানে নানাবিধ ভদ্রাভদ্র কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্মফল ভোগের জন্য জন্ম মৃত্যুর আবর্তে পড়িয়া থাকে। কৃষ্ণ কৃপা বা ভক্তকৃপা ব্যতীত মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তগণের গৃহ অন্যরূপ। তথায় কৃষ্ণ সেবা, গুরু সেবা, বৈষ্ণব সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ, শ্রীকৃষ্ণ নাম লীলা কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, এজন্য আনন্দ নিকেতন শ্রীকৃষ্ণ ধামতুল্য। মোহ অভক্তগণকে লৌহ শৃঙ্খলে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে, আর ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেম ভক্তি বন্ধনে চির বদ্ধ থাকেন।

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহা প্রথিতুং প্রভো ॥৩৭

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো ।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৩৮

৩৭। হে প্রভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই মায়িক জগতে জীবগণের মঙ্গলার্থে মায়িক জীবগণের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন। যেমন মায়িক জগতের পুত্র তাহার পিতার প্রতি ব্যবহার করেন আপনিও সেইরূপ আপনার পিতার প্রতি ব্যবহার করিতেছেন। আপনার লীলার নিগূঢ় অভিপ্রায় অন্য কেহ জানিতে পারে না। আপনি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়াও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকেন, নবনীত চুরি করেন, আত্মারাম হইয়াও গোপ বালকগণসহ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। আপনার লীলা প্রপঞ্চতানুসরণময়ী হইলেও নিত্য এবং প্রপঞ্চাতীত। এই লীলার উদ্দেশ্য আপনাতে প্রপন্ন জনগণকে আনন্দ দান অর্থাৎ ভক্তগণকে লীলাস্বাদনোত্থ অপরিসীম আনন্দ দান করা, যাহা ব্রহ্মানন্দ ও বৈকুণ্ঠানন্দ হইতেও অধিকতর মাধুর্য্যপূর্ণ। অন্ধকারে যেমন প্রদীপের শোভা আলোতে তদ্রূপ নহে, নীল কাচাদি পাত্রে যেমন হীরকের শোভা, শুভ্র রজত পাত্রে সেইরূপ নহে, তেমনি মায়াময় প্রপঞ্চে যেরূপ মায়াতীত লীলার চমৎকারিতা, বৈকুণ্ঠাদি চিন্ময় ধামে সেইরূপ নহে। যদিও ব্রজমণ্ডল প্রকৃত পক্ষে চিন্ময় ধাম, তথাপি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন এবং ভূতলস্থ ব্রজধাম প্রাকৃত ভূমির ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন—এই জন্যই এই স্থলে লীলার চমৎকারিতা।

৩৮। হে প্রভো, যদি কেহ বলে আপনার মহিমা অবগত আছে, সে বলুক; আমি তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে চাহি না। কিন্তু আমি আপনার আজ্ঞাধীন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইয়াও এইমাত্র জানি যে, আপনার ঐশ্বর্য্য অথবা মহিমা আমার দেহ, মন ও বাক্যের অগোচর।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতত্তবার্পিতম্ ॥৩৯

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রু-
গাকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥৪০

৩৯। হে কৃষ্ণ, আপনার সখাগণ সঙ্গে পুলিন ভোজনে অন্তরায় সৃষ্টি হেতু আমি মহা অপরাধী। লীলা প্রতিকূলকারী আমি আপনার শ্রীমুখোদ্‌গলিত বচন সুধা লেশও প্রাপ্ত হইলাম না, এজন্য দুর্ভাগা। আপনার এই লীলাস্থলে থাকিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, অতি নীচ আমাকে আজ্ঞা করুন সত্য লোকে আমি প্রত্যাগমন করি। অতি তরল চিত্ত আমি আর কি বলিব? আপনি সর্বদৃক, সমস্তই আপনি অবগত আছেন। আমি আপনার ভৃত্য। সৃষ্টিকর্তা হইলেও প্রকৃত পক্ষে আপনিই এই জগতের নাথ। এই ক্ষুদ্র জগৎ এবং এই জগতের সৃষ্টিকর্তা আমার এই ক্ষুদ্র দেহ আপনার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম।

৪০। হে কৃষ্ণ, আপনি বৃষ্ণিকুলরূপ কমলের প্রীতি বিধায়ক হেতু সূর্যের সঙ্গে তুলনীয়, আবার পৃথিবী, দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ ও গবাদি পশুরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী হেতু চন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। চন্দ্র সূর্য্য রূপী আপনি জগতের পাষণ্ড ধর্মরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া প্রকৃত সাত্বত ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিবেন। পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় রাজন্যরূপে কংসাদি যে সমস্ত রাক্ষস জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সসৈন্য বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিবেন। আপনি সর্ব পূজ্য সূর্য্যাদি দেবতা গণেরও পূজনীয়। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। এই প্রণাম কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী হোক, অর্থাৎ আমার আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া আপনার শ্রীচরণে প্রণত রহিলাম।

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥৪১

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্বসখং স্বকম্ ॥৪২

৪১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—এইভাবে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা শিশুরূপী পরব্রহ্মের স্তব করতঃ তাঁহাকে তিনবার পরিক্রমা করিয়া চরণে প্রণতি পূর্বক তাঁহার নিজধাম সত্যলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

৪২। ৩৯নং শ্লোকে ব্রহ্মা সত্যলোকে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ববৎ মৌন রহিলেন, কিছুই বলিলেন না। ব্রহ্মা মৌনই সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া নিজ ধামে প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণও পূর্ববৎ বৎস অন্বেষণ চেষ্টা অতিক্রম না করিয়া বৎসগণসহ ভোজন স্থল যমুনা পুলিনে সখাগণের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্বরূপ শক্তি যোগমায়া সমস্ত সমাধান করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী চরণ টীকাতে লিখিয়াছেন—ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৬১নং শ্লোকে বর্ণিত পশুপবংশশিশুত্ব নাট্য যাহা বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ব্রহ্মমোহন উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৬নং শোকে যে নাটকের আরম্ভ তাহার পরিসমাপ্তি উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। ব্রহ্মা যখন স্তব করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যেন কিছুই বুঝিতেছেন না এই ভাব দেখাইলেন। তিনি যে গোবৎস ও গোপবালকগণকে না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছেন এইরূপ ভঙ্গি করিয়া ছিলেন। যেন বলিতেছিলেন—'চতুর্মুখ, আপনি কে? কি বলিতেছেন আমি বুঝিতেছি না। আমি সখাগণকে ও বৎসগণকে অন্বেষণে ব্যস্ত আছি।' এইভাবে পশুপবংশ শিশুত্ব নাট্যের সমাপ্তি হইল। নিজের অধীন ব্রহ্মার নিকট নিজ মহা ঐশ্বর্য প্রকাশ

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥৪৩

করিলেন, অথচ নিজে যেন কিছুই জানেন না—ইহাকেই অভিনয় ও নাট্য বলা হইল। কিন্তু বাৎসল্যাদি রস পরিকর ব্রজেশ্বরী ও গোপরমণীগণের নিকট তাহাদের মহা প্রেমাধীন কৃষ্ণের বাৎসল্য আস্বাদন অভিনয় নহে, ইহা প্রকৃতই ভগবানের স্বেচ্ছাকৃত। ব্রহ্মা পূর্বে যে গোবৎস ও বালকগণকে মুগ্ধ করিয়া গহ্বরে মায়ানিদ্রিত রাখিয়াছিলেন তাহাদিগকে পূর্বস্থানে আনয়ন করিলেন না। অথবা তাহাদিগকে কোথায় রাখিয়াছিলেন, তাহাও বলিতে সাহসী হইলেন না। শ্রীভগবানের কৃপাতে ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন—যে ব্রজবাসী ভক্তগণের চরণ রজে অভিষিক্ত হইবার জন্য ব্রজধামে তৃণ, গুল্ম বা শিলা জন্ম প্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে মায়ামুগ্ধ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তিনি নিজেই মায়ামুগ্ধ হইয়া যাহা পূর্বে করিয়াছিলেন, এখন তাহার পুনরভিনয় করিয়া পুনরায় অপরাধী হইতে ইচ্ছা করিলেন না। গোবৎস এবং গোপ বালকগণ যোগমায়া দ্বারা আবৃত ও মোহিত ছিলেন। ব্রহ্মা চলিয়া গেলে যোগমায়া আবরণ উন্মোচন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন গোবৎস গণকে নিয়া পুলিনে তাঁহার জন্য অপেক্ষা রত বালকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন—বালকগণ গ্রাস হস্তে নিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

৪৩। যদিও ইতিমধ্যে এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল এবং এই সময় যোগমায়া-মুগ্ধাবস্থায় বালকগণ তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণকে দেখিতে পায় নাই, তথাপি যোগমায়া-মুগ্ধতা হেতু বালকগণ মনে করিতে লাগিলেন কৃষ্ণ মাত্র অর্দ্ধক্ষণ কাল মধ্যে গোবৎসসহ ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতনঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষ্ণং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥৪৪
ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥৪৫
ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ॥
দর্শয়ংশ্চর্মাজগরং ন্যবর্তত বনাদ্ ব্রজম্ ॥৪৬

৪৪। এই জগতে দেখা যায় মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ সবই বিস্মৃত হয়। শাস্ত্রাচার্যগণ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিলেও মায়ামুগ্ধ জীবগণ নিজ প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া থাকে। "জীবের স্বরূপ হয়, কৃষ্ণের নিত্যদাস," ইহা শাস্ত্র মুখে ও সাধু মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও মানুষের নিজ স্বরূপানুভব হয় না: ইহা কৃষ্ণ কৃপা বা মহৎ কৃপা সাপেক্ষ।

৪৫। কৃষ্ণকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সখাগণ বলিতে লাগিলেন —ভাই কৃষ্ণ, তুমি এত শীঘ্র বৎসগণকে নিয়া আসিবে তাহা ভাবিতেও পারি নাই। তোমার বংশীরব শুনিলেই ত বৎসগণ ছুটিয়া আসে, সে জন্যই বিলম্ব হয় নাই। তুমি কিছুই ভোজন কর নাই, সত্বর আমাদের মধ্যে আসিয়া পূর্ববৎ উপবেশন কর। তোমার মুখে কিছু না দিয়া আমাদের একটুও আহারে ইচ্ছা হয় না। এই দেখ, দই মাখা অন্ন হাতে নিয়াই তোমার অপেক্ষা করিতেছি। এখন এস, আমরা সানন্দে এক-সঙ্গে ভোজন আরম্ভ করি। এক বৎসর গত হইলেও যোগমায়া শক্তিতে তাহাদের ভোজ্যদ্রব্য, পানপাত্রাদি সমস্তই অবিকৃত অবস্থায় ছিল।

৪৬। গোপবালকগণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে লাগিলেন, এবং সখাগণ সঙ্গে আনন্দে গৃহ হইতে আনীত দ্রব্যাদি ভোজন করিতে লাগিলেন। শ্রীদামাদি সখাগণ গৃহানীত দ্রব্য মধ্যে যাহা যাহা সুস্বাদু মনে হইতে লাগিল তাহা কৃষ্ণের মুখে দিতে লাগিল। কৃষ্ণও তাঁহার আনীত খাদ্য কিছু কিছু সখা গণের মুখে দিতে লাগিলেন। ভোজন সমাপ্তির পর কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—দিবা অবসান প্রায়, চল এখন

বর্হপ্রসূননবধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গ-রবোৎসবাঢ্যঃ ।
বৎসান্ গৃণন্নুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি-
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥৪৭

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা ।
হতোঽবিতা বয়ং চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥৪৮

আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করি। সকলে নিজ নিজ শৃঙ্গ, বেত্র, বংশী, শিকা প্রভৃতি সঙ্গে লইলেন এবং গোবৎসগণকে অগ্রে করিয়া শৃঙ্গ ধ্বনি করিতে কবিতে গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ফিরিবার কালে কৃষ্ণ অজগররূপী অঘাসুরের মৃত দেহ দেখাইয়া বলিলেন—ঐ দেখ অজগরের মুখবিবর, এইদিকে আমরা ইহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আর মস্তকের ছিদ্র দেখাইয়া বলিলেন—এইদিকে বাহিরে আসিয়া ছিলাম। ইহার চর্ম শুষ্ক হইলে আমরা এখানে লুকোচুরি খেলা খেলিতে পারিব। এক বৎসর অতীত হইলেও যোগমায়ার শক্তিতে চর্ম সদ্য মনে হইতে লাগিল, একটুও বিকৃত হয় নাই।

৪৭। ময়ুর পুচ্ছ, ও নানাবিধ পুষ্প দ্বারা সুশোভিত, গৈরিক ধাতু দ্বারা বিচিত্রিতাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বংশীবাদন ও শৃঙ্গরব করিতে করিতে গোবৎসগণকে কখনো স্কন্ধে কখনো ক্রোড়ে করিয়া লালন করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি গান করিতে করিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া চলিতে লাগিল। এইভাবে ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ গোপীগণের নয়নের অপরিসীম আনন্দ দান করিতে করিতে ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন।

৪৮। সেইদিন ব্রজধামে প্রবেশানন্তর গোপ বালকগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—আজ এক অতি বৃহৎ অজগর সর্প গোবৎসগণ সহ আমাদিগকে গিলিয়া ফেলিয়াছিল। আমাদের প্রাণসখা রাজনন্দন কৃষ্ণ কি এক অদ্ভুত উপায়ে সেই সর্পকে বধ

রাজোবাচ।

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষপি কথ্যতাম্ ॥৪৯

শ্রীশুক উবাচ।

সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥৫০
তদ্ রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥৫১

করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কৃষ্ণ সঙ্গে না থাকিলে আজ আমাদের নিশ্চিত মৃত্যু ছিল।

৪৯। পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, আপনি পূর্ব অধ্যায়ে বলিয়াছেন ব্রজ গোপীগণের নিজ গর্ভজাত পুত্র অপেক্ষাও যশোদাপুত্র কৃষ্ণে অধিকতর প্রেম ছিল। প্রীতির তিনটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায় যথা দৈহিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা, এবং সৌন্দর্য মাধুর্য্য। তন্মধ্যে দৈহিক সম্পর্কই প্রধান। যেহেতু গুণবান্ ও রূপবান পরপুত্র হইতেও গুণহীন অসুন্দর নিজপুত্রের প্রতি মানুষের অধিকতর প্রেম দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রজ গোপীগণের নিজ পুত্র হইতে পরপুত্র কৃষ্ণে অধিকতর প্রীতির কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্যও ইহার কারণ মনে হইতেছে না, যেহেতু ব্রহ্মা মোহনের পরে কৃষ্ণ যখন নিজ নিজ পুত্র রূপে ব্রজে আসিলেন, তখনো পুত্ররূপী কৃষ্ণে প্রেমাধিক্য দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ কৃপা পূর্বক বুঝাইয়া বলুন।

৫০-৫১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে নৃপ, জীব মাত্রেরই নিজ আত্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয়। পুত্র কলত্র, বিত্তাদিতে যে প্রিয়তা দৃষ্ট হয় তাহা আত্মসুখের জন্যই। আত্মসুখের বিঘাতক পুত্র, কলত্রের সম্পর্ক মানুষ ছিন্ন করিয়া ফেলে। আত্মা শব্দের অর্থ দেহ ধরিলে অর্থ হইবে স্ত্রী, পুত্র, বিত্তের প্রতি প্রিয়তা দেহের সুখ জন্য; কিন্তু

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা ন হ্যনু যে চ তম্ ॥৫২
দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥৫৩
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥৫৪
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥৫৫

চিন্তা করিলেই ইহার ভ্রান্তি উপলব্ধি হইবে। রোগ বা অন্য কারণে দেহ দ্বারা আত্মার কষ্ট হইতেছে বুঝিলে মানুষ আত্মহত্যা করিয়া থাকে, অবশ্য ইহা ভ্রান্ত পথ। কিন্তু ইহা দ্বারা দেহ হইতে আত্মার প্রিয়তাই প্রমাণিত হয়। আবার উদার চিত্ত কেহ আত্মার সুখের জন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আত্ম বিসর্জ্জন (দেহত্যাগ) করে। ইহা দ্বারাও দেহ হইতে আত্মার প্রিয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং হে রাজেন্দ্র, জীব মাত্রেরই আত্মায় যাদৃশী প্রীতি. পুত্র, বিত্ত বা গৃহাদিতে তাদৃশী নহে।

৫২। যাহারা দেহকেই আত্মা মনে করে, তাহাদেরও দেহ যেমন প্রিয়, দেহ সম্পর্কিত অন্য কিছু তেমন প্রিয় হয় না।

৫৩। যাহারা দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করে, তাহাদের দেহে মমতা থাকিলেও আত্মার প্রতি অধিকতর মমতা দৃষ্ট হয়। বার্দ্ধক্য ও রোগজীর্ণ দেহ ধারী ব্যক্তিও মৃত্যু কালে আত্মার কষ্ট হইবে মনে করিয়া, অধিক দিন দেহ-কষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁচিতে চাহে।

৫৪। সুতরাং সর্ব্বদেহীগণের নিজ নিজ আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, এবং আত্মার সুখ হেতুই দেহ, গেহ, পুত্র, বিত্ত, কলত্র, চরাচর সমস্তই প্রিয় মনে হয়।

৫৫। সর্ব্বজীবের আত্মা পরমাত্মারই অংশ। গীতাতে একাদশ অধ্যায়ে আছে—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ"। শ্রীকৃষ্ণ

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্ত্বিহ কিঞ্চন ॥৫৬
সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥৫৭
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎ পদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্ ॥৫৮

অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—জগতে যত জীব আছে সকলের আত্মাই আমার অংশ। যাঁহার অংশ জীবাত্মা জীবের এত প্রিয়, তাহার মূল স্বরূপ পরমাত্মা যে পরম প্রেষ্ঠ হইবেন, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণের এক অংশই পরমাত্মা। দেহানুরোধে যেমন পুত্র, বিত্ত কলত্র প্রতি প্রীতি, আবার পরমাত্মানুরোধে তেমনি আত্মার প্রতি প্রীতি। সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণব্রহ্ম মূল স্বরূপ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের মূল বিষয়। ভক্তিবিমুখতা এবং মায়াবরণ হেতু সাধারণ জীবের এই অনুভব নাই। কিন্তু ব্রজবাসীগণ শ্রীভগবানের পার্ষদ। মায়াতীত এবং ভক্তিপূর্ণ স্বরূপ হেতু তাহাদের যথার্থ অনুভব আছে। তাহাদের নিকট নিজপুত্র হইতে কৃষ্ণই অধিক প্রেমপাত্র। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা উদ্দেশ্যে যোগমায়া সাহায্যে জগতের মঙ্গলের জন্য দেহীবৎ প্রতিভাত হইতেছেন।

৫৬-৫৭। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ জানেন যে জগতে স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে, এবং নারায়ণাদি যত ভগবৎ প্রকাশ আছেন, সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ব্যতীত কোন বস্তুই নাই। কৃষ্ণে যাহা নাই, তাহার অস্তিত্বও নাই। স্থাবর জঙ্গম প্রাকৃতাপ্রাকৃত সব বস্তুরই অস্তিত্ব উপাদানাদি কারণে নিহিত থাকে। সেই সমস্ত উপাদানেরও কারণ সর্ব্ব শক্তিমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই।

৫৮। ব্রজের গোপগোপীগণ সেই সর্ব্বাত্মক কৃষ্ণকেই আত্মীয়তা

এতত্তে সর্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
যৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৯

এতৎ সুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-
রঘার্দনং শাদ্বলজেমনং চ।
ব্যক্তেতরদ্ রূপমজোর্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥৬০

প্রেম সূত্রে আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া থাকেন। সকল আত্মারও আত্মা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের মূল বিষয়। যাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সক্ষম না হন, তাঁহারাও যদি শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ ব্রজলীলা যথা পূতনা মোক্ষণ, তৃণাবর্ত্ত বধ, মৃদ্ভক্ষণ, দামবন্ধন, যমনার্জ্জুন উদ্ধার, বকাসুর বধ, অঘাসুর মোক্ষণ, ব্রহ্মস্তুতি প্রভৃতি লীলা শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন তাঁহারা নিশ্চয়ইভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রাদিতে ধ্রুব, প্রহ্লাদাদি যত ভক্তগণের কথা শ্রবণ করা যায়, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিয়া ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণই একমাত্র মহৎপদ। মুরদৈত্য বিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের লীলা কথা প্রশ্ন কর্ত্তা, বক্তা এবং শ্রোতা তিনজনকেই পবিত্র করে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণই পুণ্যযশঃ। তাঁহার শ্রীচরণ ব্রহ্মা শঙ্করাদি দেবশ্রেষ্ঠ গণের এবং শাস্ত্র-বিঘোষিত সমস্ত ভক্তবৃন্দের একমাত্র আশ্রয়স্থল। সেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপল্লব রূপ প্লব (ভেলা), যাঁহারা আশ্রয় করেন, দুস্তর ভব সমুদ্র তাহাদের নিকট গোবৎসপদতুল্য অতি তুচ্ছ হইয়া যায়। তাঁহারা কিভাবে যে অন্যের পক্ষে সুদুস্তর ভবসমুদ্র পার হইয়াছেন, নিজেরাই জানিতে পারেন না। নশ্বর দেহ ত্যাগের পর তাহাদিগকে আর বিপদের স্থান সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না—নিত্য ধাম বৃন্দাবন, গোলক বা বৈকুণ্ঠেই তাহাদের পদ বা স্থান হয়।

৫৯। পঞ্চম বর্ষ বয়সে অঘাসুর বধ লীলা হইয়াছিল, এক বৎসর পর ষষ্ঠবর্ষ বয়সে গোপ বালকগণ ব্রজে আসিয়া বলিয়াছিল—অদ্যই

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে ।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥৬১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১৪

অজগররূপী অসুরকে কৃষ্ণ বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। কেন তাহারা একবৎসর পর এরূপ ঘোষণা করিয়াছিল, ইহা বলিতে গিয়া আমি ব্রহ্ম মোহন লীলা এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোপ বালক ও গোবৎস রূপে গোমাতা গোপীমাতাগণের বাৎসল্য রস সহ স্তন্য পান করিয়াছিলেন তাহা সমস্তই বর্ণনা করিলাম।

৬০। সুবলাদি সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার, অঘাসুর মোক্ষণ, যমুনা পুলিনে বনভোজন, প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক অসংখ্য চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভৃতি প্রদর্শন, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সংখ্যাতীত গোপবালক ও গোবৎরূপে আত্মপ্রকাশন ও বাৎসল্য রসাস্বাদন, ব্রহ্মা কর্তৃক স্তব যাঁহারা শ্রবণ করিবেন অথবা কীর্তন করিবেন, তাঁহাদের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম সহ সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা শ্রীকৃষ্ণ লীলারই বিশেষত্ব।

৬১। কৃষ্ণ ও বলরাম উভয় ভ্রাতা তাহাদের কৌমার কাল পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত পূর্ব-বর্ণিত নানাবিধ কৌমারোচিত ক্রীড়া কৌতুকে ব্রজধামে অতিবাহিত করিলেন। ইহা ব্যতীত কখনো তাহারা নিলায়ন ক্রীড়া (লুকোচুরি), সেতুবন্ধ যথা কোন এক ক্ষুদ্র সরিৎ ধারার উপর বংশখণ্ড, মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করণ, তৎপর রাবণ বধ প্রভৃতি রামলীলা অভিনয় এবং মর্কটগণের অনুকরণে বৃক্ষশাখা হইতে শাখান্তরে লম্ফদান প্রভৃতি ক্রীড়া সখাগণ সঙ্গে করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবানের এই সমস্ত লীলা অতীব মাধুর্যপূর্ণ। আর কোন অবতারে ঈদৃশী মধুর লীলা কদাপি কৃত হয় নাই।

দশম স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণেন গোচারণম্, ধেনুকাসুরবিনাশঃ, কালিয়বিষদূষিতাম্বুপানান্মৃতানাং গবাং গোপানাং চ পুনরুজ্জীবনম্]

শ্রীশুক উবাচ।

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ-
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥১

১। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :—প্রথম হইতে চতুর্দশ অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের কৌমার লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম হওয়াতে তাহারা পোগণ্ড কালে প্রবিষ্ট হইলেন এবং এখন হইতে পৌগণ্ড বয়সোচিত লীলা আরম্ভ হইল। এতদিন দুইভ্রাতা গোবৎস পালক ছিলেন। এখন হইতে গোচারক রূপে পরিগণিত হইলেন। প্রথমে মা যশোদা কিছুটা আপত্তি করিয়াছিলেন—গোপাল এখনো স্তন্য পান করে, বড় বড় বৃষ বা গাভী দ্বারা আহত হইলে কি উপায় হইবে ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণকে সমস্ত বৃষ ও গাভীগণ আদর করে। কৃষ্ণ আহ্বান করিলেই নিকটে যায়, ইত্যাদি দেখিয়া এবং সকলের আগ্রহাতিশয্যে যশোদাও সম্মত হইলেন, কার্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে কৃষ্ণ বলরাম সর্বসম্মতিক্রমে গোচারণ আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইজন্য এই তিথি গোপাষ্টমী বা গোষ্ঠাষ্টমী নামে পরিচিত। এই তিথি হইতে উভয় ভ্রাতা গোচারণ করিতে পূর্বাপেক্ষা দূরবর্তী স্থানেও যাইতে আরম্ভ করিলেন। বৃন্দাবন ভূমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ প্রভৃতি অসাধারণ চিহ্নযুক্ত চরণ যুগলে সুশোভিত হইতে লাগিল। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল হইয়াছে, এখনো ব্রজধামে শ্রীভগবানের অসাধারণ চরণচিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে।

তস্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্-
বিহর্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্ ॥২

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃ-প্রখ্যপয়ঃ-সরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে ॥৩

২। শ্রীকৃষ্ণকে এই শ্লোকে মাধব বলা হইয়াছে। মাধব অর্থে লক্ষ্মীপতি বা সর্ব ঐশ্বর্যের অধীশ্বর বুঝাইতেছে। তিনি যখন যেস্থানে বিহার করিবেন—সেই স্থান পূর্ব হইতেই সুসজ্জিত ও বিহারযোগ্য হইয়া থাকিবে ইহাই তাৎপর্য। শ্রীকৃষ্ণ আজ প্রথম গোপবেশে বনবিহারে যাইবেন, এইজন্য বনদেবী আজ বনভূমি সুসজ্জিত করিয়াছেন। আজ নানাবিধ বন্যকুসুম প্রচুর প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এমনকি ফল ও ফুলভারে বৃক্ষশাখা অবনত হইয়া আছে। সেই বনে পশুগণের জন্য পুষ্টিকর ও সুগন্ধী তৃণ ও পানীয় জল যথেষ্ট পরিমাণে সজ্জিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ আজ গোপাষ্টমী তিথিতে প্রথম গবাদি পশুগণকে অগ্রে করিয়া বলরামসহ বনে প্রবেশ করিতেছেন। অন্যান্য বালকগণ উভয়কে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা সুর তাল সহযোগে গান করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন।

৩। শ্রীভগবান কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া অলিকুলের মধুর গুঞ্জন, বিহঙ্গমগণের মধুর কলধ্বনি, মৃগাদিপশুগণের রবে মুখরিত বনভূমির শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ সরোবর সমূহের কি অপূর্ব শোভা! ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের চিত্তবৎ স্বচ্ছ ও সুনির্মল জলরাশি এবং প্রস্ফুটিত শতদল পদ্মের সুগন্ধবাহী সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত। এই অপরূপ কানন শোভা নিরীক্ষণ করিয়া এখানেই সখাগণ সঙ্গে নানাবিধ আনন্দোদ্দীপক ক্রীড়া করিতে বাসনা করিলেন।

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্ মুদা স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ।

অহো অমী দেববরামরার্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃ-ফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥৫

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ॥৬

৪। অরুণবর্ণ নবপল্লবে সুশোভিত শাখাগ্রভাগ এবং ফল ও পুষ্প ভারে অবনতশীর্ষ বৃক্ষসমূহ দর্শন করিয়া সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দের মনে হইল—এই বৃক্ষ সমূহ যেন তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া ফল ও পুষ্প ভার উপঢৌকন করিতেছে। তখন তিনি সহর্ষে অগ্রজ বলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণ হইতে মাত্র ৮ দিনের জ্যেষ্ঠ, উভয়ে একসঙ্গে বাল্য ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এজন্য সম্পর্ক সখ্য-ভাবমিশ্রিত।

৫। শ্রীভগবান বলিলেন—হে দেবশ্রেষ্ঠ, এই বৃক্ষ সমূহ নিজের ফল ও পুষ্পরূপ সর্ব্বস্ব অমরগণ কর্ত্তৃক সেবিত আপনার শ্রীচরণ সমীপে সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছে। ইহাদের মনোবাসনা এই যে—অপরাধ বা পাপ হেতু তাহারা স্থাবর যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা যেন আপনার কৃপায় দূরীভূত হইয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনে বৃক্ষজন্ম পাপের ফল নহে। অনেক মহাপুরুষ ভগবল্লীলা দর্শন হেতু বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। ব্রহ্মা ও উদ্ধব বৃন্দাবনে তৃণ জন্ম বাঞ্ছা করিয়াছিলেন।

৬। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে 'আদিপুরুষ' ও 'অনঘ' এই দুই পদে সম্বোধন করিতেছেন। বলরাম মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি, এই জন্য আদিপুরুষ বলা হইয়াছে। অনঘ শব্দে বুঝাইতেছে কারুণিকত্ব হেতু ভক্তগণের কোন পাপ বা অপরাধ যিনি গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥৭
ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎপাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈর্গোপ্যোঽন্তরেণ

ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥৮

বলরাম বনপথে অগ্রসর হইতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরগণ গুণগুণ গুঞ্জন ধ্বনি করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। ইহাদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে আদি-পুরুষ, এই যে ভ্রমরগণ আপনার লোকপাবন গুণকীর্ত্তন করিতেছে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে আপনার ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণ। আপনি যেমন আপনার স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া গোপ বালক বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন আপনার এই ভক্তগণ কিন্তু নিজ ভক্তিবলে আপনাকে চিনিতে পারিয়াছে। এবং ভ্রমর রূপে নিজ প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার নাম, গুণ, লীলা গুঞ্জন ছলে কীর্ত্তন পূর্ব্বক চলিতেছে।

৭। হে সর্ব্ববন্দনীয়, আপনি আজ বনে প্রথম আসিয়াছেন। তাই বনবাসী ময়ূরগণ তাহাদের পুচ্ছ বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে আপনার অভ্যর্থনা করিতেছে। আর এই হরিণী গোপীগণের ন্যায় তাহাদের সুন্দর আয়ত নয়নের দৃষ্টি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে ও আপনার আগমনে স্বাগত জ্ঞাপন করিতেছে। আর এই কোকিলগণ তাহাদের জন্য গৃহে আগত আপনাকে তাহাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পঞ্চম তানে আপনার বন্দনা গান করিতেছে। ধন্য বনবাসীপশুপক্ষীগণ। সাধু গণের স্বভাবই তাহাদের গৃহে কোন মহজ্জনের শুভাগমন হইলে, তাঁহারা নিজ শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারা অভ্যর্থনা ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

৮। আজ আপনার শুভাগমনে বনভূমি ধন্য হইল, আপনার চরণ-স্পর্শে তৃণ, গুল্ম, লতাদি কৃতার্থ হইল। পুষ্প চয়ন ছলে আপনার অঙ্গুলি স্পর্শে বনের বৃক্ষ লতা এবং করুণাবর্ষী দৃষ্টি দ্বারা মানসগঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি

শ্রীশুক উবাচ।

এবং বৃন্দবনং শ্রীমৎকৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্‌রোধঃসু সানুগঃ ॥৯

ক্বচিদ্‌ গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ স্রগ্বী সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥১০

নদী, গোবর্দ্ধনগিরি, ময়ুর, কোকিল, হংসাদি পক্ষী সমূহ, এবং মৃগাদি বন্য পশুগণ ধন্য হইল। আপনার যে বক্ষস্থল লক্ষ্মীদেবীও কামনা করেন, তাহাতে স্থান লাভ করিয়া গোপী নাম্নী শ্যামবর্ণ লতিকা ধন্য হইয়াছে। বনফুলের সঙ্গে এই শ্যাম লতিকার অংশ কৌতুকছলে গ্রথিত হইয়া কৃষ্ণ ও বলরামের বক্ষস্থলে শোভিত ছিল। তাহাই কৌতুক ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছিলেন। ইহাদ্বারা ব্রজগোপী গণের সঙ্গে সম্বন্ধেরও ইঙ্গিত আছে। প্রকৃত পক্ষে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে, কর স্পর্শ ও দৃষ্টিলাভ করিয়া তৃণ, গুল্ম, লতা, নদী পর্ব্বত, পশু পক্ষীগণ ধন্য হইয়াছে। নিজমুখে নিজ উৎকর্ষ জ্ঞাপন করা অশোভন হেতু অগ্রজ বলরামকে উপলক্ষ করিয়া এই উক্তি।

৯। শ্রীশুকদেব বলিলেন—পূর্ব্বোক্ত রূপে বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে শোভমান শ্রীবৃন্দাবনে বলদেব ও সখাগণসঙ্গে নানাবিধ হাস্যকৌতুক রঙ্গে বিহার এবং গোবর্দ্ধন গিরি সন্নিহিত মানসগঙ্গাতটে গোচারণ করিতে লাগিলেন।

১০। বিবিধ বর্ণের বনফুলে গ্রথিত বৈজয়ন্তীমালা গলদেশে বিলম্বিত কৃষ্ণ বলরাম সহ হাস্যপরিহাস রঙ্গে চলিয়াছেন, সঙ্গের বালকগণ সুরতাল যোগে কৃষ্ণের বিবিধ লীলা গান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, মধুপানে মত্ত ভ্রমরকুল কৃষ্ণঅঙ্গগন্ধে ব্যাকুল হইয়া গুণগুণ গুঞ্জন করিতেছে ও কৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে উড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন কৃষ্ণও ভ্রমরবৎ গুণগুণ শব্দ করিয়া উহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন।

অনুজল্পিত জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং ক্বচিৎ।
ক্বচিৎ সবল্গু কূজন্ত মনু কূজতি কোকিলম্ ॥১১
ক্বচিচ্চ কলহংসানামনু কূজতি কূজিতম্।
অভি নৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ ক্বচিৎ ॥১২
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
ক্বচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥১৩
চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্বভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥১৪

১১। শুক পক্ষীর গান শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো আরো মধুরতর স্বরে কূজন করেন, কখনো সুমধুর স্বরে কোকিলের কুহু তালের অনুকরণে পঞ্চমে কুহু ধ্বনি করিতে থাকেন।

১২। কখনো কখনো কলহংস গণের অনুকরণে তাহাদের নিকট গিয়া কূজন করিতে থাকেন। ময়ূরগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া নৃত্য করিতে থাকিলে কৃষ্ণও তাঁহার উত্তরীয় উভয় হস্তে পুচ্ছাকারে ধারণ করতঃ ময়ূর গণের সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন। ইহা দেখিয়া অন্যান্য বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে থাকে।

১৩। কোমল তৃণ লোভে পশুগণ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ ধবলী, শ্যামলী প্রভৃতি নাম ধরিয়া শরৎকালীন মেঘের ন্যায় গম্ভীর অথচ মধুরস্বরে প্রীতির সহিত তাহাদিগকে আহ্বান করেন। সেই আহ্বান শ্রবণ মাত্রই পশুগণ ঊর্দ্ধপুচ্ছে কৃষ্ণের নিকট ছুটিয়া আসে। এই দৃশ্য দেখিয়া গোপসখাগণ আনন্দে হাস্য করিতে থাকেন।

১৪। চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক্, ভারদ্বাজ, ময়ূর, প্রভৃতি পক্ষীগণ কৃষ্ণকে দেখিলে তাঁহার নিকট আসিয়া আনন্দে নিজনিজ স্বাভাবিক রবে তাঁহাকে স্বাগত নিবেদন করে। কৃষ্ণও তাহাদের স্বরে তাহাদিগের বাক্যের প্রত্যুত্তর দান করেন। হঠাৎ ব্যাঘ্র বা সিংহের গর্জ্জন শুনিলে ঐপক্ষীগণের মত তিনিও যেন ভীত হইয়াছেন, এই ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহার ভয়ে স্বয়ং ভয় ভীত হইয়া থাকেন তাঁহার পক্ষে ইহা লীলা মাধুর্য, প্রকৃত ভয় নহে।

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥১৫
নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥১৬
কচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥১৭
পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥১৮

১৫। লম্ফ, ঝম্ফ, ও অন্যান্য ক্রীড়াতে অগ্রজ বলরাম পরিশ্রান্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কোন বয়োজ্যেষ্ঠ গোপবালকের ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করেন। এবং এইভাবে তৃণোপরি শয়ন করিলে, অগ্রজের অঙ্গমর্দ্দন, পাদসংবাহন, পত্র দ্বারা ব্যজন করতঃ তাঁহার ক্লান্তি দূর করেন। কৃষ্ণকে এই ভাবে অগ্রজের সেবা করিতে দেখিলে, অন্যান্য বালকগণও নানা ভাবে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন।

১৬। কখনো কখনো গোপবালক গণ নৃত্য করে, গান করে, লম্ফ ঝম্ফ করে, কখনো পরস্পর বাহুযুদ্ধ করে। তখন কৃষ্ণ বলরাম উভয় ভ্রাতা হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদের নৃত্যাদি দর্শন করেন এবং আনন্দে হাসিতে হাসিতে প্রশংসা সূচক বাক্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দান করেন— যথা তোমরা গানে গন্ধর্ব গণকে, নৃত্যে বিদ্যাধর গণকে, বাহুযুদ্ধে মল্লবীর-গণকেও পরাজিত করিতে পারিবে ইত্যাদি।

১৭-১৮। শ্রীকৃষ্ণ মল্লক্রীড়া প্রভৃতি দ্বারা পরিশ্রান্ত হইলে সখাগণ কোন বৃক্ষ মূলে কোমল পল্লবাদি দ্বারা শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন সখার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা পূর্বক ঐ পল্লব শয্যাতে শয়ন করেন। কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের পাদ সংবাহন, বাহুমর্দন করেন, কেহবা তালবৃন্ত বা অনুরূপ বৃক্ষপত্র দ্বারা বীজন করতঃ শ্রম দূর করেন। এই শ্লোকে হতপাপা শব্দে সখাগণকে বিশেষিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণসেবা অন্তরায়

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥১৯

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥২০

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্নেদমব্রুবন্ ॥২১

রূপ কোন দুষ্কৃতি ইহাদের নাই ইহাই বুঝিতে হইবে। অবশ্য কৃষ্ণপার্ষদ গণের কোন প্রকার দুষ্কৃতি থাকা সম্ভব নহে। তথাপি অপহতপাপ্মা শব্দে যেমন ভগবৎ শক্তিতত্ত্ব রূপ আত্মাকে বিশিষ্ট করা হয়, এখানেও তদ্রূপ প্রয়োগ।

১৯। প্রেমার্দ্রচিত্ত কোন কোন সখা সেই মহাত্মা আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশে তাঁহারই মনোহর বাল্যলীলা ধীরে ধীরে গান করিতে থাকেন।

২০। যোগমায়াবলে নিজ স্বরূপ আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বয়ং ভগবান পূর্ব পূর্ব শ্লোকে বর্ণনানুসারে প্রাকৃত গোপবালকের চরিত্র অনুকরণ পূর্ব্বক লীলা করিতে লাগিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী নিত্যধামে যাঁহার পদসেবা করিয়া থাকেন, অজভবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন, যোগমায়া দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য আবৃত করতঃ গোপবালক গণের সখ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তিনি গ্রাম্য বালকবৎ লীলা করিতে লাগিলেন। অসুরবধাদি কার্যে কখনো কখনো ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইলেও, প্রেমচক্ষুতে ঐশ্বর্য উপলব্ধি না হইয়া মাধুর্যই উপলব্ধি হইতেছিল। ভগবানের লীলা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধিতে কেন, শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য বলেও কিছুই জানিতে পারা যায় না। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে জানিতে পারা অসম্ভব।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্ বনং তালালিসঙ্কুলম্ ॥২২
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥২৩

২১। একদিন গোবর্দ্ধন পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে গোচারণে আসিয়াছেন। পশু তৃণ ক্ষেত্রে চরিতেছিল, গোপালগণ বিবিধ ক্রীড়াতে মত্ত ছিল; বলরাম ও কৃষ্ণ বিশ্রাম করিতেছিলেন। গোচারণস্থল হইতে অনতিদূরে প্রসিদ্ধ তালবন অবস্থিত। তথা হইতে সুগন্ধ তাল ফলের গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, তখন শ্রীদাম অন্যান্য বালকগণকে বলিতে লাগিল—সখাগণ, তালফলের সুগন্ধ এত দূর হইতে আমরা পাইতেছি। এই সুগন্ধ ফল আমাদের সখা কৃষ্ণ বলরামকে আহার করিতে দিলে বড়ই আনন্দ হইবে। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই বন অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, তথায় যাইবার উপায় নাই। আমাদের সখা কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে অনায়াসে এই অসুরকে বধ করিতে পারে। আমরা যদি বলি 'তোমাদের জন্য তাল ফল আনিবার ইচ্ছা' তাহা হইলে কৃষ্ণ বলিবে—'না, আমার ইচ্ছা হয় না, এস আমরা গৃহানীত দ্রব্যই ভোজন করি।' কিন্তু যদি আমরা বলি 'আমাদের তালফল খাইতে ইচ্ছা হইতেছে' তাহা হইলে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া তাল বন মুক্ত করিয়া দিবে। এই ভাবে পরামর্শ করিয়া শ্রীদাম, সুবল, স্তোককৃষ্ণ এবং অন্যান্য কয়েকজন গোপবালক রামকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিবশতঃ তাহাদিগকে সুমিষ্ট ও সুগন্ধী তালফল ভোজন করাইবার জন্য (নিজের লোভবশতঃ অথবা দুষ্ট বধার্থ নহে), কৃষ্ণ বলরামের নিকট গিয়া নিম্নরূপ বাক্য বলিল—

২২। হে রাম, হে সখা পরাক্রমশালী রাম, হে কৃষ্ণ, হে দুষ্ট দমনকারী কৃষ্ণ, এই স্থান হইতে অনতিদূরে একটি বৃহৎ বন আছে; তথায় সারিবদ্ধভাবে অসংখ্য তাল বৃক্ষ, এজন্যই তালবন বলিয়া ইহার খ্যাতি।

সোঽতিবীর্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্ ।
আত্মতুল্যবলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥২৪
তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্ ।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জিতম্ ॥২৫
বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্বাণি ফলানি সুরভীণি চ ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥২৬
প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্ ।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥২৭

২৩। এই তালবনে বহু তালফল ভূমিতে পতিত হইয়া রহিয়াছে আবার কখনো কখনো বহু ফল পতিত হইতেছে, কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর প্রবেশ পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তথায় প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই।

২৪। হে রাম, হে কৃষ্ণ, এই প্রবল পরাক্রান্ত অসুর গর্দভরূপ ধারণ করিয়া বাস করিতেছে, এবং তদনুরূপ আরও অসংখ্য মহা-বলবান্ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া আছে।

২৫। হে শত্রুসংহারক রাম ও কৃষ্ণ, এই ধেনুকাসুর নরমাংস লোলুপ, এইজন্য কেহই ভয়ে ঐ তালবনে গমন করে না। এমনকি অন্য কোন পশু এবং কাকাদি পক্ষীগণও প্রাণভয়ে ঐ তালবন হইতে দূরে থাকে।

২৬। এই সৌরভযুক্ত ও সুস্বাদু তালফল নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কাহারো ভোগে আসিতেছে না। এই দেখ এত দূর হইতেও তাল ফলের সৌরভ আমরা অনুভব করিতেছি।

২৭। হে কৃষ্ণ, তালফলের গন্ধে আমরা অত্যন্ত লুব্ধ হইয়াছি। তুমি ঐ ফল প্রদান করিয়া আমাদের লোভ প্রশমিত কর। হে রাম, ঐ তালফল ভক্ষণের জন্য আমাদের অত্যন্ত বাসনা হইতেছে। আমাদের বাসনা তৃপ্তি করিতে যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে চল সকলে তথায় গমন করি।

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া ।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভূ ॥২৮
বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্ ।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥২৯
ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥৩০
সমেত্য তরসা প্রত্যগ্দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী ।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্যসরৎ খলঃ ॥৩১
পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্ রুষাঃ ॥৩২

২৮। সখাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা তাহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তাল বনে গমন করিলেন।

২৯। বলদেব তালবনে প্রবেশ করিয়া ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য সুপক্ক ফলপূর্ণ তাল বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। মদমত্ত হস্তী যেমন কদলী বনে প্রবেশ পূর্ব্বক শুণ্ড দ্বারা কদলীবৃক্ষ গুলকে ধারণ করিয়া প্রকম্পিত করে তদ্বৎ বলরাম তাঁহার উভয় বাহুদ্বারা একসঙ্গে কয়েকটি বৃক্ষ ধরিয়া সজোরে প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৃক্ষাগ্রস্থ ফলসমূহ বালকগণের মস্তকে না পড়িয়া দূরে দূরে ছিটকাইয়া পড়িতে লাগিল। বলদেবের হস্তধৃত বৃক্ষ গুলির আঘাতে অন্য বৃক্ষ হইতেও ফলসমূহ ভূপাতিত হইতে লাগিল।

৩০। গর্দভ রূপধারী ধেনুকাসুর তাল পতনের শব্দ শ্রবণ করিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত বেগে ধাবিত হইল। তাহার পদভরে সনগ পৃথিবী যেন কম্পিত হইতে লাগিল।

৩১। বলরামের নিকটে সত্বর উপস্থিত হইয়া সেই মহাবলশালী অসুর অতি দ্রুতবেগে তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা অকস্মাৎ বলরামের

স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রামযিত্বৈকপাণিনা ।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥৩৩
তেনাহতো মহাতালো বেপমানো বৃহচ্ছিরাঃ ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥৩৪
বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥৩৫

বক্ষস্থলে সজোরে আঘাত করিল। এবং গর্দভোচিত বিকট চিৎকার করিয়া সেই ক্রুর স্বভাব অসুর পুনরায় আঘাত করিবার জন্য ছিদ্রান্বেষণ করিতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

৩২। সেই গর্দভরূপী ভীষণ অসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় বলরামের নিকট আসিল এবং বলরামকে পশ্চাতে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইয়াই বলরামকে পুনরায় আঘাত করিবার জন্য পশ্চাদ্ভাগস্থ পদদ্বয় সজোরে নিক্ষেপ করিল।

৩৩। বলবান হস্তীর অঙ্গে পুষ্প মাল্য দ্বারা আঘাত করিলে যেমন কিছুই হয়না, রাসভাসুরের পূর্ব্বের আঘাতে বলরামের তেমনি কোন ক্ষতি হয় নাই। তিনি ভাবিলেন এই অসুর কৃষ্ণের কোমলাঙ্গে অথবা সখা গণের অঙ্গে আঘাত করিলে, নিশ্চয়ই তাহাদের ক্ষতি হইবে, অতএব ইহাকে বিনাশ করিতে হইবে। এই মনে করিয়া বলরাম একহস্তে অসুর কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত পদদ্বয়ের অগ্রভাগ ধারণ করিলেন এবং তাহাকে সজোরে শূন্যোপরি ঘুরাইতে লাগিলেন। ইহাতেই অসুরের প্রাণবিয়োগ হইল। তখন বলদেব সেই মৃতদেহ সজোরে তালবৃক্ষের ঊর্দ্ধভাগে নিক্ষেপ করিলেন।

৩৪। বলরাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত মৃতদেহের আঘাতে তালবৃক্ষ কম্পিত ও ভগ্ন হইয়া নিকটবর্ত্তী অপর বৃক্ষের উপর পতিত হইল। তাহাও ভগ্ন হইয়া অন্য এক বৃক্ষের উপর পতিত হইয়া তাহাও ভগ্ন করিল।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥৩৬
ততঃ কৃষ্ণং চ রামং চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে ।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ ॥৩৭
তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া ।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোত্তৃণরাজসু ॥৩৮
ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥৩৯
তদয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম নিশম্য বিবুধাধয়ঃ ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ ॥৪০

৩৫। শ্রীবলরাম ধেণুকাসুরের বৃহৎ মৃতদেহ অবলীলা ক্রমে একটি তালবৃক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত রূপে অসংখ্য তালবৃক্ষ ভূপাতিত হইয়াছিল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে বনের যে অবস্থা হইয়া থাকে তালবনের সেই অবস্থা হইল।

৩৬। হে অঙ্গ, বলরামের পক্ষে এইরূপ কার্য্য করা মোটেই আশ্চর্য্য জনক নহে। বলরামের স্বরূপ চিন্তা করিলে জানা যায়, ইনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় ব্যূহ মূল সঙ্কর্ষণ। ইনিই অনন্তদেব। ইহার অংশ প্রথম পুরুষ সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। সূত্র ওতপ্রোতভাবে থাকিয়া যেমন বস্ত্র প্রস্তুত করে, ইনিও তেমনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

৩৭। ধেনুকাসুরের মৃত্যু হইলে তাহার আত্মীয় গর্দভরূপী অন্যান্য দৈত্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ বলরামের দিকে ধাবিত হইল।

৩৮। হে নৃপ, এই অসুরগণ নিকটে আসা মাত্রই কৃষ্ণ ও বলরাম অবলীলাক্রমে ইহাদের পশ্চাতের চরণদ্বয় ধারণ করিয়া বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

৩৯। বিবিধ বর্ণের মেঘদ্বারা যেমন গগনের শোভা হইয়া থাকে, আজ অসুরগুলির মৃতদেহের দ্বারা, ভূমিতে নিপাতিত তালফল দ্বারা,

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ ।
তৃণং চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে ॥৪১
কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ ॥৪২
তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্ ।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরনুগীতকীর্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ ॥৪৩
পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি ।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ॥৪৪

এবং তালবৃক্ষ সমূহের অগ্রভাগ দ্বারা বনভূমির এক অপূর্ব শোভা হইতে লাগিল।

৪০। স্বর্গের দেবতাগণ, বিদ্যাধরগণ, মহর্ষিগণ অসুরনিধনরূপ কার্যে আনন্দিত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি, নৃত্যগীত ও স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

৪১। ইহার পর হইতে অর্থাৎ সানুচর ধেনুকাসুর নিহত হইলে জনগণের ভয়ের কারণ দূরীভূত হইল। তখন মনুষ্যগণ নির্ভয়ে তালবনে প্রবেশ করিয়া ইচ্ছামত তালফল ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং গবাদি পশুগণও নির্ভয়ে বিচরণ এবং তৃণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

৪২। যাঁহার নাম, গুণ, রূপ, ও লীলা কীর্তন বা শ্রবণে ভুবন পবিত্র হয়, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন গোচারণ হইতে ব্রজে প্রবেশ করেন, তখন অগ্রে গোগণ ও দক্ষিণ পার্শ্বে বলরাম থাকেন, সুবল শ্রীদামাদি সখাগণ তৎপশ্চাতে কৃষ্ণ লীলা গান করিতে করিতে চলিতে থাকেন। এইভাবে প্রত্যহ ব্রজে প্রবেশ করেন।

৪৩। দুইটি শ্লোকে ব্রজ প্রবেশ বর্ণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত কেশরাশি গোখুরোত্থিত ধূলি ধূসরিত কেশরাশি শিরোপরি

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে ।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥৪৫
গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দনাদিভিঃ ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ॥৪৬

চূড়াকারে ময়ূরপুচ্ছ সহ বদ্ধ, চূড়ার নিম্নভাগ সুগন্ধী বন্যকুসুমে গ্রথিত মাল্য দ্বারা বেষ্টিত। চঞ্চল নয়নে মনোহর অপাঙ্গ দৃষ্টি, সুমধুর হাস্য সম্বলিত বদন কমল, অধরে কলধ্বনিরত বংশী, অনুগামী গোপবালকগণ কর্তৃক গীতকীর্তি কৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র সমস্তদিন প্রিয়তম অদর্শনহেতু তৃষিত নয়না অনুরাগবতী ব্রজতরুণীগণ সর্ব কর্ম ত্যাগ করতঃ প্রিয়তম দর্শন জন্য ছুটিয়া চলেন। যে স্থান হইতে গৃহে গমনকারী প্রিয়তমকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে পাইবেন, এমন কোন উচ্চস্থানে, গবাক্ষপথে, অথবা পথিপার্শ্বে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে থাকেন।

৪৪। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে মুকুন্দ বলা হইয়াছে। যিনি সৌন্দর্য মাধুর্য বিতরণ দ্বারা বিরহ দুঃখ হইতে মুক্তি দান করেন, অথবা যাহার মুখে কুন্দ দল দন্ত রূপে বিরাজিত তিনি মুকুন্দ। গোপতরুণীগণ তাহাদের নয়নরূপ ভৃঙ্গ দ্বারা মুকুন্দের মুখ কমলের মধু পান করতঃ দিনব্যাপী বিরহতাপ দূর করিলেন। হরিণ নয়না ব্রজতরুণীগণ তৃষিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুধা পান করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যখনই যাঁহার দিকে চারুহাস্য সম্বলিত মনোহর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তখনই তিনি প্রেম ব্রীড়া বশতঃ ঈষৎ অবনত মুখী হইয়া সলজ্জ হাস্য সহকারে অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা প্রাণ বন্ধুর সংকৃতি (সম্মান) করিতেছিলেন। গোপীগণ কর্তৃক অপাঙ্গদৃষ্টি ও সলজ্জ মৃদু হাস্য দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

৪৫। বাৎসল্যবতী যশোদা ও রোহিণী পুত্রগণকে দেখামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাহাদের নয়ন হইতে অশ্রু ধারা ও স্তন

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥৪৭
এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥৪৮
অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তা বিষদূষিতম্ ॥৪৯

হইতে দুগ্ধ ধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। তাহারা নিজনিজ পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া পুনঃপুনঃ মস্তকা ঘ্রান ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অতঃপর সময়োচিত ও যথারুচি সেবা উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

৪৬। যশোদা ও রোহিণী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলরামের গোষ্ঠ বেশ পরিত্যাগ করাইলেন। তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি উত্তমরূপে দেখিলেন—কোথাও কোন আঘাত চিহ্ন আছে কিনা। এই সময়ে বনে কি কি ক্রীড়া হইল, এবং অন্য কিছু হইল কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রমোপনোদন হইলে তাহাদের অঙ্গে সুগন্ধী তৈল মর্দন ও সুগন্ধী কবোষ্ণ জলে স্নান করাইলেন। স্নানান্তে উত্তম বস্ত্র পরিধাপন, কেশপ্রসাধন, তিলক বিরচন, চন্দনাদি সুগন্ধী দ্রব্য বিলেপন, মাল্যধারণ প্রভৃতি করাইলেন।

৪৭। যশোদা ও রোহিণী প্রদত্ত চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভোজ্য দ্রব্য আপ্যায়িত হইয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। মাতৃগণ কর্ত্তৃক মস্তকাঘ্রাণ, মুখচুম্বনাদি দ্বারা উপলালিত হইয়া নিজনিজ উত্তম শয্যায় শয়ন করিলেন। দাসদাসীগণ তাম্বুল সমর্পণ, চামর ব্যজন, পাদ সম্বাহন করিলে উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

৪৮। গোপাষ্টমী দিবসের লীলা বর্ণনা সমাপ্ত করিলেন। পরবর্ত্তী গ্রীষ্ম কালের লীলা বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। গ্রীষ্ম কালের যে দিনের লীলা বর্ণনা করিতে শ্রীশুকদেব সুচনা করিতেছেন সেই দিন বলরামের জন্ম নক্ষত্র হেতু মা রোহিণী বলরামকে গোষ্ঠে গমন করিতে দেন নাই।

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥৫০
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথা ভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥৫১
তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥৫২

বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা মাঙ্গলিক কার্য করাইবেন এবং বলরাম দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে ধেনু বৎসাদিদান করাইবেন। এই হেতু বলরাম গৃহেই রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণ সহ গোগণ সঙ্গে কালিন্দীতটে গমন করিলেন। কালিন্দীতটে যে স্থানে গোচারণে গমন করিলেন, তাহা কালিয় হ্রদের নিকটবর্ত্তী। ইহাও দেখা গিয়াছে, যে দিন বলরাম সঙ্গে না থাকেন, সেই দিনই কৃষ্ণ অসমসাহসিক কার্যাদি করেন। বলরাম সঙ্গে থাকিলে হয়তঃ স্নেহবশতঃ নিবারণ করিবেন। এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ মাঝে মাঝে নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বলরামের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিতেন।

৪৯-৫০। শ্রীকৃষ্ণ যখন অসংখ্য গবাদিপশু এবং গোপ বালক গণ সহ যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, তখন মধ্যাহ্ন কাল। দারুণ গ্রীষ্ম ও মার্ত্তণ্ডতাপে গবাদিপশুগণ অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিল। তাহারা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কালিয় হ্রদ হইতে বিষাক্ত জলপান করিল। এই হ্রদের জল বিষদুষ্ট, ইহা শ্রীদামাদি গোপবালকগণ জানিতেন। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত পশুগণকে কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। এই পশুগণ যেন দৈবহত হইয়া বিষাক্ত জল পানে হ্রদান্তিকে প্রাণহীন হইয়া পতিত হইল। পশু গণের মৃত্যু দেখিয়া সমীপবর্ত্তী কয়েকজন বালকও জীবনের মায়া ত্যাগ করিল। তাহারা ভাবিল গাভী গণের মৃত্যু হইলে তাদের বাঁচিয়া কি লাভ? আমরা কি নিয়া গৃহে গমন করিব? দারুণ গ্রীষ্মে ও অবসাদে বিষাক্ত জল স্পর্শ মাত্রই তাহারা ও প্রাণত্যাগ করিল।

অন্বমংসত তদ্ রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্ ।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥৫৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায় সমাপ্তঃ ॥১৫

৫১। অজভবাদি যোগেশ্বর গণের ও ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে অন্বেষণ করিতে করিতে হ্রদান্তিকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি বুঝিলেন কালিয় হ্রদের বিষাক্ত জল পানেই ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অমৃতবর্ষী দৃষ্টিদ্বারা সকলেকে সঞ্জীবিত করিলেন।

৫২-৫৩। পুনর্জীবন লাভ করিয়া গোপবালকগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং একে অন্যের প্রতি পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের স্মৃতি শক্তি ফিরিয়া আসিলে মনে হইল বিষাক্ত জল পানেই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল। তাহারা কি প্রকারে পুনর্জীবিত হইল, ভাবিতে লাগিল। অঘাসুরের উদরে মৃতাবস্থায় কৃষ্ণের অমৃতময়ী দৃষ্টিতে সকলে বাঁচিয়া উঠিয়াছিল, এইবারও তাহাদের সখা শ্রীকৃষ্ণই তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমাদের কৃষ্ণ আমাদের নিকটে থাকিলে আর আমাদের কোন ভয় নাই। তাহারা সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রাণসখা কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিল।

দশমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন কালিয়দমনম্, নাগপত্নীকৃতা নাগকৃতা চ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, নাগদ্বারা হ্রদপরিত্যাগশ্চ ।]

শ্রীশুক উবাচ।

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভু।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ ॥১

রাজোবাচ।

কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্ণাদ্ ভগবানহিম্।
স বৈ বহুযুগাবাসং যথাসীদ্ বিপ্র কথ্যতাম্ ॥২

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ বিভু অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ হইয়াও লীলাতে নন্দনন্দনরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। তিনি পূর্বোক্ত ঘটনাতে বুঝিতে পারিলেন যমুনা (অপর নাম কৃষ্ণা) জল কৃষ্ণসর্পবিষে বিষাক্ত হইয়াছে। ব্রজজনের মঙ্গলের জন্যই জলের বিশুদ্ধতা আবশ্যক। এই মনে করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষধর সর্পকে হ্রদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

২। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—শুকদেবকে 'বিপ্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন ব্রাহ্মণগণ জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ, উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজ এবং বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জ্জন দ্বারা বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিপ্র সম্বোধনের উদ্দেশ্য আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি আমার সন্দেহ দূর করিতে নিশ্চয়ই পারিবেন। ভগবান্ সর্বশক্তিমান হইয়াও হ্রদের অগাধ জলমধ্যে কি প্রকারে সেই বিষধর সর্পকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন এবং সেই সর্পই বা কি কারণে বহু যুগ যাবত এই হ্রদে বাস করিতেছিল, আপনি কৃপা পূর্বক বর্ণনা করুন।

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্তিনঃ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্ ॥৩

শ্রীশুক উবাচ।

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্ধ্রদঃ কশ্চিদ্ বিষাগ্নিনা।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যপরিগাঃ খগাঃ ॥৪
বিপ্রুষ্মতা বিষোদোর্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ॥৫

৩। হে সর্ব্ববেদবিৎ, বৃন্দাবনে স্বৈরবিহারশীল গোপালের পরমানন্দপ্রদ লীলা শুনিতে শুনিতে কিছুতেই তৃপ্তি আসে না। মনে হয় সহস্রকর্ণ দ্বারা ইহা চিরকাল শ্রবণ করি। ইহা অমৃততুল্য মধুর ও সুস্বাদু। কৃষ্ণ কথার সঙ্গে অমৃতের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। অমৃত তিনপ্রকার—স্বর্গের দেবভোগ্য অমৃত, মোক্ষরূপ অমৃত এবং কৃষ্ণ কথারূপ অমৃত। স্বর্গের অমৃত সেবনে পাপ বিনষ্ট হয় না এবং ভোগ বাসনা বৃদ্ধি হয়, মোক্ষামৃত অপ্রারব্ধ পাপাদি বিনাশ করিলেও প্রারব্ধ বিনাশ করিতে অক্ষম। কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সমস্ত কর্মনাশে সমর্থ অথচ কৃষ্ণ সেবানন্দ দান করিতে পারে। এজন্য ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অমৃত।

৪। শুকদেব বলিতেছেন—যমুনাতে চর পড়িয়া হ্রদবৎ একটি অংশ মূল স্রোতধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই হ্রদ সুগভীর ছিল এবং এখানে কালিয় নাগ বাস করিত, এইজন্য হ্রদের জল বিষাক্ত ছিল; যমুনার মূল জল ধারা বিষাক্ত হয় নাই। কালিয় নাগ সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজন সহ এই হ্রদে বাস করিত। ইহাদের বিষের জ্বালায় অন্য কোন জীবজন্তু ঐ হ্রদে বাস করিতে পারিত না। অগ্নি বৎ বিষের তাপে হ্রদের জল ফুটিতে থাকিত এবং বিষ বাষ্প ঊর্দ্ধে উত্থিত হইত। হ্রদের উপর দিয়া কোন পক্ষী উড়িয়া যাইতে চেষ্টা করিলে বিষ বাষ্পে প্রাণত্যাগ করিয়া হ্রদ মধ্যে পতিত হইত।

৫। এই হ্রদের বিষাক্ত জলকণা যুক্ত অথবা বিষাক্ত তরঙ্গস্পর্শী

তং চণ্ডবেগবিষবীর্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীং চ খলসংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গ-
মাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্ বিষোদে ॥৬

যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিত, সেই সমস্ত বৃক্ষ লতাদি স্থাবর অথবা নানাবিধ জঙ্গম জীবজন্তু কিছুতেই প্রাণ রক্ষা করিতে পারিত না। এইজন্য কালিয় হ্রদের নিকটবর্তী স্থান মরুভূমি তুল্য হইয়া গিয়াছিল।

৬। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন—সাধুগণের পরিত্রাণ দুষ্কৃতকারীগণের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপন উদ্দেশ্যে যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন—কালিয় নাগ অত্যন্ত দুষ্কৃতকারী। তাহার বিষের জ্বালায় বহু নিরীহ জীবজন্তু বিনষ্ট হইতেছে। ব্রজবাসী ভক্তগণকে রক্ষা উদ্দেশ্যেই উহাকে নিগৃহীত করা প্রয়োজন। যমুনার সমীপবর্তী, এই হ্রদের বিশুদ্ধি না হইলে বহু জীবজন্তু বিনষ্ট হইবে। সুতরাং এই সর্পকে এই স্থান হইতে দূরীভূত করিবেন। ইহা শ্রীভগবান মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। হ্রদের নিকটে কোন বৃক্ষলতা জীবিত ছিল না, কেবলমাত্র একটি কদম্ব (কেলিকদম্ব) বৃক্ষ জীবিত ছিল। এই বৃক্ষটি অদ্যাবধি হ্রদ সন্নিকটে বর্তমান। কথিত আছে, মহাত্মা গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত কুম্ভ নিয়া নাগ লোকে গমন পথে এই বৃক্ষের উপর বিশ্রাম করিয়াছিলেন। অমৃত কুম্ভের স্পর্শে এই বৃক্ষের অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয়। এইজন্য অথবা ভাবী শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ লাভ করিবেন এই ভাগ্যে কলিয় বিষ এই বৃক্ষের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন, বন্ধুগণ, তোমরা হ্রদ হইতে একটু দূরে গোচারণ কর, আমি এই কদম্ববৃক্ষে উঠিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আসিতেছি। তোমরা আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না। তোমরাও জান আমি একটি মন্ত্র জানি যাহা দ্বারা সর্ব বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায় যাহা দ্বারা দৈত্যগণকেও বধ করা যায় এবং যাহা

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ-
সংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ ।
পর্যক্‌প্লুতো বিষকষায়বিভীষণোর্মি-
র্ধাবন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ ॥৭

তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণ-
বার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য ।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য
চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরত্তদমৃষ্যমাণঃ ॥৮

দ্বারা মৃত ব্যক্তিও জীবন লাভ করে। আমি কিছুক্ষণ পরে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া নিজ কটিবসন, কেশপাশ ও উত্তরীয় দৃঢ়রূপ বন্ধন করিয়া কদম্ব বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখাতে আরোহণ করিলেন, এবং সখাগণকে নির্ভয় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বাহু আস্ফোটন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শাখাগ্র হইতে সজোরে লম্ফ প্রদান পূর্বক কালিয় বিষময় জলে পতিত হইলেন। লীলাশক্তি সখাগণকে যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া রাখিয়া দিল। তাহারা কৃষ্ণকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারিল না।

৭। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পতন বেগে বিষোচ্ছ্বসিত জলরাশি সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তীব্র বিষহেতু রক্তপীতবর্ণীকৃত ভীষণ তরঙ্গ সর্প হ্রদের চতুর্দিকের চারিশত হস্ত পরিমাণ তটভূমি প্লাবিত করিয়া দিল। হে ধীমন্, অনন্তশক্তি ভগবানের বলবীর্য্যের বিষয় তুমি অবগত আছে। সুতরাং ইহা স্বয়ং ভগবানের পক্ষে মোটেই আশ্চর্য্য জনক নহে।

৮। দিগ্‌হস্তী যাঁহার বলে বলীয়ান সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডতাড়নে জল রাশির প্রচণ্ড শব্দ শ্রবণ করিয়া এবং তরঙ্গাঘাতে স্বীয় বাসস্থান ভগ্নপ্রায় দেখিয়া সেই মহাসর্প অত্যন্ত ক্রোধভরে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিল। সর্পকে শ্লোকে চক্ষুশ্রবা বলা হইয়াছে। কারণ সর্পের পৃথক শ্রবণেন্দ্রিয় নাই। চক্ষু দ্বারাই কর্ণের কার্য্য করে।

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং
শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্ ।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ ॥৯

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট-
মালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা
দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥১০

৯। সেই মহাসর্প নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপরাশি দেখিতে পাইল। সেই রূপ কেমন? প্রথমেই বলা হইল প্রেক্ষণীয়, অর্থাৎ ঐরূপ দর্শন করাই নয়নের সার্থকতা। নবনীত সুকুমার তনু, নবমেঘের মত স্নিগ্ধশ্যাম বর্ণ, স্থির বিদ্যুতের ন্যায় অঙ্গে জড়িত পীত বসন, বক্ষস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন, মৃদুহাস্য সুশোভিত অতিসুন্দর ও মনোহর বদন কমল, কমল কোষবৎ অতিসুকোমল লোহিত বর্ণ পাদপদ্ম। এমন সর্ব সৌন্দর্য্যের আধার বালক কৃষ্ণ নির্ভয়ে জল ক্রীড়া করিতেছেন। এমন মনোহর রূপ দর্শনেও সেই ক্রুর সর্পের হৃদয় বিগলিত হইল না। সে ক্রোধভরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানে দংশন করিতে লাগিল এবং নিজ কঠিন সুদীর্ঘ দেহ দ্বারা সেই সুকুমার তনুকে নাগ পাশে বদ্ধ করিল।

১০। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, মনের ভাব যেন হে কালিয়, তোমার সাধ্য মত যাহা করিবার কর, আমি যাহা করিবার পরে করিব। নাগপাশে বদ্ধ কৃষ্ণকে নিশ্চেষ্ট অবলোকন করিয়া প্রিয় সখাগণ গুরুতর আর্ত্ত হইলেন। ইহাদের আর্ত্তনাদ শ্রবণে সন্নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্র হইতে কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ গোপ ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারাও কৃষ্ণের এই অবস্থা দর্শনে শোকগ্রস্ত হইলেন। বৃন্দাবনস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই দেহ, মন, সুহৃদ, অর্থ, কলত্র, কামনা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত।

গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব তস্থিরে ॥১১
অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ।
উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ ॥১২
তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ।
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্ ॥১৩

কৃষ্ণ ছাড়া তাহারা কিছুই জানেন না। ইহারা সকলে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্য দর্শন করিবার শক্তিও আর তাহাদের রহিল না। সকলে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।

১১। গাভীগণ, বৃক্ষগণ এবং বৎসতরীগণ সকলেই গভীর দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভয়বিমূঢ়চিত্তে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

১২। ব্রজ ধামের অভ্যন্তরে ত্রিবিধ অমঙ্গল সূচক উৎপাত দৃষ্ট হইতে লাগিল যথা পৃথিবীতে ঘনঘন ভূকম্পন, আকাশে দিবসে উল্কাপাত, ব্রজবাসী গণের দেহে বামাঙ্গ স্পন্দন প্রভৃতি দুর্লক্ষণ আরম্ভ হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁহার উপস্থিতিতে অথবা কৃপাতে সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়, তাঁহার নিজের অমঙ্গল কখনো সম্ভব নহে। তথাপি যে দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হইল তাহার কারণ কৃষ্ণ সখা ও পশু সমূহের দুঃখ এবং ব্রজাধিষ্ঠাত্রী দেবতার কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিহেতু তদীয় ঐশ্বর্য্য বিস্মরণ। গোপগণ ও পশুগণ শ্রীকৃষ্ণের পার্ষদ।

১৩। নন্দ প্রমুখ গোপগণ এই সমস্ত অমঙ্গল সূচক লক্ষণ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, বলরাম আজ গোষ্ঠে গমন করেন নাই। কৃষ্ণ একা সখাগণ সঙ্গে গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন। নিশ্চয়ই কৃষ্ণ কোন এক প্রাণঘাতী বিষম বিপদে পতিত হইয়াছে। হায়, হায়, আমাদের কি হইবে? আমাদের কৃষ্ণকে কি আমরা আর দেখিতে পাইব না?

তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ ।
তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥১৪

আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্ দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥১৫

১৪। কৃষ্ণই ব্রজবাসীগণের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন। ব্রজবাসীগণের সুখ দুঃখ, মঙ্গল অমঙ্গল সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র তাহাদের সুখদুঃখের কোন অনুভূতি নাই। তাহাদের মন প্রাণ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। কৃষ্ণ কথা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় তাহারা মনে মনে চিন্তাও করেন না। শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের যে বাৎসল্য প্রেম, তাহাতে আবেশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্বাদি ঐশ্বর্য বিষয় তাহারা কখনো মনেও স্থান দেন না। এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া তাহারা কৃষ্ণের প্রাণ নাশক কোন বিপদ হইয়াছে, আমাদের কৃষ্ণ বোধ হয় জীবিত নাই মনে করিয়া দুঃখ, শোক ও ভয়ে বিমূঢ় হইয়া গেলেন। "নিধনং মত্বা" বাক্যের সরস্বতীকৃত অর্থ নিতরাংধনং যমুনা হ্রদরূপ স্ববিহারসম্পদ স্থান প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ যমুনা হ্রদে ক্রীড়া করিতেছেন।

১৫। পশুগণের সন্তানের প্রতি যে প্রীতি তাহা কোন যুক্তিতর্কের বশীভূত নহে, কেবলমাত্র অন্ধ প্রবৃত্তির বশে পরিচালিত। ব্রজবাসীর প্রেমও তদ্রূপ যুক্তি তর্কের অতীত। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিষয় কোন যুক্তিতর্ক তাহাদের মনে স্থান পায় না। সেই অন্ধ প্রীতিবশে ব্রজের স্ত্রীপুরুষ, বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলে 'কোথায় আমাদের কৃষ্ণ, কোথায় গেলে কৃষ্ণকে দেখিতে পাইব' এই মনে করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কোথায় যাইবেন তাহা ও জানেন না। তাহাদের দেহে বা মনে বিন্দুমাত্র শক্তিও যেন নাই। চলিতে চলিতে মুহুর্মুহু স্খলিত ও পতিত হইতে লাগিলেন।

তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥১৬

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্ ॥১৭

তে তত্র তত্রাজযবাঙ্কুশাশনি-
ধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে
নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥১৮

১৬। সকলকে এইভাবে অতিকাতর দেখিয়া সর্বৈশ্বর্য্যাধীশ্বর শ্রীবলরাম, যিনি তাঁহার অনুজ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এবং প্রভাব অবগত ছিলেন অর্থাৎ ইনিই যে স্বয়ং ভগবান ইহা বলরাম জানিতেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। বলিলেও প্রেমান্ধগণের নিকট ইহা ব্যর্থ হইত। তিনি মাত্র হাসিলেন, ইহা দ্বারা বুঝাইলে চাহিলেন কৃষ্ণের কোন বিপদ হইতে পারে না। এই শ্লোকে বলরামকে মাধব বলা হইয়াছে। এখানে মাধব অর্থ সর্ববিদ্যাধিপতি। বলরামের হাসিবার অপর কারণ-বলরাম ভাবিলেন মৎস্বরূপ শেষ নাগের সঙ্গে ক্রীড়া না করিয়া ক্ষুদ্র প্রাকৃত সর্পাধম কালিয়ের সঙ্গে ক্রীড়াতে রুচি হইল যেহেতু নরলীলা।

১৭-১৮। শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম, অঙ্কুশ প্রভৃতি অসাধারণ চিহ্নে চিহ্নিত। এরূপ চিহ্ন অন্য কাহারো চরণে নাই, ব্রজবাসীগণ ইহা অবগত আছেন। তাই তাহারা প্রথমেই 'কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পৃথিবী দেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অতি সযত্নে ও সঙ্গোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেইজন্য ব্রজবাসীগণ সহজেই গাভীগণের ও ব্রজ বালকগণের পদচিহ্নের মাঝে মাঝে প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ যুক্ত চরণচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং তাহা অনুসরণ করিয়া যমুনা তটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ
কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ
সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্তাঃ ॥১৯
গোপ্যোঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥২০

হে অঙ্গ পরীক্ষিৎ, এইভাবে তাহাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নানুসরণ ক্রমে তাহারা যমুনাতটে অবিলম্বে উপনীত হইলেন।

১৯। হ্রদের নিকটে গিয়াই তাঁহারা দেখিলেন হ্রদমধ্যে কালিয় নাগের কঠিন দেহ দ্বারা পরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত তাহাদের প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণ। এই দৃশ্য দেখিয়াও যে তাহাদের দেহে প্রাণ রহিল, ইহা একমাত্র লীলাশক্তির প্রেরণাতেই। কিভাবে ইহা হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন? কৃষ্ণ কি চাঞ্চল্যবশতঃ হ্রদে অবতরণ করিয়াছিল। অথবা এই নিষ্ঠুর সর্প তট হইতে তাহাকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছে? চাহিয়া দেখিলেন কৃষ্ণসখা গোপ বালকগণ হ্রদতীরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত। গবাদি পশুবৃন্দ নাগপাশে আবদ্ধ কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রজধাম হইতে কৃষ্ণান্বেষণে সমাগত গোপগোপীগণ পরমার্ত ও মুহ্যমান হইলেন।

২০। শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড বয়সেই ভাবানুযায়ী কৈশোরের আবির্ভাব হইত এবং নবানুরাগবতী গণের সঙ্গে ভাবানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। রাধারানী প্রভৃতি অনুরাগবতী কিশোরীগণ শ্রীকৃষ্ণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, কৃষ্ণকেই জীবনসর্বস্বরূপে বরণ করিয়াছেন, কিন্তু লোকলজ্জাহেতু তাহা প্রকাশ করিতে পারেন না। কৃষ্ণকে এইভাবে

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং
তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্
কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ ॥২১

কালিয় গ্রস্ত দেখিয়া কৃষ্ণ বিরহে তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, ত্রিজগৎ তাহাদের নিকট শূন্য মনে হইতে লাগিল, এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার মৃদুহাস্য, কটাক্ষময় দৃষ্টি, এবং প্রেমময় সুমধুর বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। এমন প্রাণাধিক প্রিয়তম বল্লভের এই অবস্থা দৃষ্টে তাহাদের অসহনীয় দুঃখ হইতে লাগিল। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেও পারিতেছেন না, শোকাভিভূত প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। এবং উভয় নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।

২১। মা যশোদা যমুনাতটে উপনীত হইয়া কালিয়নাগ বেষ্টিত অথচ নিশ্চেষ্ট কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে। কৃষ্ণের নিকট গমন করিবার জন্য হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া যমুনাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলেন, অমনি রোহিণী ও অন্যান্য বাৎসল্যবতী যশোদাসখীগণ তাঁহাকে বলপূর্বক ধরিয়া রাখিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'যশোদে, তুমি কি কৃষ্ণের সব কথা ভুলিয়া গিয়াছ? গর্গমুনি কৃষ্ণকে "নারায়ণসমগুণৈঃ" বলিয়াছেন। কৃষ্ণ ছয়দিন বয়সে পূতনাবধ করিয়াছে। তারপর শকটাসুর, তৃণাবর্ত, বকাসুর, অঘাসুর প্রভৃতি কত অসুর বধ করিয়াছে! এখনই দেখিবে এই সর্পকেও বধ করিয়া কৃষ্ণ তোমার কোলে আসিবে। একটু ধৈর্য ধারণ কর। ইহারা যশোদাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিলেও নিজেরা ভীত, সন্ত্রস্ত মনে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সর্প বেষ্টিত কৃষ্ণ মুখপানে চাহিয়াই রহিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন—যদি কৃষ্ণকে ফিরিয়া না পাই, তাহা হইলে যশোদা সঙ্গে এই হ্রদে ডুবিয়া মরিব, তবুও কৃষ্ণশূন্য ব্রজে ফিরিয়া

কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্ ।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥২২

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
সস্ত্রীকুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ ।
আজ্ঞায় মর্ত্যপদবীমনুবর্তমানঃ
স্থিত্বা মুহূর্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥২৩

যাইব না। সূর্যবিনা দিন, চন্দ্রবিনা রাত্রি, বৃষবিনা গাভীবৎ কৃষ্ণবিনা ব্রজও নিরর্থক।

২২। নন্দাদি গোপগণ ভাবিলেন কৃষ্ণ ব্যতীত প্রাণ ধারণ নিরর্থক। যমুনাতে ঝম্পদানে কৃষ্ণসমীপে গিয়া নিজপ্রাণ বিনিময়ে কৃষ্ণকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিব। যদি সম্ভব না হয়, প্রাণ বিসর্জন দিব, তাহাও সার্থক হইবে এই মনে করিয়া যমুনাতে ঝম্পদানে উদ্যত দেখিয়া বলরাম সত্বর আসিয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। বলরাম পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন—আপনারা স্থির হোন, আমি বলিতেছি কৃষ্ণ কালিয়নাগকে নিগ্রহ করিয়া একটু পরেই আসিবে, আপনারা একটু অপেক্ষা করিয়া দেখুন। আপনারা প্রাণত্যাগ করিলে কৃষ্ণের দুঃখের সীমা থাকিবে না। কৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান, তাহা বলরাম অবগত আছেন। এজন্য তাঁহার দৃঢ়বাক্যে সকলে ধৈর্য ধারণ করিলেন।

২৩। শ্রীকৃষ্ণ হ্রদমধ্যে সর্পবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার জন্য ব্রজবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের মর্ম্মভেদী দুঃখ দেখিতে পাইলেন। আরো দেখিলেন যে এই ব্রজবাসীগণ অনন্যগতি, একমাত্র তাঁহাতেই শরণাগত; কৃষ্ণ ছাড়া ব্রজবাসী জনের আর কোন গতি নাই। ইহাঁরা সকলে কৃষ্ণ দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া হ্রদের বিষাক্ত জলে প্রাণ ত্যাগে উদ্যত। বলরামের নিষেধ ইহাঁরা শুনিবেন না; সুতরাং সর্পবন্ধন হইতে এখনই মুক্ত হইতে হইবে। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানব নীতি অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ যাহাকে শাস্তি দিতে হইবে তাহার

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-
স্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ ।
তস্থৌ শ্বসঞ্ছ্বসনরন্ধ্রবিষম্বরীষ-
স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥ ৪

অপরাধ জন সমক্ষে প্রকটন করা প্রয়োজন। ইহা মনে করিয়া এক মুহূর্ত্ত (দুই ঘটিকা কাল) সর্পবন্ধনে নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া নিজকে বন্ধন মুক্ত করতঃ উত্থিত হইলেন।

২৪। কিভাবে উত্থিত হইলেন বর্ণিত হইতেছে। নবম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণের বাহির নাই, অন্তর নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, কৃষ্ণ জগতের পূর্ব্বে, পরে এবং জগদ্রূপেও বর্ত্তমান। যা যশোদা কটিতে কিঙ্কিণী পরাইয়াছেন, নিজ বামহস্তে কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়াছেন কিন্তু গোকুলের সমস্ত রজ্জু দ্বারা কটি বেষ্টন করিতে পারিতেছেন না। এমন স্বরূপ যাঁহার, তুচ্ছ সর্প কি তাহাকে বন্ধন করিতে পারে? নরলাল বালক বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বপু ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বর্দ্ধিত দেহের চাপ সর্প সহ্য করিতে পারিল না। হ্রদ তীর হইতে সকলে শ্রীকৃষ্ণের ছয় বৎসরোচিত বালক বিগ্রহই দেখিতেছিলেন। দেহের ক্ষুদ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই ব্যবহারে মহত্ব প্রকাশিত করিতে ছিলেন। ক্ষুদ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ক্ষুদ্রতার অন্তরালে দেহের বৃহত্ব দ্বারা এমন চাপ সৃষ্টি করিলেন যে সেই বৃহৎ সর্পের দেহ যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তৎক্ষণাৎ সেই সর্পের বন্ধন খসিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ সর্পবন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিয়া লইলেন। সেই সর্প অত্যন্ত ক্রোধে তাহার শত ফণা উত্তোলন করিয়া দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। সর্পের নাসারন্ধ্র হইতে বিষ নির্গত হইতে লাগিল। তাহার চক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিল, মুখ হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া রহিল।

তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং
দ্বে সৃক্কণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্ ।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো
বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥২৫

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ ।
তন্মূর্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত ॥২৬

২৫। ক্রুদ্ধ কালিয় নাগ প্রতি মুখে দ্বিশিখা বিশিষ্ট জিহ্বা দ্বারা উভয় সৃক্কণী লেহন করিতে ছিল, এবং কৃষ্ণের প্রতি বিষাগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের ন্যায় যেন ক্রীড়া ছলে সর্পের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, সর্পও তেমনি দংশনের চেষ্টায় কৃষ্ণকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

২৬। এই ভাবে পরিভ্রমণ করিতে করিতে কালিয় হীনবল হইয়া পড়িল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বামহস্তে কালিয়ের একটি ফণা অবনত পূর্বক তথায় লম্ফ প্রদানে আরোহণ করিলেন। তাহার মস্তকস্থিত রত্ন সমূহের দীপ্তিতে স্বাভাবিক অরুণপ্রভ পাদপদ্ম তাম্রবৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করিল। তখন চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার আদি গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের পৃথু মস্তকোপরি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রাকৃত নটনটীগণ রজ্জুর উপর, মৃত্তিকা স্থালী প্রভৃতির উপর নৃত্য করেন, নৃত্যাদি সর্বকলার আদি গুরু অতি চঞ্চল কালিয় নাগের মস্তকোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অত্যদ্ভুত নৃত্য কৌশল পূর্বরাগবতী ব্রজ কিশোরীগণকে দেখাইলেন এবং অন্যান্য পরিকরগণকে, নিজে সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন ইহা জানাইলেন।

তং নর্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়-
গন্ধর্বসিদ্ধসুরচারণদেববধ্বঃ ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-
পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥২৭

যদ্ যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণ-
স্তত্তন্মমর্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃগ্-
নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥২৮

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বতঃ শিরঃসু
যদ্ যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব
পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ ॥২৯

২৭। শ্রীভগবানকে নৃত্য করিতে উদ্যত দর্শন করিয়া গরুড়, বিষ্বকসেনাদি পার্ষদগণ নৃত্যের তালে ও লয়ে কৃষ্ণলীলা গান করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, মৃদঙ্গ, পনব, আনক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তালে তালে বাজাইতে লাগিলেন, দেবদেহীগণ নন্দন কাননের পারিজাতাদি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন, নারদাদি মুনিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

২৮। হে তাত পরীক্ষিৎ, কালিয় নাগের বৃহৎ একশত ফণা ছিল। নৃত্যরত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যের তালে তালে মস্তকে পদাঘাত পূর্বক উন্নত শির অবনত করিয়া দিতে ছিলেন। তথাপি যে সমস্ত মস্তক তখনো উন্নত ছিল দুষ্ট দমনকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লম্ফদানে একের পর এক ঐ সমস্ত মস্তকে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং নৃত্য জনিত পদাঘাতে উন্নত মস্তক অবনত হইতে লাগিল; মুখ ও নাসিকাপথে রক্ত বমন করিতে লাগিল। এই ভাবে সেই দুষ্ট নাগ ক্ষীণায়ু এবং মুহ্যমান হইয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

২৯। সেই দুষ্ট নাগ ক্রোধে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ এবং নেত্র দ্বারা

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্‌ণফণাতপত্রো
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥৩০

বিষ উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল। তাহার মস্তক সমূহ মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতেছিল, নৃত্য ছলে পদাঘাতে সেই মস্তক সমূহকে অবনত এবং দমন করিতে লাগিলেন। সেই অনাদির আদি পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে দেবতা, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, চারণ, মুনিগণ স্বর্গীয় পুষ্প বর্ষণ দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন তাহাদের হিতোদ্দেশ্যে সেই দুষ্টনাগকে শ্রীভগবান দমন করিতেছিলেন।

৩০। হে নৃপ, শ্রীকৃষ্ণের সেই অতিবিচিত্র নৃত্যে সেই দুষ্ট নাগের সহস্রফণা ভগ্ন হইল, মুখ হইতে প্রচুর রক্ত বমন করিতে লাগিল, সর্বদেহ যেন চূর্ণ প্রায় হইয়া গেল। সর্পের মনে হইল তাহার অন্তিম কাল অতি নিকটবর্তী। তখন স্বীয় পত্নীগণের হিতোপদেশ তাহার মনে জাগিল। পরম ভক্তিমতী নাগপত্নীগণের কৃপারূপ ভক্তিবীজ বহু পূর্বে উপ্ত হইলেও, পূর্ব পূর্ব অপরাধ হেতু কালিয়ের অন্তঃকরণ রূপ দুষ্ট ক্ষেত্রে তাহা অঙ্কুরিত হয় নাই। আজ শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ এবং তৎকৃত দণ্ড প্রাপ্তি দ্বারা দোষক্ষয়ে, বহু পূর্বে উপ্ত ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইল। তখন সেই সর্পের মনে হইল, আমার শত্রু গরুড় হইতেও আমার দণ্ডদাতা বহু সহস্র গুণে বলবান। পূর্বে আমার পত্নীগণ যাহার কথা বহু পূর্বে বলিয়াছিল, নিশ্চয়ই ইনি সেই পরমেশ্বর নারায়ণ। ইনি চরাচরের গুরু, সেইজন্যই অসাধারণ বলদ্বারা মাদৃশ মূঢ় ব্যক্তির শিরে চরণ অর্পণ ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। সুতরাং আমি ইঁহারই চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম। ইহা মনে করিয়া মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে শরণ গ্রহণ করিল। মুখে না বলিবার কারণ পরম আর্তি হেতু অক্ষমতা অথবা অন্তর্যামীপুরুষরূপে তিনি অন্তরেও আছেন, এজন্য অন্তরের ভাব জানিতে পারিবেন।

কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং
পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্‌ণফণাতপত্রম্ ।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য
আর্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ॥৩১

তাস্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভাঃ
কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্তু-
র্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ ॥৩২

৩১। নাগপত্নীগণ প্রথম হইতেই তাহাদের দুষ্ট স্বামী কর্তৃক সবরকমে শ্রীভগবানের বিরুদ্ধতা এবং শ্রীভগবান কর্তৃক সেই দুষ্টের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান অন্তরাল হইতে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছিল তাহারা মনে মনে ভাবিতেছিল—এই বহির্মুখ দুষ্ট স্বামী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই। আমরা বিধবা হইয়া কৃষ্ণ ভজন করিব। এখন তাহার দৈন্য, নির্বেদ, বিষাদ, বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারী লক্ষণ দৃষ্টে তাহারা আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল আমাদের ভাগ্যে এবং শ্রীভগবানের অসীম কৃপাতে আমাদের স্বামী বৈষ্ণব হইয়াছেন। এস আমরা সকলে ভগবচ্চরণে ইহার প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করি। এইরূপে নাগপত্নীগণ পরম আর্ত্তি সহকারে স্খলিত বসন ভূষণ ও কেশবন্ধসহ সেই অনাদির আদি পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ সমীপে উপস্থিত হইল।

৩২। কালিয় পত্নীগণ স্বামীর মরণাশঙ্কায় এবং তাহার অপরাধ হেতু ভীত ব্যাকুল চিত্তে স্বীয় সন্তানগণকে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে ভূমিতে রক্ষা করিয়া পরমাপরাধী স্বামীর অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে সব জীবের একমাত্র আশ্রয় ও সবজীব পালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইল এবং হ্রদ মধ্যস্থ দ্বীপাকার ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত

নাগপত্ন্য ঊচুঃ।

ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টে-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥৩৩

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্ দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥৩৪

হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল। অতঃপর তাহারা শ্রীভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিল।

৩৩। নাগপত্নী গণের স্তুতি ঃ—

সর্বজ্যেষ্ঠা নাগপত্নী সুবলা স্তব করিতে লাগিলেন। অন্যান্য পত্নীগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

হে প্রভো, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন হেতু আপনার অবতার। আমাদের পতি অত্যন্ত খল। সে মহাত্মা গরুড়ের প্রতি, বৃন্দাবনবাসী নরনারী ও জীবজন্তুর প্রতি এবং সাক্ষাৎ ভগবান আপনার প্রতি অত্যন্ত অপরাধজনক কার্য করিয়াছে। সুতরাং আপনি যে দণ্ড দিয়াছেন ইহা ন্যায়সঙ্গতই বটে। সকলের প্রতি আপনার তুল্য দৃষ্টি। আপনি নিজ পুত্র অপরাধী নরকাসুরকে বধ করিয়াছেন, অথচ শত্রু পুত্র প্রহ্লাদকে রক্ষা এবং সর্বোচ্চ রাজ্য দান করিয়াছেন। আপনি কর্মফল বিচার পূর্বক উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। যে খলত্বহেতু নরকাদি যাতনা ভোগ করিতে হয়, সেই খলত্ব নাশ পূর্ব্বক স্বভাব সংশোধন দ্বারা ভবিষ্যতে সুখময় ধাম প্রদানই আপনার দণ্ড দানের উদ্দেশ্য।

৩৪। আপনি যে দণ্ড দান করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা বিশেষ

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্বং
নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্মোঽথ বা সর্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্বজীবঃ ॥৩৫
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৩৬

অনুগ্রহ। যে সঞ্চিত পাপের জন্য সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনার দণ্ড দ্বারা সেই পাপ ধ্বংস হইয়া গেল। সুতরাং ইহাকে এবম্প্রকার হীনযোনিতে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। আপনার ক্রোধ প্রকৃতপক্ষে কৃপাই। ইহার দুষ্টত্ব স্বভাব দূরীভূত হইয়া এখন আপনার চরণে শরণাগতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

৩৫। এই জন্মে আমাদের পতির কোন প্রকার সুকৃতি নাই। আমাদের মনে হইতেছে পূর্বজন্মে নিজে অমানী হইয়াও অপরকে মান দান করিয়া কোন কঠোর তপস্যা করিয়াছিল অথবা সর্ব জীবের প্রতি হিতাচরণ পূর্বক কোন বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান করিয়াছিল, যাহার ফলে সর্বজীবের অন্তর্য্যামী আপনি সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে এতাদৃশী কৃপা করিলেন।

৩৬। হে দেব, আমাদের মনে হইতেছে তপস্যাদি দ্বারা আমাদের দুষ্ট পতির এতাদৃশ ভাগ্যলাভ হইতে পারে না। আপনার অহৈতুকী কৃপা বৈভবই ইহার কারণ। ব্রহ্মাদি দেবগণও যে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা লাভের জন্য তপস্যা করিয়া থাকেন সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার নারায়ণ স্বরূপের ললনা হইয়াও অন্য সমস্ত কামনা পরিহার করতঃ ব্রতধারণ পূর্বক সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াও এই নন্দনন্দনরূপী আপনার যে শ্রীচরণ রেণু স্পর্শাধিকার প্রাপ্ত হন নাই তাহা এই ক্রূর সর্প অনায়াসে লাভ করিতে পারিল। ইহা যে কোন্ ভাগ্যের

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥৩৭
তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্ বিভবঃ সমক্ষঃ ॥৩৮

ফল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। নারায়ণ স্বরূপের সঙ্গে আপনার এই ব্রজরাজনন্দন স্বরূপের তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকিলেও এই স্বরূপের নিশ্চয়ই কতকগুলি বিশেষ মাধুর্য্য আছে যাহা নারায়ণ স্বরূপে নাই, এবং এই জন্য লক্ষ্মীদেবী ইহা প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন।

৩৭। আপনার পাদরজের মহিমা অবর্ণনীয়, এই জগতে অথবা মায়াতীত বৈকুণ্ঠ গোলকাদি চিন্ময় ধাম সমূহেও ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই। যাহারা ভবদীয় পাদরজে প্রপন্ন হইয়াছেন তাহারা সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য, স্বর্গের ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মপদ, ভূতলাদি সপ্ত লোকের আধিপত্য, অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি, অথবা ব্রহ্ম সাজুয্য মুক্তি প্রভৃতি অন্য কিছুই লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না। আপনার চরণরেণুই ফল। ইহা দ্বারা অন্য কোন ফল লাভ হয় না। ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি যত ফলের কথা বলা হইল ইহাদের সঙ্গে চরণরেণু তুলনীয় নহে।

৩৮। হে নাথ, সংসার চক্রে ভ্রাম্যমান কোন ব্যক্তি যদি আপনার চরণ সেবার ইচ্ছামাত্রও করে, তাহা হইলেও তাহার সর্ববিধ সম্পদ বা ঐশ্বর্য্য অক্লেশে লাভ হইয়া থাকে, অথচ অন্যের পক্ষে তাহা দুর্লভ ; ভবদীয় পাদপদ্মের এমনই মহিমা। এই পাদপদ্ম ঘোর তামসস্বভাব এবং ক্রোধ বশীভূত এই সর্প প্রাপ্ত হইল ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

নমস্তভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥৩৯
জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তেঽপ্রাকৃতায় চ ॥৪০
কালায় কালনাভায় কালাবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে ॥৪১
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়-প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে ॥৪২

৩৯। অচিন্ত্যানন্ত ঐশ্বর্য্যাদিগুণযুক্ত ভগবান্ আপনি, আপনিই একমাত্র পুরুষ আর সমস্তই আপনার প্রকৃতি। আপনি বালকরূপী দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে সর্বব্যাপী, আকাশাদি সর্বভূতের আশ্রয় আপনি। আপনি গীতাতে বলিয়াছেন—ভূতগণ আপনার ভিন্নাপ্রকৃতি, আপনি পর অর্থ্যাৎ সর্ব শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ, সর্বজীবের পরমাত্মা আপনি। আপনার পাদপদ্মে প্রণত হইতেছি।

৪০। আপনি জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ অনুভব যুক্ত জ্ঞানেরও কারণ আপনি। সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদ রহিত স্বরূপ আপনার। আপনি নিজে অনন্ত, আপনার শক্তিও অনন্ত। প্রাকৃত ত্রিগুণ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আপনি জন্মাদি সর্ব্ববিকার রহিত। আপনি বিশ্বপ্রকৃতির প্রবর্ত্তক, আপনাকে নমস্কার।

৪১। নিমেষ হইতে পরার্ধ পর্যন্ত যে কাল তাহা আপনারই শক্তি, এবং এই কাল আপনার আশ্রয়েই প্রবর্তিত হইতেছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়াদি কালাবয়বের সাক্ষী স্বরূপ আপনি। বিরাট রূপে আপনি বিশ্ব, বিশ্বাতীত হেতু বিশ্বের দ্রষ্টা। কেবল দ্রষ্টামাত্র নহে, আপনিই বিশ্বের কর্ত্তা এবং সর্ব্বকারণ স্বরূপ; আপনিই বিশ্বের অন্তর্যামী।

৪২। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির প্রবর্তক আপনি। আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা আপনারই অংশভূত জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান আবৃত।

নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
ননাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে ॥৪৩
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥৪৪
নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৪৫
নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥৪৬

৪৩। আপনি পরম মহৎহেতু অনন্ত এবং ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র হেতু দুর্জ্ঞেয়। কূটস্থ অর্থাৎ সর্ববিকার রহিত, আপনি সর্ব্বজ্ঞ। বিভিন্ন মতবাদীগণ আপনাকে অস্তি, নাস্তি, সর্ব্বজ্ঞ, অল্পজ্ঞ, এক, অনেক, বদ্ধ, মুক্ত নানাভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। বাচ্য, বাচক, অর্থ, শব্দ, প্রভৃতি সমস্তেরই আশ্রয় আপনি। আপনাকে নমস্কার।

৪৪। বেদ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং আপনার নিঃশ্বাসই বেদ। সুতরাং আপনি প্রমাণ মূল। আপনি কবি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান স্বরূপ, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ভব স্থান আপনি। প্রবৃত্তি মূলক, নিগম বা বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় আপনি অথবা আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্র উদ্ভূত। আপনার চরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

৪৫। আপনি আনন্দ দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করেন এজন্য কৃষ্ণ, আপনি আনন্দ দান করেন এজন্য রাম বিশুদ্ধ সত্ত্বে আপনার আবির্ভাব এজন্য আপনি বসুদেবসুত, আপন বুদ্ধি ও মনের অধিপতিরূপে প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। অথবা আপনি নিজে কৃষ্ণ হইয়াও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারি ব্যূহ হইয়াছেন। আপনি সমস্ত সাধুগণকে পালন করিয়া থাকেন।

৪৬। আপনি ভক্তগণের নিকট ঐ শুদ্ধ মাধুর্য্যাদি গুণ প্রকাশ করেন। এবং অভক্তের নিকট আবৃত করিয়া রাখেন। ভক্ত বাৎসল্য-

অব্যাকৃতবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে ।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥৪৭

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে ॥৪৮

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ প্রভো
গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্ ।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥৪৯

প্রেমাধীনতা প্রভৃতি অসাধারণ গুণ দ্বারা আপনি এই ধামে উপলক্ষিত হইতেছেন। আপনি ভক্তজনের কোন দোষই দেখেন না, কেবল মাত্র গুণই দেখেন। আপনি স্বপ্রকাশ।

৪৭। আপনার লীলা প্রপঞ্চাতীত। আপনি লীলা দ্বারা প্রপঞ্চকে নিষ্প্রপঞ্চে পরিণত করিয়াছেন। আপনি ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক বা ঈশ্বর আপনি মুনি বা আত্মারাম। গোকুল বাসীগণকে আনন্দ দান করিবার জন্য আপনি অমৌনশীল—যথা দধি, পয়ঃ চৌর্য্যাদি করেন, ক্ষুধার্ত্ত হইয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার।

৪৮। উৎকৃষ্টতম ভক্তগণের এবং নিকৃষ্টতম অভক্তগণের গতি বা প্রাপ্যস্থান সমস্তই আপনি জানেন; সর্ব্বাধ্যক্ষ হেতু আপনি সর্ব্ব কলাধ্যক্ষও বটেন। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাপ্য ফলদাতাও আপনি। কর্ম্মফল দাতা হইলেও কর্ম্মের সঙ্গে আপনার কোন সংশ্রব নাই। আপনি প্রপঞ্চাতীত হইলেও মায়াশক্তি দ্বারা আপনি বিশ্বের স্রষ্টা এবং দ্রষ্টা। বিশ্বের অন্তরে আপনি বাহিরে আপনি। বিশ্বের কারণও আপনি।

৪৯। আপনি অনীহ অর্থাৎ নিজে কোন কর্ম্ম করেন না, কিন্তু আপনার অনাদিসিদ্ধকাল শক্তি দ্বারাই সৃষ্টি, স্থিতি হইয়া থাকে। আপনার মায়া শক্তি আপনার ঈক্ষণ মাত্রই সর্ব্ব কার্য্য করিয়া থাকেন।

তস্যৈব তেহমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তা প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং
স্থাতুশ্চ তে ধর্মপরীপ্সয়েহতঃ ॥৫০
অপরাধঃ সকৃদ্‌ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥৫১
অনুগৃহ্নীষ ভগবন্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাংনঃ সাধুশোচ্যানাং পতিপ্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥৫২

প্রলয় কালে সর্ব্ব জীব নিজ নিজ কর্ম ও স্বভাব সহ কারণে সুপ্ত হইয়া থাকে; আবার আপনার দৃষ্টি দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজ নিজ স্বভাব সহ নিজ নিজ কর্মানুযায়ী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। অতএব সর্প-যোনি বা অসৎস্বভাব সৃষ্টিকর্তা আপনার দোষ নহে, ইহা জীবের নিজ কর্মদোষ।

৫০। আপনার সৃষ্টিতে সাত্ত্বিক ভাবাপন্নগণ শান্ত, রজো-ভাবাপন্নগণ অশান্ত এবং তমোভাবাপন্নগণ মূঢ়। আপনি ধর্ম সংস্থাপন ও স্বজন পালনের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সাত্ত্বিকগণই আপনার প্রিয়।

৫১। আপনি বিশ্বের অধ্যক্ষ, বিশ্ববাসী সকলে আপনার পুত্র। পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ অন্ততঃ একবার ক্ষমা করিয়া থাকেন, তদ্বৎ আপনি কৃপা পূর্ব্বক তমোগুণাচ্ছন্ন মূঢ় সর্পকে এইবার ক্ষমা করুন। মূঢ়তা হেতু আপনার লীলা দর্শন করিয়াও আপনাকে জানিতে পারে নাই।

৫২। এই সর্প এখনই প্রাণ ত্যাগ করিবে। ইহার মৃত্যু হইলে অন্য দুষ্ট সর্প আমাদের পাতিব্রত্য ধর্ম নষ্ট করিবে। আমারা সাধুগণের শোকার্হ। আমরা স্বীয় পতির প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি। কৃপা পূর্ব্বক এই পথহারা অবলা গণের পতিপ্রাণ দান করিতে আজ্ঞা হোক্।

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥৫৩

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ ॥৫৪

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৫

৫৩। হে প্রভো, জীব বাসনা রূপ কত প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান্ যাহা মঙ্গল কারণ তাহাই তাহাকে প্রদান করেন। আমরা অজ্ঞান, মূঢ়, আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয় কৃপা পূর্ব্বক আমাদিগকে সেই আদেশ প্রদান করুন। আমরা অবশ্যই পালন করিব। আমরা শুনিয়াছি—শ্রদ্ধাপূর্বক আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

৫৪। শ্রীশুকদেবের উক্তিঃ—নাগপত্নীগণ পূর্ব্বোক্ত রূপে শ্রীভগবানের স্তব এবং তাহাদের পতি কালিয়নাগের প্রাণভিক্ষা করিলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পদাঘাতে ভগ্নশির ও মূর্চ্ছিত প্রায় কালিয়ের মস্তক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

৫৫। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর স্বয়ং ভগবান্ মস্তক হইতে অবতরণ করিলে কালিয়নাগ ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি ফিরিয়া পাইল। তখন সেই বিষধর সর্প দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অতি দীনভাবে কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করিতে লাগিল। কালিয়ের সর্পদেহ, সে কি প্রকারে কৃতাঞ্জলি হইয়াছিল এই প্রশ্ন উঠে। উত্তরে বলা যায় কদ্রূতনয় কালিয়ের অন্য দেহ ধারণের শক্তি ছিল; নতুবা শুকদেবের বাক্যে এরূপ উক্তি থাকিত না।

কালিয় উবাচ।

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ ॥৫৬
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জনম্।
নানাস্বভাববীর্য়ৌজোযোনিবীজাশয়াকৃতি ॥৫৭
বয়ং চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্ ॥৫৮
ভবান্ হি কারণং তত্র সর্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ ॥৫৯

৫৬। কালিয় বলিতে লাগিল—হে নাথ, আমরা সর্পজাতি, আপনার সৃষ্ট জীব। আমরা হিংস্র প্রকৃতি, প্রতিশোধ পরায়ণ, বিবেকহীন এবং অত্যন্ত কোপন স্বভাব। এই স্বভাবসহ আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। পিশাচ কোন ব্যক্তিকে ভর করিলে যেমন নিজ চেষ্টায় পিশাচ মুক্ত হইতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ আমাদের দুষ্টস্বভাব ত্যাগ করিতে অক্ষম।

৫৭। আপনি বিশ্ব বিধাতা। আপনি নানাপ্রকার স্বভাব, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, বাসনা ও আকৃতি বিশিষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সত্বাদি ত্রিবিধ গুণ দ্বারা বিচিত্র রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫৮। হে ভগবন্, আপনার এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডে আমরা সর্পজাতি জন্মাবধি অত্যন্ত ক্রোধী ও প্রতিহিংসা পরায়ণ। আপনার জগন্মোহিনী ত্রিগুণাত্মিকা মায়াতে আমরা আবদ্ধ। নিজ চেষ্টায় এই দুস্ত্যজ মায়া অতিক্রম করিবার কাহারো শক্তি নাই। ইহা কেবলমাত্র আপনার কৃপা-সাপেক্ষ।

৫৯। আপনি জগদীশ্বর, আমি আপনার জগতের এক ক্ষুদ্র দুষ্ট জীব, আপনি সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি আর আমি তমোগুণাচ্ছন্ন, বিবেকহীন জীবাধম। আপনি সর্ব্বশক্তিমান, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার দুষ্ট

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী ॥৬০
য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ ॥৬১
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬২

স্বভাব পরিবর্তন করিতে পারেন, অথবা আমার কৃত কর্মের জন্য আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। আমি শরণাগত, আপনি যাহা উপযুক্ত মনে করেন তাহাই করুন। আমার আর কিছু বক্তব্য নাই।

৬০। শ্রীশুকদেবের উক্তি—লীলানুরোধে মনুষ্যবৎ দেহধারণ এবং আচরণকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগের বাক্যশ্রবণ করিয়া বলিলেন —হে সর্প, এই যমুনার জল বৃন্দাবনবাসী পশুপক্ষী এবং নরনারীগণের নিত্য ব্যবহার্য। এই স্থানে তুমি বাস করিতে পারিবে না। সত্বর তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, ও জ্ঞাতিগণসহ তোমার পুর্ব্ব বাসস্থান সমুদ্র মধ্যস্থ রমণক দ্বীপে গমন কর।

৬১। যে ব্যক্তি তোমার প্রতি আমার এই শাসনলীলা প্রভাতে এবং সায়ংকালে স্মরণ করিবেন কিম্বা কীর্ত্তন করিবেন, সর্পকুল হইতে তাহার কোন ভয় থাকিবে না।

৬২। মদীয় বিহার স্থান এই কালিয় হ্রদে স্নান পূর্ব্বক এই জল দ্বারা দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ যে ব্যক্তি করিবে, এবং বিধি মত তীর্থোপবাস করিয়া যে ব্যক্তি আমার এই কালিয় দমন লীলা স্মরণ করিবে সেই ব্যক্তি কায়িক, বাচিক ও মানসিক সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কেবল তাহাই নহে, তাহার পাপ বাসনা দূরীভূত হইবে এবং চিত্তশুদ্ধ হইবে।

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥৬৩

শ্রীশুক উবাচ।

এবমুক্তো ভগবতা কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥৬৪
দিব্যাম্বরস্রঙ্‌মণিভিঃ পরার্ধ্যৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥৬৫

৬৩। আমার বাহন গরুড়ের ভয়ে তুমি তোমাদের স্থায়ী বাসস্থান রমণক দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যমুনার এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমার আদেশে তথায় যাইতে কোন ভয় করিওনা। তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া আছে। এই চিহ্ন দেখিলে গরুড় কখনো তোমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিবে না।

৬৪। শ্রীশুক দেবের উক্তি—

অদ্ভুত কর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে কালিয় নাগ সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হইল এবং আনন্দ ও প্রেম সহকারে পত্নীগণসহ শ্রীভগবানের পূজা করিয়া ছিল। এই শ্লোকে শ্রীভগবানকে অদ্ভুত কর্মা বলা হইয়াছে, কারণ শ্রীভগবান এই লীলাতে যে কার্য্য করিলেন তাহা অতি অদ্ভুত। হিংস্র এবং হিংসক এক সঙ্গে উভয়ের মঙ্গল সাধন করিলেন। কালিয় নাগ হইতে ব্রজস্থ জীবগণের এবং গরুড় হইতে কালিয়ের ভয় দূর করিলেন। তাঁহার ভক্ত নাগ পত্নীগণের প্রার্থনা রক্ষা করিলেন।

৬৫। পূজান্তে তাঁহারা পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য দিব্য বস্ত্র, মাল্য, পদ্মরাগাদি অমূল্য মণি, অত্যুৎকৃষ্ট ভূষণ, দিব্য গন্ধ, অনুলেপ এবং অমলিন উৎপল মাল্য উপহার সমূহের অলৌকিকত্ব এবং বিষস্পর্শ শূন্যত্ব বুঝাইতেছেন। চক্রবর্ত্তী টীকাতে বলা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবকালে তদীয় বক্ষস্থিত কৌস্তুভ মণি অলক্ষিত ভাবে কালিয়

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্ ।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্ ॥৬৬
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ ।
অনুগ্রহাদ্ ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১৬

কোষাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কালিয় পত্নীগণ বহু মণি রত্ন প্রদানকালে স্বীয় রত্ন জ্ঞানে কৌস্তুভমণিও প্রদান করিয়া ছিলেন।

৬৬। পত্নীগণ সহ কালিয়নাগ সর্ব্বজগতের নাথ গরুড়ধ্বজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্তব এবং পূজাদি দ্বারা প্রসন্ন করিলেন। গরুড় ধ্বজ শব্দের বিশেষ তাৎপর্য্য গরুড় হইতে আর কালিয় নাগের ভয় রহিল না। অতঃপর কৃষ্ণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ এবং পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া স্ত্রী, পুত্র ও সুহৃদগণ সহ কলিয় নাগ সমুদ্র মধ্যস্থ রমণক দ্বীপে প্রস্থান করিলেন।

৬৭। লীলানরবপু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতে তদবধি যমুনার জল বিষশূন্য এবং অমৃত তুল্য সুস্বাদু হইয়াছিল।

দশম স্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তদশো অধ্যায়ঃ

[কালিয়স্য যমুনাহ্রদে নিবাসস্য কারণবর্ণনম্, হ্রদান্নির্গতেন শ্রীকৃষ্ণেন ব্রজবাসিনাং দাবানলাদ্ রক্ষা চ।]

রাজোবাচ।

নাগালয়ং রমণকং কস্মাত্তত্যাজ কালিয়ঃ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

উপহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্ নিরূপিতঃ ॥২

১। পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্ন :—

নাগগণের বাসস্থান রমণক দ্বীপ কালিয় নাগ কি কারণে পরিত্যাগ করিয়া যমুনা হ্রদে আসিয়া ছিল এবং একমাত্র কালিয় গরুড়ের কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল—অনুগ্রহ পূর্বক বলুন।

২। শুকদেব বলিতেছেন :—

মহর্ষি কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির কদ্রু ও বিনতা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কদ্রুর গর্ভে এক সহস্র সর্প এবং বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড় নামক দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। বিনতা কদ্রুর নিকটে এক পণে পরাজিত হইয়া কদ্রুর আজীবন দাসী হইয়াছিলেন। বিনতা ও তাঁহার পুত্রদ্বয় কদ্রু ও তাহার পুত্রগণকে কোন কোন সময় স্কন্ধে বহন করিতে বাধ্য হইতেন। গরুড়ের ইহা অসহ্য হওয়াতে তিনি কদ্রুর নিকট জানিতে চাহিলেন কি পণ দিলে বিনতাকে দাসীত্ব হইতে মুক্তি দিবেন। কদ্রু বলিলেন—স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া দিলে মুক্তি পাইবে। গরুড় স্বর্গে গমন করিয়া দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইন্দ্র গরুড়ের বলবীর্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গরুড়ের সঙ্গে বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হন। গরুড় অমৃত আনিলেন এবং ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল।

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি ।
গোপীনাথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥৩
বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥৪
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥৫
তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুচ্ছ্রিতনৈকমস্তকঃ ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্ দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥৬

গরুড় সর্প দেখিলেই ভক্ষণ করিতেন। তাহাদের বংশ নষ্ট হইবে মনে করিয়া গরুড়ের সঙ্গে সর্পগণ এক সন্ধি স্থাপন করেন। এই সন্ধির ফলে গরুড় অনিয়মিত সর্প ভক্ষণ করিবেন না, এবং সর্পগণ প্রতি অমাবস্যা তিথিতে এক নির্দ্দিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে নানাবিধ ভোজ্য সহ এক সর্পকে গরুড়ের ভক্ষ্য রূপে রাখিবেন।

৩। তদনুসারে নাগগণের বাসভূমি রমণক দ্বীপে আত্মরক্ষা-উদ্দেশ্যে বৃহৎ বৃহৎ নাগগণ পালাক্রমে প্রতি অমাবস্যা তিথিতে মহা বিক্রমশীল গরুড়কে নিজ নিজ ভাগ প্রদান করিতেন।

৪। কদ্রু নন্দন কালিয় দৈহিক শক্তি ও বিষ বীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়কে অবহেলা করিতে আরম্ভ করিল। সে নিজের ভাগ কখনো দিতনা, পরন্তু অন্য অন্য নাগগণের প্রদত্ত ভোজ্য নিজে আহার করিতে লাগিল।

৫। হে রাজন, শ্রীভগবানের প্রিয় পার্ষদ অমিত বিক্রম গরুড় ইহা শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দুষ্ট কালিয়কে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্রুতবেগে কালিয় স্থানে গমন করিলেন।

৬। গরুড়কে আপতিত দেখিয়া সেই দুষ্ট কালিয় শতফণা উন্নত পূর্বক করাল বিষময় জিহ্বা প্রসারিত এবং উগ্র নয়ন বিস্ফারিত

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥৭

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥৮

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্ ।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥৯

করিয়া গরুড়ের দিকে ধাবমান হইল এবং তাহার প্রধান অস্ত্র বিষময় দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ দংশন করিতে লাগিল।

৭। ভগবান শ্রীমধুসূদনের বাহন কশ্যপ নন্দন গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কদ্রু তনয় কালিয়কে প্রচণ্ডবেগে নিরস্ত করিলেন। তৎপর সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট বামপক্ষ দ্বারা তাহার অঙ্গে আঘাত হানিলেন।

৮। গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় নাগ মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। এবং গরুড়ের অগম্য এবং অন্যের পক্ষেও দুষ্প্রবেশ্য যমুনার হ্রদে প্রবেশ করিল।

৯। অতি প্রাচীনকালে মহারাজ মান্ধাতার রাজত্ব কালে সৌভরি নামক একজন যোগসিদ্ধি-প্রাপ্ত তেজস্বী মুনি যমুনা হ্রদের অভ্যন্তরে জল-নিমগ্নাবস্থায় কঠোর তপস্যা করিতেন। সেই সময় পক্ষীরাজ গরুড় ক্ষুধিতাবস্থায় তাহার ভক্ষ্য একটি বৃহৎ মীনরাজকে ধরিবার চেষ্টা করিলে, সৌভরি মুনি গরুড়কে এই হ্রদে কোন মৎস্য ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া সেই মৎস্যকে ধৃত করিলেন এবং হ্রদতীরস্থ বৃক্ষে বসিয়া ভক্ষণ করিলেন।

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥১০

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥১১

তং কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ।
অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥১২

১০-১১। মৎস্যরাজ নিহত হওয়াতে অন্যান্য মৎস্যগণ অত্যন্ত ভীত ও কাতর হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া সৌভরিমুনি দয়ার্দ্র হইলেন। গরুড় তাঁহার নিষেধ অগ্রাহ্য করাতে তাঁহার ক্রোধেরও উদ্রেক হইয়াছিল। তখন সেই মুনি জলচরগণের কল্যাণার্থ অভিশাপ প্রদান করিলেন যদি গরুড় ভবিষ্যতে কখনো এই যমুনা হ্রদে প্রবেশ পূর্বক মৎস্য ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আমার এই বাক্য অবশ্যই সত্য হইবে।

১২। রমণক দ্বীপবাসী সর্পগণ মধ্যে একমাত্র কালিয়নাগ সৌভরির অভিশাপ বৃত্তান্ত জানিত। সেইজন্য গরুড় ভয়ে ভীত হইয়া এই হ্রদে আশ্রয় নিয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পুনরায় সমুদ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভগবৎপার্ষদ পরমবৈষ্ণব গরুড়ের আহারে বিঘ্ন উৎপাদন এবং তাহাকে অভিশাপ প্রদানে সৌভরি মুনির বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছিল। ইহার ফলে তাঁহার সুদীর্ঘকালীন তপস্যাতে বিঘ্ন ঘটে। মৎস্য দম্পতির মৈথুন দৃষ্টে সেই মুনির মনে উদগ্র কামভাব জাগ্রত হয়। তখন তপস্যা ত্যাগ করিয়া মান্ধাতা রাজার কন্যাগণের পাণিগ্রহণের জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। যোগবলে নিজদেহে যৌবন লাভ এবং কায়ব্যূহ দ্বারা একসঙ্গে পঞ্চাশটি কন্যাকে বিবাহ করিয়া কাম ক্রীড়া দ্বারা সুদীর্ঘ কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব অপরাধের ইহাই বিষময় ফল।

কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্, গন্ধবাসসম্ ।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥১৩
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥১৪
যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসঁল্লব্ধমনোরথাঃ ॥১৫

১৩-১৪। নাগপত্নীগণ কর্তৃক অর্পিত দিব্যমাল্য, গন্ধ, বস্ত্র পরিহিত এবং অনর্ঘ্যমণি সমূহে ও জাম্বুনদ পরিষ্কৃত বিশুদ্ধ সুবর্ণালঙ্কারে সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয় হ্রদ হইতে তীরে আসিয়া উত্থিত হইলেন তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রফুল্ল বদন দর্শন করিয়া, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইলে যেমন ইন্দ্রিয় সমূহ সতেজ হইয়া উঠে তদ্বৎ সুবলাদি গোপ বালকগণ ভূপতিতাবস্থা হইতে উত্থিত হইলেন এবং কৃষ্ণদর্শনানন্দে বিভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণসখাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

১৫। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দ্রুতবেগে মা যশোদার নিকট গমন করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায়া ভূমে নিপতিতা জননীকে 'মা, মা' বলিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ ও সুমধুর মাতৃ সম্বোধনে চেতনা লাভ করিয়া যশোদা—"ও পুত্র, তুই বাঁচিয়া আছিস্" বলিয়া পুনঃপুনঃ কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুধারা এবং স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল। অতঃপর রোহিণী আসিয়া কৃষ্ণকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তৎপরে নন্দ আসিয়া কৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিলেন ও পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যবান্ উপনন্দাদি গোপগণ এবং বাৎসল্যবতী গোপরমণীগণ সকলে আসিয়া একে একে কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বনাদি ও আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। হ্রদ তটে যেন আনন্দ মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিল। যমুনা তটবর্তী বৃক্ষলতাদি যাহা কালিয় বিষে মৃত ও শুষ্ক প্রায় হইয়া গিয়াছিল তাহারাও আনন্দে নবজীবন লাভ করিয়া পল্লবিত ও মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। এই শ্লোকস্থ

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ ।
নগা গাবো বৃষা বৎসা লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥১৬

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥১৭

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্মুক্তিহেতবে ।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥১৮

'চ'কার দ্বারা বুঝাইতেছে অনুরাগবতী গোপকিশোরীগণ দূর হইতে লোচনাঞ্জলি দ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহারা মৃতবৎ ছিলেন, কৃষ্ণদর্শনে পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

১৬। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য বলাদি সমস্তই অবগত আছেন। এইজন্য তিনি অধীর হন নাই। তিনি হাসি মুখে কৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া নিলেন ও বলিলেন—ধন্য ভ্রাতঃ, একমাত্র তুমিই ঈদৃশী লীলা করিতে সমর্থ। তিনি কৃষ্ণের সর্বাঙ্গ দেখিতে লাগিলেন—দুষ্ট নাগ-দংশনে কোন ক্ষত হইয়াছে কিনা। অদূরে দণ্ডায়মান গাভী, বৎস ও বৃষগণ কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া হাম্বা রব করিতেছিল। তখন কৃষ্ণ তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তাহারা আনন্দে কৃষ্ণাঙ্গ লেহন করিতে লাগিল। দূরস্থিত বৃক্ষগণ মঞ্জরিত হইল এবং মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

১৭-১৮। গোপ বংশের পুরোহিত ভাগুরি প্রমুখ দ্বিজগণ সপরিবারে নন্দের নিকট আসিয়া বলিলেন—'হে মহারাজ, নারায়ণের কৃপায় আপনার ভাগ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য কালিয় কবল হইতে আপনার পুত্র রক্ষা পাইয়াছে। আপনি ব্রাহ্মণগণকে এই উপলক্ষে দান-দক্ষিণা করুন।' এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণকে "দীর্ঘজীবী হইয়া প্রজাপালন কর", বলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। নন্দও ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণসহ ধেনু দান করিলেন।

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী।
পরিষজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥১৯
তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্শিতাঃ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥২০
তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথে আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥২১

১৯। মহাভাগ্যবতী কৃষ্ণ জননী যশোদা সাক্ষাৎ মৃত্যু কবল হইতে পুনরাগত কৃষ্ণকে পুনঃ ক্রোড়ে করিয়া লইলেন। তাঁহার মুখে কোন বাক্য স্ফুরণ হইল না। কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কেবল অশ্রুকণা বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

২০। এইরূপে ক্রমশঃ অপরাহ্ণ সমাগত হইল। সূর্যাস্তের আর বিলম্ব নাই। সমস্ত দিনের উদ্বেগ, অশান্তি, মনঃপীড়া, অনাহার প্রভৃতি কারণে গোপ গোপীগণ দেহে-মনে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন; পশুগণেরও একই অবস্থা। হে রাজেন্দ্র, কালিয় দমনের দিবসের রাত্রি সকলে যমুনার উপকূলেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন।

২১। যমুনাতট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এক প্রশস্ত স্থানে ব্রজবাসীগণ রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। মধ্যস্থলে কৃষ্ণ-বলরাম এবং অন্যান্য বালক-বৃন্দ। তাহাদের নিকটে গোপীগণ এবং সকলকে বেষ্টন করিয়া অন্যান্য গোপগণ শয়ন করিলেন। পশুগণ সন্নিকটে রহিল। গ্রীষ্ম কালে বহু বৃক্ষাদি শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের ঘর্ষণে অকস্মাৎ দাবানল প্রজ্জ্বলিত 'হইয়া উঠিল। গোপগণ অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হেতু গভীর নিদ্রাভিভূত ছিলেন, দাবানলের বিষয় জানিতে পারেন নাই। যখন দাবানল চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, কাহারো পরিত্রাণের উপায় রাহল না, তখনই সকলে অকস্মাৎ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, দাবানল চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে। কেহ কেহ বলেন—কালিয় সখা কংসানুচর জনৈক অসুরই দাবানলের কারণ।

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥২২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥২৩

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভোঃ।
ন শক্নুমস্তচ্চরণং সংত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥২৪

২২। ব্রজবাসীগণ নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন—দাবানলে সকলে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছেন। উদ্ধারের কোন উপায় নাই। তখন তাহাদের মনে হইল, একমাত্র কৃষ্ণই তাহাদিগকে এই ঘোর বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। তাহাদের মনে হইল—গর্গ মুনি বলিয়াছিলেন কৃষ্ণ গুণে নারায়ণের সমান এবং কৃষ্ণকে আশ্রয় করিলে সর্ব-বিপদ হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইব। আজ মহা-নাগ কালিয় বিতাড়ন নিজ চক্ষে সকলে দেখিলেন। অমনি সকলে সেই পরব্রহ্ম, যিনি লীলাহেতু গোপবালক রূপ ধারণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণের নিকটে গিয়া আর্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

২৩-২৪। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, (দুই বার সম্বোধন স্নেহবশে বা সম্ভ্রমবশে), তুমি মহাভাগ, যেহেতু তুমি নারায়ণতুল্য গুণ গৌরবশালী। হে বলরাম, হে অমিত শক্তিধর বলরাম, তোমাদের আপনজন আমাদিগকে এই ঘোরতর দাবানল চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে প্রভো, হে সর্বশক্তিশালী কৃষ্ণ, এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে তোমার নিজ জন আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার অভয় চরণ ত্যাগ করিয়া আমরা কোথায় যাইব? আমরা মৃত্যু ভয় করি না। একদিন মৃত্যু অবশ্যই হইবে ইহা নিশ্চিত জানি, কিন্তু মৃত্যু হইলে তোমাদিগকে—আর দেখিতে পাইব না, ইহাই আমাদের দুঃখ।

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥২৫
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১৭

২৫। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালক বেশী হইলেও তিনিই স্বয়ং ভগবান, তিনিই জগদীশ্বর, তিনিই সূর্য্যের এবং অগ্নির তেজ ও দাহিকা শক্তি দাতা। তিনি নিজে অনন্ত এবং অনন্ত শক্তির আশ্রয়। তাঁহাতে প্রেমবান ব্রজবাসীগণের আর্ত্তি দর্শন করিয়া ভক্তবৎসল ও করুণাময় কৃষ্ণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ সেই দাবানলের নিকটে গমন করিলেন এবং চক্ষের নিমেষকাল মধ্যেই সেই তীব্র দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন। তখন ভক্তগণের সমস্ত দুঃখ দূরীভূত হইল। শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত শক্তিমান, অগ্নির দাহিকাশক্তি তাঁহারই দান। সেই সংহারিকা শক্তি পান করা তাঁহার পক্ষে সহজ কার্য। প্রকৃতপক্ষে ইহা উপচার মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ দাবানলের নিকটে গমন করিয়া পান করিবার চেষ্টা কালে প্রেমবান গোপগোপীগণ কেন নিবারণ করিলেন না? ইহার উত্তরে বলা যায় শ্রীকৃষ্ণ চক্ষের নিমেষ কাল মধ্যেই ইহা সমাপ্ত করিলেন। কেহ বাধা দিবার অবসর পায় নাই। শ্রীজীব গোস্বামীচরণ গোপাল চম্পুতে লিখিয়াছেন— শ্রীকৃষ্ণ দাবানলের নিকটে গিয়া ফুৎকার প্রদান মাত্র দাবানল নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। শ্রীশুকদেব এই ফুৎকার কার্য্যই উৎপ্রেক্ষা পূর্ব্বক দাবানল পান রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

দশম স্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[প্রলম্বাসুরবিনাশঃ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্ ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্ ॥১
ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্তুরভবন্নাতিপ্রেয়াঞ্ছরীরিণাম্ ॥২
স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাদ্ রামেণ সহ কেশবঃ ॥৩

১। কালিয় দমন ও দাবানল মোক্ষণ রাত্রি প্রভাত হইলে ব্রজবাসী গোপগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের হাস্যময় সুন্দর মুখদর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তাহাদের মনে লেশমাত্রও দুঃখ রহিল না। তখন তাহারা সকলে গৃহে গমন করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ তাহাদের প্রাণ কৃষ্ণ গতকল্য হইতে অনাহারে আছেন, গৃহে গমন না করিলে আহারের ব্যবস্থা হইতেছে না। হৃষ্টচিত্ত গোপগোপীগণ কৃষ্ণকে মধ্যস্থলে রাখিয়া গো ও গোপাবাসমণ্ডিত ব্রজধামে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ সহচর বালকগণ উচ্চৈঃস্বরে কালিয় দমনাদি বিভিন্ন লীলা গান করিতে করিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

২। গোপালন ছলে ব্রজবাসীগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ পূর্বক পূর্ব বর্ণিত প্রকারে নানাবিধ লীলা দ্বারা তাহাদিগকে আনন্দ দান করিতে করিতে গ্রীষ্মকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এই গ্রীষ্ম ঋতু প্রাণীগণের পক্ষে সুখপ্রদ নহে।

৩। আনন্দদাতারাম সহ ব্রহ্মাও শঙ্করের বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি শ্রীবৃন্দাবনে স্থান মাহাত্ম্যে প্রবল গ্রীষ্মঋতু বসন্তের ন্যায় সুখপ্রদ মনে হইতে লাগিল।

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্ ।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥৪

সরিৎসরঃ-প্রস্রবণোর্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা ।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো
নিদাঘ-বহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥৫

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্মিভি-
র্দ্রবৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতং চ গৃহ্নতে ॥৬

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্ ।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্ ॥৭

৪। এই বৃন্দাবনে ঝরণা সমূহের জল পতন শব্দে অতি শ্রুতিকটু ঝিল্লি রব আচ্ছাদিত এবং জল কণাবাহী শীতলবায়ু স্পর্শে স্নিগ্ধ তরু রাজিতে সুশোভিত হইয়া থাকে।

৫। যমুনা, মানগঙ্গা প্রভৃতি নদীর, কুসুম সরোবরাদি জলাশয়ের ও প্রস্রবণাদির জলকণা এবং কুমুদ, পদ্ম, নীলোৎপলাদির সুগন্ধী পরাগবাহী বায়ু সেবিত হরিৎ তৃণমণ্ডিত বৃন্দাবন ভূমিতে নিদাঘ সূর্যের অগ্নিবৎ তাপ অনুভূত হয় না।

৬। গ্রীষ্মকালীন সূর্য কিরণ বিষবৎ তীব্র বোধ হইলেও, অগাধ জল পূর্ণ হ্রদ সমূহের, তরঙ্গ তটস্পর্শী হওয়াতে ঐ স্থান সর্ব্বদা কর্দমাক্ত থাকে। স্থানে স্থানে এই প্রকার বহু পুলিন ভূমি এবং বহু নব তৃণাচ্ছাদিত শস্যক্ষেত্র থাকাতে ইহাই মনে হয়, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্যতাপ বৃন্দাবনের ভূমির রস এবং হরিদ্বর্ণ তৃণ বিনষ্ট করিতে সক্ষম নহে।

৭-৮। শ্রীকৃষ্ণ আজ বনবিহার করিবেন। এইজন্য বনদেবী অপরূপ সৌন্দর্যে সেই বনকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। আজ পুষ্প বৃক্ষ সমূহে পুষ্পের প্রাচুর্য। যেন ফুলে ফুলময়, বিভিন্ন পশুপক্ষীগণের

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ ॥৮
প্রবালবর্হস্তবকস্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ ॥৯
কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্ ।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥১০
গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণঃ ।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামৌ চ নটা ইব নটং নৃপ ॥১১
ভ্রামণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥১২

মধুর বিচিত্র রবে বনভূমি মুখরিত, ময়ূর ও ভ্রমর কুলের গানে, কোকিল, সারস প্রভৃতি পক্ষীগণের কূজনে বনভূমি প্রতিধ্বনিত। সহচরগণ সঙ্গে ক্রীড়ারত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম সহ গো এবং গোপগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বংশীবাদন করিতে করিতে সেই বনে প্রবেশ করিলেন।

৯। কৃষ্ণ বলরাম ও সুবল সুদামাদি সখাগণ নবপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পস্তবক, মালা, গৈরিকাদি ধাতু দ্বারা বিভূষিত হইলেন এবং সকলে আনন্দে নৃত্য, গীত ও পরস্পর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

১০। কৃষ্ণ একা নৃত্য করিতে থাকিলে, কোন বালক গান ধরিলেন, কেহ বংশী ধ্বনি, কেহ করতালি, কেহ বা শৃঙ্গধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং অন্য সকলে চমৎকার, চমৎকার, এমন সুন্দর নৃত্য আর কেহ করিতে পারে না ইত্যাদি প্রশংসা বাদ করিতে লাগিলেন।

১১। হে রাজন্, নটগণ যেমন নটগুরু বা শ্রেষ্ঠনটের প্রশংসা করিয়া থাকে, তদ্বৎ দেবগণ গোপবেশ ধারণ করতঃ রাম ও কৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১২। এই শ্লোকে 'কাকপক্ষধরৌ' শব্দ আছে। কেশত্রিনগুচ্ছ করতঃ এক গুচ্ছ চূড়াকারে বন্ধন, ও দুই গুচ্ছ দুই কর্ণাগ্রে বিলম্বিত

কচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।
শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতি বাদিনৌ ॥১৩
কচিদ্ বিল্বৈঃ কচিৎ কুম্ভৈঃ ক চামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ কচিন্মৃগখগেহয়া ॥১৪
কচিচ্চ দর্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎস্পন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥১৫

করাকে কাকপক্ষ ধারণ বলা হয়। কাকপক্ষধারী কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ সঙ্গে নানাবিধ যুদ্ধ কৌতুক করিতে লাগিলেন। কখনো ভারী প্রস্তর দূরে নিক্ষেপণ, কখনো করতল দ্বারা বাহু আস্ফোটন, কখনো দুইজন করতল বদ্ধাবস্থায় পরস্পরকে আকর্ষণ প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

১৩। হে মহারাজ, কখনো অন্য কোন সখা নৃত্য করিতে লাগিলেন, রাম ও কৃষ্ণ গায়ক ও বাদক হইলেন। নৃত্যান্তে উভয় ভ্রাতা সাধু সাধু উত্তম উত্তম বলিয়া নৃত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৪। কখনো কখনো নিক্ষিপ্যমান বিল্বফল ও কুম্ভফল দ্বারা পরস্পরের দেহে আঘাত করিতে লাগিলেন। কখনো একজন আমলকফল মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, অপর একজন মুষ্টি শিথিল পূর্বক ঐ ফল গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিতে পারিলে জয়, অন্যথা পরাজয়। কখনো হস্ত দ্বারা উভয় চক্ষু বদ্ধাবস্থায় কেবলমাত্র স্পর্শ দ্বারা সখাগণকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন —পরিচয় করিলে জয়, নতুবা পরাজয়। অথবা একজন বসিয়া আছেন অপর সখা পশ্চাদ্দিক হইতে অলক্ষিতাবস্থায় করতল দ্বারা নেত্রযুগল বদ্ধ করিলেন। পশ্চাৎস্থিত সখাকে চিনিতে পারিলে জয়, নতুবা পরাজয়। কখনো বস্ত্র দ্বারা দেহ আবৃত করতঃ বৃষাদি পশুর অনুকরণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কখনো কোকিল, শুক প্রভৃতি পক্ষীর অনুকরণে কূজন করিতে লাগিলেন।

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥১৬
পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥১৭
তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥১৮

১৫। কখনো ভেকের ন্যায় লম্ফগতিতে গমন। কখনো উপহাস বাক্যে কৌতুক করিতে লাগিলেন। শ্রাবণশুক্লা তৃতীয়া হইতে বৃক্ষ শাখাতে রজ্জু বন্ধন করতঃ দোলনা প্রস্তুত পূর্ব্বক দোল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কখনো বা কোন বৃহৎ গিরি শিলাকে সিংহাসন কল্পনা করিয়া রাম বা কৃষ্ণ রাজা হইয়া বসিলেন। কোন এক সখা কোন এক বৃহৎ পত্র দ্বারা ছত্র ধারণ করিলেন। কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইলেন। কোন এক সখা অপরাধী সাজিলেন। রাজা বিচার করিতে লাগিলেন—ইত্যাদি নানাবিধ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৬। এইভাব দেশ প্রচলিত অন্যান্য ক্রীড়া দ্বারা যমুনা, মান গঙ্গা প্রভৃতি নদীতটে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সানুদেশে ও তন্নিকটবর্ত্তী নিম্নভূমিতে, লতা, পাতা ও পুষ্পাদি সজ্জিত বৃক্ষ সমূহে, কাম্যবনাদি মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম সখাগণ সঙ্গে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

১৭। রাম ও কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতা শ্রীদাম সুবলাদি গোপ বালকসহ সেই বনে গোচারণরতাবস্থায় নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক করিতেছিলেন, সেই সময় কংস প্রেরিত প্রলম্ব নামক অসুর তাহাদিগকে হরণ করিবার ইচ্ছায় গোপ বালক বেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৮। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে দাশার্হ বলা হইয়াছে। দাশার্হ শব্দে যদুবংশ তিলক বুঝাইতেছে। প্রলম্ব, বক, চানুর প্রভৃতি অসুরগণ নিরন্তর যদুবংশ কদর্থনে নিযুক্ত থাকিত। প্রলম্ব নিহত হইলে যদুবংশের বিশেষ হিত সাধন হইবে। এজন্য কৃষ্ণকে দাশার্হ বলা হইয়াছে।

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥১৯
তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দনৌ।
কৃষ্ণসংঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥২০
আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥২১
বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥২২
রামসংঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥২৩

সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রলম্বের মনোভাব জানিতে পারিয়াও তাহার সখ্যভাবোচিত বেশ এবং কার্য্য অনুমোদন করিলেন। কারণ ভাবিলেন এইভাবে থাকিলে সহজেই ইহাকে বধ করা সম্ভবপর হইবে।

১৯-২০-২১। কিছুক্ষণ পূর্ব্ববৎ ক্রীড়া কৌতুকাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন এস আমরা আজ নক নূতন রকম ক্রীড়া করিব। আমরা সকলে দুইদল হইব। একদলে শ্রেষ্ঠ হইবেন আমার অগ্রজ বলরাম। অপর দলে আমি নেতৃ স্থানীয় হইব। তোমরা সকলে বয়স ও দৈহিক বলানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া আমাদের দুই জনের দলে খেলিবে। খেলার নিয়ম হইল যে দল পরাজিত হইবে তাহারা বিজেতৃ দলের সকলকে একেএকে স্কন্ধে করতঃ ভাণ্ডীর বট পর্য্যন্ত বহন করিয়া নিয়া যাইবে। প্রলম্ব শ্রীকৃষ্ণের দলে ক্রীড়া করিতে লাগিল।

২২। এই রূপে কৃষ্ণ বলরাম এবং শ্রীদামাদি গোপ বালকগণ কেহ অন্য দলের কাহারও স্কন্ধে চড়িয়া অথবা কেহ অন্য দলের কাহাকেও স্কন্ধে করিয়া ভাণ্ডীর নামক বটবৃক্ষ সমীপে উপনীত হইলেন।

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥২৪
অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥২৫
তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
স আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥২৬
নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ ভ্রুকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥২৭

২৩। হে রাজন্, বলরাম পক্ষীয়গণ জয় লাভ করিলে কৃষ্ণ পক্ষীয়গণ জয়ী বালকগণকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিলেন।

২৪। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, কৃষ্ণ ভদ্রসেনকে, এবং প্রলম্ব রোহিণী নন্দন বলরামকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিতে লাগিলেন।

২৫। দানবশ্রেষ্ঠ প্রলম্ব পুতনা তৃণাবর্তাদি অসুর হন্তা বৃষভ অপরাজেয় মনে করিয়া অতি দ্রুতবেগে বলরামকে স্কন্ধে করিয়া অবরোহণ স্থান ভাণ্ডীর বৃক্ষ হইতে আরও দূরে চলিয়া গেল।

২৬। বলদেব সুমেরু পর্বত হইতে আরো ভারী বোধ হওয়াতে সেই প্রলম্বাসুর তাঁহাকে গোপবালকদেহে দূরে বহন করিতে অসমর্থ হইল। তখন সে নিজ অসুর বপু পুনরায় ধারণ করিল। তাহার দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহাতে নানাবিধ সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত ছিল। তাহার স্কন্ধোপরি বলরাম থাকাতে বোধ হইতেছিল যেন এক বিদ্যুৎমণ্ডিত কৃষ্ণ মেঘ মস্তকে পূর্ণ শশধর সহ দ্রুতগতি ছুটিতেছে।

২৭। প্রলম্ব আকাশপথে অসুর বপু ধারণ করিয়া বলরামকে

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলে।
বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েণ মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥২৮
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্ বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥২৯
দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতি বাদিনঃ ॥৩০

স্কন্ধে করতঃ দ্রুতগতি মথুরাভিমুখে চলিতেছে। বলরাম (হলধর) অগ্নিবৎ জ্বলন্ত চক্ষু, ভ্রূকুটিতট লগ্ন উগ্রদন্ত, অগ্নি শিখাবৎ জ্বলন্ত চক্ষু, অগ্নিশিখাবৎ রক্তবর্ণ কেশ কলাপ, বলয়, কিরীট ও কুণ্ডলের দীপ্তিতে উজ্জলদেহ দানব শূন্যমার্গে তাঁহাকে বহন করিয়া দ্রুতগতি ছুটিয়া চলিয়াছে। ক্রীড়াবেশ বশতঃ অকস্মাৎ ইহা দেখিয়া বলরাম ঈষৎ ভীত হইলেন।

২৮। নিমেষ মধ্যেই বলরাম আত্মস্মৃতি লাভ করিলেন। পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুর নিধনের জন্য তাঁহার অবতার ইহা তাঁহার মনে হইল। প্রলম্বাসুর তাঁহাকে প্রাপ্ত অর্থবৎ অপহরণ পূর্বক শূন্য পথে নিয়া যাইতেছে বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্র যেমন পর্ব্বতের উপর বজ্রাঘাত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্রোধভরে সেই অসুরের মস্তকে বলদেব প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

২৯। বলরামের মুষ্ট্যাঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রলম্বাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে রুধির বমন করিয়া আর্তনাদ সহকারে প্রাণত্যাগ করিল এবং ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে চূর্ণ গিরিশৃঙ্গবৎ ভূমিতে নিপতিত হইল।

৩০। মহাবলশালী বলরাম কর্তৃক প্রলম্ব নিহত হইলে শ্রীদামাদি

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্‌ ।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ ॥৩১

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্বৃতাঃ ।
অভ্যবর্ষন্‌ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥১৮

গোপ বালকগণ পরম বিস্মিত হইল এবং সকলে 'সাধু' 'সাধু' অর্থাৎ অতি উত্তম কার্য হইয়াছে বলিয়া বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিল।

৩১। সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগত বলরামকে দেখিয়া সর্ব্ব গোপবালকগণ প্রেম বিহ্বল চিত্তে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন ও প্রশংসা করিতে লাগিল এবং অনুজসহ চিরজীবী হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবে এইরূপ আশীর্বাদ করিতে লাগিল।

৩২। পাপাত্মা প্রলম্বাসুর নিহত হইলে স্বর্গে দেবতাবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং বলদেবের মস্তকে নন্দনকানন জাত পুষ্পমাল্য বর্ষণ করিলেন ও সাধু সাধু বলিয়া বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

দশম স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন মুঞ্জাটব্যাং গবাং গোপানাঞ্চ দাবানলাদ্ রক্ষণম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণী।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥১

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্ বনম্।
ইষিকাটবীং নির্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥২

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বতো গবাং গতিম্ ॥৩

১। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :—

প্রলম্বাসুর বিনাশের পর শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং অন্যান্য গোপ বালকগণ পুনরায় তাহাদের গোষ্ঠ লীলারসে নিমগ্ন রহিলেন, দেবতাগণ যাহাকে ভয় করিতেন, সেই ভীষণ প্রলম্বকে বধ করা তাহারা একটি সাধারণ ঘটনা বলিয়া মনে করিলেন, এবং নানাবিব ক্রীড়াতে সকলে মত্ত হইয়া রহিলেন। এই দিকে গবাদি পশুগণ স্বেচ্ছানুযায়ী তৃণভক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতে লাগিল এবং তৃণ লোভে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

২। ছাগ, গো, মহিষাদি পশুগণ বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে করিতে শেষে ঈষিকা বনে (শরবন) প্রবেশ করিল এবং গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল।

৩। গোপগণের হঠাৎ পশুগণের কথা মনে পড়িল, তখন তাহারা পশুগণকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন—আমরা ক্রীড়াসক্ত হইয়া আমাদের জীবিকা স্বরূপ এই পশুগণকে হারাইলাম। তাহারা তখন চতুর্দিকে অন্বেষণ

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্ ।
মার্গমন্বগমন্ সর্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥৪
মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্ ।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্তয়ন্ ॥৫
তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥৬
ততঃ সমন্তাদ্ বনধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্ বনৌকসাম্ ।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥৭

করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন পথে পশুগণ গিয়াছে, তাহার কোন চিহ্ন বুঝিতে পারিলেন না।

৪। তখন গোপগণ তাহাদের জীবিকা স্বরূপ পশুগণকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদের পদচিহ্ন যুক্তভূমি এবং দন্তছিন্ন তৃণ লক্ষ্য করিয়া অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

৫। নানাস্থানে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে (মুকুঞ্জাটবী শরবনমধ্যে পথভ্রষ্ট আর্তনাদরত পশুগণকে প্রাপ্ত হইলেন। বালকগণ সকলে তৃষ্ণার্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা গোধন সমূহ অগ্রে করিয়া কৃষ্ণ সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন।

৬। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মেঘ গম্ভীর স্বরে নাম ধরিয়া পশুগণকে আহ্বান করিতেছিলেন। এতক্ষণ পশুগণ কিছুই শ্রবণ করিতে পারে নাই, এখন নিজ নিজ নাম শ্রবণে সানন্দে তাহারা হাম্বারবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল।

৭। গোধনসহ গোপ বালকগণ কৃষ্ণসহ সম্মিলিত হইলেন এবং গৃহে গমনের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এ হেন সময়ে অকস্মাৎ বনবাসী ধ্বংসকারী প্রচণ্ড দাবানল বনমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। বায়ু

তমাপতন্তং পরিতো দবাগ্নিঃ
গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দিতা জনাঃ ॥৮
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামিতবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥৯
নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসীদিতুম্।
বয়ং হি সর্বধর্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥১০
শ্রীশুক উবাচ।
বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥১১

কর্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উল্কাসদৃশ স্ফুলিঙ্গ দ্বারা স্থাবর জঙ্গম প্রাণীগণকে ভস্ম করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিলেন।

৮। চতুর্দিক হইতে প্রচণ্ড দাবাগ্নি দ্রুতবেগে নিকটবর্তী হইতেছে দেখিয়া গবাদিপশুসহ গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং মৃত্যুভয়াতুর ব্যক্তিগণ যেমন শ্রীহরির শরণাপন্ন হয়, তদ্রূপ ইহারাও বলরামসহ কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল। (পরবর্তী শ্লোক)।

গোস্বামী টীকাকারগণ কর্তৃক এই দাবানল প্রলম্বসখা জনৈক অসুর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৯। হে কৃষ্ণ, হে মহাবীর্যশালী কৃষ্ণ, হে অমিতপরাক্রম রাম, দাবাগ্নিতে দহ্যমান আমরা শরণাগত হইলাম। আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে যোগ্য হও।

১০। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের নাথ ও পরম আশ্রয়। তুমি সর্ব—ধর্মজ্ঞ, তুমি যাহাদের বান্ধব তাহাদের পক্ষে এইরূপ বিপদে অবসন্ন হওয়া সমীচীন নহে।

১১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—সখাগণের ঈদৃশ কাতর বচন শ্রবণ

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্ ।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্ যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥১২

করিয়া ভক্তগণের সর্ব দুঃখহারী শ্রীভগবান মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমি এই দাবানল পান করিব. কিন্তু এই দৃশ্য ভক্তগণকে দেখিতে দিব না, কেননা তাহা হইলে তাহারা আমার বিপদাশঙ্কায় অধিকতর ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবে। তাহারা সকলে শ্রান্ত ও পিপাসার্ত। তাহাদিগকে এই দূরবর্তী বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে আমাদের ক্রীড়াস্থল ভাণ্ডীর বনেও নিতে হইবে। এই দৃশ্যও তাহাদিগকে দেখিতে দিব না, কেননা তাহারা অলৌকিকতা দর্শনে ভীত হইবে। এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বলিলেন—হে সখাগণ, আমি এক মহামন্ত্র অবগত আছি। এই মন্ত্রদ্বারা তোমাদিগকে এই ভয়ানক বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। কিন্তু ইহাতে এক নিয়ম আছে—এই মন্ত্র কাহারো দৃষ্টির সম্মুখে জপ করিলে ফলপ্রসূ হয় না, ইহা নির্জনে করিতে হয়। তোমরা সকলে নয়ন নিমীলিত কর, তাহা হইলে এই স্থান নির্জ্জন তুল্য হইবে। আমি যখন বলিব, তখন তোমরা নয়ন উন্মীলন করিবে। এইরূপ করিলে আমরা দাবানল হইতে রক্ষা পাইব, কোন ভয় করিও না।

১২। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপ বালকগণ নয়ন মুদ্রিত করিলেন। কৃষ্ণও তীব্র দাবানল করতলে গ্রহণ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন। ভগবানের স্পর্শে তীব্র দাবানল সুশীতল পানীয়বৎ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিল। সূর্যের তীব্র তেজ ও জ্বালা এবং অগ্নির দাহিকাশক্তি যাঁহার শক্তির একটি কণামাত্র তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সহজকার্য। যোগমায়া বলে পশুগণও গোপবালকগণসহ কৃষ্ণ বলরাম সকলেই মুহূর্ত মধ্যেই ভাণ্ডীর বনে আনীত হইলেন। কেহ ইহা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিল না।

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ।
নিশাম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥১৩
কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্ যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্ ॥১৪
গাঃ সন্নিবর্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্ গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥১৫
গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥১৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯॥

১৩। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—সখাগণ, এখন তোমরা নয়ন উন্মীলন কর। তাহারা তাহাই করিলেন। পশুগণ সহ সকলে দাবানল হইতে মুক্ত এবং ভাণ্ডীর বনে আনীত দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন।

১৪। শ্রীকৃষ্ণের এই অচিন্ত্য অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়াও সখাগণের কৃষ্ণপ্রীতি বিন্দু মাত্রও ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং বর্দ্ধিত হইল। তাহারা মনে করিলেন আমাদের সখা অমর অর্থাৎ দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে আমাদের মরণভয় আর থাকিবে না। মরণ হইলেও কৃষ্ণবিরহ ভোগ করিতে হইবে না। কৃষ্ণের সঙ্গেই সর্বদা থাকিতে পারিব।

১৫। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে জনার্দন শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। ব্রজবাসীগণ সর্বদা কৃষ্ণদর্শন আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা করেন, এইজন্য তিনি জনার্দন। সায়াহ্নে গবাদি পশুগণকে একত্রীভূত করতঃ বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাদন করিতে করিতে গোষ্ঠে (নিজব্রজধামে) প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। সহচর গোপবালকগণ প্রলম্ববধ, দাবানল মোক্ষণাদি লীলা সুর তানসহ গান করিতে করিতে কৃষ্ণ রামকে বেষ্টন করিয়া ব্রজধামে প্রবেশ করিলেন।

১৬। শ্রীকৃষ্ণে র্ব্বরমাগবতী ব্রজকিশোরী মুহূর্ত কালও কৃষ্ণবিরহ

সহ্য করিতে পারিতেন না। বিরহের এক ক্ষণ কালকেও তাঁহাদের নিকট শত যুগ বলিয়া মনে হইত। এমন কি কৃষ্ণদর্শন কালেও চক্ষুর নিমেষ স্রষ্টা ব্রহ্মাকে রসশূন্য বলিয়া নিন্দা করিতেন। দিবাবসানে কৃষ্ণ মুখদর্শনে তাঁহাদের পরমানন্দ লাভ হইল, যে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেও কোটি কোটি গুণ অধিক, যাহা অনির্বচনীয়, যাহা বর্ণনা করিবার কোন ভাষা নাই।

দশমস্কন্ধে একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

প্রাবৃড়্‌বর্ণনম্‌, শরদ্‌বর্ণনঞ্চ

শ্রীশুক উবাচ।

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম দাবাগ্নের্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥১
গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥২

১। গোপ বালকগণ গৃহে প্রত্যাগমনানন্তর বলরাম কর্তৃক প্রলম্বাসুর বধ এবং কৃষ্ণ কর্তৃক দাবানল হইতে সকলের রক্ষা এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলের অজ্ঞাতে ভাণ্ডীর বনে আনয়ন প্রভৃতি অত্যদ্ভুত লীলা সমূহ বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

২। এই সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়া বয়োবৃদ্ধ গোপগণ পরম বিস্মিত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন রাম কৃষ্ণ কখনো সামান্য মনুষ্য নহেন, নিশ্চয়ই কোন দেব হইবেন: মনুষ্যবৎ ব্রজধামে বিচরণ করিতেছেন। এই সমস্ত কার্য্য মনুষ্যের সাধ্যাতীত। কিন্তু নন্দ সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনারা পুত্রদ্বয়কে আশীর্ব্বাদ করুন তাহারা দীর্ঘজীবী হউক। মহাতপস্বা গর্গমুনি আমাকে বলিয়াছেন এই পুত্র গুণে নারায়ণ সম। সে সর্ব্ব বিপদ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিবে। তাহাকে যেন সাবধানে পালন করা হয়। এই বালক নারায়ণ নহে, মনুষ্য শিশু, কিন্তু ভগবান নারায়ণ কৃপা পূর্ব্বক উহাকে আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁহার তুল্য গুণবান করিয়া আমাদিগকে দান করিয়াছেন। গোপগণের মনে মাধুর্য্য শৈথিল্যকারী ঐশ্বর্য্যভাবের উদয় হয় নাই। বরং প্রেমোৎকর্ষ হেতু মাধুর্য্যভাব দৃঢ়ীভূত হইল।

ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধির্বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা ॥৩

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥৪

অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে ॥৫

তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥৬

৩। গ্রীষ্ম ঋতু শেষ হইলে, বর্ষা আরম্ভ হইল। এই বর্ষা সর্ব্ব প্রাণীর স্থাবর জঙ্গল সকলেরই জীবন স্বরূপ। এই ঋতুতে বহু প্রাণীর উৎপত্তি হয় এবং অন্যান্য সকলের উপজীব্য শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কালে দিক্ মণ্ডল বিদ্যুৎ মণ্ডিত এবং গগন মণ্ডলে মেঘ গর্জ্জন হইতে লাগিল।

৪। জীবাত্মা পরব্রহ্মের শক্তিতত্ত্ব হইলেও মায়িক ত্রিগুণ দ্বারা আচ্ছন্ন হেতু ব্রহ্মভাবের বিকাশ হয় না। তদ্রূপ আকাশে বিদ্যুৎ গর্জ্জনসহ ঘন কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন থাকাতে সূর্য্য চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রভা প্রকাশিত হয়না।

৫। সূর্য্যদেব নিজ কিরণ দ্বারা বর্ষাপূর্ব্ব অষ্টমাস ভূমি হইতে যে রস আকর্ষণ করিয়া নিয়াছেন বর্ষা সমাগমে তাহা আবার বৃষ্টি রূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৬। করুণ হৃদয় সাধু মহাত্মাগণ যেমন পর দুঃখে কৃপা পরবশ হইয়া দুঃখ দূর করণার্থ নিজের জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ খরতর পবন দ্বারা পরিচালিত মেঘ বিদ্যুৎরূপ নয়নে গ্রীষ্ম তাপে সন্তপ্ত জীবগণের দুঃখ দর্শন করিয়া নিজপ্রাণ রূপ বৃষ্টিধারা বর্ষণ করিয়া থাকে।

তপঃ-কৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্ বর্ষীয়সী মহী।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥৭

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥৮

শ্রুত্বা পর্জন্যনিনদং মণ্ডুকা ব্যসৃজন্ গিরঃ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্ যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥৯

আসন্নুৎপথবাহিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥১০

৭। তপঃক্লিষ্টতনু ব্যক্তিগণ যেরূপ কাম্যফল লাভ করিয়া পুনরায় পুষ্টদেহ লাভ করিয়া থাকে তদ্বৎ এই বর্ষীয়সী ধরিত্রী গ্রীষ্মের তাপে ক্লিষ্টা ও বিশুষ্কা হইয়া গিয়াছিলেন, এখন বর্ষা সমাগমে সিক্তা ও স্নিগ্ধা হইয়া পুনরায় শ্রীসম্পন্না হইলেন।

৮। কলিযুগে যেমন সনাতন বেদধর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, পাষণ্ড ধর্মের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়, তদ্রূপ বর্ষাকালে চন্দ্রাদি গ্রহগণ প্রকাশিত হন না, কিন্তু খদ্যোৎ সগর্বে জ্যোতি প্রকাশ করিতে থাকে।

৯। আচার্য যখন তাঁহার নিত্যপূজাজপযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানান্তে বহির্গত হন তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ মাত্রই ব্রহ্মচারী শিষ্যগণ বিশ্রাম শয়ন ত্যাগ করতঃ শীঘ্র পাঠ আরম্ভ করেন, ঠিক সেইরূপ মেঘ গর্জন শ্রবণ করিয়া ভেকগণ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া তাহাদের স্বভাবোচিত রব করিতে আরম্ভ করে।

১০। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী পুরুষগণ যেমন অসৎপথে গমন করিয়া নিজ স্বাস্থ্য ও সম্পদ ক্ষয় করিয়া থাকে, তদ্বৎ গ্রীষ্মের তাপে শুষ্কপ্রায় ক্ষুদ্র জলস্রোত বর্ষাগমে তটপ্লাবিত করিয়া উৎপথগামী হইয়া থাকে।

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতাঃ।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥১১
ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
ধনিনামুপতাপং চ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥১২
জলস্থলৌকসঃ সর্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রদ্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥১৩

১১। রাজন্যগণের সৈন্যবৃন্দ যেমন বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্রগৃহ (তাঁবু) সজ্জিত করিয়া তথায় বাস করে, তেমনি পৃথিবী বর্ষাসমাগমে হরিৎবর্ণ তৃণ দ্বারা হরিৎবর্ণ, ইন্দ্র গোপ নামক রক্তবর্ণ কীট সমস্ত দ্বারা লোহিতবর্ণ, এবং ছত্রাক নামক উদ্ভিদ দ্বারা শ্বেতবর্ণ ধারণ পূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিল।

১২। বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসল উৎপাদিত হইয়া কৃষকগণের মনে আনন্দ সঞ্চার করে, আবার অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হেতু ফসল বিনষ্ট হইলে দুঃখ ও অনুতাপ প্রদান করিয়া থাকে। লাভ ও ক্ষতি উভয়ই দৈবাধীন, জীবের আয়ত্তাধীন নহে। ইহা যাহারা না জানে তাহারা আনন্দে আত্মহারা এবং কখনো দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা জানে সুখ দুঃখ উভয়ই বিধাতার বিধান বা নিজ কর্ম্মফল তাহারা সুখ দুঃখ উভয়ই বিধাতার বিধান বা নিজ কর্ম্মফল তাহারা সুখ দুঃখ উভয়ই প্রাক্তন কর্ম্মফল মনে করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হন।

১৩। যিনি ভক্তগণের পাপ তাপ হরণ করেন ও প্রেম দিয়া মন হরণ করিয়া থাকেন সেই ভগবান হরির সেবা যাহারা করেন তাঁহাদের আকৃতি প্রভৃতি কমনীয় ও সুন্দর হইয়া থাকে। সাংসারিক দুঃখে তাঁহারা অভিভূত হন না, কেন না দুঃখকে প্রভুর দান মনে করিয়া হৃষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। তদ্রূপ বর্ষা সমাগমে নব বারি নিষেবণে জলচর ও স্থলচর জীব সমূহ সুন্দর রূপ ধারণ করেন।

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষুভে শ্বসনোর্মিমান্।
অপকযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্ যথা ॥১৪

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥১৫

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালহতা ইব ॥১৬

১৪। যে সমস্ত সাধক চিত্তশুদ্ধি স্তরে পৌঁছাইতে পারেন নাই, চেষ্টা মাত্র করিতেছেন, বিষয়ীর সঙ্গ ফলে নানাবিধ কামনা বাসনার প্রেরণায় তাহাদের চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। ঠিক তেমনি সমুদ্র সর্বদাই স্থির এবং অগাধ জল পূর্ণ হইলেও বর্ষাকালীন ভীষণ তরঙ্গ ও আবর্ত্তশঙ্কুল বহু নদনদীর সঙ্গে মিলনে ও প্রচণ্ড বায়ু বেগে উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গে সমুদ্র স্থির থাকিতে পারে না। প্রায় সব সময়েই বিক্ষোভিত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৫। ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান দ্বারা যাহাকে জানা যায় না সেই ভগবানই অধোক্ষজ। সেই ভগবান শ্রীগোবিন্দে যাহার চিত্ত আসক্ত তিনি সাংসারিক দুঃখ শোকে কখনো অভিভূত হন না, দুঃখকে তিনি প্রভুর দান রূপে বরণ করিয়া পবিত্র করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আকর্ষণ করিয়া নিতেছেন। তদ্রূপ পর্ব্বত বর্ষাসমাগমে প্রবল বারি বর্ষণে আহত হইয়াও ব্যথিত হন না। বরং ধূলি মলিনতা বিধৌত হইয়া সুশ্রীরূপ ধারণ করেন।

১৬। কলির প্রভাবে বেদাদি শাস্ত্র দ্বিজ জাতির্তৃক অপঠিত ও অবজ্ঞাত হওয়াতে সাধারণ লোকের বেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাত হয়। ঠিক ঐরূপ বর্ষা সমাগমে কোন কোন গ্রাম্য পথ তৃণাচ্ছাদিত ও অসংস্কৃত হওয়াতে ঐ দিকে রাস্তা আছে কি না এ বিষয়ে পথিকের মনে সন্দেহ জাত হইয়া থাকে।

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ ।
স্থৈর্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিম্বিব ॥১৭
ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণং চ গুণিন্যভাৎ ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥১৮
ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥১৯
মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দঞ্ছিখণ্ডিনঃ ।
গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥২০
পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্তয়ঃ ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥২১

১৭। অস্থির চিত্ত কামুকা রমণীগণ যেমন গুণবান পুরুষেও চিত্ত স্থির রাখিতে পারে না, তদ্রূপ ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী লোকবন্ধু (মানব হিতৈষী) মেঘে স্থির ভাবে সংলগ্ন থাকে না।

১৮। মায়িক ত্রিগুণ যুক্ত জগতে যেরূপ গুণাতীত পরম পুরুষ শ্রীভগবান অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ লীলা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ত্রিগুণযুক্ত আকাশে গুণহীন অর্থাৎ জ্যা রহিত ইন্দ্রধনু বর্ষাকালে শোভা পাইয়া থাকে।

১৯। জীব কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি হইয়াও অহং মম ইত্যাদি মায়াচ্ছন্ন হেতু সংসারে আবদ্ধ থাকে, স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। তদ্রূপ বর্ষাকালে জ্যোৎস্না মণ্ডিত চন্দ্র মেঘে সমাচ্ছন্ন হেতু প্রকাশিত হইতে পারে না।

২০। বৈরাগ্যবান গৃহস্থ বৈষ্ণব যেমন কৃষ্ণভক্ত সমাগমে আনন্দিত হইয়া ভক্ত সঙ্গে কীর্তন নর্তনাদি করিয়া থাকেন তদ্রূপ মেঘদর্শনে ময়ূরগণ আনন্দিত হইয়া কেকা ধ্বনি সহকারে কীর্তন করিয়া থাকে।

২১। তপস্যাজনিত ক্লেশে দুর্ব্বল, শ্রান্ত শিথিলেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন, কাম্য বস্তু লাভ করিয়া পান, ভোজন, রমণাদি দ্বারা আনন্দ

সরঃস্বশান্তরোধঃস্থ ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ ।
গৃহেষশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥২২
জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে ।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥২৩
ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্ন্নুন্না ভূতেভ্যোহথামৃতং ঘনাঃ ।
যথাশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ
এবং বনং তদ্ বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জুরজম্বুমৎ ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রবিশদ্ধরিঃ ॥২৫

লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রীষ্মের তাপে শুষ্ক বৃক্ষ মূল বর্ষণ সমাগম দ্বারা রস আকর্ষণ করতঃ পত্র, পুষ্প, ফলে সুশোভিত হয়।

২২। যে সমস্ত গৃহে নানাবিধ দুষ্কৃতি অনুষ্ঠিত হয়, বিষয় লোভী দুষ্ট প্রকৃতি ব্যক্তিগণ তথায় সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকে, সেই প্রকার বর্ষাকালে সারস পক্ষীগণ পঙ্ক কণ্টকপূর্ণ এবং ভঙ্গুর জলাশয় তটে চরিয়া বেড়ায়।

২৩। কলিযুগে নাস্তিক পাষণ্ডগণের কুযুক্তি পূর্ণ বাক্যে যেমন বেদ ধর্ম ক্রমশঃ বিলোপ হইতেছে, তদ্রূপ বর্ষাকালে মেঘ দেবতা ইন্দ্র কর্তৃক প্রবল বর্ষণে সেতু সমূহ বিনষ্ট হইতে লাগিল।

২৪। ব্রাহ্মণ মন্ত্রীগণ দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া যেমন নৃপতিগণ কালে কালে দরিদ্র প্রার্থীগণকে কাম্য বস্তু প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বর্ষাকালে বায়ু দ্বারা পরিচালিত হইয়া মেঘ সমূহ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিগণকে পানীয় জল ও কৃষকগণকে কৃষি উপযোগী জল বর্ষণ করিয়া থাকে।

২৫। নিদাঘের তপ্ত বায়ু দ্বারা শুষ্ক ভূমি ও তৃণ লতাদি বর্ষা সমাগমে সরস হইয়া উঠিল (ইতি পূর্ব্বে বর্ষাশোভা বর্ণিত হইয়াছে)। বর্ষা শোভা সমন্বিত ও পক্কখর্জ্জুর ও জম্বু ফল সুশোভিত বৃন্দাবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেব সহ গোপগণকে অগ্রে করতঃ এবং গোপালগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নানাবিধ আনন্দ বিহার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলেন।

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা ।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনীঃ ॥২৬
বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ ।
জলধারা গিরের্নাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥২৭
ক্বচিদ্ বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াং চাভিবর্ষতি ।
নির্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥২৮
দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে ।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥২৯
শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্বতো মীলিতেক্ষণান্ ।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসতরান্ গাশ্চ স্বোধোভরশ্রমাঃ ॥৩০

২৬। প্রচুর দুগ্ধ হেতু স্তনভারে মৃদুগামিনী পয়স্বিনী গাভীগণ পশ্চাতে পড়িয়া গেলে কৃষ্ণ নাম ধরিয়া তাহাদিগকে আহ্বান করেন। গাভীগণ সেই প্রীতিপূর্ণ আহ্বান শ্রবণ করিয়া যথা সম্ভব দ্রুত বেগে দুগ্ধক্ষরণ করিতে করিতে কৃষ্ণ সমীপে গমন করিতে লাগিল।

২৭। বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দর্শনে প্রফুল্ল বদন রমণীগণকে, মধু বর্ষণ কারী পাদপবৃন্দকে, দূরবর্তী হইলেও বারি পতন শব্দে নিকটবর্তী প্রতীয়মান গিরিনিঃসৃতা নির্ঝরিণী নিচয় এবং সমীপবর্তী গুহা সমূহ দর্শন করিয়া শ্রীভগবান আনন্দিত হইলেন।

২৮। অকস্মাৎ বর্ষণ আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণসহ কোন বৃহৎ বনস্পতিমূলে অথবা নিকটবর্তী কোন গিরিগুহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক কন্দমূল, ও বন্য ফল ভোজন এবং বিবিধ ক্রীড়া কৌতুকাদি করিয়া থাকেন।

২৯। কখনো কোন জলাশয় তটে প্রকৃতি সৃষ্ট শিলা নির্মিত ভোজন পাত্রে গৃহ হইতে আনীত দধি, অন্ন প্রভৃতি সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য সখাগণসহ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ হাস্য পরিহাসরঙ্গে ভোজন করিয়া থাকেন।

প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং চ তাং বীক্ষ্য সর্বভূতমুদাবহাম্ ।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ॥৩১
এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে ।
শরৎ সমভবদ্ ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্বপরুষানিলা ॥৩২
শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ॥৩৩
ব্যোম্নোহব্দং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্ ।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ॥৩৪

৩০। প্রচুর তৃণভোজনে পরিতৃপ্ত বৃষগণ, বৎসতরগণ এবং ঊধভারে শ্রান্ত গাভীগণ হরিৎ তৃণোপরি বিশ্রাম করতঃ অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে রোমন্থন করিতে লাগিল।

৩১। নিজ স্বরূপশক্তিকৃত সর্ব্বভূত মনোহর বর্ষাকালীন বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবান আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় স্বরূপ শক্তিকে অভিনন্দন করিলেন।

৩২। পূর্ব্বোক্তরূপে নানাবিধ ক্রীড়ারঙ্গে বলরাম ও কেশব ব্রজধামে বাস করিতে থাকিলে, যথাসময়ে শরৎকাল উপস্থিত হইল। শরৎকাল সমাগমে আকাশ মেঘশূন্য, জল স্বচ্ছ এবং বায়ু সুখস্পর্শ হইল।

৩৩। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণের মলিনচিত্ত যেমন পুনরায় যোগসাধনে রত হইলে বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তদ্রূপ বর্ষাকালের আবিল জল শরৎকাল সমাগমে পুনরায় স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয় এবং তথায় জলপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

৩৪। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই সমস্ত আশ্রমধর্মে যাঁহাদের ভক্তি লাভ হয় নাই, তাহাদের জন্য "তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবচ্ছ্রদ্ধা ন জায়তে।" অর্থাৎ বিষয়ভোগে অনাসক্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা কৃষ্ণভক্তির প্রথম

সর্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥৩৫
গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥৩৬

স্তর শ্রদ্ধা (দৃঢ় বিশ্বাস) না হওয়া পর্যন্ত বর্ণাশ্রমীয় ধর্ম পালনীয়। গুরু কৃপায় যাঁহারা ভক্তির পথে চলিতেছেন, তাহাদিগকে আশ্রমধর্ম পালন করিতে হয় না। ব্রহ্মচারীগণকে সমিধ, কুশাদি আহরণ, জল বহন, গোরক্ষণ প্রভৃতি ক্লেশকর কার্য করিতে হয়। গৃহস্থগণকে আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গে একত্রবাস, তাহাদের ভরণপোষণরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, বানপ্রস্থীগণকে নখ লোমাদি ধারণ, ফলাদি ধারণ, বনবাস প্রভৃতি ক্লেশকর কার্য করিতে হয়, সন্ন্যাসীগণের ভোজন জন্য রান্না করা নিষিদ্ধ, স্ত্রীসম্ভাষণ নিষিদ্ধ, নগরবাস নিষিদ্ধ, গৃহস্থগৃহে এক দণ্ডের অধিককাল থাকা নিষিদ্ধ। কৃষ্ণভক্তি যাহাদের হইয়াছে, এই চারিপ্রকার ক্লেশ তাহাদের সহ্য করিতে হয় না। তদ্রূপ শরৎকাল আকাশের মেঘ দূর করে, বর্ষাহেতু বিভিন্ন জাতীয় পশুর বা বিভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির একত্র বাসরূপ সাঙ্কর্য দূর করে, ভূমির কর্দম দূর করে এবং জলের মলিনতা দূর করিয়া জলকে স্বচ্ছ করে।

৩৫। স্ত্রী, পুত্র, ধন, জন প্রভৃতির কামনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া নিষ্কলুষ মুনিগণ যেমন শুদ্ধ চিত্তে অবস্থান করেন, তদ্রূপ শরৎ সমাগমে গগনের মেঘসমূহ তাহাদের সঞ্চিত জল বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করিয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়া থাকে।

৩৬। জ্ঞানীব্যক্তিগণ অধিকারী বিচার পূর্ব্বক কখনো উপদেশ প্রদান করেন, কখনো করেন না। যেমন নারদ ব্যাধকে, ভরত রাহুগণকে, প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তদ্রূপ শরৎ কালে পর্বত হইতে বারিধারা কখনো প্রস্রবণ রূপে পতিত হয়, কখনো হয় না।

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥৩৭
গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দঞ্ছরদর্কজম্।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণঃ কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৮
শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামং চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥৩৯
নিশ্চলাম্বুরভূত্তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্ মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥৪০

৩৭। স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত ব্যক্তিগণ যেমন তাহাদের ক্ষীয়মাণ পরমায়ুর কোন খবর করে না, তদ্রূপ শরৎকালে অল্প জলচারী মৎস্যগণ জল যে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে ইহা খোঁজ করে না।

৩৮। ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র, কুটুম্বাসক্ত দরিদ্র ব্যক্তিগণ যেমন সংসার তাপে ক্লিষ্ট হয়, তদ্রূপ অল্পজলে বিচরণকারী মৎস্যগণ শরৎকালীন রৌদ্রের তাপ অনুভব করিতে লাগিল।

৩৯। জ্ঞানীব্যক্তিগণ যেমন ক্রমে ক্রমে দেহাদি অনাত্ম বিষয়ে মমতাবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শরৎকালে ভূভাগ তাহার পঙ্ক এবং লতাদি অপক্কতা ত্যাগ করিতে লাগিল।

৪০। বর্ষাকালে বিপুল জলোচ্ছাসপূর্ণ বহু নদনদী উদ্দাম গতিতে আসিয়া সমুদ্রে পতিত হয়, ইহার ফলে সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ ও গর্জন হইয়া থাকে। শরৎ সমাগমে নদনদী ক্ষীণধারায় সমুদ্রে পতিত হয় সেইজন্য সমুদ্র গম্ভীর ভাব ধারণ করে, চঞ্চল হয় না। মনে যত বেশী কামনা ও ভোগ বাসনা থাকে, মন ততই চঞ্চল ও অস্থির হইয়া পড়ে। কোন সৌভাগ্যে মহৎ কৃপা দ্বারা ভক্তি লাভ হইলে, সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ কামনা বাসনা দূরীভূত হয়; এবং চিত্তে প্রশান্তি আসে। এই শ্লোকে বাসনাচঞ্চল মনের সহিত বর্ষাকালীন সমুদ্রের এবং প্রশান্ত চিত্তের সহিত শরৎকালীন গম্ভীর সমুদ্রের তুলনা করা হইয়াছে।

কেদারেভ্যস্তু পোহগৃহ্লন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥৪১
শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোহহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥৪২
খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ॥৪৩

৪১। মানুষ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করে, এইজন প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজনিজ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। বিষয়াকৃষ্ট চিত্ত সর্ব্বদা বহির্ম্মুখ হওয়াতে আত্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় না, বরং পূর্ব্বলব্ধজ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারে বহির্গত হইয়া যায়। মনসহ ইন্দ্রিয় দ্বার নিরোধ পূর্ব্বক যোগীগণ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, সেইরূপ কৃষকগণ শস্যক্ষেত্রের চতুর্দিকে আলি বা বাঁধ নির্মাণ পূর্ব্বক ক্ষেত্রস্থ জল রক্ষা করিয়া থাকেন। যেহেতু ঐ জল শস্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৪২। দেহাত্মবুদ্ধি মানুষের বহু দুঃখের কারণ, গুরুকৃপায় আত্মতত্ত্ব লাভ করিলে এই দুঃখ দূরীভূত হইয়া থাকে। প্রেমময়ী ব্রজরমণীবৃন্দ দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিলে, যে বিরহ ব্যথা অনুভব করেন, অপরাহ্নে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিলে তদ্দর্শনে তাহা দূরীভূত হয়। তদ্রূপ দিবাভাগে শরৎকালীন রৌদ্র তাপে প্রাণীগণের যে তাপ হয়, তাহা শরৎকালীন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতে দূরীভূত হইয়া থাকে।

৪৩। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের চিত্ত সর্বদাই মায়ার আবরণে আবৃত থাকে, তাহাতে (শব্দব্রহ্ম) বেদপুরাণাদির তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। মেঘাচ্ছন্ন গগনে যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদির প্রকাশ হইতে পাবে না, সেই প্রকার অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে কেবল মায়িক বিষয়ই থাকে, শ্রীভগবত্তত্ত্ব বা ভজন কর্তব্যতা প্রকাশিত হয় না। মহৎ কৃপাফলে শ্রবণাদি সাধনভক্তি অনুষ্ঠান করিতে করিতে মায়াজাল দূর হইতে পারে, তখন ভগবৎ তত্ত্ব

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী ।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ॥৪৪
আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্ ।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ॥৪৫
গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥৪৬

প্রকাশিত হওয়া সম্ভব। তদ্রূপ শরৎকালে নির্মেঘ গগনে চন্দ্র তারকা রাজি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪৪। প্রকট লীলাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন তাঁহার পার্ষদ যাদবগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বারকাতে সুশোভিত হইতেন। ঠিক তেমনই শরৎ সমাগমে নির্মল গগনে তারকাগণ বেষ্টিত শশধরের শোভা হইতে লাগিল।

৪৫। শীতকালীন হিমবায়ু এবং গ্রীষ্মকালীন তপ্ত বায়ু উভয়ই জীবের পক্ষে কষ্টকর। শরৎকালীন নাতিশীতোষ্ণ বিবিধ কুসুম গন্ধ বাহিত সুখ স্পর্শ বায়ু সেবনে জীবগণের অঙ্গতাপ দূরীভূত হইল। শরৎকালীন সুখস্পর্শী পবন সেবনে সকলের দেহ স্নিগ্ধ হইলেও কৃষ্ণ প্রেয়সী ব্রজ তরুণীগণের কিন্তু বিপরীত ফল হইল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতচিত্তা এই সমস্ত তরুণীগণ, সুখস্পর্শী পবন সেবনে তাহাদের প্রাণ কান্তের কথা আরো অধিকতর রূপে স্মরণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহাদের বিরহ ব্যথা অধিকতর সন্তাপ প্রদান করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন এবং তৎ সহ মিলন ব্যতীত এই তাপ দূরীভূত হইবার অন্য উপায় নাই।

৪৬। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ সমূহ নিষ্কাম হইলেও ভক্তগণের সুখদায়ক হইয়া থাকে। তদ্রূপ শরৎ সমাগমে গাভীগণ, মৃগীগণ ও পক্ষীগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ পতি কর্ত্তৃক অনুগম্যমানা হইয়া গর্ভ ধারণ করে।

উদহ্বয়ন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্ বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকা যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥৪৭
পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।
বভৌ ভূঃ পক্কশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥৪৮
বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥৪৯

৪৭। হে নৃপ, কোথাও রাজা গমন করিলে, যেমন দস্যুগণ ভীত হইয়া বিবরে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু অন্য সকলে নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সূর্য্যোদয়ে কমল প্রভৃতি জলজ পুষ্প সমূহ প্রস্ফুটিত হয়, কেবল কুমুদ সূর্য্যকিরণে ম্লান ও বিবর্ণ হইয়া থাকে।

৪৮। শরৎ সমাগমে গ্রাম নগরাদি নবান্ন ও বিবিধ যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি উৎসবে মুখরিত হইয়া থাকে। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ পরিবর্তে গোবর্দ্ধন যজ্ঞ প্রচলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের কলা ভূশক্তি পৃথিবী শস্য পূর্ণা হইলেও কৃষ্ণ বলরামের অবস্থিতি হেতু অধিকতর শোভাসম্পন্না হইয়াছিলেন।

নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে।
ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াংনৈব কারয়েৎ ॥

প্রতিপদ, একাদশী, ও ষষ্ঠী নন্দাতিথিতে, হরিশয়নকালে, কৃষ্ণপক্ষে, কার্ত্তিক ও পৌষমাসে নবান্ন নিষিদ্ধ। উত্থান একাদশীতে প্রবোধিনী উৎসবের পরে নবান্ন করিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস প্রশস্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্নকূট মহোৎসব বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

৪৯। ভক্তিসাধন দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ যেমন প্রারব্ধক্ষয়ে সাধক দেহত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসেবা যোগ্য সিদ্ধ দেহলাভ করিয়া অভীষ্ট কৃষ্ণসেবা প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ বর্ষাকালে নিরন্তর বর্ষণ ও জলপ্লাবন হেতু বণিকগণ গৃহে বাস করেন, বাণিজ্য হেতু দূরবর্ত্তী স্থানে গমনে সমর্থ

হন না, বাণপ্রস্থী মুনিগণ ও স্নাতকগণ গৃহস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন, রাজগণ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইতে পারেন না। বর্ষান্তে শরৎঋতু সমাগমে বণিকগণ দেশান্তরে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়া ধনসম্পদ উপার্জন করেন। বাণপ্রস্থীগণ পুনরায় তপস্যা জন্য বনে গমন করেন, স্নাতকগণ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন, নৃপতিগণ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া থাকেন। শরৎকালে বণিকগণের, মুনিগণের, নৃপতিগণের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে। ভক্তিসাধন সিদ্ধ ব্যক্তি তেমনি প্রারব্ধ দেহক্ষয়ে কৃষ্ণসেবা যোগ্য সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়া স্বাভীষ্ট সেবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

দশম স্কন্ধে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

একবিংশোঽধ্যায়

[শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বংশীবাদনম্, তদীয়-মধুরবংশীধ্বনিশ্রবণেন গোপীভিস্তদ্গুণগানঞ্চ ।]

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা ।
সুবিশদ্ বায়ুনা বাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥১
কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
 দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্ ।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
 সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥২

১। এই অধ্যায়ে পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণের মনোভাব স্বসখীগণ সঙ্গে আলাপে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইয়াছে। রমণীগণের স্বভাব বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। অন্তরে প্রেমের উন্নততর অবস্থা ভাবের উদয় ও তদ্ধেতু ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবার জন্য আকুতি, কিন্তু প্রকাশ করা যায় না—সম্ভ্রন, লজ্জা প্রভৃতি দ্বারা ব্যাহত হইতেছে। এজন্য গোপীগণ অবহিত্থা (গোপন করিবার চেষ্টা) অবলম্বনে প্রিয় সখীগণের নিকট কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করিতেছেন। পূর্ব অধ্যায়ে যে শরৎ শোভা বর্ণিত হইয়াছে এবম্প্রকার স্বচ্ছ জলাশয় শোভিত এবং পদ্মাদিপুষ্প গন্ধবাহী পবন সেবিত মধুর বৃন্দারণ্যে গো ও গোপালগণ সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।

২। স্বয়ং ভগবান বনে প্রবেশ করিবেন, এইজন্য ঐ অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী বৃন্দা দেবী বনকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। মধু বা বসন্ত ঋতুর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য শরৎকাল হইলেও বসন্তকালীন পুষ্প ও প্রস্ফুটিত হইয়াছে। আজ কুসুমিত বনরাজী। সমস্ত বৃক্ষেই পুষ্পের প্রাচুর্য্য। বৃক্ষ সমূহে এত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে পত্রাদি দৃষ্ট

তদ্ ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্ ।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩

হইতেছে না। অলিকুল মধুপানে উন্মত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গুঞ্জন করিতেছে, বিহঙ্গগণ সুমধুর স্বরে আনন্দধ্বনি করিতেছে। ভ্রমর গুঞ্জন ও বিহগ কাকলি দ্বারা বন মধ্যস্থ সরোবর, সরিৎ এবং পর্বত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এ হেন কাননে মধু ঋতুর অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ পশু চারণ করিতে করিতে বলরাম ও গোপালগণ সহ প্রবেশ করিয়া বংশী ধ্বনি করিলেন।

৩। ব্রজস্ত্রীগণ ভগবানের নিত্যসিদ্ধ কান্তা। শ্রীভগবানের অবতরণের কালে ইহারাও অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম জন্মাবধিই আছে। দর্শন, বংশী শ্রবণ, প্রভৃতি দ্বারা প্রেম উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গৃহে যতক্ষণ থাকেন, তখন নানা ছলে কৃষ্ণদর্শন হয়, কিন্তু পূর্বাহ্ণে গোষ্ঠে গমন করিলে সমস্ত দিন দর্শন হয় না। সেই সময় তাহাদের কৃষ্ণ বিরহ অসহনীয় হইয়া থাকে, প্রতিক্ষণ যুগের ন্যায় সুদীর্ঘ মনে হয়। সেই সময় সমব্যথী পূর্বরাগবতীগণ একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণ কথা আলাপনে অতিবাহিত করিয়া থাকেন। শ্রীশুকদেব ইহাই বর্ণনা করিতেছেন। যদিও দূরবর্তী বন মধ্যে বংশীধ্বনি হইল তথাপি সেই বংশীর কলধ্বনি স্বভাবতঃ সর্বব্যাপী হেতু গৃহ মধ্যস্থ রমণীগণ তাহা সম্যক প্রকারে শ্রবণ করিলেন (আশ্রুত্য)। শ্রবণ মাত্রই অন্তরের সুপ্ত প্রেম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা একে একে কৃষ্ণের পরোক্ষে বংশীধ্বনি শ্রবণানন্তর প্রিয় সখীগণের নিকট মনোভাব যথা সম্ভব গোপন পূর্বক বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনুবর্ণনা এই স্থলে পশ্চাতে বর্ণনা এই অর্থে ব্যবহৃত হইল (শ্রবণের পরে বর্ণনা)। অনুবর্ণনা নিরন্তর বর্ণনা অর্থেও হইতে পারে। ভাবের আতিশয্য ও গভীরতা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না ; মনে হয় যদি জীবন ভরাই বলিতে থাকি, তবু বুঝি শেষ হইবে না।

অবর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্ ।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥৪

৪। প্রথমেই গোপীগণ মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা তিনি বর্ণনা করিতে আরম্ভ মাত্রই কৃষ্ণের রূপ, মধুর বাক্য, ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি স্মরণ করিয়া কামাবেগে ব্যাকুলচিত্তা হইয়া, হে নৃপ, তিনি আর বর্ণনা করিতে সমর্থ হইলেন না; নিঃশব্দে রইলেন। এই শ্লোকে বাক্যের মধ্যস্থলে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎকে 'হে নৃপ' বলিয়া সম্বোধন করিবার কোন কারণ ছিল না। মনে হয়, কৃষ্ণলীলা স্মরণে শুকদেবের নিজেরও চিত্ত ভাবাবেগে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তাহা সম্বরণ করিবার জন্যই 'হে নৃপ' বাক্যাংশ উচ্চারণ করিলেন। শ্লোকে স্মরবেগে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে অর্থ কামবেগে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের বিশুদ্ধ অনবদ্য প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা কাম রিপু নহে। কাম আত্ম সুখ চায়। প্রেম নিজকে দুঃখ দিয়াও প্রিয়তমের সুখ চাহিয়া থাকে। কাম ঘৃণ্য, প্রেম পূজ্য। কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের চিত্তের ভাব প্রকৃত পক্ষে আদর্শ প্রেম, যদিও বাহ্য সাম্য হেতু কামনামে অভিহিত হইয়া থাকে। চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।'
কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য প্রেম মহা বল॥
লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ ধর্ম, কর্ম।
লজ্জা, ধৈর্য, দেহসুখ, আত্মসুখ, মর্ম॥
দুস্ত্যজ আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাম্ ।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতকীর্তিঃ ॥৫

সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥
ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণে নাহি কাম গন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ॥

৫। শুকদেব পুনঃ বলিতে আরম্ভ করিলেন—

আজ শরৎকালের প্রথমদিনে শ্রীকৃষ্ণ অপরূপ নটবর বেশে সজ্জিত হইয়া বনবিহারে চলিয়াছেন। সেই মধুর হইতেও সুমধুর রূপ কি বর্ণনা করা যায়?

"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ॥"

তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ, সুশোভিত শিরোভূষণ, এককর্ণে উৎপলাকার কর্ণিকার পুষ্প, অপর কর্ণ পুষ্পশোভা বিহীন। ইহা যৌবন মত্ততা ব্যক্ত করিতেছে। পরিধানে ললিত সুবর্ণবর্ণ বসন, গলদেশে বিলম্বিত পঞ্চ পুষ্প গ্রথিত সুদীর্ঘ বৈজয়ন্তীমালা। চলিয়াছেন যেন "গমন নটন লীলা।" শ্রীকৃষ্ণ নিজ লীলা মহিমা গানকারী সখাগণ সঙ্গে, ব্রহ্মাণ্ডে অন্যত্র সুদুর্লভ নিজ অসাধারণ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন সুশোভিত পদচিহ্ন দ্বারা রমণীয় বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করিয়া ফুৎকার সহযোগে নিজ অধরসুধাদ্বারা বেণুরন্ধ্র সমূহ পরিপূর্ণ করতঃ বংশীবাদন করিলেন।

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্বভূতমনোহরম্ ।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥৬

গোপ্য ঊচুঃ ।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥৭

৬। সেই বংশীধ্বনি শ্রবণকারীর কর্ণ দ্বার পথে অন্তরে প্রবেশ পূর্বক অন্য সব বিস্মরণ করাইয়া যেন উন্মাদ করিয়া কৃষ্ণসমীপে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সর্ব প্রাণীর মনোহরণকারী সেই অপূর্ব বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ মনোভাব বর্ণনা করিতে গিয়া, কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। আলিঙ্গনের তিনটি কারণ হইতে পারে (১) কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইয়া (২) কৃষ্ণে তন্ময় চিত্ত বশতঃ অপরকে কৃষ্ণ মনে করিয়া (৩) সমব্যথাব্যথী হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। যূথেশ্বরীগণ এক এক শ্লোকে নিজ নিজ মনোভাব প্রিয় সখীগণের নিকট কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশ করিতেছেন।

৭। প্রথম গোপী, যিনি পূর্বে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়াও কৃষ্ণ স্মৃতিতে ব্যাকুল চিত্তা হইয়া আর বর্ণনা করিতে পারেন নাই, তিনি বলিলেন—সখীগণ, বিধাতা চক্ষু সৃষ্টি করিয়াছেন রূপ দর্শনের জন্য। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বস্তু দর্শনেই নয়নের সার্থকতা। আমার মনে হয়—ঐ যে ব্রজেশ্বর নন্দ-মহারাজের দুই পুত্র পশুগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সখাগণ সঙ্গে বনে গমন করিতেছেন তন্মধ্যে যিনি অনু অর্থাৎ পশ্চাতে চলিতেছেন অথবা যিনি কনিষ্ঠ অথবা যাঁহার অধরে সর্বক্ষণ বংশী ন্যস্ত (তাহার নাম কি প্রকাশ করা যায় সখি? অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুকায়িত বস্তু কি বাহিরে ব্যক্ত করা যায়? যদি তাহার নাম উচ্চারণ করি, তাহা হইলে তোমাদের নিকটে আর কিছু বলা হইবেনা,

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেষৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥৮

কেননা সেই নাম মুখে উচ্চারিত হইলে তাহার মাদকতা গুণে আমার সব বিস্মরণ হইয়া যাইবে। আমি, আমাকে, তোমাদিগকে, কেবল নাম্নী ব্যতীত সর্ব্বজগৎকে ভুলিয়া যাইব। তোরা বুঝিয়া নে সে কে?), যে বনে গমন করিতে করিতে মাঝে মাঝে চিত্তোন্মাদকারী বংশীধ্বনি করিতেছে এবং যে গৃহে প্রত্যাগমন কালে অনুরক্তাগণের প্রতি অর্থপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, তাহার সেই অতি সুন্দর হইতেও আরো সুন্দর বদনের রূপসুধা, যে ভাগ্যবান জন দুইচক্ষুরূপ পানপাত্র দ্বারা পান করে, তাহারই চক্ষু সার্থক। সম্ভ্রম, লজ্জা প্রভৃতি ত্যাগ না করিলে কি সেই রূপসুধা পান করা যায়? সখীগণ, আমরা গৃহনিগড়ে বদ্ধ, বিধাতা প্রদত্ত চক্ষু ইন্দ্রিয় বৃথাই যাইতেছে। মনে হয়, এখনি ছুটিয়া বনে যাই এবং নয়ন ভরিয়া সেই রূপ দর্শন করি। সম্ভ্রম, লজ্জা হয়তঃ বাধা দিবে, কিন্তু তাহার সেই অমোঘ নয়ন বাণ কি লজ্জাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিবে না? সেই সুন্দর রূপ না হেরিলে নয়নের কোন সার্থকতা নাই।

বংশী গানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না হেরে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নের কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
তার জন্ম হৈল কি কারণ॥ চৈঃ চঃ

৮। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অপরা বলিতেছেন—সখি, গোপালগণ মধ্যে যখন দুই ভাই নৃত্য করেন, কখনো বা গান করেন, তখন আপনাদের সেই মনোহরণকারীর কি অপরূপ শোভা হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। আম্রপ্রবাল (রক্তিমাভ নূতন পত্র), ময়ূরপুচ্ছ,

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু
　　র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
　　হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥৯

পুষ্পস্তবক শোভিত শিরোভূষণ বিভূষিত, উৎপলের অন্তঃকোরদ্বারা উভয় কর্ণ সুশোভিত, দক্ষিণ করে আন্দোলিত লীলাকমল। কণ্ঠ-সংলগ্ন বন্যকুসুমের মালা, নটোচিত রক্ত, পীত ও শ্বেতবর্ণে বিচিত্রিত বসন পরিহিত, সে যখন অগ্রজসঙ্গে কখনো নৃত্য করে, কখনো গান করে, তখনকার সেই সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। সেই নৃত্য ও গান দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সহচরগণ তাহাকে মান প্রদান করে—যথা এমন সুন্দর নৃত্য ও গান কখনো দেখি নাই, কখনো শুনি নাই ইত্যাদি। সেও কখনো গর্ব করিয়া বলে, তোমরা তুচ্ছ গোপালক, ত্রিভুবনে আমাদের মত নৃত্যগীত অন্য কেহই জানে না। সখিগণ, আমরা দুর্ভাগিনী, আমাদের ভাগ্যে সেই অপরূপ সুন্দর রূপও নৃত্যাদি দর্শন করা ঘটিল না। এই রাখাল বালকগণই জগতে ধন্য।

৯। অন্য একজন বলিতেছেন :—সখিগণ, তোমরা ভাবিয়া দেখ, এই কৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দন। অবশ্যই যথাকালে ব্রজের কোন গোপ-কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে। এই হিসাবে কৃষ্ণের অধরামৃতে আমাদেরই পূর্ণ অধিকার। কিন্তু এই বেণু নিজে স্থাবর জাতি এবং পুরুষ হইয়াও (বেণু পুংলিঙ্গ শব্দ), দামোদরের অধর সুধা যথেষ্ট পান করিতেছে (কৃষ্ণের প্রেম-বশ্যতা প্রকাশ করিবার জন্য দামোদর শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে)। কেবল কি তাই? পান করিয়া ধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে জানাইতেছে—দেখ গোপীগণ, তোমাদের বস্তু আমি পান করিতেছি। অন্তঃসার শূন্য এই বেণুর ধৃষ্টতা দেখ। গোপীগণ, তোমরা কেহ দেবীপৌর্ণমাসীর নিকট গমন কর। তিনি তপস্বিনী ও ত্রিকালজ্ঞা। তিনি অবশ্যই বলিতে পারিবেন এই বেণু পূর্ব জন্মে কোন তীর্থে, কি তপস্যা করিয়াছিল, অথবা কোন মন্ত্র জপ করিয়াছিল,

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥১০

যাহার ফলে এই জন্মে কৃষ্ণের অধরসুধা যথেষ্ট পান করিতেছে। এই অধর সুধার মহিমা শোন। বেণুর উচ্ছিষ্ট হইলেও মহজ্জন সকলেই এই অধর সুধা কামনা করিয়া থাকেন। ভুবন পাবন নদী যমুনা, মানস গঙ্গাতে কৃষ্ণ স্নান করিলে এই নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ বেণুঝুটা অধর সুধা পান করিয়া থাকেন। নদীর কথা দূরে থাক ঐ লোক পাবনী নদীর তীরবর্ত্তী বৃক্ষগণ, যাঁহারা তপস্যা করিয়া বৃন্দাবনে স্থাবর জন্ম লাভ করিয়াছেন, এবং পরের উপকারের জন্য পুষ্প, ফল, পত্র, ত্বক, মূল, এমন কি নিজ দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন, অপকারীজনকেও ছায়া দান করেন তাহারাও নিজ মূল সহযোগে সেই অধর সুধা নদীর জল সঙ্গে আকর্ষণ করিয়া পান করেন এবং প্রেমোদয় হেতু অঙ্কুর ছলে পুলকিত হন, পুষ্প ছলে হাস্য করেন, এবং মধুবর্ষণ ছলে অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। বংশে কেহ বৈষ্ণব হইলে যেমন পিতৃপুরুষগণ, পরলোক হইতেও আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই বৃক্ষগণও এই বেণুকে নিজ স্বজাতি (স্থাবর) মনে করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন। সখিগণ, অযোগ্য বেণু কৃষ্ণাধর সুধা পান করিতেছে, আর আমরা যোগ্যা হইয়াও বঞ্চিত হইয়া আছি। ইহা আর সহিতে পারি না। পূর্ব জন্মে বেণু কি তপস্যা করিয়াছিল, যদি জানিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই সেই তপস্যা করিয়া এই বিফলতনু ত্যাগ করিব।

১০। অপরা বলিতেছেন—সখি, এই বৃন্দাবন জগতে ধন্য, যেহেতু একমাত্র এই বৃন্দাবনই শ্রীকৃষ্ণের অতিসুন্দর ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ যুক্ত পদচিহ্নে সুশোভিত। এই চিহ্ন স্বর্গাদি কোন ধামেও দৃষ্ট হয় না। একদিন বৃন্দাবনস্থ গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের সানু দেশে যাহা ঘটিয়াছিল, তোমরা শোন। একদিন গিরিরাজের সানুদেশে শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাদন করিতে

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্ ।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১১

ছিলেন। বংশীধ্বনি শ্রবণে গোবর্দ্ধনবাসী ময়ূর ময়ূরীগণ ছুটিয়া আসিয়া দেখিল আকাশে অনেক দূরে যে মেঘ থাকিত সেই মেঘ আজ অতি সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া স্থির বিদ্যুৎ বসন পরিধান করতঃ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। তাহা দেখিয়া সমস্ত ময়ূর গোষ্ঠী একত্র হইয়া আনন্দে বিচিত্র নৃত্য আরম্ভ করিল। কৃষ্ণ যতই বংশী বাদন করিতে ছিলেন, ময়ূরগণও ততই আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। এই অত্যদ্ভুত নৃত্য ও বাদ্য গোবর্দ্ধনবাসী অন্যান্য জীবজন্তুগণ যথা কৃষ্ণসারাদি পশুগণ এবং কপোতাদিপক্ষীগণ, দেখিয়া ও শুনিয়া আনন্দে জাড্য দশা প্রাপ্ত হইল। এমন অভিনব দৃশ্য জগতে-আর কোথাও দৃষ্ট হইবার নয়। কৃষ্ণ মধ্যস্থলে সনৃত্য বংশীবাদন করিতেছেন। আর ময়ূরগণ মণ্ডলী বদ্ধাবস্থায় কৃষ্ণের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। নৃত্য শেষে ময়ূরগণ কৃষ্ণকে বলিল—হে সুন্দর মেঘ, আজ তুমি অভিনব বংশী বাদন দ্বারা আমাদিগকে সানন্দে নৃত্য করিতে দিয়াছ। আমরা তির্য্যগ জাতি, আমরা তোমাকে কি উপহার দিতে পারি? এই বর্হমাত্র আমাদের সম্বল। তাহাই তোমাকে উপহার দিতেছি। তুমি দয়া করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর বস্তু গ্রহণ করিবে কি? কৃষ্ণও বাদকলোকরীতি অনুসারে আহ্লাদে সেই বর্হ গ্রহণ করিয়া স্বীয় উষ্ণীষে ধারণ করিলেন। এই জন্যই বলিতেছি ভূমণ্ডলে একমাত্র বৃন্দাবনই অত্যদ্ভুত কীর্তি স্থাপন করিল। গোবর্দ্ধনবাসী পশুপক্ষীগণও ধন্য, আর আমরা মনুষ্য হইয়াও অধন্য। যেহেতু এই সমস্ত সুমধুর লীলা দর্শনে বঞ্চিত হইয়া আছি।

১১। অন্য এক গোপী বলিতেছেন—সখি, বৃন্দাবনের বিবেক-বুদ্ধিহীনা পশুজাতি হরিণীগণও ভাগ্যবতী। আমাদের নন্দ নন্দন যখন নটবর বেশে সজ্জিত হইয়া বনে গমন করতঃ সর্বভূতমনোহর

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎকণিতবেণুবিচিত্রগীতম্ ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥১২

বংশীধ্বনি করেন, তখন এই হরিণীগণ পশু হইয়াও তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে এবং উৎকর্ণ হইয়া সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করে। হরিণীগণ তাহাদের আয়ত নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিতে থাকে—হে সুন্দর শ্যাম, তোমার রূপ দর্শন করিয়া এবং বংশীনাদ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। আমরা পশু জাতি। আমাদের দিবার মত কিছুই নাই। লোকে বলে আমাদের নয়ন নাকি সুন্দর, তাই এই সামান্য উপহার দিয়া আমাদের পতিসহ তোমার অর্চ্চনা করিতেছি। তুমি কৃপা পূর্বক গ্রহণ কর। এই বলিয়া প্রণয়াবলোকন দ্বারা কৃষ্ণের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকে। এই পশুজাতি হরিণীগণ ধন্য। তাহাদের পতিগণও এই পূজাতে যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছে। আর আমরা মনুষ্য হইয়াও বঞ্চিত হইয়া আছি। আর আমাদের গুরুগণ যোগদান করা দূরের কথা। আমাদের কৃষ্ণ পূজাতে প্রতিপদে প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকেন।

১২। অপরা বলিতেছেন—সখিগণ, পশুজাতি হরিণীগণের কথা শুনিয়াছ, পরমবিদগ্ধা স্বর্গের দেবীগণের কথা শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করিলে স্বর্গের দেবতাগণ নিজনিজ পত্নীসহ বিমানে চড়িয়া ঊর্দ্ধাকাশ হইতে কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। দেবীগণ নিজনিজ বিমানে পতির ক্রোড়ে বসিয়াও শ্রীকৃষ্ণের ভুবন মোহন রূপদর্শন করেন নব মেঘের মত ঘনশ্যাম স্থির বিদ্যুৎ বর্ণ বসন পরিহিত। ললিত ত্রিভঙ্গভঙ্গিমাযুক্ত, গলদেশে বনমালা বিলম্বিত, মধুর হাস্যযুক্ত বদন ও কুটিল কটাক্ষ যুক্ত নয়ন দর্শন করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। তদুপরি যখন কৃষ্ণ বিশুদ্ধ সুরতাল যুক্ত সর্বভূত মনোহর বংশী

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥১৩

ধ্বনি করেন, তখন দেবীগণ পতিক্রোড়ে থাকিয়াও কাম মোহিত হইয়া পড়েন। তাহাদের কবরীবন্ধ শিথিল হইয়া পারিজাতপুষ্প গোষ্ঠময় ছড়াইয়া পড়ে, এবং নীবিবন্ধ বসন বিগলিত হইয়া যায়। দেবীগণ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারেন না, নিজনিজ পতিক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। পরম বিদগ্ধা দেবীগণ ধন্য, বন্য পশু হরিণীগণও ধন্য। কেবল মধ্যস্থ মানবী আমরাই অধন্য। আবার দেবতাগণ নিজনিজ পত্নীকে কৃষ্ণরূপগুণে মুগ্ধা দেখিয়াও তাহাদের প্রতি ঈর্ষা বা কোপ প্রকাশ করেন না। আমাদের গুরুগণ সর্বদাই আমাদের প্রতি সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমরাই ভাগ্য হীনা।

১৩। আর একজন বলিতেছেন—সখিগণ, তোমরা পরম বিদগ্ধা দেবনারীগণের কথা শুনিলে, এখন সারাসার বিবেকহীনা পশুগণের কথা শ্রবণ কর। ধেনু বৎসগণ সহ কৃষ্ণ গোচারণে গমন করিয়াছেন। গাভীগণ কোমল তৃণ ভোজন করিতেছে এবং বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিতেছে। কৃষ্ণ প্রিয় সখা সঙ্গে অতিদূরে গমন করিয়া বংশী বাদন করিলেন। সর্বভূত মনোহর সেই বংশী শ্রবণ মাত্রই তাহাদের ভোজন ক্রিয়া স্থগিত হইয়া গেল। ধেনু বৎস উভয়েই আত্মহারা হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্বক উত্তভিত কর্ণ দ্বারা কৃষ্ণাধর সুধা বর্ষণকারী বেণুগীত যেন পান করিতে লাগিল। তাহাদের অজ্ঞাতে মুখ হইতে তৃণগ্রাস এবং মাতৃস্তন্য বিগলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া গেল। বৎসজাড্য নামক সাত্বিকভাব প্রাপ্ত হইল, এবং গাভীর নয়ন দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। গাভীগণ তাহাদের নেত্র দ্বার পথে কৃষ্ণকে আকর্ষণ পূর্বক নিজ অন্তরে স্থাপন করিয়া গোজন্ম সফল করিতে লাগিল। ধন্য এই বিবেকহীনা ধেনু এবং বৎসগণ, মানবী হইয়া আমরা অধন্যা।

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥১৪
নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥১৫

১৪। ও মা, আরোও আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর (ও মা শব্দ সম্বোধন সূচক নহে, আশ্চর্যবাচক)। এই বনে যত পক্ষীগণ, তাহাদের কার্য্যদ্বারা মনে হইতেছে, ইহারা নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে মুনি ছিলেন। কৃষ্ণলীলা দর্শনার্থ তপস্যা করিয়া বিহঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছেন। এই পক্ষীগণ কৃষ্ণকে দর্শন ও তৎকৃত বাদিত বেণুগীত শ্রবণ করিবার জন্য, যাহাতে পত্র, পুষ্প, ফলাদি দ্বারা দর্শন বিঘ্নিত না হয়, এইরূপে বৃক্ষের অগ্রভাগে কোমল পল্লব বিশিষ্ট শাখাতে উপবেশন পূর্বক মুনিগণের ন্যায় নিঃশব্দে অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে এক দৃষ্টে কৃষ্ণকে নয়ন ভরিয়া দর্শন এবং তদীয় বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। ধন্য এই পক্ষীগণ।

১৫। একজন বলিলেন—সচেতন প্রাণীগণের কথা শ্রবণ করিয়াছ, এখন কৃষ্ণের বেণু গীত শ্রবণে অচেতন গণের অবস্থা কি হয় শ্রবণ কর। নদীগণ নিজ নিজ পতি সমুদ্রের পানে—অহরহ চলিতেছে, সেই স্রোতবেগের আর বিরাম নাই। কৃষ্ণ যখন গোচারণ ছলে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীর তটবর্ত্তী প্রদেশে গমনপূর্বক বেণু ধ্বনি করেন, তৎক্ষণাৎ নদীর গতি স্থগিত হইয়া যায়। নদীর অন্তরে কামভাবরূপ আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। নদী সমূহ তখন ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল নিজ বক্ষে ধারণ করে ও তরঙ্গ ছিন্ন কমল পুষ্প উপহার স্বরূপ প্রদান করে। ধন্য এই অচেতন নদীগণ।

দৃষ্টাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥১৬

১৬। অন্য জন বলিলেন—সখি, আকাশের অচেতন মেঘের কথা শোন। বর্ণসাম্য হেতু মেঘ কৃষ্ণকে বন্ধু মনে করে। মেঘ আরো ভাবে আমার অঙ্গস্থ ক্ষণপ্রভা কৃষ্ণের অঙ্গে বসনরূপে সদা বর্ত্তমান। আমার গর্জ্জন হইতে কৃষ্ণের বংশী গর্জ্জন আরো সুমধুর। নিদাঘে প্রখর সূর্য্যতাপে যখন বলরাম ও গোপবৃন্দসহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে বহির্গত হইয়া বংশী বাদন করেন, তখন মেঘ মনে করে আমার সখা সূর্য্যের প্রখর তাপে তাপিত হইতেছেন। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া ধন্য হই। এই মনে করিয়া মেঘপ্রেম হেতু নিজ দেহকে বর্দ্ধিত করিয়া কৃষ্ণ ও তদীয় সহচরগণের মস্তকোপরি আতপত্র (ছত্র) রচনা করিয়া তুষারবৎ অতি সূক্ষ্ম জলকণা রূপ পুষ্প বৃষ্টি করিতে থাকে। অচেতন মেঘ কৃষ্ণ সেবা করিয়া ধন্য হইতেছে। মনুষ্য হইয়াও আমরা অধন্য।

১৭। অপরা বলিলেন—সখিগণ, বনবাসিনী পুলিন্দ রমণীগণও ধন্য কৃতার্থ। আর আমরা গোপজাতি হইয়া এবং একই ব্রজে কৃষ্ণসহ বাস করিয়াও অধন্যা। ইহার কারণ শোন। একদিন পূর্বাহ্নে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মাদিনী শ্রীমতী রাধা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া পথ পার্শ্বে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সখীগণ নানাভাবে সুশ্রূষা দ্বারা মূর্চ্ছাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল প্রযত্ন হইলেন। কৃষ্ণ দূর হইতে ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণ নিকটে আসিয়া সম্ভ্রম সহকারে তদীয় সঞ্জীবনী চরণ পল্লব দ্বারা শ্রীমতীর বক্ষ স্পর্শ করিলেন। ইহাতেই মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। কৃষ্ণও বনে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে রাধা বক্ষস্থিত কুঙ্কুম সংলগ্ন হইয়া রহিল। কৃষ্ণ গোচারণে বন মধ্যে গমন করিলে দয়িতা স্তন খণ্ডিত এবং শ্রীকৃষ্ণের

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন ।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥১৭

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্ রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥১৮

চরণ স্পৃষ্ট কুঙ্কুম তৃণে সংলগ্ন হইয়া রহিল। জনৈকা পুলিন্দ রমণী বন পথে চলিবার কালে কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধ সংযুক্ত ঐ কুঙ্কুম দর্শনে কন্দর্পশরে পীড়িতা হইয়া তৃণ সংলগ্ন কুঙ্কুম নিজ হস্তে ধারণ পূর্বক নিজ আননে ও কুচযুগে বিলেপন করতঃ কাম ব্যাধি দূরীভূত করিয়াছিল। ধন্য সেই পুলিন্দ রমণী।

এই শ্লোকে কৃষ্ণকে 'উরুগায়' বলা হইয়াছে। দুইভাবে ইহার অর্থ হইতে পারে। তোষণীকার বলিতেছেন "উরুণা বেণুনা গায়তীত্যুরুগায়" অর্থাৎ যিনি এমনই উচ্চরবে বংশীবাদন করেন যে ব্রজের সর্বত্র ইহা প্রতিধ্বনিত হয় এবং সর্বপ্রাণী আকৃষ্ট ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় অর্থ উরুগায় উরুধা গীয়তে ইতি উরুগায়, অর্থাৎ যাঁহার নাম, গুণ, রূপ, লীলা নানাভাবে নানাজন কর্তৃক সৃষ্টির প্রথম হইতে অদ্যাবধি গীত হইতেছে। প্রাচীন কবি ব্রহ্মা, নারদ, চতুঃসন হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাস, শুকদেব, পরাশর, লীলাশুক, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, প্রভৃতি আধুনিক কবি পর্য্যন্ত সকলেই ভগবন্মহিমা কীর্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন এজন্য উরুগায়।

১৮। গোপীগণ মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠা তিনি অবশেষে বলিলেন—সখিগণ, ভক্তকৃপা ব্যতীত ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। মহৎ কৃপা ব্যতীত মনোরথ সফল হয় না। আমি শুনিয়াছি হরিদাসগণ মধ্যে যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার গিরিরাজ গোবর্দ্ধন

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥১৯

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গিরিরাজ বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে সর্ব্বদা প্রমোদিত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে আনন্দে বিগলিত হইয়া সেই চরণচিহ্ন নিজ অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। গো, গোপগণ সহ যখন কৃষ্ণ গোচারণ ছলে গোবর্দ্ধনে গমন করেন তখন এই গিরিরাজ তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা ও পূজা করিয়া থাকেন। পাদ্য, আচমনীয় পানীয় জন্য সুগন্ধ শীতল নির্ঝর বারি, অর্ঘ্য জন্য দুর্ব্বা, নৈবেদ্যার্থে মধু, আম্র, পীলু প্রভৃতি ফল, গোগ্রাস জন্য সুগন্ধ সুকোমল, পুষ্টিবর্দ্ধক ও দুগ্ধ সম্পাদক তৃণ এই গিরিরাজ দান করিয়া থাকেন। বিশ্রামের জন্য শীত, গ্রীষ্ম উভয়কালে সুখপ্রদ গুহা, তত্রত্য রত্ন পীঠ, রত্ন প্রদীপ, আদর্শ প্রভৃতি এবং ভক্ষণার্থে কন্দমূলাদি দ্বারা গিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আমরা অবলা, এই গিরিরাজের কৃপাবলেই আমরা শ্রীকৃষ্ণ চরণ লাভ করিতে পারিব। আমরা তথায় গমন করিয়া মানস গঙ্গাতে স্নানপূর্ব্বক শ্রীহরিদেব নামক নারায়ণ দর্শন করিব। আমাদের গুরুজনও ইহাতে বাধা দিবেন না। কৃষ্ণও তথায় ক্রীড়াছলে গমন করিবেন। আমাদের মনোবাসনা সফল হইবে।

১৯। সখিগণ, বিলম্ব করিও না। ঐ শোন, বেণুধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, গো, গোপগণ সঙ্গে কৃষ্ণ বংশীধ্বনি দ্বারা স্থাবরের জঙ্গমধর্ম্ম যথা অঙ্কুর ছলে পুলক, মধুবর্ষণ ছলে অশ্রুবিসর্জন এবং জঙ্গমের স্থাবর ধর্ম্ম যথা স্তম্ভ উৎপাদন করতঃ নির্যোগপাশ শিরোভূষণের সঙ্গে বন্ধন করিয়া বন হইতে বনান্তরে যাইতেছেন। চল, আমরা দ্রুত গমন করি। দুষ্ট গাভীগণকে দোহনকালে যে রজ্জু দ্বারা গাভীর বামজঙ্ঘা গলবন্ধনীর সঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখা হয় তাহাকে নির্যোগপাশ বলা হয়।

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥২০

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২১

বৃন্দাবনের গাভীগণ শান্ত, এজন্য নির্যোগপাশ গোবন্ধন কার্যে ব্যবহৃত না হইয়া মুক্তাখচিত হইয়া শিরোপার সঙ্গে শোভাবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে বাঁধিয়া রাখা হয়। ইহা গোপালকগণের একটি চিহ্ন।

২০। শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে রাজন, বৃন্দাবন বিহারী শ্রীভগবানের গোষ্ঠলীলা পরস্পর বর্ণনা করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পক্ষে অন্য কোথাও গমন সম্ভব হইল না।

দশম স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[বস্ত্রহরণলীলাবর্ণনম্।]

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবাহিতা গোপীগণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে কুমারীগণের পূর্ব্বরাগহেতু কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কাত্যায়নীদেবীর ব্রত বর্ণিত হইতেছে। কৃষ্ণকান্তা গোপীগণের অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ অতি রহস্যজনক এবং সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তি উৎপাদক।

যে সমস্ত গোপীগণের কথা বর্ণিত হইতেছে ইহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। অন্য কাহারও সঙ্গে তাহাদের বিবাহ অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার গৌণ কারণ অসুর বধ দ্বারা ভূভার হরণ, এবং মুখ্য কারণ রসিক শেখরত্ব ও পরম কারুণিকত্ব।
চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদগম॥

শ্রুতি বলেন "রসঃ বৈ সঃ"। তিনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী দ্বার দিয়া নিজ ভক্তগণের অন্তরের প্রেমরস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে নিজ স্বরূপরস আস্বাদন করাইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ এক ছিলেন; হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করিলেন এবং রাধা হইতে গোপীগণের সৃষ্টি হইল। এই সকলকে নিয়া শ্রীভগবান তাঁহার নিত্যধাম গোলকে মধুর রসের লীলা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা এবং অন্যান্য গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা। মধুর বা আদিরস দ্বিবিধ; স্বকীয়া কান্তা এবং পরকীয়া কান্তা দ্বারা দুইভাবে এই রস আস্বাদন হইয়া থাকে। গোলকে নিত্য কান্তাগণ স্বকীয়া। তথায় পরকীয়া রস আস্বাদন সম্ভবপর নহে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হইতে সেই হরে মোর মন॥"

স্বকীয়া কান্তা অর্থাৎ পরিণীতা পত্নী মান করিলেও ভৎ'সনা করেন না, মৌন থাকেন বা বক্রোক্তি করেন। পরকীয়া প্রেমের এই সব বৈচিত্রী আস্বাদন করিবার ইচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের হইল। আবার স্বকীয়া কান্তার সঙ্গে ইচ্ছামত মিলন হইতে পারে, কিন্তু পরকীয়ার সঙ্গে মিলনে বহু বাধা আছে। এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যে মিলন, তাহা পরমানন্দপ্রদ। গোলকে এই রস সমূহ আস্বাদনের সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্যকান্তাগণ সহ অবতীর্ণ হইলেন এবং যোগমায়া সাহায্যে নিজ কান্তাগণকেই পরকীয়া ভাবে সজ্জিত করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে :—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
হেন লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার ॥
মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥
আমি না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
দুঁহার রূপগুণে নিত্য হরে দুঁহার মন ॥
ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥

ব্রজাঙ্গনাগণের এই সমস্ত মহিমা প্রদর্শন হেতু পরকীয়া ভাবের লীলা প্রয়োজন। এজন্যই গোপীগণ মধ্যে পরিণীতা ও কুমারী দুই শ্রেণী রহিয়াছেন। আবার বিচার করিলে দেখা যায় কৃষ্ণের পরনারী বলিয়া জগতে কেহই নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজিত আছেন। সুতরাং কৃষ্ণের নিকটে জীবের গোপন বলিয়া কিছুই নাই এবং থাকিতেও পারে না। মায়াধীশ হেতু জীবের এই জ্ঞান নাই। গুরুকৃপাতে জীব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে এবং কোন সিদ্ধভক্ত সঙ্গ দ্বারা প্রেমের উচ্চতম অবস্থা লাভ করিতে পারিলে কৃষ্ণলীলাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

শ্রীশুক উবাচ।

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥১

যাহাতে সাধকভক্তগণ ব্রজের অনবদ্য কৃষ্ণপ্রেমের বিষয় অবগত হইয়া বর্ণাশ্রমীয় ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ ব্রজগোপীর অনুগত হইয়া রাগানুগা ভজন দ্বারা কৃষ্ণ সেবা প্রাপ্ত হন ইহাও এই সব লীলার অন্যতম উদ্দেশ্য। ইহা দ্বারা শ্রীভগবানের পরম কারুণিকত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রজকুমারী গণের কাত্যায়নীদেবীর ব্রত ও পূজা বর্ণনা করা হইয়াছে।

১। প্রথম মিলনের পূর্বে যুবক যুবতীগণের পরস্পর দর্শন ও রূপ-গুণাদির কথা শ্রবণান্তে যে মিলনোৎকণ্ঠা জাত হয় তাহাকে পূর্বরাগ বলে। সাধারণ জগতে দেখা যায় যৌবন সমাগমে দেহে যে সব পরিবর্তন ঘটে, যাহার ফলে দেহ স্ত্রীপুরুষের মিলনের যোগ্য হয়, কেবল তখনই পূর্বরাগ সম্ভব। ইহা মানবীয় কাম বিলাসের অঙ্গ বিশেষ। কৃষ্ণপ্রেমে সে বিচার নাই। কৃষ্ণপ্রেম দেহের যৌবন সমাগমের অপেক্ষা করে না। পূর্বেই বলা হইয়াছে বৃন্দাবনের গোপীগণ নিত্যসিদ্ধা; ইহারা অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমসহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। বালিকা অবস্থাতেই তাহারা কৃষ্ণসহ মিলনের জন্য ব্যাকুলচিত্তা। কুমারিকা (অতি অল্প বয়স্কা কুমারী কন্যাগণ) গণ মিলিত হইয়া প্রায়ই কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতেন। একদিন ইহাদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বৃন্দা তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন—তোমাদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া, যাহাতে কৃষ্ণের সঙ্গে তোমাদের মিলন হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য আমি আসিয়াছি। তোমরা আগামী অগ্রহায়ণ মাসে প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে এই যমুনাতে স্নান করিয়া বালু দ্বারা কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া বিধিমত অর্চ্চনা কর।

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে ।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥২
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥৩
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি ।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥৪

তাহা হইলে তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তিনি কাত্যায়নী দেবীর মন্ত্র সকলকে উপদেশ করিলেন—এবং কি ভাবে একমাস ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে তাহা বলিলেন। কার্তিকী পূর্ণিমায় গৌণচান্দ্র কার্তিক মাস সমাপ্ত হয়। তৎপর দিন হইতে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্যন্ত গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাস। গোপকুমারীগণ এই সময়ে কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করা। ব্রতের একমাস কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন প্রভৃতি নিয়ম পালন করিয়াছিলেন।

২-৩। সূর্যোদয়ের চারিদণ্ডপূর্ব্বে অরুণোদয় কালে কুমারীগণ যমুনাতটে আসিয়া মিলিত হইতেন, এবং সেই শীতলজলে যমুনায় নামিয়া অবগাহন করিতেন। অতঃপর বস্ত্রাদি পরিধান করতঃ নদীতটে দেবী কাত্যায়নীর বালুকাময় প্রতিমা নিজ হস্তে নির্মাণ করতঃ প্রত্যহ বিধি অনুসারে অর্চনা করিতেন। চন্দন, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য, পুষ্প মাল্য, বস্ত্রভূষণাদি উপহার, ধূপ, দীপ, নবপল্লব, বিবিধ ফল, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্বারা বিধি অনুসারে দেবী কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিতেন।

৪। হে দেবি কাত্যায়নি, হে মহামায়ে, অচিন্ত্য ভগবৎশক্তি রূপে, হে মহা যোগিনি, অঘটন ঘটন পটীয়সী হে অধীশ্বরি (সর্বেশ্বরি), নন্দ গোপ সুত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আমার পতি করিয়া দিন, এই আপনার চরণে প্রণাম। ব্রজকুমারীগণ এই মন্ত্র জপ করিয়া কাত্যায়নী দেবীর অর্চনা করিয়াছিলেন।

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥৫
উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥৬
নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ববৎ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ॥৭

৫। কৃষ্ণ সমর্পিতচিত্ত ব্রজকুমারীগণ এক মাসকাল বিধিমত ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, এবং নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তি কামনায় ভদ্রকালী দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন। যাহাদের চিত্ত কৃষ্ণে বিরাজিত তাহাদের কৃত যে কোন দেবদেবীর অর্চনাই কৃষ্ণার্চনাতে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সব দেব দেবীই কৃষ্ণের অংশ বা কলা। এই জন্যই দেখিতে পাইব ব্রত পূর্ত্তিদিনে স্বয়ং কৃষ্ণই আসিয়া কুমারীগণকে ব্রত পূর্ত্তির ফল বা বর দান করিয়াছিলেন।

৬। এই একমাস কাল কুমারীগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তেরও পূর্বে শয্যাত্যাগ করিতেন ও মুখ প্রক্ষালণ, দন্তধাপনাদি কার্যশেষে রাত্রিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং কাত্যায়নী পূজার উপকরণাদি সঙ্গে নিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। অতঃপর একে অন্যকে নাম ধরিয়া আহ্বান করিতেন ও এক নির্দিষ্ট স্থানে সকলে মিলিত হইতেন। তথা হইতে সকলে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণ নাম গুণলীলা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে স্নানার্থ যমুনা তীরে গমন করিতেন।

৭। এইভাবে একমাস পূর্ত্তিদিনে গৌণ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা তিথিতে ব্রজস্থ গোপকুমারীগণ পূর্ব পূর্ব দিনের মত যমুনাতীরে গমন পূর্বক পরিধেয় বসন যমুনাতীরে রক্ষা করতঃ কৃষ্ণগান সহকারে নগ্ন দেহে পরমানন্দে জল ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অদ্য ব্রত পূর্ণ হইবে এই আনন্দে হেমন্ত কালের সুশীতল জলেও শৈত্য অনুভব করিলেন না।

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্মসিদ্ধয়ে ॥৮
তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥৯

৮। যাঁহারা যোগবলে সর্বজ্ঞত্বাদি সর্বসিদ্ধি করতলগত করিয়াছেন, সেই সমস্ত যোগেশ্বর গণেরও ঈশ্বর অথবা শিব সনকাদি যোগেশ্বর গণেরও ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারী গণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া ব্রত পূর্তি দিবসে ব্রতসিদ্ধি দান করিবার জন্য দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিনি নামক চারিজন বয়স্য সঙ্গে তথায় আগমন করিলেন। বৈষ্ণব তোষিণী গৌতমীয় তন্ত্রানুসারে বলিতেছেন এই চারিজন কৃষ্ণের অন্তঃকরণ সদৃশ। কৃষ্ণের বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত মন। কৃষ্ণের অভেদে ইহারা পূজ্য। চক্রবর্তিচরণ বলিতেছেন—এই চারিজন দুইতিন বৎসর বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ ভেদবুদ্ধি রহিত দিগম্বর বালক।

৯। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে আসিয়া দেখিলেন—গোপ কুমারীগণ তাহাদের পরিধেয় বসন তটভূমিতে রক্ষা করতঃ যমুনাতে জলকেলি করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অমনি সেই পরিধেয় একত্রীভূত করতঃ সত্বর কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং সেই বস্ত্রসমূহ বৃক্ষ শাখাগুলিতে রাখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া বালকগণ উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। হাস্যধ্বনি শ্রবণে বালিকাগণের দৃষ্টি বৃক্ষোপরি পতিত হইল তাহারা দেখিলেন তাহাদের ব্রতের ফল স্বয়ং আসিয়া তাহাদের বসন চুরি করিয়াছেন। ইহাতে, তাহাদের মনে আনন্দ হইল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন—কুমারীগণ, আজ আমি প্রত্যূষে গোষ্ঠে আসিয়া দেখিলাম আমার প্রিয় কদম্ববৃক্ষে পুষ্পের পরিবর্তে বিভিন্ন বর্ণের অন্য কি দ্রব্য ধরিয়া রহিয়াছে। বৃক্ষে উঠিয়া দেখিলাম ইহা অনেকগুলি বস্ত্র। তোমরা কি জান এই বস্ত্রগুলি কাহারা বৃক্ষে রাখিয়া গিয়াছে? বালিকাগণ বলিলেন—এযে দেখিতেছি আমাদেরই বস্ত্রসমূহ। নিশ্চয়ই

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্ ।
সত্যং ব্রবাণি নো নর্ম যদ্ যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥১০
ন ময়োদিতপূর্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবোত সুমধ্যমাঃ ॥১১

তুমি পরিহাস বশতঃ উপরে তুলিয়া রাখিয়াছ। কৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা কেন আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিতেছ? আমি বস্ত্র নিয়াছি, তোমরা কি দেখিয়াছ? এবং এই বস্ত্র যে তোমাদের, তাহারই বা প্রমাণ কি? বালিকাগণ বলিলেন—চেয়ে দেখ ইহা স্ত্রীজাতির ব্যবহৃত বস্ত্র। কৃষ্ণ বলিলেন—স্ত্রীজাতির ব্যবহার্য্য বসন হইলেই যে তোমাদের হইবে তাহারই বা যুক্তি কোথায়? তোমরা কি জাননা স্বর্গস্থ দেবীগণও যমুনাতে স্নান পূর্ব্বক কাত্যায়নী অর্চ্চনা করিয়া থাকেন? দেবীগণের বসন হইতে পারে। তখন বলিলেন—হে শ্যামসুন্দর, এখানে দেবীগণ অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোক উপস্থিত নাই। অতএব আমাদের বস্ত্র আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর।

১০। কৃষ্ণ বলিলেন—হে অবলাগণ, যদি বস্ত্রগুলি তোমাদের হয়, তাহা হইলে তোমরা একে একে বৃক্ষমূলে আস এবং নিজ নিজ বস্ত্র প্রদর্শন কর। আমি তোমাদিগকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিব। যদি একা একা আসিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তাহা হইলে একসঙ্গে দুই বা তিনজন করিয়া অসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর। আমি সত্যকথা বলিতেছি। তোমরা একমাস ব্রত ধারণ করিয়া আছ, তোমাদের সঙ্গে কপটতা করিব না। বস্ত্র নিশ্চয়ই দিব। তোমরা নিজ নিজ বসন গ্রহণ করিয়া, আমি যে এতক্ষণ বস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিলাম, এইজন্য তোমাদের হার পারিতোষিক রূপে অর্পণ করিয়ো।

১১। আমি কখনো মিথ্যা ভাষণ করি না, এই সহচর বালকগণকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার—। তোমরা কেন শীতকালে শীতল যমুনা জলে দাঁড়াইয়া কষ্ট পাইতেছ? একা একাও আসিতে পার, নতুবা

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥১২
এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥১৩

কয়েকজন মিলিয়া একসঙ্গেও আসিয়া বস্ত্র সমূহ গ্রহণ কর। কৃষ্ণের বাক্যে সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। কৃষ্ণের বাক্যাদি সমস্তই তাহাদের ভাবের অনুকূল। তাহাদের ব্রতধারণ যেন সফল হইতেছে মনে হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—হে সুন্দরি সুমধ্যমাগণ, তোমরা কেন শীতে অনর্থক কষ্ট পাইতেছ? শাস্ত্রে মস্তককে উত্তমাঙ্গ বলা হইয়া থাকে। তোমাদের সেই সুন্দর উত্তমাঙ্গ যখন আমাকে প্রদর্শন করাইতেছ তাহা হইলে সুন্দর মধ্যমাঙ্গ প্রদর্শন করাইতে কেন মিথ্যা লজ্জা করিতেছ?

১২। কৃষ্ণের পরিহাস বাক্য শ্রবণে কুমারীগণ প্রেম পরিপ্লুতা হইলেন। একজন অপর একজনকে বলিলেন—অয়ি সুন্দরি, তোমাকে আহ্বান করিতেছে। 'তুমি অগ্রে গমন কর।' অপরা বলিলেন—'অয়ি সুধামুখি, তুমিই যাও এবং সুধাপান কর।' তাহারা একে অন্যের দিকে সহাস্য নয়নে চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই জল হইতে তীরে উত্থিত হইলেন না। গোপ কুমারীগণ যে বয়সে কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই বয়সে অঙ্গাদির বিকাশ বা পূর্ণতা হয় নাই। লজ্জার কারণও নাই। কিন্তু ব্রজকুমারীগণ নিত্য কান্তা হেতু জন্মাবধিই কৃষ্ণে প্রেমবতী। তাহাদের দেহাধ্যাস নাই। নিজে বালিকা বা তরুণী এই জ্ঞানবিহীনা। প্রেমসহচরী লজ্জাহেতু যমুনার নীর হইতে তীরে উঠিতে পারিলেন না। এই লীলাকালে কৃষ্ণের লৌকিক বয়স আট বৎসর এবং গোপীগণের পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র।

১৩। কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে সুন্দরীগণ, তোমাদের ভাবে মনে হইতেছে তোমরা বস্ত্র গ্রহণ করিতে আগ্রহান্বিত নহ। তাহা হইলে

মাহনয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বাস্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ॥১৪

বস্ত্র দ্বারা বৃক্ষ শাখাতে আমরা হিন্দোলিকা রচনা করিয়া ক্রীড়া করি। আবার গত রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় নাই। কতকগুলি বস্ত্র দ্বারা উপাধান রচনা করিয়া বৃক্ষ শাখাতে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে পারিব। কুমারীগণ বলিলেন—ভো গোপাল, তোমাদের গাভীগণ তৃণ লোভে গহ্বরে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, সত্বর উহাদের আনয়ন কর। কৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—হে কুমারীগণ, তোমাদের পিতামাতা তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া অন্বেষণ করিতেছেন। তোমরা সত্বর গৃহে গমন কর। বালিকাগণ তখন বলিলেন—ওহে শিখণ্ড চূড়, আমরা পিতা মাতার আদেশে এক মাস কাত্যায়নী ব্রত করিয়াছি। আজ হইতে উদবাস ব্রত (জলে বাস রূপ ব্রত) আরম্ভ করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিতেছেন—আমি এই বৃক্ষে নভোবাস ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলাম। তোমরা সকলে উদবাস ব্রত আরম্ভ করিতেছ দেখিয়া মনে হইতেছে। উহাই বোধ হয় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমারও বাসনা হইতেছে আমিও এই যমুনার জলে উদবাস ব্রত আরম্ভ করি। এই বলিয়া কৃষ্ণ বৃক্ষ হইতেঅবতরণ করিবার ভঙ্গি করিলেন। তখন বালিকাগণ প্রেম স্বভাব সুলভ লজ্জা বশতঃ মনে মনে শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যদি আমাদের শ্যামসুন্দর জলে অবতরণ করেন তবে না জানি কি বিড়ম্বনায় পতিত হইব। তাহারা আকণ্ঠ মগ্ন জলে চলিয়া গেলেন এবং শীত কম্পিত কলেবরে করজোড়ে কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—

১৪। গোপ কুমারীগণ বলিতে লাগিলেন—হে গোপরাজ নন্দন তুমি গোপ বালক আমরা গোপ বালিকা; শিশুকাল হইতেই তুমি আমাদের অতি প্রিয়। আমাদের প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করা তোমার পক্ষে শোভন হয় না। এই ব্রজ মধ্যে সকলে তোমার প্রশংসা করিয়া থাকে। তোমাকে নিয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি। আমাদের

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্‌।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নো চেদ্‌ রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥১৫

শ্রীভগবানুবাচ।

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্তু শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥১৬

বস্ত্র হরণ রূপ নিন্দনীয় কার্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এই দেখ শীতে কম্পিত হইতেছি। আমাদের বস্ত্র সমূহ প্রত্যর্পণ কর। কৃষ্ণ বস্ত্র প্রদান করিলেন না। বালিকাগণের 'সাম' উপায় ব্যর্থ হইল।

১৫। তখন তাহারা 'দান' উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বালিকাগণ বলিতে লাগিলেন—হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী হইয়া সর্ববিধ আজ্ঞা পালন করিব, তুমি বস্ত্রগুলি সত্বর প্রত্যর্পণ কর। কৃষ্ণ হয়তঃ বলিতে পারেন আমি রাজপুত্র। আমার দাস দাসীর অভাব নাই, সেই জন্য শ্যাম সুন্দর সম্বোধন করিয়া বুঝাইতে চাহিলেন তোমার মত সুন্দরের যে ভাবে সেবা করিলে প্রীতি বিধান হইবে, সেইভাবেই সেবা দাসী হইয়া আজীবন সেবা করিব। আবার বলিলেন তুমি ধর্মজ্ঞ, ধর্মতত্ত্ব সবই অবগত আছ। পরের দ্রব্য অপহরণ এবং নগ্ন স্ত্রী দর্শন উভয়ই পাপ কর্ম। তোমার পক্ষে ইহা করা অতি অশোভন হইবে। ইহাতেও যখন কাজ হইল না, তখন তাহারা 'ভেদ' নামক উপায়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারা বলিলেন—গোপরাজ নন্দ ধার্মিক প্রজা বৎসল। তুমি যদি বস্ত্র প্রত্যর্পণ না করিয়া আমাদের প্রতি অন্যায় আচরণ কর, তাহা হইলে আমরা অনন্যোপায় হইয়া রাজদ্বারে অভিযোগ করিব। তুমি অতি সুবোধ, আমাদিগকে এইরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতে দিয়ো না। তুমি আমাদের প্রিয়, আমাদের বস্ত্রগুলি প্রদান কর।

১৬। শ্রীভগবান বলিলেন—হে সুন্দরীগণ, তোমরা এই মাত্র বলিলে তোমরা আমার দাসী হইয়া সর্ববিধ আজ্ঞা পালন করিবে।

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥১৭
ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥১৮

তোমাদের বাক্য যে সত্য, তাহা নিজ কার্য্য দ্বারা প্রমাণ কর। তোমরা এখানে আসিয়া নিজনিজ বস্ত্র গ্রহণ কর। হে শুচিস্মিতাগণ, তোমাদের বিমল হাস্যে মনে হইতেছে শীতে তোমরা ক্লিষ্ট হইতেছ না। তোমরা এইরূপ হাসিমুখে আসিয়া বস্ত্র গ্রহণ কর। তোমরা নিজে না আসিলে আমি কিছুতেই বস্ত্র অর্পণ করিব না। আমাকে রাজ ভয় দেখাইও না। স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি আমাকে কিছুই বলিবেন না।

১৭। কুমারীগণ নিজনিজ সখীগণের নিকট বলিতে লাগিলেন—আমরা নিজ বাক্যেই পরাভূত হইয়াছি। এখন যদি বিলম্ব করি, তাহা হইলে অন্য কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়িলে বিড়ম্বনার অবধি থাকিবে না। বিশেষতঃ আমরা যে উদ্দেশ্যে ব্রত করিলাম সেই উদ্দেশ্য অর্থাৎ ইহার অঙ্গ স্পর্শ প্রাপ্তি আশা বলবতী হইতেছে, এই যমুনাজলে প্রাণ ত্যাগ করিতেও দিতেছে না। সুতরাং নিজ হঠ ত্যাগপূর্বক প্রিয়তমের হঠই পালন করিতে হইবে। এস আমরা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া নিজ চক্ষু মুদিত করতঃ যথাসম্ভব সঙ্কুচিত দেহে তটে উত্থান করি। এইরূপ মন্ত্রণা করতঃ শীতে কম্পিত কলেবর বালিকাগণ করতল দ্বারা যথাসম্ভব লজ্জাস্থান আচ্ছাদন করতঃ তীরে উত্থিত হইলেন। উন্মুক্ত কেশ পাশ দ্বারাও দেহের কিয়দংশ আচ্ছাদিত হইল।

১৮। (আ সম্যক প্রকারে হতা মৃতা=আহতা) শ্রীভগবান দেখিলেন যে লজ্জাত্যাগ কুলবতীগণের পক্ষে মরণাধিক, তাহাও এই কুমারীগণ আমার প্রীতি হেতু করিয়াছে। বালিকাগণের শুদ্ধ নিরুপাধি প্রেমে শ্রীভগবান প্রসন্ন হইলেন। তিনি বালিকাগণের বস্ত্র বৃক্ষশাখা

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্ ।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধো বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥১৯

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্ ।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥২০

হইতে তুলিয়া নিজস্কন্ধে স্থাপন করিলেন। প্রেমবতীগণের অঙ্গ সৌরভ প্রাপ্তি লোভবশতঃ এবং তোমাদের অধোবসনও আমি নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিলাম—ইহা দ্বারা প্রণয় ও আদর প্রদর্শিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে বলিলেন—

১৯। হে ব্রত পরায়ণা কুমারীগণ, তোমাদের ব্রত কাল পূর্তি হইয়াছে। তোমাদের বসনও এই আমার স্কন্ধে আছে। তোমরা একটি অপরাধ করিয়াছ। এই অপরাধের প্রতিকার না করিলে পূর্ণকাম হইবে না। ইহা শ্রবণ মাত্রই কুমারীগণের বদন শুষ্ক হইয়া গেল—না জানি কি অপরাধে তাহারা অপরাধী। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—তোমরা ব্রত ধারণকালে বিবস্ত্রাবস্থায় যমুনাতে নামিয়া স্নান করিয়াছ। ইহাতে জলশায়ী নারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিকার রূপে তোমরা উভয় হস্ত অঞ্জলি বদ্ধাবস্থায় মস্তকে রাখ এবং এই কদম্ব বৃক্ষমূলে জলশায়ী নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রণাম কর। তাহা হইলেই তোমরা পূর্ণকাম হইবে। প্রণাম করিয়া নিজনিজ বস্ত্র গ্রহণ কর।

২০। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে কুমারীগণ মনে করিলেন—বিবস্ত্রাবস্থায় স্নান করাতে তাহাদের ব্রতভঙ্গ হইয়াছে। তখন ব্রতপূর্তি জন্য এবং অন্যান্য অশেষ কর্মফলের জন্য ব্রতের সাক্ষাৎ ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বদ্ধাঞ্জলি

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥২১

মস্তকে রাখিয়া ভূমিতে প্রণাম করিলেন। ইহাতেই তাহাদের সর্বদোষ নিবৃত্ত হইল।

২১। পরম করুণানিলয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপকুমারীগণকে নিজ নির্দেশমত লজ্জা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করাইলেন। বদ্ধাঞ্জলি মস্তকে করিয়া প্রণাম করাইলেন এবং তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন ও তাহাদের মনোবাসনা সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তাহাদের বস্ত্রও তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। কুলরমণীগণের পক্ষে প্রাণ ত্যাগ অপেক্ষা লজ্জাত্যাগ সহস্রগুণে কঠিন, কৃষ্ণ প্রীতি উদ্দেশ্যে গোপ কুমারীগণ তাহাও ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে সর্বপ্রাণীর অন্তরে সর্বক্ষণ আছেন। তিনি নগ্নদেহ ও নগ্নমন সব সময়েই দেখিতেছেন; তাঁহার নিকট জীবের গোপন কিছুই নাই। কুমারীগণের নগ্নদেহ দেখিবার জন্য এই লীলা নহে। কুমারীগণ যাহাতে সর্ব্বস্ব কৃষ্ণে অর্পণ করেন, তাহাই লীলার উদ্দেশ্য। সবই দিব, লজ্জা অর্পণ করিব না, ইহা আমার থাকিবে, তাহা হইলে কৃষ্ণকে সর্বস্ব দেওয়া হইল না। সেই উদ্দেশ্যে এই লীলা। পরে আমরা দেখিতে পাইব, রাসরজনীতে বংশীধ্বনি শ্রবণে সর্বস্ব ত্যাগ করিল, কিন্তু কৃষ্ণ বাহিরে উপেক্ষা সূচক বাক্য বলিলেন। কারণ অন্তরের রতি প্রার্থনা কোন সুনায়িকা মুখে প্রকাশ করিতে পারেন না। সেই অন্তরের কথা মুখে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাক্‌বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

"এক হাতে ওর কৃপাণ আছে, আরেক হাতে হার
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।
আধেক নিয়ে ফিরবে নারে না, না, না,
যা আছে সব একেবারে করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেছে তোর দ্বার।"

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥২২
পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥২৩

যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে হইলে সর্বস্ব অর্পণ অবশ্যই করিতে হইবে। শ্রীশুকদেব এই শ্লোকে কৃষ্ণকে 'দেবকীসুত' বলিয়াছেন, এই শব্দে পরীক্ষিতের প্রতি উক্ত হইয়াছে—উদ্দেশ্য—হে পরীক্ষিত, তোমাদের কুলদেবতা, গর্ভাবস্থায় তোমার রক্ষাকর্তা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তোমার পিতামহকে গীতাজ্ঞান উপদেষ্টা দেবকীসুত কৃষ্ণ (যশোদারও অপর নাম দেবকী), গোপকন্যার সঙ্গে অভিনব প্রেমের খেলা খেলিতেছেন দেখ।

২২। শ্রীকৃষ্ণ এই লীলাতে গোপ কুমারীগণকে নানাভাবে বিড়ম্বিত করিয়াছেন। দেশাচার হেতু এবং অল্পবয়স্কা বালিকাগণের নগ্নস্নান দোষণীয় নহে এইজন্য বিবস্ত্রাবস্থায় স্নানহেতু জলশায়ী নারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছ—কৃষ্ণের এই বাক্যে গোপকন্যাগণ বঞ্চিত হইলেন। কদম্বমূলে আসিয়া বসন গ্রহণ কর এই বাক্যে লজ্জা ত্যাগ করাইয়াছেন, সত্য বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না এই বাক্যে উপহসিতা, মস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম কর এই বাক্যে পুত্তলিকাবৎ চালিতা হইয়াছিলেন। সর্বোপরি কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃতবসনা হইয়াও কুমারীগণ কৃষ্ণের সঙ্গজনিত আনন্দে কৃষ্ণের পূর্বোক্ত ব্যবহারে অসূয়া দর্শন করিলেন না। কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্রজ গোপীগণ না করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য নাই। ধন্য গোপীগণের প্রেম মহিমা।

২৩। ব্রজ কুমারীগণ নিজ নিজ বসন পরিধান করিলেন। কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণে আসক্তা ইহা শ্রীকৃষ্ণ যেমন বুঝিলেন, কাত্যায়নী প্রসাদে

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥২৪
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥২৫
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে ॥২৬

কুমারীগণও বুঝিলেন কৃষ্ণ তাহাদের প্রতি অনুরক্ত। কৃষ্ণ কর্তৃক গৃহীত চিত্তা কুমারীগণ সলজ্জ দৃষ্টিতে কৃষ্ণের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেইস্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে যে লজ্জা তাহারা ইতি-পূর্বে ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই লজ্জাই পুনরায় তাহাদিগকে অধিকার করিয়া রাখিল।

২৪। ভক্ত বাৎসল্য হেতু যিনি মাতা কর্তৃক রজ্জু দ্বারা বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই স্বয়ং ভগবান দামোদর, তাঁহারই চরণ প্রাপ্তি কামনায় ধৃতব্রতা গোপ কুমারীগণের মনোভাব অবগত হইলেন। গোপ কন্যাগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত। কিন্তু তাহারা তাহাদের মনোবাসনা হ্রীমত্বা হেতু প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তখন পরম কারুণিক ও প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন—

২৫। হে সাধ্বীগণ, তোমরা যে সঙ্কল্প করিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছ তাহা লজ্জা বশতঃ না বলিলেও আমি অবগত হইয়াছি। পতিরূপে আমার সেবা করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আমি ইহা অনুমোদন করিলাম। তোমরা যেমন আমাকে পতিরূপে লাভ করিতে চাও, আমিও তোমাদের ন্যায় সরলা প্রেমবতীগণকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। তোমাদের মনোবাসনা অবিলম্বে সফল হইবে।

২৬। যব, ধান্য অগ্নিতে ভর্জিত কিম্বা রন্ধিত হইলে যেমন সেই যব হইতে অঙ্কুরোদগম হয় না, তদ্বৎ মন আমাতে আবিষ্ট বা সমর্পিত হইলে, সেই মনে আর বিষয় বাসনা উদগম হয় না। তোমাদের মন

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥২৭

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥২৮
অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্‌গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥২৯
নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥৩০

আমাতে সমর্পিত ও আবিষ্ট, অতএব তোমরা গৃহে গমন করিলেও, তোমাদের মনে কেবলমাত্র আমার সেবা বাসনাই থাকিবে, অন্য কোন বিষয় বাসনা জন্মিবে না।

২৭। হে সতীগণ, তোমরা যে উদ্দেশ্যে দেবী-কাত্যায়নীর ব্রত করিয়াছ, তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। আগামী পূর্ণিমা রজনী সমূহে তোমাদের সঙ্গে আনন্দ বিহার করিব। তোমরা গৃহে গমন কর।

২৮। শ্রীশুকদেব বলিলেন—

গোপ কুমারীগণ এইভাবে শ্রীভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হইলে তাহাদের মনস্কাম পূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে অন্যত্র যাইতে তাহাদের অনিচ্ছা হইলেও বাধ্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে কষ্টসহকারে ব্রজ গৃহে গমন করিলেন।

২৯, ৩০। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে বস্ত্রহরণ লীলা হইয়াছিল। ইহার পর শীত ও বসন্ত ঋতুর অবসানে গ্রীষ্মঋতুতে অনুষ্ঠিত যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নীগণের প্রতি কৃপা স্মরণ করিয়া শ্রীশুকদেব বলিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন গ্রীষ্মকালে স্বয়ং ভগবান যশোদা নন্দন কৃষ্ণ অগ্রজ বলরাম সহ শ্রীদামাদি গোপবালকগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবন হইতে দূরবর্ত্তী কাম্যক বন প্রদেশে গমন করিলেন। তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল। গ্রীষ্মকালীন তীব্র রৌদ্রতাপে ক্লিষ্ট হইয়া অনেক

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশাল, বৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥৩১
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥৩২
অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৩৩

জীবজন্তু বৃক্ষের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়াছে। পথি পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষগণ তাহাদের ঘন পল্লব নির্ম্মিত ছত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপবালকগণকে প্রচণ্ড রৌদ্র তাপ হইতে রক্ষা করিতেছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—

৩১-৩২। হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জ্জুন, হে বিশাল, হে বৃষভ, হে ওজস্বিন্, হে দেবপ্রস্থ, হে বরূথপ, এই মহা ভাগ্যবান বৃক্ষ সমূহকে নিরীক্ষণ কর। অপরের উপকারের জন্যই ইহারা জীবন ধারণ করিতেছে। নিজেরা ঝড়, বৃষ্টি, ও শীত সহ্য করিয়াও আমাদিগকে এবং আশ্রয় প্রার্থী জীব মাত্রকেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করিতেছে।

৩৩। অহো, এই বৃক্ষগণের জীবনই সার্থক, কেন না বৃক্ষগণ যতদিন জীবন ধারণ করেন, ততদিন ইহারা বহু প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকেন। কদাপি কাহারও বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করেন না। মহজ্জনের নিকট হইতে যেমন কোন প্রার্থী বিমুখ হয় না, তদ্রূপ ইহারাও কোন প্রার্থীকে কদাপি বিমুখ করেন না। এমন কি যে দুর্জ্জন ইহাদের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করে তাহাকেও ছায়া ও ফল দান করিতে বিরত হন না।

৩৪। এই বৃক্ষ সমূহের প্রত্যেক অংশ জনহিতের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। পত্র দ্বারা গো জাতির খাদ্য, দেব পূজা, ঔষধাদি, পুষ্প দ্বারা পূজা, সজ্জা, ফল দ্বারা খাদ্য, ছায়া দ্বারা আতপ নিবারণ, মূল দ্বারা ঔষধাদি, বল্কল দ্বারা ঔষধ, লিখন, পরিধানোপকরণ, দারু (কাষ্ঠ) দ্বারা রন্ধনাদি

পত্র-পুষ্প-ফলচ্ছায়ামূল-বল্কল-দারুভিঃ।
গন্ধ-নির্য্যাস-ভস্মাস্থি-তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥৩৪
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥৩৫
ইতি প্রবালস্তবক-ফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যেন যমুনাং গতঃ ॥৩৬
তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥৩৭

কার্য্য, গন্ধ দ্বারা পূজোপকরণ, প্রসাধন, নির্য্যাস বা আঠা দ্বারা পৃথক বস্তু দ্বয়ের সংযোগ, ভস্ম দ্বারা শীত নিবারণ এবং চারা গাছের সার অস্থি (সারাংশ) দ্বারা মূল্যবান গৃহোপকরণাদি প্রস্তুত, পল্লব অঙ্কুরাদি দ্বারা পূজা কার্য্যাদি হইয়া থাকে। বৃক্ষ প্রার্থীগণকে ইহা ইচ্ছামত দান করিয়া থাকেন, কোন প্রকার কার্পণ্য করেন না। বৃক্ষের মত দাতা কেহ নাই।

৩৫। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা পরের মঙ্গল করাই জীবনের সার্থকতা। পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করা যেমন দধিচি করিয়াছিলেন ইহা মরণের সার্থকতা। এখনো কেহ কেহ আছেন বহু লোকের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তাঁহারা ধন্য। বৃক্ষগণ সর্বভাবে জীবনে ও মরণে পরোপকার করিয়া থাকেন।

৩৬। এইরূপে নানাভাবে বৃক্ষগণের সুখ্যাতি করিতে করিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পথের উভয় পার্শ্বস্থ কোমল পত্র, পুষ্প গুচ্ছ, ফল ও পত্রাদিভারে অবনত শাখা বৃক্ষ সমূহের মধ্যবর্তী পথে যমুনা তীরে গমন করিলেন।

৩৭। হে নৃপ, যমুনাতটে গমন করিয়া গোপ বালকগণ গো মহিষাদি পশুগণকে যমুনার স্বচ্ছ, শীতল, আরোগ্যকারক জল পান করাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ বলরাম ও সহচরগণ সকলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালণ পূর্ব্বক তৃপ্তির সহিত সুস্বাদু জলপান করিলেন।

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্তা ইদমব্রুবন্ ॥৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পরমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২২

৩৮। যমুনাতীরে অশোক তরুশোভিত উপবনের নিকটবর্তী তৃণ ক্ষেত্রে পশুগণ আনন্দে বিচরণ করিতে লাগিল। গোপ বালকগণ ইতস্ততঃ কোন ফলবৃক্ষ আছে কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই উপবনে কোন ফলবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন না। সেইদিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ সকলের পত্নীগণের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিবেন মনে ইচ্ছা করিয়াছিবেন। এইজন্য লীলা শক্তি গোপ বালকগণের এবং তাহাদের মাতৃগণের মনে অন্যান্য দিনের ন্যায় ভোজন দ্রব্য সঙ্গে লইতে এবং দিতে বিস্মৃতি ঘটাইয়াছিলেন। বালকগণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিলেন। নিকটে কোন ফলবৃক্ষ না পাওয়াতে তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন— আমরা যখন ক্ষুধার্ত্ত, তখন আমাদের প্রাণের ভাই কানাইও নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে। তাহাকে ক্ষুধা হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে ক্ষুধা হয় নাই। সুতরাং এস আমরা সকলে ক্ষুধার কথা তাহাকে জ্ঞাপন করি। তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষুধা শান্তির ব্যবস্থা করিবে। তখন আমরা সকলে একত্র আনন্দে ভোজন করিব। এই মনে করিয়া শ্রীদাম সুবলাদি সখাবৃন্দ কৃষ্ণ-বলরামের নিকট গমন করতঃ বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিল।

দশম স্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অন্নযাচ্ঞাচ্ছলেন শ্রীভগবতো দ্বিজপত্নীষ্বনুগ্রহঃ।]

গোপা উচুঃ।

রাম রাম মহাবীর্য্য কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥১

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়াঃ বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২

১। গোপগণ বলিলেন,—হে রাম, হে মহাপরাক্রমশালী বলরাম, হে দুষ্টদমনকারী কৃষ্ণ, ক্ষুধা আমাদিগকে ভীষণ কষ্ট দিতেছে। আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। "ক্ষুৎখলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ" এই শ্রুতি বাক্যে জানা যায় ক্ষুধা মানুষের প্রবল শত্রু। অতএব, তোমরা এই শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া শান্তি বিধান কর।

২। শ্রীশুকদেব বলিলেন—গোপগণের কথা শ্রবণ মাত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের কথা মনে পড়িল। শ্রীকৃষ্ণ জগদীশ্বর স্বয়ং ভগবান, তিনি ইচ্ছামাত্রই গোপগণের ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তখনই মনে হইল এই ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেম-ভক্তি সম্পন্না। যদিও তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ করেন নাই, তথাপি ভগবানের কথা শ্রবণ করিয়া (শ্রবণাঙ্গ ভক্তি) শ্রীকৃষ্ণে প্রেমবতী হইয়াছেন এবং মনে মনে শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গোপ বালকগণের ক্ষুধা শান্তিছলে তাঁহার ভক্ত ব্রাহ্মণ পত্নীগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন ও দর্শনদান করিবেন এই মনে করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালকগণকে বলিলেন—সখাগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত হইয়াছ। ইহা পূর্বে বল নাই কেন? অনর্থক তোমরা

প্রয়াত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥৩

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্‌বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্‌ ॥৪

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বাযাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্‌ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥৫

ফলবান বৃক্ষ অন্বেষণে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছ। পূর্বে আমাকে বলিলে তখনই ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিতাম।

৩। তোমরা অদূরস্থ ঐ যজ্ঞশালায় গমন কর। তথায় ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনায় আঙ্গিরস নামক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণগণকে বেদজ্ঞ না বলিয়া ব্রহ্মবাদী বা বেদবাদী বলা হইয়াছে। ইহার মর্মার্থ এই ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ নহেন অর্থাৎ বেদের গূঢ় অভিপ্রায়-অবগত নহেন। ইহারা কেবল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বেদের গূঢ়ার্থ জানিলে অস্থায়ী ভোগ সুখের জন্য স্বর্গ কামনা না করিয়া ভগবচ্চরণ লাভ করিবার বাসনা করিতেন।

৪। যজ্ঞস্থলে প্রচুর অন্ন প্রস্তুত আছে। তথায় গিয়া সেই ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন যাচ্ঞা করিও। নিজের জন্য অন্ন প্রার্থনা করিতে তোমরা হয়তঃ সঙ্কোচ বোধ করিবে। তোমরা আর্য বলরাম ও আমার নাম করিয়া যাচ্ঞা করিও। বলিও আমরাই অন্নের জন্য তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি। শ্রীভগবান সর্ব্বজ্ঞ; ব্রাহ্মণগণ যে অন্নদান করিবেন না ইহা তিনি জানিতেন। ভক্তিবিহীন বেদঘোষশীল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ হইতে ভক্তিমতী স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠতা জগতে প্রদর্শন করাইবার জন্যই এরূপ আদেশ।

৫। ভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোপবালকগণ অবিলম্বে যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন এবং তথায় যজ্ঞের বিপুল আয়োজন ও

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তাঞ্জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নো রামচোদিতান্ ॥৬

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ ॥৭

আড়ম্বর দৃষ্টে মনে করিলেন ব্রাহ্মণগণ অবশ্যই তাহাদিগকে প্রচুর অন্ন প্রদান করিবেন। তাহারা প্রথমেই ব্রাহ্মণগণকে ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং প্রণামানন্তর করজোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন—উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তাহারা অন্ন যাচ্ঞা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে দেখিয়াও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ব্রাহ্মণগণের উপেক্ষা দেখিয়াও কৃষ্ণ সহচরগণ তাহাদের দোষদর্শন করিলেন না। এইভাবে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান থাকার পরে ব্রাহ্মণগণকে অবসর প্রাপ্ত দেখিয়া বিনয় পূর্বক বলিতে লাগিলেন—

৬। পৃথিবাতে ব্রাহ্মণগণই দেবতা সদৃশ। এইজন্য গোপবালকগণ বলিলেন—হে ভূদেবগণ, আপনাদের যজ্ঞ মঙ্গল মত অনুষ্ঠিত হোক; আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন। আমরা সকলে কৃষ্ণের আজ্ঞাবহ। আর্য বলরাম কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি।

৭। কৃষ্ণ বলরাম আজ গোচারণ করিতে করিতে এই যজ্ঞশালার অনতিদূরে আসিয়াছেন। দীর্ঘপথ অতিক্রমণে তাহারাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদের নিকট অন্নপ্রার্থী হইয়া আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ, আপনারা সকলে ধার্মিক চূড়ামণি। আপনাদিগকে আমরা আর কি বলিব? আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিই অন্নদানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। বিশেষতঃ ইহারা অতিথি। গৃহস্থের দ্বার হইতে অতিথি বিমুখ হইয়া ফিরিয়া গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হইয়া

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥৮
ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥৯

থাকে। যদি আপনাদের শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমাদের নিকট তাহাদের উপযোগী অন্ন প্রদান করিতে পারেন।

৮। ব্রাহ্মণগণ কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া বালকগণ পুনরায় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ, কোনও যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে পশুবধের পরবর্তী কালে দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন গ্রহণে দোষ হয় না এবং সৌত্রামণি ব্যতীত অন্য যজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তিরও অন্ন গ্রহণে দোষ হয় না। আপনারা আঙ্গিরস যজ্ঞ করিতেছেন। সুতরাং আপনাদের অন্ন গ্রহণে দোষ হইবে না। আপনারা ইচ্ছা করিলে অন্নদান করিতে পারেন। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ অন্নদান দূরে থাক, কোন উত্তর পর্যন্ত দিলেন না।

৯। গোপবালকগণ দৈন্য ও বিনয় সহকারে এবং শাস্ত্রসম্মত সুযুক্তি প্রদর্শন করতঃ স্পষ্টভাবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নাম উল্লেখ করিয়া অন্নযাচ্ঞা করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম ক্ষুধার্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহাও বলিলেন; কিন্তু সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বালকগণের বাক্য শুনিয়াও শুনিলেন না, তাহারা যে ভাবে নিজ কর্মে ব্যস্ত ছিলেন, সেইভাবেই রহিলেন। তাহাদের প্রতি বাক্যালাপ দূরের কথা, দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করিলেন না। সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিলেন। স্বয়ং ভগবান ও তদীয় পার্ষদগণের প্রতি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের এই অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার শুকদেব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিতেছেন—এই ব্রাহ্মণগণ ক্ষুদ্রাশা, কেননা অস্থায়ীভাবে কিয়ৎকাল স্বর্গবাস করিবেন এই মাত্র আশা, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহারা ভূরিকর্মানো, এই সামান্য আশাপূর্তি জন্য আঙ্গিরস নামক বিরাট ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য যজ্ঞ করিতেছে। ইহারা "বালিশাঃ" বৃদ্ধমানিনঃ, অর্থাৎ

দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥১০
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ ভগবন্তমধোক্ষজম্।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥১১
ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥১২
তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥১৩

প্রকৃতপক্ষে ইহারা বুদ্ধিহীন, মূর্খ, অথচ নিজকে জ্ঞানী মনে করিতেছে। ইহারা ভগবৎ অবজ্ঞা হেতু অপরাধ সঞ্চিত করিতেছে।

১০-১১। যজ্ঞের স্থান, কাল, চরু পুরোডাশাদি নানা দ্রব্য, ঋগাদি বেদ মন্ত্র, মন্ত্র প্রয়োগ, পুরোহিত, যজ্ঞীয় অগ্নি, ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ, যজ্ঞানুষ্ঠান কর্তা, ক্রতু বা যজ্ঞ, ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই যাহার বিভূতিমাত্র সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান, যিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও করুণা বশতঃ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া লীলা করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাকে এই দুষ্টবুদ্ধি বা হীনবুদ্ধি দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ 'আমরা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ' এই দুরভিমান হেতু অবজ্ঞা করিল। তাঁহার পার্ষদগণকে সামান্য সৎকার পর্য্যন্ত করিল না। ইহা মহদবজ্ঞা ব্যতীত কিছু নহে।

১২। অপেক্ষা কর, ব্রাহ্মণ ভোজনের পর উদ্বৃত্ত অন্ন থাকিলে তোমাদিগকে দিব, এখন চাহিলেও দিব না প্রভৃতি কোন কথা ব্রাহ্মণগণ বলিলেন না। কৃষ্ণপার্ষদগণকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা বা অবমাননা করিলেন। এখানে পরীক্ষিৎকে পরন্তপ বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অর্থ তোমার রাজত্ব থাকিলে এই ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিতে পারিতে। গোপগণ নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং কৃষ্ণ বলরামকে সব কথা নিবেদন করিলেন।

১৩। কৃষ্ণাজ্ঞা প্রতি ব্রাহ্মণগণের অবহেলা শ্রবণ করিয়া বলরাম ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণের অভিপ্রায় না জানিয়া কিছু বলিলেন না।

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্ ।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা মধ্যুষিতা ধিয়া ॥১৪

জগদীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বাক্য শ্রবণে মোটেই ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং উচ্চ হাস্য করিলেন। শ্রীভগবান সর্বনিয়ন্তা, সর্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, তাঁহার যাচ্ঞা কৌতুকমাত্র, সুতরাং নৈরাশ্যে হাস্যই উচিত। তিনি গোপগণের নিকট লৌকিকীগতি প্রদর্শন করিয়া বলিলেন—কার্য্যার্থী ব্যক্তির ক্ষুব্ধ হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না এবং যাচককে বহু স্থানে নিরাশ হইতে হয়। ইহা তোমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। পুরুষগণের নিকট যাচ্ঞা করিয়া করিয়া নিরাশ হইলে অনেক সময় স্ত্রীগণের নিকট অভিলষিত ফল প্রাপ্তি ঘটে। যজ্ঞাদি কার্য্যে লিপ্ত, বেদ পাঠরত, দুরভিমানাদি দোষগ্রস্ত অভক্ত হইতে কৃষ্ণ ভক্ত পত্নীগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান পুনরায় বলিলেন :—

১৪। সখাগণ, আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত্ত, এখন আমরা গৃহে গমন করিতে গেলে সূর্য্যাস্তকাল সমাগত হইবে। সকলেরই কষ্ট হইবে। তোমরা আমার বাক্য রক্ষা করিয়া পুনরায় যজ্ঞশালাতে গমন কর। এবার কিন্তু ব্রাহ্মণগণকে কিছু না বলিয়া অন্তঃপুরে দ্বিজপত্নীগণের নিকট চলিয়া যাইবে। তোমরা তথায় গমন করিয়া অগ্রজ সংকর্ষণসহ আমার আগমন বার্ত্তাটুকু তাঁহাদিগকে জানাইবে। তাহা হইলেই দেখিবে দ্বিজপত্নীগণ তোমাদিগকে প্রচুর অন্নদান করিবেন। আমরা ক্ষুধার্ত্ত, ইহা ব্রাহ্মণীগণকে বলিও না। তাহা হইলে তাঁহারা মনে দুঃখ পাইবেন। মধ্যাহ্নকাল সমাগত দেখিয়া তাঁহারা নিজ হইতেই প্রচুর অন্ন প্রদান করিবেন। তোমরা ভাবিতে পার তাহাদের স্বামীগণ অন্নদান করিতে বাধা প্রদান করিবেন। এই ভয় তোমরা করিও না। দ্বিজপত্নীগণ আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীলা। তাঁহারা পতিগণের নিষেধ গ্রাহ্য করিবেন না। তাঁহারা দেহে মাত্র পতিগৃহে বাস করিতেছেন, তাহাদের মন আমাতে সমর্পিত।

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥১৫

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণনেহেষিতা বয়ম্ ॥১৬

১৫। বালকবৃন্দ ইহা শ্রবণমাত্র পুনরায় যজ্ঞস্থলীতে উপনীত হইলেন এবং যজ্ঞ স্থানে গমন না করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা দেখিলেন ব্রাহ্মণপত্নীগণ রন্ধন কার্য সমাপ্ত করিয়া রন্ধনশালার বহির্দেশে পরস্পর কৃষ্ণ কথাই আলাপ করিতেছেন। তাঁহাদের শঙ্খ-সিন্দুরাদি সধবাঙ্গনোচিত অলঙ্কার এবং কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ কীর্তনজনিত অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক অলঙ্কারেও তাঁহারা বিভূষিতা ইহা দৃষ্টে গোপগণের আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন ব্রাহ্মণ রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগবতী হেতু তাহাদের নিজ জন। তাঁহারা দ্বিজপত্নীগণকে প্রথমে প্রণাম করিলেন, তৎপর বিনয়নম্রবচনে বলিতে লাগিলেন।

১৬। হে বিপ্রপত্নীগণ, আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণীগণ কৃষ্ণ-কথাতে নিমগ্ন ছিলেন। গোপবালকগণের বাক্য শ্রবণে ইহাদিগকে দেখিলেন—সকলেই শৃঙ্গ, বেণু, বেত্র, নূপুর ও বনমালা শোভিত। দেখিয়া ব্রাহ্মণীগণের অত্যন্ত আনন্দ হইল, তাহারা বুঝিলেন ইহারা অবশ্যই কৃষ্ণসহচর হইবেন। তাঁহারা মনে মনে ভাবিলেন, কৃষ্ণ-সখাগণের দর্শন যখন আমরা পাইলাম, তখন হয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্যও আমাদের ঘটিতে পারে। বালকগণ বলিলেন—আপনারা আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। ব্রজরাজ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ঐ অনতিদূরে অশোক কাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং তিনিই আমাদিগকে আপনাদের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন।

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥১৭
শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥১৮
চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥১৯

১৭। বলরামও গোপবালকগণ সহ গোচারণ করিতে করিতে আজ অনেক দূরে আসিয়াছেন। পথশ্রমে তাঁহারা সকলেই ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনারা যদি সকলের উপযোগী অন্ন প্রদান করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণ-বলরাম ও অনুগামী সকলের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইতে পারে। কৃষ্ণ যদিও পূর্বে বালকগণকে 'তিনি ক্ষুধার্ত' ইহা বলিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বালকগণ ব্রাহ্মণীগণের শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি দেখিয়া পরমানন্দে ও উৎসাহে সকলের ক্ষুধার কথা বলিয়াছিলেন।

১৮। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করা অবধি ব্রাহ্মণীগণের মন-প্রাণ কৃষ্ণময় হইয়াছিল। তাঁহারা গৃহকর্ম্ম করিলেও সর্বসময়েই কৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তরে থাকিয়া তাঁহার অচ্যুত নামের যেন সার্থকতা করিতেছিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণের কথা তাঁহারা শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যিনি তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন, সর্বসময়েই যাঁহার দর্শন জন্য তাঁহারা ব্যাকুল ছিলেন, আজ তিনি অতি নিকটে আসিয়াছেন এবং ক্ষুধার্ত হইয়া বার্তাবহ প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের চিত্ত উন্মত্ত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নিজ নিজ মনকে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

'ওরে পামর মন, প্রিয়তমের বুভুক্ষা শ্রবণেও তোমার কি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না? এখনো গৃহে বসিয়া আছ? ধিক্ তোমাকে!'

১৯। নদীগণ যেমন সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাদের পতি সমুদ্রের নিকট ছুটিয়া যায়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণীগণ বিভিন্ন পাত্রে রস-সৌরভ্য উষ্ণতাদি বহু গুণবিশিষ্ট চর্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজ্য বস্তু সজ্জিত করিয়া নিজ নিজ হস্তে বা মস্তকে করিয়া দ্রুতগতি অশোক কাননাভিমুখে

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ ।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥২০
যমুনোপবনেঽশোক-নবপল্লবমণ্ডিতে ।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২১

গমন করিতে লাগিলেন। অভিসসৃ পদ দ্বারা দ্বিজ পত্নীগণের নায়িকা-ভিমানসূচিত হইতেছে।

২০। রমণীবৃন্দের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ যজ্ঞস্থল হইতে এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, যে অন্তঃপুরচারিণীগণ কখনো গৃহের বাহিরে গমন করেন না, আজ তাঁহারা কোথায় দ্রুতগতি গমন করিতেছে, ইহার কারণ কি? ইহাদের সঙ্গে গোপ বালকগণকে দেখিয়া তাহারা বুঝিলেন, বালকগণ এখানে অন্ন প্রাপ্ত না হইয়া ব্রাহ্মণীগণের নিকট বলাতে, তাহারাই অন্নসহ ইহাদের সঙ্গে গমন করিতেছেন। অমনি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থল ত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণীগণের গমন পথে দ্রুত ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। তোমরা কুলবতীগণ একি কাণ্ড করিতেছ? তোমরা কোথায় ও কেন যাইতেছ? আমরা নিষেধ করিতেছি। তোমরা বিরত হও। এরূপ ভাবে গৃহের বাহিরে গেলে ঘোরতর অমঙ্গল হইবে। তোমাদের যদি অন্ন দিতে ইচ্ছা হয়, এই বালকগণের সঙ্গে প্রেরণ কর, নিজে এইভাবে কখনো যাইতে পারিবে না। যে ভগবানের নাম, গুণ, লীলা অন্তরের তমঃ দূর করে সেই উত্তম শ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বহুদিন বহু বার শ্রবণ করিতে করিতে (শ্রবণাঙ্গ ভক্তি) ব্রাহ্মণীগণ তাঁহাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, আজ পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধ বাক্য ও বাধা উল্লঙ্ঘনপূর্বক তাঁহারা সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিলেন।

২১। দ্বিজপত্নীগণ দ্রুতগতিতে যমুনাতীরবর্ত্তী অশোক কাননে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন অশোক তরুগণ রক্তিমাভ নব

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥২২

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ-
র্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥২৩

পল্লবে সুশোভিত এবং স্তবকে স্তবকে পুষ্প ও পুষ্পকোরকে সজ্জিত হইয়া আছে। সেই অতি সুন্দর অশোক কাননে গোপগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত অগ্রজ বলরাম সহ বিচরণ রত শ্রীকৃষ্ণকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন।

২২। তাঁহারা দেখিলেন প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ নবমেঘের ন্যায় অভিনব শ্যামবর্ণ, পরিধেয় বসন গলিত সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট, বন্য কুসুমগ্রথিত মাল্য গলদেশে বিলম্বিত, ময়ূর পুচ্ছ সুশোভিত শিরোভূষণ, পল্লব-স্তবক এবং গৈরিক ধাতুদ্বারা বিচিত্র নটবর বেশে তিনি সজ্জিত, প্রিয় সখার স্কন্ধদেশে বাম বাহু বিন্যস্ত এবং দক্ষিণ করে লীলাকমল আন্দোলিত, যেন অঙ্গগন্ধে সমাগত ভ্রমরকুলকে বিতাড়ন রত, কর্ণযুগল উৎপল দ্বারা সুশোভিত, কপোলদেশে চূর্ণকুঞ্চিত কুন্তল নিপতিত, বদন কমল মৃদুহাস্যমণ্ডিত।

২৩। এই দ্বিজপত্নীগণ ব্রজবাসিনী মালিনী, তাম্বুলিনী, গোয়ালিনী প্রভৃতি রমণীগণ মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাদির উৎকর্ষ প্রায়ই শ্রবণ করিয়া মন তাঁহাতে নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, সর্ব্বদাই কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতেন, গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করিয়াও মনে কৃষ্ণ কথাই ভাবনা করিতেন, মনে কেবল এই দুঃখ ছিল কৃষ্ণদর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। বিধাতা কি কখনো আমাদের ভাগ্যে কৃষ্ণ দর্শনরূপ

তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্‌দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥২৪

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥২৫

সৌভাগ্য প্রদান করিবেন? আজ প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান। ব্রাহ্মণীগণ দুইটি নয়ন ভরিয়া কৃষ্ণকে অপলকে দর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাতেও তাহাদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা কৃষ্ণকে নেত্রদ্বার-পথে অন্তরে আকর্ষণ করিয়া নিয়া নেত্রদ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং অন্তরস্থ প্রিয়তমকে মন দ্বারা সুদৃঢ় আলিঙ্গন করতঃ দীর্ঘকাল আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখিয়া বিরহ তাপ প্রশমিত করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, ব্রাহ্মণীগণ কিভাবে অন্তরে গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে সুষুপ্তি সাক্ষী আত্মদর্শনে যেমন অহংকার বৃত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কোন দুঃখ থাকে না, বিমলানন্দ অনুভূত হয় তদ্রূপ, অথবা গৃহস্থ বৈষ্ণব যেমন পরম ভাগবতকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া সর্ব সাংসারিক তাপ হইতে মুক্ত হয়েন তদ্রূপ।

২৪। দ্বিজপত্নীগণ অন্নস্থালীসমূহ সম্মুখে ভূমিতে রক্ষা করিয়া আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও তৎপদে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বাক্য অবহেলা পূর্বক জন্মের মত গৃহ সংসার তথা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ, চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সর্বজীবান্তর্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা ভগবান সমস্ত জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের নিষ্কাম ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া সহাস্য বদনে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—।

২৫। শ্রীভগবদুক্তি ঃ—

হে মহাভাগ্যবতীগণ, আপনাদের আগমন অত্যন্ত মঙ্গলজনক। মানুষের সৌভাগ্যের ফলেই আমার নিকট আসিবার ইচ্ছা জাত হইয়া

নস্বস্থা মযি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥২৬

থাকে। আমাদিগকে দেখিবার বহু বাধা প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া আপনারা এখানে আসিয়াছেন। নঃ, অস্মাকম্ বহুবচনোক্তি দ্বারা ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা—একনিষ্ঠতা আচ্ছাদিত করা হইতেছে। আমা দ্বারা কোন প্রত্যুপকার করা সম্ভব নহে, সুতরাং ঋণী রহিলাম। 'আস্যতাং' এখানে উপবেশন করুন, আমি আপনাদের মত প্রেমবতীগণকে দর্শন করি।

২৬। শ্রীভগবান সর্বজ্ঞ, দ্বিজপত্নীগণ যে তাঁহারই চরণে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন ইহা তিনি পূর্ব হইতেই অবগত আছেন, তথাপি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। এই পরম প্রেমবতী দ্বিজপত্নীগণের মনোরথ পূর্তিদ্বারা রসপুষ্টি হইবে না, আবার রসপুষ্টি ব্যতীত লীলার চমৎকারিতা সম্পাদিত হয় না। শ্রীভগবান প্রেমের বশীভূত হইলেও লীলাশক্তি এই কারণেই লীলা সৌষ্ঠবার্থ ভগবানের ঐশ্বর্য স্ফুরিত করিলেন। প্রেমবন্ধন সান্নিধ্যে প্রায়ই ঐশ্বর্য লুকায়িত থাকে, মাধুর্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই স্থানে লীলাশক্তি ব্রাহ্মণীগণের বিরহোৎকণ্ঠা দ্বারা প্রেমবর্দ্ধনার্থ অর্থাৎ প্রেমকে পরিপক্ক করিয়া মহাভাব স্তরে উন্নীত করিবার জন্য শ্রীভগবানের রত্যাখ্যভাব উপশম এবং বিবেক উৎপাদন করিলেন। এই কারণে শ্রীভগবান বলিলেন—কেবল আপনারাই যে আমাকে প্রীতি করেন তাহা নহে। অন্য বহুজনও পরমেশ্বর আমাকে ভক্তি ও প্রীতি করিয়া থাকেন। দেহাদি হইতে মানুষের আত্মা প্রিয়, আত্মা হইতেও তাহার অংশী পরমাত্মা প্রিয়, আমিই সেই পরমাত্মা। সেইজন্য নিজ মঙ্গলেচ্ছু জনগণ আমাতে ফলাভিসন্ধি-রহিত এবং প্রীতি ব্যবধায়ক জ্ঞানকর্মাদি বস্তন্তরশূন্য ভক্তি করিয়া থাকেন।

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কো ন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥২৭
তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥২৮

পত্ন্য উচুঃ ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্ ।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টংকেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥২৯

২৭। প্রাণ, বুদ্ধি, মন, জীবাত্মা, স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি বস্তু জীবের পরম প্রিয়। ইহার মধ্যে জীবাত্মাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার সুখ হেতু বলিয়া প্রিয়। এই জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ এবং আমিই প্রত্যেক জীবের অন্তরে পরমাত্মা রূপে বাস করি। অতএব আমিই সর্বজীবের মূল প্রিয় বস্তু ইহাতে সন্দেহ নাই। আপনারা সেই সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমাকে দর্শনের জন্য আসিয়াছেন ইহা আপনাদের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে।

২৮। আমাকে আপনারা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন। পরমাত্মারূপ আমি সর্বদা আপনাদের সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিয়া থাকিব, সুতরাং বিচ্ছেদ হইবে না। গর্গাদি মুনিগণের মুখে অবশ্য আমার কথা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আপনারা এখন সেই যজ্ঞস্থানে প্রত্যাগমন করুন। আপনাদের গৃহমেধি পতিগণ একা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দ্বারা যজ্ঞ সমাপন করিতে পারিতেছেন না। "সস্ত্রীকং ধর্মমাচরেৎ"। সুতরাং আপনারা তথায় গমন করিয়া যজ্ঞ কার্য্য সম্পূর্ণ করুন। যজ্ঞাদি কার্য্য আমিই বেদরূপে উপদেশ করিয়াছি। সুতরাং যজ্ঞ কার্য্য আমারই কার্য্য। আমার কার্য্যানুরোধে তথায় গমন করুন। তথায় যজ্ঞরূপে মূর্ত্ত আমাকেই দেখিতে পাইবেন।

২৯। দ্বিজপত্নীগণ উত্তরে বলিতেছেন :—

হে বিভো, আপনি সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী। আপনি আমাদের অন্তরের

কথা অবগত আছেন। আমরা কেন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বামী এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া আপনার শ্রীচরণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি তাহা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। আপনি পরম দয়ালু ও প্রেমময়। আমাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা কিছুতেই আপনার যোগ্য নহে। বিশেষতঃ আপনার মুখোচ্চারিত নিগম বাক্য আপনার রক্ষা করা সঙ্গত হইবে। আপনি নিজমুখে বলিয়াছেন "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম বিদ্যতে"; 'সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"; "ন স পুনরাবর্ত্ততে" আপনার এই সমস্ত প্রতিজ্ঞা বাণী আপনাকেই রক্ষা করিতে হইবে। আমরা আপনাকে প্রিয়তমরূপ ভজন করিতেছি, আপনি ও সেইভাবে আমাদিগকে গ্রহণ করুন। আপনার শ্রীচরণ সমীপে অভাগিনীগণকে পুনঃ গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিবেন না। কেন না এরূপ করিলে আপনার নিজ নিগম বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে। যদি প্রেয়সীরূপে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে দাসীরূপে আমাদিগকে গ্রহণ করুন। আমাদের জাত্যভিমান নাই। আপনার শ্রীচরণের দাসী হইতেই আমাদের অভিলাষ। যদি বলেন "আমি গোপ, গোপীগণই আমার দাসী এবং প্রেয়সী হইবে, এবং এরূপ বহু গোপী আমার নিকট রহিয়াছে" আপনি এরূপ বলিলেও আমরা আর পরিত্যক্ত গৃহে প্রত্যাগমন করিব না। আপনি না চাহিলে আপনার গৃহে আমরা যাইব না, আমরা বৃন্দাবনে বনদেবতার ন্যায় বাস করিব। আপনার সম্বন্ধ গন্ধেই আমরা কৃতার্থ হইব। আমরা এই দুঃখিনীগণ দূর হইতেই আপনাকে দর্শন করিব। আপনার পরিত্যক্ত অথবা আপনার নিজের বা প্রেয়সীগণের পদসংসর্গে পর্য্যঙ্কের নিম্নে নিপতিত তুলসীদাম আমরা কেশে ধারণ করিব। আমাদের আত্মীয় স্বজন কি বলিবে, তাহা ভাবিবেন না, কেন না আমরা সব ত্যাগ করিয়া আপনার শ্রীচরণে সমাগত হইয়াছি।

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্ গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ।

পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥৩১

৩০। আমরা সকলের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এজন্য আমাদের পিতামাতা, পতি, যাতৃপুত্র, বা সতীনপুত্র ভ্রাতা, বন্ধু, সুহৃদগণ কেহই আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না, প্রতিবেশীগণ দূরের কথা। সুতরাং আপনার শ্রীচরণ ব্যতীত আমাদের আর কোন গতি নাই। আপনার শ্রীচরণ সমীপে আমরা পতিত ও শরণাগত। যাহাতে এই দীনা দাসীগণ আপনার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে, সেই বিধান কৃপা পূর্ব্বক করুন। আপনি অরিন্দম, শত্রুদমন করেন বলিয়াই এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সেবা প্রাপ্তির যে সমস্ত প্রতিবন্ধক আমাদের আছে, তাহা বিনষ্ট করিয়া আপনার অরিন্দম নামের সার্থকতা প্রদর্শন করুন, এই আমাদের শেষ নিবেদন।

৩১। শ্রীভগবান বলিলেন—হে ভাগ্যবতী ব্রাহ্মণ পত্নীগণ, আপনারা আমাকে দর্শন করিবার জন্য আমার নিকটে আসিয়াছেন, আবার আমার আদেশে পুনঃ গৃহে গমন করিতেছেন। সে জন্য আপনারা শঙ্কিত হইবেন না। আপনাদের কোন ভয় নাই। আপনারা যাহাদের বাক্য লঙ্ঘন করিয়া এখানে আসিয়াছেন তাহারা সকলেই আপনাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। কেহই আপনাদের কার্য্যে দোষ দর্শন করিবেন না। এমন কি আপনারা কোথায় ও কেন বাহিরে গমন করিয়াছিলেন, তাহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিবেন না। আপনাদের কোন ভয় নাই। স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পুনঃ বলিলেন

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥৩২

—ঐ দেখুন স্বর্গের দেবতাগণও আপনাদিগকে গৃহে গমন করিতে নির্দেশ করিতেছেন।

৩২। হে প্রেমবতী দ্বিজপত্নীগণ, এই ব্রাহ্মণ জন্মে আপনারা আমার সাক্ষাৎ অঙ্গসেবাদি সেবা লাভ করিতে পারিবেন না, করিলে ইহা জগতের দৃষ্টিতে দোষাবহ হইবে, এবং আমার নিন্দা ঘোষিত হইবে। সুতরাং আপনাদের প্রীতির ম্লানতা প্রকাশিত হইবে। অতএব আপনারা নিজনিজ গৃহে গমন করিয়া যথাসম্ভব সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করুন, কিন্তু মন আমাতে নিবিষ্ট রাখিবেন। আন্তরিক ভাবানুসারে মনে মনে আমার সেবা করুন। ইহাতে দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে এবং প্রেম পরিপক্ক হইবে। দেহান্তে নিশ্চয়ই আমার সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে পারিবেন। বিরহ জনিত উৎকণ্ঠাই প্রেম পরিপক্কতার কারণ। আমার বিষয় শ্রবণ, দূর হইতে দর্শন, অন্তরে আমাকে ধ্যান এবং আমার রূপ, গুণ, লীলা কীর্ত্তন দ্বারা যেভাবে প্রেম পরিপক্ক ও পরিবর্দ্ধিত হয়, সান্নিধ্য দ্বারা তাহা কিছুতেই হয় না। অতএব আপনারা গৃহে গমন করুন। বৈষ্ণবতোষণী বলিতেছেন—কৃষ্ণ ভক্তগণ দুইশ্রেণীর তটস্থ ও লীলান্তঃপাতী। তটস্থ ভক্তগণ প্রতিমাদিতে পরোক্ষভাবে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। প্রকট লীলাতে তটস্থ ভক্ত উচ্চকুল ব্রাহ্মণ হইলেও, গোপবংশে অবতীর্ণ কৃষ্ণের পাদোদকাদি পান করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রকট লীলা কালে, যাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে তাহারা লীলান্তঃপাতী। লীলান্তঃপাতী কেহ কেহ যথা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি দেবগণ কৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিয়া প্রণাম, স্তব প্রভৃতি করিয়া থাকেন; আবার গর্গাচার্য্যাদি ব্রাহ্মণগণ, নন্দাদি গোপগণ কৃষ্ণকে মনে মনে পরমেশ্বর জানিয়াও নরলীলানুরোধে কৃষ্ণের প্রণামাদি গ্রহণ করিয়াছেন, পদধূলি

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্॥
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যুক্তা মুনিপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ।
তে চানসূয়বঃ স্বাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্॥৩৩
তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্॥৩৪

ও আশীর্বাদ দিয়াছেন। কৃষ্ণও নরলীলার প্রেমমর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে প্রণামাদি করিয়াছেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে সেবাদাসী করিয়া রাখিলে তাঁহার নরলীলার ব্যবহারের অসামঞ্জস্য হইবে। দ্বিজপত্নীগণ গৃহে গমন করিলে তাহাদের সঙ্গগুণে ব্রাহ্মণগণেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে ইহাও সম্ভবতঃ একটি কারণ।

৩৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণের আদেশে দ্বিজ পত্নীগণ যজ্ঞস্থলে পুনরায় গমন করিলে তাহাদের পতি, পিতা, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনগণ কেহই তাহাদের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিলেন না। বরং তাহাদিগকে অভ্যার্থনা পূর্বক যজ্ঞ শালায় নিয়া গেলেন এবং পতিগণসহ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করাইলেন।

৩৪। দ্বিজপত্নীগণ অন্নস্থালীসহ কৃষ্ণসমীপে গমন করিবার কালে সর্বপশ্চাদ্বর্ত্তিনী দ্বিজপত্নীকে তদীয় পতি বলপূর্ব্বক গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অবরুদ্ধা রমণী দারুণ আর্তি, উৎকণ্ঠা ও ভয়ে সর্বসঙ্কোচ পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ চরণে মন নিবিষ্ট করিয়া—'হে কৃষ্ণ, হে প্রেমময়, হে শরণাগত পালক, তোমার চরণে প্রপন্না এই দীনহীনাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর' ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন এবং যথাশ্রুত কৃষ্ণের রূপ চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন। তীব্র আর্তি ও উৎকণ্ঠা হেতু অন্তরের প্রেম পরিপক হইল এবং যোগমায়ার কৃপাতে সেই রমণী প্রেমময় সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া গোলকে কৃষ্ণসঙ্গে নিত্যলীলায় মিলিত হইলেন, তাহার

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্‌।
চতুর্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥৩৫
এবং লীলানরবপুর্ন্নলোকমনুশীলয়ন্‌।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্‌ রূপবাক্‌কৃতৈঃ ॥৩৬

কর্মানুবন্ধ গুণময়দেহ পতিত হইয়া রহিল। কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব জ্ঞাপন করিবার জন্য ভগবৎ কৃপা শক্তি সেই অবরুদ্ধা রমণীকে কর্মানুবন্ধ জড়দেহ ত্যাগ করাইয়া প্রেমানুবন্ধ সিদ্ধদেহ গ্রহণ করাইলেন। যে সমস্ত ব্রাহ্মণপত্নী শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যজ্ঞবাটে পুনঃ গমন করিয়াছিলেন, কৃপাশক্তি তাহাদের কর্মানুবন্ধ জড়দেহ সমূহকেই স্পর্শমণি ন্যায়ে প্রেমানুবন্ধ চিন্ময় দেহে ধীরে ধীরে পরিণত করিয়াছিলেন, তখন হইতে তাহাদের আর পতিসঙ্গ হয় নাই। ভগবৎ কৃপায় সবই সম্ভব হইয়া থাকে। দ্বিজ পত্নীগণ সকলেই ভগবৎ কৃপা সিদ্ধা ছিলেন—যথা—

"কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি শুকাদয়ঃ" ইত্যাদি,

৩৫। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ সমস্ত গোপবালকগণকে সারিবদ্ধভাবে ভোজন করাইতে বসাইলেন এবং নিজে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। গোপগণের সংখ্যানুযায়ী অন্ন যথেষ্ট ছিলনা, কিন্তু অনন্তের স্পর্শে অন্ন অনন্ত হইয়া গেল। সকলে উদর পূর্তি করিয়া ভোজন করিলে পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমময়ী দ্বিজ পত্নীগণের প্রদত্ত অন্ন তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন।

৩৬। ভগবানের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি বিবিধ স্বরূপ শক্তিমধ্যে লীলাশক্তি শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণীগণের সঙ্গে রমণে লীলা সৌষ্ঠবের অভাব, এই হেতু দ্বিজপত্নীগণকে স্বগৃহে প্রেরণ করিলেন। শ্রীভগবান নিজের অসামান্য রূপ, বাক্য ও লীলাদ্বারা মনুষ্য লোকে প্রেমভক্তি প্রচার করিলেন এবং তাঁহার ভক্ত গোপ, গোপী ও গোগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়োর্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥৩৭
দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৮
ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্ বিদ্যাং ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥৩৯

৩৭। অতঃপর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণভক্ত স্ত্রীগণের সঙ্গ প্রভাবে বুঝিতে পারিলেন নরলীলা অনুকরণে বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের অন্ন ভিক্ষাতে তাচ্ছিল্য বুদ্ধি করা তাহাদের ঘোর অপরাধজনক হইয়াছে। স্ত্রীগণের অসাধারণ কৃষ্ণ ভক্তি দেখিয়া তাহারা অনুতপ্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন ভগবান হইয়াও কৃষ্ণ বলরাম অন্নভিক্ষা করিলেন। নিশ্চয়ই দুরভিমান গ্রস্ত আমরা তাঁহাকে যাহাতে স্মরণ করি এইজন্য। কিন্তু আমরা এমনি পাপিষ্ঠ যে তাহাতে কর্ণপাতও করিলাম না।

৩৮। আমাদের স্ত্রীগণের কি লোকাতীত ভক্তি। আমরা অন্নদানে কৃপণতা করিলেও, এমন কি সেই যাচক বালকগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেও আমাদের স্ত্রীগণ ইহকালের ও পরকালের কথা বিন্দুমাত্রও না ভাবিয়া নিজ মস্তকে অন্ন বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়াছিলেন। ইহারা স্ত্রীজাতি এবং শাস্ত্রজ্ঞান হীন হইলেও ভক্তিবলে আমাদের চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ।

৩৯। আমরা ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পিতা হইতে শৌক্র জন্ম, উপনয়ন সংস্কার কালে সাবিত্রী জন্ম এবং যজ্ঞে দীক্ষা কালে দৈক্ষ জন্ম লাভ করিয়াছি। কিন্তু ধিক্ আমাদের এই বিচিত্র জন্ম। ভগবানকে ভজন করিবার জন্য মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া জানিতে চেষ্টা করিলাম না, সাবিত্রী-জন্ম পাইয়াও গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য শ্রীভগবানকে জানিলাম না, যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াও যজ্ঞেশ্বরকে অগ্রাহ্য করিলাম। ধিক্ আমাদিগকে, ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতেও ধিক্, বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে ধিক্, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মেও ধিক্, যজ্ঞাদি ক্রিয়া দক্ষতাতেও ধিক্। যেহেতু

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥৪০
অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্গুরৌ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৪১

সেই ইন্দ্রিয়াতীত স্বয়ং ভগবানে আমরা বিমুখ। অথচ আমাদের স্ত্রীগণ উপনয়নাদি সংস্কার প্রাপ্ত হয় নাই, ব্রত, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ প্রভৃতি কিছুই তাহাদের নাই, তথাপি সেই শ্রীভগবানে ভক্তি লাভ করিয়াছে।

৪০। ভগবানের মায়া জ্ঞানী এবং যোগিগণের মনকেও মোহিত করিতে পারে, আমরাও কর্মী। গীতাতে উক্ত হইয়াছে যে ভগবানের চরণে শরণাগত হয়, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ। আমরা কখনো সেই ভক্তি ও শরণাগতির পথে চলি নাই। তজ্জন্য চারি বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মায়ামুগ্ধ হইয়া ভগবানের যাচ্ঞা অবজ্ঞা করিলাম, তাঁহার ভক্তগণের প্রতি সামান্য শিষ্টাচারও প্রদর্শন করিলাম না।

৪১। আমরা ভক্তিশূন্য হেতু সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু আমাদের পত্নীগণের জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে কি প্রকার প্রেম, যাহা দ্বারা মৃত্যুদ্বার স্বরূপ সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবৎ সমীপে উপনীত হইতে পারিলেন। দেখ শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের কি অদ্ভুত প্রেম, তাহারা হা প্রাণরমণ কৃষ্ণ ইত্যাদি বাক্য গদ্গদ্ কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণ্যাদি সাত্ত্বিক ভাবে অলঙ্কৃত হইয়া আছেন। আমরা ইহা অনুমান করিতেও অক্ষম। নারীগণের পতি ভিন্ন অন্য পুরুষে প্রেম দূষণীয়, ইহা সত্য হইলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বজীবের প্রকৃত পতি, তাঁহার সম্বন্ধেই লৌকিক পতির পতিত্ব। তিনি যতদিন পরমাত্মা রূপে অন্তরে থাকেন, ততদিনই লৌকিক পতির পতিত্ব। তিনি যে মুহূর্তে চলিয়া যান, তখনই সেই সম্পর্কের বিরতি ঘটে। সেই জগৎ পতি সাক্ষাৎ ভাবে উপস্থিত থাকিলে, তাহাকেই প্রীতি করিতে হইবে।

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪২
অথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৪৩
নন্থ স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৪৪

অন্য কোন বিচার নাই। ভক্তিশিক্ষা বিষয়ে ইঁহারাই আমাদের গুরুস্থানীয়া, এবং সেই ভাবেই আদরণীয়া। মনে মনেও ভার্যা মনে করা অনুচিত হইবে।

৪২-৪৩। আমাদের স্ত্রীগণ এই ভক্তি কিপ্রকারে লাভ করিল? ইহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, গুরুগৃহে বাস ও ব্রহ্মচর্য্য নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, তপস্যাদি বানপ্রস্থ অনুষ্ঠান নাই, আত্মানাত্ম বিচারাদি যতিধর্ম নাই, শৌচাদি সদাচার ও সন্ধ্যোপাসনাদি শুভ ক্রিয়াও নাই। অথচ শিব-বিরিঞ্চি প্রভৃতি যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর উত্তমশ্লোক (যাঁহার নাম, গুণ, লীলা শ্রবণে মনের তম উদ্‌গত হয় তিনি উত্তমশ্লোক) ভগবান ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সুদৃঢ়াভক্তি জাত হইয়াছে। ইহা বড়ই আশ্চর্য। অথচ এই সমস্ত সংস্কার, সদাচার ও শুভক্রিয়া সত্বেও আমরা ভক্তির লেশ প্রাপ্ত হইলাম না। "কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধুসঙ্গ।" ব্রজস্থ মালিনী, গোয়ালিনী, তাম্বুলিনী প্রভৃতির সঙ্গ যে প্রায়ই ব্রাহ্মণীগণের হইত, ইহা ব্রাহ্মণগণ জানিতেন না। সৎসঙ্গই ভক্তি লাভের মূল কারণ।

৪৪। শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি লাভই যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ তাহা আমরা কখনো বুঝি নাই, জানি নাই, সেই জন্য তুচ্ছ স্বর্গলাভ আশায় কষ্ট সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠানে রত ছিলাম। আমাদের প্রকৃত স্বার্থ কিসে হয় তাহা এতদিন বুঝিতে পারি নাই? কিন্তু শ্রীভগবান পরম করুণাময়, ভক্ত সজ্জনগণের একমাত্র গতি। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্যই গোপ বালকগণকে

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ।
ঈষিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্ বিড়ম্বনম্ ॥৪৫
হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ ।
আত্মদোষাপবর্গেণ তদ্যাচ্ঞা জনমোহিনী ॥৪৬
দেশঃ কালঃ পৃথগ্ দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥৪৭
স এষ ভগবান্ সাক্ষাৎ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
জাতো যদুষিত্যশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥৪৮

অন্ন ভিক্ষা ছলে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া নিজ স্বার্থ স্বর্গ বাস প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে পরম ব্যস্ত ছিলাম। তিনি অন্নভিক্ষা ছলে তাঁহার কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন।

৪৫। শ্রীভগবান্ আত্মারাম, 'পূর্ণকাম, তিনি কৈবল্যাদি সর্ব পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন, আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের নিকট অন্ন যাজ্ঞার তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা মাত্রই ক্ষুধার্ত বালকগণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারিত। তথাপি আমাদের নিকট অন্নভিক্ষা, তাঁহার অযাচিত কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই ছল করিয়া আমাদিগকে কৃপা করিতে চাহিয়া ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম।

৪৬। সর্ব সম্পদাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদেবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ চাঞ্চল্য দোষ পরিহার ক্রমে নিরন্তর যাঁহার চরণ ভজন করিতেছেন, সেই ভগবানের এইভাবে অন্নভিক্ষা মাদৃশ ব্যক্তিগণের বিভ্রান্তি উৎপাদক, অর্থাৎ নিরন্তর লক্ষ্মী যাঁহার সেবা করেন, সেই ভগবান অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থ কেন হইবেন ?

৪৭-৪৮। আমরা এমনি জ্ঞানান্ধ যে নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াও সাক্ষাৎ যজ্ঞেশ্বরকে চিনিতে পারিলাম না, বরং অবজ্ঞা করিলাম, দেশ, কাল, চরু, পুরোডাশাদি দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র, ঋত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান,

অহো বয়ং ধন্যতমা যেষাং নস্তাদৃশীঃ স্ত্রিয়ঃ।
ভক্ত্যা যাসাং মতির্জাতা অস্মাকং নিশ্চলা হরৌ ॥৪৯

নমস্তভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু ॥৫০

স বৈ ন আদ্য পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥৫১

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোঽপ্যচ্যুতয়োঃ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্ ॥৫২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২৩

যজ্ঞ, ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই যাঁহার বিভূতিমাত্র, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, যিনি শিব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর, তিনি যদুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা লোক মুখে শুনিয়াও আমরা মূঢ়তা বশতঃ বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

৪৯। আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য বশতঃ এমন ভক্তিমতী স্ত্রীগণকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং কেবলমাত্র এই পরমা ভক্তিমতী স্ত্রীগণের সঙ্গ বশতঃই আমাদের মত বহির্মুখ জনগণের শ্রীহরিতে নিশ্চলা মতি জাত হইয়াছে।

৫০। অনন্ত ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাদি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম করিতেছি। তাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া আমরা সংসাররূপ কর্ম মার্গে পুনঃপুনঃ ভ্রমণ করিতেছি। জলাবর্তে তৃণ খণ্ডের ন্যায় তথা হইতে নির্গমণ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

৫১। সেই আদিপুরুষ অর্থাৎ পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আমাদের বিনীত প্রার্থনা তাঁহারই মায়াতে মুগ্ধচিত্ত বশতঃ তাঁহার তত্ত্ব মহিমাতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমাদিগের তাঁহাতে অবহেলারূপ অপরাধ কৃপা পূর্ব্বক ক্ষমা করুন।

৫২। এই ব্রাহ্মণগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অবজ্ঞারূপ অপরাধের কথা বার বার স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইলেন এবং ইহাও মনে হইল,

নন্দালয়ে অথবা গোচারণ কালে গোষ্ঠে গমন করিয়া শ্রীভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিবেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া নিজ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। তিনি অচ্যুত, ক্ষমা, কৃপা, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ সর্বসময়েই তাঁহাতে আছে, সুতরাং আমাদের ভয় নাই, আমাদের মঙ্গলই হইবে। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ করিবেন মনে মনে স্থির করিলেন। অমনি কংসের কথা তাহাদের মনে হইল। ভাবিলেন, কংস ইহা জানিতে পারিলে আমাদের জীবিকা নষ্ট করিবে, এবং কৃষ্ণপক্ষীয় মনে করিয়া নানাভাবে নির্যাতন করিতে পারে। কংসের ভয়ে কৃষ্ণ দর্শনে ব্রাহ্মণগণের যাওয়া ঘটিল না। ব্রাহ্মণগণ মনে করিলেন ইহার চেয়ে আমরা নিজ গৃহে গোপনে কৃষ্ণ-ভজন করিব।

ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণগণের শ্রদ্ধার অভাব বুঝা যাইতেছে। শ্রদ্ধা দুই প্রকার, লৌকিকী শ্রদ্ধা ও শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা। শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা জাত না হইলে প্রকৃত ভজন হয় না।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব-কর্ম সিদ্ধ হয়।"—চৈঃ চঃ

আদৌ শ্রদ্ধা—অর্থাৎ প্রকৃত শ্রদ্ধা বিনা ভক্তি দেবীর মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ হয় না। "শ্রদ্ধাতঃ শরণাগতিঃ", ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রদ্ধা যত গাঢ় হইবে, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা যতই জাত হইবে, শ্রীভগবানে তথা শ্রীগুরু পাদপদ্মে শরণাগতি লক্ষণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। শরণাগতি ছয় প্রকার,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প, প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো, গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপঃ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ।

যাঁহার জীবনে যত বেশী এই শরণাগতি লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে, বুঝিতে হইবে তাঁহাতে শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা তত বেশী উৎপন্ন হইাছে। "মনে রাখা কর্তব্য প্রথমতঃ সৎ মহাপুরুষ শ্রীগুরু পাদপদ্মে যাহাদিগের বিশ্বাসের

অভাব, ভগবৎ শরণাগতি তাহাদের পক্ষে সুদূর পরাহত। প্রথমতঃ শ্রীগুরু পাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই ভগবৎ শরণাগতি লাভের একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়। শ্রীগুরু পাদপদ্ম শরণাগতিই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যকে ভগবৎ পাদপদ্ম শরণাগতিতে পৌঁছায়।"

"কৃপা-কুসুমাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীকৃষ্ণ ইস্বয়ং ভগবান এই দৃঢ় বিশ্বাস যদি ব্রাহ্মণগণের হইত অর্থাৎ শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা আসিত, তাহা হইলে কংসের ভয় আর রহিত না।

ইতি দশম স্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবতা ইন্দ্রযাগস্য ভঙ্গঃ।]

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্ নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥১
তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্ নন্দপুরোগমান্ ॥২

১। বহুকাল পূর্ব হইতেই ব্রজধামে প্রতিবৎসর কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে ব্রজবাসীগণ সকলে সম্মিলিত হইয়া ইন্দ্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন। যে বৎসর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণের বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হইল, সেই বৎসর কার্তিক মাসে গোবর্দ্ধন ধারণ, অগ্রহায়ণী পূর্ণিমাতে বস্ত্রহরণ, এবং ইহার পরবর্তী গ্রীষ্মকালে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণকে কৃপা করিয়াছিলেন। সেই বৎসর যখন ব্রজরাজ নন্দ অন্যান্য গোপ শ্রেষ্ঠগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া ইন্দ্র যজ্ঞ যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, সেই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য গোষ্ঠের নিকটবর্তী যজ্ঞোপযোগী স্থান বিশেষে মিলিত হইলেন, এবং যজ্ঞোদ্দেশে প্রাথমিক কার্যাদি আরম্ভ করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেব সহ বয়োবৃদ্ধদের কার্যাদি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রযজ্ঞ জন্য সংগৃহীত দ্রব্যাদি দ্বারা অন্যরূপ যজ্ঞ (গোবর্দ্ধনযজ্ঞ) সাধন করিবার ইচ্ছাতে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ কিছুই বলেন নাই।

২। শ্রীভগবান সর্ব্বজীবের পরমাত্মা এবং সর্বদ্রষ্টা হেতু সমস্তই অবগত ছিলেন, তথাপি লৌকিক মর্যাদা রক্ষাহেতু নন্দ প্রমুখ গোপবৃদ্ধগণের নিকট গমন করিয়া বিনয়াবনত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো ব উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য চোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥৩
এতদ্ ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
ন হি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ ॥৪
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্।
উদাসীনোঽরিবদ্ বর্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥৫
জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্মসিদ্ধিঃ স্যাৎতথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥৬

৩। হে পিতঃ, আপনারা সকলে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া যে মহৎ উদ্যোগ করিতেছেন, তাহা কি জন্য? কি ফল ইহাতে লাভ হইবে? ইহা কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে? এবং এই যজ্ঞের অধিকারী কে বা কাহারা এবং ইহা কি ভাবে সম্পন্ন হইবে?

৪-৫। হে পিতঃ, এই বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার মহতী ইচ্ছা হইতেছে, আপনি আমার নিকট প্রকাশ পূর্বক বলুন। পিতাকে নীরব দেখিয়া, পুনরায় বলিলেন—পিতঃ আপনার ন্যায় সাধুব্যক্তির পক্ষে এমন কোন গোপনীয় কার্য করা সম্ভবপর নহে, যাহা অপরের নিকট প্রকাশ যোগ্য নহে। সাধু মহৎ ব্যক্তির শত্রু, মিত্র, উদাসীন ভেদ বুদ্ধি নাই। যদি বলেন আমি সাধু নহি, আমি গৃহস্থ; অনেক বিষয় পূর্বে প্রকাশিত হইলে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য আমি বলিতেছি গৃহস্থগণের তিন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিয়া থাকে যথা স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও তটস্থ পক্ষ। বিপক্ষ এবং তটস্থ পক্ষের নিকট অনেক বিষয় গোপন করা সঙ্গত, কিন্তু স্বপক্ষগণের বা সুহৃদগণের নিকট সবই প্রকাশ করা উচিত। বিশেষতঃ আমি আপনার পুত্র। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" এই শাস্ত্র বাক্যে আমি আত্ম তুল্য। সুতরাং আমাকে আপনি বলিতে পারেন।

৬। সচরাচর ইহা দৃষ্ট হয় যে কেহ কেহ সুহৃদগণের সঙ্গে বা জ্ঞানীগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, আবার কেহ কেহ

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥৭

নন্দ উবাচ।

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥৮
তং তাত বয়মন্যে চ বার্ম্মুচাং পতিমীশ্বরম্।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥৯
তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥১০

কাহারো সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই লোক পরম্পরা বা গতানুগতিক ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাহারা যথাবিধি বিচার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু অবিচারে কার্য্য করিলে অনেক সময় কুফল ফলিয়া থাকে।

৭। আপনারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহা কি শাস্ত্র যুক্তি অনুযায়ী বিচারিত হইয়াছে, অথবা বিচার বিবেচনা না করিয়া কেবলমাত্র লোকাচার হেতু অনুষ্ঠান করিতেছেন? তাহা অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করিয়া বলুন।

৮। নন্দ উত্তর দিতেছেনঃ—ভগবান্ ইন্দ্র পর্জ্জন্য বা বর্ষাধি দেবতা, মেঘ সমূহ তাঁহার নিজ দেহতুল্য প্রিয়। এই মেঘই প্রাণীগণের প্রীতিপ্রদ এবং জীবনোপায় স্বরূপ বারি বর্ষণ করিয়া থাকে।

৯। হে তাত, সেই মেঘাধিপতি ভগবান ইন্দ্রকে বৈশ্যজাতি আমরা এবং বহু বিজ্ঞ মানবগণ তাঁহারই বর্ষিত বারিজাত যব, গম, তণ্ডুলাদি বিভিন্ন দ্রব্যময় যজ্ঞ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকি।

১০। নরগণ কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি যে কোন জীবিকা অবলম্বন করুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রই বৃষ্টি দ্বারা তাহার ফল দান করিয়া থাকেন। বারি বর্ষণ ব্যতীত কৃষকগণের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়। এই

য এবং বিসৃজেদ্ধর্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামাল্লোভাদ্ভয়াদ্ দ্বেষাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥১১

শ্রীশুক উবাচ।

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥১২

শ্রীভগবানুবাচ।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥১৩

জন্য ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ফল প্রাপ্তির আশায় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন দ্বারা সকলে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

১১। যে ব্যক্তি এই পুরুষ পরম্পরাগত ধর্ম, কাম অর্থাৎ স্বেচ্ছাচার হেতু, লোভ অর্থাৎ দ্রব্যাদি আত্মসাৎ রূপ মনোবৃত্তি হেতু, বিরোধী লোক ভয় হেতু, দেবতা অথবা তদুপাসক বিষয়ে বিদ্বেষ হেতু পরিত্যাগ করে তাহার ইহলোকে বা পর লোকে কল্যাণ হইতে পারে না।

১২। শ্রীশুকদেব বলিলেন—

নন্দ এবং অন্যান্য ব্রজবাসীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান কেশব ইন্দ্রের ক্রোধোৎপাদন দ্বারা গর্ব খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে পিতাকে উত্তরে বলিলেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে কেশব বলা হইয়াছে। ক ব্রহ্মা ঈশ রুদ্র। এই উভয়কে যিনি নিজ মহিমা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন তিনি কেশব। সুতরাং কৃষ্ণের নিকট ইন্দ্র অতি-ক্ষুদ্র ইহাই বুঝাইতেছে।

১৩। শ্রীভগবান বলিলেন—প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করিবার উপযোগী দেহ নিয়া জীবগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কর্ম ভোগ শেষ হইলেই মৃত্যু হয়, কর্মানুযায়ী পুনঃ জন্মও লাভ হইয়া থাকে। জীবগণ নিজনিজ কর্মানুযায়ী সুখ, দুঃখ, ভয়, শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

১৪। কর্মফল দাতা ঈশ্বর কেহ স্বতন্ত্র থাকিলেও তিনি প্রত্যেককে নিজনিজ কর্মানুযায়ী ফলদিয়া থাকেন। কর্মফলের বিরুদ্ধ কোন ফল

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্য কর্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥১৪
কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্ব-স্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥১৫
স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥১৬
দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্মণা।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥১৭

নিজ ইচ্ছায় তিনি দিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি যে কর্ম করে নাই, তিনি তাহাকে সেই কর্মের ফল দিতে সমর্থ নহেন।

১৫। ইন্দ্র কাহারো পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্মফলের অন্যথা করিতে পারেন না। জীবগণ এই জন্মে প্রাক্তন কর্মফল অবশ্যই ভোগ করিবেন। ব্রজবাসীগণ নিজনিজ প্রাক্তন কর্মফল সুখ দুঃখ অবশ্যই ভোগ করিবেন। ইহা পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা ইন্দ্রের নাই। ব্রজবাসীগণের অদৃষ্টে সুখ থাকিলে, ইন্দ্র কখনো দুঃখ দিতে পারিবে না। আবার অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে, ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়াও তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন না।

১৬-১৭। এই জগতে দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তির অসৎ কর্মে প্রবৃত্তি। আবার কাহারো কাহারো সৎ কর্মে প্রবৃত্তি আছে। ইহার কারণ এই নহে যে অন্তর্যামী ঈশ্বরের প্রেরণায় ঐরূপ হইয়া থাকে। ঈশ্বরের প্রেরণায় ইহা হইলে ঈশ্বরকে স্বেচ্ছাচারী বলা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা নহে। পূর্বজন্মার্জ্জিত কর্ম বশতঃই স্বভাব গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং অনাদি কর্মসংস্কারই স্বভাব। কর্মানুসারেই জীবগণ, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দেহ ধারণ করিয়া থাকে এবং ভোগান্তে দেহ ত্যাগ হয়। অতএব কর্মই প্রকৃত পক্ষে জগতের ঈশ্বর। জগতে জীব মধ্যে যে শত্রুতা, মিত্রতা, উদাসীনতা প্রভৃতি দেখা যায়, তাহারও মূল কারণ কর্মই। প্রাক্তন কর্মবশতঃই ইহ কালের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥১৮

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্ বিন্দতে ক্ষেমং জারং নার্য্যসতী যথা ॥১৯

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো, রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥২০

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদং তূর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥২১

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥২২

১৮। সুতরাং কর্মই সকলের মূলহেতু। নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী কর্মরত থাকিয়া, যে কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ হইয়া থাকে, সেই কর্মকেই দেবতা মনে করা উচিত।

১৯। যেহেতু কর্মই জীবের একমাত্র উপজীব্য, তজ্জন্য কর্মকেই দেবতা মনে করা সঙ্গত। অসতী স্ত্রী যেমন উপপতির সেবা দ্বারা ইহ পর লোকে মঙ্গল লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ জীবিকা উপায় স্বরূপ কর্মের আদর না করিয়া, যাহারা অন্য দেবদেবীর আদর ও অর্চ্চনা করে তাহারাও মঙ্গল লাভ করিতে পারে না।

২০। ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যাপন, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যপালন, বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্যাদি বৃত্তি এবং শূদ্রগণ পূর্বোক্ত তিনবর্ণের সেবা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে।

২১। কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন এবং কুসীদবৃত্তি (টাকালগ্নী ও সুদগ্রহণ), এই চারি প্রকার বৃত্তি মধ্যে, আমরা ব্রজবাসী গোপগণ নিরন্তর গোপালনই করিয়া থাকি। সুতরাং গোপালনই আমাদের জীবিকা।

২২। তৃণই গোজাতির প্রধান খাদ্য। প্রচুর তৃণোৎপাদনের জন্য বৃষ্টি প্রয়োজন। ইন্দ্র বারি বর্ষণ করেন, সুতরাং ইন্দ্রের প্রসন্নতা

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥২৩

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥২৪

তস্মাদ্ গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥২৫

প্রয়োজন। কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন, ইহাতে ইন্দ্রের কোন স্থান নাই। জীবগণ কর্মানুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যদি কর্মানুযায়ী আমাদের সুখ থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে দুঃখ দিতে পারিবেন না। তাহা ছাড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ হইতেই জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে। জগতের সৃষ্টি রজঃ গুণে, পালন সত্ত্ব গুণে এবং বিনাশ তমঃ গুণে নিত্যই ঘটিতেছে। জীব জগতে রজঃগুণ প্রভাবে স্ত্রী পুরুষ মিলন এবং ফলে জীব সৃষ্টি হইতেছে।

২৩। রজঃগুণ দ্বারা পরিচালিত মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহা দ্বারা তৃণ শস্যাদির উৎপাদন হইয়া থাকে। ইহাতে ইন্দ্রের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। প্রকৃতির গুণ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

২৪-২৫। আমরা নগর, জনপদ অথবা গ্রামে বাস করি না। গোরক্ষা হেতু বনে বনে, পর্বতে পর্বতে বিচরণ করিয়া গোচারণ করি। বনই আমাদের গৃহ। বন, পর্বত, গো, ব্রাহ্মণ এবং কৃষিক্ষেত্রই আমাদের প্রধান সম্বল। পূজা করিতে হইলে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পূজা করা উচিত, যাহাদের আশীর্বাদ অমোঘ, গোগণের পূজা করিতে হইবে। যেহেতু গোগণই জীবিকার প্রধান উপায়; এবং গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা করিতে হইবে, যেহেতু এই গিরিরাজ শস্য, ফল, মূলাদি আমাদের জন্য এবং উত্তম তৃণ গোগ্রাস জন্য সর্বদাই দান করিতেছে। ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত বস্তু দ্বারাই গোবর্দ্ধন যজ্ঞ অনায়াসে হইয়া যাইবে, তজ্জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই।

পচ্যন্তাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥২৬
হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুবিধং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥২৭
অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডাল-পতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥২৮
স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্ ॥২৯
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥৩০

২৬। সংগৃহীত তণ্ডুল, গোধূম চূর্ণ, যব চূর্ণ, শর্করা, ঘৃত, ফল, মূলাদি দ্রব্য দ্বারা নানাবিধ সূপ, পায়স, সংযাব, পিষ্টক, শষ্কুলী, অপূপ প্রভৃতি প্রস্তুত করা হউক; এবং সমস্ত ব্রজবাসী গণের গৃহ হইতে দধি, দুগ্ধ সংগ্রহ করা হউক।

২৭। অতঃপর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক যথাবিধি অগ্নি স্থাপন পূর্বক গোবর্ধন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক। যজ্ঞ শেষে ঋত্বিকগণকে বহুগুণ যুক্ত অন্ন, দক্ষিণা এবং ধেনু দান করা হউক।

২৮। ইহা ব্যতীত সমাগত অন্য ব্রাহ্মণগণকেও যথোপযুক্ত অন্ন ও দক্ষিণা দিতে হইবে। নিমন্ত্রিত বা অনাহুত সমাগত সকলকে এমন কি চণ্ডাল, কুকুর, পতিত বা দুরাচার ব্যক্তিকেও ভোজনাদি দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইবে। অতঃপর গো-গণকে উত্তম তৃণ ভোজন করাইয়া গোবর্ধন গিরিকে গন্ধ, পুষ্প এবং অন্যান্য পূজোপচার সমর্পণ করিতে হইবে।

২৯। অতঃপর ব্রজবাসী সকলে উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া চন্দন তিলকাদি দ্বারা অনুলিপ্ত হইবেন এবং ভোজনের পর গো, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞাগ্নি সহ গিরিরাজ গোবর্ধনকে পরিক্রমা করিবেন।

৩০। হে তাত, আমার নিজ মত আপনাদের নিকট নিবেদন

শ্রীশুক উবাচ।

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পং জিঘাংসতা।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ ॥৩১
তথা চ ব্যদধুঃ সর্বং যথাহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥৩২
উপহৃত্য বলীন্ সর্বানাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥৩৩

করিলাম। আপনাদের যদি ইহা অভিরুচি সম্মত হয়, তাহা হইলে আপনারা গো, ব্রাহ্মণ, গোবর্ধন গিরি এবং আমার প্রীতিজনক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন। আমার মনে হয়, এই যজ্ঞ সংশ্লিষ্ট সকলের হিতকর ও আনন্দকর হইবে।

৩১। শ্রীশুকদেবের উক্তি :—

এই শ্লোকে কালাত্মনা শব্দ ভগবতা শব্দের বিশেষণ। বৈষ্ণব তোষণী ইহার চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম কালেরও প্রবর্তক, সুতরাং সমস্তই শ্রীভগবানের অধীন। এইজন্য কৃষ্ণের বাক্য নন্দাদি সকলে গ্রহণ করিলেন। দ্বিতীয় অর্থ—পরম শক্তিমান্, সেইজন্য ইন্দ্রদর্প খর্ব করিতে সমর্থ। তৃতীয় অর্থ—কালঃ শ্যামল আত্মা দেহ যস্য, সেই শ্যামসুন্দর। তাঁহার সৌন্দর্যেই সকলে বশীভূত, বচনেত হইবেই। চতুর্থ অর্থ—কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতীতি কাল আত্মা স্বভাব যাঁহার, সুতরাং তাঁহার বাক্য যে গৃহীত হইবে, ইহা সহজেই বোধগম্য। সর্ব-বিধ্বংসী কাল সহ সমস্তই যাঁহার অধীন সেই ভগবান, ইন্দ্র-দর্প বিনাশের জন্য যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া নন্দ প্রমুখ গোপগণ ইহাই উত্তম কথা বলিয়া তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিলেন।

৩২-৩৩। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে মধুসূদন বলা হইয়াছে। মধু নামক অতি ভয়ঙ্কর দৈত্যকে যিনি বধ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণের আদেশে গোবর্ধন যজ্ঞ হইতেছে। এজন্য ইন্দ্র হইতে গোপগণের ভয় দূরীভূত হইল। মধুসূদন কৃষ্ণ যেভাবে বলিয়াছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই

অনাংস্তনড়ুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥৩৪
কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্ বৃহদ্বপুঃ ॥৩৫

গোবর্ধন যজ্ঞের ব্যবস্থা হইল। ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের আনন্দের সীমা রহিল না। গো-গণও আনন্দে হুঙ্কার করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত গোবর্ধন যজ্ঞের শুভানুষ্ঠান হইল, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যথাবিধি হোমকুণ্ডে অগ্নি স্থাপন করিলেন। কেহ কেহ আহুতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পুরুষ সূক্তাদি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলে অন্ন, ব্যঞ্জন, পিষ্টক, লাড্ডুকাদি মিষ্ট দ্রব্য, পায়স, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইল। ইন্দ্র যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্য এই যজ্ঞে ব্যয় করা হইল। গিরি-রাজের অর্চনা, আরত্রিকাদির পর অন্নাদি সমস্ত ভোজ্য বস্তু দ্বারা ভোগ দেওয়া হইল। অতঃপর ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি সম্মান সহকারে ভোজন করান হইল এবং দক্ষিণা বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করা হইল। গো-গণকে উত্তম সুগন্ধী তৃণ এবং অন্যান্য ভোজ্য বস্তু দ্বারা ভোজন করান হইল। সমবেত যাবতীয় স্ত্রী-পুরুষ চণ্ডালাদি সকলকে, এমন কি কুক্কুরাদি পশুগণকেও ভোজন করান হইল। অতঃপর গোগণকে অগ্রে রাখিয়া গিরি গোবর্ধন পরিক্রমা করিলেন।

৩৪। গোবর্ধন পরিক্রমা কালে গোপ-গোপীগণ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইলেন এবং স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণকে শকটে আরোহণ করাইয়া, ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণান্তর কৃষ্ণ-গুণগান করিতে করিতে পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। রমণীগণ গো-শকটে বসিয়া সুর-তান সহ কৃষ্ণ-লীলা গান করিতে লাগিলেন।

৩৫। পর্ব্বত স্থাবর জড় পদার্থ হইয়া কি প্রকারে আমাদের পূজা গ্রহণ করিবেন ও আমাদের কল্যাণ সাধন করিবেন, ব্রজবাসীগণের

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রেঽত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥৩৬
এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে আত্মনো গবাম্ ॥৩৭
ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥৩৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

কাহারো কাহারো এবম্প্রকার সন্দেহ দূরীভূত পূর্বক সকলের পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পর্বতোপরি এক বৃহৎ দেহ ধারণ করিয়া "আমিই গিরি-গোবর্ধন" ইহা বলিয়া প্রদত্ত অন্নাদি বৃহৎ সুদীর্ঘ হস্তে ভোজন করিলেন।

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ সকলকে বলিতে লাগিলেন—এই দেখ গিরিরাজ আমাদের প্রতি সদয় হইয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ আমাদের প্রদত্ত বলি গ্রহণ করিতেছেন। এই বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজজনসহ গিরিরাজরূপী নিজকে প্রণাম করিলেন।

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিলেন—এই গিরিরাজ কামরূপী, ইচ্ছামত বিভিন্নরূপ ধারণে সমর্থ। আমাদের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক এই বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নৈবেদ্যাদি গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু কেহ ইঁহাকে অবজ্ঞা করিলে ইনি সর্প, ব্যাঘ্রাদিরূপ ধারণপূর্বক তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকেন। এস, আমরা সকলে আমাদের নিজের এবং আমাদের প্রধান সম্পত্তি গোগণের মঙ্গল উদ্দেশ্যে ইহাকে প্রণাম করি। ইহা বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে অন্যান্য গোপ গোপীগণসহ গোবর্দ্ধন রূপধারী নিজকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

৩৮। সর্বাধিষ্ঠাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত গোবর্দ্ধন যজ্ঞ

(প্রকৃতপক্ষে এই যজ্ঞ গো, গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণগণের উদ্দেশ্যে কৃত) যথাবিধি সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণসহ নন্দাদি সর্ব গোপগণ ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিরীশ্বর মীমাংসা ও নিরীশ্বর সাংখ্য মতানুসারে নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়াছেন। এই সমস্ত নিরীশ্বর দার্শনিক মত শ্রীভগবানের হার্দ্দ্য নহে, এবং ইহার বিশেষ প্রচার হোক—ইহাও শ্রীকৃষ্ণের অনভিপ্রেত। ভক্তশ্রেষ্ঠের পূজা প্রচারই তাঁহার বিশেষ প্রীতিদায়ক। একমাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠগণের কৃপা দ্বারাই ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে,—অন্য কোন উপায় নাই।

দশম স্কন্ধ চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ সঃ ॥১
গণং সম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥২
অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দ্দেবহেলনম্ ॥৩

১। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—হে রাজন্, ইন্দ্র তাঁহার নিজ পূজা বন্ধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণই যাহাদের নাথ বা আশ্রয়, সেই নন্দ প্রমুখ গোপগণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। ইন্দ্র আরও জ্ঞাত হইলেন তাঁহার যজ্ঞোদ্দেশ্যে সংগৃহীত দ্রব্যাদি দ্বারা কৃষ্ণের উপদেশে গোবর্দ্ধন যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহা জানিয়া ইন্দ্রের কোপের সীমা রহিল না।

২। প্রতিশোধ নিবার জন্য ইন্দ্র স্থির করিলেন ব্রজবাসীগণসহ সমস্ত ব্রজধাম ধ্বংস করিবেন। ইন্দ্র স্বর্গাধিপতি, দেবতাগণ, পবনগণ, সমস্তই তাঁহার আজ্ঞাবাহী। এইজন্য ইন্দ্র নিজকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। যে মেঘ ও বায়ু দ্বারা জগতের জীবগণ প্রাণ ধারণ করে, তাহা ছাড়া অন্যপ্রকার অতি ভয়ঙ্কর শক্তিসম্পন্ন মেঘ ও বায়ু আছে, যাহা স্বর্গে ইন্দ্রাধীনে থাকে। প্রাকৃতিক প্রলয় কালে এই বায়ু ও মেঘ দ্বারা ভূলোক প্রভৃতি লোক সমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই মেঘ সমূহের নাম সম্বর্ত্তক মেঘ। ইন্দ্র ব্রজধাম ধ্বংস করিবার জন্য এই মেঘ সমূহকে নিযুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৩। অহো, ব্রজবাসী গোপগণের ঐশ্বর্য গর্ব্ব দেখ, মরণশীল নরবালক কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহারা দেবতার অবজ্ঞা করিতে

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥৪
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥৫

সাহসী হইয়াছে। কাননবাসী শব্দ দ্বারা ইন্দ্র গোপগণের নিকৃষ্টতা প্রচার করিতেছেন; আবার পতি হইতে উপপতি শব্দ যেমন নিন্দাবাচক, তদ্বৎ আশ্রয় হইতে উপাশ্রয় শব্দ ও তেমনি নিন্দার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাকে ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহারা মূর্খ। দেবরাজ আমাকে অবজ্ঞার জন্য ইহারা শাস্তির যোগ্য। ইন্দ্র এইরূপ বলিলেও সরস্বতী দেবী ভগবানের পার্ষদ ভক্তগণের নিন্দা না করিয়া এই শব্দ দ্বারাই স্তুতি করিতেছেন—যথা বনবাসীত্ব ও গোপত্ব শব্দদ্বয় দ্বারা নন্দাদির সাত্বিকতা প্রকাশ করিতেছেন। এবং মর্ত অর্থাৎ মনুষ্য বিশেষণ দ্বারা স্বয়ং ভগবানের—ভক্ত বাৎসল্য গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং গোপগণের দেবহেলন উচিতই হইয়াছে।

৪। যাহারা আন্বিক্ষিকী বিদ্যা (আত্মানাত্ম বিবেক) বা জ্ঞান মার্গ ত্যাগ করিয়া ক্ষয়িষ্ণু ফল কর্ম মার্গে ভবার্ণব পার হইতে চায়, তাহারা যেমন পার হইতে না পারিয়া বিপদাপন্ন হয়, ইহারাও আমাকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া বিপদাপন্ন হইবে। ক্রোধাবেশে ইন্দ্রের ইহা অসমাপ্ত বাক্য। সরস্বতী অর্থ করিতেছেন বৈষ্ণবগণ কর্ম মার্গ, জ্ঞান মার্গ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র কৃষ্ণকে আশ্রয় করিলে ভব সাগর তাহাদের নিকট গোবৎস পদতুল্য তুচ্ছ হইয়া যায়।

৫। এই বাচাল (বহু ভাষী), বালিশ (মূর্খ), স্তব্ধ (দুর্বিনীত), অজ্ঞ (সারাসার জ্ঞানহীন) পণ্ডিতমানী (পণ্ডিতম্মন্য, যে মূর্খ হইয়াও নিজকে পণ্ডিত মনে করে), মর্ত্ত্য (মরণশীল নর বালক) কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া ব্রজবাসী গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে।

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মাপিতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥৬
অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবীর্যৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥৭
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥৮
বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জ্জলশর্করাঃ ॥৯

সরস্বতীদেবী এই শব্দগুলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন। যথা বাচাল অর্থ শাস্ত্র যোনি- এবং বাক্য দ্বারা যাঁহার মহিমা প্রকাশ করা যায় না তিনি, বালিশ অর্থ শিশুবৎ নিরভিমান, স্তব্ধ অর্থ যাঁহার বন্দনীয় কেহ নাই এজন্য অনম্র, অজ্ঞ অর্থ যাহা হইতে জ্ঞানী কেহ নাই অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পণ্ডিতমানী অর্থ ব্রহ্মাবৎ পণ্ডিতগণও যাঁহাকে সম্মান দান করেন, মর্ত্ত্য অর্থ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইয়াও ভক্ত বাৎসল্য ও করুণাময়ত্ব হেতু মনুষ্যবৎ প্রতীয়মান।

৬। ধনমদে মত্ত ও কৃষ্ণবলে বলীয়ান এই গোপগণের ধনমদ বিনষ্টকর অর্থাৎ সর্ব সম্পত্তি ধ্বংসকর এবং গবাদি পশুগণকে ও বিনষ্ট কর।

৭। তোমরা এখনই তথায় গমন কর, আমি তোমাদের পশ্চাতে মহাশক্তিশালী উনপঞ্চাশৎ বায়ু সহ, ঐরাবতের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নন্দব্রজ ধ্বংস করিবার জন্য যাইতেছি।

৮। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—ইন্দ্র এইভাবে আদেশ করিলে বন্ধন মুক্ত প্রলয় কালীন মেঘ সমূহ অতিতীব্র বর্ষণ দ্বারা ব্রজ বাসীগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

৯। ব্রজভূমির আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাইতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত হইতে লাগিল, তীব্রবেগ বায়ু কর্তৃক ইতস্ততঃ চালিত

স্থূণাস্থূলাবর্ষধারা মুঞ্চৎ স্বভ্রেষ্ণভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥১০
অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণংযযুঃ ॥১১
শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥১২

মেঘ সমূহ শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল, বায়ু বেগে বৃক্ষাদি ও গৃহ সমূহ ভূপতিত হইতে লাগিল।

১০। সাম্বর্ত্তক মেঘ সমূহ স্তম্ভবৎ স্থূল ধারায় অবিরাম বর্ষণ করায় অল্প সময় মধ্যেই ব্রজভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। উচ্চ নিম্নস্থান দৃষ্টিগোচর হইল না। সমস্ত স্থান জলমগ্ন হইয়া গেল।

১১। ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টিতে গবাদি পশুগণ আর্দ্রদেহ ও কম্পিত কলেবরে হাম্বারবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হরিবংশে উক্ত হইয়াছে কতকগুলি পশু প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা প্রাণ ত্যাগ করে নাই তাহারাও চলৎ শক্তিহীনাবস্থায় কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিয়া শেষে মৃতপ্রায়াবস্থায় ভূমিশায়ী হইয়া রহিল, এবং মনে মনে কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিল। গোপগোপীগণ প্রথম নিজ নিজ গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, যখন দেখিল ইহা নিরাপদ নহে তখন তাহারা ভাবিল এই ভীষণ বিপদে একমাত্র কৃষ্ণই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন। কৃষ্ণ নারায়ণসম গুণশালী, অনেক অসুর বধ করিয়াছেন। এবং গোবর্দ্ধন যজ্ঞেও অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তখন তাহারা কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করাই সমুচিত মনে করিল।

১২। ব্রজবাসী গোপ গোপীগণ বৃষ্টি ও শিলা নিবারণ জন্য কোন বস্তু দ্বারা মস্তক আবৃত করতঃ নুব্জ দেহে শিশু সন্তানগণকে বক্ষে ধারণ করতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে শরণ গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥১৩
শিলাবর্ষনিপাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥১৪
অপর্ত্ত্বত্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ॥১৫
তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধরিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ॥১৬

১৩। তাহারা সকলে কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল— হে কৃষ্ণ, হে সর্ব্ব দুঃখহারী কৃষ্ণ, তুমিই আমাদের প্রভু অর্থাৎ গতি ও ত্রাণকর্ত্তা। তুমি বহু বিপদ হইতে বহু ব্রজবাসীকে ত্রাণ করিয়াছ, তুমি ভক্ত বৎসল। যজ্ঞ বন্ধহেতু ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কোপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আর কেহ নাই।

১৪-১৫। প্রবল করকাপাত, ঝঞ্ঝাবাত ও বর্ষণ দ্বারা প্রপীড়িত ও অচেতন প্রায় ব্রজস্থ পশুগণ ও গোপ গোপীগণকে দেখিয়া শ্রীভগবান বুঝিতে পারিলেন—নিশ্চয় ইহা ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কার্য্য। এখন কার্ত্তিক মাস। এই অসময়ে ঈদৃশী ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি হইতে পারে না। আমরা ইন্দ্র যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন যজ্ঞ আরম্ভ করাতে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার জন্য এইরূপ করিতেছেন।

১৬। আমি আমার যোগমায়া শক্তি দ্বারা ইহার প্রতিবিধান করিব। আমার ব্রজবাসী ভক্তগণের ভয় দূরীভূত করিব, এবং ভক্তবর্য্য গোবর্দ্ধনের মাহাত্ম্য জগতে প্রকাশ করিব। একই সঙ্গে লোক-পালাভিমানী ইন্দ্রাদি দেবগণের ঐশ্বর্য্য গর্ব্ব বিনষ্ট করিব। 'লোকেশ মানিনাং' বহুবচন বরুণাদি অন্যান্য লোকপালগণকে সতর্ক করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।

ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ॥১৭

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥১৮

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া কৃষ্ণশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥১৯

১৭। দেবতাগণের প্রায়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতি থাকে। আমি ঈশ্বর, এই প্রকার অহঙ্কার যুক্তভাব প্রায়ই দেবতাগণের মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তথাপি দেবগণ মধ্যে যাহারা অহঙ্কারহেতু সত্ত্বগুণ হইতে বিযুক্ত হইয়া পড়েন, আমি তাহাদের অভিমান, অহঙ্কার চূর্ণ করিলেই—তাহারা দোষমুক্ত হইবেন এবং তাহাদের মঙ্গলই হইবে।

১৮। অতএব আমাতে শরণাপন্ন এই গোষ্ঠ, আমিই যাহাদের নাথ বা ত্রাণকর্ত্তা, এবং যাহাদিগকে আমার আত্মীয় স্বজন রূপে আমিই গ্রহণ করিয়াছি, আমার নিজ যোগমায়া শক্তিবলে আমি ইহাদিগকে রক্ষা করিব। ইহাই আমার ব্রত।

"সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতৎ ব্রতংমম ॥"

যে ব্যক্তি একবার মাত্র আমাতে প্রপন্ন হইয়া "আমি আপনার" এই কথা বলিয়া থাকে আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয়দান করিয়া থাকি। ইহাই আমার ব্রত।

১৯। কৃষ্ণ তখন সকলকে বলিলেন—চল, আমরা গোবর্দ্ধন সমীপে গমন করি। এই গিরিরাজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যজ্ঞ সমর্পিত সমস্ত ভোজ্যবস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন; আজ সেই গিরিরাজই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গবাদি পশু ও গোপ গোপীগণ সহ গিরি গোবর্দ্ধন সমীপে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া গিরিরাজকে উভয় হস্তে ধারণ করিলেন এবং মানসগঙ্গার উত্তরদিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূমি হইতে উৎপাটন পূর্ব্বক বাম করতলে স্থাপন করিয়া

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ॥২০
ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ।
বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ॥২১
তথা নির্বিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজ্যা সোপজীবিনঃ॥২২

ছত্রবৎ উর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিলেন। শিশু যেমন ক্রীড়াছলে ছত্রাক নামক আর্দ্রস্থানে উদ্ভূত উদ্ভিদ বিশেষকে শিরোপরি ধারণ করে, তদ্বৎ অবলীলাক্রমে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে একটি আশ্রয়স্থান প্রস্তুত হইল। বাহির হইতে যাহাতে জল প্রবেশ না করিতে পারে, যোগমায়া তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন।

২০। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব ব্রজবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে মাতঃ, হে পিতঃ, হে ব্রজবাসীবৃন্দ আপনারা সকলে গোধনাদিসহ নিশ্চিন্ত মনে এই গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করুন।

২১। আমার হস্তচ্যুত হইয়া পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে, এই ভয় আপনারা বিন্দুমাত্র ও করিবেন না। ঝড় বৃষ্টির আর কোন ভয় নাই। আপনাদের সকলের রক্ষার ব্যবস্থা এইভাবে করা হইল।

২২। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে আশ্বস্ত হইলেন এবং নিজ নিজ গোধন, স্ত্রী পুত্রাদি ও ধন সম্পত্তিসহ গোশকট নিয়া সেই গিরি নিম্নে প্রবেশ করিলেন। চৌরাশি ক্রোশ ব্যাপী ব্রজধামস্থ ব্রজবাসীগণ তাহাদের গবাদি পশু এবং আত্মীয় স্বজন ও গৃহোপকরণ সমূহ কি প্রকারে গিরি নিম্নস্থ অল্পস্থানে থাকিতে পারিলেন—এই প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ বিভু, তাঁহার ধামও বিভু, তাঁহার সমস্তই বিভু। সেইজন্ত দেখিতে ক্ষুদ্র হইলেও কোন অসুবিধা হয় নাই। প্রলয়কালীন মেঘে সপ্তাহ ব্যাপী বর্ষণ করিলেও মথুরামণ্ডল নিমজ্জিত হয় নাই। ভগবৎ স্বরূপ শক্তি কর্ত্তৃক সত্ত সত্ত জল শোষিত হইতেছিল।

ক্ষুৎতৃড়্‌ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ॥২৩
কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ॥২৪

২৩। শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন, দক্ষিণ করতল দক্ষিণ কটিতে স্থাপন করিয়া বামচরণোপরি দক্ষিণচরণ স্থাপন পূর্ব্বক অপূর্ব্ব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে সহাস্য বদনে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একভাবে চিত্রবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার অত্যদ্ভুত কর্ম্ম ব্রজবাসীগণ পরম বিস্ময়ে দেখিতেই লাগিল। সকলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দৈহিক সুখ, নিদ্রা প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়াই রহিল। অন্য কোন বিষয় তাহাদের মনেও স্থান পাইল না।

ইন্দ্র ঐরাবতে আরোহণ করিয়া আসিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ গিরি গোবর্দ্ধনোপরি অশনি নিক্ষেপ করিয়া একটি শিলাখণ্ডও স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হইলেন না। ব্রজবাসীগণ পরম প্রেমের সহিত কৃষ্ণের পানে চাহিয়া রহিল ও কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিল। কৃষ্ণের বদন সুধা পান করিয়া ব্রজবাসী গোপ গোপীগণের এবং গবাদি পশুগণের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া গেল। মা যশোদা কৃষ্ণ মুখে ক্ষীর, নবনীত প্রভৃতি মুহুঃ মুহুঃ অর্পণ করিতে লাগিলেন। যশোদা অন্যান্য গোপ বালকগণকে বলিতে লাগিলেন—আমার দুধের বাছা একাকী পর্বতটি ধরিয়া রাখিয়াছে, না জানি কত কষ্ট হইতেছে। ওরে সুদাম সুবল তোরা সাহায্য কর। তখন অন্যান্য বালকগণও যষ্ঠি, বংশ দণ্ড প্রভৃতি দ্বারা পর্বত স্পর্শ করিয়া রাখিলেন।

২৪। ইন্দ্র দেখিলেন তাঁহার সর্ব প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল। প্রলয় কালীন মেঘ সমূহ এক সপ্তাহ চেষ্টা করিয়াও ব্রজভূমি প্লাবিত করিতে পারিল না। অসংখ্য অশনিপাতে পর্বতের শিলাখণ্ডও ভগ্ন করিতে

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্ ।
নিশাম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥২৫

নির্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥২৬

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্ ।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥২৭

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥২৮

পারিলেন না। তখন ইন্দ্র ভীত হইয়া পড়িলেন। তখন মনে হইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। না জানি এই অপরাধের জন্য কি দণ্ডবিধান করিবেন। ইন্দ্রের অহঙ্কার দূরীভূত হইল, দর্পচূর্ণ হইল, ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার সংকল্প আর রহিল না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইয়া সাম্বর্ত্তক মেঘ সমূহ সহ দ্রুতগতি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

২৫-২৬। মেঘ সমূহ সহ ইন্দ্র চলিয়া গেলে পুনরায় ব্রজভূমির আকাশ মেঘমুক্ত হইল, নিদারুণ ঝড় বৃষ্টি নিবৃত্ত হইল। আকাশে সূর্য্য দৃষ্ট হইলেন। গিরিধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন সর্ব্ব গোপগণকে বলিলেন—হে গোপগণ, ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। যমুনা, মানস গঙ্গার জল স্বাভাবিক হইয়াছে। আর ভয়ের কারণ নাই। আপনারা এখন নিজ নিজ স্ত্রী, শিশু এবং গোধনাদি সহ গিরিগর্ত্ত হইতে বহির্গত হউন।

২৭। শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপগণ শকটে গৃহোপকরণাদি ন্যস্ত পূর্ব্বক গোধন সহ গিরিগর্ত্ত হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধগণ ধীরে ধীরে নির্গত হইলেন।

২৮। যখন গিরিগর্ত্ত হইতে সকলে বাহিরে চলিয়া আসিলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গিরিরাজকে সর্ব্বজন সমক্ষে পুনরায় স্বস্থানে অবলীলাক্রমে সংস্থাপন করিলেন। এমনভাবে গোবর্দ্ধন গিরি নিজ

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥২৯
যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥৩০

স্থানে রাখা হইল যে তথায় কোন প্রকার উৎপাটনের চিহ্ন রহিল না। কৃষ্ণেরও বিন্দুমাত্র পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

২৯। গিরি-রাজকে যথাস্থানে পূর্ববৎ সংস্থাপন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অতি প্রিয় গোপবৃন্দের নিকট গমন করিলেন। ব্রজবাসী প্রত্যেকেই কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য প্রেমানন্দে অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন গুরু, সম, লঘু ভেদে প্রত্যেকে কৃষ্ণকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া কৃষ্ণের মস্তকে স্থাপন পূর্বক স্বস্তিবাচন পাঠ করিয়া 'তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া ব্রজবাসীগণকে পালন কর', ইত্যাদি রূপে আশীর্বাদ করিলেন। তৎপর জ্যেষ্ঠগণ একে একে কৃষ্ণকে কোলে করিয়া মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বাম বাহু সংমর্দন, অঙ্গুলি স্ফোটন করিয়া শ্রমদুঃখভাব প্রশ্নাদি করিলেন। সখাগণ আসিয়া কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও হাস্য-পরিহাসাদি করিতে লাগিলেন। লঘুগণ পাদ-সম্মর্দন, পাদপতন ইত্যাদি করিলেন। মাতৃসমা গোপীগণ ও পুরোহিত পত্নীগণ দধি, অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্যদ্বারা আশীর্বাদ করিলেন—যথা দুষ্টদমন ও শিষ্ট-পালন কর, সকলের আনন্দ বর্ধন কর, ঐশ্বর্যবান হও, সকলকে সুখ-শান্তি দান করিয়া চিরকাল পালন কর।

৩০। সর্বশেষে যশোদা, রোহিণী ও বলীশ্রেষ্ঠ বলরামের সঙ্গে মিলন হইল। পিতা নন্দ অনেকক্ষণ কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলেন এবং মধ্যে মধ্যে বাম বাহুতে নিজ হস্ত বুলাইতে লাগিলেন।

দিবি দেবগণাঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্বচারণাঃ ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥৩১
শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রণোদিতাঃ ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥৩২
ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স গোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২৫

মাতা অনেকক্ষণ ক্রোড়ে রাখিয়া অশ্রুজলে ও স্তন্যদুগ্ধে অভিষিক্ত করিলেন। রোহিণী দেবী পুনঃ পুনঃ মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিলেন। বলরাম অনেকক্ষণ কৃষ্ণকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন; নয়নে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন,—কেন ভাই, কষ্ট স্বীকার করিলে, তোমার ইঙ্গিত মাত্র আমার অংশ শেষ-নাগ সব সমাধান করিতে পারিত।

৩১-৩২। হে রাজন, স্বর্গেও আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। ইন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ, গন্ধর্বগণ ও চারণগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কৃষ্ণের স্তব এবং পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবগণ পরমানন্দে শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদন করিতে লাগিলেন এবং তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্বগণ আনন্দ সহকারে কৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন।

৩৩। অতঃপর গৃহে গমনকালে বলরাম বাম বাহু দ্বারা কৃষ্ণের গল-দেশ বেষ্টন করিলেন এবং সুবল শ্রীদাম প্রভৃতি গোপ সখাগণ কর্তৃক উভয়ে পরিবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে চলিতে লাগিলেন। ধেনুগণ সকলের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে 'হরি'

বলা হইয়াছে, যেহেতু তিনি তাঁহার ভক্তগণের দুঃখ এবং অহঙ্কারীগণের অহঙ্কার হরণ করিয়া থাকেন। নন্দ, যশোদা, রোহিণী, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীগণ প্রভৃতি সকলে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত চিত্তা ব্রজবাসীগণ সর্বজনের অলক্ষিত ভাবে দূর হইতে কটাক্ষ দ্বারা প্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইলেন ও প্রেমাভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা গৃহে গমন কালে গিরি ধারণলীলা মর্ম্মস্পর্শী সুরে গান করিতে করিতে কৃষ্ণের কিঞ্চিৎ পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছিলেন।

দশম স্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দিব্যং প্রভাবং দৃষ্ট্বা বিস্মিতান্ গোপান্ প্রতি নন্দস্য মহামুনিগর্গবাক্যকথনম্।]

শ্রীশুক উবাচ।

এবংবিধানি কর্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে।
অতদ্বীর্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্য সুবিস্মিতাঃ ॥১

১। বাদরায়ণি বলিলেন—সপ্তাহকাল শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণ লাবণ্যামৃত রসাস্বাদ নিমগ্ন গোপ বৃন্দের মনে কোন বিচার উত্থিত হইবার অবসর ছিল না। তদনন্তর নিজনিজ গৃহে গমন করিবার পরে প্রায় সকলেরই মনে এক সন্দেহ জাত হইল। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন পূতনা বধ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু অত্যদ্ভুত কর্ম এই বালক কর্তৃক সাধিত হইয়াছে। সেই সময় আমরা ঐ সমস্ত কর্মের হেতু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ, নন্দের সৌভাগ্য, নারায়ণের কৃপা, বালকে নারায়ণের আবেশ প্রভৃতি মনে করিয়াছি। কিন্তু এখন এই সপ্ত বর্ষ বয়স্ক বালক কর্ত্তৃক সপ্তদিন ব্যাপী বাম হস্তে গিরিরাজ উত্তোলন ও ধারণ দ্বারা ইহাই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে এই বালক কখনো প্রাকৃত মনুষ্য নহে, পরন্তু স্বয়ং পরমেশ্বর। অপরদিকে সংসারাবদ্ধ গোপগণের ইহার প্রতি পিতৃব্য, মাতুলাদিবৎ লালন দ্বারা এই বালকের প্রফুল্লতা অন্যথা অপ্রসন্নতা। ক্ষুধা পিপাসাতে কাতরতা, দধি দুগ্ধ অপহরণাদি কার্য্য, দম্ভোক্তি, মিথ্যা ভাষণ, গোচারণাদি কার্য্য দৃষ্টে ইহাকে নরশিশু বলিয়াই মনে হয়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে আমরা অসমর্থ। এস সকলে এক সঙ্গে মহা বুদ্ধিমন্ত ব্রজরাজ নন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই মনে করিয়া ব্রজবাসী গোপগণ সকলে এক সঙ্গে রাজ সমীপে গমন করিলেন। রাজাকে প্রণতি পূর্বক বিস্ময় মগ্ন হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—

বালকস্য যদেতানি কর্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥২

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।
কথং বিভ্রদ্ গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥৩

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥৪

হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্ বিপর্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥৫

২। মহারাজ, আপনার এই পুত্রের বহু অত্যদ্ভুত কর্ম দৃষ্টে মনে হয় আমাদের ন্যায় গ্রাম্য ও হীন বৈশ্য জাতিতে জন্ম এই সর্বাংশে উন্নত বালকের যোগ্য নহে।

৩। গজরাজ কর্তৃক পদ্মধারণের ন্যায় সপ্ত বর্ষ বয়স্ক এই বালক অবলীলা ক্রমে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন উর্দ্ধে উত্তোলন পূর্বক বাম হস্তে সপ্ত দিবস ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

৪। কাল যেমন সকলের অলক্ষ্যে জীবের পরমায়ু হরণ করে, কেহ জানিতেও পারে না সেই প্রকার এই বালক পাঁচ ছয় দিন বয়ক্রম কালে মহা বিক্রম শালিনী পূতনা রাক্ষসীর স্তন পান করিতে করিতে তাহার প্রাণ হরণ করিয়াছিল। রাক্ষসী ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ আর্তনাদ করিতে করিতে বক্ষস্থলে শিশুকে ধারণ করিয়া গ্রামের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে পতিত হইয়াছিল, অথচ শিশু নির্ভয়ে বক্ষস্থলে ক্রীড়া করিতেছিল।

৫। তিন মাস বয়স্ক এই বালককে তাহার মাতা এক মহা শকটের অধোদেশে নিদ্রিতাবস্থায় রাখিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃতা ছিলেন, কিছুক্ষণ পরে নিদ্রাভঙ্গ বালক স্তনার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে চরণ উত্তোলন পূর্বক অতি কোমল চরণাগ্র দ্বারা আঘাত পূর্বক সেই অতি প্রকাণ্ড শকট বহু সামগ্রীসহ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহা কি নর শিশুর পক্ষে সম্ভব?

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্‌ কণ্ঠগ্রহাতুরম্‌ ॥৬
ক্বচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উলূখলে।
গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥৭
বনে সঞ্চারয়ন্‌ বৎসান্‌ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥৮
বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥৯

৬। এক বৎসর বয়স্ক চলিতে অসমর্থ এই শিশু মাতৃ সমীপে উপবিষ্ট ছিল, সেই সময় তৃণাবর্ত্ত নামক এক ভীষণ দৈত্য তাহাকে অপহরণ পূর্বক আকাশ পথে গমনকালে শিশু সেই দৈত্যের গল দেশ উভয় হস্ত দ্বারা সজোরে ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূপাতিত ও নিহত করিয়াছিল।

৭। শৈশবকালে নবনীত অপহরণ জন্য জননী যশোদা শিশুর কটি দেশ রজ্জুদ্বারা একটি উদূখলের সঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় শিশু অতি সুবৃহৎ যমজ অর্জ্জুন বৃক্ষ দ্বয়ের মধ্য স্থলে গমন পূর্বক তাহার ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় দ্বারা সেই অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দ্বয়কে উৎপাটিত করিয়াছিল। শত মত্তহস্তী দ্বারা যাহা অসাধ্য তাহা এই শিশু কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইয়াছিল?

৮। একদিন বলরামসহ আপনার এই পুত্র শ্রীদাম সুবলাদি বালকগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বনে বৎস চারণ কালে বক রূপধারী এক অসুর ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে এই শিশু বকাসুরের উভয় চঞ্চু উভয় হস্তে ধারণ পূর্বক মুখ হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিল।

৯। এক প্রবল বিক্রমশালী অসুর কৃষ্ণকে বধ করিবার বাসনায় গোবৎসরূপ ধারণ করিয়া অন্যান্য বৎসগণ মধ্যে সকলের দৃষ্টি বঞ্চনা

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্বফলান্বিতম্ ॥১০
প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা।
অমোচয়দ্ ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ॥১১
আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্বিষোদকাম্ ॥১২

করতঃ অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে অসুর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিকটবর্তী হইয়া, হঠাৎ অসুরের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয় ধারণ করতঃ শূন্য মার্গে পুনঃ পুনঃ ঘূর্ণন পূর্বক প্রাণনাশ করিয়া এক কপিত্থ বৃক্ষাগ্রে অবলীলাক্রমে নিক্ষেপ করিলেন। মৃতদেহের আঘাতে বহু কপিত্থ ফল ভূপাতিত হইয়াছিল।

১০। গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর এত পরাক্রান্ত ছিল যে দেবতাগণও ইহাকে ভয় করিতেন। ঐ ধেনুকাসুর তাহার অন্যান্য গর্দ্দভ রূপধারী আত্মীয়স্বজন সহ তালবনে বাস করিত। উহার ভয়ে কেহই তালবনে যাইতে পারিত না, গেলেই অসুর হস্তে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল। আপনার এই পুত্র বলরাম সাহায্যে ধেনুকাসুরকে সবংশে বধ করিয়া তালবনকে নিরাপদ করিয়াছে।

১১। আপনার এই পুত্রই বলবান বলরাম দ্বারা প্রবল বিক্রমশালী প্রলম্বাসুরকে নিহত করাইয়াছিল। গোপবালকগণ ও গবাদিপশুগণ যখন দাবানল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল, তাহাদের রক্ষার কোন উপায় ছিল না, তখন এই কৃষ্ণই অদ্ভুত উপায়ে সকলকে দাবাগ্নি গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইহা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব?

১২। অতি তীব্র বিষ সম্পন্ন কালিয়নাগকে এই বালক আমাদের চক্ষুর সম্মুখে শাস্তি প্রদান করিয়াছে। তাহার ফণাগুলির উপর নৃত্য করতঃ একে একে ফণাগুলিকে ভগ্ন করিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছে। অতঃপর সর্পকে বলপূর্বক হ্রদ হইতে সমুদ্রে নির্বাসিত

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্ ।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাস্ তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্ ॥১৩

ক সপ্তহায়নো বালঃ ক মহাদ্রিবিধারণম্ ।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে ॥১৪

করিয়া যমুনা জলকে নির্ব্বিষ ও দোষশূন্য করিয়াছে। ইহা কি মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব?

১৩। হে নন্দ, আপনার পুত্রের ঈশ্বরত্বসূচক কতকগুলি যুক্তি এতক্ষণ উক্ত হইল। এখন কেবল আমাদের নহে সর্বব্রজবাসীগণের মনোভাব শ্রবণ করুন। কৃষ্ণ আপনার পুত্র, আমাদের নহে; কিন্তু ইহার প্রতি বাৎসল্য ভাবযুক্ত কেবল আমাদের নহে, পরন্তু সখ্যভাবযুক্ত বালকগণের, এবং স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বব্রজবাসীগণেব, এমন কি বনবাসী পুলিন্দাদি মনুষ্যগণের, কেবল তাহাই নহে, পশুপক্ষীগণেরও প্রতিক্ষণ নবনবায়মান ক্রমবর্দ্ধমান প্রীতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ইহার কার্য্যাদি দৃষ্টে ঈশ্বরবুদ্ধি হইলেও এই প্রীতি দুস্ত্যজ। পুত্রাদি হইতে দেহ প্রিয়, দেহ হইতে জীবাত্মা প্রিয়, জীবাত্মা হইতে তাহার অংশী পরমাত্মা অধিকতর প্রিয়। আমাদের এখন মনে হইতেছে, এই কৃষ্ণ কি সর্ব জীবের পরমাত্মা? আমরা সর্ব্বব্রজবাসীগণের প্রতি এমন কি বনবাসী ও পশুপক্ষীগণের প্রতিও কৃষ্ণের অনুরাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি হইতে পারে? তবে কি সর্বজীবে অহৈতুকী প্রীতিবান্ সর্বাত্মা ভগবানই আপনার পুত্র রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

১৪। কোথায় সপ্তবর্ষ বয়স্ক বালক এবং কোথায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন? গিরি ধারণকার্য মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমাদের মনে হইতেছে ভগবানই আপনার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি চিন্তা করিয়া আপনার ধারণা কি বলুন। আমাদের ভয় হইতেছে, এই পুত্রের প্রতি অনুচিত ব্যবহারে আমরা ভগবৎ অপরাধী হইতেছি।

নন্দ উবাচ।

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোহর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ ॥১৫
বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৬
প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥১৭
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥১৮
এষ বঃ শ্রেয়ঃ আধাস্যদ্ গোপকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥১৯

১৫। নন্দ উত্তর দিতেছেন—হে গোপগণ, এই বালকের শততম দিবস বয়ক্রম কালে আমাদের ভাগ্যক্রমে মহামুনি গর্গাচার্য যদৃচ্ছাক্রমে মমগৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পাদ্যার্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বলরাম ও কৃষ্ণ এই দুই শিশুর নামকরণ করিতে প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম। সেই সময় এই ত্রিকালজ্ঞ মহামুনি এই বালক সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন—তাহা আপনারা আমার নিকট শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই আপনাদের সন্দেহ দূর হইবে।

১৬। গর্গমুনি বলিলেন—এই শিশু প্রতি যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, পূর্বে এক কলিযুগে পীতবর্ণ, বর্তমান দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। ইহার নামও এইজন্য

১৭। আপনার পুত্র পূর্বে বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিল। এজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে বাসুদেব নামে অভিহিত করিবেন।

১৮। আপনার এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বহু নাম ও রূপ আছে, তাহা আমি কিছু কিছু জানি, অন্য কেহ জানে না।

১৯। এই বালক গোকুলবাসী মাত্রেরই বিশেষতঃ গোপগণের

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥২০

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥২১

তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥২২

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥২৩

অশেষ মঙ্গল বিধান ও আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। আপনারা সকলে এই বালক কর্ত্তৃক সর্ব বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন।

২০। হে ব্রজপতি, পুরাকালে সাধুগণ অসুর দস্যুগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইলে এবং অরাজকতা উপস্থিত হইলে, এই পুত্র দ্বারাই দস্যুগণ দমিত হইয়াছিল এবং সাধুগণ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

২১। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুপক্ষীয়গণের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই বালককে প্রীতি করিবেন, দৈত্যাদি কোন বহিঃশত্রু এবং কামাদি অন্তঃশত্রুগণ তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না।

২২। সুতরাং হে নন্দ, আপনার এই পুত্র শ্রী, কীর্ত্তি ও পরাক্রমে নারায়ণ তুল্য গুণবান হইবে। তাহার কোন কার্যে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, যেহেতু সে কখনো কখনো অলৌকিক কার্যও করিতে পারে।

২৩। গর্গমুনি এইভাবে সাক্ষাৎ আমাকে আদেশ করিয়া স্বগৃহে গমন করিয়াছিলেন। আমি তদবধি কৃষ্ণকে নারায়ণের অংশ এবং অপরের অসাধ্য কর্ম্মসাধনে সমর্থ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি।

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
(দৃষ্টশ্রুতানুভাবাস্তে কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ)।
মুদিতা নন্দমানর্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ ॥২৪

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা
বজ্রাশ্মপর্ষানিলৈঃ
সদীৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং
দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো
লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ
প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২৬

২৪। ব্রজবাসীগণ নন্দ মুখে গর্গ গীত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাহাদের বিস্ময়ভাব দূরীভূত হইল। তাহারা নিজনিজ গৃহ হইতে আনীত গন্ধ চন্দন, পুষ্প, বস্ত্রভূষণাদি ও স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা নন্দকে পূজিত ও সম্মানিত করিলেন। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিলে কৃষ্ণকেও পীতাম্বর, হার, কটক, কুণ্ডল, কিরীট, প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত করিলেন, এবং 'জয় জয় ব্রজভূষণ, চিরজীবী হও এবং আমাদিগকে পালন কর' ইত্যাদি বাক্যে অভিনন্দিত করিলেন।

২৫। শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দপ্রমুখ গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করতঃ গোবর্দ্ধন যজ্ঞ সম্পাদন করিলে, দেবরাজ মহেন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজ ভূমি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অশনি সম্পাত, ঝঞ্ঝাবাত, শিলাবর্ষণ ও প্রবল বারিবর্ষণ করিতে থাকিল, পশু ও স্ত্রীগণ সহ সর্ব ব্রজবাসী শীতার্ত্ত [illegible] কম্পিত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলে [illegible] তখন [illegible] হইয়া তিনি অবলীলাক্রমে গিরি

গোবর্দ্ধন উৎপাটন করতঃ, বালক যেমন ক্রীড়াছলে শিরোপরি ছত্রাক নামক উদ্ভিদ ধারণ করে, তদ্বৎ হাসিতে হাসিতে বাম করে গিরিরাজ ধারণ করতঃ, তন্নিম্নে ব্রজবাসী নরনারী ও পশুগণকে আশ্রয় দানে ইন্দ্র কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই মহেন্দ্র দর্পহারী, ভক্তগণের ইন্দ্রিয়ের আনন্দদাতা, গোগণের অধীশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। শুকদেব বলিতেছেন—তাঁহার নিজের প্রতি, পরীক্ষিতের প্রতি এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্ব শ্রোতৃবৃন্দের প্রতি প্রসন্ন হোন্।

দশম স্কন্ধে ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিগতদর্পস্য পুরন্দরস্য শ্রীকৃষ্ণসমীপে ক্ষমাপ্রার্থনম্, কামধেনু-
দেবেন্দ্রাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণস্যাভিষেকশ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্ রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥১

১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হস্তে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজধামকে রক্ষা করিলে ইন্দ্র ভীত হইয়া নিজ ধামে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবান, না জানি কি শাস্তি প্রদান করিবেন, এই দুশ্চিন্তায় ইন্দ্র তদীয় রাজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইতে ছিলেন না। দেবগুরু বৃহস্পতির পরামর্শে তিনি ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক স্বীয় অপরাধের কথা সমস্ত নিবেদন করিলেন এবং এ বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ব্রহ্মার নিকট উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—'হে মহেন্দ্র আমি শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপ বালকগণকে হরণ পূর্ব্বক মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, আমার পরিমাণে এক ত্রুটিকাল পরে (নর পরিমাণে এক বৎসর) গিয়া দেখি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ সকলকে নিয়া গোষ্ঠলীলা করিতেছেন, অথচ আমি যাহাদিগকে হরণ করিয়া রাখিয়া ছিলাম, তাহারা পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত ছিল। সুদীর্ঘকাল ধ্যান করিয়াও কোন্‌গুলি সত্য, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। পরে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় যে সমস্ত অলৌকিক বস্তু দর্শন হইল তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমি যথাশক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে শরণ নিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীভগবান কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। এজন্য তোমাকে সঙ্গে করিয়া যাইতে ভীত হইতেছি। গোগণ শ্রীভগবানের অতি প্রিয়। তুমি যদি গোমাতা সুরভিকে সঙ্গে করিয়া নিয়া যাইতে পার তাহা হইলে সর্ব্বোত্তম হইবে। প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চসা॥

ব্রহ্মলোক বা সত্য লোক থাকে। তাহার ঠিক উপরেই গোলোক। ইহা প্রপঞ্চের অন্তর্ভূত। এখানে একরূপে গোমাতা সুরভি বাস করেন। মূল গোলোক প্রপঞ্চাতীত মহাবৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। তাহা ইন্দ্রাদি দেবগণের অগম্য। ইন্দ্র প্রপঞ্চ মধ্যস্থ গোলোকে গমন করিয়া গোমাতার চরণে পতিত হইয়া তাহার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে যাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে, গোমাতা সুরভি সম্মত হইয়া ইন্দ্রসঙ্গে ব্রজধামে গমন করিলেন।

২। একদিন শ্রীকৃষ্ণের মনে হইল অহো, ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে আমার প্রিয় গিরি গোবর্দ্ধন কিরূপ জর্জ্জরিত হইয়াছে, একবার নিজে গিয়া দেখিয়া আসি। এই ভাবিয়া সেইদিন গিরি সমীপে গমনানন্তর গিরিরাজ দর্শন করিয়া সানুদেশে এক নির্জ্জন স্থানে এক প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। অথবা সুরভিসহ ইন্দ্র আসিতেছেন জানিয়া ইন্দ্র সুরভিকে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিবার জন্যই তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীভগবান ইন্দ্র ও সুরভিকে নির্জ্জনে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়াতে মনে হয়, তিনি ইন্দ্রের দুষ্কর্মের জন্য ক্রুদ্ধ হন নাই, বরং সপ্ত দিবস সপ্ত রাত্রি তাঁহার অতিপ্রিয় বৃন্দাবনবাসী গোপগোপী এবং গো. সমূহের সঙ্গে একত্র মহানন্দে বাস করিয়াছিলেন। এইজন্য ইন্দ্রের প্রতি কতকটা গোপন প্রসন্নতাও ছিল। দূর হইতে সুরভি ও ইন্দ্র শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইলেন। গোমাতা বলিলেন—হে দেবরাজ, করুণাময় প্রভু ঐ দেখুন একা বসিয়া আছেন। এসময়ই আপনি একা গমন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়া স্তুতি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তাহা হইলে তিনি সহজেই প্রসন্ন হইবেন। আমি কিছুক্ষণ পরেই যাইব। দেবরাজ ইন্দ্র নিজকৃত কর্মের জন্য যুগপৎ ভয় ও লজ্জাযুক্ত অন্তরে ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন এবং তথায় ভূমিতে

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩
ইন্দ্র উবাচ।
বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥৪
কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি
ধর্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥৫

দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। তাঁহার মস্তকের সূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী কিরীটাগ্র শ্রীকৃষ্ণের উভয় চরণ স্পর্শ করিতেছিল।

৩। গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য প্রভাব স্বচক্ষে দেখিয়া এবং লোকগুরু ব্রহ্মা ও সুরভিমুখে তাঁহার অনন্ত মহিমার বিষয় শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের 'আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর' এই গর্ব্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণাগ্রভূমিতে নতজানু উপবিষ্ট হইয়া করজোড়ে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে স্তব করিতে লাগিলেন।

৪। হে প্রভো, আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এবং পরম শান্ত। প্রাকৃত রজঃ ও তমঃ গুণের কোন সংস্পর্শ আপনাতে নাই। আপনি জ্ঞান স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইতে আপনার লীলা প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমরা মায়াময় জগতে থাকিয়া নানাবিধ সৎকার্য্য বা দুষ্কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হেতু আপনার কোন চিত্তবিকার হয় না।

৫। হে ঈশ, আপনি গুণাতীত। দেহাত্মবুদ্ধিগণের যে লোভাদি রিপু, যাহা পরিণামে অন্য দেহ প্রাপক হইয়া থাকে, তাহা আপনাতে নাই। আপনি ধর্ম রক্ষা এবং খল নিগ্রহ হেতু দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন।

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥৬
যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্ ।
হিত্বার্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলানামপি তেঽনুশাসনম্ ॥৭
স ত্বং মমৈশ্বর্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্ ।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥৮

৬। আপনি জগতের পিতা, হিতোপদেষ্টা গুরু এবং অধীশ্বররূপে নিয়ন্তা। আপনার কাল শক্তিতুল্য আপনার দণ্ডও অমোঘ,, আপনি জগতের মঙ্গল বিধান উদ্দেশ্যে ইচ্ছানুযায়ী দেহ ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। মাদৃশ অজ্ঞ লোকপালগণ যখন নিজকে জগদীশ্বর মনে করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হন, তখন আপনি তাহাদের দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

৭। হে প্রভো, ঈশ্বরাভিমানী দেবগণ মধ্যে আমি অতি অধম ও অজ্ঞ। আপনি আবার যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন যজ্ঞ প্রচলন করাতে, আমি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া, প্রলয়কালীন ঝড় বৃষ্টি দ্বারা ব্রজ ধ্বংস করিতে সচেষ্ট হইলাম, কিন্তু আপনি ধীর-স্থির ভাবে পর্বত উত্তোলন পূর্বক সকলকে রক্ষা করিলেন। আমি শত শত বজ্রাঘাতেও আপনার হস্তস্থিত পর্বতের একটি ধূলিকণাও নড়াইতে অক্ষম হইলাম। এখন নিজের গর্ব নষ্ট হইয়াছে, আপনার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তাই বলি, আপনার লীলা খল ব্যক্তিগণেরও আত্মশোধক।

৮। আমি আর্ত্ত, অধম ও দুষ্ট। আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্যে মত্ত

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
স্বয়ন্তরাণামুরুতারজন্মনাম্ ।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্তিনাম্ ॥৯
নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে ।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥১০
স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্তয়ে ।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥১১

হইয়া আপনার অপার মহিমা ভুলিয়া গিয়া আপনার প্রিয় ভক্তগণের অনিষ্ট সাধন করিতে গিয়াছিলাম, এবং আপনার প্রতিও দুর্বাক্য ব্যবহার করিয়াছিলাম, হে পরমেশ্বর, আমি ক্ষমারও অযোগ্য। এখন আপনার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলাম। আপনার শ্রীপাদপদ্ম আমার মস্তকে অর্পণ পূর্বক এই কৃপা করুন, যেন আর কখনো আমার এইরূপ দুর্মতি না হয়।

৯। হে ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ যে সমস্ত রাজন্য-বর্গ বহু সৈন্য-সামন্ত সহ সজ্জনবৃন্দেব উপর অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের বিনাশের জন্য এবং ভবদীয় শ্রীপাদপদ্ম অনুবর্তী ভক্তগণের মঙ্গলের জন্য জগতে আপনার এই অবতার।

১০। হে অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্যশালী, আপনাকে নমস্কার, আপনি সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী এবং ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী পুরুষ, আপনাকে নমস্কার। হে অপরিচ্ছিন্ন বিগ্রহ, আপনাকে নমস্কার, আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক বিগ্রহ বাসুদেব। আপনি সর্ব চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণ আপনাকে নমস্কার। আপনি সাত্বতপতি অর্থাৎ ভক্তজনের পালনকর্তা, আপনাকে নমস্কার।

১১। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর সর্ব্ব-ভাবের ভক্তগণের সুখ বিধানার্থ গৃহীত বিগ্রহ আপনারা আপনার স্বরূপ অপ্রাকৃত হেতু

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥১২

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥১৩

শ্রীশুক উবাচ।

এবং সংকীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১৪

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্নতা।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ॥১৫

বিশুদ্ধ এবং জ্ঞানঘন। যদিও আপনি মায়াতীত, তথাপি মায়া আপনার শক্তি হেতু আপনি সর্ব্বময়। প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্তই আপনা হইতে সম্ভূত। আপনি সর্ব কারণের কারণ, আপনি সর্বজীবের পরমাত্মা। আপনাকে প্রণতি।

১২-১৩। হে সর্বজ্ঞান-ঐশ্বর্যশালী প্রভো, ব্রজবাসী গোপগণ আমার যজ্ঞ বন্ধ করাতে অভিমানী ও ক্রোধান্ধ আমি অতি তীব্র বায়ু ও বারিবর্ষণে গোষ্ঠ বিনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি দয়াময় পরমেশ্বর। আমার সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া আমার গর্ব ও অহঙ্কার চূর্ণ করতঃ আমাকে পরমানুগৃহীত করিয়াছেন। আপনি নিয়ন্তা হেতু ঈশ্বর, হিতকারী ও শিক্ষাদাতা হেতু গুরু, প্রেমাস্পদ হেতু আত্মা। আপনার অভয় চরণ কমলে আমি শরণ গ্রহণ করিলাম।

১৪। শ্রীশুকদেব বলিলেন—দেবরাজ ইন্দ্র এই প্রকার স্তব করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহাস্য বদনে মেঘগম্ভীর স্বরে ইন্দ্রকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন।

১৫। শ্রীভগবান বলিলেন :—

হে ইন্দ্র, তুমি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলে। গর্ব্বান্ধ তুমি, সাক্ষাৎ আমাকে দর্শন করিয়াও সামান্য গোপ বালক

মামৈশ্বর্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্॥১৬
গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জিতৈঃ॥১৭

বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছ। আমার প্রিয় গোপ গোপীগণ লীলারত আমার ব্রজধামকে তুমি ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছ। তথাপি আমি তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই। ক্রুদ্ধ হইলে আমি অন্যভাবে তোমার শাস্তি করিতাম। কিন্তু আমি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তোমার অহংকার চূর্ণ করিলাম। গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ পূর্বক তোমার সর্ব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিলাম। তোমার যজ্ঞ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন যজ্ঞ প্রবর্তন করিবার উদ্দেশ্যেই তুমি প্রতি বৎসর এই যজ্ঞ কালে আমার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিবে। ইহাই আমার অনুগ্রহ।

১৬। যাহারা ঐশ্বর্যমদে অন্ধ হইয়া আমি যে সকলের দণ্ডদাতা, তাহাও ভুলিয়া যায়, সেই সমস্ত মূঢ়গণের মধ্যে, যাহাদিগকে আমার অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাদের কারণ যে ঐশ্বর্য তাহা নষ্ট করি। তোমার প্রতি আমার বিশেষ কৃপাহেতু তাহাও করি নাই। কেবল তোমার যজ্ঞ বন্ধ করিয়াছি মাত্র।

১৭। হে ইন্দ্র, তুমি তোমার স্বর্গরাজ্যে প্রত্যাগমন কর। তোমাদের মঙ্গল হোক, সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব ও অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজনিজ অধিকারে থাকিয়া আমার শাসন অঙ্গীকার পূর্বক নিজ কর্তব্য সম্পাদন কর। বঃ শব্দ বহু বচন, ইহা বরুণাদি অন্যান্য দেবতাগণকে সতর্ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীভগবান ইন্দ্রকে বর দান করেন নাই যে ভবিষ্যতে তাঁহার অহঙ্কার হইবে না। বর দান করিলে ভবিষ্যতে পারিজাত হরণ ব্যাপারে কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আদেশ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চরণে পুনঃপুনঃ ভুলুণ্ঠিত প্রণাম করণানন্তর, অনতিদূরে নত কন্ধরে করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥১৮

সুরভিরুবাচ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥১৯

১৮। গোমাতা সুরভি দেবরাজ ইন্দ্রের অনুরোধে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ এবং কোন কোন দেবতাও ঐ সঙ্গে আসিয়াছিলেন, পরম বুদ্ধিমতী সুরভি একটু দূরবর্ত্তী স্থানে অপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রকে একা শ্রীকৃষ্ণ সমীপে পাঠাইয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন শ্রীভগবানের আদেশে দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণ চরণে পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম করণানন্তর কিঞ্চিৎ দূরে সরিয়া গেলেন, তখন গোমাতা সুরভি বৃন্দাবনস্থ তদীয় সন্তানগণসহ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমনানন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করতঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। গোমাতা যখন দেখিলেন শ্রীভগবান দেবরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন নাই, অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, তখন ধীরচিত্তা সুরভি সেই বিষয়ে কিছু বলা সঙ্গত মনে করিলেন না।

১৯। হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ (হর্ষ হেতু দুইবার সম্বোধন), আপনি সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক। আপনার অনন্ত করুণাগুণে পশু গো জাতি আপনার শ্রীচরণে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। হে মহাযোগিন্, আপনি অচিন্ত্য যোগমায়া শক্তি বলে গিরি গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক আমার সন্তানগণকে ও তাহাদের বালকগণকে ইন্দ্রের কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আপনি বিশ্বাত্মা (সমষ্টিব্রহ্মাণ্ডের, ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের ও ব্যষ্টিজীবের পরমাত্মা), আপনা হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আপনিই সর্ব্ব লোকের প্রকৃত নাথ। আপনার অশেষ কল্যাণগুণনিচয় কখনো আপনা হইতে চ্যুত হয় না বলিয়াই আপনি অচ্যুত। ইন্দ্র আমার সন্তানগণকে ও তাহাদের পালকগণকে অনাথ মনে করিয়া ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন, আপনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া সনাথ করিয়াছেন।

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে ।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥
ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্ ।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥২১॥

২০। পরমং কং (সুখং) যাহা হইতে তিনি পরমকং। আপনি আমাদের পরম সুখস্বরূপ দেবতা। হে জগৎপতি, গো, বিপ্র, দেবতা এবং সমস্ত সাধুগণের অভ্যুদয়ের জন্য আপনি আমাদের ইন্দ্র হোন্। যে ইন্দ্র আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্রে আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি জগৎপতি হইলেও, সম্প্রতি গোপ জাতিরূপে অবতীর্ণ এবং গোপ হইয়াও ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করিয়াছেন। ইন্দ্র পরাভূত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আপনার ইন্দ্রত্ব উপযুক্তই বটে।

২১। আপনাকে ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিবার জন্য ব্রহ্মা আমাদিগকে এই স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। যখন ভয় বিহ্বল ইন্দ্র সাহায্যার্থ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা নিজ পূর্বকৃত অপরাধ স্মরণ পূর্ব্বক ভীত হইয়া আমাকে আদেশ করিলেন—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার সন্তানগণের পালক এবং তুমিও প্রভুর প্রিয় পাত্রী। তুমি সেই কৃপা সিন্ধু হরির নিকট গমন করিয়া ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমাপণের প্রার্থনা কর এবং ভগবানকে 'গবেন্দ্রত্বে' অভিষিক্ত কর। হে প্রভো, আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ আপনার চরণ সেবা প্রার্থনা করেন। গবেন্দ্রত্বে অভিষিক্ত হইলে আপনার কোন উৎকর্ষ হইবে না, পরন্তু এই কার্যে আমাদেরই পরম উৎকর্ষ হইবে। আপনি বিশ্বাত্মা রূপে সকলের অদৃশ্য। পৃথিবীর ভার পূরণ হেতু অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়াই আজ আপনাকে অভিষেক করিবার পরম সৌভাগ্য আমরা লাভ করিলাম।

শ্রীশুক উবাচ

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥২২
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যষিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥২৩
তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো
গন্ধর্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ॥২৪

২২-২৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—সুরভি এইভাবে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিলেন এবং শ্রীচরণে প্রণতি করিলেন; শ্রীভগবান কোন উত্তর দিলেন না। গোমাতা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্ন বদন দেখিয়া 'মৌন সম্মতি লক্ষণ' এই নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের পবিত্র দুগ্ধ ধারা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন, চরণ ধৌত করিলেন। সকলে জয় জয় বলিতে লাগিল ভীত সন্ত্রস্ত ইন্দ্র ইহা নীরবে দর্শন করিতে ছিলেন। দেবর্ষি নারদ ও দেবমাতা অদিতি কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া—যথা কৃষ্ণ শরণাগত পালক ও কৃপার্দ্রচিত্ত, বিশেষতঃ তুমি তাঁহার প্রিয়জনের সঙ্গে আসিয়াছ, কোন ভয় নাই। দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত গজদ্বারা আকাশ গঙ্গা মন্দাকিনী হইতে রত্ন কুম্ভে জল আনয়ন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন ও চরণ ধৌত করিলেন এবং "গোবিন্দ" এই নাম রাখিলেন। গাঃ পশূন্ বিন্দতি গাঃ সর্ব্বতক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষয়েন বিন্দতীতি গোবিন্দ। অর্থাৎ গো জাতি পশুগণকে আনন্দ দান করেন, যিনি তিনি গোবিন্দ এবং ভক্তগণের ইন্দ্রিয়গণকে আনন্দ দ্বারা যিনি আকর্ষণ করেন তিনি গোবিন্দ এবং পৃথিবীর আনন্দদাতা যিনি তিনি গোবিন্দ।

২৪। শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক স্থান গোবিন্দ কুণ্ড নামে অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। অভিষেক কালে তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব পতিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণগণ সকলে সমবেত

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
ব্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ॥২৫
নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রন্মণীন্ ॥২৬
কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সত্ত্বানি কুরুনন্দন।
নির্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥২৭

ভাবে বক্তা, শ্রোতা, ও স্মরণ কারীর পাপতাপাদি অশেষ মালিন্য নাশক শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিলেন এবং অপসরাগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

২৫। অভিষেক কালে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ তথায় সমাগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি গান করিতে লাগিলেন এবং নন্দন কানন জাত পারিজাতাদি পুষ্প অবিরল ধারে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভূলোক, উর্দ্ধলোক ও অধোলোক সমূহ পরমানন্দ ময় হইল। সমবেত গাভীগণের দুগ্ধধারায় পৃথিবী কর্দমাক্ত হইয়া গেল।

২৬। স্বয়ং ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সকলে তাঁহার অভিষেক করিতেছে, ধরিত্রী এই আনন্দে আত্মহারা হইলেন। নদী সমূহে ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইল, বৃক্ষগণ মধুবর্ষণ করিতে লাগিল, কর্ষণ ব্যতীত ব্রীহি যবাদি শস্য আপনিই শস্য ক্ষেত্রে উৎপন্ন ও পক্ক হইল। গিরিগণ তাহাদের গুহাভ্যন্তরস্থ মণিগণ বাহিরে প্রকাশ করিতে লাগিল।

২৭। হে কুরুনন্দন, হে তাত (শুকদেব কর্ত্তৃক পরীক্ষিতকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন প্রেমবৈবশ্য বশতঃ বুঝিতে হইবে), শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক কালে পরস্পর বৈরীভাবাপন্ন অহিনকুলাদি জন্তুগণ, তাহাদের বৈরীভাব এবং স্বভাবতঃ হিংস্রস্বভাব ব্যাঘ্রাদি পশুগণ তাহাদের হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করিয়াছিল। যাহাতে সর্ব্বজীবগণ অভিষেকানন্দে যোগদান করিতে পারে, এজন্য ভগবৎ মহামায়া শক্তির এইরূপ কার্য্য।

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

৩৮। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপভাবে গোবিন্দাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া শ্রীভগবচ্চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার আদেশে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সিদ্ধ, চারণ প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বর্গলোকে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম স্কন্ধে-সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ।

একাদশ্যাং নিরাহারাঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যা দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥১

তং গৃহীত্বানয়দ্ ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥২

১। মধ্যরাত্রি হইতে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালকে শাস্ত্রে আসুর কাল বলা হইয়া থাকে। এই সময়ে জলে নামিয়া স্নানাদি সর্ব্ববিধ কার্য নিষিদ্ধ। শাস্ত্রে উক্ত আছে আসুর কালে জলাধিপতি বরুণের ভৃত্যগণ নদনদী প্রভৃতি জলাশয় রক্ষা করিয়া থাকে। এই সময় কেহ জলে নামিলে তাহাকে দণ্ড দান করা হয়। স্কন্দ পুরাণে এক বিশেষ বিধি আছে। একাদশীর পরদিন যদি স্বল্প মাত্র দ্বাদশী থাকে, তাহা হইলে অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইবার পর স্নান করিয়া অর্চ্চনাদি যাবতীয় কৃত্য সমাপনান্তে দ্বাদশী মধ্যেই পারণ করিবে। ইহা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শম্ভুর আদেশ। কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী দিনে গোমাতা সুরভি ও দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন। গোপরাজ নন্দ ঐদিন যথাবিধি উপবাস ও ভগবদর্চ্চনাতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরদিন দ্বাদশী তিথি মান অল্প ছিল। দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিবার পূর্বে সমস্ত মধ্যাহ্ন কৃত্যাদি সমাপন করিতে হইবে— মহাদেবের এই আদেশ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে নন্দ মহারাজ আসুর কাল মধ্যেই স্নানার্থ যমুনায় অবতরণ করিলেন।

২। বরুণের ভৃত্য জনৈক অসুর নিজ আসুর স্বভাব বশতঃ বৈষ্ণবাচার এবং শম্ভুশাসন সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। গোপরাজ নন্দ আসুর বেলাতে জলে নামিয়াছেন, সুতরাং তিনি অপরাধী এই নিশ্চয় করিয়া নন্দকে বরুণালয়ে তাহার প্রভুর নিকট লইয়া গেল।

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥৩

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥৪

৩। রাজভৃত্যগণ দেখিল নন্দ হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। তাহারা স্থির করিল হয়ত; নক্রাদি কোন জলজন্তু তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। তখন তাহারা বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল—হে কৃষ্ণ, হে রাম, তোমরা কোথায়? সত্বর এস পিতা নন্দ হয় জলে ডুবিয়াছেন অথবা কুম্ভীরাদি জন্তু তাহাকে গ্রাস করিয়াছে, তাঁহাকে পাইতেছি না। হায়, হায়, আমরা অনাথ হইলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রিত ছিলেন; ভৃত্যগণের আর্ত্তনাদে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভক্তগণের অভয় দাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিভুশক্তি বলে জানিতে পারিলেন, তৎপিতা বরুণের ভৃত্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে যমুনায় ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বরুণলোকে গমন করিলেন।

৪। যিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হেতু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ গৃহে সমাগত দেখিয়া লোকপাল বরুণ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, কোন পূর্ব্ব জন্মে আমার কোন সুকৃতি ছিল, যেজন্য আমার এই ভাগ্যোদয়। আমি এখন কি করি। কিভাবে শ্রীভগবানের সম্বর্দ্ধনা করিব? বরুণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি একখানা অমূল্য রত্ন সিংহাসন নিজে বহন করিয়া আনিয়া শ্রীভগবানকে তথায় বসাইলেন। তৎপর সুবর্ণ ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল আনিয়া শ্রীচরণ যুগল ধৌত করতঃ সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং বহু মূল্য উপকরণ সমূহ দ্বারা তাঁহার মহতী পূজা করিলেন। অতঃপর শ্রীচরণ সমীপে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং

বরুণ উবাচ।

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥৫
নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥৬
অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥৭

মুকুটাগ্র দ্বারা শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করতঃ পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন। অবশেষে করজোড়ে আনত কন্ধার দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

৫। হে প্রভো, আমি এই বরুণদেহ প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্যন্ত, অসংখ্য দেহ ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়াছে। আমার এই দেহ ধারণই সার্থক হইয়াছে, যেহেতু আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আমি সর্ব্ব রত্নাকরের অধিপতি হইয়াও এতদিন প্রকৃত বস্তু কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। আজই আপনার শ্রীপাদপদ্ম রূপ মহাধন প্রাপ্ত হইলাম, এবং ইহা দ্বারা আমার জন্ম মৃত্যু রূপী সংসারের অন্ত হইল। আমি চিরকৃতার্থ হইলাম।

৬। আপনি ভক্তগণের প্রাণের ধন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য মাধুর্য স্বরূপ শ্রীভগবান, আপনি জ্ঞানীগণের ধ্যেয় জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম, আপনি যোগীগণের আরাধ্য সর্বজীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা। আপনি সচিদানন্দ বিগ্রহ, লোকসৃষ্টিকারিণী মায়া আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আপনার শ্রীপাদপদ্মে শত সহস্র প্রণাম।

৭। মদীয় ভৃত্যগণ বিবেকহীন, ভাগবত ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বৈষ্ণবাচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, দ্বাদশীর মান অল্প থাকিলে আসুর কালেও জল প্রবেশের বিধি কিছুই অবগত নহে। সেইজন্যই আপনার পিতা নন্দ মহারাজকে এইস্থানে আনয়ন করিয়াছে। ভৃত্যের অপরাধের জন্য প্রভু দায়ী, এই নিয়মে আমিই আপনার শ্রীচরণে

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্ ।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥৮

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্ মুদম্ ॥৯
নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্ ।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং
জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোহব্রবীৎ ॥১০

অপরাধী । কৃপাপূর্ব্বক এই দাসানুদাসের অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হোক এই প্রার্থনা । যদি এজন্য অধম দাসকে শাস্তি দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাও আমি শিরোধার্য্য করিব । আপনার শ্রীচরণ দর্শনেই আমার জীবন সফল হইয়াছে । ঐ দেখুন আপনার পিতা (এই বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ হস্তে বরুণ কর্ত্তৃক পূজিত এবং রত্নচতুষ্কিকা মধ্যে আসীন নিজ ইষ্টদেব স্মরণরত মহারাজ নন্দকে দর্শন করাইলেন)। আপনি ক্ষমাসিন্ধু, আমিও অপরাধ সিন্ধু । আপনার শ্রীচরণে আর কি নিবেদন করিব ? ক্ষমা অথবা দণ্ড, আপনি যাহা ইচ্ছা তাহাই দান করুন, এই দাস তজ্জন্য প্রস্তুত ।

৮। হে পিতৃবৎসল গোবিন্দ, আপনার পিতাকে আপনি গ্রহণ করুন। (আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা, এই দীনহীনকে কৃপা করুন)।

৯। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণের স্তুতি, নতি ও আচরণে প্রসন্ন হইলেন। তিনি বরুণের বাক্যের বা স্তবের কোন উত্তর দান করেন নাই। তিনি সহাস্য বদনে বরুণের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন এবং নন্দের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুল ব্রজবাসীগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য পিতা নন্দ সহ সত্বর সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ব্রজভূমিতে প্রত্যাগমন করিলেন। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণসহ নন্দ মহারাজকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

১০। নন্দ লোকপাল বরুণের ইন্দ্রিয়াতীত মহাবৈভব এবং কৃষ্ণের

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥১১
ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥১২

চরণে স্তুতি, নতি প্রভৃতি ব্যবহার দর্শনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি উপনন্দ প্রমুখ জ্ঞাতি বান্ধবের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া বর্ণনা করিলেন।

১১। নন্দ মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহাই মনে হইল কৃষ্ণ অবশ্যই পরমেশ্বর। কৃষ্ণকে পরমেশ্বর মনে করিলেও কৃষ্ণের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক প্রেম ক্ষুণ্ণ হইব। বরং বলিতে লাগিল—হে ব্রজরাজ, আপনি গর্গমুনির বাক্যানুসারে বলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ নারায়ণের সমান গুণযুক্ত। সম্প্রতি বরুণের স্তুতি শ্রবণ করিয়া এবং বরুণ কর্ত্তৃক পূজাদি দর্শন করিয়া যদি কৃষ্ণকে নারায়ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলুন দেখি কৃষ্ণ তাহার আত্মীয় আমরা সাংসারিক জীব হইলেও কি আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন? কৃষ্ণ যেমন আপনার পুত্র, তেমনি আমাদের কাহারো ভ্রাতুষ্পুত্র, কাহারও ভাগিনেয়, কাহারো দৌহিত্র। কৃষ্ণ পরমেশ্বর হইলেও আমাদের স্নেহের পাত্র। আমাদের প্রতিও তাহার প্রীতি বর্ত্তমান। কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবে। কেহ কেহ বলিলেন আমরা ব্রহ্মানন্দময় মুক্তি বাঞ্ছা করি। কেহ কেহ বলিলেন আমরা বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্তি ইচ্ছা করি। ঐশ্বর্য্য ভাব মনে আসিলেও ইহা দ্বারা তাহাদের প্রেমময় সম্বন্ধ শিথিল হয় নাই।

১২। উপনন্দ প্রমুখ গোপগণ এই ভাবে চিন্তা করিলেও। তাহাদের পরম স্নেহার্হ কৃষ্ণের নিকট লজ্জাবশতঃ কিছুই বলিতে পারিলেন না। ভগবান সর্বজ্ঞ, সর্ব্বদ্রষ্টা, তিনি গোপগণের মনোভাব সহজেই অবগত হইলেন। পরন্তু ব্রহ্মানুভব সুখ ও বৈকুণ্ঠ বাস সুখ

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্মভিঃ ।
উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥১৩
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥১৪

যে ব্রজভূমির প্রেম মাধুর্য্য কণিকা হইতেও তুচ্ছ তাহাও সম্পূর্ণ অবগত আছেন। তিনি ভাবিলেন তাঁহার পার্ষদগণ নরলীলা হেতু মুগ্ধতা বশতঃ ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাহাদের প্রতি কৃপাবশতঃ তিনি চিন্তা করিলেন, ইহাদিগকে ব্রজসুখ ও বৈকুণ্ঠ সুখ অনুভব করাইব। তখনই ইহারা বুঝিতে পারিবেন, ব্রজধামের প্রেম মাধুর্য্য সুখ সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩। আমার নিত্য পরিকর পিত্রাদি ব্রজবাসীগণ এই মায়াময় ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া অন্যান্য সাংসারিক মনুষ্যগণের কামনা, বাসনা ও তদনুরূপ কর্মদ্বারা কাহারও বরুণাদি দেব লোকগত সুখৈশ্বর্য্যময়ী গতি, কাহারও ভূলোকগত মনুষ্য তির্য্যগাদি দুঃখময়ী গতি দর্শন করিয়া নরলীলাবেশ হেতু, নিজকে মনুষ্য মনে করিয়া সর্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ মদীয় প্রেমবৎ পার্ষদত্ব রূপ নিজ গতি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমার পিতা বরুণলোকে গমন করিয়া তথাকার মায়িক ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নিখিল বৈকুণ্ঠসার বৃন্দাবনকে ন্যূন মনে করিতেছেন, যেমন কৃত্রিম মুক্তার আকার তেজসৌষ্ঠব দৃষ্টে মুগ্ধ ব্যক্তি প্রকৃত অনর্ঘ্য মুক্তাকে ন্যূনতর মনে করিয়া থাকে তদ্রূপ। ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ চরণ রেণু নিজকে তুচ্ছ বরুণ হইতে নিকৃষ্ট মনে করিতেছেন ও নিত্য আস্বাদ্যমান মহা মাধুর্য্য পূর্ণ মদ্বিষয়ক পুত্রাদি ভাবময় প্রেমবান হইয়াও মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেছেন। মুক্তি বৈকুণ্ঠাদি আমার অধীন। আমি কিন্তু প্রেমাধীন। ইহারা প্রেম মুগ্ধ হেতু ইহা জানিতে পারিতেছেন না।

১৪। এইরূপ চিন্তা করিয়া পরম করুণাময় স্বয়ং ভগবান, যিনি সাকার অবস্থায়ও বিভু বা সর্ব্বব্যাপী, বৃন্দাবনের উৎকর্ষ্য বুঝাইবার জন্য গোপগণকে প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইলেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্ ।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥১৫
তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥১৬

পক্ষ ক্ষণকাল তাহাদিগকে বৃন্দাবন হইতে বিযোজ্য করিয়া ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় ধাম এবং শ্রীবৈকুণ্ঠধাম প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন। সাযুজ্য মুক্তি অবস্থা হইতে কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না, কিন্তু সর্বশক্তিমান শ্রীভগবানের এই শক্তি আছে। তিনি সাযুজ্য মুক্তি অবস্থা এবং বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি অবস্থা হইতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ।

১৫। মুনিগণ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করিলে যাহা দর্শন করিতে পারেন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে সেই সত্যস্বরূপ বা বিকারবিহীন চিন্ময় (জ্ঞানময়) অপরিচ্ছিন্ন, স্বপ্রকাশ, আদ্যন্তবিহীন ধাম প্রদর্শন করাইয়া ছিলেন। বৃন্দাবনের প্রকৃত স্বরূপ এতাদৃশ হইলেও মায়াবিভূতি মধ্যবর্তিত্ব হেতু মাধুর্য্যময়। কিন্তু যাহা দেখাইলেন তাহা মায়াতীত।

১৬-১৭। শুকদেব পরীক্ষিৎ সম্বাদের অনেক পূর্বে অক্রুর যে স্থানে বৈকুণ্ঠলোক ও স্বীয় ইষ্টদেব দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মহ্রদ নামক হ্রদ তুল্য স্থানে নন্দ প্রমুখ গোপবৃন্দকে প্রথম নিমগ্ন করাইয়া ব্রহ্ম সাযুজ্য অবস্থা প্রাপ্ত করাইলেন, এবং ব্রহ্মানন্দ আস্বাদ করাইলেন। গোপগণ কিন্তু তথায় তাহাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ লাভ করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপ-গণকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধৃত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত করাইলেন। প্রকৃত গোলকধাম বৈকুণ্ঠ হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত, কিন্তু বৈকুণ্ঠ মধ্যেও সেই গোলোক বা বৃন্দাবনের এক প্রকাশ বর্তমান আছে। বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবনের সাধর্ম্ম্য দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ প্রথমে আনন্দিত হইয়াছিলেন। কোটীশ্বর ব্যক্তি দৈবাৎ বিনষ্টধন হইলে পর অকস্মাৎ অন্য কোথাও স্বীয় ষ্টধন চিহ্ন দেখিলে যেমন আনন্দ লাভ করে, তদ্বৎ। তাঁহারা

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনির্বৃতাঃ ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥২৮

তথায় প্রাণকোটি নির্ম্মঞ্ছনীয় মুখারবিন্দ প্রস্বেদ বিন্দু কৃষ্ণ কোথায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং মূর্তিমান বেদ কর্তৃক স্তূয়মান কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তাহারা তখন ভাবিতে লাগিলেন আমাদের অপরিচিত জ্যোতির্ম্ময় দেহ কাহারা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণও আমাদিগকে দেখিয়া বাল্য-বিলাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিয়া আমাদিগকে কেন আলিঙ্গন করিল না? আমরাও কেন উহার নিকট যাইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি? আমাদের কৃষ্ণ কি ক্ষুধা তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া গেল? মা যশোদা কেন উহাকে ক্রোড়ে করিয়া নবনীত ভোজন করাইতেছেন না? এ কোথায় আমরা আসিলাম? এখানে আমরা কোন আনন্দ পাইতেছি না। আমাদের বৃন্দাবনই সুমধুর আনন্দময়।

গোপগণের মনের এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ-ইচ্ছাতে যোগমায়া সকলকে বৈকুণ্ঠ হইতে বিযুক্ত করতঃ পুনঃ বৃন্দাবনে আনয়ন করিলেন।

প্রেমরহিত ব্রহ্ম সুখানুভব হইতে, বৈকুণ্ঠ সুখানুভব শ্রেষ্ঠ; এবং বৈকুণ্ঠ সুখানুভব হইতে প্রেমময় বৃন্দাবন সুখানুভব শ্রেষ্ঠ ইহাই সিদ্ধান্ত। বৃন্দাবন হইতে রম্য এবং সুখকর স্থান আর কুত্রাপি নাই। গোপগণ পুনঃ বৃন্দাবন সুখ লাভ করিয়া ইহাই অনুভব করিতে লাগিলেন। সকলে ইহাই ভাবিতে লাগিলেন, আমরা ব্রহ্মানন্দ রূপ মুক্তি, কিম্বা বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্তি কিছুই চাহি না। কৃষ্ণের প্রেমময় সঙ্গ যে স্থানে আছে, সেই বৃন্দাবন ধামেই যেন নারায়ণ আমাদিগকে চিরকাল স্থান দিয়া থাকেন।

ইতি দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীরাস লীলা

॥ রাস পরিচিতি ॥

রাস এক প্রকার নৃত্য, যাহাতে সম-সংখ্যক নট ও নর্ত্তকী সম্মিলিত হন। নর্ত্তকীগণ পরস্পর কর ধারণ করিয়া মণ্ডলীভূত হইয়া দণ্ডায়মান হন, এবং নটগণ প্রতি দুই নর্ত্তকীর মধ্যস্থলে গমন করিয়া কণ্ঠদেশ বাহুদ্বারা ধারণ করেন এবং নটগণ ও নর্ত্তকীগণ এক সঙ্গে তালে তালে নৃত্য করেন। ইহা রাসের দেহ। রস শব্দ হইতে 'রাস' শব্দের উৎপত্তি। "রসনাং সমূহ রাসঃ।" পূর্ব্বোক্ত নৃত্য যদি পরম রসকদম্ব হয়, তবেই প্রকৃত রাস হইবে, কেন না রসই রাসের প্রাণ, রস দুই প্রকার মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পাঁচটি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মধুর রসের মধ্যেই অন্য চারিটি রস অন্তর্ভুক্ত থাকে। আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ সচ্চিদানন্দ বস্তুই পরম বস্তু। সেই পরম বস্তু অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট নৃত্যই প্রকৃত রাস। সুতরাং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তদীয় নিত্য কান্তাগণের নৃত্যই প্রকৃতপক্ষে রাস নৃত্য।

প্রেমের উচ্চতম অবস্থা মহাভাব। ইহা কেবল কৃষ্ণ-কান্তা ব্রজ-সুন্দরীগণেই অবস্থিত। দ্বারকার মহিষীবৃন্দ ও বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীবৃন্দেও তাহা নাই। ইহার মধ্যে গোপী শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণীতে মহাভাবের মাদন নামক সর্ব্বোচ্চ স্তর বিরাজিত। এই মাদনাখ্য মহাভাবকে সর্ব-ভাবোদ্‌গমোল্লাসী প্রেম বলে। ইহা শ্রীমতী রাধা ব্যতীত অন্য কোন গোপীতে নাই। এই কারণে শতকোটী গোপী বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র শ্রীরাধার অবিদ্যমানে পরম রস কদম্বময় রাস হইতে পারে না। বসন্ত রাসে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। শ্রীরাধা এজন্যই রাসেশ্বরী

শ্রীরাধা একমাত্র ব্রজধামে অবস্থান করেন। সেই জন্য ব্রজধাম ব্যতীত অন্য কোথাও রাস হইতে পারে না।

রাসলীলাকে সর্ব-লীলা মুকুটমণি বলা হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ বা বিগ্রহ, তন্মধ্যে দশমস্কন্ধ প্রসন্ন বদনকমল। রাসলীলা সেই বদনের মৃদু স্মিতহাস্য। রাস লীলাতে শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য, প্রেমবশ্যতা এবং মাধুর্য যেভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এরূপ আর কুত্রাপি নহে। এইজন্য রাসলীলা অতুলনীয়।

রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের এবং গোপীগণের কাহারো মনে স্বসুখ বাসনা নাই,—এজন্য রাস লীলা নিবৃত্তিপরা। ইহা শ্রীকৃষ্ণের কামজয়ী লীলা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কন্দর্পের মনে অভিমান হইল যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি এবং আরো দেবতাগণকে সে পরাজিত করিয়াছে; শিবকে পরাস্ত করিতে না পারিলেও, শিবের মনকে বিচলিত করিয়াছিল, যেজন্য শিব ক্রোধভরে কামকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। জগতে সকলেই কামের বশীভূত। একমাত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিতে পারিলেই আমি সর্বজয়ী হইব, এই মনে করিয়া কন্দর্প কৃষ্ণকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাত্যায়ণী ব্রত পূর্তিদিনে কাম বিফল প্রযত্ন হইল, রাস রজনীতে কামদেবের বিশেষ সুযোগ হইল। নির্জন জ্যোৎস্নাবতী রজনী, সুগন্ধী বায়ু প্রবাহিত, অনুরাগবতী সুন্দরী যুবতীগণ মধ্যে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। মদন আজ বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল।

যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী মদন কৃষ্ণের রথভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইল। গোপীগণের মনই কৃষ্ণের রথ। সেই মনে কামভাব জন্মাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইল। শেষে পুষ্পধনু শর সহ মদন শেষ চেষ্টা করিবার জন্য কৃষ্ণের সম্মুখে গমন করিল। কৃষ্ণের সেই ভুবনমনোহারী রূপ, যাহা সর্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করে (যে রূপের এক কণা, ডুবায় সর্ব-ত্রিভুবন, সর্ব-প্রাণী করে আকর্ষণ), দেখিয়া মদন ভাবিতে লাগিল, যদি আমি নারী হইতাম, তবে এই পুরুষরত্নকেই ভজন

করিতাম। এই মনে করিয়া মদন শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিল। গোপীগণ বলিলেন,—এই রাসস্থলীতে অন্য কোন পুরুষের আসিবার অধিকার নাই, তুমি কেন এখানে আসিলে? কাম প্রতিজ্ঞা করিল আর কখনো বৃন্দাবনে প্রবেশ করিবে না। গোপীগণ বলিলেন—কেবল ইহাতেই হইবে না। শাস্তি স্বরূপ তুমি প্রতিজ্ঞা কর এই রাসলীলা যে শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করিবেন অথবা বর্ণন করিবেন, তাহাদের মনেও তুমি উদয় হইবে না। কামদেব ইহা স্বীকার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পরাজয়ের চিহ্ন স্বরূপ কামদেবের মকরকেতন গোপীগণ রাখিয়া দিলেন। দোল-লীলা কালে ঐ মকরকেতন রাধাকৃষ্ণের দোলমঞ্চের উপরে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়া থাকে।

জিনি পঞ্চশরদর্প, সাক্ষাৎ নব কন্দর্প
রাস করে লইয়া গোপীগণ।
চড়ি গোপী মনোরথে, মন্মথের মনো মথে
নাম ধরে মদনমোহন ॥ চৈঃ চঃ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসবিহার করিয়াও 'আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরত' হেতু মদনকেই পরাজিত করিয়াছিলেন। রাসলীলার সর্বশেষ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃনুয়াদথ বর্ণয়েৎ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতি লভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপনিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥"

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অর্থাৎ ইহা নরনারীর কেলি নহে, পরন্তু সর্বৈশ্বর্য ও সর্ব মাধুর্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয় হ্লাদিনী শক্তিময়ী কান্তাগণের সুমধুর বিলাস, এই সুদৃঢ় বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন অথবা বর্ণন করিবেন, শ্রীভগবানে তাঁহার প্রেমভক্তি লাভ হইবে, হৃদয়ের কাম ব্যাধি দূরীভূত হইবে এবং তিনি ধীর হইবেন অর্থাৎ সর্ব চাঞ্চল্য

বৰ্জ্জিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনীয় সর্ব্বলীলাই মধুর, তন্মধ্যে রাসলীলা সর্ব্বমাধুর্য্য মণ্ডিত, মধুর হইতেও মধুরতর। রাসলীলার বক্তা শুকদেব, যিনি অমায়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দ্বাদশ বর্ষ মাতৃগর্ভে ছিলেন, জন্মের পরে উপনয়নাদি কোন সংস্কার হইবার পূর্বেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যিনি স্ত্রী পুরুষের কি ভেদ তাহা অবগত ছিলেন না। পিতা ব্যাসদেব 'হা পুত্র' বলিয়া পশ্চাৎ গমন করিলেও, যিনি কোন উত্তর দান করেন নাই, যেহেতু জন্মাবধি দেহাত্মবুদ্ধিবিহীন ছিলেন। শুকদেব আজন্ম যোগী হেতু 'সর্ব্বভূত হৃদয়ং' রূপে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ সর্ব্বভূত হৃদয়ং ব্যাখ্যা করিয়াছেন —"সর্বভূতানাং হৃন্মনঃ অয়তে যোগবলেন প্রবিশতীতি সর্ব্বভূত হৃদয়স্তং।" অর্থাৎ সর্বভূতের হৃদয়ে বা মনে যিনি যোগবলে প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। পিতা ব্যাসদেব কর্তৃক 'হা পুত্র' আহ্বানের উত্তর, যিনি বৃক্ষরূপে প্রতিধ্বনি ছলে প্রদান করিয়াছিলেন—আমি যদি তোমার পুত্র হই, তাহা হইলে তুমিও আমার পুত্র, অর্থাৎ জগতে পিতা, পুত্র ইত্যাদি সম্পর্ক সত্য নহে—মায়িক। এই শুকদেব নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মে পরি—অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠিত অবস্থাতে ছিলেন। সেই অবস্থাতে পিতা ব্যাসদেবের শিক্ষাপ্রাপ্ত রাখাল বালকগণের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য, মাধুর্য, দয়ালুতা সূচক শ্লোকগুলি পুনঃ পুনঃ শ্রবণে তাঁহার চিত্ত উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইয়াছিল। যাঁহার শ্লোক অর্থাৎ নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণে মনের তমঃ উদ্গত বা দূরীভূত হয়, তিনিই উত্তম শ্লোক।

"পরি নিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচিত্ত রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।" ২।১।৯

ইহার ফলে শুকদেব শ্রীব্যাসদেবের নিকট গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শুকদেব পরীক্ষিতের সভামধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিলে সমবেত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি প্রমুখ সমুদয় সজ্জনবৃন্দ

দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। রাসলীলার প্রধান শ্রোতা—রাজর্ষিসত্তম মহারাজ পরীক্ষিৎ, যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুনের এবং শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রার পৌত্র, মাতা উত্তরার গর্ভবাসকালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধীভূয়মান অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রহস্তে গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক যাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এইজন্য যিনি বিষ্ণুরাত নামে পরিচিত। মাতৃগর্ভে থাকা কালে ইঁহার ভগবদ্দর্শন হইয়াছিল, জন্মের পরেও গর্ভের স্মৃতি অটুট ছিল। এজন্য কেহ নিকটে আসিলেই ভাল করিয়া চাহিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন ইনি তাহার রক্ষাকর্ত্তা কিনা, এইজন্য নাম হয় পরীক্ষিত, শ্রীকৃষ্ণ স্বধামোপগত হইলে কলি যখন পৃথিবীকে আক্রমণ করিল, তখন এই মহারাজ মূর্ত্তিমান কলিকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কলি ভীত হইয়া তাঁহার চরণে শরণাগত হইলে পরীক্ষিৎ দ্যূত ক্রীড়া, হিংসা, মদ্য, স্ত্রী, স্বর্ণ এই পাঁচটি স্থানে কলিকে বাস করিবার অনুমতি দান করিয়াছিলেন, এই অতি ধার্ম্মিক জনপ্রিয় মহারাজ পরীক্ষিৎ দৈবাৎ ব্রহ্মশাপ গ্রস্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত যাহাতে জগতে প্রকাশিত হন, এই জন্যই সম্ভবতঃ ভগবদিচ্ছায় এই ব্রহ্মশাপ। আসন্ন মৃত্যু, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজর্ষিসত্তম মহারাজ পরীক্ষিত রাসলীলার প্রধান শ্রোতা। আমরা বক্তা ও শ্রোতার বিষয় আলোচনা করিলাম। এখন রাসলীলার দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিতে হইবে।

দেশ বৃন্দাবন। মায়াতীত মহাবৈকুণ্ঠেরও ঊর্দ্ধে গোলকধাম অবস্থিত, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পার্ষদবৃন্দ সহ নিত্যলীলা করিয়া থাকেন। গোলকধাম বৃন্দাবনের বৈভব। বৃন্দাবন মায়িক প্রপঞ্চ মধ্যে অবস্থিত হইলেও স্বরূপতঃ প্রপঞ্চাতীত। প্রলয়ে ভূমণ্ডল ধ্বংস হইলেও কৃষ্ণ-লীলাভূমি বৃন্দাবন ধ্বংস হয় না। ব্রহ্মসংহিতা বলেন, বৃন্দাবনের ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষসমূহ কল্পতরু, গাভীসমূহ সুরভি। এই স্থানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পার্ষদবৃন্দ সহ অহরহ নানাবিধ অতি মধুর হইতেও আরো সুমধুর লীলা করিয়া থাকেন। লোক দৃষ্টিতে মায়িক

ও ক্ষুদ্র মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা চিন্ময় এবং বিভু বা সর্বব্যাপী। গোবৎস হরণ লীলাতে এই বৃন্দাবনের একাংশে লোকগুরু ব্রহ্মা অগণিত ব্রহ্মাণ্ড তৎতৎ ঈশ্বরগণ সহ দর্শন করিয়াছিলেন। এখনো এই স্থানে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা হইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জ বনে রাত্রিতে কোন জীবই থাকিতে পারে না। বানর, পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবজন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই বাহির হইয়া আসে। মায়িক জগতে অবস্থিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে ইহা চিন্ময় ভগবৎ ধাম।

কাল : শারদ পূর্ণিমা নিশি। এই কাল অতি মনোরম, শীতের তীক্ষ্ণতা ও গ্রীষ্মের উগ্রতা বর্জিত। শরৎ কাল হইলেও বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য ঋতুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ শ্রীকৃষ্ণ পূজোপযোগী নিজ নিজ সামগ্রী সহ শারদ পূর্ণিমার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত পুষ্প গ্রীষ্ম, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুতে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, সেই সমস্ত পুষ্পও রাসরজনীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অলিকুল রাত্রিতে নিদ্রিত থাকে, কিন্তু রাসরজনীতে তাহারাই গান গাহিয়াছিল। যদিও শারদ পূর্ণিমা এক রাত্রি, কিন্তু এই সৃষ্টির সমস্ত রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এই রাত্রি মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন, যাহাতে এই শারদ পূর্ণিমা রাত্রি ব্রহ্ম রাত্রিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এক সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ রাত্রিকে ব্রহ্মরাত্রি বলা হইয়া থাকে। ইহাই রাসের কাল।

পাত্র ও পাত্রীগণ—একমাত্র পাত্র শ্রীকৃষ্ণ। সুত মুনি শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন, "কৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ং"। যত অবতারগণের নাম সুত মুনি বলিয়াছিলেন—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং ভগবানের অংশ, কেহ কেহ কলা অর্থাৎ অংশের অংশ। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণেরই বিলাস মূর্তি পরব্যোমাধিপতি মহাবৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ ইঁহারই অংশ। প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, যিনি সহস্র শীর্ষা পুরুষ, তিনি সঙ্কর্ষণের অংশ। এই মহাবিষ্ণুর প্রতি রোমকূপে ত্র্যস রেণুবৎ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করে ও নির্গত হয়। ইঁহার প্রশ্বাসে সৃষ্টি হয়, নিঃশ্বাসে প্রলয় হয়।

ইনি স্বয়ং ভগবানের অংশাংশ। নন্দনন্দন, যশোদাদুলাল, গোপবেশ বেণুকর, নব-কিশোর নটবর স্বয়ং ভগবানকে পরীক্ষা করিতে গিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিজেই বিপদাপন্ন হইয়াছিলেম। ব্রহ্মা এক মহান্ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে কনক দণ্ডবৎ পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়াছিলেন এবং চারিটি মস্তকের চারিটি মুকুটাগ্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়াছিলেন। শঙ্কর ও অন্যান্য দেবশ্রেষ্ঠগণ কংসের কারাগারে দেবকী-গর্ভজাত শিশু শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রজভূমি ধ্বংস করিতে বিফল প্রযত্ন হইয়া অবশেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাপন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়াছিলেন। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাস-লীলার একমাত্র পাত্র।

পাত্রী—রাসেশ্বরী মহাভাববতী শ্রীমতী রাধা এবং তদীয় কায় ব্যূহরূপী অসংখ্য গোপীবৃন্দ। শ্রীভগবানের শক্তিকে জ্ঞানীগণ তিন ভাগে ভাগ করিয়াছেন, যথা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, ও তটস্থা। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি শ্রেষ্ঠ; ইহা ত্রিবিধ—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী হ্লাদিনী শক্তি সর্বশক্তিমুখ্যা। এই হ্লাদিনী দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ আনন্দময় ও রসস্বরূপ হইয়াও নিজে আনন্দ-রস আস্বাদন করেন এবং ভক্তগণকে স্বীয় স্বরূপানন্দ আস্বাদন করান। শ্রীরাধা ঘনীভূতা মূর্তিমতী হ্লাদিনী শক্তি।

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব গুণমণি কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্বস্ব কৃষ্ণ-কান্তা শিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥

কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে॥
জগৎ মোহন কৃষ্ণ তাঁহার মোহিনী।
অতএব সমস্তের পরা ঠাকুরাণী॥
রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগ মদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কোন ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

এই শ্রীরাধাই রাসলীলার প্রধান পাত্রী। অন্যান্য গোপীবৃন্দ শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ।

বহু কান্তা বিনা নাহি রসের উল্লাস।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ॥
তার মধ্যে ব্রজে নানাভাব রসভেদে।
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক লীলাস্বাদে॥ চৈঃ চঃ

শ্রীকৃষ্ণ বিভু, তাঁহার লীলাও বিভু, আস্বাদনও বিভু। লীলা আস্বাদনের বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতা বিধানের জন্য শ্রীরাধা অসংখ্য গোপীরূপ ধারণ করিয়া রাসাদিলীলা সাধন করিয়াছিলেন।

যোগমায়া :—শ্রীরাসলীলার প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত হইযাছে, শ্রীভগবান যোগমায়াকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই যোগমায়া সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে হইতেছে।

"যোগ শব্দের অর্থ অচিন্ত্য আর মায়া শব্দের অর্থ শক্তি। সুতরাং যোগমায়া বলিতে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে বুঝায়। অখণ্ড পরমানন্দ স্বরূপ পরতত্ত্ব ভগবানে অঘটন ঘটন পটীয়সী বিচিত্রার্থকরী কোন

কার্য্যক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে। মনে রাখিতে হইবে সামান্যতঃ কার্য্য ক্ষমতার নামই শক্তি। ভগবানের সেই কার্য্যক্ষমতারূপ শক্তির অবান্তর জাতীয়তা ভেদে এবং কার্য্যভেদে পরস্পর বিরোধীভাব অবলম্বনে দুইটি ভেদ হয়। একটি চিজ্জাতীয়া বিচিত্রার্থকরী অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি আর একটি জড় জাতীয়া বিচিত্রার্থকরী অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি। প্রথমটির কার্য শুদ্ধ অখণ্ড পরমানন্দ জ্ঞান রূপ পরতত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া ঐ পরতত্ত্বকেই বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই অন্তরঙ্গা শক্তি, চিৎশক্তি, যোগমায়া শক্তি ইত্যাদি বলা যায়। দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই অখণ্ড পরমানন্দ পরতত্ত্বের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাকে বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হইতে পারেনা, অনাদিকাল হইতে কেবল মাত্র জীবনিষ্ঠ হইয়া জীবকেই বিষয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাকেই বহিরঙ্গা শক্তি, জড়াশক্তি, মায়াশক্তি ইত্যাদি বলা যায়।

ভগবানের অচিন্ত্য লীলাশক্তিকেও যোগমায়া বলে। ইনিই ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণ কর্তৃক পূজিতা কাত্যায়নী সদাশিব শক্তি যোগমায়া। শ্রীকৃষ্ণোপাসকগণ এই ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশিকা এবং ভগবৎ প্রাপিকা চিদংশ প্রধানা যোগমায়া শক্তিকে নিজ মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী রূপে উপাসনা করিয়া থাকেন।"

"শ্রীশ্রীসাধনকুসুমাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, শ্রীভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইবার প্রাক্কালে যোগমায়া শক্তিকে আদেশ করিয়াছিলেন যোগমায়া যেন গো এবং গোপগণ কর্তৃক সুশোভিত ব্রজধামে গমন করিয়া তাঁহার অংশ বলরামকে দেবকীর গর্ভ হইতে আকর্ষণপূর্বক রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করেন। শ্রীভগবান আরো বলিলেন—তিনি নিজে প্রকাশভেদে দেবকীর পুত্ররূপে এবং প্রকাশান্তরে যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। যোগমায়া যেন যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পরে পৃথিবীতে যোগমায়া বিভিন্ন নামে বিভিন্ন স্থানে মনুষ্যগণ কর্তৃক পূজিতা হইবেন। যোগমায়াদেবী অলক্ষ্য বিগ্রহে

ব্রজধামে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিয়া ভগবৎ লীলা সহায়ক কার্যাদি করিবেন।

যোগমায়া শক্তিই শ্রীভগবানের সমস্ত লীলা সংগঠন করিয়া থাকেন। রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লীলা। এই হেতু শ্রীভগবান রমণ অর্থাৎ আনন্দাস্বাদন করিবার জন্য লীলা সম্পাদনের কর্ত্তৃত্ব যোগমায়ার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন।

অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভাবিয়াছিলেন—যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

> "বৈকুণ্ঠাছে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
> সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার॥
> মোবিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।
> যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥
> আমি না জানি তাহা না জানে গোপীগণ।
> দুহাঁর রূপে গুণে নিত্য হরে দুহাঁর মন॥
> ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন।
> কভু মিলে কভু না মিলে দৈবের ঘটন॥
> এই সব রস নির্য্যাস করিব আস্বাদ।
> এই দ্বারে করিব সব ভক্তেরে প্রসাদ॥"

শ্রীভগবান সর্ব্বজ্ঞ হইলেও লীলা পুষ্টির জন্য এবং রসাস্বাদন জন্য যোগমায়া প্রভাবে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সেই সর্বজ্ঞতা ভুলিয়া থাকিবেন; যথা গোপীগণ যে তাঁহার নিত্যকান্তা, ইহা ভুলিয়া থাকিবেন। কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিবেন, সেই ধ্বনি কেবলমাত্র অনুরক্তা গোপীগণই শ্রবণ করিবেন, অন্য কেহ শ্রবণ করিবেন না, গোপীগণ গৃহত্যাগ করিয়া রাসস্থলীতে গমন করিবেন, কিন্তু স্বজনগণ মনে করিবেন তাহারা গৃহেতেই রহিয়াছেন। এই সমস্ত কার্য যোগমায়াই সম্পাদন করিয়াছিলেন। যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীনা স্বরূপ শক্তি,

কিন্তু লীলা পুষ্টি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দাস্বাদন অধিকতর রূপে যাহাতে হয়, তজ্জন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতে অনেক কার্য করিয়া থাকেন। রাসলীলা করিবার কারণ কি? যে লীলা শ্রবণে কোন কোন ব্যক্তির বিভ্রান্তি জন্মিবার সম্ভাবনা তাহা না করিলেও হইত। এই প্রশ্নের উত্তর রাসলীলার শেষদিকে শুকদেবই বর্ণনা করিয়াছেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষীং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥

ভগবানের যাবতীয় লীলার মূল কারণ ভক্ত বৎসলতা। ভক্তগণের প্রতি কৃপা উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান লীলা করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধ চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে ব্রজরমণী বৃন্দের এবং গাভীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজে গোপবালক ও গোবৎস হইয়া এক বৎসর তাহাদের স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই ব্রহ্মার মনে গোপবালক ও গোবৎস হরণের বাসনা জাগিয়াছিল। শ্রীশুকদেব এই শ্লোকেও বলিতেছেন ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া মনোহরণকারী বিভিন্ন লীলা করিয়া থাকেন। কেবল যে লীলা সংশ্লিষ্ট ভক্তগণের প্রতি কৃপা তাহা নহে, ভবিষ্যতে যাঁহারা এই সমস্ত লীলা পাঠ করিবেন অথবা শ্রবণ করিবেন সেই সমস্ত ভক্তগণ সুমধুর লীলাতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পরায়ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনে রত হইবেন—ইহাই রাসলীলার উদ্দেশ্য।

ইতি রাস পরিচিতি সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥১

১। শ্লোকারম্ভের পূর্ব্বে উল্লেখ আছে—'শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ', অর্থাৎ বাদরায়ণি বলিয়াছেন। বাদরায়ণি শব্দ প্রয়োগের তাৎপর্য্য রহিয়াছে। ব্যাসদেব বদরিকাশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা লক্ষণ মহতী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদরায়ণ নামে অভিহিত হন। তাঁহার তপস্যালব্ধ পুত্র শুকদেবই বাদরায়ণি। সুতরাং এই পুত্রেতে সর্ব্বজ্ঞতা, শ্রীভগবৎ প্রেমরসময়ত্বাদি গুণ পূর্ণরূপে বিরাজিত। বক্তার এই সমস্ত গুণ স্মরণ করিয়াই রাসলীলা শ্রবণ সঙ্গত হইবে।

শ্রীধরস্বামিপাদ মঙ্গলাচরণে প্রথমেই বলিতেছেন—ব্রহ্মাদি দেববৃন্দকে পরাজিত করিয়া, কন্দর্পের মনে যে দর্প হইয়াছিল, সেই কন্দর্পদর্পহারী রাসমণ্ডলে মণ্ডিত শ্রীপতি অর্থাৎ রাধাকান্ত শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন্। পরদার-বিনোদন দ্বারা রাসলীলাতে কন্দর্পজয় কি প্রকারে প্রদর্শিত হইল? এবম্প্রকার আপত্তি হইতে পারে ইহা খণ্ডনের জন্য শ্রীস্বামিপাদ "মৈবং", "যোগমায়ামুপাশ্রিত", "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", "সাক্ষাৎমন্মথমন্মথ" এবং "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত" এই পাঁচটি বাক্য দ্বারা সেই আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। "মৈবং" (মা + এবং) ইহা হইতেই পারে না, কেননা ইহা প্রাকৃতজীবের কার্য্য নহে, ইহা স্বয়ং ভগবানের লীলা, ইহা প্রাকৃত গন্ধ হীন। শ্রীভগবান মায়াস্পর্শ বিহীন, তাঁহার স্বরূপ শক্তিময়ী কান্তাগণও তাহাই, সুতরাং প্রাকৃত কামের স্থান এই লীলাতে থাকিতে পারে না। "যোগমায়ামুপাশ্রিত" —শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি যোগমায়াই এই লীলা সংগঠন করিয়াছেন।

ইনি চিজ্জাতীয়া বিচিত্রার্থকরী, অঘটন ঘটন পটীয়সী শক্তি, সর্বপ্রকার প্রাকৃত বস্তুসঙ্গবর্জিত। সুতরাং প্রাকৃত কামের স্পর্শ এই লীলাতে কল্পনাতীত। "আত্মারামোপ্যরীরমৎ", শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, কেবলমাত্র আত্মাতেই রমণ করেন, আনন্দের জন্য বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা ইহাতে নাই। জীব আনন্দের জন্য, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির পশ্চাতে ছুটাছুটি করে, জীবের মন জড়, ইন্দ্রিয় জড়, বিষয়ও জড়, সুতরাং জড়া শক্তি মায়ার অধীন হেতু জীব কামের দাস হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্মারাম, তাঁহার সঙ্গে কায়িক কোন বস্তুর সম্পর্ক হইতে পারেনা, আত্মারাম হইয়াও তিনি রমণ করিযাছিলেন, ইহা দ্বারা যাহাদের সঙ্গে রমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বৈশিষ্ট্য বুঝাইতেছে। শ্রীভগবানের সম্বিত ও হ্লাদিনী শক্তির সমবায় ভক্তি। এই ভক্তির পরিপক্ক অবস্থা প্রেম। প্রেমের উচ্চতম অবস্থা মহাভাব, কেবলমাত্র চিন্ময় সিদ্ধ দেহে প্রকাশিত হইতে পারে। কৃষ্ণকান্তা গোপীগণই এই মহাভাবের অধিকারিণী, মহাভাববতী গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমের এমনই প্রভাব যে স্বয়ং ভগবানও তাহাদের সঙ্গে পবিত্র আনন্দময় লীলাতে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান ভক্তের মনোবাসনা সর্ব্বদা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছিলেন—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা, অর্থাৎ আমার সাধু ভক্তগণকে আমি যত প্রীতি করি, আমার নিজেতেও অত করিনা। এই জন্য আত্মারাম হইয়াও তিনি রমণ করিয়াছিলেন। "সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ", প্রাকৃত কামকে মন্মথ বলা হয়। এই প্রাকৃত কাম যাহার আভাস মাত্র, সেই অপ্রাকৃত কামই সাক্ষাৎ মন্মথ। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, অপ্রাকৃত রাসলীলাতে, অপ্রাকৃত মদন তাহার পুষ্পধনুশর সহ অশেষে বিশেষে চেষ্টা করিয়াও গোপীগণের মনে স্বসুখ বাসনারূপ কামভাব উদয় করিতে অসমর্থ হইযা শেষ চেষ্টা করিতে পুষ্পধনুসহ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই ভুবন মোহন রূপে নিজেই মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিল। সুতরাং মদন সম্পূর্ণ পরাজিত।

আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত" শ্রীকৃষ্ণ তরুণী সুন্দরী অনুরাগবতী গোপীগণের সুরত সম্বন্ধীয় হাবভাব প্রভৃতি নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; তদ্বারা বিন্দু মাত্রও বিচলিত হন নাই। সুতরাং রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের অধীন হন নাই। তাঁহার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ ছিল। শ্রীকৃষ্ণের কাম জয় খ্যাপনার্থই রাসলীলা। ইহা প্রবৃত্তি ব্যপদেশে নিবৃত্তির উপদেশ।

শ্লোকের প্রথম শব্দই 'ভগবান', শ্রীকৃষ্ণ বলা হয় নাই। ভগবান বলিতেই বুঝাইতেছে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য সমন্বিত যিনি, তিনিই রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ভগবান রসস্বরূপ, আস্বাদক রূপে তিনি রস, আস্বাদ্য রূপেও তিনি রস। ভগবান নিজ রসই নিজে আস্বাদন করেন, শিশু যেমন নিজ প্রতিবিম্বের সঙ্গে নিজে ক্রীড়া করে তদ্রূপ। এখানে নিজ স্বরূপ শক্তি মূর্তিমতী হ্লাদিনী গোপীগণ সহ ভগবানের এই লীলা। "অপি" শব্দ দ্বারা বুঝাইতেছে ভগবান হইয়াও তিনি রমণেচ্ছা করিলেন। ভগবানের এরূপ ইচ্ছা সাধারণতঃ হয় না, কিন্তু তিনি প্রেমাধীন, কুরুক্ষেত্র মিলন কালে নিজ মুখে বলিয়াছেন—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীৎ মৎস্নেহ ভবতীনাং মদাপনঃ॥"

আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম, তাহা এত বলবান্ যে, আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে বলপূর্ব্বক তোমাদের নিকট নিয়া যাইবে। আমি প্রেমাধীন, জগতে আর কোন বস্তুর অধীন নহি। দুর্ব্বাসাকেও বলিয়াছিলেন, 'অহং ভক্তপরাধীনঃ' - অর্থাৎ আমি প্রেমবান্ ভক্তের পরম অধীন। সুতরাং শ্লোকস্থ 'অপি' শব্দ দ্বারা ভগবানের প্রেমাধীনতা এবং গোপীগণের প্রেম মাহাত্ম্য বুঝাইতেছে। 'অপি' শব্দ দ্বারা আরো বুঝাইতেছে, কাত্যায়নী ব্রত পূর্তি দিনে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন— আগামিনী পূর্ণিমা রজনীসমূহে তোমরা আমার সঙ্গে বিহার করিবে। তখন হেমন্ত কাল। তখন হইতেই গোপীগণ প্রতি পূর্ণিমা নিশীথেই

অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাহাদের উৎকণ্ঠা অতি তীব্র হইয়া উঠিল, সেই পর বৎসর শারদ পূর্ণিমা নিশীথে শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা জাগ্রত হইল। "তাঃ রাত্রীঃ" অর্থ সেই রাত্রিসমূহ। শ্রীভগবান বস্ত্র হরণ লীলা দিয়ে বলিয়াছিলেন—আগামিনী পূর্ণিমা রজনীসমূহে বিহার করিব। সেই প্রতিশ্রুত রাত্রি আগত হইয়াছে। বহুবচন বলিবার উদ্দেশ্য এই রাসলীলা কেবল এক রজনী নহে, ইহা ব্রহ্মরাত্রি। জগতের সমস্ত রাত্রিসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবৃন্দ কৃতার্থ হইবার জন্য এই শারদ পূর্ণিমা নিশীথে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন। যাহার ফলে ইহা ব্রহ্ম-রাত্রিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল—এই জন্যই বহুবচন। শারদোৎফুল্ল মল্লিকা দ্বারা এই শারদ পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য সূচিত হইতেছে। মল্লিকা পুষ্প শরৎ কালে প্রস্ফুটিত হয় না। উৎফুল্ল শব্দ দ্বারা উপলক্ষণে অন্যান্য ঋতু সমূহের কুন্দ প্রভৃতি অন্যান্য পুষ্পও বুঝাইতেছে। কমল প্রভৃতি যেসমস্ত পুষ্প কেবল দিবা ভাগে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে সেইগুলিও শ্রীকৃষ্ণ সেবা উদ্দেশ্যে রাস রজনীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা রজনীর সৌন্দর্য, মাধুর্য সূচিত হইতেছে। বীক্ষ্য শব্দের অর্থ—সেই শারদ পূর্ণিমার সৌন্দর্য দৃষ্টে শ্রীভগবানের মনে উদ্দীপন হইল, তিনি রমণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত আছেন, সেই সুশোভন কাল আগত। 'রন্তুম্' রমণ করিবার জন্য। 'রম্' ধাতু দ্বারা কোন এক বিশেষ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বুঝাইতেছে না। রম্ ধাতু হইতে রমা শব্দের উৎপত্তি এবং রমা বলিতে লক্ষ্মীকে বুঝাইতেছে। রম্ ধাতু আনন্দার্থে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং রমণ শব্দে আনন্দাস্বাদন বুঝায়। জীবের আনন্দ ও ভগবানের আনন্দ এক বস্তু নহে। জীব ইন্দ্রিয়ারাম, জীবের আনন্দ বলিতে প্রধানতঃ ইন্দ্রিয় সুখানুভব বুঝায়। জীবের দেহ ও আত্মা দুইটি পৃথক বস্তু, এই দুইএর সমষ্টি হইল জীব। কিন্তু ভগবানের আত্মাই দেহ, শ্রীভগবান দেহদেহী ভেদবিহীন। সুতরাং ভগবানের আনন্দ বলিতে আত্মানন্দই বুঝায়, ইন্দ্রিয় সুখের কোন প্রশ্ন এ স্থানে নাই। ভগবান নরদেহ

ধারণ করিয়া লীলা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ নরদেহ পাঞ্চভৌতিক নহে, পরন্তু সচ্চিদানন্দময়। ক্ষীর দ্বারা যদি একটি লেবু প্রস্তুত করা হয়, তাহা হইলে উহার স্বাদ মিষ্টই হইবে, অম্ল হইবে না, তদ্রূপ শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময় দেহ নরাকৃতি হইলেও, তাহাতে কোন প্রাকৃত গন্ধ নাই। আবার যাহাদের সঙ্গে শ্রীভগবান রাসলীলা করিয়াছিলেন, সেই গোপীগণ সকলেই মহাভাববতী। এই মহাভাববতী গোপীগণ সকলেই চিন্ময় সিদ্ধ দেহের অধিকারিণী। তাঁহাদের দেহেও জড় দেহের ন্যায় ইন্দ্রিয় সুখ নাই। তাঁহারা যাহা করেন, সবই কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখের জন্যই। আত্মসুখ বাসনা বিন্দুমাত্রও তাঁহাদের মধ্যে নাই। কৃষ্ণও যাহা করেন, তাহাও এই গোপীগণের মনোবাসনা পূরণের জন্যই, সুতরাং এই রমণ কামগন্ধহীন।

মনশ্চক্রে মনে করিলেন। 'কৃ' ধাতু উভয় পদী, এ স্থানে আত্মনেপদী প্রয়োগ আছে। পুরোহিত যজমানের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিলে সঙ্কল্প বাক্যে পরস্মৈপদী প্রয়োগ করেন, আর নিজের মঙ্গলের জন্য কার্য করিলে আত্মনেপদী উচ্চারণ করেন। 'মনশ্চক্রে' আত্মনেপদী প্রয়োগ হেতু মনে হইতেছে, কেবলমাত্র গোপীগণের প্রীতির জন্যই এই রমণ নহে, পরন্তু নিজেও আনন্দাস্বাদন করিবেন, এই হেতু রাসলীলা। ইহা দ্বারা গোপীপ্রেমের অতুলনীয় মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল। ব্রজ সুন্দরীগণের প্রেমের এমনই শক্তি বা মাহাত্ম্য আছে, যাহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ ও আত্মারামগণাকর্ষী স্বয়ং ভগবানও তাঁহাদের সঙ্গে রমণ করিতে অভিলাষ করিলেন। ইহা দ্বারা গোপীগণের পরমোৎকর্ষ প্রকাশিত হইল। 'যোগমায়ামুপাশ্রিত' বাক্যে বলা হইতেছে, রাসলীলাতে শ্রীভগবান তাঁহার লীলাশক্তি যোগমায়াকে সর্ব্বাধিকভাবে আশ্রয় করিয়া লীলা করিয়াছিলেন। আমরা রাসলীলাতে বহুস্থানে যোগমায়ার অচিন্ত্য কার্য দেখিতে পাইব। সমগ্র শ্লোকের অর্থ হইবে—ব্রজসুন্দরীবৃন্দের প্রেম মাহাত্ম্য এমনি যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরিপূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য ও মাধুর্যের অধিপতি হইয়াও, মল্লিকাদি

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥২

যাবতীয় কুসুম সুশোভিত শারদ পূর্ণিমা নিশি সমাগত দেখিয়া কাত্যায়নী ব্রত পূর্ণ দিনে ব্রজকুমারীগণের নিকট নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ পূর্ব্বক নিজ লীলাশক্তি যোগমায়াকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়া রমণ বা আনন্দ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিলেন।

২। শ্রীকৃষ্ণের যখন রমণেচ্ছা হইল, সেই সময়ই পূর্ব দিগ্বধূর আনন রক্তিমাভ করিয়া শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইলেন। মনে হইল সুদীর্ঘকাল পরে প্রবাস প্রত্যাগত প্রিয়তম যেমন প্রিয়তমার বদন কুঙ্কুমরূপে রঞ্জিত করিয়া দেন, তদ্বৎ তারকাপতি চন্দ্র স্বীয় অরুণ বর্ণ রশ্মিতে পূর্ব্ব দিগ্বধূর বদন রক্তিমাভ করিয়াছিলেন। এবং জগদ্বাসীর শরৎকালীন দিনকর কৃত তাপও শীতল কিরণে দূরীভূত করিলেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয় দৃষ্টে যে কৃষ্ণের মনে রমণেচ্ছা জাগ্রত হইল তাহা নহে। রমণেচ্ছা স্বভাবতঃ উদিত হইয়াছে, পূর্ণচন্দ্র দৃষ্টে তাহা উদ্দীপ্ত হইল মাত্র। চন্দ্রের বহু তারকা পত্নী থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রপত্নী পূর্ব দিগ্বধূর বদন রঞ্জিত করিলেন। মনে হয়, যেন চন্দ্র বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ, আমি তোমাদের বংশের আদি পুরুষ, সুতরাং বৃদ্ধ হইয়াও ইন্দ্রপত্নীর সঙ্গে রমণে উদ্যত হইয়াছি। তুমি যুবক, অবিবাহিত ও সর্ব্বগুণান্বিত, তুমি সুন্দরী গোপ রমণীগণের সঙ্গে বিহার কর, ইহাতে কোন দোষ হইবে না, শ্লোকস্থ দীর্ঘদর্শন শব্দ দ্বারা প্রিয়তমার উৎকণ্ঠা ব্যঞ্জিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব বৎসর হেমন্ত পূর্ণিমাতে বলিয়াছিলেন আগামী পূর্ণিমা নিশি সমূহে বিহার করিব। তাহার পর প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছে। গোপীগণের উৎকণ্ঠা অতি তীব্র হইয়াছে। এই সময়ে শারদ পূর্ণিমা রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের রমণেচ্ছা জাগ্রত হইল। তিনি ইচ্ছা করিলেন,

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্ ।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥৩

কান্তাগণের আনন নবানুরাগে রঞ্জিত করিবেন এবং বিরহ জনিত তাপ দূরীভূত করিবেন।

৩। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, মা যশোদা তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন, মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ-চুম্বন করিলেন। হস্ত-পদাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, বনভূমিতে চলিতে বা ক্রীড়া করিতে কোথাও কোন কণ্টকাদি দ্বারা ক্ষত হইয়াছে কিনা। অতঃপর নীরাজন করিলেন, সুগন্ধী তৈল উদ্বর্ত্তন করিলেন ও সুগন্ধী কবোষ্ণ সলিলে স্নান করাইলেন। তৎপরে বস্ত্র পরিধাপন, তিলক-রচনাদি করণানন্তর কৃষ্ণ বলরাম উভয় ভ্রাতাকে ভোজন করাইলেন। ভোজনের পর উত্তম সুখ-শয্যায় কৃষ্ণকে শয়ন করাইয়া, মাতা নিজ কার্যে গমন করিলেন। শারদ পূর্ণিমার চন্দ্র উদিত হইল এবং কিরণ-রশ্মি শ্রীকৃষ্ণ বদনে পতিত হইল। অমনি শ্রীকৃষ্ণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চন্দ্রশালিকায় দণ্ডায়মান হইলেন, এবং পূর্বাকাশে পূর্ণচন্দ্রের দিকে চাহিয়া, পূর্বশ্লোকে বর্ণিত অবস্থা দর্শন করিলেন। ভগবান দেখিলেন—আজ চন্দ্র ষোড়শ কলাপূর্ণ; চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কুমুদ-পুষ্প বিকশিত হইয়াছে, এজন্য চন্দ্র কুমুদ্বন্ত এবং উদয়কালীন রক্তিমাক্ত রশ্মিতে অরুণাভ। এই চন্দ্র দর্শনের সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধার মুখ, যাহা ষোড়শকলা সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এবং কুমুদ্বন্ত (কু—পৃথিবী; মুৎ—আনন্দ) অর্থাৎ যে বদন পৃথিবীর আনন্দ বর্ধনকারী এবং যাহা নবানুরাগে অরুণবর্ণ। রমা শব্দের অর্থ লক্ষ্মী, তন্ত্রোক্ত "সর্ব-লক্ষ্মীময়ী, সর্ব-কান্তিঃ সম্মোহিনীপরা" বাক্যে সর্ব-লক্ষ্মীময়ী বলিয়া শ্রীরাধাই রমা। শ্রীভগবান্ আরও দেখিলেন—নিম্নে যমুনা তীরবর্তী বনভূমি উদয়কালীন পূর্ণচন্দ্রের কিরণে অতি সুন্দর।

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥৪

দেশ, কাল উভয়ই আনন্দ বিহারের অতি উপযোগী। শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—আজই কান্তাগণ সহ রাসলীলা করিয়া আনন্দ রসাস্বাদন করিব এবং কাত্যায়নী ব্রতপূর্ত্তি দিনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিব। এই মনে করিয়া আকর্ষণী বংশী হস্তে করতঃ 'রসৌলী' নামক স্থানে গমন করিলেন এবং বংশীবট তলে ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে দণ্ডায়মান হইয়া 'কল' নাদে বংশীধ্বনি করিলেন। 'কল' নাদ বলিতে মধুর অস্ফুট ধ্বনি দ্বারা কামবীজ গান বুঝাইতেছে। এই আকর্ষণী বংশীর এমনি শক্তি যে, এই ধ্বনি কর্ণপথে হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক শ্রোত্রীগণকে বলাৎকারে বংশী-বাদকের নিকটে টানিয়া লইয়া যায়।

"বংশী বড উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত, পতিকোল হইতে টানিয়া আনে।" দক্ষিণা নায়িকাগণ বংশী শ্রবণমাত্র উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া যান, আর বামা-নায়িকাগণ, যাঁরা সহজে অভিসারে বাহির হন না, এমন কি মিলন কালে নায়কের বামে দণ্ডায়মান হইয়াও নায়কের দিকে না চাহিয়া বাম দিকেই চাহিয়া থাকেন, সেই বাম-লোচনা নায়িকা-গণকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নায়কের নিকটে লইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ আজ সেই বামনয়নী নায়িকাগণেরও মনোহরণকারী বংশীধ্বনি করিলেন।

৪। এই আকর্ষণী বংশীর কলধ্বনি কেবল মাত্র যেসমস্ত গোপী কৃষ্ণকে কান্তরূপে বা পতিরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারাই শুনিলেন, অন্য কেহ শুনিলেন না। ইহা অঘটন ঘটনপটীয়সী শক্তি যোগমায়ার কার্য। সেই ধ্বনি অনঙ্গবর্ধন অর্থাৎ কামোদ্দীপক। পূর্বেই বলা হইয়াছে গোপীগণের অপ্রাকৃত প্রেমকেই কাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই কাম বা কৃষ্ণপ্রেম গোপীগণের অন্তরে পূর্ব হইতেই

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥৫

ছিল, বংশীধ্বনি শ্রবণে তাহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। (অনঙ্গ = ন + অঙ্গ) অনঙ্গবর্দ্ধন অর্থ অঙ্গবর্দ্ধন হইল না, অঙ্গীর বর্দ্ধন হইল। আলিঙ্গন, চুম্বনাদি কামের অঙ্গ, তাহা বর্দ্ধিত হইল না—অঙ্গী কামই অতিশয় বর্দ্ধিত হইল। বংশীধ্বনি কর্ণপথে মর্ম্মে প্রবেশ করিল এবং ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়, বিবেক প্রভৃতি সর্ব্বধন সহ মন হরণ করিয়া বংশীবাদকের নিকটে লইয়া গেল। কৃষ্ণগৃহীতমনা এই গোপীগণের আর বিচারবুদ্ধি রহিল না, কেন না বিচারকারী মন মহাচৌর কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে; সুতরাং গোপীগণ সেই চৌরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপহৃত মন-প্রাপ্তির আশায় ছুটিয়া চলিলেন অতিদ্রুত বেগে। তাহাদের গমনবেগে কর্ণের কুণ্ডলাদি অলঙ্কারসমূহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। মন চুরি হওয়াতে গোপীগণের অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও শক্তি রহিল না, কেন না মনই সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের রাজা বা শক্তিদাতা। সুতরাং অন্য গোপীগণও যে দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছিল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব 'আজগ্মুঃ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বক্তা আগমন শব্দ ব্যবহার করিলে বুঝিতে হইবে যে বক্তা যে স্থানে রহিয়াছেন সেই স্থানেই আগমন হইল। অন্যত্র বক্তা থাকিলে কখনই আজগ্মুঃ ব্যবহার না করিয়া গমন বাচক শব্দ ব্যবহার করিতেন। শ্রীশুকদেব রাসলীলা বর্ণনা কালে গঙ্গা তীরে মহারাজ পরীক্ষিতের সভাতে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করিতেছিলেন। 'আজগ্মুঃ' শব্দদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে শ্রীশুকদেব ধ্যানযোগে বংশী বটমূলে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বসিয়া গোপীগণের আগমন দর্শন করিতেছিলেন। গোপীগণ সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রই উন্মাদিনী প্রায় অতি দ্রুতবেগে তাহাদের মন-প্রাণ হরণকারী কান্তের নিকটে ছুটিয়া চলিলেন।

৫-৬-৭। গোপীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণানন্তর কি ভাবে কান্ত সমীপে

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥৬
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥৭

গমন করিয়া ছিলেন তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। কোন কোন গোপী, তাহাদের কুলধর্ম গোদোহন কার্যে নিযুক্তা ছিলেন, বংশী ধ্বনি শ্রবণ মাত্রই, আর এক নিমেষের বিলম্বও অসহনীয় হইয়া উঠিল। সেই অসমাপ্ত গোদোহন কার্য্য ত্যাগ করতঃ যেমন ছিলেন তেমন ভাবেই দ্রুত বেগে ছুটিয়া চলিলেন। কেহ কেহ দুগ্ধ চুল্লীর উপর জ্বাল দিতে ছিলেন, বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রই উত্তারণের অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। অপর কেহ কেহ গোধুম চূর্ণ রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাহারাও তৎক্ষণাৎ কটাহ চুল্লীর উপরে রাখিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। ইহারা গৃহ ধর্ম ত্যাগ করিয়া কান্ত সমীপে গমন করিলেন। কোন কোন গোপরমণী পরিবারস্থ কোন কোন ব্যক্তিকে অন্নাদি পরিবেশন করিতে ছিলেন, কেহ কেহ ভগিনীপুত্র, ধাতৃপুত্র প্রভৃতিকে গোদুগ্ধপান করাইতে ছিলেন। হেন কালে কুল নাশা বংশীধ্বনি কর্ণগোচর হইল। অমনি তাহারা ভোজনরত স্বজনবর্গকে এবং ক্রোড়স্থ শিশুগণকে রাখিয়া যেমন ছিলেন, ঠিক তেমনি ছুটিয়া চলিলেন। ইহারা লোক ধর্ম ত্যাগ করিলেন। কোন কোন গোপ নারী গোষ্ঠ প্রত্যাগত স্বামীকে স্নানার্থে উষ্ণজল প্রদান রূপ পতি সেবা করিতে ছিলেন, অথবা স্বামীর পদধৌত করাইতে ছিলেন, বংশীধ্বনি শ্রবণ মাত্রই পতি সেবা ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিলেন। ইহাদের পতিধর্ম ত্যাগ হইয়া গেল। কেহ কেহ সেই সময় ভোজন কার্য্যে রত ছিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ ভোজন ত্যাগ করতঃ শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। ইহাদের দেহ ধর্ম ত্যাগ হইয়া গেল। কৃষ্ণ সেবার নিকট গোপীগণের কুল ধর্ম, গৃহ ধর্ম্ম, লোকধর্ম, পাতিব্রত্যাদি বেদ ধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ হইয়া গেল।

তাহার সর্ব্ব ধর্ম ত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সমীপে ছুটিয়া চলিলেন। ইহা গীতার সর্বশেষ শ্লোকের (সর্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি), বাস্তব মূর্ত্তি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা নামক কাহিনীতে লিখিয়াছেন—

রাজা জাগি ভাবে বৃথা রাজ্যধন,
গৃহী ভাবে মিছা তুচ্ছ আয়োজন
অশ্রু অকারণ করে বিসর্জ্জন বালিকা।
যে ললিত সুখে হৃদয় অধীর
মনে হয় তাহা গত যামিনীর
গলিত দলিত শুষ্ক কামিনীর মালিকা॥"

ইহা যেন সেই বৃন্দাবনেরই চিত্র।

কোন কোন গোপী ছিলেন যাহারা গৃহ কার্য্যাদি কিছুই করিতেন না, প্রায় সর্ব্ব সময়েই শ্রীকৃষ্ণ আবেশে থাকিতেন। তাহাদের গুরুজনও এইজন্য কিছুই বলিতেন না। যোগমায়ার কৃপাতে এরূপ সম্ভব হইয়াছিল। ইহারা নিশা সমাগমে প্রত্যহ সজ্জিত হইয়া থাকিতেন। আহ্বান আসিলেই অভিসারে বহির্গত হইবেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চন্দনাদি দ্বারা স্বদেহ অনুলেপন, কেহ কেহ সুগন্ধী দ্রব্যে দেহ উন্মার্জ্জন, কেহ কেহ বা নয়নে অঞ্জন দিতেছিলেন। তাঁহারা ঐ সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াই ছুটিয়া চলিলেন। আবার কোন গোপ নারী ভাবিলেন, আজ প্রাণকান্তের আহ্বান আসিয়াছে, সত্বর সজ্জিত হইয়া অভিসারে গমন করি। মন ইতি, পূর্ব্বেই সেই চৌরের নিকট গমন করিয়াছে, সুতরাং বিপর্য্যস্ত ভাবে বসন ভূষণ পরিধান করিয়া ছুটিয়া চলিলেন। পরিধেয় বসনকে উত্তরীয়, উত্তরীয়কে পরিধেয় রূপে, নাসিকার বেশর কর্ণে, কর্ণের কুণ্ডল নাসিকাতে, গলার মণিহার কটি দেশে, কিঙ্কিনী গল-দেশে, হাতের কঙ্কণ চরণে, চরণের নূপুর হস্তে চরণের অলক্তক নয়নে নয়নের কজ্জল চরণে পরিলেন। এই অদ্ভুত বেশেই একটু বিলম্বে প্রিয়তম সম্ভাবে ছুটিয়া চলিলেন। ইনিই সর্ব গোপীশ্রেষ্ঠা, রাজার দুলালী মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতী রাধা। কেহ কেহ বলিয়া

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥৮
অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥৯
দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥১০
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥১১

থাকেন শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বাগতা গোপীগণের প্রতি যে উপেক্ষা সূচক বাক্য বলিয়া ছিলেন তাহা শ্রীমতী রাধিকার অপেক্ষাতে কালহরণ জন্যই।

৮। গোপীগণ গৃহ হইতে বহির্গত হওয়া মাত্রই তাহাদের পতিগণ, পিতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য জ্ঞাতি বন্ধুগণ, তাহাদিগকে নিশীথে গৃহ ত্যাগ করিতে প্রবল ভা.ব, বাধা দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ কর্তৃক তাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়া গিয়াছিল, তাহারা মোহিতবৎ (নিজবশে নহে) গোবিন্দ স্থানে ছুটিয়া চলিলেন। কাহারো কোন বাধা, কোন নিষেধ তাহারা দেখিয়াও দেখিলেন না, শুনিয়াও শুনিলেন না। লীলা শক্তি যোগমায়া অনুরূপ গোপীমূর্ত্তি গঠন করিয়া তৎক্ষণাৎ আত্মীয়গণের সম্মুখে রাখিলেন। ইহাদিগকেই নিজনিজ আত্মীয়া মনে করিয়া স্ব স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ৩৩ অধ্যায় ৩৭ নং শ্লোকে এইসব গোপীগণের কথাই লিখিত হইয়াছে। ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণ মায়ায় মোহিত হইয়া নিজ নিজ পত্নীকে নিজনিজ পার্শ্বে অবস্থিত দর্শন করিলেন এজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।

৯-১০-১১। শ্রীকৃষ্ণে কান্তভাবান্বিতা সমস্ত গোপীগণই যে কৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়াছিলেন তাহা নহে, যাঁহারা লীলাশক্তি যোগমায়ার সাহায্য পাইয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহারাই গমন করিয়াছিলেন। অন্য যাহারা সে সাহায্য লাভে বঞ্চিত ছিলেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ

যাইতে পারেন নাই। কি কারণে যোগমায়া ইহাদিগকে সাহায্য করেন নাই, তাহা বুঝিতে হইলে কতকগুলি বিষয় আমাদের জানা প্রয়োজন। ব্রজধামে কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ প্রধানতঃ দ্বিবিধা—নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ কালে তাঁহার পার্ষদ রূপিণী নিত্যসিদ্ধাগণও গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধাগণ ছাড়াও, শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশ রূপে দেবগণ মধ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার তুষ্টি বিধান জন্য, নিত্যসিদ্ধা গণের অংশগণও দেবীরূপে প্রকট হইয়া থাকেন। ইহারা দেবীচরী নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে যে অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, "সম্ভবন্ত্বমর স্ত্রিয়ঃ", তাহা ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া। ইহারাও নিত্যসিদ্ধা। সাধনসিদ্ধা গোপীগণ শ্রুতিচরী ও ঋষীচরাভেদে দ্বিবিধা। শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রীদেবীগণ, পূর্ব্বকল্পে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের রাসাদিলীলা এবং শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া কৃষ্ণকে গোপীভাবে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বরে এই কল্পে গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইহারা শ্রুতিচরী। ইহা ব্যতীত দণ্ডকারণ্যবাসী কতিপয় মুনি, পূর্বে গোপালোপাসক ছিলেন, এবং তজ্জন্য তপস্যা করিয়া ছিলেন। বহুদিন পর শ্রীরাম চন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহাদের কৃষ্ণ বিষয়ক রতি উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা মনে মনে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অভীষ্ট প্রাপ্তি হেতু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহারাও আসিয়া গোপী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। ইহাদিগকে ঋষিচরী বা মুনিচরী গোপী বলা হইয়া থাকে। পূর্ব জন্মে ইহারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া ছিলেন। ইহাদের দেহে অল্প প্রাকৃতাংশ ছিল। তথাপি করুণাময়ী যোগ মায়ার কৃপাতে ব্রজ ধামে গোপ কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মুনিচরী সাধন সিদ্ধাগণ মধ্যে যাঁহারা নিত্য সিদ্ধাগণের সঙ্গ লাভ করিয়া ছিলেন সেই সঙ্গ প্রভাবে তাহাদের অন্তরের কৃষ্ণ প্রেম ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাবে

পরিণত হইয়াছিল। ইহারা যোগ মায়ার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভাগ্য বশে নিত্য সিদ্ধাগণের সঙ্গ লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের দেহে প্রাকৃতাংশ ছিল, এবং পতিভুক্ত হওয়াতে কৃষ্ণ সেবার অযোগ্য হইয়াছিল—এই জন্যই যোগমায়া ইহাদিগকে সাহায্য করেন নাই। নিত্য সিদ্ধাগণের সঙ্গ প্রভাবে প্রেম পরিপক্বতার কারণ প্রথমতঃ নিত্য সিদ্ধাগণের কৃপা, অতঃপর তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলাশ্রবণ দূর হইতে কৃষ্ণ দর্শন ইত্যাদি। পরে অযোগ্য দেহ সত্ত্বেও কাহারো কাহারো নিত্য সিদ্ধাগণের সঙ্গ লাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্বরাগবতী হইয়াছিলেন। এই সমস্ত গোপী সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে "অন্তর্গৃহগতাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন কোন গোপী অন্তঃপুরে নিজ গৃহ মধ্যে স্বামীর কোন কোন কার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, সেই সময় বংশীধ্বনি হইল। অমনি তাঁহারা সর্ব কর্মত্যাগ পূর্ব্বক ছুটিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে তিরস্কার পূর্ব্বক গৃহ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং নিজেরা গৃহ দ্বারে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

এই সমস্ত গোপীগণ গৃহত্যাগ করিতে অসামর্থ্য হেতু গৃহ মধ্যে আবদ্ধা থাকিয়া অপরিসীম দুঃখে কাতর হইয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। নয়ন জলে বক্ষ ভাসাইয়া তাঁহারা কাতর প্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—হে কৃষ্ণ হে, প্রাণবন্ধো, এই হতভাগিনীকে একবার দেখা দাও, কেবল একবার দেখা দাও। এই জন্মত বিফলে গেল। জন্মান্তরে কি তোমার সঙ্গ লাভ করিতে পারিব? অতি তীব্র বিরহানলে ইহাদের অন্তর দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। পতি কর্তৃক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়াতে এই গোপীগণ গৃহ মধ্যেই আবদ্ধা রহিলেন। ইহাতে তাহাদের উৎকণ্ঠা চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। তাঁহারা দেহে, মনে প্রাণে যে অপরিসীম দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন তাহার কোন তুলনা নাই। এই স্থলে শ্রীধর স্বামী টীকা হইতে বৈষ্ণব তোষণী ও চক্রবর্ত্তী টীকাতে কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তাহা বলা হইতেছে।

শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—প্রারব্ধ সুখ এবং দুঃখ ভোগের জন্যই জীবের ভোগ দেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখ শেষ হইলে দেহ ধারণের প্রয়োজনও শেষ হয় এবং জীব ভোগদেহ ত্যাগ করে। আমরা যাহাকে মৃত্যু বলিয়া থাকি তাহাই ঘটিয়া থাকে। গৃহাবদ্ধা থাকাবস্থায় এই গোপীগণ যে অতি দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন তাহার নিকট জাগতিক সব দুঃখ নিষ্ফল হইয়া গেল। অতঃপর ধ্যান যোগে শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরে লাভ করিয়া এবং তদীয় আশ্লেষ হেতু যে পরম সুখ প্রাপ্ত হইলেন তাহা দ্বারা প্রারব্ধ সুখ ভোগও নিষ্ফল হইয়া গেল। এই কারণে এই গোপীগণের প্রারব্ধ দেহ ত্যাগ হইয়া গেল। তাহাদিগকে পৃথক ভাবে প্রারব্ধ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইল না। সর্ব্ব প্রকার প্রারব্ধ বিনষ্ট হওয়াতে জার বুদ্ধি দ্বারাও সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া তাহারা গুণময় মায়িক দেহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম না জানিয়া কেবল প্রিয়তা বুদ্ধি দ্বারা কিভাবে লাভ করিলেন এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামিপাদ বলিতেছেন বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না।

বৈষ্ণব তোষণী বলেন :—'অন্তর্গৃহগতাঃ' শ্লোকে যাহাদের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের দোহনাদি পৃথক কর্ম্মের উল্লেখ না থাকায়, পতি সেবাই প্রধান কার্য্য ধরিতে হইবে। ইহারা সাধন বশে সিদ্ধ পূর্ণভাব হইয়া ছিলেন, কিন্তু সিদ্ধ দেহ হইতে পারেন নাই। কিছুটা প্রাকৃতাংশ দেহে থাকা হেতু ইহাদের পতি সঙ্গ হইয়াছিল, এই জন্যই বংশীধ্বনি শ্রবণেও যাইতে পারেন নাই। তাহাদের পতিগণ দ্বার রুদ্ধ ক্রমে প্রহরীরূপে বর্ত্তমান রহিলেন। তাহাদের বাহির হইবার উপায় রহিল না।

অলব্ধনির্গমণ হেতু কৃষ্ণকে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণে সমুৎকণ্ঠ চিত্ত হেতু নিজ চিত্তাকর্ষক কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিশেষ দুঃখে ও ধ্যানাবেশে মুদ্রিত নেত্রা ছিলেন। প্রেম পরিপক্ক হইয়া মহাভাব স্তরে যাইতে হইলে কৃষ্ণসহ মানসিক সংযোগ বিয়োগরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। এই ভাবেই পরিপক্কতা সাধিত হয়। এই গোপীগণের তাহা হইল না। ইহারা পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে

ইহাদের মন দ্বারা দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ বিপ্রলম্ভাখ্য ভাব হেতু তীব্র সন্তাপ এবং অন্তরে সেই প্রিয়তমের নিজ-ভক্ত প্রাপ্তি চ্যুতিরহিত অচ্যুতের আশ্লেষ জনিত নির্বৃতি এক সঙ্গে ইহারা লাভ করিলেন। সাধারণতঃ শনৈঃ শনৈঃ যে বিরহ মিলন স্ফূর্তি দ্বারা প্রেম পরিপক্ক হয়, সেই গোপী গণের তাহা যুগপৎ ঘটিয়া গেল। এই জন্যই বলা হইয়াছে ধুতাশুভা (ধুতা+অশুভা) ও ক্ষীণমঙ্গলা। ইহার সঙ্গে প্রাকৃত প্রারব্ধজনিত সুখ দুঃখের সম্পর্ক নাই। ইহাদের প্রারব্ধ জনিত সুখ দুঃখ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সংযোগ বিয়োগের পূর্বেই প্রেম লাভের পূর্বেই সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

পদ্মপুরাণে কার্তিক মাহাত্ম্যে উল্লিখিত আছে কর্ম্মবন্ধন হেতু জন্ম বৈষ্ণবগণের হয় না। ইহাও এই স্থলে স্মরণীয়। সুতরাং কৃষ্ণপ্রিয়া গণের প্রারব্ধ থাকা সম্ভব নহে। আবার "গুরু পুত্রমিহানীতং" ন্যায়ে প্রারব্ধ রক্ষণ অরক্ষণ বিষয়ে স্বপ্রেম বিবর্দ্ধন বিদগ্ধ শ্রীভগবৎ ইচ্ছাই প্রবল। তাঁহার ইচ্ছাতে সমস্তই সম্ভব।' এইজন্য শ্রীধরস্বামিপাদ অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করেন নাই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তি চরণের মত :—গোপীগণের প্রাপ্য পরম রহস্যময় বস্তু বহিরঙ্গ লোকের নিকট হইতে গোপন করিয়া ভক্তি সিদ্ধান্ত বিজ্ঞগণের নিকট অন্য ভাবে প্রকাশ করিতেছেন।

বহির্ম্মুখ প্রতি অর্থ :—দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ জনিত যে ভীষণ দুঃখ তাহা দ্বারা সমস্ত জীবনের অশুভ বিধৌত হইয়া গেল এবং ধ্যান প্রাপ্ত অচ্যুতাশ্লেষ জনিত যে নির্বৃতি, তাহা দ্বারা সমস্ত মঙ্গল ও পুণ্য ক্ষণ হইয়া গেল। এই ভাবে প্রক্ষীণ-প্রারব্ধ বন্ধন এই গোপীগণ জারবুদ্ধি সত্ত্বেও সেই পরমাত্মাকে লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

অন্তরঙ্গ প্রতি অর্থ :—কৃষ্ণ বিরহ জনিত দুঃখ ও কৃষ্ণ প্রাপ্তিহেতু সুখের সঙ্গে পাপ পুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই, পাপ পুণ্যাদি দ্বারা প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করা যায়। কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধীয় সুখ দুঃখ কৃষ্ণপ্রেমের বৈচিত্রী। ইহা কেবল মাত্র সাধন ভক্তিলভ্য এবং ভক্তি একমাত্র

মহৎকৃপা সাপেক্ষ। সাধন ভক্তির অনর্থ নিবৃত্তিস্তরেই প্রারব্ধ খণ্ডন হইতে আরম্ভ হয়, প্রেমপ্রাপ্তগণের প্রারব্ধ নিঃশেষ হইয়া যায়। অতঃপর প্রেমের পরবর্ত্তী অবস্থা সমূহ প্রাকৃত দেহে নহে, সিদ্ধদেহে প্রকটিত হইতে থাকে। কৃষ্ণসেবা যোগ্য এই সিদ্ধদেহ যোগমায়া কর্ত্তৃক গঠিত হয়। কৃষ্ণপ্রেম জনিত সুখ দুঃখ, প্রাকৃত সুখ দুঃখ হইতে বিলক্ষণ।

"কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তাঁর বিক্রম সেই জানে।
বিষামৃতে একত্র মিলন॥ চৈঃ চঃ

জগতের সমস্ত দাবানল, বাড়বানল, হলাহল, কালকূট প্রভৃতি জাত দুঃখ বা যন্ত্রণা একত্রীভূত করিলেও কৃষ্ণ বিরহ দুঃখের সঙ্গে তুলনীয় হয় না। তদ্রূপ জগতের যত আনন্দ, তাহার সঙ্গে প্রাজাপত্যানন্দ, বৈকুণ্ঠানন্দের কোন তুলনা হয় না। সেই বৈকুণ্ঠানন্দ ও ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গরূপ আনন্দের সঙ্গে তুলনায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। সমুদ্রের তরঙ্গে গোস্পদের যেমন তুলনা হয়না তদ্রূপ।

কৃষ্ণপ্রেম জনিত সুখ দুঃখ প্রাকৃত সুখ দুঃখ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, এই মত বৈষ্ণব মতে গ্রাহ্য নহে। ভগবৎ মিলন বিরহ, ভগবৎ প্রেমের বৈচিত্রী বিশেষ। প্রেম লাভের পূর্ব্বেই অনর্থ নিবৃত্তিস্তরেই প্রাকৃত কর্ম ফল ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়। প্রেম ভূমিকায় যখন একবার শ্রীভগবদ্দর্শন ঘটে, তখন আর প্রারব্ধ ভোগ অবশিষ্ট থাকেনা।

এই শ্রীকৃষ্ণ অবতারে নিকৃষ্ট বস্তুগণের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। অত্যুৎকৃষ্ট পতি বুদ্ধিমতী রুক্মিণী প্রভৃতি হইতে, জার বুদ্ধিমতী ব্রজ-গোপীর শ্রেষ্ঠতা, মহারাজ রাজেশ্বর লীলা হইতে বিজয় রথের সারথির উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতর মণিমাণিক্য হইতে গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছ, পল্লব গৈরিকাদির উৎকর্ষ এই শ্রীকৃষ্ণ লীলাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গৃহাবদ্ধা এই গোপীগণ মধ্যে মহাভাব স্তরে উন্নীতা কেহ কেহ যোগমায়ার কৃপাতে নিরোধ মুক্ত হইয়া সেই রাত্রেই রাসে যোগদান

রাজোবাচ।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥১২

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অন্যরা শনৈঃশনৈঃ যোগমায়ার কৃপাতে মহাভাব পর্যন্ত পরিপক্ক-প্রেম হইয়া অন্যান্য রজনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। পতিভুক্তা দেহধারিণীগণ নিত্য দেহে যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সিদ্ধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া পরে গমন করিয়াছিলেন। তাহাদের পতিভুক্তদেহ শূন্য গৃহে পতিত রহিল। মঙ্গলের দিনে যাহাতে মৃতদেহ রূপ অমঙ্গল দৃষ্ট না হয়, এইজন্য এই প্রাকৃত দেহ যোগমায়ার ইচ্ছাতে অন্তর্ধাপিত হইয়াছিল। পরে ৪৬তম অধ্যায়ে উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাগণের নিকট যে বাণী মথুরা হইতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন—যে সমস্ত গোপী ব্রজে থাকিয়াও, স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়াতে আমার সঙ্গে রাসে যোগদান করে নাই তাহারা আমার বীর্য চিন্তা করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছিল। চক্রবর্ত্তিচরণ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন আম্রবৃক্ষে ৮।১০টি আম্র সুপক্ক হইলে যেমন এই বৃক্ষের আম্র পক্ক হইয়াছে বলিয়া সবগুলি পাড়িয়া নেওয়া হয় এবং পরে আম্রের সৌরূপ্য, সৌরভ্য, সৌকুমার্য, অত্যপক্কতা দৃষ্টে রাজভোগের যোগ্য ফলগুলি মহারাজকে প্রথম দিন দেওয়া হয়, এবং এই ভাবে আরও ৪।৫ দিনে বাকী আম্রগুলি ভোগের যোগ্য হইলেই রাজভোগে প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঠিক তদ্রূপ গোপীগণ প্রেম পরিপক্ক হইয়া মহাভাব দশা প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা যোগমায়া কর্ত্তৃক রাসনৃত্যের যোগ্যা বিবেচিত হইয়া তথায় গমন করিতে পারিয়াছিলেন।

১২। পরীক্ষিতের সভাতে অনেক বহির্মুখ শ্রোতা ছিলেন। তাহাদের সন্দেহ দূরীভূত করিবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলেন —'হে মুনে (সর্ব্বজ্ঞ), গোপীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম রূপেই জানিতেন, পরব্রহ্ম রূপে জানিতেন না। পরব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে

শ্রীশুক উবাচ।

উক্তং পুরস্তাদেতৎ তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥১৩
নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥১৪

তাহাদের গুণময় কায়িক দেহের নিবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইল? মানুষ স্ত্রী পুত্রকে প্রীতি করে। স্ত্রী পুত্রের অন্তরে পরমাত্মা রহিয়াছেন সত্য, কিন্তু মনুষ্যের পরমাত্মা বুদ্ধির অভাবে মোক্ষ লাভ হয় না। গোপীগণেরও শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মা বা ব্রহ্মবুদ্ধি ছিল না, কেবলমাত্র প্রিয়তাবুদ্ধি ছিল। এমতাবস্থায় তাহাদের মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইল? আপনি সর্বজ্ঞ, আপনি কৃপাপূর্ব্বক এই সন্দেহ নিরসন করুন!

১৩। শ্রীশুকদেব বলিলেন—পূর্বে সপ্তম স্কন্ধে চেদিরাজ শিশুপালের অভীষ্ট গতি প্রাপ্তি কালে আমি পূর্বেই এই বিষয়ে বলিয়াছি। জীব সমূহে ব্রহ্মত্ব আছে, কিন্তু তাহা আবৃত ব্রহ্ম; অর্থাৎ দেহাদি দ্বারা আবৃত হেতু আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহির্ভূত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে দেহদেহী ভেদ নাই। এজন্য অনাবৃত ব্রহ্মত্ব। শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ, সর্বেন্দ্রিয় নিয়ামক, তাঁহার ব্রহ্মত্বও প্রচ্ছন্ন নহে। শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষবুদ্ধি করিয়া শিশুপাল পার্ষদ গতিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াগণ যে অনুকূল ভাবে প্রীতির সহিত ভজন করিয়া শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হইবেন ইহাতে আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? শিশুপাল ও দন্তবক্র কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ বশতঃ নিরন্তর তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করিতেন। এই চিন্তা প্রভাবেই অসুর ভাব বন্ধন মুক্ত হইয়া পুনরায় শ্রীবিষ্ণু পার্ষদ রূপে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। গোপীগণ প্রিয়ত্ব বুদ্ধিতে অহরহ শ্রীকৃষ্ণে মন নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদের গতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

১৪। এই শ্লোকে ভগবানকে চারিটি বিশেষণে বিশিষ্ট করা

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥১৫

হইয়াছে যথা অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ, গুণাত্মন্। যিনি একভাবে চিরকাল থাকেন, হ্রাসবৃদ্ধি হয়না তিনি অব্যয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিয়া পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। একটি তুলসী পত্র ও এক চুমুক জল ভক্ত নিষ্কাম ভাবে ভগবানের চরণে ভক্তি সহকারে প্রদান করিলে, ভক্তবৎসল শ্রীভগবান তাঁহার আত্মা দান করিয়া থাকেন। একজনকে আত্মা দান করিলেও তিনি পূর্ণই থাকেন। শতশত ভক্তকে এইভাবে আত্ম দান করিলেও তাঁহার কোন ব্যয় বা হানি হয় না। অপ্রমেয় বলিতে অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী বুঝায়। যিনি দেশ কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনিই অপ্রমেয়। নির্গুণ বলিতে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণ বর্জিত অর্থাৎ চিন্ময় বুঝায়। গুণাত্মা বলিতে ভক্ত বাৎসল্য, পরম কারুণিকত্ব, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি অশেষ কল্যাণ গুণময়ত্ব বুঝায়। এমন যে স্বয়ং ভগবান, তিনি সংসারে অবতীর্ণ হন কেবলমাত্র ভক্ত বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এবং মনুষ্যের নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বিধান করিবার জন্য। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলিতে প্রেম ভক্তি দানই বুঝিতে হইবে। যাঁহার ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইতে পারে এবং বিনাশও হইতে পারে, অসুর সংহারের জন্য তাঁহার অবতরণের প্রয়োজন নাই। ইহা আনুষাঙ্গিক কার্য্যমাত্র। জীবের পরমমঙ্গলই অবতীর্ণ হইবার প্রধান কারণ।

১৫। যে কোন কারণে শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ মাত্রেই, পরমগতি বা মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। গোপীগণ প্রেমময় কাম দ্বারা, কুব্জা রিরংসাময় কাম দ্বারা, ক্রোধে শিশুপাল, ভয়ে কংস, স্নেহে সৌহার্দে পাণ্ডবগণ, সম্বন্ধে বৃষ্ণিগণ, ভক্তিতে নারদাদি ভক্তগণ, ঐক্য বুদ্ধিতে আত্মারামগণ, তন্ময়তা লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্ বিমুচ্যতে ॥১৬

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্ বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥১৭

১৬। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্করাদি যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। তিনি ইচ্ছামাত্র স্থাবরাদি সহ ত্রিভুবন ত্রাণ করিতে পারেন, যেমন রামচন্দ্র সমস্ত অযোধ্যাবাসী জীবগণকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, বিশেষতঃ আপনি মাতৃগর্ভে থাকা কালে তাঁহার কারুণিকত্ব নিজে দর্শন ও অনুভব করিয়াছিলেন। আপনার পক্ষে ভগবানের কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ সঙ্গত হইবে না। কৃষ্ণ ভগবান হইয়াও গোচারক, অজ হইয়াও দেবকীপুত্র, গোপবধূ লম্পট হইয়াও যোগেশ্বরেশ্বর। তিনি স্বয়ং ভগবান, অবতার গণেরও অবতারী। তাঁহার কার্য্যে সন্দেহ পোষণ করা নিতান্ত অসঙ্গত।

১৭। রসিকচূড়ামণি পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভক্তকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করতঃ তাহার অন্তরস্থ প্রেমসুধা আস্বাদন করিতে চাহেন এবং ভক্তকেও তদীয় আনন্দময় স্বরূপ পর আনন্দরস দ্বারা আনন্দী করিতে ইচ্ছা করেন। তজ্জন্য ভক্তের সম্পূর্ণরূপে আত্ম সমর্পণ প্রয়োজন। ভক্ত নিজের বলিয়া কিছু রাখিবেন না, সমস্তই শ্রীভগবানকে সমর্পণ করিবেন। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহাদের কুল, মান, ধৈর্য, গাম্ভীর্য, ধর্ম, পাতিব্রাত্য সমস্তই দিয়াছিলেন, দুস্ত্যজ লজ্জা দিতে পারেন নাই, কিন্তু কাত্যায়নী ব্রত পূর্ত্তি দিনে তাহাও দিয়াছিলেন। একটি বস্তু এখনো দেওয়া হয় নাই, তাহা সুকুমারীগণ নিজ হইতে প্রিয়তমকেই কখনো দিতে পারেন না। সুনায়িকা কখনো নায়কের নিকট মুখ ফুটিয়া রতি প্রার্থনা করেন না—ইহা সুনায়িকার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাহাদের বুক ফাটে তবুও মুখ ফোটে না। আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ

করিতে পারেন, কিন্তু মুখ খুলিয়া বলিতে পারেন না। ইহা করিলে নির্লজ্জতা দোষে দোষী হইতে হয়। শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা প্রিয়াগণ যেমন উন্মুক্ত দেহ দেখাইয়াছেন, তেমনি উন্মুক্ত হৃদয়ও তাঁহাকে দেখাইবেন; মনের গোপন কথা মুখে প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ রতি যাচ্ঞা করিবেন। শ্যামসুন্দর ইহাও জানেন যে ব্রজগোপীর মত শ্রেষ্ঠা নায়িকা ব্রহ্মাণ্ডে বা ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বৈকুণ্ঠাদিতেও নাই এবং ইহা সুনায়িকার স্বভাব বিরুদ্ধ। এইজন্য শ্যামসুন্দর তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণের জন্য বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিলেন। মনের কবাট সহজে খুলিবে না, উপেক্ষা বজ্রাঘাতে তাহা খুলিতে হইবে। উপেক্ষার প্রশ্ন এই স্থলে নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রমণ করিবার জন্য বংশী ধ্বনি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া গোপীগণকে বনে আনয়ন করিয়াছেন। তাই বিশেষ কৌশল (যাহা বাহিরে দেখিতে উপেক্ষার মত মনে হয়) অবলম্বন পূর্বক যেমন পূর্বে উন্মুক্ত দেহ দেখিয়াছিলেন, তেমনি আজ উন্মুক্তমনও দেখিবেন। ভগবান্ বাণীপতি, বাগ্মী শিরোমণি, বাক্‌বৈদগ্ধী সুচতুর, তিনি ব্রজরমণীগণকে নিকটে সমাগতা দেখিয়া বাক্যবিলাসে তাহাদিগকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করিয়া দশটি শ্লোকে নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রত্যেক শ্লোকের বাক্যবিন্যাস দ্বিবিধ শাব্দিক ও আর্থিক। সুললিত শব্দ বিন্যাস, মৃদুহাস্য যুক্তমুখভঙ্গি, অর্থপূর্ণ কটাক্ষ ও ভ্রূভঙ্গী সহ বাক্য উচ্চারণকে শাব্দিক এবং ভাব, রস, অলঙ্কার প্রাচুর্যযুক্ত বাক্যকে আর্থিক বাক্‌বিলাস বলা যায়। প্রতিটি শ্লোকে চারিপ্রকার অর্থ বুঝা যাইতে পারে যথা—উপেক্ষা সূচক, প্রার্থনা সূচক, উপেক্ষা-প্রার্থনা মিশ্রসূচক এবং বাস্তবার্থ সূচক। উপেক্ষা সূচক অর্থের উদ্দেশ্য গোপীগণের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন। প্রার্থনা সূচক ও বাস্তবার্থ সূচক অর্থে গোপীগণের আনন্দ হইবে। উপেক্ষা বা মিশ্রঅর্থে গোপীগণ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িবেন। এই ভাবে গোপীগণকে বিমুগ্ধ করতঃ শ্রীভগবান তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শ্রীভগবান আরও ভাবিলেন আমি কান্ত, আমি ঔদাসীন্য দেখাইলেও যদি

শ্রীভগবানুবাচ।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমনকারণম্ ॥১৮

গোপীপ্রেম বিন্দুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধে জগৎবাসীর জ্ঞান হইবে। সাধারণতঃ নায়ক দাক্ষিণ্য এবং নায়িকা বাম্যভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি আজ বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়া গোপীগণের মনোভাব জগতে প্রকাশ করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া রসিকশ্রেষ্ঠ শ্যামসুন্দর তদীয় প্রিয়াগণের নিকট অতি সুচতুর ভাবে বক্ষ্যমাণ দশটি শ্লোক একে একে বলিতে লাগিলেন।

১৮। শ্রীভগবান বলিলেন—

উপেক্ষা সূচক:—হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমরা রূপে, গুণে, পাতিব্রাত্যাদি ধর্ম্মে, শীলে উত্তমা। এবম্প্রকার ভাগ্য অনেকেরই হয় না। তোমাদিগকে স্বাগত জানাইতেছি, এইপ্রকার বাক্যে পূর্বে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণকেও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণীগণ ছিলেন অপরিচিতা, সেইদিনই প্রথম দেখা হইয়াছিল, কিন্তু গোপীগণ কেবল পরিচিতা নহেন অন্তরঙ্গা। ব্রাহ্মণগণকে বলিয়াছিলেন আসুন, বসুন, গোপীগণকে তাহাও বলিলেন না। সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখাইলেন। আরো বলিলেন তোমাদের কি প্রিয় কার্য করিতে পারি? অর্থাৎ কিছুই পারি না। অতি প্রিয় কেহ নিকটে আসিলে যদি বলা হয় কিহে, কেন আসিয়াছ? তাহা হইলে এক প্রকার অবমাননাই করা হইয়া থাকে। এই স্থলে বংশীস্বরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া আনিয়া বলিতেছেন—কেন আসিয়াছ? আমি তোমাদের কি প্রিয় কার্য্য করিতে পারি? তারপর আবার বলিতেছেন—তোমরা যে সকলে এক সঙ্গে আসিয়াছ; ব্রজে কোন অমঙ্গল হয় নাইত? অমঙ্গল হইলে, হয়তঃ পুরুষগণও আসিতেন। তবে কি এমন কিছু ঘটিয়াছে যাহা কেবল নারীগণের অকল্যাণজনক? তোমরা যে মৌন হইয়া রহিয়াছ

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥১৯

ইহার কারণ কি ? তোমাদের আগমনের কারণ কি বল ? শ্যামসুন্দরের এবম্প্রকার বাক্য সম্পূর্ণ উপেক্ষা ব্যঞ্জক। গোপিকাগণ উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া আসিয়াছেন—বহুদিন যে শুভ মিলনের আশায় ছিলেন, ভাবিয়াছিলেন আজ বুঝি সেই শুভক্ষণ সমাগত হইল। কিন্তু এই উপেক্ষাব্যঞ্জক বাক্যশ্রবণে দুঃখ ও নৈরাশ্যে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

প্রার্থনাভঙ্গি সূচক অর্থ :—হে মহাভাগ্যবতীগণ, তোমরা রূপে, গুণে, প্রেমে, নবযৌবনে পরম ভাগ্যবতী। আজ নির্জ্জন স্থান, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, আমি একাকী যুবক, তোমরা সুন্দরী যুবতী। আমি তোমাদের প্রিয় কার্য করিতে সমুৎসুক। তোমরা বল, কি ভাবে তোমাদের সুখ বিধান করিব ? ব্রজে এখন কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। যতক্ষণ ইচ্ছা এই নির্জ্জন স্থানে আমরা একত্র থাকিতে পারিব। লজ্জা করিও না—আগমনের কারণ বল ?

মিশ্র সূচক :—কখনো মনে হয় উপেক্ষা আবার কখনো মনে হয় প্রার্থনা।

বাস্তবার্থ :—হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের আগমন শুভ, তোমরা সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। ভক্ত একনিষ্ঠ, ভগবান বহুনিষ্ঠ, যেহেতু ভগবানের বহু ভক্ত আছেন, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না। আমি তোমাদের নিকট ঋণী রহিলাম। আমি কি করিলে তোমরা সুখী হইবে বল ? আমি তাহাই করিব।

১৯। উপেক্ষা সূচক :—রাত্রিতে গৃহের বাহিরে অনেক বিপদ, বিশেষতঃ ইহা বনস্থলী। এখানে বিপদ পদে পদে, যেহেতু সর্প, ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ বনে রাত্রিতে আহার অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুতরাং তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর। যদি বল আমি একা কিরূপে আছি ? তাহার উত্তরে বলিতেছি—আমি বলবান পুরুষ, আমার

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসং ॥২০

বিপদ অল্প। তোমরা অবলা, বিপদে আত্মরক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে; সুতরাং হে সুন্দরীগণ, তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর।

প্রার্থনা সূচক :—এষা রজনী অঘোর রূপা, অঘোর সত্ব নিষেবিতা। আজ শারদ পুর্ণিমা নিশি, অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অলি গুঞ্জন করিতেছে, মলয় পবন প্রবাহিত। এখানে কোন হিংস্র জন্তু নাই, থাকিলেও বৃন্দাবনের গুণে তাহাদের হিংস্র স্বভাব লুপ্ত। অহিনকুল মিত্র ভাবে অবস্থিত। অতএব হে সুন্দরীগণ, তোমরা কেন ইতস্ততঃ করিতেছ? এখানে এস, আমরা নির্জ্জনে আনন্দ বিহার করি। এই সুন্দর নিশীথে ব্রজধামে যাইতে হইবে না। কেহ তোমাদের খোঁজ করিতেও এখানে আসিবে না।

মিশ্র :—কখনো মনে হয় উপেক্ষা, কখনো প্রার্থনা।

বাস্তবার্থ—হৃষীকেশ প্রসন্ন হইলে বিপদ সম্পদ আনয়ন করে, বিষ সুপথ্যের ন্যায় দেহ তুষ্টি বিধান করে।

২০। উপেক্ষা :—তোমাদের মাতাগণ, পিতাগণ, ভ্রাতাগণ, বিবাহিতাগণের স্বামীগণ, জ্ঞাতিপুত্রগণ, তোমাদিগকে গৃহে না দেখিয়া, নিশ্চয়ই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া তোমাদিগকে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিতেছেন। আত্মীয় স্বজনের মনে ভয় বা দুশ্চিন্তা উৎপাদন করা কখনো সঙ্গত হইবে না। অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাগমন কর। আবার খুঁজিয়া খুঁজিয়া যদি তাহারা এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং আমার সঙ্গে তোমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে, কেবল তোমাদের নহে, আমারও লজ্জা ও ভয়ের বিষয় হইবে। সুতরাং তোমরা গৃহে গমন কর।

প্রার্থনা :—তোমাদের আত্মীয় স্বজনের ভয় একটুও করিও না, যেহেতু এই নিবিড় বনে কেহ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিতে আসিবে না,

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিললীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥২১

আসিলেও আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সুতরাং তোমরা নিঃশঙ্ক চিত্তে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে আমার সঙ্গে বিহার কর।

মিশ্র :—কখনো উপেক্ষা, কখনো প্রার্থনা ভাব উঠে।

বাস্তবার্থ :—আত্মীয়স্বজনগণ সর্ব্বদাই মনে করেন যে ধন উপার্জনে মত্ত হইয়া যেন সকলে থাকে এবং স্ত্রী পুত্রসহ সংসার ধর্ম করে। আত্মীয় স্বজনগণ সাধারণতঃ ইচ্ছা করেন না—ছেলে মেয়েরা সংসার চিন্তা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করুক। আত্মীয় স্বজনগণের ভয় ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করাই মানুষের কর্তব্য।

২১। উপেক্ষা সূচক :—গোপীগণ নীরবে কৃষ্ণের এই নিষ্ঠুর বচন শুনিতে ছিলেন, দৃষ্টি কৃষ্ণের দিকে ছিল, কখনো বা দুঃখিত মনে অধোমুখে ছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন—হে প্রাণবন্ধো, তোমার মনে কি ইহাই ছিল? তুমি কি জান না অভাগিনীগণ চিরদিনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তোমার চরণে আসিয়াছে? তুমি কত সুন্দর এবং কত নিষ্ঠুর। তাঁহারা দৃষ্টি বনের দিকে ফিরাইলেন আর ভাবিতে লাগিলেন—আমরা গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তথায় আর যাইব না। যদি প্রাণবল্লভ চরণে আশ্রয় না দেন, তবে বনে বনেই জীবন কাটাইব। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"এখন বুঝিলাম তোমরা আজ বনের শোভা দেখিবার জন্যই এখানে আসিয়াছ। সত্যই আজ বনের শোভা অপূর্ব্ব, বৃক্ষ সমূহে এত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে যেন পত্রাদি সমস্ত আবৃত হইয়া আছে। সুগন্ধে ভ্রমর আকৃষ্ট হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করতঃ মধুপান করিতেছে। সত্যই আজ এই উপবন অপূর্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া গোপীগণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছেন 'হা বিধাতা, আমাদের ভাগ্যে কি এই বিড়ম্বনাই ছিল?' অমনি কৃষ্ণ বলিলেন 'আজ পূর্ণচন্দ্রের অতি অপূর্ব সৌন্দর্য,

তদ্ যাত মা চিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥২২

জ্যোৎস্নার যেন প্লাবন আসিয়াছে। শারদ পূর্ণিমা শশী, অতি সুন্দর ও স্নিগ্ধ।' গোপীগণ অমনি যমুনার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'যমুনার শীতলজলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে কি আমাদের জ্বালা জুড়াইবে।' অমনি শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—তোমরা তাহা হইলে যমুনা সলিল কণা স্নিগ্ধ অনিলের মৃদু সঞ্চালনে তরু পল্লবের নৃত্য দেখিতে সমাগত হইয়াছ। সত্যই আজ শারদ পূর্ণিমা নিশিতে প্রকৃতি অপরূপ সাজে সজ্জিত হইয়াছে। তোমরা প্রকৃতি শোভা নিরীক্ষণে আনন্দ পাইতেছ। ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হইতেছে, এখন গৃহে প্রত্যাগমন কর।

প্রার্থনা :—আজ বৃন্দাবনের অপূর্ব শোভা, কুসুমিত বনরাজি, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, যমুনা জলস্পর্শী কুসুমগন্ধী মন্দ পবন। ইহা সত্যই আনন্দ বিহারের উপযুক্ত পরিবেশ। এস, আমরা একত্রে নৃত্যে, গীতে, আনন্দে সারানিশি উপভোগ করি। তোমাদের রসিকতার পরীক্ষাও আজ করিতে পারিব।

বাস্তবার্থ :—বৃন্দাবনের সৌন্দর্যের ও বৈভবের অবধি নাই। কান্তা গণ সকলেই লক্ষ্মীস্বরূপা, পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কান্ত, ভূমি চিন্তামণিময়ী, বৃক্ষগণ কল্পতরু, জল অমৃত, নরনারীর কথা গান, গমন নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, চন্দ্রতারকাদি সচ্চিদানন্দময়, তথায় কেবল আনন্দ ও রসাস্বাদন।

২২। উপেক্ষা :—বিবাহিতা গণকে বলিতেছেন, তোমরা সতী রমণী, পতিসেবাই তোমাদের ধর্ম। সুতরাং অবিলম্বে গৃহে গমন করতঃ পতিব্রতা ধর্মে ব্রতী হও। অবিবাহিতা গণকে বলিতেছেন—যে সমস্ত গোবৎসগণকে তোমরা বন্ধন দশায় রাখিয়া আসিয়াছ, তাহারা

ক্ষুধার্ত হইয়া রোদন করিতেছে। গোদোহান্তে বৎসগণকে মুক্ত করিয়া দাও, তাহারা মাতৃস্তন্য পান করুক। আর গৃহে যে সমস্ত ভগিনীপুত্র, মাতৃপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি শিশু রহিয়াছে, যাহাদিগকে তোমরা লালন করিতে থাক তাহারাও ক্ষুধার্ত হইয়া রোদন করিতেছে। তোমরা গৃহে গমন করিয়া তাহাদিগকেও দুগ্ধ পান করাও। এই শ্লোকে এবং অনুরূপ আরো কোন কোন শ্লোকে গোপীগণের প্রতি পতি এবং পুত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পতি অর্থ পতিম্মন্য প্রকৃত পতি নহে এবং পুত্র বলিতে ভগিনীপুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। এই গোপীগণকে লক্ষ্য করিয়া গোপালতাপনীতে উক্ত হইয়াছে "স বোহি স্বামী ভবতি" (সেই কৃষ্ণই তোমাদের স্বামী হইবেন), ব্রহ্ম সংহিতা বলেন শ্রিয়ঃ কান্তা, কান্ত পরমপুরুষঃ "অর্থাৎ লক্ষ্মীগণই কান্তা এবং পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণই কান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদিগকে "কৃষ্ণবধ্বঃ" বলিয়াছেন। দশাক্ষর, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতেও ইহাদের উল্লেখ আছে। অতএব কৃষ্ণকান্তা পরমলক্ষ্মী গোপীগণের অন্যত্র বিবাহ অসম্ভব। তাহাদের অন্যত্র বিবাহ প্রকৃত নহে, কেবলমাত্র উৎকণ্ঠা বন্ধনের জন্য যোগমায়ার কার্য। যোগমায়া গোপীগণের প্রতিরূপ কল্পনা করিয়া পতিঅভিমানীগণকে বঞ্চনা করিতেছেন। এই প্রতিরূপের সঙ্গেও গোপগণের কোনপ্রকার দৈহিক সম্পর্ক হয় নাই। সুতরাং পুত্র বলিতে গৃহস্থিত অন্য শিশুর কথাই বুঝিতে হইবে। পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ ৬নং শ্লোকে আছে, কিন্তু 'সুত' 'স্তন্য' কোন শ্লোকেই নাই। ২০নং শ্লোকে বলা হইয়াছে মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পতিগণ অন্বেষণ করিতেছে। রাত্রিতে পুত্র যদি মাতাকে বনের ভিতরে অন্বেষণ করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই পুত্র পূর্ণ বয়স্ক। পূর্ণ বয়স্কের মাতা প্রৌঢ়া হইবেন, তরুণী রাসনায়িকা হইবেন না। সুতরাং পুত্র বলিতে অপরের পুত্রই বুঝিতে হইবে।

প্রার্থনা :—'চ' কারের প্রয়োগ হেতু 'মা' শব্দের অগ্রেও সর্বত্র সম্বন্ধ জানিতে হইবে—যথা পতীন্ মা শুশ্রূষধ্বং ইত্যাদি, শ্লোকের অর্থ

অথবা মদভিস্নেহাস্তবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥২৩

হইবে—অতএব বন্ধুগণ হইতে ভয় নাই, উপবন শোভা প্রভৃতি উদ্দীপনাত্মক সামগ্রী আছে, সুতরাং শীঘ্র ব্রজে যাইও না। যদি যাও নিশি শেষে যাইও। পতিসেবা করিও না, বৎস ও বালকগণ রোদন করিবে না, দুগ্ধ পান বা গোদোহন করাইতে বা করিতে হইবে না।

বাস্তবার্থ ঃ—দেহসম্বন্ধ জনিত আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।

২৩। উপেক্ষা ঃ—শ্লোকগুলির যদিও বিভিন্ন প্রকার অর্থ রহিয়াছে, তথাপি শ্রবণ মাত্রই উপেক্ষা সূচক অর্থ মনের দ্বারে আঘাত করে এবং মনও দুঃখে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে কাতর হইয়া পড়ে। গোপীগণ তাহাদের প্রাণবল্লভের নিষ্ঠুর বচন শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন—'হে নিষ্ঠুর, তুমি কি এইসব উপদেশ শুনাইবার জন্যই নিশীথে বংশীধ্বনি দ্বারা আহ্বান করিয়া আনিয়াছ?' শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মলিন বদন দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—তোমরা যদিও আগমনের কারণ বলিতেছ না, তথাপি তোমাদের ব্যাকুল বদন দৃষ্টে মনে হইতেছে আমার প্রতি প্রীতি বশতঃই তোমরা নিশীথকালে বন মধ্যে আসিয়াছ। যদি প্রীতিবশতঃ আসিয়া থাক, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত কার্য্যই বটে। এতটুকু শ্রবণ মাত্রই গোপীগণ কতকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন সম্ভবতঃ এইবার আমাদের প্রাণবল্লভ আর উপেক্ষা বাক্য বলিবেন না, প্রেমপূর্ণ কথাই তাহার মুখে শ্রবণ করিব। কিন্তু চতুর শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে গোপীগণ, আমার এমনই সৌভাগ্য যে এই ব্রজ স্থানে কেবল তোমরা নহে, সকলেই আমাকে ভালবাসিয়া থাকে। মনুষ্য দূরে থাক, জন্তুগণও আমাকে প্রীতি করে। গোদোহনকালে গাভীগণ তাহাদের বৎসগুলির অঙ্গ লেহন করে, কিন্তু আমি নিকটে থাকিলে, বৎসগণকে উপেক্ষা করিয়া আমার মস্তক ও অঙ্গ লেহন করিয়া থাকে।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥২৪

গোচারণকালে পশুগুলি তৃণলোভে দূরে বনে গমন করিলে বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রই উর্দ্ধপুচ্ছে আমার নিকট ছুটিয়া চলিয়া আসে। কানন মধ্যে দেখিতে পাই, হরিণীগুলি তাহাদের স্বামী কৃষ্ণসার মৃগসহ প্রেমপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। এমন কি স্থাবর তরুলতা পর্য্যন্ত আমার স্পর্শে পুলকিত হইয়া উঠে এবং মধুছলে অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকে। মনুষ্যের কথা আর কি বলিব? প্রিয়তমের এই বাক্য বজ্র হইতেও কঠিনতররূপে গোপীগণের হৃদয়ে আঘাত করিতে লাগিল। অকৈতব কান্তাপ্রেমের সঙ্গে জন্তুগণের প্রীতির তুলনা? হায়, হায়, ইহা শ্রবণের পূর্বে আমাদের মৃত্যু হইলেই ভাল হইত।

প্রার্থনা:—আমার প্রতি তোমাদের স্বতঃই কান্ত ভাবময় প্রেম রহিয়াছে, এবং সেই প্রেম বশীকৃত চিত্ত হেতু তোমরা আমার নিকট আসিয়াছ। ইহা উচিতই হইয়াছে, যেহেতু তোমাদিগকে নিকটে পাওয়াই আমার আনন্দ। সত্যই আমি বড় ভাগ্যবান। প্রাণীমাত্রই আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকে, তোমাদের মত সুরসিকা ভাববতীগণের কথা কি আর বলিব? গৌরব এবং প্রেম বশতঃ ভবত্যঃ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন প্রেমবশতঃ আসিয়াছ, তখন আর গৃহে যাইতে ব্যগ্র হইও না। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে এস সকলে আনন্দ বিহার করি।

উভয়ার্থ:

বাস্তবার্থ:—মানুষের বিষয় আশয়, স্ত্রীপুত্র হইতে নিজদেহ প্রিয়, দেহ হইতে আত্মা অধিকতর প্রিয়, জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা আরো অধিক প্রিয়। সেই পরমাত্মা যাঁহার অংশ সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাধিকতম প্রিয়।

২৪। উপেক্ষা:—সর্ব্ব জীবজন্তু আমাকে ভালবাসে, তোমরাও

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ॥২৫

ভালবাস, ইহা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু তোমরা গৃহবাসী স্ত্রীলোক। ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন তোমাদের প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবা, যদি বল পতিসেবা আমরা করিয়া থাকি, তাহাতে বক্তব্য এই পতির প্রতি সেবারূপ কর্ত্তব্য করিলাম, অন্য পুরুষকেও ভাল বাসিলাম ইহা কপটতা। শাস্ত্র বলেন অকপটে পতিসেবা, পতির পিতামাতা প্রভৃতির সেবা এবং শিশুপালন স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাহারা এইরূপ কল্যাণজনক কার্য্য করেন বলিয়াই কল্যাণী। তোমাদেরও কর্ত্তব্য এই সমস্ত কার্য্য অকপটে করা।

প্রার্থনা:—সাধ্বীগণ নিজ সদ্ভাব দ্বারা যাহাকে বরণ করিয়া থাকেন তিনিই ভর্ত্তা। সেই ভর্ত্তার সেবাই স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যাহাকে সদ্ভাব দ্বারা বরণ করা হয় নাই, আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক যাহাকে স্থির করিয়া দেন, সেই ব্যক্তি ভর্ত্তাপদবাচ্য নহে। মহাভারতে আছে কাশীরাজকন্যা অম্বা সদ্ভাব দ্বারা জয়দ্রথকে বরণ করিয়াছিলেন, এজন্য পরম ধার্ম্মিক ভীষ্মদেব বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ দিতে তাহাকে আনয়ন করেন নাই। তোমরা আমাকে মনের সদ্ভাব দ্বারাই বরণ করিয়াছ, এজন্য আমিই ভর্তা, সুতরাং আমার সেবা করাই তোমাদের প্রধান কর্তব্য। আর এক কথা, পতির দেহই পতি নহে, ঐ দেহের মধ্যে যে পরমাত্মা আছেন, তিনিই প্রকৃত পতি। দেহের মধ্যে প্রকৃত পতি আছেন বলিয়া, পতির গৃহ হেতু পতিদেহের সেবা কর্তব্য। লক্ষ্য থাকিবে পরমাত্মার প্রতি। সেই পরমাত্মা আমার অংশ হেতু আমিই মূল পতি, সুতরাং আমার সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

উভয়ার্থ:—

বাস্তবার্থ:—প্রার্থনাবৎ:

২৫। উপেক্ষা:—স্বামী যদি দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্যবান, বৃদ্ধ, জড়, রোগগ্রস্ত, অতি দরিদ্র অর্থাৎ নিজউদর পোষণেও অসমর্থ, কিন্তু

অস্বর্গ্যময়শস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥২৬

মহাপাতকী না হয়, তাহা হইলে পরলোকে সুখাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যজ্য নহে। যে স্ত্রী এইরূপ পতিকে ত্যাগ করে, তাহাকে পরলোকে দুঃখ করিতে হয়। তোমাদের পতিগণ কেহই পঞ্চ মহাপাতক দোষী নহেন, সুতরাং কেহই ত্যজ্য নহে। তাহাদের সেবা করাই তোমাদের কর্ত্তব্য।

প্রার্থনা :—পূর্ব শ্লোকানুসারে আমিই তোমাদের পতি, আমি কোন দোষীও নহি। তোমাদের নিখিল কল্যাণযুক্তপতি আমিই, সুতরাং আমাকে ত্যাগ করিয়া গৃহে যাইও না।

বাস্তবার্থ :—প্রার্থনাবৎ।

২৬। উপেক্ষা :—গোপীগণ হয়তঃ বলিতে পারেন যাহারা আমাদের পতি বলিয়া পরিচিত তাহারা কেবল নামে মাত্রই পতি। তাহাদের সঙ্গে আমাদের দেহের বা মনের কোন সম্পর্ক নাই। তুমিই আমাদের প্রকৃত পতি। ইহা আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—লোক প্রসিদ্ধ পতি ত্যাগ করিয়া অন্যকে পতি রূপে ভজন করিলে ইহাকে ঔপপত্য বলা হইয়া থাকে। কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ্ন স্বরূপ এবং ইহলোকে যশ হানিকর। যদি বল ইহা গুপ্ত বিষয়, অন্যলোকে জানিবে না। এজন্য বলিতেছি ইহা অতি তুচ্ছ যেহেতু অস্থির, এবং সহজ লভ্য নহে অত্যন্ত দুঃখ সাধ্য। ইহার পরিণাম ভয়াবহ, যেহেতু ইহলোকে পতি প্রভৃতি হইতে এবং পরলোকে নরকাদি হইতে ভয়ের কারণ। সর্ব্বোপরি ইহা জুগুপ্সিত এবং নিন্দিত। কেবল যে তোমাদের নিন্দা হইবে তাহা নহে, আমারও নিন্দা হইবে। সুতরাং তোমরা গৃহে গমন কর।

প্রার্থনা :—পূর্ব্বোক্তি অনুসারে আমিই তোমাদের প্রকৃত পতি। যেহেতু পরমাত্মা এবং অন্তরের সদ্ভাব দ্বারা তোমরা আমাকে বরণ

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥২৭

করিয়াছ। যদিও আমি দূরে আছি তথাপি প্রকৃত পতি আমিই। উপ অর্থ নিকটে সুতরাং যে পতিম্মন্য নিকটে আছেন তিনিই উপপতি। সেই উপপতির সঙ্গই গর্হিত। তাহাছাড়া তোমরা গর্গাচার্য্যের বাক্যানুসারে শুনিয়াছ আমি গুণে নারায়ণ সম, সুতরাং আমার সঙ্গ তোমাদের নিন্দার নহে, বরং প্রশংসার বিষয় হইবে। পরমেশ্বর হেতু আমি সর্ব প্রকার বিধি নিষেধ, এবং শুভাশুভ কার্য্যের অতীত। অতএব তোমরা গৃহে যাইও না। এখানে থাকিয়া আমাকেই ভজন কর।
বাস্তবার্থ :—একই রূপ

২৭। উপেক্ষা :—এইরূপ নানাভাবে প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও গোপীগণ নিবৃত্ত হইলেন না, আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তোমরা আমার প্রতি প্রেম বর্দ্ধনের জন্য আমার নিকট থাকিতে চাহিতেছ, কিন্তু প্রকৃত কথা এই আমার বিষয় দূর হইতে শ্রবণ করা, আমাকে দূর হইতে দর্শন করা, অন্তরে ধ্যান করা, আমার বিষয় কীর্ত্তন করা অর্থ্যাৎ পরস্পর আলাপ করা, ইত্যাদিতে যে প্রকারে প্রেমের উৎকর্ষতা সম্পাদিত হয় সন্নিকটে থাকিলে বা অঙ্গ সঙ্গ দ্বারা সেইরূপ ঔৎকর্ষ্য হয় না। বিরহে সমুৎকণ্ঠা দ্বারা প্রেমে প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি হয়। মিলনে উৎকণ্ঠার অভাবে তাহা হয় না, সুতরাং তোমরা গৃহে গমন কর। যে প্রেমের জন্য তোমরা থাকিতে চাহিতেছ, সেই প্রেম বর্দ্ধিত ও পরিপক্ক হইবার জন্যই তোমাদিগকে গৃহে গমন করিতে হইবে। (মন্তব্য-প্রেমের প্রথমাবস্থায় এই সব বাক্য প্রযোজ্য কিন্তু প্রগাঢ় পরিপক্ক মহাভাবপ্রাপ্ত প্রেমের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, সে স্থলে মিলনই কাম্য।)

প্রার্থনা :—ইহা লোক প্রসিদ্ধি আছে যে পরস্পর প্রেমযোগ্য স্ত্রী পুরুষের সন্নিকর্ষ দ্বারা প্রেম যেরূপ প্রগাঢ় হয়, দূর হইতে শ্রবণাদি দ্বারা সেইরূপ হয় না। এই হেতু "ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো" গৃহান্

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥২৮

কৃত্বা মুখান্যব শুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমষিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥২৯

"এই শ্লোকটির 'ন' শব্দটির সহিত 'প্রতিযাত' শব্দটির অন্বয় করিয়া বলিতেছেন 'তস্মাৎ গৃহান্ ন যাত', অর্থ্যাৎ তোমরা গৃহে যাইও না, আজ নিশি আমার সঙ্গে আনন্দে বিহার কর। আবার 'ততো গৃহান্' পদকে সন্ধি মনে করিয়া বিশ্লেষণ করিলে হইবে ততো+অগৃহান্; তারপর 'যাত' পদের সঙ্গে 'অ' কার অন্বয় করিলে হইবে 'অযাত'। অর্থ হইবে গৃহে ফিরিয়া যাইও না। অন্য প্রকার অর্থ এইরূপ 'প্রতি' শব্দ দ্বারা বিরুদ্ধ বুঝাইয়া থাকে যথা প্রতিপক্ষ, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি। এই স্থলে প্রতিযাত দ্বারা বিরুদ্ধার্থ গমন করিও না' এইরূপ অর্থও হইতে পারে।

এইরূপে ব্রজদেবীগণের প্রতি শ্রীভগবানের বাক্য উপেক্ষা ও প্রার্থনা উভয় প্রকার বুঝাইলেও ব্রজ দেবীগণের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে উপেক্ষা ভঙ্গিই স্থান পাইয়াছিল।

বাস্তবার্থ :—বিরহ প্রেমের পরিপূরক, বিরহ তাপ দ্বারা অপক্ক প্রেম পরিপক্ক ও আস্বাদনীয় হইয়া উঠে।

২৮-২৯। অন্তরে বড় আশা নিয়া গোপীগণ উন্মাদিনী প্রায় ছুটিয়া আসিয়া ছিলেন। আজ বোধ হয় সেই শুভ সময় আসিয়াছে। আজ বোধ হয় প্রাণকান্তের সঙ্গে মিলন সুখ আস্বাদন করিতে পারিব। আশা মনের বৃত্তি, আশার স্থান মনে। গোবিন্দ পূর্বোক্ত দশটি শ্লোক রূপ কাষ্ঠ দ্বারা যেন আশার গৃহ মনের দশদিকে উপেক্ষাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দিলেন। অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আশার

আবাস স্থান মন দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। কোমল প্রাণা গোপীগণের যন্ত্রণার অবধি রহিল না।

প্রিয়তম গোবিন্দের মুখে নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে গোপীগণ অত্যন্ত কাতর ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া অপার চিন্তা সাগরে নিমগ্না হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, এখন কি করি? যিনি আমাদের প্রাণাধিক প্রিয়। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমাদের আত্মীয় স্বজন, ধৈর্য্য, লজ্জা, ধর্ম, গাম্ভীর্য্য, কুলাঙ্গনাগণের যথা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছি, যাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মাদিনীবৎ দেহ, গেহ, বিস্মৃত হইয়া তাহারই চরণ তলে সমাগত হইয়াছি, সেই আমাদের প্রাণ বল্লভ অতি নিষ্ঠুরের মত আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। এখন এই অতি দারুণ সঙ্কটে আমাদের কি কর্তব্য? আমরা কি সেই নিষ্ঠুরের চরণ ধরিয়া কাকু বাক্যে অনুনয় করিব? না, তাহা প্রিয়তমের সুখের কারণ হইবে না। তবে কি তিনি যে ভাবে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়াছেন, সেই ভাবে প্রত্যুত্তর প্রদান করিব? না, এইরূপ প্রগল্‌ভতা সুনায়কের প্রীতিপ্রদ হইবে না। তবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া এই স্থানেই নীরবে বসিয়া রহিব? না, তাহা হইবে না। কেন না, গৃহ হইতে কেহ অন্বেষণ করিতে করিতে এখানে আসিতে পারে। আবার কৃষ্ণ হয়তঃ অন্যদিকে গমন করিতে পারেন। তাহা হইলে বিশেষ অনর্থ ঘটিবে। তবে কি কৃত্রিম শঠতা অবলম্বন পূর্বক গৃহাভিমুখী যাইতে থাকিব? না তাহাও হইবেনা কারণ কৃষ্ণ যদি আহ্বান না করেন। তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? না, তাহা অসম্ভব, পরিত্যক্ত বস্তু পুনরায় গ্রহণ নিষ্ঠীবন গ্রহণ তুল্য অতি ঘৃণ্য। তবে কি এই ছার প্রাণ যমুনা জলে বিসর্জ্জন করিব? মরিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, এই নিশ্চয়তা কে দিবে? যদি বাঁচিয়া থাকি। তবে কৃষ্ণবিহীন জীবন বহন করিব কি প্রকারে? গোপীগণের মনে এই সমস্ত দুশ্চিন্তা একে একে উদয় হইতে লাগিল।

গুরুতর দুঃখভার মস্তক আর বহন করিতে পারিল না, আনন অবনত হইল। হৃদয় দগ্ধীভূত হেতু শ্বাস দীর্ঘ ও উষ্ণ হইতে লাগিল।

উষ্ণদীর্ঘ শ্বাসে বিম্বাধর শুষ্ক ও ম্লান হইয়া গেল। ব্রজ দেবীগণ পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূলিখন করিতে লাগিলেন যেন ধরিত্রীকে বলিতেছেন মা পৃথিবী, তুমি পূর্বে জনক নন্দিনী দুঃখিনী সীতাকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলে। আজ এই দুঃখিনী কৃষ্ণ পরিত্যক্তা হতভাগিনী গোপাঙ্গনাগণকে স্থান দান কর। আমাদের সর্ব জ্বালার অবসান কর মাগো। গোপীগণের দুই নয়নে অশ্রু প্রবাহ বহিতে লাগিল। অশ্রুধারা নয়নের কজ্জল মসী বিধৌত করিয়া দুইটি কৃষ্ণ বর্ণ রেখাতে গণ্ড স্থল দিয়া ক্রমশঃ নিম্নে বক্ষের দুই পার্শ্বে কুচ কুঙ্কুম প্রক্ষালণ করিতে লাগিল। বদনের ও বক্ষের দুই পার্শ্বে কৃষ্ণ বর্ণ দুইটি রেখা। শিল্পী যেমন কাষ্ঠখণ্ড ক্রকচ (করাত) দ্বারা বিভক্ত করিবার পূর্বে রেখা টানিয়া নেয়, তদ্রূপ উপেক্ষা শিল্পী যেন রেখা টানিয়া রাখিয়াছে। এখনই বেদনা ক্রকচ দ্বারা গোপীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। মহা দুঃখ ভারে শির অবনত, অশ্রু প্রবাহে নয়ন প্লাবিত, বেদনায় কণ্ঠ অবরুদ্ধ। গোপীগণ কৃষ্ণের নিকট চিত্রার্পিত বৎ নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময়। যে রাক্ষসী পূতনা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য কালকুট লিপ্ত স্তন্য প্রদান করিয়াছিল তাহার দোষাংশ অবজ্ঞা করিয়া মাতৃ ভাবের অভিনয় রূপ গুণাভাস গ্রহণ পূর্বক ধাত্রী গতি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পরম প্রেমময়, দয়ার্দ্রচিত্ত, প্রেম বশীভূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য কান্তা মূর্তিমতী প্রেম স্বরূপ গোপীগণের প্রাণে এমন অসহনীয় দুঃখ প্রদান করিলেন। ইহার কি কারণ থাকিতে পারে?

আজ গোপীগণ বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্র এক পরম ব্যাকুলতা বক্ষে নিয়া উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া আসিয়াছেন। সর্ব কর্ম, সর্ব ধর্ম এক মুহূর্তে আপনি আপনি ত্যাগ হইয়া গেল। সে ব্যাকুলতা কিরূপ? যে প্রগাঢ় অনুরাগ এতাদৃশী ব্যাকুলতা আনয়ন করিতে পারে, তাহা গোপীগণের অন্তরের গোপনধন। তাহা কেমন? জগৎকে ইহা কে জানাইবে? গোপীগণ যদি তাহা নিজ মুখে ব্যক্ত না করেন তাহা হইলে ইহা গোপনেই থাকিবে। কেহ জানিতে পারিবে না। প্রেমের নাগর

শ্যামসুন্দর তাঁহার কান্তাগণসহ কত সুমধুর লীলা করিবেন মনে বাসনা। কান্তাগণের হৃদয় সম্পুটে আবৃত রহিয়াছে মহা প্রেমধন। সেই হৃদয় সম্পুট অনাবৃত করিয়া সযতনে ও গোপনে রক্ষিত মহা প্রেমধন গোপীগণ নিজে দেখাইবেন। ইহাই পরম কৌতুকী শ্যামসুন্দরের অভিলাষ। এই প্রেমধন আস্বাদন করিয়া আনন্দময় নিজে আনন্দী হইবেন এবং গোপী-প্রেমের অতুলনীয় মহিমা জগৎ বাসীকে দেখাইবেন। ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। গোপীগণ নিজ অন্তরের প্রেমের কথা নিজে প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহাতে রসাভাস দোষ হইবে। বিরহে কখনো কখনো ইহা বাক্যে বা আচরণে প্রকাশিত হইয়া থাকে, মিলনে কদাপি নহে। তাই শ্যামসুন্দর এই মিলনকালে উপেক্ষা বাক্যাঘাতে কৃত্রিম বিরহের সৃষ্টি করিলেন; গোপীগণ যাহাতে বিরহ ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিবেন, যাহা শ্রবণে পরম কৌতুকী শ্যামসুন্দর আনন্দী হইবেন এবং জগতের সমস্ত ভক্তবৃন্দ ধন্যাতিধন্য হইবেন। ভক্ত বিনোদনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের লীলা. ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। (জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবান্ গৌরলীলাতে শচীমাতাকে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপ বাসী ভক্তগণকে কত কাঁদাইয়াছিলেন।) আবার তীব্র উপেক্ষা প্রেমের অগ্নি পরীক্ষা। প্রেমের প্রধান লক্ষণ যুবক যুবতী যে ভাববন্ধন বা প্রীতি ধ্বংস হইবার শত কারণ সত্ত্বেও ধ্বংস হয় না, তাহাই প্রকৃত প্রেম। প্রেম হ্লাদিনীর সার, তাই অবিনশ্বর। এইজন্য শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্গীর্ণ শ্রীমতী রাধা রাণীর বাক্য ঃ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাং
অদর্শনাৎ মর্মাহতাং করোতি বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটঃ
যৎ প্রাণনাথস্তু সো এব না পরঃ॥

শিক্ষাষ্টক

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্তিতসর্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-
সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥৩০

৩০। প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্যশ্রবণ করিয়া কোমলহৃদয়া গোপীগণ অসহনীয় দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা কৃষ্ণের সম্মুখেই চলৎশক্তি রহিত হইয়া দণ্ডায়মাণ রহিলেন। ভাববতীগণের ভাব সমুদ্রে দুঃখের তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া মর্মস্থলে আঘাত করিতে লাগিল। প্রাণ আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। হেন কালে এক অভিনব তরঙ্গভাব সমুদ্রে উপস্থিত হইল, ইহা সংরম্ভ বা প্রণয়কোপ। যাহার জন্য গোপীগণ দেহসুখ, চিত্তসুখ, স্বজনসুখ, ইহা পরকালের যাবতীয় সুখ কামনা চিরতরে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কৃষ্ণের মুখে এতাদৃশ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অনুরক্তা গোপীগণ প্রণয় কোপবশতঃ তীব্র অশ্রু প্রবাহে অন্ধপ্রায় নয়ন মার্জন করিয়া গদগদ বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

রাস রজনীতে শতকোটি গোপী আসিয়া কৃষ্ণের চতুর্দিকে দণ্ডায়মানা হইয়াছেন, গোপীগণ ভাবানুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—স্বপক্ষ, সুহৃদ্‌পক্ষ, প্রতিপক্ষ এবং তটস্থ পক্ষ। গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধার সঙ্গে মিলনই মুখ্য। এই মিলন যাহাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় এবং যাহাতে কৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিপদ হয়, তাহাই সকলের ইচ্ছা ও চেষ্টা। এই হেতু ভাব ভেদে গোপীগণের শ্রেণী ভেদ। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের মিলনের জন্য সতত চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহারা স্বপক্ষা যথা—ললিতাদি। যাঁহারা রাধাকৃষ্ণের মিলনে বাধা সৃষ্টি করেন, তাহারা প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষ যথা—চন্দ্রাবলী প্রভৃতি। এই বাধা সৃষ্টি হইলে পরে মিলন বিশেষ আনন্দদায়ক হইয়া থাকে। শ্রীরাধার মধ্যে এই বাধা হেতু মানিনী, খণ্ডিতা কলহান্তরিতা প্রভৃতি নানা ভাব উপস্থিত হয়,

গোপ্য ঊচুঃ।

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥৩১

পরে মিলনও বিচিত্র আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে। কেহ আহার করিতে বসিলে অন্নই প্রধান ভোজ্য। ব্যঞ্জনাদি যাহা সঙ্গে থাকে, তাহা অন্নকে সুস্বাদু করিবার জন্যই। অন্ন ব্যতীত শুধু ব্যঞ্জন কেহ ভোজন করিতে পারে না। তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণের মিলনই প্রধান বস্তু। মিলনের মাধুর্য ও বৈচিত্র্য সাধন হেতু প্রতিপক্ষীয়গণের বাধা দান। বস্তুতঃ সমস্ত গোপীই শ্রীরাধার কায়ব্যূহ। যে সমস্ত গোপী রাধাকৃষ্ণের মিলনে আনন্দিত হন, অথচ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করেন না, তাঁহারা সুহৃদ্ পক্ষ। যাঁহারা রাধা বা যাঁহার সঙ্গেই মিলন হোক্, তাহাতেই সুখী, তাহারা তটস্থ পক্ষ। বিভিন্ন যূথে বিভক্ত এই চারি শ্রেণীর গোপী শ্রীকৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক যূথেই একজন যূথেশ্বরী আছেন, তিনিই নিজ যূথের বক্তব্য বলিবেন। প্রথম যূথেশ্বরী তিনটি শ্লোকে নিজ বক্তব্য বলিতেছেন। মোট এগারটি শ্লোক। শ্লোকগুলির অর্থ প্রধানতঃ প্রার্থনা ব্যঞ্জক। কিন্তু অনুধাবন করিলে শ্লোকগুলিতে উপেক্ষাব্যঞ্জক, প্রার্থনা উপেক্ষামিশ্র এবং বাস্তবার্থব্যঞ্জক অর্থ পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি শুনিলেই প্রথম প্রার্থনা ব্যঞ্জক অর্থ মনে জাগে। কৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে চারি শ্রেণীর গোপ রমণী, কিন্তু সকলেই দেখিতেছেন কৃষ্ণ যেন তাহাদের দিকেই সম্মুখ করিয়া দণ্ডায়মান।

৩১। শ্লোকগুলির টীকা লিখিবার প্রাক্কালে শ্রীসনাতন গোস্বামি চরণ এবং শ্রীজীব গোস্বামিচরণ প্রথমে ব্রজ দেবীগণের চরণ বন্দনা করতঃ তাঁহাদের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন, অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ বন্দনা করিয়া টীকা লিখিয়াছেন।

প্রার্থনাব্যঞ্জক ঃ—হে বিভো, (তুমি বিভু, যেরূপ ইচ্ছা তাহাই

করিতে পার, চরণে আশ্রয় দিতে পার, আবার পদাঘাত দ্বারা তাড়াইয়া দিতে পার), এখন বাক্যাঘাত করিতেছ। তুমি অত্যন্ত নৃশংস বাক্য ব্যবহার করিয়াছ, এমন নৃশংস যাহা দ্বারা বজ্রসারবৎ কঠিন হৃদয়ও বিদীর্ণ হইতে পারে। প্রেমার্দ্রস্বভাব বলিয়া প্রসিদ্ধ আমাদের প্রাণ-বল্লভ তোমার পক্ষে এরূপ ব্যবহার দূরে থাক, কৌতুক ছলেও এরূপ বাক্য উচ্চারণ করা অসঙ্গত। তোমার এবম্প্রকার হৃদয়বিদারক বাক্যে আমরা এতাদৃশ মর্ম্মাহত হইয়াছি যে, যমপুরেই আমরা শতকোটি গোপ রমণী সত্বরই গমন করিব। তুমি এতগুলি স্ত্রী-হত্যার পাপ গ্রহণ করিয়া ব্রজধামে প্রত্যাগমন কর। আমরা আমাদের সমস্ত বিষয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পতি প্রভৃতি স্বজন এবং ধর্ম, লজ্জা, ধৈর্য্য চিরদিনের মত ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, একমাত্র তোমার চরণযুগল ভজন করিব এই আশায়। তুমি দুরবগ্রহ (বারি প্রত্যাশী কৃষকের প্রতি যে মেঘ বারির পরিবর্ত্তে বিষ বর্ষণ করে, তাহা), আমরা পিপাসার্ত্ত, তোমার প্রেমবারি দ্বারা আর্ত্ত হৃদয় শীতল করিব, এই আশা নিয়া তোমার চরণ সমীপে আসিয়াছি, তুমি কিন্তু বিষ বর্ষণ করিতেছ। আমরা চাতকী, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অন্যত্র যাইব না, তোমার প্রদত্ত হলাহলই আকণ্ঠ পান করিয়া মৃত্যু বরণ করিব। ইহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ। যাহারা আদিপুরুষ নারায়ণকে সমস্ত ত্যাগ করিয়া ভজন করে, নারায়ণ সেই সমস্ত ভক্তগণের মোক্ষ বাসনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। তুমি নারায়ণ সমগুণ। এই দুঃখিনীগণকে শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর।

উপেক্ষা ব্যঞ্জক :—হে বিভো, রাজপুত্র বলিয়া কি পর নারীর প্রতি নিশীথে 'স্বাগতং বো মহাভাগা' ইত্যাদি বাক্য বলা সঙ্গত ? যে সমস্ত রমণী সর্ব্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া তোমার ভজন করে, তাহাদের সঙ্গে এই ভাবে কথা বলিয়ো, আমরা সতীরাণী, বনদুর্গার পূজার জন্য পুষ্পচয়নে বনে আসিয়াছি, তোমার নিকট আসি নাই। নারায়ণ ভক্তকেই ভজন করেন, অভক্তকে নহে। যাহারা তোমাকে ভজন করিতে আসিবে তুমি তাহাদিগকে ভজন করিও, আমাদিগকে নহে।

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম ইতি ধর্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥৩২

বাস্তবার্থ—ভক্ত ও ভগবান পরস্পর পরস্পরের জন্য সর্বদা ব্যাকুল থাকেন।

৩২। প্রার্থনা সূচক—তুমি আমাদিগকে উপদেশ করিয়াছ স্ত্রীগণের পতিসেবা, পতির স্বজনগণের সেবা এবং অপত্যগণের সেবা পরম ধর্ম। তুমি যে এত ধর্মের কথা জান এবং উপদেশ দাও তাহা আজ জানিলাম। তোমার কথা সত্যই, কিন্তু সমস্ত উপদেশই স্থলবিশেষে প্রযোজ্য। সাধ্য বস্তু লাভের জন্যই সাধন। যাহারা সাধ্য বস্তু পায় নাই, পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের প্রতি সাধনের উপদেশ প্রয়োজন। সমস্ত সাধনের মূল লক্ষ্য ভগবৎ প্রাপ্তি। স্ত্রীলোকের প্রধান কর্তব্য ভগবৎ বুদ্ধিতে পতিসেবা। এই ভাবে পতি সেবা করিতে করিতে, যখন ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে, তখন আর লৌকিক পতির সেবার প্রয়োজন হয় না। তুমি যে উপদেশ করিয়াছ, তাহা সাধারণ স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য, আমাদের প্রতি নহে। কারণ আমরা সাধিকা নহি, সাধ্যবস্তু তুমি আমাদের সম্মুখে, সুতরাং লৌকিক পতিসেবার কোন প্রয়োজন আমাদের নাই। তোমার এই উপদেশ তোমার নিজের নিকটেই রাখ, প্রয়োজন বোধে অন্যকে উপদেশ দিয়ো। তুমি দেহধারী মাত্রেরই শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা। মনুষ্য মাত্রেরই অর্থ কলত্রাদি হইতে নিজদেহ প্রিয়, দেহ হইতে আত্মা প্রিয়, আত্মা যাহার অংশ সেই পরমাত্মা সকলেরই শ্রেষ্ঠ। বৃন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই তুমি সর্বাধিক প্রিয়; কেবল মনুষ্য নহে, গবাদি পশু, পক্ষীগণ, এমনকি স্থাবর জাতি তরুলতারও তুমি পরম প্রিয়তম। তুমি বনে গমন করিলে বনের হরিণী এবং অন্যান্য পশু পক্ষীগণ তোমার দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে, তোমার স্পর্শে বৃক্ষলতাদি আনন্দে

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দ নেত্র ॥৩৩

পুলকিত হয়, তোমার বংশীনাদে যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদী উচ্ছুসিত হইয়া উঠে, সুতরাং তুমিই সর্ব জীবের শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা ঈশ্বর। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেব শ্রেষ্ঠগণ তোমার স্তব করিয়া থাকেন। গর্গমুনি বলিয়াছিলেন—তুমি নারায়ণের সমান গুণবান্। সুতরাং তুমিই ঈশ্বর ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, যাহারা লৌকিক পতির সেবা করে, তাহারাও পতিদেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা আছেন বলিয়াই করেন। কারণ পরমাত্মা যখন দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন জীবাত্মাও একই সঙ্গে চলিয়া যান, কারণ জীবাত্মার কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। তখন পতিদেহ শ্মশানে দাহ করিতে নিয়ে যায়। সুতরাং সর্বপ্রকারে সিদ্ধ হইল সকলের মূল পতি পরমাত্মা, এবং সেই পরমাত্মা তুমিই সাক্ষাৎ বর্তমান। অতএব আমরা তোমার সেবাই করিব, ইহাই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম।

উপেক্ষা :—স্বধর্ম্ম=সু+অধর্ম। তুমি বলিতেছ পতি, অপত্য, সুহৃদ সেবা স্ত্রীজাতির অত্যন্ত অধর্ম্ম; যেন তোমার ঐ সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার মত লম্পটকে ভজন করি। কিন্তু তাহা হইবে না। তুমি বন্ধুরাত্মা (বন্ধুর+আত্মা) অর্থাৎ কুটিল, কপট। তুমি আমাদিগকে আটকাইয়া রাখিও না। গৃহে যাইতে দাও।

উভয়ার্থ :—

বাস্তবার্থ :—যাহারা ইহ পর কালের সুখ চায়, তাহারা পতি পুত্র সেবা করুক। আর যাহারা কৃষ্ণ সেবা চায়, তাহারা সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করুক। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে পত্র, পুষ্প, ফল সকলেই তুষ্ট হইয়া থাকে।

৩৩। প্রার্থনা :—পূর্ব শ্লোকের প্রতিপাদ্য এখন সদাচার দ্বারা

প্রমাণ করিতেছেন। গর্গাচার্য বলিয়াছিলেন (য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ ইত্যাদি) যে ভাগ্যবান মনুষ্যগণ ইহাকে প্রীতি করিয়া থাকেন, কোন শত্রু দ্বারা তাহারা কখনো পরাভূত হননা। বিষ্ণু যেমন আশ্রিত সুরগণকে অসুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণে প্রীতি বিশিষ্ট গণও সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকেন। সার অসার বিবেক চতুর মানবগণকে কুশল বলা হইয়া থাকে। তোমাতে এই কুশলগণের স্বাভাবিক রতি বর্তমান আছে। তুমি তাহাদের মমতাস্পদ আত্মা, তোমাতেই তাহাদের নিত্য প্রীতি বর্তমান। পতি পুত্রাদিতে তাহাদের যে প্রীতি দৃষ্ট হয়, তাহা ঔপাধিক মাত্র, প্রকৃত নহে। লৌকিক আত্মীয় স্বজনে আমাদের কখনো প্রীতি সম্বন্ধ হয় নাই, এবং ইহা কাম্যও নহে, কেননা ইহারা কেবল দুঃখই দান করিয়া থাকে। আমরা অনূঢ়া, কাত্যায়নীব্রত পূর্ত্তি দিনে তুমি আমাদিগকে বলিয়াছিলে আগামী পূর্ণিমা নিশি সমূহে তুমি আমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিবে। আমাদের সঙ্গে রমণ করিবে, হে কমল নয়ন কৃষ্ণ, তুমি কি তোমার সেই প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গিয়াছ? একবার নেত্র উন্মিলন করিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া দেখ, আমরাই কাত্যায়নী ব্রত পরায়ণা বালিকা। তোমার বাক্যে আশান্বিতা হইয়া সুদীর্ঘকাল তোমার আহ্বানের অপেক্ষা করিতেছি। আর বংশীধ্বনি শ্রবণে বড় আশা বক্ষে নিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি। হে প্রিয়তম, তুমি প্রসন্ন হও। তোমারই প্রদত্ত আশালতাকে নিজ হস্তে উপেক্ষাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিও না।

উপেক্ষা ঃ—কুশলাঃ সাধবঃ কিং ত্বয়ি রতিং কুর্ব্বন্তি? বিবেকবতী সতী রমণীগণ কি তোমাতে প্রীতি করেন? না, কখনো নহে। সতী নারীগণ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিলেও ধনবান পরপুরুষে আসক্ত হন না। আমরা পুষ্প চয়নে আসিয়াছি। বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না। আমাদিগকে গৃহে যাইতে দাও। তোমার অন্তরে আমাদের অঙ্গ সঙ্গরূপ যে দুরাশা পোষণ করিতেছ তাহা ছিন্ন কর। পরনারী বিলাস তোমার উদ্দেশ্য। অতএব ঐ রসে রসিকাগণের সঙ্গ কর।

চিত্তং সুখেন পবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
ভাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ৩৪

উভয়ার্থঃ—

বাস্তবার্থ—ব্রহ্মা, নারদ, সনকাদি বিচার কুশলগণ নিরন্তর তোমার প্রতি প্রীতি পোষণ করেন। তুমি আমারও আত্মা, নিত্যপ্রিয়। লৌকিক পতিপুত্রগণ নানাভাবে দুঃখ দান করে। তুমি চির আনন্দময় সর্বদুঃখের মূল ভবিষ্যৎ বিস্মৃতি।

কৃষ্ণভূলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥ চৈঃ চঃ

মিশ্র অর্থ :—

৩৪। দ্বিতীয়যূথেশ্বরী বলিতেছেন :—

প্রার্থনা :—আমাদের চিত্ত পরমসুখে গৃহ কর্মে নিবিষ্ট ছিল। হস্ত গৃহ কর্মরত ছিল। চরণদ্বয় গৃহ কার্য্যহেতু ইতস্ততঃ চলিতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হে চৌরচুড়ামণি, তুমিই তোমার রূপ, গুণ, বংশীধ্বনি দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ। তুমিই আমাদের চিত্ত অপহরণ করিয়াছ। এবং চিত্তের সঙ্গে সঙ্গে পদাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের শক্তি অপহৃত হইয়াছে। এখন আবার উপেক্ষা করিয়া বলিতেছ, গৃহে প্রত্যাগমন কর। তুমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় কার্য্য করিতেছ। কোন ব্যক্তিকে যদি দস্যুগণ অন্যত্র নিয়া বন্ধন করিয়া রাখে, অথচ গৃহে গমন করিবার জন্য বেত্রাঘাত করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির যে অবস্থা হয়। আমরাও সেই অবস্থায় পতিত হইয়াছি। তুমি আমাদের অপহৃত চিত্ত প্রত্যর্পণ কর। আমরা গৃহে গমন করি। নতুবা ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইবে? আমাদের চরণ তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। আর যদি বল আমি সঙ্গে করিয়া তোমাদিগকে গৃহে

সিঞ্চাঙ্গ নস্তদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিম্‌।
নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে। ৩৫

নিয়া যাইব তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে তথায় গিয়াই বা কি করিব? তুমি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনকে চুরি করিয়া তোমার নিকট রাখিয়া দিয়াছ। এইজন্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য ক্ষমতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা সম্ভব নহে। অধিকন্ত তুমি হয়তঃ স্তম্ভনাদি মন্ত্র জান, যেহেতু আমাদের চরণ একপদও অন্যদিকে চলিতে পারিতেছে না।

উপেক্ষা :—আমাদের চিত্ত গৃহ কার্য্যে নিবিষ্ট ছিল। সেখানেই আমরা পরম সুখে ছিলাম। তুমি কি মনে করিয়াছ। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া এখানে আসিয়াছি? তাহা নহে। যে সমস্ত রমণীগণের গৃহ কর্ম্মে অভিনিবেশ নাই তাহারাই পরপুরুষে আসক্ত হয়। আমাদের চরণ কি এক পদও চলিতে পারিতেছে না? তাহা নহে। আমরা বন দুর্গা পূজার জন্য পুষ্প চয়নে আসিয়াছি। এখনইগৃহে গমন করিব। তুমি ব্রজং প্রতি ন যাত, স্ত্রীভিঃ ন স্থেয়ং এ সব বাক্য উচ্চারণ করিও না।

এই গ্রন্থে সমস্ত শ্লোকের প্রার্থনা ব্যঞ্জক অর্থ এবং উপেক্ষা ব্যঞ্জক অর্থ দেওয়া হইল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান মনে করিয়া বাস্তবার্থ এবং সহজ বোধে উভয়ার্থ লিখিত হইল না।

৩৫। প্রার্থনা :—সদগুণশালী নায়ক কখনো লজ্জাহীনা ধৃষ্টা নায়িকার সহিত মিলনে আনন্দানুভব করেন না। এই শ্লোকে যূথেশ্বরী স্পষ্ট ভাষায় রতি প্রার্থনা করিতেছেন। ইহার কারণ, নানাভাবে দৈন্য বচনে চরণ সেবাধিকার প্রার্থনা করিয়া ও যখন ফল হইল না, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনোৎকণ্ঠায় আত্মহারা হইয়া উন্মাদ নামক সঞ্চারী ভাবে আক্রান্তা যূথেশ্বরী স্পষ্ট বাক্যে মিলন প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রসাস্বাদনের ব্যাঘাত হয় নাই। কারণ এই গোপী সেই সময়

অপ্রকৃতিস্থা ছিলেন এবং অর্থান্তরে উপেক্ষা ভঙ্গিও আছে। গোপী বলিতেছেন—হে প্রিয়তম্ আমাদের হৃদয়ে যে কাম (মনসিজ বা মনোজ) শায়িত বা সুপ্ত ছিল, তাহা তুমি তোমার সহাস্য অবলোকনরূপ ঘৃতসিক্ত ইন্ধন এবং মুরলীর কলগীতরূপ বায়ুর সংস্পর্শে প্রজ্জ্বালিত করিয়াছ। ইহা আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। এ জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার নিকট ইহার ঔষধ রহিয়াছে, সেই ঔষধ দিলেই অগ্নি নির্বাপিত হইবে। কিন্তু তুমি এমনি নিষ্ঠুর যে আমাদের যন্ত্রণা দেখিয়াও তাহা নির্ব্বাপণের চেষ্টা করিতেছনা। তোমার অধরামৃতই সেই ঔষধ (তোমার অধরামৃত প্রবাহের (অধরামৃত পূরক) পান ব্যতীত তাহা নির্বাপিত হইবে না। অতএব সেই ঔষধ প্রদানে দগ্ধ হৃদয় শীতল কর। আর যদি তাহা না কর, মনে কর অভাগিনীগণ মরিলেই অব্যাহতি পাইব, তাহা হইলে তোমাকে নিরাশ হইতে হইবে। কারণ এই হৃদয়াগ্নির সহিত বিরহাগ্নি এক সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হইবে এবং এই উভয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, তোমার কথা চিন্তা করিতে করিতে আমরা প্রাণত্যাগ করিব। মৃত্যুকালে মানুষ যাহা চিন্তা করিয়া দেহ ত্যাগ করে, মৃত্যুর পর তাহাই প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ ত্যাগ করিয়া আমরা তোমাকেই প্রাপ্ত হইব। অতএব হে সখা, তুমি অধরামৃত প্রদানে আমাদের দাহ নিবৃত্তি কর।

উপেক্ষা :—হে মহা লম্পট, আমাদের হাস্য, দৃষ্টি ও বাক্যে তোমার মনে যে কামাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহা তোমার নিজ অধরামৃত পুরক দ্বারা নির্বাপিত কর ; কারণ আমাদের মধ্যে এমন কোন কামিনী নাই। যে তোমাকে অধরামৃত প্রদান করিবে। লুব্ধ ব্যক্তি স্বাভীষ্ট না পাইলে নিজের অধর নিজেই লেহন করিয়া থাকে। ইহা শুনিয়াও যদি হঠ পূর্বক আমাদিগকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হও তাহা হইলে আমরা নিজপতি বিরহ জাত অগ্নি দ্বারা দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। তথাপি তোমার নিকট আত্ম সমর্পণ করিব না।

বাস্তবার্থ :—প্রাকৃত জীবের সুখ দুঃখ বিষয়ের সংযোগ হইয়া

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতি নান্যসমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমতা বত পারয়ামঃ ॥৩৬

থাকে। কৃষ্ণগত প্রাণা ব্রজদেবীগণের প্রেমের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক নাই। মধুর প্রেমের চরম পরিণতি গোপীভাব।

৩৬। তৃতীয় যূথেশ্বরী বলিতেছেন ঃ—

প্রার্থনা ঃ—হে শ্যামসুন্দর, যদি বল আমি নিরপরাধ, আমাকে কেন তোমরা দোষী মনে করিতেছ? আমার স্বাভাবিক রূপে যদি তোমরা মুগ্ধ হও, তাহা তোমাদেরই দোষ। তোমরা কুলবধূ, গৃহ কার্য করিবার শক্তি না থাকিলেও গৃহেই থাকা প্রয়োজন। সেই জন্য বলিতেছি—হে কমলনয়ন, হে সুন্দর, কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ কোন এক নির্জ্জন স্থানে, তোমার ইঙ্গিত ক্রমে লক্ষ্মীদেবীরও আনন্দপ্রদ তোমার চরণস্পর্শ করিয়া অতুলনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ভুলিতে পারি না। অরণ্যবাসীগণ তোমার প্রিয়। আমরাও বৃন্দারণ্যবাসী, সেই জন্যই সম্ভবতঃ এই ভাগ্য ঘটিয়াছিল। যেদিন ঐ চরণস্পর্শ লাভ করিয়াছিলাম, তদবধি অন্য কাহারো সঙ্গে থাকিতে বা অন্য কোন পুরুষকে দেখিতেও আমাদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হয় না। জানি না, ইহা কি তোমার যাদুমন্ত্র, উচ্চাটন প্রভৃতির গুণ, অথবা তোমার চরণস্পর্শের গুণ। তদবধি যে কয়েকদিন গৃহে ছিলাম, সে যেন অনিচ্ছা সহ নিতান্ত বলপূর্বক বাস করা। পুনরায় গৃহ বাস আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তোমার শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর। এই দশমস্কন্ধ এক বিংশ অধ্যায়ে "পূর্ণাঃ পুলিন্দাঃ" শ্লোকে যে ঘটনার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই ইঙ্গিত এস্থলে দেওয়া হইয়াছে। গোপীশ্রেষ্ঠার কুচকুঙ্কুম শ্রীকৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার যূথবর্ত্তিনী অন্যরা এই ঘটনাই নিজের স্পর্শ তুল্য মনে করিতেছেন।

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণকৃতেঽন্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্ বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥৩৭

উপেক্ষা :—

আমরা এক গ্রামবাসী বলিয়া বাল্য ক্রীড়াছলে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছি। পরে যখন তুমি অরণ্যবাসী মর্কটবৃন্দের প্রিয় ছিলে, তখন তোমার চরণ রমার অর্থাৎ রমণীর অভিসারে উন্মুখ হইয়াছিল। ইহা জানিয়া অবধি আর কখনো তোমার চরণ স্পর্শ করি নাই। এখন আমাদের গৃহ গমনে বাধা দিও না। চঞ্চলা লক্ষ্মী তোমার চরণ বাঞ্ছা করিলেও আমরা করি না।

বাস্তব :—শ্রীকৃষ্ণ স্বভাবতই বৃন্দাবন বাসীগণের অতি প্রিয়, শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবার এমনি মাহাত্ম্য যে, একবার যে ঐ চরণ স্পর্শ লাভ করিয়াছে, তাহার পক্ষে অন্যত্র গমন কদাপি সম্ভব নহে।

৩৭। প্রার্থনা :—তুমি ইঙ্গিতে বলিতেছ কবে তোমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছি মনেত পড়ে না। আর যদি বা কোন একদিন পরনারী স্পর্শ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ উহা করা কি সঙ্গত? ইহার উত্তরে বলিতেছি—ওহে মোহন বিদ্যাশিরোমণি, তোমাকে দর্শন করিলে কোন রমণীই কুলধর্ম, সতীধর্ম্ম, রক্ষা করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত বলিতেছি জগতের সতীশিরোমণি লক্ষ্মী, যাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেই লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের বক্ষস্থলে একাকী সর্ব্বদা স্থিতি লাভ করেন। তোমার চরণের এমনই মাহাত্ম্য যে সেই লক্ষ্মী, তুলসীদেবীর সাপত্ন্য স্বীকার করিয়াও, তোমার চরণ সেবাধিকার প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তোমার চরণ তোমার প্রিয় ভক্তগণ দ্বারা সর্ব্বদা সেবিত।

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ।৩৮

লক্ষ্মীদেবী ইহা জানিয়া এবং লোক সংঘর্ষ উপেক্ষা করিয়াও তোমার চরণ সেবা কামনা করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। আমরা অবিদগ্ধা গ্রাম্য গোপনারী, আমাদের ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? আমরা তোমার চরণে শরণাগত, আমাদিগকে বিমুখ করিও না।

উপেক্ষা:—লক্ষ্মী স্বভাবতঃ চঞ্চলা, আর তুলসী পূর্ব্বজন্মে জালন্ধর পত্নী ছিলেন। বিষ্ণুর সংসর্গ বশতঃ তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম ভঙ্গ হয়। তুলসী তদবধি বৃক্ষরূপে বৃন্দাবনে তোমার চরণ সেবা করিতেছেন। তাঁহারা করিয়াছেন বলিয়া কি আমরাও পর পুরুষ তোমাকে স্পর্শ করিব? না তাহা কদাপি হইবে না।

বাস্তবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবা মাহাত্ম্য।

৩৮। প্রার্থনা:—লক্ষ্মী প্রভৃতি মহীয়সী নারীগণ যাহা কামনা করেন, সামান্য গোপনারী তাহা কামনা করিবে, ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। যদি আমাদের অযোগ্যতা কিছু থাকে, তবে তাহা তুমি দূর কর। তুমি বৃজিনার্দন, ইতিপূর্বে বৃন্দাবনবাসীর বহু দুঃখ দূর করিয়া বহু বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সুখ শান্তি দান করিয়াছ। এখন বলিতেছি, আমাদের কোন অযোগ্যতা থাকিলে তাহাও বিনষ্ট করিয়া তোমার চরণ সেবাধিকার দান কর। তুমি নারায়ণসম শক্তিশালী চরণে প্রপন্নাগণকে নারায়ণের মত শ্রীচরণে আশ্রয় দান কর। তোমার অতি সুন্দর মৃদু হাস্যযুক্ত কটাক্ষ দ্বারা আমাদের অন্তরে কামানল প্রজ্জলিত করিয়াছ। অতএব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমিই আমাদিগকে দাস্য দান করিয়া সেই কামানল নির্বাপিত কর। অন্যথায় তাহাতে

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্ ।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৩৯

দগ্ধীভূত হইয়া আমরা প্রাণ ত্যাগ করিব। হে সুন্দর হাস্যযুক্ত কটাক্ষ ক্ষেপণকারক, তুমি মুখে যাহাই বলনা কেন, তোমার দৃষ্টি দ্বারা মনে হইতেছে, উহা ধূর্ত্ততা ব্যতীত কিছু নহে, নতুবা পরনারীর প্রতি এমন কঠাক্ষ কে করে? সুতরাং কুটিলতা ত্যাগ করিয়া আমাদের মানোবাসনা পূর্ণ কর।

উপেক্ষা :—গোপীগণ বলিতেছেন—হে বৃজিনাদ্দি, নঃ প্রসীদ। বয়ং তদুপাসনাশাং সত্যঃ বসতীঃ বিসৃজ্য তে অঙ্ঘ্রিমূলং ন প্রাপ্তাঃ। হে দুঃখপ্রদ, আমরা তোমার উপাসনা আশাতে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসি নাই। আমরা জ্যোৎস্না নিশিতে কৌতুহল বশতঃ বন ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। তোমার হাস্য ও কটাক্ষে যাহাদের কামোদ্রেক হইয়াছে তাহাদিগকে দাস্য দান কর। আমরা গৃহে গমন করিব। আমাদিগকে বাধ্য প্রদান করিও না।

বাস্তবার্থ—গৃহাদিতে যতদিন আসক্তি থাকে, ততদিন কৃষ্ণ সেবাধিকার লাভ হয় না।

৩৯। চতুর্থ যূথেশ্বরী বলিতে আরম্ভ করিলেন—।

প্রার্থনা :—তোমরা পুনঃপুনঃ দাস্য প্রার্থনা করিতেছ। কেহ দাস বা দাসী বেতন দিয়াই রাখে। আমি তোমাদিগকে কোন বেতন দেই নাই এবং বেতন দিয়া দাসী রাখিবার ইচ্ছাও করিনা। কৃষ্ণ এই প্রকার ভঙ্গিপূর্ণ ইঙ্গিত করিলে যুথেশ্বরী বলিলেন তুমি পূর্ব হইতেই বেতন দিতেছ, কি বেতন বলিতেছি শুন। বেতন তোমার অপরূপ রূপ সুধা। তোমার সুন্দর আননে যখন চূর্ণকুন্তল আসিয়া পড়ে, তখন মনে হয়। যেন একটি নীল

কুবলয়ের উপর মধুলোভে আকৃষ্ট ভ্রমর সমূহ ক্রীড়া করিতেছে। কর্ণের মকর কুণ্ডল যখন ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে এবং তোমার স্বচ্ছ গণ্ডস্থলেও কুণ্ডল প্রতিবিম্বিত হয়, তখন মনে হইতে থাকে নীল সরোবরে মকর ক্রীড়া করিতেছে। তোমার সুচারু অধর যেন সুধার ভাণ্ডার। উহা দর্শন মাত্র অন্তরে আস্বাদনের লোভ জাত হয়। তোমার মৃদুহাস্য ও ও অপাঙ্গ দৃষ্টি মনপ্রাণ আকর্ষণ করিতে থাকে। আর তোমার সুগঠিত ভুজযুগল, যে ভুজ দ্বারা তুমি গিরি ধারণ পূর্বক ব্রজবাসীগণকে ইন্দ্রের কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে, আমাদিগকে কন্দর্পের কোপ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ। সর্ব্বোপরি তোমার সুবিশাল 'ডাকাতিয়া' বক্ষ, লক্ষ্মীদেবী যেখানে স্বর্ণরেখা রূপে বিরাজ মানা, তোমার এই অপরূপ রূপ দর্শনে কার না ইচ্ছা হয় এই পুরুষ রত্নের দাসী হইয়া জীবন সফল করি।

কৃষ্ণজিনি পদ্ম চাঁদ পাতিয়াছে মুখ ফাঁদ
তাহে অধর মধুর স্মিত চার।
ব্রজনারী আসি আসি ফাঁদে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি ঘর, দ্বার॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার লক্ষ্মী শ্রীবৎস অলঙ্কার
কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষ।
ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ তা সভার মনো বক্ষ
হরিদাসী করিবারে দক্ষ॥ চৈঃ চ

তোমার এইরূপ দর্শানানন্দই আমরা বেতন মনে করিতেছি।

উপেক্ষা ঃ—দাস্যো ভবামঃ ? তুমি কি মনে করিতেছ তোমার রূপ মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমরা ওলক্ষ্মীর ন্যায় তোমাকে ভজন করিব ? এ দুরাশা ত্যাগ কর। লক্ষ্মী চঞ্চলা, আমরা চঞ্চলা নহি। আমরা গৃহে এখনই গমন করিব। আমাদিগকে বাধা দিও না।

বাস্তবার্থ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য।

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্‌গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥৪০

৪০। হে পরম প্রিয়, তোমার কলপদায়ত অর্থাৎ কামবীজ দ্বারা ঝঙ্কৃত, আকর্ষণীয় সুর, তাল, দীর্ঘ মূর্চ্ছনা যুক্ত বেণুগীত শ্রবণে এবং ত্রিলোকের সৌভাগ্যদানকারী তোমার অপরূপ রূপ রাশি দর্শন করিয়া ভূলোক, ঊর্দ্ধ্ব লোক সমূহ এবং অধঃ লোক সমূহে এমন কোন নারী নাই, যে আর্যধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না। বিমানচারিণী দেবপত্নীগণ স্ব স্ব পতি দেবতাগণের ক্রোড়ে বসিয়া যখন তোমার বেণুগীত শ্রবণ করেন এবং গোষ্ঠলীলা রত তোমাকে দর্শন করেন, তখন মদনাবেগে তাঁহারা স্বীয় পতি ক্রোড়ে বিবশ হইয়া পড়েন, তাহাদের নীবীবন্ধ শিথিল হইয়া যায়, কবরীচ্যুত পারিজাত পুষ্প গোষ্ঠময় ছড়াইয়া পড়ে। তোমার বেণুধ্বনির কি অদ্ভুত শক্তি শ্রবণ কর।

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায় অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
বলে পৈশে জগতের কানে।
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥
নীবি খসায় পতি আগে, গৃহ কর্ম করায় ত্যাগে
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে।
লোক-ধর্ম, লজ্জা, ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥ চৈঃ চঃ

হে প্রিয়তম, তোমার সৌন্দর্য মহাসাগরের এক কণাতে ত্রিভুবন সুন্দর।

"যে রূপের এক কণ, ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন,
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।" চৈঃ চঃ

তোমার এই রূপ দর্শন করিয়া অন্যের কথা দূরে থাক্, বিবেক-বুদ্ধি শূন্য

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥৪১

গো, মৃগ, পক্ষীগণ, এমনকি স্থাবর জাতি বৃক্ষ-লতাদির কি অবস্থা হয় শ্রবণ কর। ধেনু ও বৎসগণ তৃণ-ভক্ষণ ভুলিয়া যায়, মুখ হইতে তৃণগ্রাস ভূমিতে পতিত হয়, পক্ষীগণ নীরব হইয়া মুনিগণের ন্যায় অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্থির হইয়া তরুর উচ্চতম শাখাতে বসিয়া থাকে, কৃষ্ণসার মৃগ স্ত্রীসহ অশ্রুপূর্ণ আয়ত নেত্রে তোমার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, বৃক্ষগণ অঙ্কুরদলে পুলকিত হয় এবং মধুবর্ষণ ছলে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকে। অপরের কথা কি বলিব, মণি ভিত্তিতে নিজরূপ দর্শন করিয়া তুমি নিজেই নিজকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছিলে বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি।

"রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের লাগে চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।" চৈঃ চঃ

তোমার বংশী ধ্বনিতে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়, যমুনা উজান বহে, প্রস্তর কর্দমের ন্যায় বিগলিত হইয়া যায়। বৃন্দাবনে বহু বিগলিত প্রস্তরে তোমার পদচিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। অতএব হে আমাদের মনোহরণ প্রিয়তম, আমরা অবিদগ্ধা গোপনারী হইয়াও যে তোমার রূপ দর্শনে ও বংশীধ্বনি শ্রবণে এখন আত্মহারা হইয়াছি, ইহা কি আমাদের দোষ? অথবা তোমার রূপমাধুর্য ও বংশী-মাধুর্য এজন্য দায়ী বল?

উপেক্ষা :—তোমার রূপ দর্শনে ও বংশী শ্রবণে যখন এরূপ মাদকতা নারীগণের মনে উদিত হয়, তখন সতী রমণীগণ অবশ্যই তোমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান, তোমার নিকট থাকিয়া সতীত্বধর্ম বিসর্জন করিতে চাহেন না। আমরাও আর এক মুহূর্তও এখানে থাকিব না। এখনই চলিয়া যাইব। আমাদিগকে বাধা দিয়ো না।

বাস্তবার্থ :—রূপ মাধুর্য, বেণু-মাধুর্য, লীলা মাধুর্য ও প্রেম মাধুর্য এই চারিটি বস্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই বৈশিষ্ট্য। কোন অবতারের অথবা নারায়ণাদি কোন স্বরূপের মধ্যে নাই।

৪১। প্রার্থনা :—আদি দেব নারায়ণ যেমন দেবতাগণের রক্ষক, দেবলোকের কোন বিপদ হইলে যেমন তিনি দেবতাগণকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন, তুমিও তেমনি "নারায়ণসমগুণ" বশতঃ এই বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হইয়াছ, ব্রজবাসীগণকে সর্বপ্রকার ভয় ও বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য। ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা কালে বলিয়াছিলে—

"তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহং।
গোপায়ে স্বাত্ম যোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ॥

আমাতে শরণাগত এই গোষ্ঠ, আমিই ইহার রক্ষাকর্তা। আমি নিজ জনরূপে ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছি, নিজ যোগমায়া শক্তি বলে ইহাদিগকে রক্ষা করিব। ইহাই আমার ব্রত। হে প্রিয়তম, আমাদের যাহা হয় হোক্; ক্ষতি নাই, কিন্তু তুমি ব্রতভঙ্গ দোষে দোষী হইবে, ইহা যেন না হয়। ইতিপূর্বে ব্রজজনের বহু প্রকার বিপদ ও আর্তি আসিয়াছিল, তুমি প্রতিবারে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া 'আর্তবন্ধু' এই নাম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি অভিজাত, মহারাজ নন্দের পুত্র, তুমি অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর করিয়া অন্তরে শান্তি বিধান্ করিবে। আমরা তোমার চরণে শরণাগত। হে আর্তবন্ধো, এই কিঙ্করীগণের মস্তকে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক, তাহাদিগকে দাসী বলিয়া গ্রহণ কর, এবং তোমার শীতল করকমল আমাদের তপ্ত বক্ষে স্থাপন পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়ের সন্তাপ দূরীভূত কর।

এই শ্লোকে সর্ব গোপীগণের মনোভাব প্রকাশ করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে ইচ্ছা করিয়াছিলেন গোপীগণ যেন তাহাদের মনের গোপন কথা মুখে ব্যক্ত করিয়া বলে; তাঁহার সেই অভিলাষও পূর্ণ হইল।

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥৪২

উপেক্ষা :—হে ব্রজরাজ নন্দন, তোমার ভাবে মনে হইতেছে, তুমি বলপূর্ব্বক আমাদের অঙ্গ স্পর্শ ও ধর্ম নষ্ট করিবে। তুমি পূর্ব্বে সর্ব্ব বিপদ হইতে ব্রজবাসীগণকে রক্ষা করিয়াছ। আমরাও ব্রজবাসী, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিও না। ধর্ম্ম নষ্টরূপ আর্ত্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, যেহেতু তুমি আর্ত্তবন্ধু। কামাগ্নিতে তোমার হৃদয় তপ্ত, হিতাহিত বিচার নষ্ট হইয়াছে। তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। তোমার গৃহ-দাসীগণের স্তনে দূরের কথা মস্তকেও তোমার হস্তদ্বারা স্পর্শ করিও না, করিলে তাহাদের ধর্ম নষ্ট হইবে।

বাস্তবার্থ :—ভগবানের আবির্ভাবের কারণ, জীবের দুঃখ দূর করণ এবং ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন। গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য গোপীগণ ভাবানুরূপ সেবা করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধ প্রেমের ইহাই রীতি।

৪২। শ্রীশুকদেবের উক্তি :—যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রণয়রোষ ও দৈন্যমিশ্রিত বিলাপময় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। নিজের উক্ত দশটি শ্লোকের ন্যায় এই একাদশটি শ্লোক ও প্রার্থনা এবং উপেক্ষা উভয়ার্থব্যঞ্জক এবং মধুর রসপূর্ণ। শ্রীভগবান সহাস্য বদনে দয়ার্দ্র চিত্তে নিজে আত্মারাম শিরোমণি হইয়াও গোপীগণকে রমণে প্রবৃত্ত করাইলেন। যদিও ব্রজাঙ্গনাগণের রমণ বাসনা অন্তরে ছিল, কিন্তু "অরীরমৎ" অকর্মক রম্ ধাতু পরস্মৈপদ প্রয়োগ কর্তারই বৈশিষ্ট্য বুঝাইতেছে। কর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। তিনি আত্মাতেই রমণ করেন, বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না,

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥৪৩

কিন্তু ব্রজগোপীগণের প্রেমের এমনই উৎকর্ষ এবং বশীকারিতাগুণ যে স্বয়ং ভগবানকেও সেই প্রেম আকর্ষণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে। এজন্য 'অপি' শব্দের প্রয়োগ। শ্রীভগবানের অনন্তগুণ, বিরুদ্ধ গুণাবলীও একসঙ্গে শ্রীভগবানে বাস করিয়া থাকে—যথা একসঙ্গে অনু এবং বিভু দাম বন্ধন লীলাতে দেখা গিয়াছে, জননী নিজ বাম হস্তে কৃষ্ণের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। কণ্ঠে মণিহার রহিয়াছে, কটি দেশে কিঙ্কিনী, কিন্তু গ্রামের সমস্ত রজ্জু জোড়া দিয়াও কটি দেশ বেষ্টন করা হইতেছে না। এই লীলাতেও দেখা গেল, তিনি আত্মারাম হইয়াও প্রেমাধীন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে আমার প্রেয়সী শ্রেষ্ঠাগণ তোমরা সর্বদাই বাম্যভাবে থাক, কিছুতেই মনোভাব মুখে প্রকাশ কর না। আজ আমারই জয় হইয়াছে। আমার বাম্য বাক্যে তোমাদের মনোবাসনা তোমরাই নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছ। অতএব সুন্দরিগণ, এখন লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া আমার কণ্ঠ ধারণ করতঃ অধর সুধা পান করাও। কৃষ্ণ একজন, কি প্রকারে শতকোটি গোপী সঙ্গে রমণ করিবেন? সেইজন্যই কৃষ্ণকে যোগেশ্বরেশ্বর বলা হইয়াছে। যোগসিদ্ধ সৌভরি নামক মুনি যদি কায়ব্যূহ দ্বারা এক সঙ্গে পঞ্চাশ কন্যার পাণি গ্রহণ ও বিহার করিতে পারেন, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান, যিনি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং অচিন্ত্য গুণশক্তিসম্পন্ন, তাঁহার কথা অধিক বলিতে হইবে না। তিনি কায়ব্যূহ ব্যতীতই একসঙ্গে শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

৪৩। এনাঙ্ক বা হরিণচিহ্ন পূর্ণিমার চন্দ্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তারকা বেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের যেরূপ শোভা দৃষ্ট হয়, আজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের

প্রেমময় দৃষ্টিতে এবং পুষ্পাদি অর্পণ, কটাক্ষ নিক্ষেপণ, কঞ্চুকাকর্ষণ, দেহস্পর্শনাদি প্রেমময় চেষ্টাতে উৎফুল্লমুখী গোপীগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ অপূর্ব শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যমুখে কুন্দকুসুম সদৃশ দন্তপংক্তির শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গেই পূর্বোক্তরূপ প্রেমময় লীলা বিলাস আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অচ্যুত, কোন প্রকার চ্যুতি তাহাতে সম্ভব নহে। এজন্য একা সর্বগোপী সঙ্গে প্রেমলীলা আরম্ভ করিলেন বৈষ্ণব তোষিণী বলেন মা অর্থ পরম সৌন্দর্য্য, সমা অর্থ পরম সৌন্দর্য্যবতী শ্রীরাধা। তয়া ইতাভিঃ প্রাপ্তাভিঃ। কৃষ্ণ গোপীগণ যখন উপেক্ষা প্রধান দশটি শ্লোক বলেন এবং প্রার্থনা প্রধান একাদশ শ্লোকে উত্তর দান করেন তখনও রাধা উপস্থিত ছিলেন না। ইহার পরেই শ্রীরাধার আগমন। শ্রীকৃষ্ণের কৃত্রিম বাম্য ব্যবহারের অপগম কালেই ললিতাদি সখীগণ পরিবৃত শ্রীরাধা উপেক্ষা বজ্রাঘাতে কাতর গোপীগণসহ মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও তখন শত কোটিগোপীসহ মিলিত হইয়া বর্ণিত প্রেমময় বিলাস বিহার আরম্ভ করিলেন। একবার বসন্ত কালীন রাসলীলার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকা বেশে গোবর্দ্ধন গিরির এক নির্জ্জন কুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া ছিলেন। গোপীগণ অন্বেষণ করিয়া যখন কুঞ্জে উপস্থিত হইল, অমনি শ্রীকৃষ্ণ চতুর্বাহু প্রকটন পূর্বক নারায়ণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গোপীগণ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন 'হে নারায়ণ, আমাদের প্রাণ বল্লভ গোবিন্দের সঙ্গে যেন আমরা অচিরে মিলিত হইতে পারি।' গোপীগণ কৃষ্ণান্বেষণে অন্যত্র গমন করিলেন। ইহার একটু পরেই শ্রীরাধা কৃষ্ণান্বেষণে ঐ কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। রাধা প্রেমের এমনি প্রভাব যে কৃষ্ণ চেষ্টা করিয়াও চারিবাহু রাখিতে পারিলেন না, দুই বাহু অদৃশ্য হইল। তিনি রাধার নিকট ধরা পড়িলেন। ইহাতে মনে হয়, যদি শ্রীরাধা পূর্বে অন্য গোপী সঙ্গে আসিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়তঃ শ্রীকৃষ্ণ কৃত্রিম বাম্য-ভাব অবলম্বন পূর্বক উপেক্ষা বজ্রাঘাত করিতে পারিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়া-দেবী লীলা সংগঠন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্ বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥৪৪
নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্।
রেমে তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥৪৫
বাহুপ্রসারপরিরম্ভকরালকোরু-
নীবিস্তনালভননর্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥৪৬

মনে রাখিতে হইবে যে ভাবে লীলা প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা সৌষ্ঠবের জন্য এবং রসাস্বাদন জন্যই।

৪৪। শত শত গোপীযুথের অধিপতি বা অধিনায়করূপে শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চবর্ণ পুষ্প গ্রথিত পদতল বিলম্বী বৈজয়ন্তীমালা পরিধান করতঃ যমুনা পুলিন পথ অবলম্বন করিয়া বন হইতে বনান্তরের শোভা বর্দ্ধন ক্রমে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এবং চন্দ্র, জ্যোৎস্না, পুষ্প প্রভৃতির গুণাবলী বর্ণনা সূচক সঙ্গীত গান করিতেছিলেন। গোপীগণ দোঁহার ছলে ঐ সঙ্গীতেরই দুই একটি শব্দ পরিবর্ত্তন ক্রমে কৃষ্ণেরই রূপ, গুণ বর্ণনা করিয়া গান করিতেছিলেন। গোপীগণ কখনো কখনো কৃষ্ণের রূপ, গুণ, নাম বর্ণনা করিয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াও গাহিতেছিলেন।

৪৫। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ রাস নৃত্যের উপযোগী স্থান যমুনা পুলিনে গমন করিলেন। এই পুলিন যমুনাদেবী নিজ গর্ভে লুকাইত রাখেন, যাহাতে অন্য কোন জীবজন্তু ইহা অপবিত্র না করিতে পারে। ভগবৎ লীলা কালে সেই প্রশস্ত সুন্দর পুলিন ভূমি নদীগর্ভ হইতে উত্থিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকেন। যমুনা পুলিন সুকোমল কর্পূর ধবল বালুকাপূর্ণ সুবৃহৎ স্থান। ইহা যমুনার শীতল জলকণাবাহী এবং কুমুদাদি জলজপুষ্পের সুগন্ধামোদিত বায়ুদ্বারা সেবিত অতি মনোরম।

৪৬। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষা বাক্য শ্রবণে মিলন কালেও বিরহ দুঃখে

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোহভ্যধিকং ভুবি ॥৪৭
তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৪৮

দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

গোপীগণ লজ্জা, সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া শ্যাম সুন্দরের নিকট প্রেম নিবেদন করিয়াছিলেন। এখন প্রকৃত মিলন রসকাল সমাগত হইলে যেন শতগুণভাবে সেই লজ্জা তাহাদিগকে পুনরায় আক্রমণ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গোপীগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এবং নিজেও রসাস্বাদন নিমিত্ত গোপীগণের মনে প্রেম (রতিপতি) উদ্দীপন করিয়া রমণে প্রবৃত্ত করাইলেন। কোন গোপীকে বাহু প্রসারণ পূর্বক বক্ষে ধারণ করিয়া, কাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, কাহারো কর ধারণ, কাহারো অলকাদি ধারণ, কাহারো উরু, কাহারো নীবী, কাহারো স্তন স্পর্শ করিয়া, কোন গোপীর সঙ্গে নর্ম্ম পরিহাস পূর্ব্বক, কাহারো অঙ্গে নখাগ্র পাত পূর্ব্বক, কাহারো সঙ্গে ক্ষ্বেলি (বিবিধ প্রেম কৌতুক), কাহারো প্রতি সহাস্য অবলোকন দ্বারা রমণে (আনন্দ বিহারে) প্রবৃত্ত করাইলেন। গোপীগণের মনে প্রাকৃত কামভাব কখনো ছিল না (আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম), আনন্দাস্বাদন উদ্দেশ্যে তাহাদের মনে অপ্রাকৃত কাম জাগ্রত হইল।

৪৭-৪৮। বিপ্রলম্ভ ব্যতীত রসপুষ্টি হয় না। পরম রসকদম্বময় রাসলীলার লীলার পরিপূর্ণ রসাস্বাদন হেতু বিপ্রলম্ভ প্রয়োজন। তাই ভগবানের লীলাশক্তি যোগমায়া বিপ্রলম্ভের কারণ সৃষ্টি করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে এই ভাবে কান্ত ভাবোচিত প্রেম সম্ভাষণ ও প্রেম ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া গোপীগণের হৃদয়স্থ প্রেম সমুদ্রে গর্ব্ব নামক এক সঞ্চারী ভাব তরঙ্গ উপস্থিত হইল। তাঁহারা মনে করিলেন ত্রিভুবনে তাঁহাদের মত সৌভাগ্যবতী রমণী আর কেহ নাই। বৈকুণ্ঠের

লক্ষ্মী যাহাঁকে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, সেইঃ কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমে বশীভূত। ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী লক্ষ্মী কাহারো সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন প্রেমলীলা করেন নাই। গোপীগণের মন এতক্ষণ কৃষ্ণময় ছিল। এই গর্বতরঙ্গ সেই মনকে কৃষ্ণ হইতে দূরে দেব নারীগণ মধ্যে লইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে আনন্দে তিনি রাস নৃত্যের উদ্দীপন আরম্ভ করিয়া ছিলেন। তাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

আবার গোপীশ্রেষ্ঠা মাদনাখ্য মহাভাববতী বৃষভানু দুলালী শ্রীমতী রাধা হঠাৎ দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্য এক গোপীসঙ্গে রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ নিজ পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, প্রাণ বল্লভ কৃষ্ণ সমস্ত গোপীগণ সঙ্গে সমভাবে ক্রীড়া করিতেছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অন্তরস্থ প্রেম সমুদ্রে 'মান' নামক এক সঞ্চারীভাব তরঙ্গ উত্থিত হইল। রাধা মান হেতু বাম্যভাব ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর এই ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। শতকোটি গোপী সমভাবে ভাবিতা না হইলে পরম রসকদম্বময় রাসলীলা অসম্ভব হইবে, কোন আনন্দই হইবে না। শ্রীরাধার মনের প্রসাদন অর্থাৎ মনের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতে হইবে এবং অন্যান্য গোপীগণের গর্ব্বকে প্রশমন করিতে হইবে।

কেশব শ্রীভগবানের একটি নাম। এই শব্দের তিনপ্রকার অর্থ করা হইয়াছে। প্রথম অর্থ ক=ব্রহ্মা, ঈশ=শিব ব্রহ্মা ও শিব উভয়ে যাঁহার শাসন মান্য করেন তিনি কেশব। দ্বিতীয় অর্থ রাস রজনীতে যিনি শ্রীরাধার কেশ প্রসাধন করিয়াছিলেন সেই কৃষ্ণ কেশব। তৃতীয় অর্থ কেশ অর্থ দীপ্তি, কেশব অর্থপরম দীপ্তিমান। কেশব দেখিলেন মিলন হেতু অন্যান্য গোপীগণের গর্ব হইয়াছে, বিরহ দ্বারা এই গর্ব্ব বিনষ্ট করিতে হইবে। মানিনীরাধার মান দূর করিতে হইলে রাধাকে প্রসন্ন করিতে হইবে।

এই স্থির করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মানিনীরাধাকে ক্রোড়ে করতঃ, তৎক্ষণাৎ

সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, প্রাকৃতিক শোভা বিদ্যমান সত্ত্বেও সবই যেন অন্ধকার হইয়া গেল।

গোপীগণের শুদ্ধ সত্ত্বময় হৃদয়ে যে গর্ব্ব ও মান উদিত হইল তাহা মায়িক গর্ব ও মান নহে। ইহাও অপ্রাকৃত এবং ইহার উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি।

দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[গোপীভিঃ শ্রীভগবতোঽনুসন্ধানম্, যমুনাপুলিনে তদাগমনপ্রতীক্ষণঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥১

গত্যানুরাগস্মিতবিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপবিহারবিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥২

১। মদমত্ত হস্তী এক সঙ্গে বহু করিনী সঙ্গে একত্র বিহার করিয়া থাকে। হস্তী শুণ্ড দ্বারা করিণীগণের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আনন্দ দান করে। হস্তী অকস্মাৎ অলক্ষিত ভাবে অন্যত্র চলিয়া গেলে, করিণীগণ উন্মাদিণীবৎ হস্তীর অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়াতে গোপীগণ তীব্রবিরহ তাপে আর্ত্ত ও সন্তপ্ত হইলেন। অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উন্মাদিণীবৎ যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত হইতেছে।

২। ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ইতস্ততঃ কুঞ্জে কুঞ্জে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথাও দর্শন না পাওয়াতে ক্রম বর্দ্ধনশীল বিরহ তাপে তাহাদের মনে 'উন্মাদ' নামক সঞ্চারীভাব প্রকটিত হইল। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে 'রমাপতি' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। 'রমা' শব্দ দ্বারা সর্ব্বরূপ-গুণ-ঐশ্বর্য্য সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝায়। তাঁহার পতি বা অধীশ্বর কৃষ্ণ। আবার রমা শব্দের এক অর্থ রাধা। সুতরাং রমাপতি শব্দ দ্বারা রাধা সহ যিনি চলিয়া গিয়াছেন সেই কৃষ্ণকে ও বুঝাইতেছে। গোপীগণকে 'প্রমদা' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ গোপীগণ কৃষ্ণ বিরহে প্রকৃষ্টরূপে মত্ত বা উন্মাদিণী হইয়াছেন।

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহংত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥৩

তাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণ স্মৃতিতে নিমগ্না হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্মরণ করিতেছেন কৃষ্ণের চলনভঙ্গি, নিজ প্রতি কৃষ্ণের কান্ত ভাবোচিত ব্যবহার, মৃদুহাস্য, বিলাসময় নয়নভঙ্গী, মনোরম বাক্য এবং নানাবিধ শৃঙ্গার চেষ্টা। কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'অয়ি কমলিণী এই তৃষ্ণার্থ ভ্রমরকে কি মধুপান করিতে দিবে না? গোপীগণ উত্তরে বলিয়া ছিলেন 'পদ্মিণীর পতিসূর্য্য, সুতরাং সূর্য্য ভিন্ন অন্যকে কেন মধুপান করিতে দিব? শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন অয়ি সুন্দরীগণ পদ্মিণীর স্বভাবই এই যে নিজ পতি সূর্য্যকে মধুপান না করাইয়া উপপতি ভ্রমরকেই পান করাইয়া থাকে। গোপীগণ পরাজিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ অধর সুধা পান করিলেন। এবম্বিধ আরো রসালাপ গোপীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তন্ময় দশা প্রাপ্ত হইল। গোপীগণের মনে উদয় হইতে লাগিল এবং তখন তাঁহারা নিজেরাই কৃষ্ণের ব্যবহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। গোপীগণের কৃষ্ণ তন্ময়তা অধিক হইয়াছিল যে অনেক গৌরবর্ণা গোপী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া গিয়াছিলেন।

৩। এই শ্লোকে তন্ময়ীভাব ব্যক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণ কান্তা ব্রজাঙ্গনাগণ, প্রিয়তম কৃষ্ণের পাদবিন্যাসভঙ্গী, মৃদুহাস্য, কটাক্ষ, প্রেমসম্ভাষণ, ভ্রূভঙ্গী, শৃঙ্গার চেষ্টা, প্রভৃতিতে এত নিবিড়ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের দেহ ইন্দ্রিয়াদি কৃষ্ণ সদৃশ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণভাবে ভাবিত হইয়া নিজেকে কৃষ্ণমনে করিতেছিলেন। প্রতিরূঢ়মূর্ত্তি অর্থ আবিষ্টমূর্ত্তি। গোপীগণ একে অপরকে বলিতেছেন—তোমরা কেন অস্থির হইয়াছ। আমিই কৃষ্ণ। এই বলিয়া কৃষ্ণের প্রেম চেষ্টাবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহা

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্ বনাদ্ বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥৪

অহংগ্রহোপাসনা বা সোহংজনিত অবস্থা বিশেষ নহে, পরন্তু কৃষ্ণপ্রেমের উচ্চতম স্তরের অবস্থা বিশেষ। রসশাস্ত্রে ইহাকে 'লীলা' নামক 'অনুভাব' বলিয়া থাকে।

৪। গোপীগণের প্রেমসিন্ধুতে পূর্ব্বোক্ত ভাবতরঙ্গ প্রশমিত হইলে তাঁহারা অন্যভাবে বিভাবিত হইলেন। তাঁহারা উচ্চৈস্বরে কৃষ্ণের নানাবিধ লীলা যথা পূতনা মোক্ষণ, গিরিধারণ, কালিয়দমন, দাবানলপান, গান করিতে করিতে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতঃ বন হইতে বনান্তরে উন্মাদিনীপ্রায় গমন করিতে লাগিলেন। উচ্চৈস্বরে গানের হেতু দূরবর্ত্তী কৃষ্ণকে আর্ত্তি নিবেদন করা অথবা গীতপ্রিয় কৃষ্ণকে লীলা সঙ্গীত দ্বারা আকর্ষণ করা, অথবা আর্ত্তির স্বভাব হেতু ঐরূপ করিতে ছিলেন। তাঁহারা এইভাবে বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষসমূহকে কৃষ্ণের সংবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণ কোন পথে গমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রবল বিরহার্ত্তিহেতু বৃক্ষের যে মানুষের মত ইন্দ্রিয় শক্তি নাই, বৃক্ষগণ যে উত্তর দিতে সমর্থ নহে, এই জ্ঞান গোপীগণের তিরোহিত হইয়াছিল। তথাপি গোপীগণের এইরূপ প্রশ্ন অরণ্যরোদনের ন্যায় নিষ্ফল হয় নাই। আকাশ যেরূপ স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বজীবের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, শ্রীকৃষ্ণও তেমনি পরমাত্মা রূপে সর্ব্বজীবের অন্তরে এবং পরব্রহ্মরূপ অন্য সর্ব্বত্র বিরাজমান। শ্রীকৃষ্ণ ৩২তম অধ্যায়ে নিজে গোপীগণকে বলিয়াছিলেন আমি পরোক্ষে তোমাদিগকে ভজন করিয়াছিলাম। কিম্বা গোপীগণ হয়ত, প্রেমতন্ময়তা হেতু লতাতে, পাতাতে, তরুতে, পুষ্পেতে স্ফুর্ত্ত কৃষ্ণকে নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিতেছিলেন।

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥৫

কচ্চিৎ কুরবকাশোক-নাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ॥৬

৫। গোপীগণ প্রথম অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়), ন্যগ্রোধ (বট), প্রভৃতি উচ্চবৃক্ষগণকে দেখিয়া ভাবিলেন ইহারা উচ্চ, বহুদূর পর্য্যন্ত ইহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া আছে। ইহারা কৃষ্ণকে অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, নন্দসুত তাঁহার প্রেমময় হাস্যযুক্ত দৃষ্টি দ্বারা আমাদের মনরত্ন হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছেন। তোমরা হয়তঃ তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবে। বল, বল, আমাদের সেই মনোহরণ কোন পথে গমন করিয়াছেন? গোপীগণ উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কোন উত্তর না পাইয়া ভাবিলেন—ইহারা বৃহৎ হইলেও ক্ষুদ্র ফল ধারণ করেন। ইহারা অহঙ্কারী, আমাদের মত দুঃখিনী নারীগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবকাশ ইহাদের নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের নিকট চল আমরা যাই। এই শ্লোকে কৃষ্ণ নাম না বলিয়া নন্দসূনু বলিয়াছেন। কারণ হয়তঃ এই যে নন্দ মহারাজ অতি সাধুসজ্জন, তাঁহার পুত্রও তদ্রূপ হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই। মনো দুঃখে বিশ্বাসহন্তা চৌরের নাম উল্লেখ করেন নাই।

৬। নিকটে এক পুষ্পোদ্যান দেখিয়া তথায় প্রবেশ করিয়া গোপীগণ বলিতে লাগিলেন এই পুষ্পবৃক্ষগণ শুদ্ধান্তঃকরণ, ইহারা মকরন্দ দ্বারা মধুব্রতগণের আতিথ্য বিধান করিয়া থাকেন। ইহারা অবশ্যই আমাদের কথা শুনিবেন। গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—হে কুরুবক, হে অশোক, হে নাগকেশর, হে পুন্নাগ, হে চম্পক বল, বল, রামানুজ কি এই পথে গমন করিয়াছেন? অথবা এখানে

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥৭

কোথাও অবস্থান করিতেছেন? তোমরা বলিয়া দাও, ওগো বলিয়া দাও। আমরা মানিনী, মধুর স্মিত হাস্যদ্বারা আমাদের মানধন হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। রাম বড়ই সরল ও উদার চিত্ত, আমরা ভাবিয়াছিলাম অনুজ বুঝি তদ্রূপ হইবেন, কিন্তু তাহা নহে। সেই কপট তাহার মোহন স্মিত হাস্যদ্বারা আমাদের মান গর্ব্ব হরণ করিয়াছে। সেই কপটীর বিচ্ছেদে আমরা জীবনধারণ করিতে পারিতেছি না। বল, বল সে কোন পথে গমন করিয়াছে? উত্তরের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, বৃক্ষগণ নীরব রহিলেন। মৃদু বাতাসে বৃক্ষশাখার আন্দোলন দৃষ্টে তাহারা ভাবিলেন বৃক্ষগণ বলিতেছে— আমরা জানিনা কে কোথায় গিয়াছে। তোমরা অন্যত্র গমন কর। তখন গোপীগণ বলিলেন—ইহারা বৃক্ষ হইলেও পুরুষজাতি। নারীগণের দুঃখ কি প্রকারে বুঝিবে। চল অন্যত্র যাই।

৭। সম্মুখে তুলসী কানন দেখিয়া গোপীগণ বলিলেন এই তুলসী কৃষ্ণের অতিপ্রিয়। ইনি স্ত্রীজাতি হেতু আমাদের দুঃখ বুঝিবেন। চল্ ইহাকে জিজ্ঞাসা করি। তাহারা বলিতে লাগিলেন—ও গোতুলসি, ওগো কল্যাণি, তুমি ভক্তি দান করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাক। গোবিন্দের চরণ তোমার অতিপ্রিয়। সেখানেই তোমার স্থান। আবার তুমিও গোবিন্দের এতপ্রিয় যে তোমার পত্র ও মঞ্জরীর সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া যখন তুলসীপত্র মঞ্জরীর মালাতে অসংখ্য অলিকুল বসিয়া থাকে, তখনও তিনি সেই মালা অলিকুল সহ বক্ষদেশে পরিধান করিয়া থাকেন। তিনি অচ্যুত, তোমাকে কখনো তাঁহার অঙ্গ হইতে চ্যুত হইতে দিবেন না। ও গো বল বল। তিনি কোথায় আছেন? আমরা বিচ্ছেদ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছিনা। তুলসী কোন উত্তর দিলেন না, তখন গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন আমরা সপত্নী,

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৮
চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৯

এজন্য তুলসী গোবিন্দের কথা জানিলেও ঈর্ষা বশতঃ বলিল না। চল, আমরা অন্যত্র গমন করি।

৮। একটু দূরেই গোপীগণ মালতি, মল্লিকা, জাতি, যূথিকা প্রভৃতি পুষ্প কানন দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা বলিতে লাগিলেন ইহারা গুণবতী হইলেও নম্রস্বভাবা। ইহারা আমাদের দুঃখ বুঝিবেন। চল, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। অমনি বলিতে লাগিলেন ওগো মালতি, ওগো মল্লিকে, ও গো জাতি, ওগো যূথিকে, তোমাদিগকে মুখ আনন্দিত দেখিতেছি। আমাদের মাধব নিশ্চয়ই তোমাদের সুগন্ধী পুষ্প চয়ন করিয়াছেন, এবং সেই করস্পর্শে তোমরা আনন্দিত। বল বল, আমাদের বল্লভ কোন পথে গমন করিয়াছেন?

৯। তরুগণ নীরব রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তখন গোপীগণ বলিতে লাগিলেন ইহারা দাসী, সুতরাং ভয় বশতঃ প্রভুর কথা আমাদিগকে বলিবে না। চল, অন্যত্র গমন করি। গোপীগণ এই ভাবে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে যমুনার উপকূলে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক ফল বৃক্ষ এবং অন্যান্য বৃক্ষকে সারিবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তখন গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন ইহারা তপস্যা করিবার জন্য যমুনাতীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা পরোপকারী, নিজের প্রাণ দিয়াও অন্যের উপকার করিয়া থাকেন, অনিষ্ট কারীকে ও ছায়া দান করেন। ইহাঁরা অবশ্যই কৃষ্ণের কথা বলিবেন। চল, ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া গোপীগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে চূত (লতা জাতীয় আম্র), হে প্রিয়াল, হে পনস

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্ বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥১০

(কাঁঠাল), হে অসন কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ (কেলি কদম্ব), হে নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ, তোমাদের জীবন অপরের উপকারেই উৎসর্গীকৃত। বিশেষতঃ তোমরা যমুনোপকূলে তীর্থবাস করিতেছ। কৃষ্ণ বিরহে আমরা আত্মহারা। আমাদের বুদ্ধিলুপ্ত হইয়াছে। আমাদের প্রাণ গোবিন্দকে কোন পথে গেলে পাইব বলিয়া দাও; আমাদের প্রাণ রক্ষা কর। গোপীগণ উত্তরের অপেক্ষা করিয়া নিরাশ হইলেন। তখন পরস্পর বলিতে লাগিলেন—এই বৃক্ষগণ তপস্যা নিরত, এজন্য উত্তর দিলেন না। এখন আমরা কি করি ? কোথায় যাই ?

১০। জনৈকা গোপী বলিলেন—এই দেখ পৃথিবীর উপরে অনেক তৃণাঙ্কুর। ইহা প্রকৃত পক্ষে ধরণার পুলক। নিশ্চয়ই কৃষ্ণের চরণস্পর্শে ধরণী পুলকিতা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানে থাকুন না কেন—পৃথিবীর উপরেত আছেন। পৃথিবী সৌভাগ্যবতী, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণের সহিত কখনো বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হন না। ইহাকেই আমরা জিজ্ঞাসা করি। তখন পৃথিবীকে বলিতেছেন—হে দেবি ক্ষিতে, তুমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে কোন এক তপস্যা করিয়াছিলে যাহার ফলে সর্ব্ব সময়েই কৃষ্ণের পাদস্পর্শ লাভে ধন্য হইতেছ। তোমার অঙ্গে পুলক দৃষ্টে তাহাই মনে হইতেছে। যদি জানিতে পারি তবে এই জন্মে সেই তপস্যাই করিব। যাহাতে জন্মান্তরে কেশবের চরণ স্পর্শ লাভের অধিকারিণী হইতে পারি। আচ্ছা, দেবি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমার অঙ্গের এই যে পুলক দৃষ্ট হইতেছে তাহা কি এইমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ হইতে সম্ভূত ? অথবা পূর্ব্বে বামনরূপী ভগবান যখন দৈত্যরাজ বলি হইতে ত্রিপাদভূমি দান প্রাপ্ত হইয়া এক বৃহৎ পদক্ষেপে তোমার

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥১১

সমস্ত দেহ আবৃত করিয়াছিলেন, সেই পদস্পর্শ হইতে জাত ? অথবা তাহারও বহু পূর্ব্বে, যখন বরাহ অবতারে প্রলয় জলধি তলে নিমগ্না তোমাকে বিষ্ণু বক্ষে করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন সেই স্পর্শ হইতে জাত ? বরাহ অবতার বা বামন অবতার বহুযুগ পূর্ব্বের কথা। আমাদের মনে হইতেছে তোমার অঙ্গের বর্ত্তমান পুলক নিশ্চয়ই আমাদের কান্ত শ্যাম সুন্দরের পদস্পর্শ হইতে জাত। কান্তের বিরহ আমাদের অসহনীয়। কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন না কেন তোমার বক্ষেত রহিয়াছেন। কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণ প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।

পৃথিবী নীরব রহিলেন। গোপীগণ ভাবিলেন কৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া পৃথিবী গর্ব্বিতা। এজন্যই বোধ হয় আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। এখন আমরা কি করি ? কোথায় যাই ?

১১। শ্রীকৃষ্ণ যখন হঠাৎ অন্তর্হিত হইলেন, তখন একা অথবা কোন এক বিশিষ্টা গোপী সহ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, তাহা শুকদেব স্পষ্ট বলিলেন না। শ্রীমতী রাধারাণীর যুথবর্ত্তিনী গোপীগণ তাহাদের যূথেশ্বরীকে ও সেই সময় হইতে দেখিতেছিলেন না। তখন তাহাদের মনে সন্দেহ হইল, শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই শ্রীমতী রাধা সহ অন্তর্হিত হইয়াছেন। অন্যান্য বিভিন্ন যুথ বর্ত্তিনী গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছিলেন, কেবল রাধার যুথবর্ত্তিনীগণ রাধা-কৃষ্ণ দুইজনকেই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবের ইষ্টদেব। এবং শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার ইষ্টদেবী। এই জন্য শুকদেব ইষ্টদেব ইষ্টদেবীর অন্তরঙ্গ লীলা মুখ্যবৃত্তিতে বর্ণনা না করিয়া ব্যঞ্জনা বৃত্তিতে বর্ণনা করিতেছেন।

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥১২

শ্রীমদ্ভাগবতে কোথাও ইষ্টদেবীর নাম, এমন কি গোপীগণ মধ্যে কাহারো নাম স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। রাধাকৃষ্ণের রহঃ লীলা স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ গোপীগণ মুখে রহস্যাবৃত করিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

গোপীগণ কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া চলিয়াছেন ; হঠাৎ বনের একান্তে স্বপক্ষীয়া গোপীগণ দেখিতে পাইলেন এক কৃষ্ণসারমৃগপত্নী আয়তলোচন বিস্তার করিয়া চাহিয়া আছে। অমনি ইহারা সেই হরিণীর নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন ওগো সখি এণ পত্নি! তুমি আমাদের সখি। কৃষ্ণকে দেখিলেই তুমি তোমার ঐ আয়ত নয়নের প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করিয়া থাক। অতএব তুমি আমাদের মতই কৃষ্ণপ্রিয়া। তোমার ঐ আয়ত নয়নের প্রেমময় দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিতেছি তুমি নিশ্চয়ই প্রাণবল্লভ গোবিন্দকে দেখিয়াছ। তুমি নীরব থাকিলে কি হইবে? আমরা যে তাঁহার অঙ্গগন্ধ অনুভব করিতেছি। কেবল কৃষ্ণ নহে। নিশ্চয়ই প্রিয়তমা সহ কৃষ্ণকে তুমি দর্শন করিয়াছ। সেই যুগল রূপ দর্শন জনিত আনন্দ তোমার নয়নে, বদনে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। কৃষ্ণ যে আমাদের কুলপতি গোপীজনবল্লভ। তাঁহার গলদেশে কুন্দপুষ্প মাল্য ছিল। আলিঙ্গন কালে প্রিয়তমা আমাদের যূথেশ্বরী রাধারাণীর বক্ষস্থিত কুচকুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত ও বিমর্দ্দিত কুন্দমালার গন্ধও আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি। বল বল সখি, কোথায় আমাদের সেই প্রাণবল্লভ? হরিণী ধীরে ধীরে বন মধ্যে প্রবেশ করিল।

এখন গোপীরা ভাবিলেন কৃষ্ণ বোধ হয় এই বন মধ্যে রহিয়াছেন। চল, আমরা অগ্রসর হই।

১২। কিয়দ্দূর গমনের পরেই এই গোপীগণ ফল ভারে অবনত

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎ করজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥১৩

কতকগুলি বৃক্ষদর্শন করিয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এই পথে গমন করিয়াছেন। ঐ দেখ বৃক্ষগুলি নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে দর্শন মাত্র প্রণাম করিয়াছিল, কৃষ্ণ সম্ভবতঃ তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করেন নাই। এইজন্য তাহারা এখনো প্রণতাবস্থাতেই রহিয়াছে। গোপীগণ বৃক্ষগুলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বৃক্ষগণ তোমাদিগকে প্রণতাবস্থায় দেখিয়া মনে হইতেছে। কৃষ্ণ এই পথে গমনকালে তোমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলে, তিনি তোমাদের প্রণাম গ্রহণ পূর্ব্বক তোমাদিগকে অভিনন্দন ও আশীর্ব্বাদ করেন নাই। এ জন্যই কি তোমরা এখনো অবনতাবস্থাতেই আছ? আর কৃষ্ণ কি করিয়াই বা আশীর্ব্বাদ করিবেন? প্রিয়তমার স্কন্ধদেশে নিজ বাম বাহু সন্তর্পণে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণ চলিতেছিলেন। তাঁহার গল দেশে বিলম্বিত বৈজয়ন্তী মালাতে তুলসী পত্র ও মঞ্জরী গ্রথিত ছিল, আবার কুন্দফুলের মালাও বক্ষে দুলিতেছিল। তুলসী গন্ধে মত্ত অলিকুল কৃষ্ণের সঙ্গে গমন করিতেছিল। প্রিয়তমার বদনকে বিকসিত কমল মনে করিয়া ঐ ভ্রমরকুল পুনঃ পুনঃ প্রিয়াননে বসিতে চাহিতেছিল। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণ করে লীলাপদ্ম ধারণ করতঃ অলিকুলকে নিবারণ করিতেছিলেন। আমাদের নয়নাভিরাম কৃষ্ণের নয়ন দ্বয় প্রিয়তমার বদন পানে নিবদ্ধছিল। উভয় বাহু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রিয়তমার সেবাতে নিযুক্ত ছিল, সুতরাং তোমাদিগকে সপ্রেম নয়নে অভিনন্দন করিতে পারেন নাই।

১৩। আর একটু অগ্রসর হইলে কোন এক তটস্থ পক্ষীয়া গোপী বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ, এই লতাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। ইহারা যদিও নিজ নিজ পতি বনস্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তথাপি সর্ব্বাঙ্গে পুলক চিহ্ন ধারণ করিয়াছে। আমার মনে হয় কৃষ্ণ

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥১৪

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥১৫

এই লতা হইতে কুসুম চয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কর স্পর্শে আনন্দিত হইয়া অঙ্কুরোদ্গম ছলে সর্ব্বাঙ্গে পুলকিত চিহ্ন ধারণ করিয়াছে।

১৪। এইভাবে উন্মাদিনী প্রায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বনে বনে অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্তি ও উৎকণ্ঠায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাহারা সকলে প্রায় চলৎশক্তি রহিত হইলেন। মর্মান্তিক বিরহ ব্যথায় এবং বনে বনে নিশীথ ভ্রমণে তাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। তখন লীলাশক্তি যোগমায়া গোপীগণের প্রাণ রক্ষার জন্য তাহাদের মনে কৃষ্ণলীলার আবেশ সঞ্চারিত করিয়া দিলেন। গোপীগণ তখন কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

১৫। কোন এক গোপী পূতনার আচরণ করিতে লাগিলেন, অপর একজন কৃষ্ণের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। যিনি পূতনা সাজিলেন, তিনি কৃষ্ণবৎ আচরণ কারিণীকে ক্রোড়ে করিলেন এবং কৃষ্ণবৎ আচরণ কারিণী গোপী অপরার স্তন মুখ দ্বারা চুষিতে লাগিলেন। অমনি পূতনা আচরণ কারিণী চিৎকার পূর্ব্বক অনতিদূরে গিয়া মৃতবৎ পতিত হইলেন। পূতনার কার্য্যের অনুকরণ করিলেন মাত্র, মনে কোন বৈরীভাব আসিল না। পূর্ববৎ মধুর ভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। এক গোপী হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় মাটিতে রাখিয়া শকটের ন্যায় দেহের মধ্যভাগ উচ্চ করিয়া রাখিলেন। অপর একজন কৃষ্ণবৎ নীচে শয়ন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শকটবৎ আচরণ কারণীকে পদাঘাত করিলেন। পদাঘাতে ইনি উল্টাইয়া ভূমিতে মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। লীলার অনুকরণ মাত্র করা হইল, মনোভাব অক্ষুণ্ণ রহিল।

দৈত্যায়িত্বা জহারান্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্ ।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥'
কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন ।১৬
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম ॥১৭
আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ত্ততীম্ ।
বেণুং ক্বণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥১৮

১৬। এক গোপী তৃণাবর্ত অনুকরণে হঠাৎ ছুটিয়া আসিয়া কৃষ্ণ অনুকরণ কারিণী গোপীকে কোলে তুলিয়া লইলেন। কৃষ্ণ অনুকরণ কারিণী উঁহার গলদেশ হস্ত দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। একটু পরে তৃণাবর্ত অনুকরণ কারিণী মাটিতে মৃতবৎ পড়িয়া গেলেন। কোন এক গোপীর নন্দালয়ে রিঙ্গন লীলা মনে পড়িল। তিনি কৃষ্ণের অনুকরণে এই বনকে নন্দালয় মনে করিয়া তথায় হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করিলেন। কটির কিঙ্কিণী এবং চরণের নূপুর সুমধুর ধ্বনিতে বাজিতে লাগিল।

১৭। গোষ্ঠলীলা মনে পড়িল। এক গোপী মনে করিলেন তিনি কৃষ্ণ, একজন নিজকে বলরাম, অপর কয়েকজন আপনাদিগকে কৃষ্ণসখা ব্রজ বালক মনে করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর নানাবিধ ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েকজন গোপী গোবৎস বৎ বিচরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর এক গোপী বৎসাসুররূপে গোবৎগণ সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। যিনি কৃষ্ণ সাজিয়াছিসেন, তিনি বৎসাসুর রূপিনীর চরণ ধরিয়া বধলীলা অনুকরণ করিলেন। আর এক গোপী বকাসুর অনুকরণে জলাশয়ের তীরে বসিয়া রহিলেন, এবং কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, তখন কৃষ্ণ রূপিণী গোপী তাহার ওষ্ঠদ্বয় ধারণ করিয়া বধলীলা অনুকরণ করিলেন।

১৮। কয়েকজন ধেনুবৎ দূরে চলিয়া গেলেন। একজন কৃষ্ণের অনুকরণে দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত দ্বারা বংশী বাদন অনুকরণ করিলেন; অমনি ধেনু অনুকারিণীগণ দৌড়িয়া কৃষ্ণ সমাপে আসিলেন। যাহারা

কস্যাশ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৯
মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্ত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥২০
আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্ ॥২১
তত্রৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষূংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥২২

নিজকে গোপবালক মনে করিয়াছিলেন, তাহারা সাধু সাধু বলিয়া কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

১৯। গোপীগণ কৃষ্ণের নানা বৈচিত্রপূর্ণ লীলা অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ লীলাবিষ্ট হইয়া আত্মানুসন্ধান বিস্মৃত হইয়া গেলেন। একজন গোপী অপর এক গোপীর স্কন্ধে বাহু স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন সখাগণ. আমিই কৃষ্ণ, আমার মনোহর গমণ ভঙ্গী দর্শন কর।

২০। গিরিধারণ লীলা স্মরণ হওয়াতে একজন গোপী নিজের উত্তরীয় বসন বাম হস্তে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—ইন্দ্র প্রেরিত বাতবর্ষার কোন ভয় করিও না। আমিই তোমাদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি। এস, এই পর্ব্বতের নিম্নস্থিত স্থানে সকলে প্রবেশ কর।

২১। কালিয়দমন লীলাস্মরণ হওয়াতে এক গোপী কালিয় নাগের অনুকরণে ভূমিতে লম্বা হইয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক রহিলেন। অন্য একজন কৃষ্ণের অনুকরণে কালিয়ের মস্তকে চরণ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন ওরে দুষ্ট সর্প, এস্থান হইতে দূরীভূত হও। আমি দুষ্টদমনের জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি।

২২। দাবানল মোক্ষণলীলা স্মরণ হওয়াতে এক গোপী কৃষ্ণের অনুকরণে বলিতে লাগিলেন—সম্মুখে কি ভয়ানক দাবানল। আমি

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা সুদৃক্‌ পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্‌ ॥২৩

মন্ত্র বলে তোমাদিগকে রক্ষা করিব। তোমরা সকলে নয়ন মুদ্রিত কর, কারণ অপরে দেখিলে মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। সকলে নয়ন মুদ্রিত করিলেন, কৃষ্ণও দাবানল পানের অভিনয় করিলেন।

২৩। দাম বন্ধনলীলা স্মরণ হইল। কি প্রকারে এই লীলাভিনয় করা যায়, ইহা এক সমস্যা। মধুর ভাবাবিষ্টা গোপীগণ মাতৃভাবের অভিনয় করিতে ইচ্ছা করেন না। লীলাশক্তি যোগমায়া ইহা সমাধান করিলেন। যোগমায়াদেবী মা যশোদা সাজিয়া কৃষ্ণলীলা অনুকরণ কারিণী গোপীকে বলিলেন—দধিভাণ্ডভঙ্গকারী নবনীত চৌরকে আমি উদুখলের সঙ্গে বন্ধন করিব। এই বলিয়া মাল্য দ্বারা কৃষ্ণ অনুকরণ কারিণীর কটি দেশ বন্ধন করিলেন এবং সুদীর্ঘ মাল্যের অপর প্রান্ত উদুখল রূপিনী গোপীর কটি দেশের সঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। যিনি কৃষ্ণলীলা অনুকরণ করিয়াছিলেন তিনি ভয়চকিত দৃষ্টি, ঈষৎ রোদন ও হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন পূর্বক ভীতবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত লীলা অনুকরণ কালে গোপীগণের কৃষ্ণ প্রতি যে কান্ত ভাব তাহা অক্ষুন্ন ছিল। যাহারা বকাসুর, পূতনা, কালিয়নাগ প্রভৃতির ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাদের মনেও কোনপ্রকার হিংসার ভাব বা আসুরভাব উদয় হয় নাই। 'আমি কৃষ্ণ বলিবার কালে ও সোহহং জাতীয় অদ্বৈত ভাব মনে উদয় হয় নাই। তাহারা কোনপ্রকার অতিরিক্ত সাজপোষাক ও পরেন নাই। কৃষ্ণলীলার আবেশে যেন স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সমস্ত লীলা অনুকৃত হইয়াছিল। লীলাতে আবিষ্ট হেতু ঐ সময় গোপীগণের মনে সেই প্রবল বিরহার্ত্তি ছিল না। লীলা বেশ তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, নতুবা গভীর আর্ত্তিতে গোপীগণের প্রাণ বিয়োগ হইত।

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥২৪
পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥২৫
তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎ পদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ ॥২৬

২৪। গোপীগণের লীলাবেশ ভঙ্গ হইলে তাহারা পুনরায় কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে পূর্ববৎ কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে, বনের এক প্রান্তে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন আছে, যাহা অন্য কাহারো চরণে থাকে না। এই চিহ্নের সঙ্গে গোপীগণ বিশেষ পরিচিত। তাহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ইহা কৃষ্ণেরই পদচিহ্ন, সুতরাং অবশ্যই নিকটে কোথাও কৃষ্ণ রহিয়াছেন।

২৫। গোপীগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—এই দেখ, পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে ইহা সেই মহাত্মা নন্দ কুমারেরই চরণচিহ্ন। ঐ দেখ দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্দ্ধরেখা এবং অষ্টকোন চিহ্ন; আবার বামচরণে ধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, মৎস্য এবং গোষ্পদ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আমাদের প্রাণ বল্লভ ব্যতীত জগতে আর কাহারো চরণে এই সমস্ত চিহ্ন নাই, যখন চরণ চিহ্ন দেখিতেছি, তখন বুঝিতে হইবে, তিনি নিশ্চয়ই নিকটে কোথাও আছেন। চল, আমরা এই চিহ্ন অবলম্বন করিয়া অন্বেষণ করিতে থাকি।

২৬। শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন অবলম্বনে গোপীগণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তৃণাচ্ছাদিত স্থানে কোন চিহ্ন নাই। আবার খুঁজিয়া খুঁজিয়া চরণচিহ্ন বাহির করিয়া ক্রমশঃ চলিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা লক্ষ্য করিলেন কৃষ্ণের চরণচিহ্নের পাশে পাশে অপর

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংসন্যস্তপ্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥২৭
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্ রহঃ ॥২৮

একজনের চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে। এই চিহ্নগুলি ছোট এবং লঘু, এজন্য ইহা কোন রমণীর পদচিহ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন এক গোপী আর্ত্তকণ্ঠে বলিলেন—কৃষ্ণ একা নহে, মনে হয় তাহার কোন এক প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়াই চলিতেছেন।

২৭। আমাদের প্রিয়তম নন্দ-নন্দনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে কে এই রমণী? ওই দেখ চরণ চিহ্নের গভীরতা দৃষ্টে মনে হইতেছে, নন্দনন্দন এই রমনীর বাহু নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া চলিতেছেন, যেমন মদমত্ত হস্তীর অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া হস্তিনী চলিতে থাকে তদ্বৎ। প্রতিপক্ষা গোপীগণ এরূপ বলিলেন। স্বপক্ষাগণ তৎক্ষণাৎ আসিয়া পদচিহ্ন দৃষ্টে বুঝিতে পারিলেন ইহা তাহাদের প্রিয়তমা সখী যুথেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর চরণচিহ্ন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই আছেন জানিয়া ইহারা নিশ্চিন্ত ও সুখী হইলেন। আবার যখন বুঝিতে পারিলেন রাত্রিকালে স্খলিত গতি শ্রীমতী রাধার অনায়াসে গমনের জন্য অথবা রাধাকে বলপূর্বক স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য কৃষ্ণ নিজ স্কন্ধে রাধার প্রকোষ্ঠ স্থাপন পূর্বক দৃঢ়ভাবে বাহুদ্বারা বন্ধন করিয়া পথ চলিতেছেন, তখন স্বপক্ষীয়াগণ অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন, কারণ ইহা দ্বারা রাধার প্রতি কৃষ্ণের সর্ব্বাধিক প্রীতি ব্যক্ত হইতেছে। শ্রীরাধার চরণচিহ্ন বর্নিত হইতেছে—বামচরণে ছত্র, চক্র, ধ্বজ, লতা, পুষ্প, বলয়, ঊর্দ্ধরেখা, অঙ্কুশ, অর্দ্ধচন্দ্র ও যব এবং দক্ষিণ চরণে শক্তি, গদা, রথ, বেদী, কুণ্ডল, মৎস্য, পর্বত ও শঙ্খ চিহ্ন বর্তমান।

২৮। স্বপক্ষা ও সুহৃদ পক্ষা গোপীগণ রাধারাণীর চরণ চিহ্নের সহিত পূর্ব হইতেই পরিচিতা ছিলেন। তাঁহারা চরণচিহ্নে বুঝিতে

পারিলেন কৃষ্ণের সঙ্গে রাধাই রহিয়াছেন। তটস্থা ও বিপক্ষাগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীরাধার অন্তরঙ্গা স্বপক্ষাগণ তাহাদের মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না। তটস্থাগণ কেবল কৃষ্ণের চরণ চিহ্নের কথা' আলোচনা করিতে লাগিলেন, সঙ্গিনীর কথা কিছুই বলিলেন না। বিপক্ষাগণ চিনিতে না পারিলেও ঈর্ষান্বিতা হইলেন। সুহৃদপক্ষাগণ বলিতে লাগিলেন এই চিহ্ন আমাদের মধ্যেই কোন এক ভাগ্যবতী গোপীর। তাঁহার পরিচয় নিয়াই কি হইবে? তবে ইহা জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই গোপী নিশ্চয়ই সর্ব্ব দুঃখহারী। অভীষ্টদাতা নারায়ণের আরাধনা করিয়া নারায়ণকে বশীভূত করিয়া বর লাভ করিয়াছেন। (শ্লোকস্থ হরি অর্থ সর্ব্বদুঃখ হরণকারী; ভগবান অর্থ নারায়ণ; ঈশ্বর অর্থ ভক্তের অভীষ্টদাতা পরম স্বতন্ত্র পুরুষ।) এই জন্যই গোবিন্দ, গোকুলের ইন্দ্রহেতু আমাদের এবং এই রমণীর পক্ষে তুল্য হইলেও, ইহার প্রতি অধিকতর প্রীত হইয়া আমাদিগকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করতঃ ইহাকে নিয়াই বিহার করিতেছেন। অনয়ারাধিত শব্দ সন্ধি বিশ্লেষণ করিলে হইবে অনয়া + আরাধিত। রাধ ধাতু হইতে রাধা শব্দ। যিনি আরাধনা করেন তিনিই রাধা। এই ভাবে কৃষ্ণের সঙ্গিণীর নামও ছদ্মরূপে প্রকাশিত করা হইল। শ্লোকের অন্য প্রকার অর্থ এরূপ হইবে হে অনয়াগণ (নীতিবহির্ভূত বাদিনীগণ)। তোমরা বৃথা এই মহীয়সী রমণীর সঙ্গে নিজের সমতা রূপ অহংকার করিতেছ। আমাদের সকলের মনোহরণকারী হরি নিশ্চয়ই রাধিত হইয়াছেন অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অমরকোষ মতে ভগ অর্থ স্ত্রী, কাম মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, কীর্ত্তি। সুতরাং ভগবান অর্থ সুন্দর, কামুক, স্বকীর্তিখ্যাপক, এবং ঈশ্বর শব্দের অর্থ বঞ্চনা করিতে সমর্থ। এই জন্যই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দ প্রীত মনে এই একজনকে নিয়া নিভৃতে গমন করিয়াছেন। গাঃ অর্থ ইন্দ্রিয় সমূহ বিন্দতি অর্থ আনন্দয়তীতি। সুতরাং গোবিন্দ অর্থ এই মহিয়সী রমণীর ইন্দ্রিয় সমূহের আনন্দ দাতা।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্দ্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে ॥২৯
তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥৩০
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥৩১

২৯। তটস্থা পক্ষীয়া গোপীগণ বলিলেন সখিগণ, তোমরা বৃথা বাদানুবাদ করিতেছ। গোবিন্দের সঙ্গে কে আছে বা না আছে খোঁজ নিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? গোবিন্দ পদরেণুর মাহাত্ম্য শুন। কৃষ্ণসখাগণের মুখে শুনিয়াছি কৃষ্ণগোষ্ঠ হইতে গৃহে ফিরিবার কালে ব্রহ্মা, ঈশান প্রমুখ দেব শ্রেষ্ঠগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণের চরণ বন্দনা করেন। বৃন্দাবনের ধূলি কণা কৃষ্ণের চরণ স্পর্শে পবিত্র। এই ধূলি কণা স্বয়ং রমাদেবী, ব্রহ্মা এবং শঙ্কর বিঘ্নবিনাশের জন্য মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন: এস, আমরাও এই চরণরেণু মস্তকে ধারণ করি, তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণবিরহ রূপ অঘ (প্রত্যবায়) দূরীভূত হইবে, আমরা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া তাহারা কৃষ্ণ পদাঙ্কিতাধূলি মস্তকে ও বক্ষে মাখিতে লাগিলেন।

৩০। প্রতিপক্ষা গোপীগণ (চন্দ্রাবলীর সখিগণ) বলিতে লাগিলেন—তোমরা চরণরেণুর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বল না ভাই তাহাতে আমাদের আপত্তির কোন কারণ নাই। কিন্তু কৃষ্ণ সহচরী এই রমণীর কার্য্যে আমাদের মনে গভীর ক্ষোভ জাত হইয়াছে। কৃষ্ণের অধর সুধা সর্ব্বগোপীগণের সম্পত্তি, কিন্তু এই মায়াবিনী কোন প্রকার মায়াদ্বারা কৃষ্ণকে বশীভূত করতঃ অচ্যুতাধরসুধা একাই চুরি করিয়া উপভোগ করিতেছে।

৩১-৩২। আরো কিছুদূর অগ্রসর হইলেন, সেখানে কেবল কৃষ্ণের পদচিহ্ন বর্ত্তমান, নিকটে অন্য কাহারো পদচিহ্ন নাই। স্বপক্ষাগণ তখন বলিলেন তোমরা বৃথা ক্ষুব্ধ হইতেছ, ঐ দেখ কেবল কৃষ্ণের পদচিহ্নই

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।৩২
অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে।৩৩

এখানে বর্তমান। কৃষ্ণ একাই বনে বনে চলিয়াছেন, তোমরা পূর্বে যে রমণীর চরণচিহ্ন দেখিয়াছ তাহা অন্য কাহারো হইবে। হয়তঃ ঐ পথে অন্য কেহ পূর্বে গমন করিয়াছিল। বিপক্ষাগণ পুনরায় বলিতেছেন তোমাদের কথা আমরা স্বীকার করি না। এই স্থানে প্রচুর তৃণাঙ্কুর বর্তমান। প্রেয়সীর চরণে ব্যথা হইবে। এই জন্য নিশ্চয়ই কৃষ্ণ তাহার প্রেয়সীকে দুই হস্তে তুলিয়া বক্ষে করিয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়াছে। অয়ি মুগ্ধাগণ, লক্ষ্য করিয়া দেখ, কামুক কৃষ্ণ প্রিয়তমাকে বহন করিয়া নিয়াছে, এইজন্য দুই জনের দেহভারে এই স্থানে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন ভূমিতে অধিকতর প্রোথিত। আবার দেখ সম্মুখে অশোক তরুতলে পুনরায় দুইজনের চরণচিহ্ন দেখা যাইতেছে। নিশ্চয়ই সেই বিদগ্ধ শিরোমণি কৃষ্ণ প্রিয়ার জন্য এই স্থানে পুষ্পচয়ন করিয়াছিল। শ্লোকে মহাত্মা শব্দ আছে। মহাত্মা শব্দের অর্থ (১) বিদগ্ধ শিরোমনি, অথবা (২) বুদ্ধিমান অথবা (৩) মহে (কান্তার প্রসাধন উৎসবে) আত্মা (মন) যাঁহার তিনি। এই তিন প্রকার ব্যাখ্যা টীকাকারগণ করিয়াছেন।

৩৩। প্রতিপক্ষগণ বলিতে লাগিলেন—এই স্থানে প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিয়াছে স্পষ্ট মনে হইতেছে। বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে পুষ্পচয়ন কালে চরণের অগ্রভাগের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া, এইস্থানে কৃষ্ণের পদচিহ্ন সম্পূর্ণ নহে, কেবলমাত্র চরণের অগ্রভাগের চিহ্নই বর্তমান রহিয়াছে। আরও দেখ, এই অশোক তরুর এই দিকের শাখাগুলিতে প্রস্ফুটিত পুষ্প দেখা যাইতেছে না।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥৩৪

শ্রীশুক উবাচ

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥৩৫

৩৪। আর একটু অগ্রসর হইয়াই বিপক্ষাগণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন এই দেখ, এইস্থানে নিশ্চয়ই সেই কামীকৃষ্ণ কামিণার কেশ প্রসাধন করিয়াছে। এই দেখ উপবেশণের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সেই রমণী কৃষ্ণের জানুর উপরেই উপবিষ্ট ছিল, চিহ্নদৃষ্টে ইহাই মনে হইতেছে। গর্ভকাখ্য ছিন্ন মাল্যখণ্ড (কবরীর ছিন্নমালা) ছিন্ন কেশ, ত্যক্ত পুষ্প দৃষ্টে স্পষ্ট অনুভব করা যাইতেছে, কৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা চূড়ার অনুকরণে প্রিয়ার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ কামুক; সেইজন্য প্রেমবতী সকলকে ত্যাগ করিয়া একজনকে নির্জ্জন স্থানে আনিয়াছে। আর এই রমণীও কামিণী, যেহেতু সখীগণকে বঞ্চনা করিয়া একা কৃষ্ণ সঙ্গ সুখ উপভোগ করিতেছে। বিপক্ষাগণ ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য বশতঃ দুঃখিতা এবং স্বপক্ষাগণ শ্রীরাধার সৌভাগ্য দৃষ্টে আনন্দিতা হইলেন।

৩৫। এই শ্লোক শ্রীশুকদেবের উক্তি :—পূর্বের কয়েকটি শ্লোকে গোপীগণের মুখে শ্রীরাধার প্রেম মহিমা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতা প্রদর্শন পূর্বক এখন শুকদেব বলিতেছেন কৃষ্ণ স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত হইয়া ও রাধার সঙ্গে রমণ করিয়াছিলেন। স্বাত্মরত শব্দের অর্থ স্ব (নিজ) অংশরূপ আত্মাতে রতি যাহার তিনি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিণীর সার। সেই রাধাতেই কৃষ্ণের রতি। ইহাই স্বাত্মরত শব্দের অর্থ। স্বাত্মরত বলিতে বুঝিতে হইবে নিজেতেই সন্তুষ্ট, অন্য কোন বাহিরের বস্তুর অপেক্ষা নাই। কোন কারণেই যাহাতে অসন্তুষ্টি আসিতে পারে না তিনিই স্বাত্মরত। শক্তি ও শক্তিমান যেরূপ রাধা ও কৃষ্ণ তেমনি অভেদ। আত্মারাম শব্দের অর্থ যিনি আত্মাতেই

রমণ (আনন্দ) করেন তিনি। আনন্দের জন্য যাঁহার বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা নাই, তিনিব আত্মারাম। অখণ্ডিত অর্থ স্ত্রীবিভ্রমে যিনি অনাকৃষ্ট। আপনি ব্যতীত অন্য কিছুতেই যিনি আকৃষ্ট হন না তিনিই অখণ্ডিত।

হ্লাদিণীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব।
মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণ খনি কৃষ্ণ কান্তা শিরোমণি॥ চৈঃ চঃ

সুতরাং রাধার সঙ্গে বিহারে কৃষ্ণের স্বাত্মরতত্ব, আত্মারামত্ব ও অখণ্ডত্ব অটুট থাকে। বরং আরও উজ্জ্বল রূপে জগতে প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণযে রসিকেন্দ্র চুড়ামণি, ইহা দ্বারা তাহাও প্রকাশিত হইল।

"রাধা কৃষ্ণ প্রণয় বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি রস্মা—
দেকাত্মানাবপিভূবিদেহভেদং গতৌ তৌ।"

স্বরূপ কড়চা

রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বত এক, কিন্তু লীলাতে দুই, কারণ একা লীলানন্দ হইতে পারে না। এই শ্লোকে বলা হইতেছে, রাধা প্রেমের এমনি মহিমা যে স্বাত্মরত, আত্মারাম ও অখণ্ডিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সেই প্রেমের বশীভূত হইয়াছেন। রাধাপ্রেম বিভু, কৃষ্ণের প্রেম বশ্যতা ও বিভু। এই জন্যই শ্রীরাধার মাত্র প্রসাদনার্থ শ্রীকৃষ্ণ একা বনে বনে রাধাসহ প্রেমলীলা করিয়াছেন।

সাধারণ মানব মানবীর এই শ্লোকের শিক্ষা কামুকগণের দৈন্য ও কামিনীগণের দৌরাত্ম্য। সংসারস্থ প্রাকৃত কামুক ব্যক্তিগণ দেখ সুখের জন্য কামিনীগণ হইতে নানা ভাবে উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলার সঙ্গে এই বাক্যের কোন সম্পর্ক নাই। ইহা সাধারণ রিপু বশীভূত মানব মানবীর শিক্ষার বিষয় মাত্র প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইল।

ব্রজদেবীগণ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা রহিতা, কেবল কৃষ্ণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য বাম্য বক্রতাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি

"প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ'সণ।
বেদস্তুতি হইতে তাতে হরে মোর মন॥"

বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের নিকট গোপীগণের এই প্রেম ব্যবহার এবং কৃষ্ণের এ জাতীয় প্রেম বশ্যতা কামাসক্তি বলিয়া মনে হওয়া অসম্ভব নহে। সেইজন্য শুকদেবের এই সাবধান বানী।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, দৃষ্টতঃ যে বস্তু দোষনীয় মনে হয়, তাহা না করাই ভাল। ইহার উত্তর এই—শ্রুতি ভগবানকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন। তিনি রস স্বরূপ আস্বাদক রূপেও রস, আস্বাদ্য রূপেও রস। তিনি প্রেমময়, আনন্দময় হইয়াও প্রেমরস, আনন্দ রস, আস্বাদনই তাঁহার কার্য্য। তাঁহার স্বরূপ শক্তিহ্লাদিনী রস সৃষ্টি করেন এবং এই হ্লাদিনীর দ্বারেই তিনি রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহা স্বরূপ বিরোধী নহে। বরং ইহা দ্বারা স্বরূপ অধিকতর উজ্জ্বল রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দাম বন্ধন লীলা স্মরণ করা যাইতেছে। শ্রীভগবান অসীম, অনন্ত, কোন বস্তু দ্বারাই তাঁহার বন্ধন সম্ভব নহে। কিন্তু বাৎসল্য রস আস্বাদন জন্য অখণ্ড অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী স্বয়ং ভগবান দাম বন্ধন স্বীকার করিলেন। ঈদৃশী প্রেম বশ্যতা ভগবানের পক্ষে দোষণ নহে বরং ভূষণই বটে। প্রেমরস আস্বাদন জন্য তিনি নিজেই এই নিয়ম করিয়াছেন যে ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডাতীত লোক সমূহে সর্ব্ব বস্তুই তাঁহার বশীভূত, কেবল মাত্র প্রেম বশীভূত নহে, বরং তিনিই প্রেমের বশীভূত। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎস হরণ লীলাতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যে সমস্ত বালক হইয়াছিলেন, তাহারা যদিও পৌগণ্ড বয়স্ক হইয়াছিল, তথাপি পৌঢ় গোপগণের তাহাদের প্রতি অস্বাভাবিক স্নেহ, এবং তিনি যে সমস্ত গোবৎস হইয়াছিলেন, তাহাদের মাতা ধেনুগণ যদিও পরে আবার প্রসব করিয়াছিল, তথাপি এই পূর্ব বৎস প্রতি

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥৩৬
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥৩৭

গোপীগণের অপরিসীম, অস্বাভাবিক স্নেহ শ্রীকৃষ্ণ নিজে ইচ্ছা করিয়াও বিন্দুমাত্র কমাইতে পারেন নাই। এবং এই জন্যই বলরাম কৃষ্ণের এই লুকোচুরি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় প্রেম কৃষ্ণের বশীভূত নহে। বরং তিনি নিজেই প্রেমের বশীভূত। কুরুক্ষেত্র মিলনকালে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎ স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥"

আমাতে ভক্তি জীবগণকে অমৃতত্ব (পার্ষদত্ব) দান করে। আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম, তাহা অতি বিরল। আমার ভাগ্যে এই প্রেম আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই প্রেম এতই শক্তিমান যে আমার অনিচ্ছা হইলেও এই প্রেম আমাকে বলপূর্বক তোমাদের নিকট নিয়া যাইবেই যাইবে। প্রেমের নিকট আমি শক্তিহীন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায় রাধাপ্রেম কত মহিমান্বিত ও শক্তিমন্ত।

৩৬-৩৭। এই ভাবে গোপীগণ কৃষ্ণের পদ চিহ্নাদি পরস্পরকে দেখাইতে দেখাইতে বিহ্বল চিত্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই দিকে কৃষ্ণ অন্য গোপীগণকে পরিত্যাগ পূর্বক যাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বনে বনে বিহার করিতেছিলেন, সেই গোপীর মনে সৌভাগ্য গর্বের উদয় হইল; তিনি সর্ব গোপীগণ মধ্যে নিজকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। গোপীগণ মধ্যে দুই প্রকার মানাবস্থা দেখা যাইতেছে। যে সময় কান্ত কৃষ্ণের কথাই মনে জাগে, তখন ঈর্ষাদি প্রচুর মানাবস্থা, এবং যখন প্রিয়তম ভিন্ন অন্য কথা মনে হয়, তখন গর্বাদি প্রচুর মানাবস্থা বলিয়া উক্ত হয়। শ্রীরাধার অনুরাগ অতি

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
না পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৩৮
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ॥৩৯

প্রগাঢ় হেতু তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষাদিময়ী অবস্থাই ছিল। হঠাৎ অন্যান্য গোপীগণের কথা শ্রীরাধার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন—আমার প্রাণবল্লভ আমাকে কত আদর, কত সোহাগ করিলেন, কিন্তু আমার সখীগণ কৃষ্ণ সঙ্গ কামনা করিয়া বনে বনে ক্রন্দন করিয়া ফিরিতেছে। পরম করুণাময়ী রাধার মন গোপীগণের দুঃখে বিগলিত হইয়া গেল। অন্তরে নিজ সৌভাগ্য চিন্তা জাগিলেই, সঙ্গে সঙ্গে সৌভাগ্যহীনা বিরহিনী গোপীগণের কথাও একই সঙ্গে জাগিতে লাগিল। শ্রীরাধা ভাবিলেন আমাদের সঙ্গে উহাদের সকলের মিলন হইলেই ভাল হয়। কিন্তু আমরা চলিতে থাকিলে মিলনের সম্ভাবনা অল্পই হইবে; সুতরাং কোন ছলে এইস্থানে অপেক্ষা করিলেই ভাল হইবে।

৩৮-৩৯। একটু অগ্রসর হইয়াই একটি সুন্দর স্থানে গমন করতঃ সৌভাগ্য গর্ববতী রাধা কেশবকে বলিলেন—আমি নিশীথে বনভ্রমণে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর চলিতে পারিতেছি না। শ্লোকে কেশব শব্দ আছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর কেশ প্রসাধন ও বেণী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কেশব। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—যদি অন্য গোপীগণ এখানে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে নির্জন বিহার সুখ ভঙ্গ হইবে। চল, কোন নিভৃত নিকুঞ্জে পুষ্পসয্যায় গমন করি। শ্রীরাধা বলিলেন তোমার মনের ইচ্ছা যেস্থানে, সেখানে আমাকে নিয়া যাও। "নয় মাং যত্রতে মনঃ" অর্থাৎ তোমার মন যেখানে সেখানে আমাকে পূর্ববৎ বক্ষে করিয়া নিয়া যাও, আমি আর চলিতে পারিতেছি না। টীকাকারগণ এই বাক্যাংশকে নানাভাবে আস্বাদন করিয়াছেন।

ইহা স্বাধীন ভর্ত্তৃকার উক্তি। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা নায়িকা এইভাবে প্রিয়তমের প্রতি গর্বোক্তি করিতে পারেন এবং ইহা প্রিয়তমের সুখাবহ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—ইহা দাক্ষিণ্য পূর্ণভাষা। বাম্যা নায়িকা রাধিকার মুখে কৃষ্ণ কোনদিন এরূপ কথা শ্রবণ করেন নাই। তিনি আনন্দিত হইলেন। আবার কৃষ্ণ তখনই ভাবিলেন নায়ক নায়িকা দুইজনের বাম্য ভাব থাকিলে মিলন সম্ভব হয় না। দুইজনের দাক্ষিণ্যভাব থাকিলে মিলন রসাবহ হয় না। একজনের দাক্ষিণ্য ভাব থাকিলে অপরের বাম্য ভাব প্রয়োজন; তাহা হইলে মিলন আনন্দপূর্ণ হইয়া থাকে। তৃতীয় ব্যাখ্যা—শ্রীরাধা বলিতেছেন তুমি এতক্ষণ নির্জন বিহার করিয়াছ, কেবল আমাকে ভুলাইবার জন্য। তোমার মন চন্দ্রাবলী প্রভৃতির নিকট পড়িয়া আছে। সুতরাং তোমার মন যাহাদের নিকট রহিয়াছে, সেই চন্দ্রা প্রভৃতির নিকট আমাকে লইয়া চল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন প্রিয়তমে, আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। স্কন্ধ অর্থ বাহুমূল অথবা বক্ষ। শ্রীরাধা আরোহণ করিবেন ঠিক এই সময় শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীরাধা কৃষ্ণকে আর দেখিতে পাইলেন না। কেন শ্রীকৃষ্ণ অকস্মাৎ দৃষ্টির অগোচর হইলেন এই বিষয় টীকাকারগণ অনেক বিচার করিয়াছেন। তাহাদের পদঙ্কানুসরণ পূর্বক এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

নায়িকার দাক্ষিণ্যভাবাবস্থায় (তোমার ইচ্ছামত স্থানে পুষ্পশয্যায় আমাকে নিয়া যাও এইরূপ বাক্যে), নায়কের বাম্যভাব প্রয়োজন। তাহা হইলে মিলন রসাবহ হইবে। এই মনে করিয়া কৃষ্ণ অল্প সময়ের জন্য অন্তর্হিত হইলেন। অথবা মহাভাববতী শ্রীরাধার কখনো কখনো মিলন কালেও বিরহস্ফুর্তি হইত। এইরূপ অবস্থাকে রসশাস্ত্রে "প্রেমবৈচিত্ত্য" বলা হইয়া থাকে। মাদনাখ্য মহাভাব ব্যতীত অন্য কোথাও ইহা হইতে পারে না। অনুরাগের প্রগাঢ় অবস্থায় হৃদয় ও হৃদয় বৃত্তি কখনো এত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে যে এক সঙ্গে প্রিয়তমের একটি বিষয়েই দেহ-মন-প্রাণ নিবদ্ধ হইয়া থাকে, অন্যকোন বিষয়ে মন কিছুই

ধারণা করিতে পারে না। যখন প্রিয়তমের রূপ দর্শন করিতেছেন, তখন সমস্ত মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বৃত্তি রূপেই নিবদ্ধ। তখন প্রিয়তম কথা বলিলেও তাহা কর্ণে প্রবেশ করিবে না। যখন প্রিয়তমের বংশী শ্রবণ করিতেছেন তখন ঐ বংশী শ্রবণেই সমস্ত মন-প্রাণ হৃদয় বৃত্তি একীভূত, যখন প্রিয়তমের গুণের কথা স্মরণ হয় তখন ঐ গুণে স্মরণেই সমস্ত মনপ্রাণ হৃদয় বৃত্তি একীভূত হইয়া থাকে। সেই সময় প্রিয়তম চক্ষুর সম্মুখে থাকিলেও দৃষ্টি গোচর হন না। এরূপ অবস্থা বিশেষকে প্রেম বৈচিত্ত্য বলা হইয়া থাকে।

যখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার স্কন্ধে (বক্ষে) আরোহণ কর এবং শ্রীরাধা ভাবিতেছেন আরোহণ করি, ঠিক সেই সময় রাধার মনে হইল আমার প্রাণবল্লভ কত প্রেমময়। রাধার মন-প্রাণ হৃদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ ঐ প্রেমময়ত্ব গুণেই ডুবিয়া রহিল। নিকটস্থ কৃষ্ণকে রাধা আর দেখিতে পাইলেন না। ফলে বিরহ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া গেলেন। কৃষ্ণ ভাবিলেন চমৎকার, আমি রাধাকে মিলন কালেই দেখি, বিরহকালে দেখা সম্ভব হয় না। মিলনে অন্যান্য গোপীগণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে রাধার আনন্দ কোটিগুণ অধিক—ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। বিরহে অন্যান্য গোপীগণের দুঃখ দেখিয়াছি রাধার বিরহ দুঃখ কখনো দেখি নাই। আজ আমার সেই সুযোগ ঘটিয়া গেল। রাধার বিরহ দুঃখ কত তীব্র, তাহা আজ এখনই দেখিতে পাইব। যোগমায়া ভাবিলেন রাসলীলা ঘটিবার জন্য সর্ব্ব গোপীর এক ভাব হওয়া প্রয়োজন। একাত্ম না হইলে মহতী রাসলীলা সম্ভব নহে। স্বপক্ষ, সুহৃৎ পক্ষ, তটস্থ পক্ষ, প্রতিপক্ষ আর এই চারিপক্ষ থাকিবে না। সব গোপী শ্রীরাধার অধীনে স্বপক্ষ হইয়া যাইবে। তবেই রাসলীলা সম্ভব হইবে। গোপীগণ জানেন মিলনে রাধার যে আনন্দ, তাহা নিজনিজ মিলনানন্দ হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক। রাধার বিরহ দুঃখ ও যে নিজনিজ বিরহ দুঃখ হইতে কোটিগুণ অধিক। এই জ্ঞান যখন গোপীগণের হইবে, তখনই শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠতা সকলে বুঝিতে

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥৪০

পারিবেন। তখনই সব গোপীর এই জ্ঞান হইবে যে তাহারা রাধার প্রসাদেই কৃষ্ণকে পাইতেছেন। সকলে তখন স্বপক্ষ হইবেন। এক মাত্র তখনই, রাসলীলা সংগঠন হইতে পারিবে। ইহা সাধনের জন্যই যোগমায়ার ইচ্ছাতে কৃষ্ণ অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পত্রান্তরালে থাকিয়া শ্রীমতীর বিরহাবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল অন্যান্য গোপীগণ আসিয়া বিরহিণী রাধিকার এই অবস্থা দেখুক, তাহা হইলে গোপীগণ বুঝিতে পারিবে, রাধা কত শ্রেষ্ঠ, কত মহৎ! রাধা-প্রেম কত গরীয়ান্।

৪০। প্রেম-বৈচিত্ত্যবতী রাধা তীব্র বিরহ দুঃখে ভূমিতে পতিত হইয়া অত্যন্ত আর্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইবার এমন কি বসিবার শক্তিও আর রহিল না। শ্রীরাধা আর্তস্বরে বলিতে লাগিলেন—"হা আমার নাথ, হা আমার রমণ, হা আমার প্রেষ্ঠ, হা মহাভুজ, তুমি কোথায়? ওগো তুমি কোথায়? তোমার এই দীনা দাসী তোমার অদর্শনে মৃতপ্রায়, একবার আসিয়া দর্শন দান কর।" খেদে 'হা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রাধিকা বলিতেছেন—'তোমার বিরহাগ্নিতে দহ্যমান দেহ হইতে প্রাণ এখনই বহির্গত হইবে। আমি যত্ন করিয়াও রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমিই আমার প্রাণের নাথ, একমাত্র তুমিই গমনোন্মুখ প্রাণকে রক্ষা করিতে সমর্থ। আমি নিজ সুখের জন্য এই ছার প্রাণ রক্ষা করিতে চাহিতেছি না, কেবল মাত্র তোমার সুখের জন্যই এই প্রার্থনা করিতেছি। হে আমার রমণ, তুমি শতকোটি গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া আমাকে এই নির্জন স্থানে আনিয়াছ, কত সোহাগ করিয়াছ। তোমার বিরহে আমার মৃত্যু হইলে, তুমি এই রতিসুখ আস্বাদন করিতে না পারিয়া

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥৪১

আমার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখে বিলাপ করিবে। যদি বল—না হয় আমি দুঃখ পাইব, তাহাতে তোমার কি?' এজন্য বলিতেছি, 'হে আমার প্রেষ্ঠ, তোমার পদ-নখের একটিমাত্র অংশও আমার কোটি প্রাণ হইতে প্রিয়। সুতরাং আমি মরিয়া গেলেও তোমার বিন্দুমাত্র দুঃখও আমার অসহনীয় হইবে। তাই বলিতেছি, একবার দেখা দাও, দেখা দাও। যদি বল, তোমার মৃতপ্রায় প্রাণ কিরূপে রক্ষা করিব? সেজন্য বলিতেছি, হে মহাভুজ তোমার বাহুস্পর্শ আমার পক্ষে মৃত-সঞ্জীবনী তুল্য। তোমার এই বাহুস্পর্শে আমার মৃতপ্রায় প্রাণ আবার সজীব হইয়া উঠিবে। তুমি যদি বল—'আমার বিষয় এরূপ জানিয়াও কেন আমাকে বলিয়াছিলে, আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়া চল। ইহা আমার উপর দৌরাত্ম্য নহে কি?' ইহার উত্তরে বলিতেছি—আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী, নিশীথে বনভ্রমণে শ্রান্ত এবং আলস্য, নিদ্রাতে অভিভূত হইয়া আমি ঐপ্রকার উদ্ধত উক্তি করিয়াছিলাম। এই চরণাশ্রিতা দাসী দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, দীনা দাসীকে ক্ষমা কর। আমি তোমার দাসীর অযোগ্যা হইলেও, আমার সঙ্গে সখিত্ব সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছ। তাই বলিতেছি—হে সখে, আমি দুঃখ-তাপে অন্ধ, আতুর হইয়া আছি। আমি চলৎশক্তি বিহীনা। তুমি নিজে সন্নিকটে আসিয়া দর্শন দান কর। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শ্রীরাধা ব্যাকুলা হইলেন, ক্রন্দন করিবার শক্তিও আর রহিল না। মুখে কেবল বলিতে লাগিলেন "ক্বাসি, ক্বাসি", ওগো কোথায় আছ? কোথায়? কোথায়? আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সম্পূর্ণ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

৪১। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিহ্নযুক্ত পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। গোপীগণের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইলেন।

রাকেশ শোভাবিজয়ী কান্তিবিশিষ্টা শ্রীমতী রাধা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়া আছেন। অনতিদূর হইতে গোপীগণের দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইল। গোপীগণ দূর হইতে পরস্পর বলিতে লাগিলেন 'সখিগণ, ঐ দেখ কি একটি উজ্জল বস্তু ভূমিতে দৃষ্ট হইতেছে। ইহা কি হইতে পারে? ইহা কি মন্দার পুষ্পগুচ্ছ নন্দন হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে? অথবা ইহা কি চন্দ্রকলা ধরাতে লুটাইতেছে? ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। তখন বলিতেছেন— নারীদেহের মত দেখিতেছি। তবে কি সৌন্দর্য্যের অধিদেবতা ধরাকে ধন্য করিবার জন্য আসিয়াছেন? সখিগণ, সত্বর চল, নিকটে গমন করি। সকলে ত্বরিতপদে নিকটে গমনপূর্বক শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন, ও বলিতে লাগিলেন 'কি আশ্চর্য্য, এ যে আমাদের বৃষভানুরাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা। কিন্তু এ কি হইল? একেবারে অসাড় হইয়া আছেন। স্বপক্ষাগণ নাসিকাতে তূলা ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন নিঃশ্বাস পড়িতেছে কি না। কেহ নবপল্লব দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন, কেহ নিকটবর্ত্তী কোন সরিৎধারা হইতে উত্তরীয় আর্দ্র করিয়া আনিয়া চক্ষে মুখে সলিল কণা সন্তর্পণে দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ হস্তপদ করতল দ্বারা ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ কর্ণমূলে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ সুশ্রূষার পর রাধারাণী একটু সংজ্ঞা লাভ করিলেন। অমনি নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। এবং মুখে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিতেছেন 'কাসি' 'কাসি'। বিকশিতা কমলিনীকে যেমন অলিকুল বেষ্টন করিয়া থাকে, তেমনি গোপীগণ রাধাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকলে বুঝিতে পারিলেন কৃষ্ণ বিরহে শ্রীরাধা ঈদৃশী চরম দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রতিপক্ষা চন্দ্রাবলী প্রমুখা গোপীগণ এবং তটস্থাগণ সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেম, তাহাদের প্রেম হইতে লক্ষগুণ অধিক। যেহেতু কৃষ্ণ বিরহিনী তাহারা বনে বনে কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতে সমর্থ আছেন, কিন্তু

তয়া কথিতবার্ত্তা মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাৎ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥৪২

রাধা কৃষ্ণবিরহে মৃত প্রায়। সুতরাং কৃষ্ণকে লাভ করিতে হইলে রাধাকে বাঁচাইয়া তুলিতেই হইবে। একমাত্র রাধাপ্রেমের আকর্ষণেই কৃষ্ণ আসিতে পারেন, নতুবা নহে। সমস্ত গোপীবর্গ তখন রাধার স্বপক্ষীয়া হইয়া গেলেন। তাহারা সকলে উপলব্ধি করিলেন কৃষ্ণ যে একা রাধাকে নিয়া বনবিহার করিয়াছেন, ইহা রাধা প্রেমের শ্রেষ্ঠতা হেতুই —।

৪২। তখন সর্বগোপীগণ রোদন করিতে করিতে রাধার কর্ণমূলে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং নানাভাবে রাধার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে রাধার চৈতন্য লাভ হইল। "হা নাথ" বলিয়া রাধা নয়ন উন্মিলন করিলেন। গোপীগণ তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি, তুমি কিরূপে আমাদের সঙ্গচ্যুত হইলে এবং কিরূপেই বা এই মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইলে আমাদিগকে বল। তখন শ্রীমতী রাধা ধীরে ধীরে সজল নয়নে বলিতে লাগিলেন—সখিগণ, প্রাণনাথ কিপ্রকারে যে আমাকে সকলের মধ্য হইতে নিয়া গিয়াছিলেন,—আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। পরে বুঝিতে পারিলাম—আমার মাধব ও আমি এই যুগল বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। কত আদর, কত সোহাগ যে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তোমাদিগকে কি বলিব? (মাধব=মা+ধব) সর্ব্বগুণ ও ঐশ্বর্য্যের পতি অথবা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহাকে রমণরূপে কামনা করেন তিনি মাধব। চরণের দাসী আমি সৌভাগ্যগর্বে গর্বিত হইয়া আমাদের মহারাজপুত্রকে আদেশ করিয়াছিলাম—আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমাকে বক্ষে করিয়া বহন করতঃ যথা ইচ্ছা নিয়া যাও। ইহা আমার দৌরাত্ম্য। এই জন্যই আমি ত্যাগরূপ অবমান প্রাপ্ত হইয়াছি। দৌরাত্ম্য শব্দের অর্থ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীচরণ এইভাবে করিয়াছেন—দূরে আত্মা (শ্রীকৃষ্ণ) যস্যাঃ সা দুরাত্মা। তস্যাঃ

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্ বিভাব্যতে।
তমঃপ্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৪৩

ভাবো দৌরাত্ম্য। অর্থাৎ কৃষ্ণ বিরহ প্রাপ্ত ব্যক্তির অবস্থা বা ভাব। ইহা শ্রবণ করিয়া অন্যান্য গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—প্রিয় সখি, তুমি প্রাণবল্লভ হইতে যে মানপ্রাপ্ত হইয়াছ তাহা তোমারই যোগ্য বটে। আর তুমি রতিশ্রান্তিবশতঃ স্বাধীন ভর্তৃকাভাবে যে বলিয়াছ—"নয়মাং যত্রতে মনং" ইহাও রসোপযোগী হইয়াছে। কিন্তু রসিকেন্দ্র চূড়ামণি, মহা প্রেমময় কৃপানিধি প্রাণবল্লভ এইভাবে সংভুক্তা নায়িকাকে ত্যাগ করিলেন, ইহার কারণ বুঝিতেছি না। গোপীগণ সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন।

৪৩। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীমতী রাধা কিছু সুস্থ বোধ করিলে, রাধারাণীকে অগ্রে করতঃ গোপীগণ পুনরায় কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইলেন। জ্যোৎস্নালোকে বনমধ্যে যতদূর সম্ভব তাহারা প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কোথাও কৃষ্ণদর্শন মিলিল না। ইহার পর বন ক্রমশঃ নিবিড় হইতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোক বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। এইরূপ অবস্থায় সকলে অন্বেষণে নিবৃত্ত হইলেন। শ্রীমতী রাধা বলিলেন—সখিগণ এইভাবে অনুসন্ধান করিয়া শ্যামসুন্দরকে আমরা পাইবনা। তিনি নিজে ইচ্ছাপূর্বক ধরা না দিলে, আমরা কিছুতেই তাহাকে ধরিতে পারিব না; তিনি বরং আরো নিবিড়তর কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবেন। ইহাতে কণ্টকাদি দ্বারা তাঁহার সুকোমল চরণ বিদ্ধ হইবে এবং লতা ও বৃক্ষকাণ্ড দ্বারা সুকোমল তনুতে আঘাতপ্রাপ্ত হইবেন। সুতরাং আর অন্বেষণ করা আমাদের সঙ্গত হইবে না। ইহাতে কৃষ্ণকে কষ্টই দেওয়া হইবে। তখন গোপীগণ রাধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সখি, তুমিই প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়া, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কি, আমাদিগকে বল। তখন শ্রীমতী রাধারানী বলিলেন—কৃষ্ণ নাম, গুণ গান করাই কৃষ্ণ প্রাপ্তির প্রধান উপায়। এস, আমরা এই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥৪৪

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥৪৫

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

পুনরায় যমুনার প্রশস্ত পুলিনে গমন করি এবং সকলে এক মনে, এক প্রাণে কৃষ্ণনাম গুণগান করি। অবশ্যই আমরা তাঁহাকে পাইব।

৪৪। গোপীগণ তন্মনস্কা হইয়াছিলেন—অর্থাৎ সর্ব্বগোপীর মন একমাত্র কৃষ্ণেই নিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা নিজ দেহ, গেহ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একমাত্র কৃষ্ণকথাই অর্থাৎ কিভাবে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে এবং কৃষ্ণরূপ, গুণ, লীলা পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। তাঁহারা তদ্বিচেষ্টা অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণ প্রাপ্তির জন্যই তাহাদের সর্ববিধ চেষ্টা হইয়াছিল। এবং তাঁহারা তদাত্মিকা (আত্মা অর্থ যত্ন) হইয়াছিলেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্তিই একমাত্র তাঁহাদের যত্ন বা চেষ্টা হইয়াছিল। গোপীগণের মনে কেবল মাত্র কৃষ্ণের প্রেম, কৃপা, রসালাপ, রূপ, গুণ ইত্যাদি উদয় হইতে লাগিল। তিনি যে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্ত দোষ বিন্দু মাত্রই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। গোপীগণ আত্মহারা হইয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণগুণ কীর্ত্তনই করিতে লাগিলেন।

৪৫। কৃষ্ণ ভাবনারতা গোপীগণ এইভাবে পুনরায় যমুনা পুলিনে আগমন করিলেন এবং কৃষ্ণাগমনাকাঙ্ক্ষায় সকলে সমবেত ভাবে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গুণ, লীলা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি দশমস্কন্ধে রাসলীলাতে ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ।

গোপ্য উচুঃ।

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥১

বিভিন্ন যূথেশ্বরী কর্তৃক বিভিন্ন শ্লোক গীত :—

১। হে প্রিয়, তোমার জন্মাবধি এই ব্রজধাম সর্ব্বাধিক রূপে জয়যুক্ত হইতেছে। ব্রজধামের একরূপ সৌন্দর্য্য পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু তোমার জন্মাবধি সেই সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার কারণ, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী তোমার জন্মের পর হইতে এই ধামের সেবা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠ এবং অন্য সর্ব্বত্র লক্ষ্মী সেবিত হইয়া থাকেন, কিন্তু এই ব্রজধামই একমাত্র স্থান, যাহার সেবা লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, লক্ষ্মী দেবী তোমার চরণ সেবা করিতে সর্ব্বদাই আগ্রহী, সেই জন্য তোমার সুখের জন্যই তোমার ধামকে সৌন্দর্য্যও ঐশ্বর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন। এই ব্রজধামের সবই সুন্দর, এখানকার অধিবাসী সকলেই সুখী, কেবলমাত্র তোমার দাসী এ গোপীগণই তাহার ব্যতিক্রম। তোমাতে সমর্পিত চিত্তা এই গোপীগণ তোমার বিরহে নয়ন জলে ভূমি সিক্ত করিয়া, তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে। হে দয়িত, হে প্রাণ বল্লভ, যিনি দয়া করেন তিনিইত দয়িত। সুতরাং তুমি একবার দর্শন দান করিয়া এই দুঃখিণীগণের প্রাণ রক্ষা কর। ব্রজের সকলেই সুখী, কেবলমাত্র যাহারা তোমাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে তাহারই দুঃখী। তোমার এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য ও আমাদিগকে দর্শন দান করা সঙ্গত। তোমার বিরহে আমাদের যে দুঃখ, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এরূপ গুরুতর দুঃখে প্রাণ

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥২

বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা নহে। তবুও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, আমাদের প্রাণ আমাদের দেহের মধ্যে নাই। তাহা তোমাতে সমর্পিত এবং তুমি তাহা গ্রহণ করিয়া তোমার নিকটেই রাখিয়া দিয়াছ।

২। শরৎ কালীন স্বচ্ছ সরোবরের মধ্যস্থলে যে পূর্ণ বিকশিত শতদল পদ্ম, তাহার কোষমধ্যস্থ সৌন্দর্য্য তোমার নয়ন অপহরণ করিয়া এত সুন্দর হইয়াছে। ইহা দ্বারা নয়নের সৌন্দর্য্য ও চৌর্য্য কার্য্য প্রকাশিত হইতেছে। এই নয়নভঙ্গিতে আমাদের নিকট সুরত প্রার্থনা তুমিই করিয়াছ; সুতরাং আমাদের সুরতেচ্ছা ও তুমিই জন্মাইয়াছ। তাহাতে আবার তুমি বর দান করিয়া (আগামী পূর্ণিমা নিশি সমূহে তোমাদের সঙ্গে রমণ করিব এই বর), সেই রমণেচ্ছা আরো দৃঢ় করিয়াছ। আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী হইয়াছি। আমাদিগকে বিনামূল্যের দাসী করা তোমার পক্ষে মোটেই কঠিন কার্য্য নহে। শতদল পদ্ম গভীর জলাশয়ে থাকিয়াও তোমার নয়ন চৌরের কবল হইতে তাহার সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারে নাই। আমরাও সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে বিচরণ করিয়া থাকি, আমরা কি প্রকারে নিজ মনকে রক্ষা করিব? 'এখন বুঝিতেছি, তুমি যে নয়ন ভঙ্গীতে সুরত প্রার্থনা করিয়াছিলে এবং বর দান করিয়াছিলে, সে সমস্তই আমাদিগকে বধ করিবার কৌশলমাত্র। নয়নভঙ্গীতে দাসী করিয়া এখন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বধ করিতে চেষ্টা করিতেছ। অস্ত্র দ্বারা বধ করা অপেক্ষা এই প্রকার বধ অধিকতর নিষ্ঠুরতার কার্য, যেহেতু ইহাতে তিলে তিলে বধ করা হইতেছে।

অতএব নিজ দোষক্ষালন হেতু তুমি দর্শন দান কর।

বিষজলাপ্যয়াদ্ ব্যালরাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাদ্ বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্ বিশ্বতো ভয়াদ্ ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥৩
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্ অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥৪

৩। ব্রজজন গণকে তুমি কত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, ইহার ইয়ত্বা নাই। যখনই ব্রজবাসীগণ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে, তুমি সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমরাও ব্রজে বাস করি। আমরাও তোমা দ্বারা বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছি। কালিয় নাগের বিষ জল পানে যে সমস্ত রাখাল বালক ও গোবৎসগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে পুণর্জ্জীবন দান করিয়াছিলে, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে অন্য কেহ বিপদগ্রস্ত না হয়, সেইজন্য কালিয়নাগকে বিতাড়িত করিয়াছিলে। অঘাসুরের গ্রাস হইতে বহু গোবৎস ও গোপবালক গণকে তুমি রক্ষা করিয়াছিলে, এবং সেই অজগর রূপী অসুরকে তুমি বিনাশ করিয়াছিলে। দেবরাজ ইন্দ্র, তদীয় যজ্ঞবন্ধ হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রবল বর্ষণ, অশনি পাত, ও ঝঞ্ঝাবাত দ্বারা যখন ব্রজভূমি ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন তুমিই বামহস্তে গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলে, দাবানল হইতে তুমি সকলের প্রানরক্ষা করিয়াছিলে। অরিষ্টাসুর ও ব্যোমাসুর হইতেও তুমি ব্রজজনকে রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি কি নিজহস্তে বধ করিবার জন্যই বিভিন্ন বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলে? হে ঋষভ (সর্বশ্রেষ্ঠ), আমাদের বর্তমান প্রাণ সঙ্কট বিপদ হইতে, আমাদিগকে দর্শন দানে রক্ষা কর। অরিষ্টাসুর ও ব্যোমাসুর বধ যদিও রাসলীলার অনেক পরে ঘটিয়াছিল, তথাপি গোপীগণ ইহা উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ তাঁহারা গর্গ ও ভাগুরি মুনিগণের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

৪। হে সখে, তুমি যশোদানন্দন হইলেও, তোমাকে যশোদানন্দন বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস হইতেছে না। কেননা মা যশোদা কত কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র চিত্তা, আর তোমার হৃদয় এত কঠিন যে তোমার

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধুর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥৫

বিরহে আমরা মৃতপ্রায় হইয়াছি, তথাপি দর্শন দানে আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেছ না। কেহ কেহ বলেন তুমি পরমাত্মা। পরমাত্মা হৃদয়ে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই জীবের সুখ দুখ বুঝিতে পারেন। তুমি আমাদের দুঃখ আর্ত্তি বুঝিলে কি এইভাবে উদাসীন হইয়া থাকিতে পারিবে? পৌর্ণমাসীদেবী বলিয়াছিলেন—ব্রহ্মা বিশ্ব পালনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই হেতু তুমি যদুকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহা কী সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি নিজের কর্ম দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন কর। আমরা এই বিশ্ববাসী। আমাদিগকে রক্ষা করা বিশ্বপালন নহে কি? তোমার প্রকৃত পরিচয়, তুমিই নিজ কার্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন কর। এই শ্লোকে গোপীগণের মনে কৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধি আছে বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা তাহাদের অন্তরের স্থায়ী ভাব নহে: কোন গৃহস্থ রমণী কুটুম্ব বাড়ীতে উৎসবাদিতে যাইবার কালে যেমন ধনী প্রতিবেশী হইতে ধার করিয়া কোন কোন অলঙ্কার লইয়া যায়, আবার কার্য্য শেষে ফেরৎ দেয়, সেইরূপ বিরহ-কালে গোপীগণ মাঝে মাঝে কৃষ্ণে ঈশ্বর বুদ্ধিসূচক কথা বলিতেন, কিন্তু ইহা স্থায়ী হইত না। কৃষ্ণে প্রাণেশ্বর বুদ্ধিই তাহাদের স্থায়ীভাব।

৫। হে বৃষ্ণি কুলতিলক, সংসার ভয়ে ভীত হইয়া যাহারা তোমার চরণে শরণাপন্ন হয়, তোমার করকমল তাহাদিগকে অভয় দান করিয়া থাকে। তোমার এই সুকোমল করকমল মোক্ষাদি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিতে সমর্থ, সর্ব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী তোমার কর ধারণ করিয়া আছেন, অর্থাৎ তোমার করকমল সর্ব্বসম্পদের আশ্রয়। হে কান্ত (প্রিয়তম), এই করকমল আমাদের মস্তকে অর্পণ করিয়া আমাদিগকে শ্রীচরণের দাসী বলিয়া অঙ্গীকার কর।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥৬

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষনং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃদ্ধি হৃচ্ছয়ম্ ॥৭

৬। তুমি ব্রজবাসীগণের সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্বদাই দূর করিয়া থাক, আজ কেন তাহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি? তোমার অদর্শন জনিত আমাদের দুঃখ দর্শন দানে কেন দূর করিতেছ না? প্রকৃতবীর যাহারা, তাহাদের স্বভাবই এই যে তাহারা দুর্ব্বলের দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না; দুর্ব্বলের দুঃখ যথা সম্ভব শীঘ্র বিদুরিত করিয়া থাকেন। আমরা অবলা, আমাদের দুঃখ তুমি অবশ্যই দূর করিবে। তোমার আদর সোহাগে আমাদের সৌভাগ্য গর্ব্ব হইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই গর্ব্ব তোমার সুখের মৃদু হাস্যই দূর করিতে পারিত। তজ্জন্য এ সুদীর্ঘকাল অদর্শনের কোন প্রয়োজন ছিল না। হে সখে, তোমার এই দীনা কিঙ্করীগণকে বিকশিত নীলোৎপল সদৃশ তোমার সুন্দর আনন দর্শন করাইয়া তাহাদের প্রাণ শীতল কর।

৭। হে প্রিয়তম, কোন সৌভগ্যে তোমার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম নিজ গর্ব্ব দোষে তোমাকে হারাইয়াছি। তোমার চরণের এমনই বিশেষগুণ যে প্রণত ব্যক্তি মাত্রেরই পাপ ও অমঙ্গল বিনষ্ট করে। তোমার সেই চরণে আমরা প্রণত হইতেছি। তোমাকে প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দূরীভূত হউক! তোমার দর্শনে, স্পর্শনে ভাষণে, হাস্যে, লাস্যে আমাদের অন্তরে যে কামানল প্রজ্জলিত হইয়াছে, তাহা আমাদের হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। তোমার ঐ রাতুল চরণ কমল আমাদের বক্ষে স্থাপন কর। তাহার শীতল স্পর্শে বক্ষের জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে। তুমি বলিতে

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ৮॥

পার আমাদের বক্ষ কঠিন, তোমার চরণ সুকোমল। কঠিন বক্ষ স্পর্শে সুকোমল চরণ ব্যথিত হইতে পারে। কিন্তু হে নাথ, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। যখন গোচারণে গমন কর তখন কণ্টক কঙ্কর পূর্ণ বন ভূমিতে বিচরণ করিতে হয়। সেই বনভূমি হইতে ও কি আমাদের বক্ষ কঠিন? তুমি বিষধর কালিয় নাগের মণিভূষিত কণার উপর নৃত্য করিয়াছিলে। তাহা হইতেওকি আমাদের বক্ষ কঠিন? কেন তোমার চরণ বক্ষে স্থাপন করিতে চাই বলিতেছি। তোমার চরণ শ্রীনিকেতন অর্থাৎ সর্ব্ব শোভা-সৌভাগ্য-সম্পদের আশ্রয় স্থল, এই চরণ স্পর্শে আমাদের তাপিত অন্তর শীতল হইবে। তাই বলিতেছি তোমার চরণ কমল আমাদের কুচতটে অর্পণ করিয়া হৃদয়ের কামাগ্নি নির্ব্বাপিত কর।

৮। যে কোন রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বাহিরের প্রলেপে অনেক সময় রোগের উপশম হইয়া থাকে। কিন্তু রোগ যখন ভীষণাকার ধারণ পূর্ব্বক প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়ায়, তখন কেবল বাহিরের প্রলেপে কাজ হয় না, ঔষধ সেবন করাইতে হয়। হে কমল নয়ন, তোমার বিরহ জনিত আমাদের এই দারুণ ব্যাধিতে আমরা মৃতপ্রায়, আমাদের বক্ষে তোমার শীতল চরণ কমল স্পর্শদ্বারা কিছুটা সাময়িক উপকার হইতে পারে বটে, কিন্তু রোগ শান্তির জন্য অধরামৃত পান একান্ত প্রয়োজন। তোমার মধুর বাক্য, যাহা সুমধুর পদ বিন্যাস, পদলালিত্য ও অর্থপূর্ণ, যাহা বিদ্বজ্জনেরও মনোহরণকারী, তাহা স্মরণে তোমার কিঙ্করীগণ মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। যেমন তুমি বলিয়াছিলে "রাধে, তুমি কঠিন হও বা মৃদু হও, তুমিই আমার প্রাণ; চন্দ্র ব্যতীত চকোরের অন্য গতি নাই।" এবং "হে আমার প্রাণ

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥৯

বল্লভাগণ, তোমাদের প্রেম শৃঙ্খলে আমি নিয়ত বদ্ধ। তোমাদের হস্তস্থিত কঙ্কনের ন্যায় আমি তোমাদের অধীন" ইত্যাদি। এই মোহগ্রস্তা আমাদিগকে তোমার অধর সুধা পান করাইয়া সঞ্জীবিত কর, নতুবা আমাদের প্রাণ রক্ষা হইবার অন্য উপায় নাই। যদি বল এই বস্তু অদেয়, তাহা হইলে বলিতেছি তুমি বীর, বীরের পক্ষে অদেয় কিছু থাকিতে পারে না।

৯। তোমার কথা অমৃত তুল্য। কৃষ্ণ কথার মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। অমৃতের যেমন মধুরতা ও মত্ততা দুই গুণ আছে, তোমার কথাতেও এই দুই গুণ সদা বর্ত্তমান। পুত্র শোকার্ত্তা রমণী ও কৃষ্ণ কথা শ্রবণে অনেকটা শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণকথা শ্রবণে এবং কীর্ত্তনে ভক্তগণ আনন্দে মত্ত হইয়া লোকলজ্জা ত্যাগ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে নৃত্য করিতে থাকেন। কৃষ্ণ কথার মাধুর্য্য অবর্ণনীয়। অমৃত তিন প্রকার; প্রথম স্বর্গের অমৃত, দ্বিতীয় মোক্ষরূপ অমৃত, তৃতীয় কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত। কৃষ্ণ কথা রূপ অমৃত পূর্বোক্ত দুই প্রকার অমৃত হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। স্বর্গের অমৃত সেবনে ভোগ বাসনা বর্দ্ধিত হয়, সেজন্য পাপাদি নাশ করিবার ক্ষমতা স্বর্গের অমৃতের নাই। মোক্ষামৃত অপ্রারব্ধ পাপাদি নাশ করিলেও প্রারব্ধ বিনাশ করিতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম প্রারব্ধ পর্যন্ত ধ্বংশ করিতে সক্ষম। ইহা সন্তপ্ত বা আর্ত্তজনের দুঃখ বিনষ্ট করিয়া থাকে। এমন কি তোমার বিরহে মৃত্যু দশায় উপনীত জনও পুনর্জীবন লাভ করিয়া থাকে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক প্রণিধান যোগ্য :—

"চেতো দর্পন মার্জ্জনং, ভব মহা দাবাগ্নি নির্বাপণং,
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং, বিদ্যাবধূ জীবনং।

আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

ব্রহ্মা, নারদ, চতুঃস্বন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ব্যাস, শুকদেব প্রভৃতি জ্ঞানী গুণীগণ তোমার কথার স্তব করিয়া থাকেন। ইহা কল্মষাপহ অর্থাৎ কৃষ্ণ কথা দ্বারা সংসারের হেতুভূত পুণ্য ও পাপরূপ কল্মষ সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া থাকে। ইহা শ্রবণ-মঙ্গল, অর্থাৎ ভক্তির অন্যের কোন অঙ্গানুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র কৃষ্ণ কথা শ্রবণ দ্বারাই (শ্রবণাঙ্গ ভক্তি), সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল সিদ্ধ হইতে থাকে, অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রেম লাভ হইয়া থাকে। ইহা শ্রীমৎ অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষযুক্ত, ইহা আতত অর্থাৎ সর্বব্যাপী, ভক্তগণ কর্তৃক গীত হইয়া সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এমন সুমহান কৃষ্ণকথা যাঁহারা কীর্ত্তন করেন এবং অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহারা প্রকৃতই ভূরিদা অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

হে প্রিয়তম, এহেন তোমার কথা তোমার দর্শনসহ শ্রুতিগোচর হইলেই আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করে, অন্যথা তোমার কথা আমাদের পক্ষে সাক্ষাৎ মৃত্যু তুল্য। তোমার কথা বিরহিনী আমাদের জীবনকে যেন জীয়ন্তে দগ্ধ করিয়া বধ করিতেছে। তোমার কথা শ্রবণ মাত্র বিরহানল আরও অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। উত্তপ্ত কটাহে জল ক্ষেপন করিলে যেমন তাহা বিদীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি তোমার কথা দ্বারা আমাদের বিরহী হৃদয় যেন চৌচির হইয়া যাইতেছে, তোমার স্তাবক কবিগণই নানাভাবে তোমার কথার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইঁহারাই বলিয়া থাকেন তোমার কথা কল্মষনাশক ও শ্রবণ মঙ্গল। ইহা স্তাবক গণেরই উক্তি, আমরা কখনো তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। শ্রীমদাততং, ধনমদান্ধ ব্যক্তিগণ প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে তোমার কথা প্রচারের জন্য কথক প্রেরণ করিয়া থাকে। ইহারা ভূরিদ অর্থাৎ ভূরি ভূরি শ্রোতাগণকে বিনাশ করিয়া থাকে (দ্যতি অর্থাৎ প্রাণান্ খণ্ডয়তি, মারয়ন্তি)। যাহারা স্ত্রীপুত্র

সহ সুখে গৃহে বাস করিতেছিল, তাহারা কথকের মুখে কৃষ্ণকথা শুনিয়া গৃহ ত্যাগ করে, বৈরাগীর মত নিঃসম্বল হইয়া কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই শ্লোকের একটি ঐতিহ্য রহিয়াছে। গজপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র, এই শ্লোকদ্বারা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর একজন বিশিষ্ট ভক্ত; কিন্তু যেহেতু তিনি রাজা এবং সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ, এইজন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দান করেন নাই। নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যখন রাজাকে দর্শন দান করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন এইরূপ অন্যায় অনুরোধ করিলে তিনি আলাল নাথ চলিয়া যাইবেন, অবশেষে রায় রামানন্দ প্রমুখ বিশেষ ভক্তগণের আগ্রহে রাজপুত্রকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, তবু রাজাকে দর্শন দান করেন নাই।

রথ যাত্রাদিনে মহাপ্রভু দেখিলেন স্বাধীন নৃপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র সুবর্ণমণ্ডিত ঝাড়ু দ্বারা রথযাত্রার পথ পরিষ্কার করিলেন এবং নিজহস্তে পথে সুগন্ধীচন্দন বারি সিঞ্চন করিলেন। রাজা হইয়াও ঈদৃশী নীচজনোচিত সেবাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই কৃপা হেতু শ্রীশ্রীমহাপ্রভু যে এক সঙ্গে চারিস্থানে নৃত্য করিয়াছিলেন এই রহস্য মহারাজ দেখিতে পাইয়াছিলেন। রথ বলগণ্ডি নামক স্থানে পৌছিলে, অনেকক্ষণ বিশ্রাম হয়। তথায় বাগানে, রাস্তায়, মাঠে সর্বত্র যাত্রীগণ লক্ষ লক্ষ ভোগ জগন্নাথকে নিবেদন করিয়া থাকেন। সেই বিশ্রাম কালে মহাপ্রভু পার্ষদবৃন্দসহ নিকটবর্ত্তী উপবনে এক গৃহ পিণ্ডায় নৃত্যশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। ভক্তগণও তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়ের উপদেশে প্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগীর বেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করতঃ জোড়হস্তে তাহাদের আদেশ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন এবং নিপুণতার সহিত পাদ

প্রহসিতং প্রিয়প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥১০

পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু মুদ্রিত নয়নে ভূমিতে শায়িতাবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। কে পাদসম্বাহন করিতেছিলেন সেদিকে দৃষ্টি ছিল না, প্রতাপরুদ্র পাদসম্বাহন করিতে করিতে রাসলীলার গোপীগীতের শ্লোকগুলি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। জয়তি তে হধিকং প্রভৃতি শ্লোক শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু আনন্দিত হইলেন, এবং 'বোল' 'বোল' বার বার বলিতে লাগিলেন। "তব কথামৃতং" শ্লোক শ্রবণ মাত্র মহাপ্রভু আনন্দাবেশে দণ্ডায়মান হইয়া প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনি কাহাকে আলিঙ্গন করিতেছেন প্রেমাবেশে এই জ্ঞান তাঁহার ছিল না

তব কথামৃতং শ্লোক রাজা যে পড়িল।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু আলিঙ্গন দিল ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমুল্য রতন ॥
মোর কিছু দিতে নাই, দিনু আলিঙ্গন ॥
এই বলে সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুইজনের অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার
"ভুরিদা, ভুরিদা" বলি করে আলিঙ্গন।
ইহা নাহিজানে এহো হয় কোন জন ॥
চৈঃ চঃ

১০। আমার কথা যখন অমৃততুল্য, তখন কথা নিয়াই তোমরা থাকিতে পার, দর্শনের কি প্রয়োজন? কৃষ্ণ যদি এইরূপ বলেন। তাহা উত্তরে গোপীগণ বলিতেছেন—হে প্রিয়, তোমার বিরহকালে তোমার সম্বন্ধীয় সমস্ত বস্তুই আমাদের পক্ষে পরম দুঃখ প্রদ। তোমার সুমধুর

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥১১

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥১২

হাস্য, প্রেমময় কটাক্ষ, আমাদের সঙ্গে বন বিহার যাহার স্মৃতি ধ্যান মঙ্গল অর্থ্যাৎ যাহা শ্রবণে তোমাকে পাইবার আশা বলবতী হইয়া উঠে। আর নির্জ্জন স্থান হইতে তুমি বংশী দ্বারা যে প্রেম সম্ভাষণ প্রেরণ করিতে, তাহা স্মরণে আমাদের হৃদয় বিকল হইয়া পড়ে। হে মায়াবী, এখন বুঝিতেছি, এই সমস্তই তোমার কপটতা। তোমার কপট ব্যবহারকে সত্য মনে করিয়াছিলাম, সেই জন্য তোমার মর্মস্পর্শী নর্ম্যালাপ, ও নর্ম ব্যবহার স্মরণে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।

১১। হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ উদ্দেশ্যে বনে গমন করিতে থাক, তখন আমাদের কেবল ভাবনা হয় পথ হইতে ও আরো সুন্দর ও সুকোমল চরণ না জানি বন মধ্যস্থ কঙ্কর, তৃণাঙ্কুর, কণ্টক প্রভৃতি দ্বারা কত ব্যথা প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা গৃহে থাকিয়া ও অবিরত তোমার কথা স্মরণ করিয়া মনো দুঃখে দিবস অতিবাহিত করিয়া থাকি।

১২। দিন শেষে যখন পশুগণের পশ্চাতে পশ্চাতে গোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কর, তোমার নীলোৎপলের ন্যায় সুন্দর আননে কুঞ্চিত ঘন কৃষ্ণ চূর্ণ কুন্তল নিপতিত হয়, মনে হয় যেন অলিকুল মধু লোভে নীলোৎপলকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে; তদুপরি গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকণা মুখ পদ্মে পতিত হইয়া অভিনব শ্রীধারণ করিয়া থাকে। সমস্ত

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেম্বর্পয়াধিহন্ ॥১৩

দিন অদর্শনের পর তোমার সেই নবনবায়মান মুখশ্রী দর্শনের জন্য আমরা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আসি। আর তুমি আমাদের দিকে চাহিয়া বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, ইহাতে আমাদের চিত্ত কামশরে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ব্রজরমণীগণকে স্মর প্রভাবে জর্জ্জরিত করিতেই তোমার বীরত্ব, তাহাদের স্মর নির্ব্বাপণে ও অন্তরে শান্তি দান করিতে নহে।

১৩। হে সর্ব্ব দুঃখ বিনাশকারী প্রাণ কান্ত, তোমার চরণ প্রণত জনের সর্ব্বভীষ্ট দান করিয়া থাকে, যেমন কুবের পুত্রদ্বয়ের, কালিয় নাগের ও নাগপত্নীগণের অভীষ্টপূর্ণ করিয়াছিলে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা তোমার চরণের অর্চন ও স্তব করিয়া থাকেন। তোমার চরণ চিহ্ন পৃথিবীর অলঙ্কার স্বরূপ। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত ঐ চরণ চিহ্ন ধরিত্রী দেবী তদীয় বক্ষে সযত্নে ধারণ ও রক্ষা করিয়া থাকেন। (অদ্যাবধি বৃন্দাবনের বহু স্থানে শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে), বিপদকালে তোমার চরণ ধ্যান করিলে, ধ্যানকারীর সর্ব্ব আপদ দূরীভূত হইয়া থাকে। ব্রজবাসীগণ তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক দত্ত বর্ষাদি বিপদহইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই চরণ সেবা কালে ও সেবককে সুখ প্রদান করিয়া থাকে। তোমার ঐই চরণ কমল আমাদের কুচতটে অর্পন কর, ইহাতে তোমার কোন শ্রম হইবে না, বরং সুখই হইবে, যেহেতু তুমি আমাদের রমণ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবতী গোপরমণীগণ যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বিরহ ব্যাথায় জর্জ্জরিতা এবং সারানিশি বনে বনে কৃষ্ণান্বেষণ ক্লান্তা গোপীগণ উন্মাদ নামক সঞ্চারীভাবে অভিভূতা হইয়া স্পষ্ট ভাষায় রতি প্রার্থনা করিতেছেন।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥১৪

১৪। হে দানবীর, দানে তোমার কার্পণ্য নাই। তোমার বিরহে মৃতপ্রায় আমাদিগকে তোমার অধরামৃতদানে সঞ্জীবিত কর। তোমার অধরামৃতের অনেক গুণ। ইহা সুরতবর্দ্ধক অর্থাৎ কান্তাপ্রেমময় সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধন করে, ইহা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ, এমন কি তোমার অপ্রাপ্তি জনিত দুঃখ ও বিনাশ করিয়া থাকে। অধরামৃত অন্য সর্বপ্রকার বস্তুতে আসক্তি বা বাসনা এমন কি মোক্ষ বাসনা পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকে, কেবল নারী নহে, অধরামৃত মাদকতাগুণে পুরুষগণকেও মত্ত করিয়া থাকে। বেনু পুংলিঙ্গ শব্দ। নাদযুক্ত বাদিত বেনু তোমার অধরামৃত স্পর্শ পাইয়া তাহা আর ত্যাগ করিতে চাহে না। বেনু পুনঃ পুনঃ তোমার অধরচুম্বন করিয়া থাকে। অন্যান্য পুরুষগণ যে অধরামৃত পাইয়া থাকেন, তাহা শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল মহাপ্রসাদাদি দ্বারা সাক্ষাৎভাবে নহে।

এ বিষয়ে এক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে! একদিন শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথের গোপালবল্লভ ভোগের প্রসাদ ভক্ত-গণকে বিতরণ করিয়াছিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে :—

প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন।
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্মিত হইল মন ॥
প্রভু কহে এই সব প্রাকৃত দ্রব্য।
ঐক্ষব, কর্পূর, মরিচ, এলাচি, লবঙ্গ, গব্য ॥
রসবান, গুড়ত্বক, আদি যতসব।
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সবার অনুভব ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥১৫

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত॥
আস্বাদ দূরে রহু যাহার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ॥
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হইল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥
অলৌকিক গন্ধ স্বাদু অন্য বিস্মারণ।
মহামাদক এই কৃষ্ণধরের গুণ॥

অতএব হে বীর, (তুমি দয়াবীর ও দানবীর) তুমি আমাদের প্রাণরক্ষার জন্য তোমার এই অধরামৃত সাক্ষাৎভাবে আমাদিগকে দান কর।

১৫। হে প্রিয়, তুমি যখন পূর্বাহ্নে প্রত্যহ সখাগণ সঙ্গে গোচারণে গমন কর, তখন তোমার অদর্শন আমাদের অসহনীয় মনে হইয়া থাকে। দুঃখের সময় কিছুতেই কাটিতে চাহে না। ত্রুটি পরিমান কালও (এক সেকেণ্ডের দুই হাজার ভাগের এক ভাগকে ত্রুটি বলে), এক যুগ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। মনে হয় আজ বুঝি সূর্য্যদেব তাঁহার গতি স্থির রাখিয়াছেন, দিন কিছুতেই শেষ হইতেছে না। আবার যখন অপরাহ্নে গোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাগমন কর, তখন তোমার দর্শন লালসায় উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়া বাহির হইল এবং পথিপার্শ্বে যে স্থান হইতে তোমার চারুমুখ চন্দ্রিমা সুষ্ঠুভাবে দেখিতে পাইব, সেইস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার অপেক্ষা করিয়া থাকি। কুঞ্চিত কুন্তল শোভিত তোমার শ্যামল মুখচন্দ্র যখন নিকটে আসে, তখন মনে হয়—হায়, হায়, বিধাতা

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥১৬

কত অকরুণ কত অরসিক, দুইটি মাত্র চক্ষু দ্বারা ঐ অপরূপ রূপমাধুরী কত পান করিব। যদি লক্ষ কোটি নয়ন হইত তাহা হইলে প্রাণ বন্ধুর রূপ সুধা পান করিতাম। আবার দুইটি নয়নে বিধাতা নিমেষ (পক্ষ) সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমেষের দর্শন ব্যবধান কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। তখন মনে করি—

না দিলেন লক্ষ কোটি শুধু দিল আঁখি দুটি
তাহাতে নিমেষ আচ্ছাদনে।
বিধিজড় তপোধন রসশূন্য তার মন
নাহি জানে যোগ্য সৃজনে॥
যে হেরিবে কৃষ্ণানন, তারে করে দ্বিনয়ন
বিধি হইয়া হেন অবিচার।
যদি মোর বোল ধরে কোটি আঁখি দেই তারে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তাঁর॥

চৈঃ চঃ।

১৬। যে সমস্ত গোপী পতি কর্তৃক অবরুদ্ধা হইয়া বংশীবাদন কালে যাইতে পারেন নাই, পরে গুণময়দেহ ত্যাগ করিয়া প্রেমময়দেহে রাসে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাদের উক্তি এই শ্লোক—

হরিণীগণ যেমন ব্যাধের বাঁশীর গাণে মোহিত হইয়া ছুটিয়া আসে, আমরাও তেমনি তোমার বংশীধ্বনি শ্রবণে পতি, পুত্র, ও তৎসম্বন্ধীয় ভ্রাতা এবং অন্যান্য স্বজনগণের বাক্য লঙ্ঘন পূর্বক, তাহাদের স্নেহ চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি ইহা

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥১৭

জানিতে এবং তোমার গানের মোহিনীশক্তির কথাও জানিতে। তুমি জানিয়া শুনিয়াই আমাদিগকে বিপদাপন্না করিবার জন্য এই নির্জ্জন বনে নিশিযোগে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া এখন ত্যাগ করিতেছ। তুমি শঠ, কপট। তুমি ব্যতীত এমন নির্দয় পুরুষ আর কে আছে যে নিজে ডাকিয়া আনিয়া অনুরক্তা রমণীগণকে নির্জ্জন বনে নিশীথকালে ত্যাগ করিতে পারে? শঠতা এবং নিষ্ঠুরতাই তোমার বিশেষগুণ। এই দুই বিশেষ গুণ ত্যাগ করিতে পার না বলিয়াই তুমি অচ্যুত। ইহা ঠিকই হইয়াছে।

১৭। কাত্যায়নী ব্রত পরায়ণা গোপীগণ বলিতেছেন :—

হে প্রিয়তম, কালিন্দীতটে নির্জনে তুমি যে প্রেমালাপ করিয়াছিলে, যাহাতে নানাপ্রকার প্রেম সঙ্কেত পূর্ণ বাক্য ছিল। তোমার সেই সহাস্য বদন, আমাদের দেহের প্রতি তোমার প্রেমপুর্ণ দৃষ্টি, এবং এই সব লক্ষণ দ্বারা প্রকট তোমার অন্তরের কামভাব, সর্বোপরি শ্রীচিহ্নযুক্ত সুবিশাল বক্ষ (বামদিকে স্বর্ণ রেখা রূপালক্ষ্মী), দেখিয়া আমাদের অন্তরে তোমার সঙ্গ লাভের জন্য তীব্র কামনা জাত হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমরা মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি। বক্ষের বিশালতা দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছা প্রকাশ হইতেছে। তোমার সেই নির্জন প্রেমালাপ, সহাস্যবদন, সপ্রেমদৃষ্টি, বিশাল বক্ষ ও অন্তরস্থ কামভাব এই পাঁচটি বস্তু কন্দর্পের পঞ্চশরের ন্যায় আমাদের চিত্তকে দগ্ধ করিতেছে। বিশেষতঃ সেই নির্জ্জন যমুনাতটে তুমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলে আগামী পূর্ণিমা সমূহে বিহার করিব, তদবধি অপেক্ষা করিতে করিতে আমাদের উৎকণ্ঠা চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। একমাত্র তুমিই আমাদের অন্তরে শান্তি বিধান করিতে পার।

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্ ॥১৮

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥১৯

১৮। হে অঙ্গ (প্রিয়তম), বৃন্দাবন বাসীগণের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবার জন্য এবং বিশ্বের মঙ্গলের জন্য ব্রজধামে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। একমাত্র তোমাতেই আমাদের মনের যাবতীয় স্পৃহা বা কামনা একমাত্র তুমি ব্যতীত এজগতে আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু আর কিছুই নাই। তোমার বিরহই আমাদের একমাত্র দুঃখ। অন্য কোন প্রকার দুঃখকে আমরা দুঃখ বলিয়া মনে করি না। আমরা নিরপরাধ কুলরমনী। তুমিই আমাদিগকে বেনুগীতে মোহিত করিয়া গৃহ হইতে আকর্ষণ পূর্বক এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ। আমাদিগকে কেবলমাত্র বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করাই তোমার অভিপ্রায় ইহা আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারিতেছিনা। আমরা তোমার একান্ত স্বজন। আমাদের ইহ পরকাল একমাত্র তোমাতে সমর্পিত। আমাদের অন্তর বাহির সবই তুমি জান। আমাদের যে হৃদ্রোগ, তাহা নি:শেষে দূর করিবার গোপনীয় ঔষধও তোমার নিকটেই আছে। তুমি কৃপণতা ত্যাগ করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ দান করতঃ আমাদের প্রাণ রক্ষা কর।

১৯। এই শ্লোক সর্বগোপী শ্রেষ্ঠা রাধার উক্তি :—

হে প্রাণাধিক প্রিয়, আমরা তোমাকে যতই অন্বেষণ করিতেছি, তুমি ততই গভীরতর বনপ্রদেশে লুকায়িত হইতেছ। ইহাতে মনে হয় তুমি এখন আমাদিগকে দর্শন দান করিবে না। যদি ইহাই তোমার

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই হোক। তোমার অদর্শনে আমাদের মরণাধিক দুঃখ হইবে সন্দেহ নাই, তথাপি তোমাকে আমরা আর বনে বনে অন্বেষণ করিব না। অন্ধকার বনমধ্যে তুমি যতই লুকাইত হইবার চেষ্টা করিবে, ততই তোমার সুকোমল চরণযুগল অরণ্যস্থ কঙ্কর কণ্টকাদি দ্বারা ব্যথিত হইবে। তোমার চরণকমল এইভাবে আঘাত প্রাপ্ত হইবে, ইহা মনে হইলেই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি লোপ হইয়া যায়। তুমিই আমাদের প্রাণ, তোমার সুখই আমাদের একমাত্র কাম্য বস্তু। তোমার সুখের জন্য আমাদের সহস্র দুঃখও আমরা গ্রাহ্য করি না। আমাদের প্রাণে দুঃখ দিলে যদি তুমি সুখী হও, তাহা হইলে সেই দুঃখই আমরা বরণ করিয়া লইব। বনপথে কণ্টকাদি দ্বারা তোমার চরণ ব্যথিত হইতেছে, ইহা মনে করিলেই তোমার পাদপদ্মের সুকোমলতার কথা আমরা স্মরণ করিয়া থাকি। হে প্রাণবল্লভ, শরৎকালীন স্বচ্ছ সরসীতে পূর্ণ বিকশিত কমল হইতেও তোমার চরণ যুগল অধিকতর কোমল। এই সুকোমল চরণযুগল আমাদের বক্ষস্থলে কুচ যুগলের উপর স্থাপন করিতে তুমি ইচ্ছা করিতে। আমরা ভাবিতাম তোমার চরণের কোমলতার সঙ্গে তুলনাতে আমাদের কুচমণ্ডল কর্কশ। এই কর্কশ কুচযুগলের ঘর্ষণে হয়তঃ তোমার অতি সুকোমল চরণকমল ব্যথা প্রাপ্ত হইবে, ইহা মনে করিয়া কেবলমাত্র তোমার সুখের জন্যই তোমার চরণকমল আমাদের বক্ষদেশে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে স্থাপন করিতাম। এমন সুকোমল চরণ হয়তঃ বনমধ্যস্থ কঙ্কর কণ্টকাদি দ্বারা ব্যথাপ্রাপ্ত হইতেছে, ইহা মনে করিয়া আমাদর চিত্ত বিভ্রান্ত হইতেছে।

ইহা দ্বারা গোপী প্রেমের উৎকর্ষ প্রমানিত হইতেছে। এই প্রেম কেবলমাত্র কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যময়। ইহাতে আত্মসুখের গন্ধ পর্যন্ত নাই। “ভবদায়ুষাং নঃ” এই বাক্যাংশ দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে তুমিই

আমাদের আয়ুঃ। বিধাতা আমাদের ললাটে কেবল দুঃখই লিখিয়াছেন। যদি আমরা তোমার বিরহ দুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হই। তাহা হইলে আর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। সেইজন্য বিধাতা আমাদের আয়ুঃ বা প্রাণ তোমাতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। এই জন্য এত কষ্টেও আমরা বাঁচিয়া আছি। কিন্তু আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। হে প্রিয়তম, আমরা এখনই মরিব, তুমি একটিবার সম্মুখে আসিয়া আমাদের এই অবস্থা দেখিয়া যাও। যদি বল আয়ুঃ থাকিতে কি প্রকারে মরিবে? তাহার উত্তরে বলিতেছি "ভবদায়ুষাং নঃ," অর্থাৎ তুমিই আমাদের আয়ুঃ। আমাদের আয়ু নিয়া তুমি ব্রজে চিরকাল মনের সুখে ক্রীড়া কর, আমরা এখনই মরি।

দশমস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাদুর্ভাবঃ, গোপীনামাশ্বাসনঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥১

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২

১। শ্রীশুকদেব প্রথমেই আস্তিসূচক 'হে রাজন্' বাক্যে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্, গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লালসায় এইভাবে বিচিত্র প্রলাপসহ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে শেষে তাহাদের স্বাভাবিক সুস্বরে অতি করুণভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। যমুনা পুলিনে প্রথমে দণ্ডায়মান হইয়া তটভূমির দিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহারা গান করিতেছিলেন। অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকিবারও শক্তি রহিল না। তাঁহারা ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।

২। পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব গোপীগণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণকে শৌরি নামে অভিহিত করিলেন। ইহা অসূয়োক্তি। শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে নন্দালয়ে বৈশ্য গোপকুলে নন্দাত্মজরূপে এবং কংস কারাগারে ক্ষত্রিয় শূর বংশে বসুদের পুত্ররূপে জন্ম লীলা প্রকটন করিয়াছিলেন। শুকদেব সেই জন্ম রহস্য স্মরণ করিয়া বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ কুটিলান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়কূলে শূরসেন পুত্র বসুদেবের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রেমবতী কোমলহৃদয়া গোপীগণকে এত দুঃখ দান করিয়াছিলেন। যদি তিনি সরলচিত্ত গোপবংশে জন্ম-গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এত দুঃখ কখনো দিতে পারিতেন না।

যখন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন, তখন তিনি স্ময়মান মুখাম্বুজ অর্থাৎ সহাস্য বদনে তাঁহার আবির্ভাব। এখন শ্লোকের তাৎপর্য্য আস্বাদন করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ বিরহকাতরা ব্রজসুন্দরীগণের দুঃখ ও ব্যাকুলতা যখন চরম পর্য্যায়ে উপনীত হইল, তখন অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের অনতিদূরে আবির্ভূত হইলেন, এবং তথা হইতে ধীরে ধীরে নিকটে গমন করিতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে দৈন্য ও ব্যাকুলতা কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। আরো বুঝা যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ অদৃশ্যভাবে গোপীগণের নিকটেই ছিলেন, এখন দর্শন দান করিলেন। ভক্তগণের ভজনকালেও ভগবান নিকটেই থাকেন। উপযুক্ত সময়ে যখন ভক্তের উৎকণ্ঠা ও আকুলতা চরম পর্য্যায়ে উপস্থিত হয়, তখন ভগবান ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। কিরূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন বলিতেছেন। অতি মনোহর হাস্যযুক্ত বদন কমল, পীতাম্বর ধর অর্থ্যাৎ গলদেশ হইতে বিলম্বিত পীতবর্ণ উত্তরীয় বসন দুই হস্তে ধারণ করিয়া, করজোড়ে, যেন বলিতেছেন অপরাধ ক্ষমা কর। স্বয়ং গোপীগণ কর্তৃক গ্রন্থিত বন ফুলের মালা বক্ষ দেশে ধারণ করিয়া। যেন বলিতেছেন আমি তোমাদেরই আছি। ঐ দেখ তোমাদের প্রীতি চিহ্ন আমার গলদেশে বিলম্বিত। সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ অর্থ্যাৎ অপ্রাকৃত কামদেবের ও মনোহরণরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকটে হঠাৎ অবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও গোপীদের দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন, তবুও তাহাদিগকে আনন্দ দান করিবার জন্যই সহাস্য বদনে এই আবির্ভাব; যেন বলিতেছেন—আমি পরিহাস ছলে কিয়ৎক্ষণ লুক্কাইত ছিলাম। তোমরা তাহা না বুঝিয়া এত ক্রন্দন করিয়াছ। তোমরা সকলেই বিদগ্ধা। সুরসিকা হইয়াও আজ পরাজিত হইলে। সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ রূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। এই অপরূপ রূপের কোথাও কোন তুলনা নাই।

যে রূপের এক কণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ।

ভূলোক, উর্দ্ধলোক সমূহ এবং অধঃলোক সমূহ, যে রূপের একপদ মাত্র, যে রূপ সর্বলাবণ্যের নির্ধাস, যাহার উর্দ্ধের ত কথাই নাই, যাহার সমানবস্তু প্রাকৃতাপ্রাকৃত জগতে কিছুই নাই, যাহা অনন্যসিদ্ধ অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে কৃষ্ণেই আছে, কোন প্রকারেই যাহা অপরের লভ্য নহে, এমন যে রূপ, সেই রূপেই গোপীগণ মধ্যে আবির্ভূত হইলেন, এবং এই রূপেই রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন। এই রূপকেই সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ বলা হইয়াছে। মন্মথ শব্দে কামদেবকে বুঝায়। এই প্রাকৃত চতুর্দ্দশভূবনের দেব মানবাদি জীব সমূহের মনকে মথিত করিয়া তাহাতে দেহেন্দ্রিয় চরিতার্থতার অনুকূল বিষয়ে প্রবৃত্তি জাগায়। অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে এই কামের প্রবেশাধিকার নাই। অপ্রকৃত ধামের কামকে সাক্ষাৎমন্মথ বলা হয়। ইনি দ্বারকার চতুর্ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন। অপ্রাকৃত ধামে এই সাক্ষাৎ মন্মথের অধিকার। এই অপ্রাকৃত-কাম রাসস্থলীতে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রথস্বরূপ গোপীগণের মনে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা জাগাইতে বিফল প্রযত্ন হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নিজ বিক্রম প্রকাশ করিতে গিয়া, সেই অপরূপ রূপ দর্শনে নিজেই মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। এ বিষয়ে সবিশেষ রাস পরিচিতিতে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এই স্থলে উল্লেখ মাত্র করা হইল। অপ্রাকৃত কাম বা সাক্ষাৎ মন্মথের মনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ। এই সাক্ষাৎ-মন্মথ-মন্মথ রূপকে রসরাজ মদনমোহনও বলা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপী শ্রেষ্ঠা রাধা সঙ্গে যুগলে বিরাজ করেন, তখনই এই অপরূপ রূপের প্রকাশ। এইরূপ প্রাকৃতাপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সর্ব প্রাণীর মন আকর্ষণ করে, এমন কি শ্রীকৃষ্ণের মনও আকৃষ্ট হয়। মণি ভিত্তিতে—

রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের লাগে চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম। চৈঃ চ

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম ॥৩
কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥৪

৩। শ্রীকৃষ্ণ অনতিদূরে আবির্ভূত হইয়া ধীরে ধীরে নিকটে আসিতে লাগিলেন। গোপীগণ 'বিলোক্য' অর্থাৎ বিশেষভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন জনিত আর্দ্র নয়ন উত্তরীয় বস্ত্রে শুষ্ক করিয়া বিশেষভাবে দেখিতে লাগিলেন। অথবা প্রগাঢ় আর্ত্তিহেতু প্রথম বিশ্বাস হইতেছিলনা, সেই জন্য বিশেষ ভাবে দেখিলেন যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণই আসিতেছেন। দর্শন মাত্রই তাহাদের দৃষ্টি প্রেম বশতঃ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অবলাগণ সারানিশি বিরহিণী অবস্থায় বনে বনে পরিভ্রমণে শ্রান্ত এবং বিরহ দুঃখে কাতর হইয়া পুলিনে উত্থানশক্তি রহিতাবস্থায় ক্রন্দন করিতেছিলেন। কি ভাবে? দেহে প্রাণ না থাকিলে যেমন কর চরণাদি অঙ্গ সমূহ অচেতন অবস্থায় থাকে তদ্রূপ। আবার প্রাণ শক্তি ফিরিয়া আসিলে যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, শ্রীকৃষ্ণ দর্শন মাত্র তেমনি অবলা গোপীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যুগপৎ দণ্ডায়মানা হইলেন।

৪। সকলেই প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিজ নিজভাব ভেদে সেই অভিনন্দন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের দ্বিবিধ প্রেম দৃষ্ট হয়। একটি মদীয়তাময়, অপরটি তদীয়তা ময়। মদীয়তাময়ীগণ মনে করেন কৃষ্ণ আমার, আর কাহারো নহে, সুতরাং আমার কাছে আসিবেনই। ইহারা বাম্য স্বভাবা। শ্রীমতীরাধা ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। কৃষ্ণ ইহাদের প্রেমাধীন। তদীয়তাময়ীগণ মনে করেন আমি কৃষ্ণের। কৃষ্ণের বহু প্রেয়সী মধ্যে আমি একতমা। ইহারা কৃষ্ণের প্রেমাধীনা এবং স্বভাবে দক্ষিণা। চন্দ্রাবলী ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। প্রথমে এক গোপী কৃষ্ণের নিকট গমন

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ ॥৫
একা ভ্রুকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নতীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥৬

করিয়া তাঁহার দক্ষিণ কর কমল নিজের অঞ্জলি বদ্ধ হস্ত যুগল দ্বারা ধারণ করিলেন। ইনি মৃদু স্বভাবা কান্ত প্রেমাধীনা দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলী। অপর একজন কৃষ্ণের চন্দন লিপ্ত বাম বাহু নিজ দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া কৃষ্ণের বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন। ইনি কিঞ্চিৎ স্বাধীন কান্তা দক্ষিণা নায়িকা শ্যামা বা শ্যামলা।

৫। কোন এক কোমলাঙ্গী গোপী কান্তের অধরামৃত প্রাপ্তি লোভে অঞ্জলি পুটে শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। ইনি কান্তা প্রেমাধীনা দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যা। অপর এক গোপী ভূমিতে উপবেশন পূর্ব্বক হৃদয়ের তাপ দূর করিবার মানসে কৃষ্ণের দক্ষিণ চরণ কুচ দ্বয়ের উপর ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাম হস্ত দ্বারা প্রিয়তমার স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক বাম পদোপরি দণ্ডায়মান রহিলেন। ইনিও কান্তা প্রেমাধীনা দক্ষিণা নায়িকা চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা।

৬। কোন এক বিশিষ্টা গোপী প্রণয় কোপের আবেশে ভ্রূযুগল শরসংযুক্ত ধনুকের ন্যায় বক্র করিয়া স্বীয় ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ দ্বারা যেন তাড়না করিতেছিলেন। তিনি যেন মনে মনে বলিতেছিলেন হে শঠ, হে কপট, নারী বধে তোমার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নাই। এখন আবার কি উদ্দেশ্য নিয়া তোমার শুভাগমন? তোমাকে চিনিতে আমাদের আর বাকী নাই। ইনি কৃষ্ণের নিকটে আসেন নাই, দূর হইতেই নীরবে ঐরূপ করিতেছিলেন। মনের ভাব—তুমিত আমারই, দূরে আর কোথায় যাইবে? কতক্ষণের জন্যই বা যাইবে? ইনি মদীয়তা ভাবময়ী প্রখরা বামা স্বাধীনকান্তা প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা।

অপরা নির্নিমেষদৃগ্‌ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥৭
তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা ॥৮

৭। শ্রীরাধার নিকটবর্ত্তিনী অপর এক গোপী নির্নিমেষ লোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্য্যসুধা আস্বাদন করিতেছিলেন। যতই আস্বাদন করেন, মাধুর্য্য ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল, কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছিল না। ভক্তগণ ভগবানের সেবা করিয়া যেমন তৃপ্তিলাভ করেন না, সেবাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ। যুথেশ্বরী রাধারাণীর কটাক্ষ শরহেতু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কোচ, লজ্জা, দৈন্যাদি সঞ্চারীভাব যুগপৎ উদিত হওয়ায়, কৃষ্ণের মুখপদ্মের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য আরো বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং কৃষ্ণের দৃষ্টিও রাধাতে নিবদ্ধ ছিল। এই জন্য এই গোপী নিঃসঙ্কোচে শ্রীকৃষ্ণের রূপ মাধুর্য্য নয়ন দ্বারা পান করিতেছিলেন। ইনি রাধারাণীর মদীয়তাভাবময়ী বামা স্বাধীনকান্তা ললিতা।

৮। ললিতার নিকটবর্ত্তিনী অপরা গোপী শ্রীকৃষ্ণকে নয়ন রন্ধ্র পথে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন, এবং যাহাতে কৃষ্ণ পুনরায় অন্যত্র গমন করিতে না পারেন, সেইজন্য চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া বহির্গমন পথ রুদ্ধ করিয়া দিলেন। কৃষ্ণকে নিজ হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণ দ্বারা যেন দৃঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। দেহে পুলকাদি আনন্দবিকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। যোগীগণের ধ্যানানন্দের সঙ্গে এই গোপীর ভাবের তুলনা করা হইয়াছে। যোগীগণ যেমন নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানযোগে পরমাত্মাকে অন্তরে লাভ করেন, ইনিও নয়ন রন্ধ্র পথে কৃষ্ণকে হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ইনি শ্রীরাধার সখী বিশাখা।

শেষোক্ত তিনজন (রাধা, ললিতা, ও বিশাখা), কৃষ্ণের নিকট

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥৯

গমন করেন নাই। ইহারা মদীয়তা ভাবময়ী। মনের ভাব কৃষ্ণ আমারই, অতএব আমার নিকটে নিজেই আসিবেন। ইহারা বামা, স্ববশীকৃত কান্তা। শ্রীশুকদেব চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, রাধা, ললিতা, বিশাখা এই সাতজন গোপীর কথা বলিয়াছেন, যদিও কাহারো নাম উল্লেখ করেন নাই (এমনকি গোপীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধার নামও বলেন নাই)। বিষ্ণুপুরাণে ভদ্রা নাম্নী অষ্টম গোপীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণের সমাগম দর্শনে ভদ্রা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ এই নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, (নাম জপ), অপরকিছু বলিতে পারেন নাই।

৯। প্রশ্ন হইতে পারে শত কোটি গোপী মধ্যে অন্যরা কে কি করিয়াছিলেন? তাই শুকদেব বলিতেছেন—গোপীগণ সকলেই কেশবের দর্শনে পরম আনন্দিত হইয়া বিরহজনিত সন্তাপ ক্রমশঃ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। এস্থলে কেশব অর্থ তেজোময় (কেশ= তেজ)। পূর্ব্বে ২৯তম অধ্যায়ে শেষ শ্লোকে কেশব শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কেশবের অন্তর্ধান হেতু ব্রজদেবীগণেরও সকল তেজ যেন নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তাঁহারা বিরহ তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেন। এই স্থানে তেমনি কেশব দর্শনে (তেজঘন মূর্ত্তি কৃষ্ণের আবির্ভাবে) ব্রজদেবীগণ আনন্দিত হইয়া বিরহ দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন। দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে প্রাজ্ঞ দর্শনে জনগণের যেরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। প্রাজ্ঞশব্দের তিনপ্রকার অর্থ করা হইয়াছে যথা ঈশ্বর, ভগবদ্ভক্ত এবং সুষুপ্তিসাক্ষী জীবাত্মা। প্রথম মতে অর্থ হইবে ঈশ্বর দর্শনে মুমুক্ষু ব্যক্তির যেরূপ সংসার নিবৃত্তি হয় তদ্রূপ; দ্বিতীয় মতে অর্থ হইবে মহৎ সঙ্গগুণে যেরূপ সাংসারিক জীবের মায়াবন্ধন মোচন আরম্ভ হয় সেইরূপ। তৃতীয় মতে অর্থ হইবে সুষুপ্তিতে জীব

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥১০
তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যনিলষট্পদম্ ॥১১,

দুঃখ জ্বালা ভুলিয়া সেই সময় আনন্দ লাভ করে। অবিদ্যা বন্ধন দূর হয় না। এজন্য ইহা আত্যন্তিক নহে। সর্ব্ব গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে আনন্দ লাভ করিলেন, কৃষ্ণ বিরহ জনিত দুঃখ দূর হইতে লাগিল; কিন্তু মনে ভয় থাকিয়া গেল—কৃষ্ণ যদি পুনরায় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

১০। গোপীগণের বিরহ দুঃখ দূরীভূত হইল। তাঁহারা গর্ব্ব, মান ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। হে তাত পরীক্ষিৎ, অটুট শক্তিসহ পুরুষের যে শোভা হয়, কোন ইন্দ্রিয় শক্তি বিকল হইলে তাহা হয় না অথবা যাহাতে কোন শক্তির বিকাশ নাই, সেই ব্রহ্মরূপে পরতত্ত্ব শোভা পান না, যেমন পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসহ ভগবানের শোভা হয়। তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও সমগ্র ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের আধার, তথাপি তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপিণী বিরহ শোক-বিমুক্তা গোপীগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া বিশেষভাবে শোভমান হইলেন। তিনি কোন গোপীর প্রতি প্রিয় নর্ম্ম বাক্য ব্যবহার দ্বারা, কাহারো প্রতি ভ্রূভঙ্গী দ্বারা, কাহাকেও সুকোমল করস্পর্শ দ্বারা, কাহারো প্রতি অনুনয় বিনয় দ্বারা, কাহারো প্রতি মিনতিসূচক ভঙ্গী দ্বারা তাহাদের বিরহ তাপ দূর করিলেন।

১১। যমুনা পুলিন বিষয়ে একটু আলোচনা আবশ্যক। সাধারণতঃ যমুনার বালুকাময় তটভূমিকে পুলিন বলা হইয়া থাকে। ত্রিংশ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে উল্লিখিত যমুনা পুলিন বলিতে সেই বালুকাময় তটভূমি বুঝাইতেছে। এই তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই গোপীগণ পরম আর্ত্ত কণ্ঠে উনিশটি শ্লোকে বিলাপ করিয়াছিলেন। প্রকৃত যমুনা পুলিন

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥১২
তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ
রচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥১৩

যেখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ রাসলীলা করিয়াছিলেন তাহা যমুনা গর্ভে নিমজ্জিত থাকে। যথাকালে সেই পুলিন উত্থিত হয় এবং লীলাবসানে পুনঃ যমুনা গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। বিভু শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপীর হস্ত ধারণ পূর্বক কালিন্দী গর্ভ হইতে উত্থিত পুলিনে আগমন করিলেন। একা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে শত কোটি গোপীর হস্ত এক সঙ্গে ধারণ করিলেন? উত্তর যে হেতু তিনি বিভু, সর্ব্ব ব্যাপী, তাঁহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। সেই যমুনা পুলিনের অপূর্ব্বশোভা। বিকশিত কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া পবন মৃদুমৃদু প্রবাহিত হইতেছিল; এবং রাত্রি হইলেও অলিকুল মধু লোভে গুণগুণ ঝঙ্কার করিতেছিল।

১২। কাল নিশীথ রাত্রি হইলেও শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এবং যমুনার তরঙ্গরূপ হস্ত দ্বারা আস্তীর্ণ কর্পূরের মত ধবল ও কোমল বালুকাময় পুলিন রাস বিহারের উপযোগী ও সুখময় হইয়াছিল। যমুনাকে শ্লোকে কৃষ্ণা বলা হইয়াছে। এই নাম দ্বারা এবং জলের কৃষ্ণবর্ণ দ্বারা কৃষ্ণের সখীত্ব বুঝাইতেছে। যেন কৃষ্ণা সখা কৃষ্ণের সুখে নৃত্য করিবার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

১৩। কৃষ্ণের সঙ্গে সুখময় পুলিনে আগমন করতঃ গোপীগণের মনের আশঙ্কা (কৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন) সম্পূর্ণ দূরীভূত হইল। তাঁহারা বুঝিলেন কৃষ্ণসহ রাসক্রীড়া রূপ মনোবাসনা সার্থক হইতে চলিয়াছে। এই বিষয়ে শ্রুতি সমূহের

তত্রোপবিষ্টো ভগবান স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥১৪

অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। পূর্বমীমাংসাতে কর্ম্মকাণ্ডে কাম্য কর্ম্মের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রুতিগণের মনে সুখ হইল না, শেষাংশে উত্তর মীমাংসাতে নিষ্কাম ব্রহ্ম তত্ত্বের বর্ণনা করিয়া কতকটা শান্তি লাভ করিলেন। শ্রুতি অসংখ্য পূর্ব্বকল্পে যে সমস্ত শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ রাসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা গোপীত্ব প্রাপ্তি জন্য নিত্য সিদ্ধা গোপীগণের অনুগতি মূলক তপস্যাতে সিদ্ধি লাভ করিয়া শ্রুতিচরী গোপী হইয়া এই কল্পে রাসলীলাতে যোগদান করিয়াছেন। এই কল্পে যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা আগামী কল্পে শ্রুতিচরী হইবেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই প্রকার প্রেমময় ক্রীড়া মনোরথের অন্ত বা পরাকাষ্ঠা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আজ এই সুখময় যমুনা পুলিনে আগমন করতঃ গোপীগণের মনোস্কামনা সম্পূর্ণ সফল হইল। তাঁহারা তাঁহাদের আত্মবন্ধু (প্রাণবন্ধু) গোবিন্দকে নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রেমময় প্রাণের দেবতাকে কোথায় বসাইবেন? উত্তরীয় বসন ব্যতীত তাঁহাদের সঙ্গে অন্য কিছুই নাই। কৃষ্ণ বিরহে ক্রন্দনকালে অশ্রুজলে আর্দ্র কুচ কুঙ্কুম দ্বারা উত্তরীয় বসন রঞ্জিত হইয়াছিল। সেই কুচ কুঙ্কুম লিপ্ত উত্তরীয় বসন দ্বারা নিজ সম্মুখে আত্ম বন্ধুর জন্য আসন রচনা করিলেন। গোপীগণের অসংখ্য যূথ। প্রত্যেক যূথেই যূথ বর্ত্তিনী গোপী বৃন্দের কুচ কুঙ্কুম লিপ্ত উত্তরীয় বসন সমূহ দ্বারা এক একখানি আসন প্রস্তুত করা হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক আসনেই যুগপৎ উপবেশন করিয়াছিলেন।

১৪। এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণ নাম বলিতে গিয়া ভগবান ও ঈশ্বর এই দুই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ একা, কিন্তু যেহেতু

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥১৫

তিনি ঈশ্বর সেইজন্য একসঙ্গে সর্ব্বগোপীযুথের সমস্ত আসনেই বসিয়াছিলেন। ভগবান শব্দের অর্থ করা হইতেছে। অমরকোষ ভগ শব্দের কামনাও মাহাত্ম্য দুই অর্থ করিয়াছেন। এইস্থলে ভগবান অর্থ কামবান্ বুঝাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গোপীযুথের আসনেই একসঙ্গে বসিবার ইচ্ছা বা কামনা করিয়াছিলেন। অচিন্ত্য ভগবৎশক্তি যোগমায়া দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। শেষ, শঙ্করাদি যোগেশ্বরগণ নিজ নিজ হৃদয় মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনামাত্র করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ গোপীগণের দেহের বহিঃস্থিত উপভুক্ত কুচকুঙ্কুমলিপ্ত উত্তরীয় বস্ত্রে রচিত আসনে সানন্দে উপবেশন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই আসনে উপবিষ্ট হইলে গোপীগণ তাঁহাকে মনোরম নর্ম্মবচন, স্মিত-হাস্য, অপাঙ্গদৃষ্টি প্রভৃতি প্রেম পুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। গোপীগণ কর্তৃক প্রেমপুষ্পে অর্চ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের যে অপরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন— প্রাকৃত-অপ্রাকৃত, অধঃ-মধ্য-উর্দ্ধলোকসমূহ এমন কি পরব্যোম নামক মহাবৈকুণ্ঠধামে যে সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শোভা, সেই ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর একমাত্র আশ্রয়ভূত রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুশোভিত হইয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্রহ্মাণ্ডোত্তর সমস্ত লোকসমূহের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণরূপের একাংশ মাত্র।

১৫। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহাদের সঙ্গে বিহারে উৎসুক হইয়াছেন, কিন্তু পূর্বে যে তিনি অন্তর্হিত হইয়া গোপী-গণকে মরণাধিক বিরহ ব্যথা প্রদান করিয়াছিলেন, এজন্য তাহাদের মনে প্রণয় কোপ জাত হইয়াছে। এই কোপ প্রকাশ না করিয়া গোপী-

গোপ্য ঊচুঃ।

ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্‌ বিপর্য্যয়ম্‌।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥১৬

গণ কৃষ্ণের কর ও চরণযুগল নিজ নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন, এবং নিজ নিজ হস্ত দ্বারা সংমর্দ্দন রূপ সেবা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—প্রিয়তম, তোমার কর ও চরণ পদ্ম হইতেও আরো সুকোমল। বাস্তবিক জগতে তুমিই একমাত্র সুখী। দুঃখ বলিয়া যে একটি বস্তু জগতে আছে, তাহা তুমি অবগত নহ। এইভাবে ব্যাজস্তুতি করিয়া ঈষৎ প্রণয়কোপ সহকারে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলেন প্রথমতঃ এই কোপভাব গোপন করিয়া ঈষৎ হাস্যসহ লীলাকটাক্ষ বিলাস প্রভৃতি দ্বারা কামোদ্দীপন ও সম্মানন করিয়া পরে ঈষৎ প্রণয় কোপসহ তিনটি প্রশ্ন করিলেন। উদ্দেশ্য উত্তর দিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে নিজ মুখেই নিজ দোষ স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্যই প্রিয়তমের দর্শনে ও সুদর্শনে গোপীগণের কোপভাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছিল। সেইজন্য ঈষৎ কোপসহ তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—

১৬। গোপীগণ মনে মনে বিচার করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ প্রেমিক শিরোমণি হইয়াও অনুগতা আমাদিগকে কত কষ্ট প্রদান করিলেন, সুতরাং আমাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কিরূপ, তাহা আমাদের জানা প্রয়োজন। ইহা কি প্রীতি, ঔদাসীন্য অথবা দ্রোহ? প্রীতি হইলে তাহা সোপাধিক অথবা নিরুপাধিক? সোপাধিক প্রীতি হইলে তিনি আমাদিগকে এত মনোকষ্ট দিতেন না, মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। নিরুপাধিক প্রীতি নিশ্চয়ই ইহাতে নাই। থাকিলে নিশীথে গভীর রাত্রে বনমধ্যে যুবতীগণকে পরিত্যাগ করিতেন না। আমাদের প্রতি যে ইহার ঔদাসীন্য আছে, তাহাও বলিতে পারি না, কেননা ইহার ব্যবহার প্রায়ই মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী। ইনি যে আমাদিগকে দ্রোহ করেন, তাহাই বা কিরূপে বলিব? একপ্রকার দ্রোহ আছে, যাহা

শ্রীভগবানুবাচ।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥১৭

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরো যথা।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥১৮

বাহ্যিক ব্যবহারে বুঝা যায় না—যথা বিশ্বস্ত ব্যক্তির হঠাৎ অনিষ্ট করা রূপ দ্রোহ। আমাদের মন কিন্তু ইহা অনুমোদন করে না। কৃষ্ণের মনোভাব উঁহার নিজ মুখেই প্রকাশিত হউক। আমরা শুনিব, এবং আমাদের মনের সন্দেহ ও দ্বিধা দূরীভূত হইবে। এই মনে করিয়া বিভিন্ন যুথ মধ্যে উপবিষ্ট কৃষ্ণকে গোপীগণ যোগমায়ার প্রেরণাতে এক সঙ্গেই প্রশ্ন করিলেন—হে ধার্মিক শিরোমণি কৃষ্ণ, আমাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দানে আমাদিগকে অনুগৃহীত কর। জগতে তিন প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণী অনুভজন করিয়া থাকে, অর্থাৎ অপর ব্যক্তি যে ভাবে ভজন করিবে, সেই প্রকারেই তাহারাও ভজন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী ভজনের অপেক্ষা না করিয়াই ভজন করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহারা প্রত্যুপকারের অপেক্ষা করে না। তৃতীয় শ্রেণী ভজনকারী, অভজনকারী কাহাকেও ভজন করে না। ইহাদের ভাবকে ঔদাসীন্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই শ্রেণী মধ্যে ভজনকারীকে ভজন না করা রূপ ব্যবহারকে স্থল বিশেষে দ্রোহ বলা যাইতে পারে। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাদের বাক্য অনুধাবন কর এবং যথাযথ উত্তর প্রদান কর।

১৭। গোপীগণের মনোভাব অবগত হইয়া শ্রীভগবান উত্তরে বলিতেছেন সখিগণ, যাহারা পরস্পর ভজনানুরূপ ভজন করিয়া থাকে, তাহারা স্বার্থান্বেষী। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য নিজস্বার্থ। এরূপ ভজনে ধর্ম বা সৌহার্দ্য কিছুই নাই। ইহা একমাত্র স্বার্থমূলক।

১৮। ভজন না করিলেও যাহারা ভজন করেন, তাহারা দ্বিবিধ

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥১৯

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়া ন্যন্নিভৃতো ন বেদ॥২০

প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধযুক্ত যেমন পিতা মাতা। পুত্র পিতা মাতাকে ভজন না করিলেও, পিতা মাতা পুত্রকে ভজন করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণী সম্বন্ধশূন্য যেমন শুদ্ধভক্তগণ। ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ। সর্বজীবে দয়াহেতু সকলের মঙ্গলই করিয়া থাকেন। ইহাতে ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত সৌহার্দ্য এবং ধর্ম বর্তমান। হে সুন্দরীগণ, তোমাদের মধ্যম প্রশ্নই শ্রেষ্ঠ। তোমরাই নিরপেক্ষ ভজনকারীর দৃষ্টান্ত।

১৯। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন—যাহারা ভজন কারীকেও ভজন করেন না, অভজনকারীকে করেনই না, তাহারা চারিপ্রকার—প্রথম আত্মারাম, ইঁহারা বহিঃদৃষ্টিশূন্য এজন্য নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় আপ্তকাম, ইঁহাদের বহির্দৃষ্টি থাকিলেও পূর্ণকামত্বহেতু নিরপেক্ষ। তৃতীয় অকৃতজ্ঞ; অকৃতজ্ঞগণ পরকৃত উপকার গ্রহণ করে, কিন্তু মূঢ় বুদ্ধি হেতু স্বীকার করে না। চতুর্থ শ্রেণী গুরুদ্রোহী। এই গুরু দ্রোহীগণ অপরের কৃত উপকার স্বীকার করেই না, পরন্তু উপকারীর অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহারা সর্বাধম।

কৃষ্ণের মুখে এইরূপ সরল সত্য উত্তর শ্রবণ করিয়া ব্রজ দেবীগণ পরস্পর ঈষৎ হাস্য ও ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন যে তুমি নিজ মুখেই তোমার অকৃতজ্ঞতা ও দ্রোহ স্বীকার করিলে। ইহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—

২০। সখিগণ, তোমরা ভাবিতেছ, আমি নিজ মুখে নিজ দোষ স্বীকার করিতেছি। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর মধ্যে আমার স্থান। তন্মধ্যে আবার মাতার সঙ্গে, সখাগণ সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গে

ব্যবহার দ্বারা আত্মারাম ও আপ্তকাম মধ্যে আমি কিছু নই, ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। আমার চাতুর্য ও স্বাভাবিক বিজ্ঞতা দ্বারা আমাকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না। সুতরাং তোমরা ভাবিতেছ আমি গুরুদ্রোহী। কিন্তু আমি তাহাও নহি। আমি কি তাহা তোমরা মনোযোগ দ্বারা শ্রবণ কর। ভজনকারীকে যে আমি ভজন করি না, তাহা সত্য নহে। ভজনকারীকে আমি অদৃশ্যভাবে ভজন করি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকি, কিন্তু দর্শন দান করি না, আমি কেন এরূপ করি, বলিতেছি শ্রবণ কর। আমার একটি স্বভাব, আমি ভক্তগণের অন্তরের প্রেম যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই চেষ্টা সর্ব্বদা করিয়া থাকি। তজ্জন্য আমাকে কেহ কেহ প্রেম বিবর্দ্ধন-চতুর বলিয়া থাকেন। বিরহোৎকণ্ঠা প্রেমের প্রাণ। সেই উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য আমি নিকটে থাকিলেও দর্শন দান করি না অথবা একবার দর্শন দান করিয়া অন্তর্হিত হইয়া থাকি। আজন্ম দরিদ্র ব্যক্তির ধন পিপাসা তীব্র হয় না কিন্তু যদি সে বিপুল ধন দৈবক্রমে লাভ করিয়া পরে ধনহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে ধনের চিন্তায় তাহার আহার নিদ্রা পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। আমাকে যে ব্যক্তি ভজন করে, আমার প্রতি তাহার প্রীতি বর্দ্ধনের জন্য যাহাতে সে অনুক্ষণ আমার ধ্যানে, চিন্তাতে নিমগ্ন থাকে, এই জন্যই আমি তাহাকে দর্শন দান করি না অথবা একবার দর্শন দান করিয়াই অন্তর্হিত হই। জগতে প্রেমই আমার একান্ত কাম্য বস্তু। সেই প্রেম যাহার অন্তরে যত অধিক এবং যত পরিপক্ক, আমি ততই তাহার প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকি। এই প্রেম যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, সেই চেষ্টাই আমার সর্ব্বদা থাকে। ইহা আমার নিষ্ঠুরতা নহে বরং করুণাই। ইহা দ্বারা অজাত প্রেম ভক্তগণের নির্ব্বেদ দৈন্যাদি বর্দ্ধিত হয়, কামক্রোধাদি দূরীভূত হয় এবং ভক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। আর জাত প্রেম ভক্তগণের প্রেম ও আসক্তি অতি দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তোমরা জানিয়া রাখ দর্শন দিলেই যে ভজন এবং না দিলেই যে অভজন ইহা সত্য নহে।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিত-
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২১

২১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে ব্রজদেবীগণের বদন ক্রমশঃ ম্লান হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন তোমার জন্য আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করিলাম; লোকধর্ম, বেদধর্ম, দেহধর্ম, আত্মীয় স্বজন, ইহকাল, পরকাল। আর আমরা কি করিতে পারি? আর যে এই দুঃখিনীগণের কিছুই নাই। আমরা নিজে এবং আমাদের সর্বস্বইত তোমাতে সমর্পিত। এখনো কি ইহা তোমার গ্রহণ যোগ্য হয় নাই? বৃন্দাবনের সব জীবজন্তুইত তোমাকে ভালবাসে। আমাদের প্রেম ও কি সেই স্তবের? হায় হায়, ইহা শুনিয়াও এই ছার প্রাণ কেন এই ছার দেহে রহিয়াছে?

শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মনোব্যথা বুঝিলেন। তিনি তখন পুনরায় বলিতে লাগিলেন—মম কোটিপ্রাণ প্রিয় প্রিয়াগণ, আমি এতক্ষণ আমার স্বভাবের কথা তোমাদিগকে বলিলাম। ইহাই আমার স্বভাব। সেই স্বভাব বশেই আমি তোমাদের নিকট অদৃশ্য ভাবে ছিলাম। আমি জানি, তোমরা আমার জন্য কুল, শীল, মান, দেহধর্ম, লোকধর্ম, বেদধর্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়াছ। তোমাদের প্রতি আমি নিজ স্বভাব দোষে অন্যান্য সাধারণের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তোমাদের প্রতি ইহা আমার দৌরাত্ম্য। তোমরা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা কর। অন্তর্হিত হইয়া তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিব, ইহাও আমার লোভ ছিল। এখন বুঝিতেছি ইহা আমার উচিত হয় নাই। তোমাদের ন্যায় ভক্ত কখনো হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও কখনো হইবে না। তোমাদের প্রেম বিভু, ইহা আর বাড়িবার স্থান নাই। তোমাদের প্রেম বর্দ্ধনের জন্য আমি এরূপ করি নাই; কিন্তু ভবিষ্যৎ ভক্তের জন্য তোমাদের প্রেমের

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্ বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥২২

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২॥

বিরহকালীন মহান্ প্রতাপ জানাইবার জন্যই আমার এই কার্য্য। তোমাদের প্রেম জগতে চিরকালের জন্য সর্বোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। হে প্রাণ প্রিয়াগণ, প্রিয় জনের দোষ প্রিয়া কখনো গ্রহণ করেন না। তোমরা ও আমার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিও না। ক্ষমা করিয়ো।

২২। আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম বন্ধন তাহা নিরবদ্য অর্থাৎ দোষ লেশ শূন্য। ইহা অকৈতব, আত্মসুখ ভাবনা বর্জ্জিত এবং সর্বাতিশয়ী। ইহার কোন তুলনা নাই। তোমরা এই প্রেম বশতঃ দুর্বার গৃহ শৃঙ্খল, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকর লোক ধর্ম মর্য্যাদা সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। তোমাদের এই প্রেমের প্রতিদান আমি কিছুতেই দিতে পারিব না। দেবগণের আয়ুষ্কাল অর্থাৎ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও এই ঋণ পরিশোধ হইবে না, বরং আরও বর্দ্ধিত হইবে। ইহার কারণ তোমরা একনিষ্ঠ আমি বহুনিষ্ঠ। তোমরা সর্বস্বত্যাগ করিয়াছ, আমি কিছুই ত্যাগ করি নাই এবং করিতেও পারিব না। আমার এক প্রতিজ্ঞা, যাহা গীতাতে উক্ত হইয়াছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং"

"কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।" চৈঃ চঃ

সেই প্রতিজ্ঞা তোমাদের প্রেমের নিকট সম্পূর্ণ পরাভূত হইল। আমি তোমাদের নিকট চিরঋণী রহিলাম। এই ঋণ আর কখনো পরিশোধ

করা সম্ভব হইবে না। তোমরা যদি নিজগুণে অঋণী কর, তবেই অঋণী হইব। নতুবা নহে, তোমাদের মত প্রেমময়ীগণের নিকট ঋণী থাকাও আনন্দের।

ইহা শ্রবণে ব্রজদেবীগণ আনন্দিত হইলেন। তাহারা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমাদের প্রাণবল্লভ সর্বসদ্‌গুণ, পরিপূর্ণ, দোষগন্ধমাত্রও বিহীন, নারায়ণ সমগুণ হেতু পরমেশ্বর। আমাদের প্রেমের বিষয় সবই তিনি জানেন। তথাপি নিজের অপকর্ষ এবং আমাদের উৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছেন। চরণের দাসীগণের মহত্ব জগতে দেখাইবার জন্য ঋণী রহিলেন বলিতেছেন। এমন প্রাণবল্লভের প্রেম লাভে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমরাই কৃষ্ণপ্রেমের নিকটে পরাভূত।

রাসলীলার প্রথম শ্লোকেই বলা হইয়াছে ভগবান রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। গোপীগণের মনে নানাভাব ছিল, স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ, প্রতিপক্ষ। যোগমায়ার চেষ্টাতে সর্ব্ব গোপীগণ একভাবে ভাবিতা হইলেন। সকলেই রাসেশ্বরী শ্রীরাধার মহিমা বুঝিয়া শ্রীরাধার অনুগতা হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে রাসনৃত্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিও আর তাহাদের কোন সন্দেহ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণ যে বিরহ ব্যথা প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা গোপীগণের প্রেম মহিমা খ্যাপন উদ্দেশ্যেই করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। সকলেই সমভাবে শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা হইলেন। রাসলীলার উপযুক্ত পরিবেশ যোগমায়া প্রস্তুত করিলেন।

আগামী অধ্যায়ে শ্রীরাসনৃত্য বর্ণিত হইবেন।

দশমস্কন্ধে রাসলীলাতে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥১
তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥২

১। এই প্রকারে শ্রীভগবানের অতি মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ বিরহজনিত তাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত করিলেন। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে বিরহদুঃখ বিদূরিত হইলেও ভাবীবিরহের আশঙ্কা মনে মনে ছিল। এখন শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে তাহাও আর রহিল না। 'তদঙ্গোপচিতাশিষঃ' শব্দ গোপ্যঃ এবং ভগবতঃ উভয় পদের বিশেষণ হইতে পারে। 'গোপ্য' শব্দের বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কর চরণাদি স্পর্শ এবং অঙ্গ সঙ্গ লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন। ভগবতঃ শব্দের বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে, ভগবানের বাক্য সমূহ অতি মনোহর হেতু তিনি গোপীগণের কর স্পর্শ ও আলিঙ্গন লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন অথবা পূর্ণকাম হইলেন।

২। স্বীয় ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-প্রকটন-কারী শ্রীগোবিন্দ, স্ত্রীজাতি মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মীগণ হইতেও সৌন্দর্য্য, বৈদগ্ধ্য ও প্রেম বলে শ্রেষ্ঠ (স্ত্রীরত্ন), ব্রজ গোপীগণসহ সম্মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণ প্রেমে বিবশতনু গোপীগণ প্রীতিসহকারে পরস্পর কর ধারণ করিয়া মণ্ডলী বদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্লোকে 'আবদ্ধ' শব্দ দ্বারা গোপীগণের মনের এই ইচ্ছা প্রকাশ হইতেছে, কৃষ্ণ যেন এই মণ্ডলী মধ্যেই অবস্থান করেন। মণ্ডলী হইতে বহির্গত না হন। কৃষ্ণ প্রেমাধীনা

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ ॥৩
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্ বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাম্ ॥৪

গোপীগণ পরস্পর কর ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলী বন্ধনে দণ্ডায়মান হইলে ভগবান শ্রীগোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

৩-৪। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইল; শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সংপ্রবৃত্ত হইল বলিলেন না। শ্রীরাসলীলাকে কর্ত্তৃত্ব দান করাতে এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজে করণ রূপে থাকাতে রাসলীলার মহান্ উৎকর্ষ সূচিত হইল। এইজন্যই রাসলীলা সর্বলীলা মুকুটমণি। কিভাবে আরম্ভ হইল তাহা বলিতেছেন। গোপীগণ মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইলে শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের কণ্ঠধারণ করিলেন। গোপীগণ দুইদিক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতা হইয়াছিলেন। পদ্মের কর্ণিকার মত মণ্ডলীর মধ্যভাগে রাসেশ্বরীসহ শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান থাকিয়াও তদীয় অলৌকিক যোগমায়া শক্তি বলে মণ্ডলীবদ্ধ দুই দুই গোপীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের কণ্ঠধারণ করতঃ এক সঙ্গে মধ্যভাগে এবং মণ্ডলীমধ্যে অপূর্ব্ব নৃত্য বিলাস করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক গোপী মনে করিতেছেন কৃষ্ণ আমাকেই আলিঙ্গন করিয়া আমার নিকটেই অবস্থান করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই আলিঙ্গন করিয়া আছেন এই আনন্দে গোপীগণ এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে নিজের উভয় পার্শ্বে কৃষ্ণ বর্তমান ইহা জানিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বর হেতু ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই বটে। চক্রবর্ত্তিচরণ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলীর মধ্যভাগে রাসেশ্বরীসহ থাকিয়া, এক পরমাণু সময় মধ্যে অলাতচক্র গতিবেগে ত্রিশতকোটি গোপীর প্রত্যেকের কণ্ঠে আলিঙ্গন করতঃ পুনরায় রাসেশ্বরীর নিকটে ফিরিয়া আসিতেছেন।

তিনি একসঙ্গে সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইতে লাগিলেন। যোগেশ্বর হেতু ইহা কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব।

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা দর্শন জন্য দেবতাগণ স্ব স্ব পত্নীসহ বিমানে করিয়া নভঃস্থলে উপনীত হইলেন। চন্দ্র মণ্ডলের ঊর্দ্ধে বিমান থাকা হেতু জ্যোৎস্নালোক বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শঙ্করাদি দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের দাসভক্ত। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাংশ দর্শন করিয়াছিলেন, রহস্য বিলাস দর্শন করিতে পারেন নাই। দেব পত্নীগণ নৃত্যাংশ, রহস্যাংশ সমস্তই দর্শন করিয়াছিলেন। যোগমায়া দেবগণ হইতে রহস্যাংশ আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সর্বজীবের পরমাত্মার ও পরমাত্মা স্বয়ং ভগবান আজ তাঁহার মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তিসহ নৃত্যোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। সেইজন্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে আনন্দ হিল্লোল লাগিয়াছে। সেই আনন্দে দেবদেবী ভ্রমর ভ্রমরী, ময়ুর ময়ুরী সকলেই নৃত্যে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বৈষ্ণব কবি যদুনন্দন দাস সেই মহারাস বর্ণনা করিতেছেন। যথা—

নাচত ঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।
রবাব খমক পিনাক বীণা বাজত কত রঙ্গে॥
কোই গায়ত কোই নাচত কোই ধরত তাল।
সখীগণ মেলি নাচিছে গায়িছে মোহিত নন্দলাল॥
শুক নাচিছে শারী নাচিছে বসিয়া তরুর ডালে।
কপোত কপোতী নাচিছে গাহিছে নব নব ঘন তালে॥
ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পূরিত অঙ্গ।
বৃষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্ব্বতী করি সঙ্গ॥
কূর্ম্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি।
গোবর্দ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাস কেলি॥
যমুনা নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে।
এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জ্বল গানে॥

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥৫
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥৬
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥৭
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥৮

৫। অতঃপর স্বর্গে দুন্দুভি আপনা হইতেই বাজিতে লাগিল এবং স্বর্গ হইতে অবিরত পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব শ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ পত্নী ও অপ্সরা গণসহ মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অমল যশঃ গাথা গান করিতে লাগিলেন। এখানে 'অমল' শব্দের অর্থ যাহা শ্রবণে শ্রবণকারীর মনের মালিন্য দূরীভূত হয়।

৬। প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যরত ত্রিশতকোটি ব্রজসুন্দরীগণের বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিনী সঙ্গে শ্রীভগবানেরও তাদৃশ ভূষণাবলীর তুমুল শব্দে রাসমণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল।

৭। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি নব মেঘের মত শ্যাম, আর গোপীগণের দেহ কান্তি গলিত সুবর্ণতুল্য উজ্জ্বল। যশোদানন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ নৃত্য বিহার করিতেছেন। গোপীগণের দেহ কান্তির ঔজ্জ্বল্যে মেঘশ্যাম কৃষ্ণের বর্ণ ইন্দ্রনীল মণিতুল্য হইল। সুবর্ণ নির্ম্মিত এক ছড়া হারের মধ্যে মধ্যে মরকত মণি থাকিলে, যেমন তাহার এক অপরূপ শোভা হইয়া থাকে, তেমনি আজ স্বর্ণকান্তিময়ী গোপীগণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবিক সৌন্দর্য্য আরো অধিকতর সুন্দর ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

৮। গোপীগণের সঙ্গ বশতঃ কৃষ্ণের রূপের বৈশিষ্ট্য যেমন বৃদ্ধি

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥৯

প্রাপ্ত হইল, কৃষ্ণের সঙ্গগুণে গোপীগণের সৌন্দর্য্য ও তদ্রূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। নৃত্যের তালে তালে পদবিন্যাস, কর সঞ্চালন, (যদিও গোপীগণের কর পরস্পর ধৃত ছিল, তথাপি নৃত্য কালে নানা প্রকার মুদ্রা প্রদর্শন জন্য সাময়িকভাবে কর বন্ধন ত্যাগ করিতেন), সস্মিত ভ্রূভঙ্গী সহকারে নৃত্য গীত করিতে লাগিলেন। নৃত্যের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীকালে মনে হইতে লাগিল যে ক্ষীণ কটিতট ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। নৃত্য বশতঃ বক্ষস্থিত কুচপট্ট উত্তরীয় কম্পিত হইতেছিল। পূর্বে এই উত্তরীয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আসন বিরচিত করা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ আসন হইতে উত্থিত হইলে, গোপীগণ নিজনিজ উত্তরীয় পুনরায় গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছিলেন। নৃত্যের তালে তালে দোলায়মান কুণ্ডল দ্বারা গণ্ডদেশ শোভিত হইতেছিল। নৃত্য শ্রমে বদন মণ্ডলে স্বেদ বিন্দু উদ্গত হইতেছিল, এবং কবরী ও কাঞ্চি গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে মেঘচক্রে বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে মেঘের সঙ্গে, গোপীগণকে বিদ্যুতের সঙ্গে, স্বেদবিন্দুকে বারি ধারা সঙ্গে, সঙ্গীতকে মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। এই শ্লোকে গোপীগণকে কৃষ্ণ বধূ বলা হইয়াছে। গোপীগণ শ্রীভগবানের হ্লাদিনী শক্তির মূর্ত্তি হেতু নিত্যকান্তা। ইহাই তাহাদের সত্য পরিচয়। লীলা আস্বাদন জন্য পরকীয়া রূপে প্রতীত হইতেছেন মাত্র।

৯। রাসে নৃত্যের প্রাধান্য হইলেও গোপীগণ এবং শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছিলেন। শ্লোকস্থ 'রক্ত কণ্ঠ্যো' শব্দের অর্থ সঙ্গীতের নানাবিধ রাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠী গোপীগণ। 'রতিপ্রিয়াঃ' অর্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রীতিই যাহাদের একমাত্র প্রিয়বস্তু তাহারা। 'কৃষ্ণাভি মর্ষিতা' অর্থ কৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শে প্রমুদিতা। শ্লোকের অর্থ এইরূপ—নানা রাগ রাগিণীতে পারদর্শিনী, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি সাধনবতী গোপীগণ নৃত্য

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥১০
কাচিদ্ রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্‌বলয়মল্লিকা ॥১১

করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গ স্পর্শ জনিত আনন্দ হেতু তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইলেন না। তাঁহাদের কৃত উচ্চ সঙ্গীতে যেন ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সঙ্গীত সার গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে জগতে যত সংখ্যক জীব আছে, তত সংখ্যক রাগও বর্ত্তমান। তন্মধ্যে গোপীগণ কর্ত্তৃক গীত ষোড়শ সহস্র রাগই শ্রেষ্ঠ।

১০। কোন এক গোপী মুকুন্দের এক সঙ্গেই গান গাহিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরের বৈশিষ্ট্য হেতু তাঁহার কৃত গান কৃষ্ণের গীতের সঙ্গে মিলিত হইল না। ইহা পৃথক ভাবে শ্রুত হইতে লাগিল। সঙ্গীতের উন্নয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই গোপীকে 'সাধু" সাধু' বলিয়া সম্মানিত করিলেন, এবং নিজ পীত উত্তরীয় উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া ইহার মান বর্দ্ধন করিলেন। ইহার নাম বিশাখা। তখন ললিতা নাম্নী গোপী একই সঙ্গীতকে অধিকতর উন্নীত করিয়া ধ্রুব নামক তালে অতি উৎকৃষ্ট রূপে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ললিতার সঙ্গীতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া ললিতাকে 'রত্নহার' উপহার দানে সম্মানিত করিলেন।

১১। গদা শব্দের অর্থ যাহা বর্ণাত্মক শব্দ নিগদন করে বা গান করে, এই অর্থে বংশী বুঝাইতেছে। নটবৃন্দের নায়ক নটনটীগণকে পরিচালন করিবার জন্য মধ্যস্থলে গদারূপী বংশী হস্তে অবস্থান করেন। শ্লোকের মর্ম্মার্থ শতকোটি মণ্ডলীবদ্ধ গোপীগণ সঙ্গে কৃষ্ণের এক এক প্রকাশ রহিয়াছে। প্রত্যেক নৃত্যপরা গোপীর কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ এক এক কৃষ্ণ। আবার মণ্ডলীর মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ বংশী হস্তে শ্রীরাধার সঙ্গে নৃত্য করিতেছেন। এই মধ্যস্থলে কৃষ্ণের যে প্রকাশ রহিয়াছে,

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥১২

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা অদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥১৩

নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৪

তাহার নিকটস্থ গোপী অর্থাৎ বৃষভানু নন্দিনী রাধারানী নৃত্য করিতে করিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। হস্তের মণিময় বলয় কঙ্কণ শিথিল হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া পড়িতেছে, কবরীস্থ মল্লিকা মালা শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িতেছে। শ্রীমতী যেন শ্রান্ত দেহে আর নৃত্য করিতে পারিতেছেন না। তিনি দক্ষিণ বাহু দ্বারা পার্শ্বস্থিত বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ ধারণ করিলেন। ইহা দ্বারা শ্রীরাধার স্বাধীনভর্তৃকা প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ উৎপল হইতে আরো সুগন্ধযুক্ত ছিল, বিশেষতঃ তাঁহার বাহু চন্দন দ্বারা সম্পূর্ণ লিপ্ত ছিল। ইহাতে কৃষ্ণের স্বাভাবিক অঙ্গসৌরভ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কোন এক গোপী নিজস্কন্ধস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সুগন্ধীবাহুস্পর্শে প্রেম বৈবশ্যহেতু পুলকিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাহুচুম্বন করিতে লাগিলেন। ইনি প্রগলভা নায়িকা শ্যামলা।

১৩। অপর এক গোপীর প্রেম বিলাস বর্ণিত হইতেছে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে কোন এক গোপীর কর্ণস্থ কুণ্ডলদ্যুতি গণ্ডস্থলে প্রতি-ফলিত হইতেছিল, তিনি নৃত্য করিতে করিতে নিজ গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডে সংযোজিত করিলেন। রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁহার ওষ্ঠ ঐ গোপীর ওষ্ঠে স্পর্শ করতঃ চুম্বনছলে চর্ব্বিত তাম্বুল গোপীর মুখে প্রদান করিলেন। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত প্রার্থী শৈব্যা।

১৪। অপর এক যুথেশ্বরীর বিলাপ বর্ণিত হইতেছে। এই যুথেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে নৃত্যসহ গান করিতেছিলেন, সঙ্গীতের তালে তালে

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্ ।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥১৫
কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ককপোলঘর্ম-
বক্ত্রশ্রিয়ো বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমরগায়করাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥১৬

তদীয় চরণের নূপুর এবং কটি দেশের মেখলা বাজিতেছিল। নৃত্য শ্রম দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের পরম সুন্দর করকমল স্বীয় কুচ যুগলের উপর স্থাপন করিলেন। ইনি যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী।

১৫। বহু গোপীগণ সঙ্গে একই সময়ে বিহার করিলেও শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, প্রেমাদি মাহাত্ম্য মধ্যে কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র চ্যুতি হয় নাই বলিয়াই তিনি অচ্যুত। এই অচ্যুত লক্ষ্মীদেবীর একান্ত বল্লভ। যেহেতু লক্ষ্মী নারায়ণের অঙ্কশায়িনী হইলেও শ্রীকৃষ্ণকে কান্তরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন (কিন্তু লাভ করিতে পারেন নাই), এহেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিজ কান্তরূপে গোপীগণ লাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে নিজ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য উভয় বাহু দ্বারা তাহাদের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এবং এইভাবে গান করিতে করিতে গোপীগণসহ বিহার করিতেছিলেন।

১৬। নৃত্যজনিত শ্রম সত্ত্বেও গোপীগণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বর্ণিত হইতেছে। গোপীগণের কর্ণযুগল উৎপল দ্বারা সুশোভিত, চূর্ণ কুন্তল ললাটে আসিয়া পড়িতেছে, বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম। তাহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাদের হস্তের বলয়, চরণের নূপুর, ও কটিদেশের কিঙ্কিনী নৃত্যের তালরক্ষা করিতেছিল। নৃত্যাবেশে তাহাদের কবরীচ্যুত মল্লিকাগুচ্ছ কৃষ্ণচরণে পতিত হইতে লাগিল। রাসস্থলীতে অসংখ্য কুসুমিত পুষ্পবৃক্ষ ছিল তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের গলদেশে সুগন্ধীপুষ্প মাল্য ছিল।

এবং পরিষঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥১৭

এই সমস্ত পুষ্পগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অসংখ্য ভ্রমরকুল সম্মিলিতস্বরে গুঞ্জন করিতেছিল। পরিশ্রান্ত গোপীগণের সঙ্গীত বন্ধ হইলে আজ রাসনৃত্যে ভ্রমরকুলই তাহাদের সুমধুর গুঞ্জনে গায়কের কার্য্য করিতে লাগিল। ইহা দ্বারা তত্রত্য ভ্রমরের অসাধারণত্ব প্রকাশিত হইতেছে।

১৭। এই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'রমেশ' শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। (রমা + ঈশ = রমেশ)। যিনি রমা বা লক্ষ্মীর ঈশ বা প্রভু, তিনি রমেশ। শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর প্রভু স্থানীয়। তিনি রমেশ হইয়াও লক্ষ্মীর সঙ্গে রমণ করেন নাই, গোপীগণের সঙ্গেই রমণ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গোপীগণের রূপ, গুণ, ও প্রেমবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হইল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী মূর্তিমতী শক্তি ও শক্তিমান যেরূপ অভেদ, দাহিকাশক্তিও অগ্নি যেরূপ অভেদ, শ্রীকৃষ্ণও তদীয়স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনী সেইরূপ অভেদ। শিশু দর্পণে প্রতিবিম্বিত নিজ মূর্তির প্রতি নানাপ্রকার ক্রীড়া করিলে যেমন তাহা নির্দ্দোষ আনন্দাস্বাদ বলিয়া গৃহীত হয়, তদ্রূপ প্রতিবিম্বস্থানীয় গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম বিলাস, আনন্দস্বরূপ আত্মারাম শ্রীভগবানের আনন্দাস্বাদন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এক স্বরূপে এক এক গোপীর সহিত সম্ভোগ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। যুগ্মনৃত্যে কখনো আলিঙ্গন, কখনো দক্ষিণ হস্তে স্তনস্পর্শ, কখনো রহস্যাঙ্গের প্রতি সপ্রেমাবলোকন, কখনো চুম্বনাদি উদ্দাম বিলাস, কখনো হাস্যপরিহাস করিতে লাগিলেন।

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥১৮
কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥১৯
কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥২০

১৮। ব্রজসুন্দরীগণের মিলনেচ্ছা রসিকেন্দ্র চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বিবিধ কেলিবিলাসে পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ সঙ্গ রূপ আনন্দে গোপীগণ বিবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। নৃত্য শ্রমে কেশ আলুলায়িত হইল, পরিধেয় বসন ও কুচপট্টিকা শ্লথ হইয়া গেল, পুষ্প-মাল্য ও আভরণ বিগলিত হইয়া পড়িতে লাগিল। গোপীগণ বস্ত্রা-ভরণাদি যথাস্থানে ধারণ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থা হইয়া পড়িলেন।

১৯। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হেতু পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য এবং পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের অধীশ্বর। তাঁহার এই রাসলীলারূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রীড়াদর্শন করিয়া পতিসহ বিমানে অবস্থিতা দেবস্ত্রীগণ কৃষ্ণবিষয়ক কামে প্রপীড়িতা হইয়া মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন; পূর্ণশশী গ্রহনক্ষত্রগণসহ রাসক্রীড়া দর্শন করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং পরম বিস্মিত হইলেন। জ্যোতিশ্চক্রের গতি স্তব্ধ হইয়া গেল; ফলে রাসরজনী ব্রহ্মরাত্রিতে পরিণত হইলেন।

২০। রাসক্রীড়ার নৃত্যাংশের এখানেই বিরতি। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে শ্রীভগবান গোপীগণসহ যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহাই দুইটি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। দামবন্ধন লীলাতে শ্রীশুকদেব বলিয়াছিলেন যাঁহার অন্তর নাই বাহির নাই, পূর্ব নাই, পর নাই, অথচ যিনি জগতের পূর্ব, পর, বাহির, অন্তর এবং জগৎ ও যিনি—এই বাক্যে

তাসামতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গপাণিনা ॥২১

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডলকুন্তলত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহস্পর্শপ্রমোদাঃ ॥২২

শ্রীকৃষ্ণের বিভুত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। রাসলীলাতেও বিভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর যত সংখ্যক গোপী, নিজকে তত সংখ্যক রূপে প্রকাশ পূর্বক, যোগমায়া দ্বারা নির্ম্মিত তত সংখ্যক নিকুঞ্জে এক এক গোপীসহ প্রবেশ করিলেন এবং পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রত্যেক গোপীসহ আনন্দ বিহার (রমণ) করিতে লাগিলেন। গোপীগণের প্রেমের বিশেষ উৎকর্ষ হেতু শ্রীভগবান আত্মারাম হইয়াও রমণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু গোপীগণ ভগবানের স্বরূপ শক্তিহ্লাদিনী মূর্ত্তিমতী হেতু ভগবানের আত্মারামত্বের ও কোন প্রকার অঙ্গ হানি হইল না। এই রমণ আত্মাসহ রমণে পর্য্যবসিত হইল।

২১। ব্রজ দেবীগণের প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ করুণা বর্ণিত হইতেছে। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিবিধ আনন্দ বিহারে ব্রজ সুন্দরীগণকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া শ্রীভগবান কৃপাপূর্বক আপনার পরম সুখপ্রদ কর কমল দ্বারা তাহাদের বদনস্থ স্বেদবিন্দু প্রেমের সহিত মার্জ্জনা করিয়া দিলেন, তাহাদের বিশ্রস্ত কেশ কলাপ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলেন, তাহাদিগকে ব্যজন করিলেন এবং তাহাদের বদনে অধরামৃত মিশ্রিত তাম্বুলাদি প্রদান করিলেন।

২২। অতঃপর কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধ অলঙ্কারাদিতে সুশোভিত হইয়া গোপীগণ নিজনিজ নিভৃত কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন, এই অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোপীগণকে কৃষ্ণ বধূ বলিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীস্বামিচরণ ঋষভ শব্দে পতি অর্থই করিয়াছেন।

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্ বা
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২৩

শ্রীকৃষ্ণের কর কমল স্পর্শে প্রফুল্লিতা ব্রজ সুন্দরীগণ ত্রিবিধ উপায়ে পতি শ্রীকৃষ্ণকে মান দান এবং তদীয় আনন্দোৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ সমুজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডল শোভিত বদন কমলের সুধাময় হাস্যদ্বারা, দ্বিতীয় প্রেমময় দৃষ্টি দ্বারা এবং তৃতীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মহিমা ও সুমধুর লীলা কীর্ত্তন দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে প্রফুল্লিতা বল্লভাগণ সম্মিলিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের লোকপাবনী লীলা কীর্ত্তন দ্বারা রাসক্রীড়া সমাপ্তি সূচক মঙ্গল গান করিতে লাগিলেন।

২৩। দুইটি শ্লোকে গোপীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে। রতিশ্রমে ক্লান্তা কান্তাগণের এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ক্লান্তি দূর করিবার মানসে ভগবান যমুনা জলে প্রবেশ করিলেন। গজরাজ যেমন নদীতট অথবা প্রাচীর বিদীর্ণ পূর্বক হস্তিনীগণসহ নদীগর্ভে প্রবেশ করেন, তদ্বৎ অতীত-লোক-বেদ-মর্য্যাদ স্বয়ং ভগবান ভক্ত বিনোদনের জন্য এবং রসাস্বাদন জন্য এই লীলা করিয়াছিলেন। কিভাবে জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে প্রিয়াগণ কর্তৃক গ্রথিত কুন্দ ফুলের মালা লম্বিত ছিল, আলিঙ্গনকালে প্রিয়া বক্ষস্থিত কুঙ্কুম দ্বারা শ্বেতবর্ণ কুন্দ পুষ্প রঞ্জিত সংমর্দ্দিত হইয়াছিল। তাহার সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অলিকুল গন্ধর্ব পতিতুল্য গান করিতে করিতে (গুঞ্জন ধ্বনি), গোপীজন পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিতে লাগিল। এইভাবে গোপীগণসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমুনা জলে অবতরণ করিলেন।

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥২৪

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্তটে।
চচার ভৃঙ্গপ্রমদাগণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥২৫

২৪। জল ক্রীড়া বর্ণিত হইতেছে। কৃষ্ণকে গজেন্দ্রলীল শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। গজেন্দ্র যেমন বহু হস্তিনীসহ জলে প্রবেশ করে এবং নিজ নিজ শুণ্ড সমূহ দ্বারা পরস্পরের অঙ্গে জল নিক্ষেপ করিয়া থাকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তেমনি গোপীগণসহ জল বিহার উদ্দেশ্যে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী ব্রজ যুবতীগণ হাস্য সহকারে চতুর্দিক হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রেম কটাক্ষসহ জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কান্ত শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের প্রতি তেমনি জলধারা এবং স্বপ্রেম দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছিলেন। ইহাতে যে কেবল গোপীগণের অঙ্গ সিক্ত হইতেছিল তাহা নহে, সকলের অন্তরও প্রেমময়ের প্রেম বারিতে সিক্ত হইতেছিল। অতঃপর জলযুদ্ধ, আলিঙ্গন, চুম্বন, বস্ত্রাকর্ষণ, হাস্য পরিহাস প্রভৃতি নানাবিধ কেলি বিলাপ উপভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্য লীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গোপীসহ কৃষ্ণের জল বিহার বর্ণিত হইয়াছেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে স্বরতি বলা হইয়াছে। স্বরতি অর্থ নিজেতেই যাঁহার রতি অর্থাৎ আত্মারাম। গোপীপ্রেমের এমনি মহিমা যে আত্মারাম শিরোমণি স্বয়ং ভগবানও তাহাদের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সঙ্গে রমণ করিয়াছিলেন। স্বর্গের দেবতাগণ নিজ নিজ বিমান হইতে পুষ্প বৃষ্টি ও স্তব করিতে লাগিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে লীলার রহস্যাংশ যোগমায়া পুরুষ দেবতা গণের নিকট আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

২৫। জলক্রীড়ার পরে জল হইতে উত্থিত হইয়া অঙ্গ মার্জ্জন এবং

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥২৬

বনদেবী কর্তৃক রক্ষিত বস্ত্রাভরণাদিতে সকলে সুসজ্জিত হইলেন। অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণসহ নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পুষ্পে সুশোভিত এবং বহু কুঞ্জযুক্ত যমুনার উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় পুষ্পচয়ন, কুঞ্জাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান প্রভৃতি বিবিধ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পুষ্প দ্বারা গোপীগণের কবরী সজ্জিত করিলেন। গোপীগণ সুন্দর মাল্য রচনা করিয়া কৃষ্ণের গলদেশে অর্পণ করিলেন। সেই উপবনে বিবিধ জলজ ও স্থলজ পুষ্পের সুগন্ধবাহী সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রমদাগণ পরিবৃত হইয়া সেই উপবনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন মধুমত্ত ভ্রমরগণ ও গুঞ্জন ধ্বনিসহ তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করতঃ সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইতেছিল। মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন মাতঙ্গিনীগণ কর্তৃক সেবিত হয় এবং মদগন্ধে আকৃষ্ট ভৃঙ্গগণ যেমন তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া চলিতে থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ যখন প্রিয়াগণসহ উপবনে বিহার করিতেছিলেন, তখন অলিকুল অঙ্গ গন্ধে ও পুষ্প গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হইতেছিল।

২৬। ভগবান সত্যকাম; তাঁহার কামনা বা সংকল্প সবই সত্য। তিনি অনন্ত, তাঁহার লীলাও অনন্ত। মানুষের ক্ষুদ্র ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। মানবীয় ভাষা সেই অনন্ত লীলা ভগবানের লীলার আভাষমাত্র দিতে পারে। তাই শ্রীশুকদেব বলিতেছেন পূর্বোক্ত রূপে সেই সত্যকাম ভগবান অনুরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণসহ বিবিধ কেলি বিলাসে চন্দ্রকিরণ সমুদ্ভাসিত রাত্রি সমূহ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। শারদ পূর্ণিমা এস্থলে উপলক্ষণ মাত্র। কেবল শরৎ-

রাজোবাচ।
সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥২৭

কালীন নহে, অন্যান্য ঋতুমধ্যগত পূর্ণিমা সমূহ এবং কেবল পূর্ণিমা নহে, জ্যোৎস্নাবতী এবং অন্ধকারময়ী ব্রহ্মার সৃষ্টিতে যত নিশি বর্তমান, সমস্ত নিশি আত্মকৃতার্থতার জন্য এই রাসরজনীতে অনুপ্রবিষ্টা ছিলেন। জ্যোতিশ্চক্রের গতি স্তব্ধীভূত হওয়াতে এক রাত্রিই ব্রহ্মরাত্রিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল। শ্রীভগবান অনন্ত, তাঁহার ধাম, পরিকর, শক্তি লীলা সবই অনন্ত। শরৎ কাব্য কথা রসাশ্রয়া সেই রাসরজনী। কেবল শরৎকালীন রস কাব্য নহে, শরৎ, বসন্ত, বর্ষা প্রভৃতি সমস্ত ঋতু বিষয়ক যে সমস্ত রস কাব্য আছে, এই রাস রজনী সেই সমস্ত রস সমূহের আশ্রয়। ব্যাস, বাল্মীকি, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, শ্রীরূপ প্রমুখ কবিগণ নিজনিজ কাব্যে যে রস পরিবেশন করিয়াছেন, তাহার মূল আশ্রয় এই রাসলীলা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এই আদি বা মৌলিক রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাহাই 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত' বাক্যে প্রকাশ করা হইল। ব্রজসুন্দরী গণের সুরত সম্বন্ধীয় হাবভাবাদি নিজ অন্তরে সংস্থাপন করিয়া বা অবরুদ্ধ রাখিয়া, অর্থাৎ নিজে বিচলিত না হইয়া রমণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রজদেবীগণের এই হাবভাব প্রেমের উচ্চতর ষষ্ঠ ভূমিকা অনুরাগ সমুদ্ভূত, কামীগণের ন্যায় কামোদ্ভূত নহে। ভগবান আপন মনে সুরত সম্বন্ধীয় ভাব, হাব, বিব্বোহ, কিল কিঞ্চিতাদি এবং বাম্য ঔৎসুক্য, হর্ষাদি, স্তম্ভ স্বেদ পুলকাদি এবং দশন স্পর্শন আশ্লেষাদি অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন—এই সমূহ দ্বারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। শ্রীধরস্বামী 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত' পদের অর্থ করিয়াছেন—সুন্দরী যুবতীগণের হাবভাব দ্বারা বিচলিত না হইয়া, চরমধাতু নিজমধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া, কন্দর্পকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন।

২৭। মহামুনি শুকদেব পরমানন্দে শ্রীরাস লীলা বর্ণনা করিতেছেন

স কথং ধর্মসেতূনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণম্ ॥২৮

এবং ব্রহ্মশাপগ্রস্ত শুশ্রূষু রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পরমনিষ্ঠা ও আনন্দ সহকারে সেই সুমধুর লীলা শ্রবণ করিতেছেন। এই লীলা সম্বন্ধে দোষণীয় বা সন্দেহজনক কিছু মনে হইলে তাঁহার মুখের এই প্রফুল্লতা থাকিত না, অবশ্যই কিছু বিমর্ষভাব দেখা যাইত। অনেক বহির্মুখ শ্রোতা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের প্রতি কৃপা হেতু তাহাদের অন্তরের সন্দেহ দূর করণার্থ রাজর্ষি পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিতেছেন—

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের পরমেশ্বর। ধর্ম্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম্মের বিনাশহেতু অংশ বলরামসহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীগীতাতেও স্বমুখে এই কথাই বলিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্, তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রবক্তা, রক্ষাকর্ত্তা এবং অনুষ্ঠাতা হইয়াও পরস্ত্রী বিনোদনরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য কেন করিলেন, ইহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিনা। যিনি যাহা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা নিজে আচরণ না করিলে অন্যলোক তাহা গ্রহণ করে না। বিশেষতঃ এতাদৃশ আচরণ দ্বারা বেদ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইতেছে, এবং ভবাদৃশ বিপ্রকুলকেও অতিক্রম করা হইতেছে, স্বয়ং ভগবান ব্রহ্মণ্যদেব হইয়া ইহা কিরূপে করিলেন? আমাদের মনের এই সন্দেহ কৃপা পূর্বক দূরীভূত করুন।

২৮। আপনি যদি বলেন শ্রীকৃষ্ণ আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণকাম। তাঁহার কোন কামনা থাকিতে পারে না, তাঁহার পক্ষে ইহা অধর্ম নহে, কেননা তিনি ধর্মাধর্মের ঊর্দ্ধে। তাহা হইলেও আমাদের মনের সন্দেহ, পূর্ণকাম হইয়াও তিনি পরদারাভিমর্ষণ রূপ গর্হিত কর্ম্ম কেন করিলেন? মহারাজ যদু অতি ধার্মিক রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই বংশের পতি বা পালনকর্ত্তা কি প্রকারে এতাদৃশ নিন্দনীয় কার্য্য করিলেন? হে সুব্রত (আজন্ম ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠ) ভগবানের এই সমস্ত কার্য্যের অবশ্যই কোন

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্‌ বৈ জুগুপ্সিতম্‌ ।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥২৮

শ্রীশুক উবাচ ।

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্‌ ।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥২৯
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্‌ ॥৩০

অভিপ্রায় আছে। তাহা প্রকাশ করিয়া আমাদের সন্দেহ কৃপাপূর্বক দূর করুন এই প্রার্থনা।

২৯। শ্রীশুকদেব উত্তর দিতেছেন :—

শাস্ত্রে যে ধর্ম বা অধর্ম বিষয়ক বিধি নিষেধ রহিয়াছে, তাহা সাধারণ লোকের জন্যই। এই সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করিলে সাধারণ ব্যক্তিগণের মঙ্গলই হয় এবং অতিক্রম করিলে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। কিন্তু অলৌকিক শক্তির অধিকারী যাঁহারা কর্তুম-অকর্তুম —অন্যথা কর্তুম সমর্থ হেতু ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন, শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ তাঁহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিলেও তজ্জন্য তাঁহারা দোষভাগী হবেন না, ব্রহ্মার দুহিতৃ-কামনা, বৃহস্পতির উতথ্যপত্নী গমন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। বরং যাহারা ব্রহ্মাকে উপহাস করিয়াছিল, কংস হস্তে পরে তাঁহাদিগকে নিহত হইতে হইয়াছিল। অগ্নি সর্ব্বভুক, অপবিত্র, অমেধ্য বস্তুও ভস্মসাৎ করিয়া থাকেন, কিন্তু তজ্জন্য পাবকের পাবনশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। শ্মশানের অগ্নি দ্বারাও যজ্ঞকাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করা চলে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর; সাধারণ শাস্ত্রবিধি তাঁহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে।

৩০। ঈশ্বরগণের এইরূপ কার্য্য সাধারণ ব্যক্তিগণের অনুকরণযোগ্য নহে। যদি কেহ অনুকরণ করে, তাহা হইলে সে অবশ্য বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। সমুদ্র মন্থনোত্থিত হলাহল একমাত্র শিবই পান করিতে সমর্থ

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥৩১

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥৩২

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্য-দিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥৩৩

ছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার মহিমা বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন। অন্য কেহ পান করিতে গেলে, গন্ধ মাত্রই তাহার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। সুতরাং শ্রীভগবান কর্ত্তৃক ধর্মব্যতিক্রম কার্য্য কদাপি অপর ব্যক্তি অনুকরণ করিবে না। করিলে অনুকরণকারী বিনষ্ট হইবে। বিশেষ উদ্দেশ্যেই শ্রীভগবান এই সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন।

৩১। ঈশ্বরগণের বা সুমহৎ ব্যক্তিগণের বাক্য বা উপদেশ সর্বথা পালনীয় কিন্তু তাহাদের কার্য্য তদ্রূপ নহে। যে সমস্ত আচরণ উপদেশের অনুকূল, কেবল তাহাই পালনীয়। উপদেশের প্রতিকূল ব্যবহার দ্বারা ঈশ্বরগণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় তাহা সাধারণ ব্যক্তির কদাপি পালনীয় নহে।

৩২-৩৩। যে সমস্ত ব্যক্তি গীতার উপদেশানুযায়ী অহংকার বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত এবং অনাসক্ত হইয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অথবা ভগবৎ প্রীত্যুদ্দেশ্যে কর্ম করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে দুষ্কর্মের (পাপের) ফল এবং সৎকর্মের (পুণ্য) ফল ভোগ করিতে হয় না। অহং বুদ্ধি ত্যাগ বলিতে বুঝাইতেছে আমি আত্মা, আমি নির্লিপ্ত, এই জড় ইন্দ্রিয় ও মন কর্ম করিতেছে মাত্র। নির্লিপ্ত কর্মযোগী মনুষ্যকে যদি ফল ভোগ করিতে হয় না, তাহা হইলে তির্য্যগ, মনুষ্য, দেবতা এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা, এমন কি পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ঈশ্বরগণেরও নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কি পাপ, পুণ্য বলিয়া কিছু থাকিতে পারে? কখনোই নহে।

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥৩৪
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ এষ ক্রীড়নহভাক্ ॥৩৫

৩৪। যাঁহার শ্রীচরণ কমলের এক রেণুর সেবা দ্বারা ভক্ত পরমানন্দ লাভ করেন, যোগীগণ যোগবলে যাঁহাকে ধ্যান করিয়া সর্ব্ব কর্ম বন্ধন মুক্ত হইয়া বিচরণ করেন, এবং জ্ঞানীগণ যাঁহাকে অবগত হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় ভ্রমণ করেন, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছা পূর্বক নরদেহ ধারণ করতঃ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার কর্মবন্ধন কি প্রকারে সম্ভব হইবে? অর্থাৎ কিছুতেই হইতে পারে না।

৩৫। গোপীগণের পরদারত্ব খণ্ডন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে গোপীগণের, তাঁহাদের পতিম্মন্যগণের এবং দেহধারী জীব মাত্রেরই অন্তরে অবস্থান করিতেছেন। পরমাত্মা ব্যতীত কেবল জীবাত্মা কোন দেহেই অবস্থান করিতে পারে না। পরমাত্মা এক, জীবাত্মা বহু। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে বুদ্ধ্যাদিরও দ্রষ্টা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। যিনি অন্তরে জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই এখন আনন্দাস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের পর নহে, অত্যন্ত আপনজন। জীব কর্মপরবশ হইয়া নানাবিধ দেহ ধারণ করতঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিবার জন্য নিজ ইচ্ছায় দেহ ধারণ করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। গোপীগণ সাধারণ জীব নহে। তাঁহারা ভগবানের স্বরূপশক্তি তদীয় পার্ষদ। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই গোপীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। এখানে পরপুরুষ, পরস্ত্রীর কোন প্রশ্নই উঠে না। ইহা শক্তির সহিত শক্তিমানের অথবা নিজের সঙ্গে নিজের বিলাস।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ ॥৩৬

৩৬। প্রশ্ন হইতে পারে—আপ্তকামের যদি বা লীলাতে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, তাহা হইলেও লোক নিন্দনীয় এতাদৃশ লীলাতে প্রবৃত্তি হইবার বিশেষ উদ্দেশ্য কি? তাহার উত্তর দিতেছেন—এবম্প্রকার লীলার একমাত্র উদ্দেশ্য ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বা কৃপা। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজ ইচ্ছায় লীলা সাধন হেতু নরদেহ সৃজন করিয়া তাহার আশ্রয়ে লীলা করিয়াছেন তাহা নহে। ইহাই তাঁহার স্বরূপ। চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নর বপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর, নব কিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নরাকৃতি স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই লীলা করিয়াছিলেন। এই লীলা দ্বারা যে কেবলমাত্র ব্রজগোপীগণ এবং ব্রজবাসীগণকেই অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালগত সমুদয় ভক্তগণের প্রতিই এই অনুগ্রহ। ব্রজবাসীগণ সাক্ষাৎভাবে লীলা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। অন্যান্য সকলে লীলা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ও হইবেন। শ্রবণের এমনি মহিমা যে ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য মনুষ্যও লীলা শ্রবণে ভগবৎ পরায়ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের অন্যান্য লীলা হইতে বৈলক্ষণ্য হেতু মধুর রসময়ী রাসলীলার এমন এক অতর্ক্যশক্তি আছে, যে ইহা শ্রবণে মনুষ্যদেহধারী মাত্রেই ভগবৎ পরায়ণ হয়, ভক্তগণ যে পরমানন্দ লাভ করিবেন —ইহাতে আর বলিবার কি আছে?

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭

ব্রহ্মরাত্রে উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥৩৮

৩৭। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সঙ্গে সারা নিশি ব্যাপিয়া সুমধুর রাস-লীলা রস আস্বাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ গোপীগণের পতি, শ্বশ্রূ প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ বধূগণকে গৃহে না দেখিয়া কৃষ্ণের প্রতি ক্রোধ করেন নাই কেন? ইহার উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিতেছেন যোগ মায়ার প্রভাবেই ইহা ঘটিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য যখন গোপীগণ অভিসার করিতেন, তখন অঘটন-ঘটন পটীয়সী যোগ-মায়া অনুরূপ গোপীসৃষ্টি করিয়া গৃহে রাখিয়া দিতেন, ফলে পতিগণ এবং অন্য আত্মীয়গণ বধূগণকে গৃহেই দেখিতে পাইতেন। এই হেতু কৃষ্ণের প্রতি বা অন্য কাহারও প্রতি ক্রোধ বা অসূয়া প্রকাশ করিতেন না।

প্রকৃত সত্য এই যে পরম সৌভাগ্যবতী পতিব্রতা শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ—প্রেয়সী গোপীগণের সহিত তাহাদের পতিম্মন্য গোপগণের যে সম্পর্ক তাহা রস বিশেষ আস্বাদনার্থ মনের অভিমান মাত্র, কোন প্রকার দেহ সম্পর্ক কখনো হয় নাই, হইতেও পারে না। অভিসারাদি কালে যোগমায়া সৃষ্টা কৃষ্ণ কান্তা তুল্যা গোপীগণকে গৃহে সকলে দেখিতেন, সুতরাং ক্রোধের কোন কারণ ঘটিত না। আবার ইহাও সত্য যে এই সমস্ত যোগমায়া কল্পিতা গোপীগণের সহিত ও পতিম্মন্য গোপগণের কোন প্রকার সম্ভোগাদি দেহ সম্পর্ক কখনো হয় নাই। যোগমায়া গোপগণের তদীয়া পত্নীমন্যাগণের প্রতিও কামভাব বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। যখন প্রকৃত গোপীগণ কৃষ্ণ সঙ্গে বিহারাদি শেষে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন যোগমায়া নিজ কল্পিতা গোপীগণকে অদৃশ্য করিয়া রাখিতেন।

৩৮। প্রায় এক সহস্র চতুর্যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালকে ব্রহ্মদিন বা ব্রহ্মরাত্রি বলা হইয়া থাকে। শারদ পূর্ণিমা এক রাত্রি হইলেও, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই সৃষ্টি মধ্যস্থ সমস্ত রাত্রির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥৩৯

আত্মকৃতার্থতার জন্য রাস রজনীতে অনুপ্রবেশ করিয়া ঐ এক রাত্রিকেই ব্রহ্মরাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন। এই কারণে রাসলীলার প্রথম শ্লোকে "তাঃ রাত্রীঃ" এই বহু বচন উক্ত হইয়াছে। কালের গতি স্তব্ধীভূত হইয়া যাওয়ায় রজনীর দীর্ঘতা জগদ্বাসী কেহই জানিতে পারেন নাই। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে বাসুদেব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দামবন্ধনলীলা বর্ণনকালে উক্ত হইয়াছে যে শ্রীনন্দের এক অংশ 'দ্রোণ' পূর্ব জন্মে অষ্ট বসু মধ্যে এক বসু ছিলেন, এই কারণে কেহ কেহ নন্দকে বসুদেব নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণই বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণের গোপীরূপিণী প্রিয়াগণ এই সুদীর্ঘতম ব্রহ্মরাত্রি ব্যাপিয়া রাসক্রীড়াতে অতিবাহিত করিলেও তাঁহাদের তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা প্রাণ গোবিন্দকে ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ইহা অনুরাগেরই স্বভাব। যথা—

"জনম অবধি হাম, রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সো মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী, রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝলু কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়া রাখলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি ॥" (বিদাপতি)

ব্রহ্মরাত্রি সমাপ্ত হইলে ভগবৎ প্রিয়া গোপীগণের নিজনিজ গৃহে গমন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে গমন করিলেন।

৩৯। যে ব্যক্তি, ব্রজবধূগণের সহিত স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে ত্রয়োস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥৩৩ ॥

রাসক্রীড়া এবং এতাদৃশ শৃঙ্গার রসাত্মক অন্যান্য মধুর লীলা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া অর্থাৎ বিশ্বাসযুক্ত মনে, তাৎপর্যার্থ এই লীলাকে প্রাকৃত কামক্রীড়া বুদ্ধিতে অবজ্ঞারূপ অপরাধ যাহাতে না হয়, তাদৃশ শ্রদ্ধান্বিতমনা হইয়া শ্রবণ করেন, এবং শ্রবণানন্তর বর্ণন করেন, স্মরণ ধ্যানাদি করেন, তিনি অচিরে শ্রীভগবানে গোপিকানুসারিত্ব হেতু উৎকৃষ্ট প্রেম লক্ষণা ভক্তি প্রতিক্ষণে নবনবরূপে লাভ করিয়া অতিশীঘ্র কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে পরিত্যাগ করেন এবং ধীর হয়েন অর্থাৎ ধৈর্য্যলাভ করেন। এই শ্লোকে যিনি এই লীলা শ্রবণ করেন এই কথা বলায় অধিকারিত্বের অপেক্ষা নিরস্ত করা হইল ; এতাদৃশ লীলার শ্রবন, কীর্ত্তন, স্মরণাদিতে অধিকারিত্বের অন্য কোন বিচার নাই। যাহাতে অপরাধ না হয় এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নিরন্তর হয় এবং যাহাতে ফলবৈশিষ্ট্য লাভ হয়, তাহার নিমিত্তই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে কোন ব্যক্তি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি করুন না কেন, তিনি অচিরেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমভক্তি লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন।

শ্রীগীতাতে ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ইত্যাদি শ্লোকে দেখা যায় যে ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা এবং শোক আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত ও সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হইলে তারপর 'মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্' অর্থাৎ পরাভক্তি লাভ হয়। কিন্তু রাসলীলা এবং তৎ সদৃশ অন্যান্য লীলা শ্রবণের বলবদবিচিন্ত্য মহিমা এই যে লীলা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধান্বিত ব্যক্তির কাম ক্রোধাদি হৃদরোগ বর্ত্তমানেও প্রথমেই প্রেমভক্তি লাভ হয়। ইহাদ্বারা এই লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণে কামক্রোধাদি হৃদ্ রোগবান ব্যক্তিও অধিকারী ইহাই দেখান হইল ; এবং তাদৃশ হৃদ্রোগবান ব্যক্তির এই লীলা শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণাদির প্রভাবে প্রথমতঃ প্রেম ভক্তির উদয়ে অচিরেই হৃদ্রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইল।

(শ্রীশ্রীলীলাতত্ত্ব কুসুমাঞ্জলি হইতে উদ্ধৃত।)

এই লীলা শ্রবণের একমাত্র সর্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া।

"শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্মসিদ্ধ হয়॥" চৈঃ চঃ

তাহা হইলে রাসলীলার বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই এই সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে হইবে। ইহা নরনারীর কাম কেলি নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য্য বিশিষ্ট স্বয়ং ভগবানের তদীয় স্বরূপ শক্তির সহিত বিশুদ্ধ রসাস্বাদন। কে রসাস্বাদন করিয়াছেন? শ্রীবিষ্ণু, যিনি সর্বব্যাপী, যিনি এক হইয়াও শতকোটি গোপীর প্রত্যেকের কণ্ঠ এক সঙ্গেই আলিঙ্গন করিয়া তাহাদের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন। পরাভক্তি অর্থ গোপীঅনুগতা মধুর প্রেম লক্ষণা ভক্তি (রাগানুগাভক্তি)। মনে কামভাব থাকিলে শ্রবণে ফল হইবে কি? পূর্বোক্ত শ্রদ্ধা অন্তরে থাকিলে, মনে কাম ভাব লুক্কায়িত থাকিলেও শ্রবণে বাধা হইবে না, পরন্তু প্রেমভক্তি লাভ হইবে এবং কাম দূরীভূত হইবে। কাম উপলক্ষণমাত্র ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি সর্ব্বরিপু দূরীভূত হইবে, এবং শ্রোতা ও বক্তা অচিরে ধীর হইবেন। ধীর অর্থ চাঞ্চল্য বর্জিত ও পণ্ডিত। অর্থাৎ হৃদ্রোগ-কাল বর্ত্তমানে প্রেম লাভ হইবে না এই প্রকার নাস্তিক্য লক্ষণ মূর্খতা বিরহিত। 'ইদৃঞ্চ' শব্দ দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা ব্যতীত অন্যান্য মধুর রসাশ্রিতা লীলাও বুঝাইতেছে।

দশমস্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

(শ্রীশ্রীরাসলীলা সমাপ্ত)

চতুস্ত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দেব যাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনং ॥১
তত্রস্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুং।
আনর্চ্চুর্‌রর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবীঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥২
গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥৩

১। শারদীয় রাসযাত্রা বর্ণনানন্তর শিবরাত্রি যাত্রা বর্ণনা করিতেছেন। ইহার পরেই হোলিকা গানলীলা বর্ণনা করিবেন। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী শিবরাত্রিতে মথুরার বায়ুকোণে অবস্থিত অম্বিকা বনে প্রতি বৎসর বহু যাত্রী সমাগম হয়, এবং তথায় শিব ও উমার পূজা হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছানুযায়ী গোপালগণের সেই বৎসর অম্বিকাবনে যাইবার খুব আগ্রহ হইল। প্রেয়সীগণ সহ স্বচ্ছন্দ লীলা করিবেন, শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ গূঢ় অভিপ্রায়। গোপালগণের আগ্রহে ব্রজরাজ নন্দ প্রমুখ সকলে বৃষবাহিত শকটে অম্বিকাবন গমন করিলেন।

২। হে নৃপতি, তথায় সকলে সরস্বতী নদীতে স্নান করিলেন এবং ভক্তি সহকারে বিবিধ উপকরণসহ বিষ্ণু বৈষ্ণব প্রিয় এবং ভক্তি প্রদানে সমর্থ পশুপতিদেবের ও অম্বিকাদেবীর অর্চ্চনা করিলেন। এই শ্লোকে হঠাৎ 'হে নৃপ, বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ পরীক্ষিৎ মহারাজ রাসলীলা শ্রবণ করিয়াছেন, সেই সুমধুর লীলার আবেশ তখনো তাঁহার মনে ছিল। অবধানের উদ্দেশ্যে এই সম্বোধন।

৩। দেবালয়ের সেবক ব্রাহ্মণগণকে আদর করিয়া সুবর্ণ, বস্ত্র, মধু এবং মধু মিশ্রিত অন্ন দান করিলেন। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবগণের প্রীতিই প্রয়োজন। বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শম্ভু প্রসন্ন হইলে, বিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন এবং পুত্র কৃষ্ণের মঙ্গল হইবে, ইহাই নন্দাদি গোপগণের অভিপ্রায়।

ঊষুঃ সরস্বতী তীরে জলং প্রাশ্য ধৃতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দ সনন্দকাদয়ঃ ॥৪
কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥৫
স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥৬
তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥৭
অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চৎ তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৮

৪। শিবরাত্রি ব্রত হেতু মহাভাগ নন্দ এবং তদনুজ সনন্দ প্রভৃতি গোপগণ কেবলমাত্র জলপান করিয়া তথায় সরস্বতী তীরে বাস করিয়াছিলেন। উপনন্দ ব্রজ রক্ষাহেতু বৃন্দাবনেই ছিলেন, তীর্থে আসেন নাই।

৫। সকলে নিদ্রিত ছিলেন এই অবসরে এক ক্ষুধার্ত্ত অজগর সর্প হঠাৎ বন হইতে আসিয়া শায়িত নন্দকে চরণের দিক হইতে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

৬। অহিগ্রস্ত নন্দ চীৎকার করিয়া ভাবিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত, এই মহাসর্প আমাকে গ্রাস করিতেছে। আমি শরণাগত, বৃদ্ধত্ব হেতু তোমাকর্ত্তৃক পালনীয়। আমাকে মুক্ত কর।

৭। নন্দের করুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া গোপালগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা গাত্রোত্থান করিয়া নন্দকে সর্পগ্রস্ত দেখিলেন। নন্দের এই অবস্থা দৃষ্টে সকলে বিভ্রান্ত হইলেন এবং জ্বলন্ত কাষ্ঠদ্বারা সর্পকে আঘাত করিতে লাগিলেন।

৮। জ্বলন্ত কাষ্ঠ দ্বারা আহত হইয়াও সেই ভীষণ সর্প নন্দকে পরিত্যাগ করিল না। শ্রীকৃষ্ণ গুরুগণ ও বৃদ্ধগণ হইতে একটু দূরে

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥৯
তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥১০
কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥১১
অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥১২

সখাগণ সহ ছিলেন। তিনি আসিয়াই এই অবস্থা দেখিলেন। সাধু ভক্তগণের রক্ষক ও পরিপালক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াই দেখিলেন, সর্পের মস্তক গুরুশ্রেষ্ঠ পিতার দেহ স্পর্শ করিয়া আছে। সেই হেতু স্বীয় পদ কমল দ্বারা সর্পের মস্তক স্পর্শ না করিয়া তাহার পুচ্ছদেশ ভগবান স্পর্শ করিলেন। তাহাকে কোন প্রকার আঘাত করিলেন না।

৯। শ্রীভগবানের অশেষ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য পূর্ণ শ্রীচরণ স্পর্শ মাত্রই ঐ সর্পের বহু জন্ম সঞ্চিত পাপ সমূহ এবং মহদপরাধ লক্ষণ সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল। সে সর্পদেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বিদ্যাধর মধ্যে পূজিত নিজ বপু ধারণ করিল।

১০-১১। সুবর্ণ মাল্য বিভূষিত তেজঃময় দেহধারী সেই পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পূর্বক দণ্ডায়মান হইলে, হৃষীকেশ, সর্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা হেতু সর্বজ্ঞ হইলেও, সকলের অবগতি ও শিক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—পরম শোভায় সুশোভিত সুদর্শন আপনি কে? কেনই বা ঈদৃশ ঘৃণ্য সর্পযোনি অবশ হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

১২। সর্প বলিল—আমি সুদর্শন নামে এক বিখ্যাত বিদ্যাধর ছিলাম। দৈহিক সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়া বিমানযোগে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতাম।

ঋষীন্ বিরূপানঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং
প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥১৩
শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদাস্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥১৪
তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্।
আপৃচ্ছে শাপনির্ম্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥১৫
প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে।
অনুজানীহি মাং দেব সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥১৬
ব্রহ্মদণ্ডাদ্ বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥১৭

১৩। স্বীয়রূপ-গর্ব্বিত হইয়া আমি একদা অঙ্গিরা বংশোদ্ভব বিকৃতাকার ঋষিগণকে উপহাস করিয়াছিলাম। আমার নিজকৃত পাপের জন্যই ঋষিগণ কর্ত্তৃক সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

১৪। আমি এখন বুঝিতেছি, ঐ করুণস্বভাব ঋষিগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়াই আমাকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, যেহেতু ঐ পাপের ফলেই সর্ব্বলোকগুরু জগদীশ্বর আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ লাভ করিয়া আমার সর্ব অশুভ বিনষ্ট হইল।

১৫। হে দুঃখ বিনাশন, ভব ভয়ে ভীত, শরণাগত জনের ভয় আপনি দূরীভূত করিয়া থাকেন। আপনার শ্রীচরণ স্পর্শে শাপমুক্ত আমি নিজ লোকে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।

১৬। হে মহাযোগিন্, হে মহাপুরুষ, হে সজ্জন প্রতিপালক, হে সর্ব্ব লোকেশ্বরগণেরও ঈশ্বর (সৃষ্টি কর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তাগণেরও ঈশ্বর বা নিয়ন্তা)। আপনার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত আমাকে কৃপাপূর্ব্বক অনুমতি দান করুন এই প্রার্থনা।

১৭। হে অচ্যুত, আপনার দর্শন মাত্র আমি ব্রহ্মদণ্ড হইতে মুক্ত

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ।
সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥১৮
নিশম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপা যযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥১৯
কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌব্রজযোষিতাম্ ॥২০

হইলাম। যাঁহার নাম উচ্চারণমাত্র সর্ব্বশ্রোতাগণ এবং নাম গ্রহীতা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া থাকে, তাঁহার চরণ স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়া আমি যে সদ্য পবিত্র হইয়াছি, ইহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে?

১৮। শ্রীশুকদেব বলিলেন—

এই বলিয়া সুদর্শন শ্রীভগবানকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার অনুমতিসহ স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ নন্দও সর্ব্বক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন।

১৯। শ্রীকৃষ্ণের এবম্প্রকার মহিমা দর্শন করিয়া ব্রজবাসীগণ পরম বিস্মিত হইলেন। যদিও ব্রজবাসীগণ কৃষ্ণের বহু শক্তি ও মহিমা ইতিপূর্ব্বে দর্শন করিয়া ছিলেন, তথাপি প্রগাঢ় প্রীতি বশতঃ কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের প্রতি তাহাদের কোন অনুসন্ধান থাকিত না। তাঁহারা কৃষ্ণ মাধুর্য্যেই নিমগ্ন থাকিতেন। কখনো কখনো তাহাদের মনে হইত আমাদের লাল্য কি সত্যই পরমেশ্বর? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরাও এক এক জন মহাপুরুষ সন্দেহ নাই। গর্গমুনির কথাই সত্য—"কৃষ্ণ নারায়ণো সমো গুণঃ।" ব্রজবাসীগণ সেই তীর্থে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া পরম প্রীতি সহ কৃষ্ণ কথা আলাপ করিতে করিতে ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিলেন।

২০। কৃষ্ণ ও বলরাম একই তত্ত্ব, লীলাস্বাদন হেতু দুই দেহ। ব্রজলীলাতে অধিকাংশ স্থলে অংশ অংশী সম্বন্ধ। রাজধানীতে

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিনৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥২২
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥২২
জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥২৩

লীলাস্বাদনহেতু অগ্রজ অনুজ সম্পর্ক। বর্তমান লীলাতে সখ্য ভাব প্রধান। হোরি পূর্ণিমাতে বর্ত্তমান লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ ও বলরাম স্ব স্ব 'অনুগতা ব্রজ সুন্দরীগণ সহ বিহার ও রাসলীলা আস্বাদন করিয়াছিলেন। দুই ভাই একই কালে একইস্থানে পৃথক পৃথক ভাবে নৃত্য গীতসহ বিহার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই লীলা যে সম্পূর্ণ কামগন্ধ বর্জ্জিত তাহা প্রমাণিত হইতেছে। হোরি পূর্ণিমা নিশীথে অদ্ভুত বিক্রম গোবিন্দ ও বলরাম স্বীয় স্বীয় অনুরক্তা ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া ব্রজের সন্নিহিত বনে বিহার করিয়াছিলেন।

২১। উভয় ভ্রাতা বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃত, মৃগমদ চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্ত, মাল্য ও নির্ম্মল বসন পরিহিত ছিলেন। প্রীতি পরায়ণা ব্রজসুন্দরী বৃন্দ ললিত কণ্ঠে সময়োচিত গুণ গান দ্বারা তাহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেছিলেন।

২২। পূর্ণিমা রজনীতে নিশামুখেই তারকাবলিসহ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, প্রস্ফুটিত মল্লিকা কুসুমের সৌরভে অলিকুল মত্ত হইয়া উঠিল, কুসুম গন্ধ বহন করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সুন্দর কাল বৃথা নষ্ট না করিয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়েই যথোচিত সৎকার করিলেন।

২৩। উভয়েই পৃথক পৃথক ভাবে একই কালে সপ্তস্বরের আরোহ ও অবরোহ দ্বারা মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করতঃ সর্ব প্রাণীর হৃদয় ও কর্ণের সুখদায়ক সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন।

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্নৃপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ॥২৪
এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতি খ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥২৫
তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাগণম্
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥২৬
ক্রোশন্তং কৃষ্ণ-রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥২৭
মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ।
আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥২৮

২৪। হে নৃপ, গোপীগণ তাহাদের নিজনিজ প্রিয় কান্তের সঙ্গীত শ্রবণে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তাহাদের দেহ হইতে উত্তরীয় এবং কবরী হইতে মাল্য বিগলিত হইয়া পড়িলেও তাহারা জানিতে পারিলেন না।

২৫। এইভাবে গান করিতে করিতে রাম ও কৃষ্ণ উভয়ে যখন হোরিকোচিত স্বৈর ক্রীড়াতে মত্ত ছিলেন, সেই সময় শঙ্খচূড় নামক কুবেরের অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল।

২৬। বলরাম ও কৃষ্ণের সম্মুখ হইতেই তাহাদের আশ্রিতা ও অনুগতা ক্রন্দন পরায়ণা ব্রজাঙ্গনাগণকে সেই শঙ্খচূড় নিঃশঙ্ক চিত্তে উত্তর দিকে লইয়া যাইতে লাগিল।

২৭। এই গোপীগণকে বলরাম ও কৃষ্ণ নিজনিজ পরমাত্মীয়া রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহারা সর্ব্বথা রক্ষণীয়া। দস্যু গ্রস্ত গাভীগণের ন্যায় ব্রজাঙ্গনাগণ হে কৃষ্ণ, হে রাম, বলিয়া ক্রন্দন করিতেছেন দেখিয়া উভয় ভ্রাতা দ্রুতগতি তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন।

২৮। ভয় নাই, ভয় নাই এই অভয়বাণী উচ্চারণ করতঃ মহাবলী

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যু ইবোদ্‌বিজন্।
বিসৃজ্য জনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥২৯
তমন্বধাবদ্‌গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥৩০
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহ চূড়ামণিং বিভুঃ ॥৩১
শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
অগ্রজায়াদদৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥৩২

বলরাম ও কৃষ্ণ উভয়ে দুইটি শাল বৃক্ষ উৎপাটন করতঃ হস্তে গ্রহণ করিয়া সেই গুহ্যকাধমের নিকটে উপস্থিত হইলেন।

২৯। সেই মূঢ় কালান্তক যম সদৃশ দুইজনকে সমাগত দেখিয়া প্রাণভয়ে রমণীগণকে পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

৩০। শঙ্খচূড় প্রাণ রক্ষার জন্য যে যে স্থানে যাইতে লাগিল, গোবিন্দ সর্বত্র তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ দূর হইতেই দৈত্যকে বধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার মস্তকে একটি মণি (রত্ন) ছিল, সেই রত্ন সংগ্রহের জন্য কৃষ্ণ দূর হইতে তাহাকে বধ করেন নাই। মৃতদেহ স্পর্শ যোগ্য নহে, তজ্জন্যই বধ করিবার পূর্ব্বে মস্তকস্থ মণি সংগ্রহ করিবেন, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়। অথবা ইহাও হইতে পারে মস্তকে রত্ন যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তাহার মৃত্যু হইবে না, সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেই শিরোরত্ন সংগ্রহ করিতে হইবে।

৩১। হে তাত পরীক্ষিৎ, শঙ্খচূড় দূরে থাকিলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সহজেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন; যেহেতু তিনি বিভু, তজ্জন্য দূর বলিয়া তাঁহার কোন বস্তু নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করতঃ তাহার শিরোরত্ন কাড়িয়া লইলেন এবং ইহাতেই সেই দুরাত্মা নিহত হইল।

৩২। শঙ্খচূড়কে এইভাবে বধ করিয়া তাহার মস্তকস্থিত অতি উজ্জ্বল মণি শ্রীকৃষ্ণ নিয়া আসিলেন। কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণ প্রত্যেকেই মনে

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

করিতে লাগিলেন—প্রাণকান্ত আমাকেই এই মণি প্রদান করিবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও না দিয়া, সকলের সম্মুখেই অগ্রজ বলরামের হস্তে সেই উজ্জ্বল মণি প্রদান করিলেন। পরম বিজ্ঞ বলরাম পরে সেই মণি শ্রীকৃষ্ণের অভীপ্সিতস্থলে প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইহাই স্যমন্তক মণি। শ্লোকস্থ নিহত্য শব্দের টীকাতে বৈষ্ণবতোষণী বলিয়াছেন—নিতরাং হত্বেতি নিশব্দঃ সূক্ষ্মশরীরস্যাপি নাশাৎ অর্থাৎ সেই অসুরের স্থূলদেহ, সূক্ষ্ম দেহ একসঙ্গেই বিনষ্ট হইল। সেই অসুর সাজুয্য মুক্তি প্রাপ্ত হইল।

দশমস্কন্ধে শঙ্খচূড় বধ নাম
চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[গোপীযুগলগীতম্—গোচারণায় বনং গতস্য শ্রীভগবতো গুণগানম্ ॥]

শ্রীশুক উবাচ।

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥১

গোপ্য ঊচুঃ।

বামবাহুকৃত-বামকপোলো
বল্গিতভ্রূরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥২
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥৩

১। শ্রীশুকদেবের উক্তিঃ—গোপীগণ রাত্রিতে কান্ত-সঙ্গ লাভ করিয়া নৃত্যগীত নর্ম্ম অধরামৃত পানাদি সম্ভোগরসে নিমগ্ন থাকিতেন। দিনের বেলা শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ বনে গমন করিলে গোপীগণের চিত্ত দ্রুত বেগে কৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবিত হইত। তাঁহারা গৃহকর্ম্মাদি কিছুই করিতে সমর্থ হইতেন না। গৃহ হইতে কৃষ্ণের বেণুগানামৃত মাত্র পান করিয়া পরস্পর কৃষ্ণলীলা আলাপ করিয়া বিরহকাল অতিবাহিত করিতেন।

২-৩। গোপীগণ যুগ্মশ্লোকে নিজ নিজ মনোভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন। একজন বলিতেছেন—হে সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ বাম বাহুমূলে বাম কপোল স্থাপন করিয়া ভ্রূযুগল নাচাইতে নাচাইতে বেণুর সপ্তস্বররন্ধ্রে কোমল অঙ্গুলি সমূহ অর্পণ করতঃ ত্রিভঙ্গ ললিততির্য্যগ গ্রীব ত্রৈলোক্যমোহনরূপে যখন বেণু বাদন করেন, তখন আকাশস্থ ব্যোমযানস্থিতা সিদ্ধ বনিতাগণ স্ব স্ব পতি সঙ্গে থাকিয়াও, সেই বেণু

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং
নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥৪
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥৫

গীত শ্রবণে প্রথমে বিস্মিতা হইয়া মনে করেন—অহো এই বেণু গীতের কি অদ্ভুত মোহনত্বগুণ—যেহেতু আমাদের ন্যায় সাধ্বীগণকেও মুগ্ধ করে, এমন কি আমাদের পুরুষগণকেও স্ত্রীভাব যুক্ত করিয়া মোহিত করে। অতঃপর সেই সিদ্ধ বনিতাগণ কামশরে প্রপীড়িতা হইয়া মোহদশা প্রাপ্ত হন, তাহাদের নীবিবন্ধ, কেশবন্ধ স্খলিত হইয়া পড়ে। স্বর্গস্থ দেবীগণের যখন এই অবস্থা, তখন আমরা মনুষ্যজাতি নারী, তাহাতে আবার এক গ্রামবাসী, তদুপরি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলব্ধা, আমরা প্রাণবল্লভ সঙ্গহীনা হইয়া কি প্রকারে গৃহমধ্যে বাস করিতে পারি?

৪-৫। আমরা অবলা। স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠ যে পাতিব্রত্য বল, তাহা কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। অদ্ভুত হইতে আরো অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর। 'হারহাস' শব্দটিকে টীকাকারগণ নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হারহাস (১) হারবৎ বিশদ হাস্য যাহার তিনি হারহাস (২) বেণু বাদন কালে অধোবদন হেতু বক্ষের হারে যাঁহার বদনের হাস্য প্রতিফলিত হয় তিনি। (৩) হারো মনোহর হাস্য যাহার তিনি। (৪) মেঘের নীচে বলাকার ন্যায় কৃষ্ণের ঘন মেঘ তুল্য বক্ষস্থলে হারের প্রকাশ। কৃষ্ণের মেঘ তুল্য বিশাল বক্ষ, ইহাতে স্বর্ণরেখারূপী শ্রী যেন স্থির বিদ্যুত বক্ষের মণিহার বা বন্যফুলের মালা যেন বলাকা। এখন যে কৃষ্ণ তিনি নর্মদ। নর্মদ শব্দটিকে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে

বাহুণস্তবকধাতুপলাশৈ-
বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥৬

(১) যিনি দর্শন দ্বারা ও কৃপা দ্বারা আর্ত্তজনের আর্ত্তিহরণ করেন তিনি নর্মদ (২) বিরহার্ত্তগোপীগণকে নর্ম অর্থাৎ সর্ব্বজন কর্ত্তৃক উপহাস দান করেন যিনি নর্মদ। কি ভাবে উপহাস দান করেন? বেণু গীতশ্রবণে উন্মাদ দশা প্রাপ্তা শিথিলনীবিকবরী গোপীগণ অন্য লোকের উপহাসাস্পদা হইয়া থাকেন। সখীগণ ইতিপূর্বে দেবীগণের কথা শুনিয়াছে। নারীগণের কথা নিজেরাই বুঝিতে পারে। দেবীগণ বিদগ্ধা, নারীগণ মনুষ্য হেতু ধী শক্তিসম্পন্না। নিজেদের কথা নিজেরাই বুঝিতে পার। বৃন্দাবনের পশুগণের কথা শ্রবণ কর। ব্রজস্থ বৃষগণ বনস্থ মৃগীগণ, গাভীগণ, বৎসগণ যখন তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল; দষ্টতৃণগ্রাস মাত্র মুখে তুলিয়াছে, হেনকালে কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন, সেই ধ্বনি বলপূর্ব্বক শ্রুতিপথে অন্তরে প্রবেশ করিল। অমনি পশুবৃন্দের সর্বেন্দ্রিয় বৃত্তি স্তব্ধীভূত বা হৃত হইয়া গেল। পশুগণ উত্তম্ভিত কর্ণে সেই ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিল। তৃণগ্রাস গিলিতে পারিলনা ফেলিতেও পারিল না; কোন কোন পশুর তৃণগ্রাস তাহাদের অজ্ঞাতে ভূমিতে গলিয়া পড়িয়া গেল। প্রথম বলিলেন—পশুগণ নিদ্রিতবৎ চেষ্টাশূন্য হইল; তৎপর বলিলেন নিদ্রিত ব্যক্তি সময় সময় নড়া চড়া করিয়া থাকে, কিন্তু বংশীধ্বনি যে জাড্যভাব আনয়ন করে, তাহার ফলে ঐ পশুগণ যেন পটে চিত্রিতবৎ স্পন্দনশূন্য হইয়া যায়। অজ্ঞান জীব এই পশুগণ, তাহাদের যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ।

৬-৭। সখীগণ, বংশধ্বনি শ্রবণে নদীগণের কি অবস্থা হয় শ্রবণ কর, আমাদের মুকুন্দ মল্লদের অনুকরণে ময়ুরপুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, গৈরিকাদিধাতু এবং নবপল্লব দ্বারা সজ্জিত হইয়া বলরাম সহ দূরবর্ত্তী গাভীগণকে

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্ ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥৭

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য্য
আদিপূরুষ ইবাচলভূতিঃ ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥৮

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥৯

নাম ধরিয়া বংশীনাদ আহ্বান করেন—যথা শ্যামলী, ধবলী, কালিন্দী, গঙ্গে, সরস্বতী ইত্যাদি তখন সেই বংশীনাদ শ্রবণে যমুনা, মানসগঙ্গা সরস্বতী প্রভৃতি তৎতৎনাম্না স্রোতস্বিনীগণ মনে করেন কৃষ্ণ স্নানাবগাহন জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাহারা ভাবেন তটভূমি বিদীর্ণ করিয়া আমরা সত্বর কৃষ্ণসমীপে গমন করি, কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। নদীগণের গতিভঙ্গ হয়। আনন্দ জাড্য হেতু প্রবাহ স্থলিত হইয়া যায়। নদীগণ মনে মনে কেবল মাত্র এই আকাঙ্ক্ষা করেন। আমরা ভাগ্য হীনা। অনুকূল পবন যদি কৃষ্ণের চরণ রেণু আমাদের বক্ষে পাতিত করে, তাহা হইলেই আমরা ধন্য হইব। এই নদীগণ আমাদের মতই অল্পপুণ্যা। দূর হইতে কৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণ করে, কিন্তু সঙ্গ লাভ হয় না। আমাদের ন্যায় এই নদীগণের তরঙ্গ বাহু প্রেমে কম্পিত হয় মাত্র, কিন্তু আলিঙ্গন লাভ হয় না।

৮-৯। অপরা বলিতেছেন, সখীগণ, বৃন্দাবনের সখীগণ অনাদি সিদ্ধা দেবতারূপিণা। তাহাদের কৃষ্ণপ্রেমবিকার অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু যে সমস্ত লতা বৃক্ষাদি ইদানীং জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহারা স্থাবর জাতি

দর্শনীয়তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥১০
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥১১

হেতু জড়, বংশীনাদ শ্রবণে তাহাদের কি অবস্থা হয় শ্রবণ কর। অনুগামী গোপ বালকগণ যাহার কীর্তি ও মহিমা গান করিয়া থাকে, যিনি নারায়ণ সমগুণ, আদিপুরুষ নারায়ণের ন্যায় যাঁহার অত্যদ্ভুত গুণরাজি, লক্ষ্মী যাহাতে নিশ্চলা রূপে অবস্থান করেন, বন্য স্থাবর জঙ্গম জীবগণের প্রতি অশেষ কৃপাহেতু যিনি বনে বনে বিহার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ গিরিতটে চারণরত গাভীগণকে যখন বংশীনাদে আহ্বান করেন তখন সেই বংশীনাদ শ্রবণে কাননস্থ তরুলতার কি অবস্থা হয় শ্রবণ কর। সংকীর্তন শ্রবণে গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যেমন সস্ত্রীক ভাব বিভোর হইয়া প্রণামাদি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ লতাগণও তাহাদের পতি বৃক্ষগণের সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে সর্বব্যাপী বিষ্ণু অন্তরে পরমাত্মারূপে বিদ্যমান, তিনিই আজ অপরূপ সুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপে বাহিরে প্রকাশমান। সেই রূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া লতা ও বৃক্ষগণ ফলফুল ভারছলে অবনতমস্তকে প্রণাম করিতেছে, অঙ্কুরছলে তাহাদের দেহে পুলক উদ্‌গম হইতেছে। মধুধারা ছলে তাহারা আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। সখীগণ এই বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ ধন্য, আর আমরা মনুষ্য হইয়া এবং একই গ্রামে বাস করিয়াও অধন্য!

১০-১১। আসন্ন মধ্যাহ্নে পরিশ্রান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোন সরোবরে অবগাহন পূর্বক বস্ত্র পরিধান, গৈরিকাদিময় তিলক বিরচন, বনমালা

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥১২

ধারণ করতঃ তৎকালোচিত বন্যভোজন করিলেন, এবং কোন মহা তরুতলে উচ্চস্থানে শিলোপরি উপবেশন পূর্ব্বক সখাগণকে গোরক্ষা কার্য্যে প্রেরণ করতঃ, নিজে বংশীবাদন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণের গলদেশে বিলম্বিত পঞ্চবর্ণ পত্রপুষ্পময়ী বৈজয়ন্তী মালাতে দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুপানে মত্ত অলিকুল গুণগুণ স্বরে উচ্চ সঙ্গীত করিতে লাগিল। সাধারণ মনুষ্য কমল, মালতী, নাগকেশর, চম্পক প্রভৃতি পুষ্পের গন্ধের সহিত পরিচিত; কিন্তু তুলসীর সৌরভের সঙ্গে এবং তুলসী মধুর সঙ্গে পরিচিত নহে। ইহার কারণ ভগবৎ প্রিয় তুলসী সংরক্ষা অভিপ্রায়ে যোগমায়া ইহা সর্বসাধারণের নিকট আবৃত্ত করিয়া রাখেন, তুলসীর অলৌকিক গন্ধ ব্যক্ত হইতে দেন না। বৃন্দাবন ধাম যেমন অলৌকিক, এখানকার সর্ব্ব বস্তুই তেমনি অলৌকিক এবং কৃষ্ণ প্রীতিমূলক। তুলসী মধুপানে মত্ত ভ্রমরকুলের উচ্চ সঙ্গীতে প্রীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্মিলিত স্বরের সমাদর পূর্ব্বক সেই সুরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ বংশীগীত আরম্ভ করিলেন। নিকটবর্তী সরণীতে বিচরণশীল সারসহংস চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গগণ সেই বংশীগীতে হৃতচিত্ত হইয়া কৃষ্ণসমীপে আগমন পূর্ব্বক উপবেশন করে এবং নয়ন নিমীলিত করতঃ মৌনভাবে সংযতচিত্তে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকে। পক্ষীগণ এইভাবে দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বারা কৃষ্ণভজন করে এবং নয়ন নিমীলন পূর্ব্বক রসাস্বাদন করে, এই বিহঙ্গ কুল ধন্য।

১২-১৩। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রাণীর আনন্দ বর্ণনানন্তর আকাশস্থ মেঘেরও আনন্দ বর্ণনা করা হইতেছে। সখীগণ, অন্যের কথা আর কি বলিব? আকাশস্থ মেঘ কিভাবে

মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা

মন্দমন্দমনু গর্জ্জতি মেঘঃ।

সুহৃদমভিবর্ষৎ সুমনোভিঃ

চ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥১৩

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো

বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।

তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে

দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ ॥১৪

আমাদের প্রাণবল্লভের সেবা করে শ্রবণ কর। সখাগণ কর্তৃক মাল্যাকার বিরচিত কর্ণভূষণে বিভূষিত অথবা শিরোভূষণ কর্ণভূষণ এবং মাল্যদ্বারা বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও সখাগণসহ গোধনের পশ্চাতে ছায়াবিহীন গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সানুদেশে দণ্ডায়মান হইয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে বিশ্ববাসীর আনন্দ উৎপাদন করতঃ যখন মল্লার রাগে বংশীধ্বনি করেন, তখন আকাশস্থ মেঘ মহদতিক্রম ভয়ে কৃষ্ণকে অতিক্রম করিয়া কোথাও যান না। কৃষ্ণের মস্তকে ছত্র রচনা করিয়া ছায়া দান করে এবং বেণু রবের অনুকূলে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করে ও তুষার কণাবৎ শীতল বারি বিন্দু বর্ষণছলে পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকে। মেঘ কৃষ্ণকে সুহৃদ্ মনে করে, যেহেতু উভয়ের একই বর্ণ এবং উভয়েই জগৎবাসীর আর্ত্তি হরণ করেন। সৌদামিনী মেঘে ক্ষণস্থায়ী অস্থির, কিন্তু কৃষ্ণদেহে বসনরূপে স্থির, কৃষ্ণবক্ষস্থিত বনফুলে রচিত বৈজয়ন্তীমালা, মেঘের বুকে বলাকার সঙ্গে তুলনীয়, কৃষ্ণের চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ মেঘের উপর ইন্দ্রধনুবৎ শোভনীয়। মেঘ বারিবর্ষণ দ্বারা তাপিত পৃথিবীকে শীতল করে, শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত ও প্রেমামৃত বর্ষণ দ্বারা ভক্তগণের অন্তর প্রেমময় করিয়া তুলেন।

১৪-১৫। কোন এক গোপী কার্য্যানুরোধে ব্রজেশ্বরীগৃহে অপরাহ্নে গমন করিয়া দেখেন—মা যশোদা ব্যাকুল আগ্রহে কৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তত্রস্থা বৃদ্ধা, যুবতী ও বালিকাবৃন্দ কৃষ্ণ কথাই আলাপ করিতেছেন। তখন এই গোপী বলিতেছেন—হে সতী যশোদে, নানা

সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্র-শর্ব-পরমেষ্ঠিপুরোগাঃ ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥১৫
নিজপদাব্জদলৈধ্বর্জবজ্র-
নীরজাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্য্যগতিরীড়িতবেণুঃ ॥১৬
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিতমনোভববেগাঃ ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥১৭

কারণে আপনার পুত্রের গৃহাগমনে বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। একটি কারণের কথা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। আপনার পুত্র গোপজনোচিত নানাবিধ ক্রীড়াতে বিশেষ অভিজ্ঞ। বেণুবাদন নিজেনিজেই শিক্ষা করিয়াছেন, অন্য কাহারও নিকটে শিক্ষা করেন নাই। তিনি নিজ অধর বিম্বে বেণু ন্যস্ত করতঃ ষড়জাদিস্বর যখন উন্নয়ন করেন, তখন তাহা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র, রুদ্র, ব্রহ্মা প্রমুখ দেব শ্রেষ্ঠগণ আনত মস্তকে বিনীতচিত্তে তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্বজ্ঞ হইয়াও সেই সুমধুর প্রাণ-মন উন্মাদনকারী স্বরালাপের তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

১৬-১৭। অন্যযূথস্থা কোন এক গোপী নিজ সখীগণের নিকট বলিতেছেন—সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ গোগণের পশ্চাতে অতি ধীরে চলিতেছেন কেন জান? অসংখ্য গোগণের খুরাঘাত জনিত ধরিত্রীর ব্যথা নিজ অতি সুকোমল, আর্ত্তিনাশন, ধ্বজ-বজ্র-পদ্মাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণ কমল দ্বারা উপশমিত করিয়া বেণু বাদন করিতে করিতে গজেন্দ্র গমনে চলিতেছেন। সেই সময় কৃষ্ণের বিলাসময় কটাক্ষ দ্বারা আমরা

মণিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥১৮

ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বাসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥১৯

কামবেগে বৃক্ষবৎ জাড্য দশা প্রাপ্ত হই। আমাদের কবরীবন্ধ ও নীবিবন্ধ কখন যে স্খলিত হইয়া যায় জানিতেও পারি না।

কৃষ্ণ ধরণীর খুরাঘাত জনিত ব্যথা চরণ কমল দ্বারা দূর করেন, কিন্তু আমাদের অন্তরে কাম জনিত ব্যথা নয়ন কমল দ্বারা উৎপাদন করেন। ইহাই আমাদের ললাটের লিখন।

১৮-১৯। পূর্বে উক্ত হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য গোধন চারণ করিতেন। পাছে কোন গাভী হারাইয়া যায়, সেইজন্য গাভী গণনা করিবার জন্য কটিদেশে এক ছড়া মণি মালা ধারণ করিতেন। এক এক যুথের এক একটি মণি। মোট একশত আটটি যুথের জন্য একশত আটটি মণিযুক্ত মালা কৃষ্ণের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে। গোগণের বর্ণ, আকৃতি প্রভৃতি দ্বারা এক এক যুথ হইয়া থাকে। প্রত্যেক যুথের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে। যুথের নাম ধরণী, হংসী, চন্দনী, গঙ্গে, মুক্তে, অরুণী, কুঙ্কুমী, সরস্বতী, শ্যামলা, ধূমলা, যমুনা, গীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকা, চিত্রিতা, চিত্রতালিকা, দীর্ঘতালিকা, তির্য্যগ তালিকা, মৃদঙ্গমুখী, সিংহমুখী ইত্যাদি। গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন কালে বংশীধ্বনি দ্বারা এক এক যুথকে কৃষ্ণ আহ্বান করেন। সকলে আসিলে মালা মধ্য হইতে একটি মালা টানিয়া আনেন। এইভাবে সব যুথের সব গোগণ আসিলে গোজপ পূর্ণ হয়। তখন গোগণকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষে
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্ ॥২০
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥২০
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥২১

কৃষ্ণের গলদেশে অন্য ফুলের মালা থাকিলেও তাঁহার অতি প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসীর মালা তিনি সর্ব্বদাই ধারণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ পথ চলিতেছেন অতিপ্রিয় তুলসীর মালা গলদেশে বিলম্বিত, প্রিয় সখার স্কন্ধে বামবাহু স্থাপন পূর্বক যখন বংশীবাদন করিতে থাকেন, তখন সেই বেণু গানে অপহৃত চিত্তা কৃষ্ণসার মৃগ গৃহিনী কৃষ্ণের অনুগমন করিতে থাকে। গোপিকাগণের ন্যায় এই কৃষ্ণসার বধূ গৃহাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বগুণ সমুদ্র কৃষ্ণকেই পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণের অনুগমন করিতেছে। আমাদেরও ইচ্ছা হয় সর্ব্বত্যাগ করিয়া এই ভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে চলিয়া যাই।

২০-২১। ব্রজেশ্বরী যশোদা অপরাহ্নে পুত্র প্রত্যাগমনে বিলম্ব দৃষ্টে নানা বিপদাশঙ্কায় অধীর হওয়াতে, কোন এক গোপী মাতাকে সান্ত্বনা দিতে ব্রজেশ্বরী গৃহে গমন পূর্ব্বক বলিতেছেন—মাতঃ, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। বিলম্বের একটি কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। বনমধ্যেও যমুনাতটে গোচারণ ব্যপদেশে পর্য্যটন ফলে শ্রান্ত হইয়া কৃষ্ণ সখাগণসহ স্নানান্তর যমুনাতীরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। সখাগণ কুচফুলের মালা প্রভৃতি দ্বারা কৃষ্ণের নববেশ রচনা করিয়া দেন। তখন গোপ ও গোধন পরিবৃত কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে হাস্য পরিহাস রঙ্গে যমুনা পুলিনে কৌতুক বিহার করিয়া থাকেন। হে অনঘে, আপনি বৃথা অসুরাদি হইতে আপনার পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কা

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥২২
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিব এষ
দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥২৩

করিতেছেন। লোকে বলিয়া থাকে পিতা মাতার অভাগ্যে বালকের অনিষ্ট ঘটে। আপনার প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন কোন পাপ নাই, যাহা দ্বারা সন্তানের কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে। পুণ্যবান শিরোমণি মহারাজ নন্দের সুণুর কি প্রকারে অনিষ্ট ঘটিবে! বালকগণের মুখে আগমনে বিলম্বের কারণ যাহা জানিয়াছি শ্রবণ করুন। মলয়পর্ব্বত জাত চন্দন বৃক্ষের স্পর্শে সুগন্ধ ও শীতলতা গ্রহণ করিয়া দ্রুত চলিতে অসমর্থ বায়ু কৃষ্ণকে মান্য করিয়া কৃষ্ণের অনুকূল ভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। গন্ধর্ব্বাদি উপদেবতাগণ কৃষ্ণকে বেষ্টন করতঃ প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণ প্রদর্শন মানসে কৃষ্ণের স্তুতি করেন এবং নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্বারা কৃষ্ণের সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন ও তাঁহার সম্পর্কেও পথে পুষ্প বর্ষণ করিয়া থাকেন। তাহাদের গুণানুমোদন করিতে কৃষ্ণের কিছু সময় বিলম্ব হয়। ইহাদের খেদ জনক কিছুই নাই; বরং উপদেবতাগণ এইভাবে আপনার পুত্রের স্তব ও সম্মানন করিয়া থাকেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

২২-২৩। মা যশোদা বলিতেছেন—কেন আমার গোপালের আজ এত বিলম্ব হইতেছে? ঐ দেখ সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা অতিক্রম হইলেও যদি আমার প্রাণের গোপাল না আসে, তবে প্রাণত্যাগ করিব। ইহা শুনিয়া জনৈকা গোপী বলিতেছেন—মা, বিলম্বের আরও কারণ শুনুন, আপনি অধৈর্য্য হইবেন না। আপনার

পুত্র ব্রজবাসীগণকে এবং গোসমূহকে অত্যন্ত প্রীতি করেন এবং সর্ব্বদা তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। সাত বৎসর বয়সে গিরিরাজ গোবর্দ্ধন হস্তে ধারণপূর্বক সকলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে। গন্ধর্ব্বাদির স্তব জন্যও এত বিলম্ব হইতেছে না। কিন্তু মা আরো শ্রবণ করুন। আমাদের শ্যামসুন্দর গোষ্ঠে যখন নানাপ্রকার লীলা করেন, তখন ব্রহ্মাদিদেবশ্রেষ্ঠগণ বিমান হইতে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। যখন তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকেন, তখন ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ বিমান হইতে ভূমিতে অবতরণ করেন এবং গৃহ পথে তাঁহার অপেক্ষা করেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট দিয়া আসিবার কালে সেই ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ দেববৃন্দ আপনার পুত্রের চরণ বন্দনা করেন। তখন আমাদের শ্যামসুন্দরকে সেই দেববৃন্দের অনুরোধে বাধ্য হইয়া কিছু বিলম্ব করিতে হয়। মা, ব্রহ্মাদ দেবশ্রেষ্ঠবৃন্দ আপনার পুত্রের চরণ বন্দনা করেন, ইহা কত সৌভাগ্যের বিষয়। মা যশোদা এক গোপীকে বলিতেছেন—ওরে বালিকা, শীঘ্র অট্টালিকার উপরে উঠিয়া দেখ দেখি—আমার বৎস আসিতেছে কি? সেই ব্রজ তরুণী অট্টালিকার উপর হইতে বলিতেছেন—ঐ যে মা, দেখা যাইতেছে—সুহৃদগণের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বেণু গীত দ্বারা গোগণকে একত্র করিয়া এবং লীলা গানকারী সখাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া আমাদের শ্যামসুন্দর আসিতেছেন। যদিও সমস্ত দিন পরিশ্রমে ক্লান্ত, তথাপি সেই অপরূপ রূপ নয়নের উৎসব স্বরূপ। গোখুরোত্থিত ধূলিতে গলদেশের চম্পকমালা ধূসরিত, কিন্তু তাঁহার কোমলাঙ্গে কোন ধূলি চিহ্ন নাই। কারণ প্রিয় সখা সুবল উত্তরায় বসন দ্বারা ধূলিকণা অপসারণ করিয়া দিতেছে। শ্লোকে কৃষ্ণকে 'দেবকীজঠরভূড়ুরাজ' বলা হইয়াছে। "দ্বে নাম্নি নন্দ ভার্যায়া যশোদা দেবকীতি" পুরাণ বাক্যানুসারে ঐ বাক্যের অর্থ যশোদাজঠর রূপ ক্ষীর সমুদ্র হইতে আবির্ভূত লীলামৃত বর্ষণকারী কৃষ্ণ চন্দ্র।

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষন্
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥২৪
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥২৫

২৪-২৫। শ্রীকৃষ্ণ নগর প্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলেও, অনৈকা গোপী কিঞ্চিৎ বিলম্বের কারণ বলিতেছেন। মদ বিঘূর্ণিত লোচন, বনমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন। বাৎসল্যরস পরিকরগণ মনে করিতেছেন পিত্রাদি দর্শন জনিত আনন্দে যাঁহার হৃদয়ের মত্ততা নয়নে প্রকাশিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণচন্দ্র আসিতেছেন, মধুর রস পরিকরগণ মনে করিতেছেন প্রেয়সী দর্শনকাম মত্ততায় বিহ্বল যাহার নয়ন, সেই বনমালী আসিতেছেন। তিনি সুহৃদ্‌গণের ঈষৎ মান দাতা, অর্থাৎ পুরোহিতগণ, মাতুল, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ, দাস, তাম্বুলিকা প্রভৃতি সেবকগণ যথাযোগ্য আশীর্বচন, কুশল প্রশ্ন, প্রণতি প্রভৃতি করিলে, যিনি সকলকেই ঈষৎ সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কৃষ্ণ রাজপুত্র, অল্প বয়স্ক, অনাধগত নীতিশাস্ত্র হেতু ঈষৎ মস্তক অবনত, ঈষৎ হাস্যাদি দ্বারা সকলকে মান দান করিলেন। যে সমস্ত প্রেয়সীগণ চন্দ্রশালিকা আরোহণ পূর্বক ঈষৎ হাস্য ও অপাঙ্গ দৃষ্টি দ্বারা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অপরের অলক্ষ্যে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ দ্বারা মান দান করিলেন। বনপথ পর্য্যটন শ্রম ও ক্ষুৎ পিপাসা হেতু ঈষৎ পক্ক বদরীর প্রায় শ্রীকৃষ্ণের বদন পাণ্ডুর হইলেও, সুবর্ণ কুণ্ডলের দীপ্তিতে গণ্ডস্থল উজ্জ্বল দেখাইতেছে। গোপীগণ যদুবংশের শাখা হেতু এই শ্লোকে কৃষ্ণকে যদুপতি বলা হইয়াছে। দিনান্তে চন্দ্র যেমন উদিত হইয়া জীবগণের গ্রীষ্মজনিত তাপদূর করিয়া থাকেন তদ্রূপ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্ল বদনে দিনশেষে

শ্রীশুক উবাচ।

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলা নু গায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥২৬

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ব্রজে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রজবাসীগণের তদীয় বিরহজনিত তাপ দূর করিলেন।

২৬। শ্রীশুকদেবের উক্তি :—

হে রাজন, (গোপীগণের বিরহ গীতশ্রবণে মোহপ্রাপ্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে রাজন এই সম্বোধন দ্বারা প্রবোধিত করিয়া বলিলেন) এই সমস্ত গোপীগণ তচ্চিত্তা অর্থাৎ কৃষ্ণই তাহাদের চিত্ত, কৃষ্ণ ব্যতীত তাহাদের চিত্তে অন্য কিছুই নাই, ইহারা তন্মনস্কা অর্থাৎ কৃষ্ণের মনও ইহাদের মধ্যে। মধুর রসাশ্রিত প্রেমের বিষয় কৃষ্ণ এবং আশ্রয় এই গোপীবৃন্দ। দিবাভাগে কৃষ্ণ বনে গমন করিলে দৈহিক বিরহ হইলেও অন্তরে সর্বক্ষণ মিলন। বিপ্রলম্ভ প্রেম দুঃখময় হইলেও প্রেমাবিষ্টজনের পক্ষে সুখময়। ইহা দ্বারা প্রেমের পুরুষার্থ চূড়ামণিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

হে রাজন, তচ্চিত্তা ও তন্মনস্কা ব্রজসুন্দরীগণ দিবাভাগে কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। কৃষ্ণাবিষ্টতা হেতু তাহাদের বিরহ দুঃখ দিল না, বরং আবেশ হেতু বিরহ কালও তাহাদের উৎসব তুল্য সুখময় বোধ হইত।

দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ

[অরিষ্টাসুরবিনাশঃ, নন্দগোকুলগমনায় অক্রূরং প্রতি কংসস্যাদেশশ্চ ।]

শ্রীশুক উবাচ ।

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ ।
মহীং মহাককুৎকায় কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥১
রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্ মহীম্ ।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্ ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্ছকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ ॥২
যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্ ।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥৩
নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া ।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥৪

১-২। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের মনে রাস বাসনা জাগ্রত হইয়াছে, তজ্জন্য প্রদোষে ভোজন করিয়া শয্যাগৃহে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে নির্গত হইয়া গোষ্ঠের বাহিরে রাসস্থলীতে গমন করিবেন; সেনকালে বৃষভাকৃতি বৃহৎ ককুদ্ বিশিষ্ট অরিষ্টাসুর খুর বিক্ষত পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া গোষ্ঠে আসিয়া প্রবেশ করিল। বৃষভ জাতীয় ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দ করিয়া পদতল দ্বারা ধরাতল বিদীর্ণ করতঃ শৃঙ্গাগ্র দ্বারা প্রাচীর তটভূমি উৎক্ষেপণ করণানন্তর সেই ভয়ঙ্কর অসুর পুচ্ছ উর্দ্ধমুখী করিয়া বিস্ফারিত নয়নে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতেছিল।

৩। হে অঙ্গ, উহার ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর গর্জ্জনে ভয় বশতঃ গর্ভবতী নারীগণের ও গাভীগণের গর্ভ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছিল।

৪। উহার ককুদ্ এত বৃহৎ ছিল যে আকাশস্থ মেঘ পর্ব্বত ভ্রমে উহাতে প্রবেশ করিতেছিল। উহার অতি তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ দর্শনে গোপ গোপীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্ ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥৫
ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্ ।
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥৬
গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম ।
বলদর্পহাহং দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥৭
ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥৮
সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥৯

৫। হে রাজন্, উহার ভয়ে পশুগণ গোকুল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অন্য সকলে হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলিয়া গোবিন্দের শরণ গ্রহণ করিলেন।

৬। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলবাসীগণকে ভয় বিহ্বল দেখিয়া 'কোন ভয় করিওনা' এই বাক্যে তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করতঃ বৃষাসুরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—

৭। ওরে দুষ্টাধম, তোর মত দুর্ব্বৃত্ত ও অসৎগণের বলদর্পহারী দণ্ডদাতা আমি উপস্থিত থাকিতে এই সমস্ত নিরীহ গোপালক ও গবাদি পশুগণকে কেন অনর্থক ভয় দেখাইতেছিস্ ?

৮। যাঁহা হইতে দুষ্টদমন, শিষ্ট পালন ও ভক্ত রক্ষণ প্রভৃতিগুণ কখনো চ্যুত হয় না, সেই অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু আস্ফোটন পূর্ব্বক করতল শব্দে অরিষ্টাসুরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়া সর্পদেহবৎ দীর্ঘ সুবলিত বাহু প্রিয় সখা শ্রীদামের স্কন্ধে স্থাপন করতঃ নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। এই শ্লোকে কৃষ্ণ না বলিয়া হরি বলিবার তাৎপর্য্য, তিনি ভক্ত ও শরণাগত সকলের দুঃখ হরণ এবং দুর্ব্বৃত্তগণের প্রাণ হরণ করেন।

৯। ইহাতে অরিষ্টাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং ঊর্দ্ধোত্থিত পুচ্ছা

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতম্।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥১০
গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥১১
সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১২
তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥১৩

ঘাতে আন্দোলিত বায়ু বেগে আকাশস্থ মেঘ সমূহকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে এবং খুরাঘাতে ধরাতল বিদারণ করিতে করিতে কৃষ্ণের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইল।

১০। সেই অসুর শৃঙ্গাগ্রভাগ সম্মুখ দিকে ন্যস্ত করিয়া আরক্ত নয়ন বিস্ফারিত করতঃ বক্র কটাক্ষে কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্র নিক্ষিপ্ত বজ্রবৎ অতিদ্রুতবেগে কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল।

১১। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় নিজ হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া হস্তী যেমন প্রতিদ্বন্দী হস্তীকে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সেই অসুরকে অষ্টাদশ পদ পশ্চাতে নিক্ষেপ করিলেন।

১২। সেই অসুর কৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া সত্বর পুনরায় উত্থিত হইল এবং ক্রোধান্ধ হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে দ্রুত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় ধাবিত হইল।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ অসুরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া হস্ত দ্বারা তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিলেন এবং পদ দ্বারা আক্রমণ করতঃ তাহাকে ভূপাতিত করিলেন। অতঃপর সিক্ত বসনবৎ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক উহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া ঐ শৃঙ্গ দ্বারাই তাহাকে নিহত করিলেন।

অসৃগ্‌বমন্‌ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্‌
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥১৪
এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥১৫
অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্‌ নারদো দেবদর্শনঃ ॥১৬

১৪। সেই ভীষণ অরিষ্টাসুর রক্ত বমন, মলমূত্র ত্যাগ, পদ বিক্ষেপণ করতঃ ভ্রাম্যমান দৃষ্টি হইয়া কষ্টসহকারে যমালয়ে গমন করিল। অসুরের মৃত্যু হইলে দেবগণ স্বর্গ হইতে নন্দনকানন জাত পুষ্পবৃষ্টি করিয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। অরিষ্টাসুরের যমালয়ে গমন শ্রীমুনীন্দ্রের ক্রোধ বচন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত অন্যান্য অসুরের ন্যায় অরিষ্টাসুরেরও সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্তি হইয়াছিল।

১৫। গোপীগণের নয়নের উৎসব স্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দ দাতা শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতা বলরামসহ গোষ্ঠে প্রবেশ কালে সঙ্গীয় ব্রজ বালকগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া স্তবাকারে কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের সৃষ্টি।

অরিষ্টাসুরের বধস্থানের নিকটে রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীরাধা ও সখীগণের সহিত মিলিত হইলেন। তখন শ্রীরাধা বলিলেন তুমি আজ বৃষভ বধ করিয়াছ। তুমি গোহত্যাকারী, আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন আমি আজ এক ভীষণ অসুর বধ করিয়াছি, সে বৃষের আকৃতি ধারণ করিয়াছিল মাত্র। রাধা বলিলেন তথাপি সে গোরূপী, সুতরাং গোবধের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে

হইবে। বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াও ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইয়াছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার শুদ্ধির জন্য কি করিতে হইবে বল? শ্রীমতী রাধারানী উত্তরে বলিলেন ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে এই পাপ যাইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন- আমি এই স্থানেই সর্ব্ব তীর্থ আনয়ন করিব, তোমরা দেখ। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ তদীয় পার্ষ্ণি দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিলেন। সেই স্থানে তখনই এক কুণ্ডের সৃষ্টি হইল, এবং পাতাল হইতে ভোগবতীর জল উত্থিত হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ সর্বতীর্থগণকে আগচ্ছ, আগচ্ছ বলিয়া আহ্বান করিলেন এবং শ্রীমতী রাধাকে বলিতেছেন—ঐ দেখ সর্ব্বতীর্থের জলে কুণ্ড পূর্ণ হইতেছে। শ্রীরাধা বলিলেন—"কেবল তোমার বাক্যে আমার বিশ্বাস হইতেছে না। তীর্থগণ যদি দর্শন দান করেন এবং নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন, তবেই বিশ্বাস করিব।" শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে একে একে তীর্থগণ শ্রীরাধার সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি লবণসমুদ্র, আমি অমর দীর্ঘিকা, আমি শোন, আমি সিন্ধু, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কর, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি যমুনা, আমি সরযূ, আমি প্রয়াগ, আমি রেবা ইত্যাদি। আপনি জল দর্শন করুন এবং বিশ্বাস করুন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় স্নান করিলেন।

শ্রীমতীরাধারাণী শ্যামকুণ্ড দর্শন করিয়া সখীগণকে বলিলেন—আমি একটি অতি মনোহর কুণ্ড নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা সকলে এজন্য চেষ্টা করিলেই তাহা হইয়া যাইবে। শ্রীশ্যাম কুণ্ডের পশ্চিমদিকে বৃষভাসুরের খুরাঘাতে কিছু মৃত্তিকা চূর্ণিত এবং একটি ক্ষুদ্র গর্তবৎ হইয়াছিল। তথা হইতে শ্রীমতী বৃষভানুসুতা স্বহস্তে একটু আর্দ্র মৃত্তিকা প্রথমে তুলিলেন। অতঃপর শতকোটি গোপিকা দুই ঘটিকা মধ্যেই এক মনোহর কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহা দেখিয়া বলিলেন—অয়ি কমলনয়নী এবং অয়ি সখীবৃন্দ, আমার কুণ্ডস্থ তীর্থ সলিলে এই কুণ্ড পূর্ণ কর। শ্রীরাধা বলিলেন তোমার কুণ্ড গোবধ

পাতকক্ত, সুতরাং এই জল আমার কুণ্ডে নেওয়া চলিবে না। আমার শতকোটি সখীগণ মানস গঙ্গা হইতে শতকোটি কুম্ভ দ্বারা জল আনয়ন করিয়া এখনি আমার কুণ্ড জল পূর্ণ করিয়া দিবে। তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে সমস্ত তীর্থ সজ্ঘ শ্যামকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করতঃ শ্রীমতী রাধারাণীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণতা হইয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন—হে দেবি, আপনার মহিমা সর্ব শাস্ত্র বিদ্‌গণ জানেন না, এমন কি ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবীও জানেন না। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবগত আছেন; এজন্য তিনি নিত্য যাবক রসে আপনার শ্রীচরণ রঞ্জিত করেন এবং নূপুর পরিধাপন করান। আপনার নয়ন কমলের একটু ইঙ্গিতে আমরা ধন্য হইবে। আপনার আজ্ঞা হইলে আপনার পার্ষ্ণি ঘাত কৃত কুণ্ডে বাস করিয়া আমরা ধন্য হইব। দেবি, আপনার কৃপা কটাক্ষ আমরা প্রার্থনা করিতেছি।

নিখিল তীর্থ সমূহের স্তবে শ্রীমতী রাধারাণী সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি কান্ত বদন কমলে কটাক্ষ করিয়া মৃদুহাস্যে তীর্থগণকে বলিলেন "আগচ্ছ।" সখীগণ এবং তত্রস্থ স্থাবর জঙ্গম সকলেই আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন। বৃষভানু দুলালী প্রসন্ন হইলেন। শ্যাম কুণ্ডস্থ সর্ব্বতীর্থগণ কুণ্ডের তট ভিন্ন করিয়া রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং সর্ব্বতীর্থ সলিলে রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ হইল। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলিলেন—প্রিয়তমে, শ্যাম কুণ্ড হইতে রাধাকুণ্ডের মহিমা অধিকতর হইবে। অদ্য হইতে রাধাকুণ্ডে আমার স্নান কেলি হইবে। তুমি যেমন আমার প্রিয়, তোমার কুণ্ডও তেমনি আমার অতিপ্রিয় হইবে। শ্রীরাধা বলিলেন আমি নিত্য সখীবৃন্দসহ এই কুণ্ডে অবগাহন করিব। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে আমার কুণ্ডে স্নান করিবে, অথবা এখানে বাস করিবে, সে আমার অতি প্রিয় হইবে, এই স্থানে নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতিবৎসর কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে (বর্ত্তমান সময় রাত্রি ১২ ঘটিকা) শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব হেতু স্নান উৎসব অদ্যাবধি হইয়া আসিতেছে।

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥১৭

নিশম্য তদ্ ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥১৮

১৬। অদ্ভুত কর্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর নিহত হইলে ত্রিকালজ্ঞ ভগবান নারদ কংসের নিকট গমন করিয়া বলিলেন। নারদের উক্তি পরবর্ত্তী শ্লোক সমূহে বর্ণিত হইতেছে। এই শ্লোকে নারদকে 'দেবদর্শন' শব্দ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্থলে দেব অর্থ সর্ব দেবেশ্বর শ্রীভগবান। 'দর্শন' অর্থ যিনি কৃষ্ণলীলা সম্পূর্ণ অবগত আছেন। ভবিষ্যতে কি লীলা হইবে তাহাও যিনি জানেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা রসে নিমগ্ন আছেন, অথচ এখন ব্রজলীলা সমাপন করতঃ মথুরা লীলা আরম্ভ করিতে হইবে। কংস দ্বারাই কৃষ্ণকে মথুরা নেওয়া সম্ভব। দেবর্ষি এ বিষয়ে কংসকে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

১৭। নারদের উক্তি :—

দেবকীর কন্যারূপে যিনি প্রসিদ্ধা, প্রকৃতপক্ষে তিনি যশোদার কন্যা এবং কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে দেবকীর পুত্র। রোহিণী পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ বলরাম ও দেবকীর সপ্তম গর্ভস্থ সন্তান। বসুদেব তোমার ভয়ে কৃষ্ণ ও বলরামকে তাঁহার মিত্র নন্দের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। তোমার অনুচরগণ সকলেই বসুদেবের এই দুই পুত্র হস্তে নিহত হইয়াছে। নারদের এই প্রকার উক্তির উদ্দেশ্য কংস ইহা শুনিলে কৃষ্ণ ও বলরামকে সত্বর মথুরাতে আনয়নের জন্য কাহাকেও নিশ্চয়ই প্রেরণ করিবে। এরূপ করিলে কংসের মৃত্যুও ত্বরান্বিত হইবে।

১৮। ভোজপতি কংস ইহা শ্রবণ মাত্র ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া বসুদেবকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে শাণিত খড়্গ ধারণ করিল।

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্য্যয়া॥১৯
প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ॥২০
ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্॥২১
ভো ভো নিশম্যতামেতদ্ বীর চাণূরমুষ্টিকৌ।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ॥২২

১৯। নারদ কংসকে নিবৃত্ত করিলেন। তিনি বলিলেন বসুদেবকে বধ করিলে কৃষ্ণ বলরাম পলায়ন করিবে। তুমি যে কৃষ্ণ বলরামকে বধ করিতে চাহিতেছে, তাহাও বসুদেব যেন জানিতে না পারেন। কারণ বসুদেব ইহা জানিতে পারিলে কোন গোপন সূত্রে নন্দকে এই সংবাদ দিবেন এবং নন্দ পুত্রগণসহ ভয়ে পলায়ন করিবেন। তুমি বরং দেবকী বসুদেবকে বন্ধন দশায় রাখ এবং কোন এক ছলে কৃষ্ণ বলরামকে মথুরাতে আনয়ন কর। বসুদেব ও দেবকীর বন্ধন দশা জানিলে কৃষ্ণ বলরাম তাহাদিগকে মোচন উদ্দেশ্যে অবশ্যই সত্বর আসিবেন।

এই প্রকার উপদেশ দ্বারা বসুদেব দেবকীর অনিষ্ট নহে, বরং উপকারই হইবে, কেন না তাঁহারা অবিলম্বে পুত্র মুখ দর্শনে আনন্দ লাভ করিবেন।

২০। দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে কংস কেশী নামক দৈত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল তুমি ব্রজে গমন করিয়া বলরাম ও কেশব এই দুই ভ্রাতাকে বধ কর। এই বলিয়া কেশী দৈত্যকে অবিলম্বে ব্রজধামে প্রেরণ করিল।

২১। অতঃপর ভোজরাজ কংস মুষ্টিক, চানূর, শল, তোশলক প্রভৃতি মন্ত্রীগণকে এবং হস্তী পালকগণকে আহ্বান করিয়া বলিল—

২২-২৩। ওহে বীর চান্দর ও বীর মুষ্টিক তোমরা শ্রবণ কর। আনক দুন্দুভি বসুদেবের বলরাম ও কৃষ্ণ নামক দুই পুত্র ব্রজধামে বাস

রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ।
ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥২৩
মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।
পৌরা জানপদাঃ সর্ব্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥২৪
মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাম্।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥২৫
আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে ॥২৬
ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ ॥২৭

করিতেছে। নারদের মুখে শ্রবণ করিলাম এই দুই জনের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে। উহারা এখানে আসিলে তোমরা মল্ল ক্রীড়া ছলে উহাদিগকে বধ করিবে।

২৪। মল্ল ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বিবিধ প্রকার মঞ্চ প্রস্তুত কর, যাহা হইতে নিজনিজ পদ মর্য্যাদা ও সামাজিক মর্য্যাদানুসারে নগর বাসী এবং জনপদবাসী জনগণ এই স্বেচ্ছাকৃত মল্লযুদ্ধ দর্শন করিতে পারে।

২৫। হে ভদ্র মহামাত্র (হস্তী নিয়ন্তা), তুমি রঙ্গ ভূমির দ্বারদেশে কুবলয়া-পীড় নামক মত্তহস্তীকে উপস্থিত রাখিয়ো, যাহাতে রাম ও কৃষ্ণ নামক আমার উভয় শত্রুকে রঙ্গ ভূমিতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই বধ করিতে পারে।

২৬। আগামী শিব চতুদর্শী তিথিতে ধনু যজ্ঞ অনুষ্ঠান যথা বিধি আরম্ভ কর। ঐ যজ্ঞে সর্ব্ব বরদাতা মথুরাধিপতি ভূতেশ্বর মহাদেবের নিকট পবিত্র পশু সমূহ বলিদান কর।

২৭। পূর্বোক্তরূপে অনুচরগণকে যথাযোগ্য আদেশ দান করিয়া অর্থতন্ত্রজ্ঞ অর্থাৎ স্বার্থসাধনে সুনিপুণ কংস যাদবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বান করিলেন এবং নিজ হস্ত দ্বারা অক্রূরের হস্ত দ্বয় ধারণ করতঃ সমাদরে বলিতে লাগিলেন।

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজ-বৃষ্ণিষু ॥২৮

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনম্‌।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমভ্যগমদ্‌ বিভুঃ। ২৯

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্‌ ॥৩০

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥৩১

২৮। হে বদান্যবর অক্রুর, ভোজবংশে ও বৃষ্ণিবংশে তোমা হইতে অধিকতর প্রিয় পাত্র এবং হিতকারী আমার আর কেহ নাই। তুমি আমার একটি প্রিয়কার্য্য সাধন কর, এই অনুরোধ তোমাকে করিতেছি।

২৯। হে সৌম্য, দেবরাজ ইন্দ্র যেমন নিজ কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, আমিও তদ্রূপ বিশেষ কার্য্য সাধন উদ্দেশ্যে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

৩০। তুমি নন্দব্রজে গমন কর, তথায় বসুদেবের দুইপুত্র অবস্থান করিতেছে। (তৎপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন) এই সুন্দর রথখানি নিয়া যাও। এই রথে করিয়া তাহাদিগকে এই স্থানে নিয়া আস, বিলম্ব করিও না। সুন্দর কারুকার্য্যময় রথ দেখিয়া বালকগণ সত্বর ইহাতে আরোহণ করিবে, বিলম্ব করিওনা। (কংস ব্যবহৃত রথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপযুক্ত মনে করিয়া অক্রূর অন্য রথসহ বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

৩১। বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাগণ এই বালকগুলিকে আমার মৃত্যু রূপে সৃজন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজনের হস্তে আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট আছে। নন্দ ও অন্যান্য গোপশ্রেষ্ঠগণকেও নিমন্ত্রণ জানাইও, যেন তাহারা দধি, ঘৃত প্রভৃতি উপায়নসহ আসেন। এরূপ করিলে আর কাহারো মনে কোন সন্দেহ হইবে না। কেবল বালকগণকে বলিলে সন্দেহ বশতঃ নাও আসিতে পারে।

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥৩২
তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণি-ভোজ-দশার্হকান্ ॥৩৩
উগ্রসেনঞ্চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্।
তদ্ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥৩৪
ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা।
জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ॥৩৫
শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ॥৩৬
এতজ্জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥৩৭

৩২। আমার অভিপ্রায় তোমার নিকট গোপন করিব না। মল্লস্থলের প্রবেশ পথে রক্ষিত সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য মত্ত হস্তীদ্বারা বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে বধ করাইব, ইহাই আমার অভিপ্রায়। যদি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজ্রসম মল্লবৃন্দ ইহাদিগকে বধ করিবে।

৩৩। এই দুইজন নিহত হইলে, শোকসন্তপ্ত বসুদেব প্রভৃতি বৃষ্ণি, ভোজ ও দশার্হ বংশীয় স্বজনগণকে বধ করিব।

৩৪। অতঃপর আমার পিতা রাজ্যাভিলাষী বৃদ্ধ উগ্রসেন, তদীয় ভ্রাতা দেবক এবং মৎবিদ্বেষী অন্যান্য সকলকেও বধ করিব।

৩৫-৩৬। হে মিত্র, এইরূপে পৃথিবী আমার পক্ষে নিষ্কণ্টক হইবে। জরাসন্ধ আমার শ্বশুর, দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা। শম্বর, নরক ও বাণ পূর্ব হইতেই আমার সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ। ইহাদের সকলের সাহায্যে আমি সুরপক্ষীয়গণকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টক পৃথিবী ভোগ করিব।

৩৭। তোমার অবগতির জন্য আমার মনোভাব তোমাকে জ্ঞাপন করিলাম, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। রাম ও কৃষ্ণ

অক্রূর উবাচ

রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জ্জনম্।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্। ৩৮
মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষ-শোকাভ্যাং
তথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে।৩৯

উভয়েই বালক। তুমি বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন। ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুপুরের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য্য দর্শনের কথা বলিয়া অবশ্যই ইহাদিগকে সঙ্গে আনিতে পারিবে। গোপরাজ নন্দকে ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে বার্ষিক কর এবং গোপগণসহ আসিতে আমন্ত্রণ জানাইও। উৎসবে মল্লযুদ্ধ হইবে। গোপগণ মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে ইহাতে যোগদান করিতে পারিবে। উৎসবে সমাগত ব্যক্তিগণ মধ্যে যথেষ্ট দধি দুগ্ধাদি ভোজ্যদ্রব্য বিতরিত হইবে। ব্রজবাসীগণকে ইহা জ্ঞাপন করিয়ো।

৩৮। অক্রুর বলিলেন—হে রাজন্, আপনি মৃত্যু নিরসনের উপায় যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্তই বটে। তবে ফল সাধনে দৈব বলেরই শ্রেষ্ঠতা। সুতরাং সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য মনে করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করাই সঙ্গত।

৩৯। প্রারব্ধ কর্ম বা অদৃষ্টানুসারেই ঈশ্বরের অনুমোদনক্রমে মানুষ স্বায় কর্মফল ভোগ করে। সেইজন্যই মনোবাসনা পূর্ণ হইলে সুখ এবং ভঙ্গ হইলে দুঃখ হইয়া থাকে। তথাপি সকলেই নিজ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে। আমিও কর্তব্যবুদ্ধিতে আপনার আদেশ পালন করিব। অক্রূরের মনের অভিপ্রায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই যাহা ঘটিবার ঘটিবে। আমার ইহাতে কোন হাত নাই। শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারিব, ইহাই আমার লাভ।

শ্রীশুক উবাচ।

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥৪০

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

৪০। শ্রীশুকদেবের উক্তি—

কংস অক্রূরকে ও মন্ত্রিগণকে এইপ্রকার আদেশ জ্ঞাপন করতঃ বিদায় দিয়া নিজ গৃহে প্রবেশ করিল। অক্রূরও নিজালয়ে গমন করিলেন।

দশম স্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তত্রিংশঃ অধ্যায়ঃ

[কেশিবধঃ, দেবর্ষি-নারদেন ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ,
নিলায়নক্রীড়ায়াং ব্যোমাসুরবিনাশশ্চ ।]

শ্রীশুক উবাচ

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং
মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্ব্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥১
বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো
বৃহদ্গলো নীলমহাম্বুদোপমঃ ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীর্ষু-
র্ব্রজং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্ ॥২

১। শ্রীবাদরায়ণি বলিতেছেন :—

কংস কর্তৃক প্রেরিত কেশী নামক দৈত্য এক বিশাল অশ্ব মূর্ত্তি ধারণ করতঃ খুরাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে মনের তুল্য অতি দ্রুতগামী হইয়া, কেশরাঘাতে আকাশস্থ মেঘ ও বিমান সমূহ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে এবং হ্রেষারবে সকলের ভয় উৎপাদন করিতে করিতে ব্রজে আসিয়া উপনীত হইল।

২। সেই কেশীদৈত্যের বিশাল লোচন, বিকট মুখবিবর, দীর্ঘ ও স্থূল গলদেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের ন্যায় বিশাল দেহ ও দুষ্ট প্রকৃতি। কংসের হিতসাধন করিবার জন্য পাদবিক্ষেপে ব্রজধাম কম্পিত করিতে করিতে সেই দৈত্য নন্দ ব্রজে আসিয়া উপস্থিত হইল।

৩। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপী সেই দৈত্যের হ্রেষারবে গোকুলস্থ জনগণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং উহার পুচ্ছ লোম দ্বারা মেঘসমূহ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাইলেন। অধিকন্তু কেশীদৈত্য তাঁহাকে যুদ্ধার্থ

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী-
রুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্মৃগেন্দ্রবৎ ॥৩

স তং নিশম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥৪

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥৫

অন্বেষণ করিতেছে বুঝিতে পারিয়া শ্রীভগবান্ নিজেই অগ্রসর হইয়া সেই দৈত্যকে আহ্বান করিলেন। তখন সেই দৈত্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল।

৪। শ্রীকৃষ্ণকে দেখামাত্রই যেন আকাশ গ্রাস করিবে। এইরূপ ভাবে মুখ ব্যাদান করিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে দুর্দান্ত ও দুরতিক্রমণীয় সেই অসুর প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হইয়া, কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার জন্য পশ্চাতের পদদ্বয় তৎপ্রতি সজোরে ক্ষেপণ করিল।

৫। শ্রীভগবান অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি কি প্রকারে অসুরের পদাঘাতের বিষয় হইবেন? সেই দৈত্য তাঁহার দিকে উভয় পদ ক্ষেপন করা মাত্রই, তিনি উভয় হস্ত দ্বারা তাহার প্রসারিত পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং ক্রোধভরে উহাকে ঘুরাইতে লাগিলেন, এবং তৎপর কশ্যপ নন্দন গরুড় যেমন সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ অবজ্ঞা ভরে উহাকে শতধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্‌।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্‌
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥৬

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশ-
স্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ ॥৭

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্‌।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাত লেণ্ডং বিসৃজন্‌ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥৮

৬। কেশীদৈত্য সংজ্ঞা লাভ করিয়া পুনরায় উত্থিত হইল এবং ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান করিয়া শ্রীহরির প্রতি ধাবমান হইল। যিনি ভক্তজনের পাপতাপ দুঃখ হরণ করেন এবং দুষ্টজনের প্রাণ হরণ করেন তিনিই হরি। সর্প যেমন মূষিককে বধ করিবার জন্য মূষিক গর্ভে নির্ভয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ শ্রীভগবানও হাস্য সহকারে নিজ বামবাহু ঐ অসুরের মুখ বিবরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

৭। কেশীদৈত্য মুখবিবরে শ্রীকৃষ্ণের বাহু প্রাপ্তমাত্রই সুকঠিন দন্ত দ্বারা চর্ব্বন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তপ্ত লৌহ স্পর্শে যেমন দন্ত ভাঙ্গিয়া যায়, তদ্রূপ সেই দৈত্যের দন্তগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। জলোদর ব্যাধি যেমন উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত বৃদ্ধিপায়, ও প্রাণ হনন করে, তদ্রূপ দৈত্যের মুখ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাহু ক্রমশঃ আকারে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৮। শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্দ্ধমান বাহুদ্বারা সেই অসুরের শ্বাস বায়ু নির্গমন পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। অসুর ঘর্মাক্ত কলেবরে ও বিস্ফারিত

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্-
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিরুৎস্ময়ৈঃ
প্রসূনবর্ষৈর্দিবিষদ্ভিরীড়িতঃ ॥৯

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবতপ্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥১০

নয়নে পদ চতুষ্টয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল এবং পুরীষ ত্যাগ করিতে করিতে প্রাণহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।

৯। কর্কটিকা ফল যেমন পক্ক হইলে বিদীর্ণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণের ক্রমবর্দ্ধমান বাহুর চাপে কেশী দৈত্যের গলদেশ ও দেহের সম্মুখ ভাগ বিদীর্ণ হইয়াছিল। মহাভুজ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় বাহু মৃত দৈত্যের মুখবিবর হইতে বাহির করিয়া লইলেন। এই দৈত্য অনায়াসে নিহত হইলেও, তজ্জন্য কোন গর্ব প্রকাশ করিলেন না, বা বিস্মিত হইলেন না। দেবতাগণ শ্রমোপদনের জন্য সূক্ষ্ম জলকণা বর্ষণ এবং প্রশস্তির জন্য পুষ্পবৃষ্টি ও স্তুতি করিতে লাগিলেন।

১০। (দেব + ঋষি = দেবর্ষি।) নারদ, দিব্যজ্ঞান হেতু দেবতা এবং গোপাল মন্ত্র দ্রষ্টা হেতু ঋষি। দেবর্ষি শব্দ নারদকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ভগবত প্রবর অর্থ ভগবৎ লীলাধিকার কাব্যে নিযুক্ত ভক্তগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইজন্য ভগবৎ লীলা যথাকালে যথারীতি সম্পাদনার্থ কংসের নিকট পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত বাক্য বলিবার ইহার অধিকার আছে এবং বর্ত্তমানে ও নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট মথুরালীলা স্মরণ করাইবার অধিকার ইহার আছে। 'অক্লিষ্টকর্মানম্' শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ। যিনি গিরি ধারণ, কালিয়দমন, কেশি বধ, প্রভৃতি সুকঠিন কার্য সহজেই সম্পাদন করিয়াছেন। ভাগবত শ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদ অক্লিষ্ট কর্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া নির্জনে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥১১
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥১২

১১। প্রথমেই দুইবার কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলেন। ইহা ভগবদ্দর্শনে আনন্দ হেতু হইতে পারে। যেন আনন্দ সহকারে বলিতেছেন হে ভগবন্ আপনার নাম সংকীর্তনকারী ভক্তাভাস নারদ আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান। অথবা পরম মধুর স্বলীলাবিষ্ট শ্রীভগবানের অবধান হেতু দুইবার নামোচ্চারণ করিতেছেন। অপ্রমেয়াত্মন অর্থ অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, অনাদি, অনন্ত। যোগেশ শব্দের অর্থ অঘটন ঘটন পটীয়সী যোগমায়া শক্তির অধীশ্বর। জগদীশ্বর বলিবার উদ্দেশ্য আপনি জগতের ঈশ্বর। এজন্য ভারাবতারণ আপনার অন্যতম কার্য্য। বাসুদেব বলিবার উদ্দেশ্য আপনি একসঙ্গে নন্দাত্মজ এবং বসুদেবাত্মজ। এতদিন নন্দকে আনন্দ দিয়াছেন। এখন বসুদেবের ভাগ্যে মথুরাতে শুভাগমন হোক। আপনি অখিলাবাস হেতু সকলের অন্তরেই আপনি আছেন, ভক্তগণের অন্তরে আপনার বিশেষ প্রকাশ। কংস ভয়ে যাঁহারা অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন তাহাদিগকে পুনরায় মথুরাতে নিজগৃহে বাস করিবার ব্যবস্থা কৃপাপূর্বক আপনি করিয়া দিবেন। আপনি 'সাত্বতাং প্রবর" অর্থ ক্ষত্রিয়রূপী এবং গোপরূপী সজ্জন গণের মধ্যে আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আপনি প্রভু অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবেন কর্ত্তুম-অকর্ত্তুম-অন্যথা কর্ত্তুম সমর্থ।

১২। আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। কাষ্ঠ মধ্যে যেমন অদৃশ্যরূপে অগ্নি থাকে, তদ্রূপ আপনি পরমাত্মারূপে অদৃশ্য। ঘর্ষণে যেমন অগ্নি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভজনে পরমাত্মা আপনার দর্শন লাভ হইতে পারে। পরমাত্মারূপে আপনি সর্ব্বদ্রষ্টা সাক্ষী। অন্তর গুহাতে শায়িত থাকিলেও, আপনি অন্তরের এবং বাহিরের সমস্তই

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥১৩
স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্যপ্রমথরক্ষসাম্।
অবতীর্ণো বিনাশায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥১৪
দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়ায়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥১৫
চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্।
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে প্রভো ॥১৬
তস্যানু শঙ্খ-যবন-মুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥১৭

সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া থাকেন, এজন্য আপনি মহাপুরুষ। আপনার অপ্রতিহতা যোগমায়া শক্তি, আপনি সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমেশ্বর।

১৩। আপনি স্বতন্ত্র। কোন সাধনা বা সাহায্য ব্যতীত নিজ মায়া শক্তিদ্বারা সত্বাদিগুণ এর সৃষ্টি করিলেন এবং ঐ গুণ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। আপনি সত্য সংকল্প অর্থাৎ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সত্য হয় আপনি সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর।

১৪। সেই আপনি রাজরূপে বর্তমান দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসগণের বিনাশ এবং সাধুগণের রক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

১৫। জগতের ভাগ্যক্রমে আপনি এই অশ্বাকৃতি দৈত্যকে অবলীলা ক্রমে নিহত করিয়াছেন। এই দৈত্য এত পরাক্রান্ত ছিল যে তাহার হেষিত গর্জ্জনে ভীত হইয়া দেবগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিতেন।

১৬। হে প্রভো, আজই অক্রূর এখানে আসিবে। আগামীকল্য আপনি তৎসঙ্গে মথুরা গমন করিবেন এবং পরশ্বদিন চানুর, মুষ্টিক, ও অন্যান্য মল্লগণ এবং কুবলয়াপীড় নামক হস্তী ও কংসকে বধ করিবেন দেখিতে পাইব।

১৭। অতঃপর পঞ্চজন শঙ্খাসুর, কালযবন, মুর, ও নরকাসুর বধ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় ও পারিজাত হরণ দেখিতে পাইব।

উদ্বাহং বীরকন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণম্ ॥
নৃগস্য মোক্ষণং পাপাদ্ দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥১৮

স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥১৯

পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশীপুর্য্যাশ্চ দীপনম্ ॥
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ ॥২০

যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥২১

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ ॥২২

১৮। আপনি ক্ষত্রিয় বীরগণের কন্যাদিগকে নিজের বীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবাহ করিবেন। হে জগদীশ্বর, ব্রাহ্মণের গো হরণ জনিত পাপের ফলে কৃকলাস যোনি প্রাপ্ত নৃগ রাজের ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্তি প্রভৃতি দ্বারকালীলা দর্শন করিব।

১৯। ভার্য্যা জাম্ববতীসহ স্যমন্তকমণি আনয়ন করিবেন এবং মহা কালরূপ নিজধাম হইতে দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন ও প্রদান করিবেন।

২০। আপনি পৌণ্ড্রকবধ, কাশীপুরীদাহ, দণ্ডবক্র সংহার এবং রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপাল বধ করিবেন।

২১। ইহা ব্যতীত দ্বারকা বাস কালে আপনি অন্যান্য যে সমস্ত বীরত্বব্যঞ্জক লীলা করিবেন, যাহা কবিগণ ধরাধামে গান ও প্রচার করিবেন, তাহাও দর্শন করিব।

২২। অতঃপর ভূভার হরণকারী কালরূপী আপনি অর্জ্জুনের সারথীরূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বহু অক্ষৌহিনী সৈন্য নিধন করিবেন তাহাও দেখিতে পাইব।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্ ।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥২৩

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্ ।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদু-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্ ॥২৪

শ্রীশুক উবাচ ।
এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ॥২৫

২৩। বিশুদ্ধ (তুরীয়) ঘনীভূত সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ আপনি লীলাপরিকরাদি বিশিষ্ট হইয়া নিজানন্দে বিভোর হইয়া আছেন, এবং সর্ব্ববিধ ভক্ত মনোরথ পূর্ণ করিতেছেন। আপনি সত্যসঙ্কল্প, মায়াগুণ প্রবাহ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান, আপনার চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম।

২৪। আপনি একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর, সকলেই আপনার অধীন, আপনার আশ্রিত মায়া দ্বারা অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। লীলা হেতু আপনি মনুষ্য দেহ অঙ্গীকার করিয়াছেন। আপনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম। যদু, বৃষ্ণি, সাত্বতগণের রক্ষণ পোষণাদিভার আপনি বহন করিতেছেন। আপনার চরণে প্রণত হইতেছি।

২৫। শ্রীশুকদেবের উক্তি :

ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদমুনি যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ভগবদ্দর্শনে পরমানন্দ লাভ করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। গোকুল ত্যাগে ভগবানের অনিচ্ছা হেতু নারদের নিকট

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ॥২৬
একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ॥২৭
তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥২৮
ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন ॥২৯

কিছুই বলিলেন না। যত্নপত্তিত্ব ব্যঞ্জক লক্ষণ দৃষ্টে দেবর্ষি মনে করিলেন শ্রীভগবান অনিচ্ছা হইলেও মথুরা গমন করিবেন।

২৬। ভগবান শ্রীগোবিন্দ কেশী দৈত্যকে যুদ্ধে নিহত করিলেন এবং আনন্দিত গোপগণসহ গোপালন লীলাদ্বারা ব্রজজনগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

২৭। ব্যোমাসুর বধ লীলা বর্ণিত হইতেছে। বৈষ্ণবতোষণী মতে এই লীলা বহুপূর্ব্বে কৌমার কালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গোপিকা বাক্যেও 'বৃষময়াত্মজাদিতি' দ্বারা এইরূপ অনুমিত হয়। শুকদেব লীলা বেশে পূর্ব্বে বর্ণনা করেন নাই; এখন করিতেছেন। শ্রীধরস্বামীও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম একদিন গোপ বালকগণ সহ পর্ব্বতের সানুদেশে পশুচারণ করিতে করিতে চোর ও মেষপালক সাজিয়া "নিলায়ন" নামক ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলেন। "নিলায়ন" অর্থ চুরি করিয়া ঐ দ্রব্য লুক্কায়িত করিয়া রাখা।

২৮। ঐ খেলাকে কোন কোন বালক মেষ, কেহ কেহ মেষপালক এবং কেহ কেহ মেষচোর সাজিয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। চোরগণ মেষ চুরি করিয়া লুক্কায়িত করিয়া রাখিবেন এবং পালকগণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন। হে নৃপ, গোপবালকগণ নির্ভয়ে কৃষ্ণ ও বলরামসহ নিলায়ন ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।

গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥৩০
তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥৩১
স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্ গ্রহণাতুরঃ ॥৩২
তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৩৩

২৯। ময়দানবের পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপ বালক রূপ ধারণ করিয়া ক্রীড়াতে যোগদান করিল। এবং নিজে চোর সাজিয়া বহু মেষ অনুকরণকারী কৃষ্ণ সখা বালকগণকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল।

৩০। সেই ভীষণ অসুর একে একে অপহৃত বালকগণকে পর্ব্বতের এক বৃহৎ গুহা মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ এক বৃহৎ শিলাদ্বারা গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। এইরূপে চুরির ফলে আর চারি পাঁচটি মাত্র বালক অবশিষ্ট রহিল।

৩১। শরণাগত সজ্জনগণের আশ্রয়দাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অসুরের দুষ্কার্য্য বুঝিতে পারিলেন। সিংহ যেমন বৃককে সবলে ধরিয়া ফেলে সেই মত গোপাল হরণকারী সেই অসুরকে ভগবান সজোরে ধারণ করিলেন।

৩২। তখন সেই মহাবলবান অসুর পর্ব্বততুল্য নিজ অসুর রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে কৃষ্ণের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সমর্থ হইল না।

৩৩। ভগবান্ যাহাকে ধরেন তাহাকে কিছুতেই ত্যাগ করেন না। ভগবান্ অচ্যুত সেই ব্যোমাসুরকে নিজ বাহুযুগল দ্বারা সবলে ভূপাতিত করিলেন এবং যজ্ঞীয় পশুবৎ শ্বাসরুদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা নিহত করিলেন।

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্ ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭॥

অসুর যেমন ব্রজবালকগণকে গুহা মধ্যে নিক্ষেপ করতঃ গুহা দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এরূপ মৃত্যু তাহার উপযুক্তই হইয়াছিল।

৩৪। শ্রীভগবান অতঃপর গুহা দ্বার হইতে বৃহৎ প্রস্তর অপসারিত করিয়া সখাগণকে সেই কষ্টকর স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে আনিলেন। তখন ঐ গোপগণ এবং স্বর্গস্থ দেবগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্তূয়মান গোপালগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া নিজ গোকুলে প্রবেশ করিলেন।

দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ

[কংসাদেশেন রাম-কৃষ্ণৌ মথুরামানেতুমক্রূরস্য নন্দগোকুলগমনম্,
তত্র রাম-কৃষ্ণাভ্যাং তস্য সৎকারশ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপূর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥১

১। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে কংসের মন্ত্রণা এবং পূর্ব্বাহ্নে কেশিবধ ও নারদের স্তুতি। ঐদিন অপরাহ্নে ব্যোমাসুর বধ। বৈষ্ণব তোষণীমতে ব্যোমাসুর বধ বহু পূর্ব্বে সম্ভবতঃ কৌমার কালে হইয়াছিল, নতুবা সপ্তবিংশ শ্লোকে একদা শব্দ ব্যবহৃত হইত না। পরদিন ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে প্রত্যুষে অক্রূরের বৃন্দাবন যাত্রা। অক্রূর একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন এবং রাত্রিতে শ্রীহরিবাসর উপলক্ষে ভগবৎকথা ও অর্চ্চনাদি দ্বারা নিশি জাগরণ করিয়াছেন। দ্বাদশীতে শ্রীভগবদ্দর্শন ব্যাকুলতা হেতু পারণ না করিয়াই প্রত্যুষে মহামতি অক্রূর রথারোহণে নন্দগোকুল যাত্রা করিলেন। এই শ্লোকে অপিচ শব্দ অনুক্তয়ার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। নারদের প্রার্থনাতে কৃষ্ণের মথুরা গমনোদ্যম এবং অক্রূরের বৃন্দাবন যাত্রা উভয় কার্য্য, অথবা কংস কেশিকে আদেশ করাতে কেশী তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবন গমন করিল এবং এখন কংশের আদেশে অক্রূরও রওয়ানা হইলেন, এই উভয় কার্য্য সমুচ্চয়। অক্রূরকে মহামতি বলা হইয়াছে, যেহেতু তাঁহার অন্তরের ভক্তি এমন প্রগাঢ় যে একাদশী উপবাস ও নিশিজাগরণ করিয়াও, কৃষ্ণদর্শন ব্যাকুলতা হেতু পারণ না করিয়াই মথুরা যাত্রা করিলেন।

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥২
কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্ দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥৩
মমৈতদ্ দুর্লভং মন্য উত্তমঃশ্লোকদর্শনম্।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্ম-কীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥৪
মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিৎ তরতি কশ্চন ॥৫

২। অক্রূর মহা ভাগ্যবান, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা লাভ করিয়াছেন। কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণে পরাভক্তি প্রাপ্ত অক্রূর রথে বসিয়া বসিয়া এইভাবে চিন্তা করিতেছেন।

৩। অহো আমার কি ভাগ্য, ব্রহ্মা রুদ্রাদির অধীশ্বর কেশবের দর্শন আজ প্রাপ্ত হইব। আমার এই সৌভাগ্যের কারণ কি তাহাই ভাবিতেছি, আমিত এমন কোন পুণ্য কর্ম করি নাই, অথবা তপস্যা করি নাই, অথবা সুপাত্রে কোন দান করি নাই, যাহার ফলে এই মহা সৌভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে।

৪। শূদ্র জন্মে বেদ পাঠের ন্যায় মাদৃশ বিষয়াবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উত্তম শ্লোক ভগবানের দর্শন লাভ অতি দুর্লভ। আহা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শ্রবণে অন্তরের তমঃ বা মলিনতা দূরীভূত হইয়া থাকে, এইজন্যই তিনি উত্তমশ্লোক।

৫। এই সব ভাবিয়া আর কি হইবে? ইহা সত্য যে আমি অতি অধম হইলেও আজ অচ্যুতের দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিবে। পরম কারুণিকত্ব, ভক্ত বাৎসল্য প্রভৃতি ভাগবতীয় গুণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণে আছে, কখনো চ্যুত হয় না। এজন্যই তিনি অচ্যুত।

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥" চৈঃ চঃ

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥৬

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডলত্বিষা ॥৭

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে
যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥৮

নদীর প্রবাহে কত কাষ্ঠ খণ্ড ভাসিয়া যায়, তন্মধ্যে কোন কোন কাষ্ঠখণ্ড হঠাৎ অনুকূল বাতাসে তীরে আসিয়া লাগে। তদ্বৎ কাল নদীতে জন্মের পর জন্ম জীবগণ কর্মস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে কাহারো ভাগ্যে অনুকূল বাতাসের ন্যায় মহৎ সঙ্গের ফলে ভক্তি লাভ হয় এবং কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া যায়।

৬। অদ্য আমার সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হইল। অনন্ত জন্মের মধ্যে আমার এই জন্মই সার্থক হইতে চলিয়াছে, যেহেতু যোগিগণ বহু জন্ম ধারণা দ্বারা যে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারেন না, আমি আজ সাক্ষাৎভাবে সেই পাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে পারিব।

৭। কংস অত্যন্ত খল হইলেও কি আশ্চর্য্য, আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে; যেহেতু কংস কৃষ্ণ বলরামকে আনয়ন করিবার জন্য আমাকেই ব্রজধামে প্রেরণ করিতেছে। এইজন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন করিতে যাইতেছি। এই পাদপদ্মের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না। শ্রীভগবানের পদনখ জ্যোতির প্রভাবে পূর্বে অম্বরীষাদি বহু ভক্তবৃন্দ দুস্তর সংসার উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

৮। শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের মহিমার সীমা নাই। ঐ পাদপদ্ম

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং
স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনম্।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥৯

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো
ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥১০

ব্রহ্মা শঙ্করাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা পাদ-পদ্মের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইতেছে। লক্ষ্মীদেবী এই পাদপদ্মের সেবা কামনা করিয়া থাকেন, ইহা দ্বারা সৌভাগ্যাতিশয় সূচিত হইতেছে। মুনিগণ এবং ভক্তগণ ঐ চরণ সেবার জন্য ব্যাকুল, ইহা দ্বারা পাদপদ্মের পরম পুরুষার্থ সূচিত হইতেছে। এ হেন চরণপদ্ম যাঁহার তিনি অনুগ গোপগণ সঙ্গে গোচারণে বনে বনে বিচরণ করিয়া থাকেন। ইহাদ্বারা কৃপালুত্ব প্রকাশিত হইতেছে। ঐ চরণপদ্ম প্রিয়াগণের কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাত্র সুলভত্ব প্রকাশিত হইল।

৯। দাস্যভাববশতঃ প্রথমেই চরণকমলের কথা মনে মনে ভাবিলেন, অতঃপর প্রেমোদ্রেক বশতঃ মুখ দর্শনের বাসনা হইল। তাই বলিতেছেন একটি শুভ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে। আমি অবশ্যই ভগবান শ্রীমুকুন্দের কুটিল কুন্তলাবৃত সর্ব্বসৌন্দর্য্যের আধার বদনখানি দেখিতে পাইব। অহো,তাহা অতি সুন্দর নাসিকা ও কপোল দ্বারা সুশোভিত। মৃদু হাস্যযুক্ত অরুণ কঞ্জবৎ নয়নের সকরুণ দৃষ্টি।

১০। যিনি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, পৃথিবীর ভার হরণের জন্য নিজেচ্ছায় নরদেহ ধারণ করিয়াছেন, যে বপু অসমোর্দ্ধ সর্ব্বলাবণ্য ধাম। "যে রূপের এককণ ডুবায় সর্ব্ব ত্রিভুবন, সর্ব্বপ্রাণী

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতেস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে ॥১১
যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈ-
র্বাচো বিমিশ্রা গুণ-কর্ম-জন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্‌বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ ॥১২
স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্য্যশর্মকৃৎ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্ ॥১৩

করে আকর্ষণ” আমার পরম সৌভাগ্যে আজ তাঁহার সমীপে গমন করিতেছি। আজ আমার নয়নের পরম সাফল্য অর্জিত হইবে।

১১। যিনি স্থুল, সূক্ষ্ম, কার্য্যকারণ, শুভাশুভ কার্য্যের দ্রষ্টা হইয়াও অহঙ্কার বর্জ্জিত, উদাসীন, যিনি নিজস্বরূপ শক্তি দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকৃত ভ্রান্তি দূরীভূত করিয়া থাকেন, যিনি নিজ মায়াশক্তি দ্বারা জগৎ ও জগৎমধ্যস্থ প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিযুক্ত জীব সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং সৃষ্টজীবের অন্তরে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন, সাক্ষাৎ ভাবে তিনি দৃশ্য নহেন, তাঁহার অবস্থিতি প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র।

১২। তাঁহার পাপ বিনাশক ও মঙ্গল বিধায়ক গুণাবলী এবং জন্মাদি লীলা কথা ব্রহ্মাণ্ডকে সঞ্জীবিত, পবিত্র ও সুশোভিত করিয়া থাকে। পরন্তু যে সমস্ত বাক্য সুন্দর শব্দ ও পদযুক্ত হইয়াও ভগবৎ কথা বর্জ্জিত, তাহা অলঙ্কৃত মৃতদেহের ন্যায় কখনো সাধুসজ্জনগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইতে পারে না।

১৩। সেই স্বয়ং ভগবান স্বীয় সৃষ্ট ভাগবত ধর্ম্ম রক্ষা এবং

তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥১৪

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়োঃ রথাৎ
প্রধানপুংসোশ্চরণং স্বলব্ধয়ে।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং
নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥১৫

দেবগণের মঙ্গল বিধান উদ্দেশ্যে সাত্বত যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নিজ লীলা দ্বারা আপন যশঃ কীর্ত্তি জগতে বিস্তার পূর্বক ব্রজ ধামে বাস করিতেছেন। দেবতাবৃন্দ তাঁহার অশেষ মঙ্গলকর কীর্ত্তি গান করিয়া থাকেন।

১৪। আমার আজ সুপ্রভাত হইয়াছে, নিশ্চয়ই আমি আজ সেই মহজ্জনের পতি, সর্ব্বসাধকের গুরু, অধঃলোক সমূহ মধ্যলোক এবং উর্দ্ধলোক সমূহ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, এমন কি মহাবৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ হইতেও সুন্দর, চক্ষুষ্মান জনগণের মহোৎসব স্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দদাতা, লক্ষ্মীদেবীর পরমাকাঙ্ক্ষিত (যাঁহাকে কান্তরূপে লাভ করিবার জন্য লক্ষ্মী তপস্যা করিয়াছিলেন), সর্ব্ব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের নির্য্যাসস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ রূপ দর্শন করিব।

১৫; দর্শনমাত্রই আমি রথ হইতে অবরোহণ করিব এবং যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য যাহা হৃদয়ে ধ্যান করিয়া থাকেন, পুরুষ শ্রেষ্ঠ রামও কৃষ্ণের শ্রীচরণে আমি নিশ্চয়ই প্রণাম করিব। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদের সখাগণের চরণে এবং বৃন্দাবন বাসী সকলের চরণেই প্রণত হইব।

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্ ॥১৬

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক-
স্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥১৭

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা ॥১৮

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলেঽবহিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উর্জিতাম্ ॥১৯

১৬। বিভু শ্রীকৃষ্ণের যে করকমল কালসর্পের ভয়ে ভীত ও শরণাগত নরগণকে অভয় দান করিয়া থাকেন, সেই করপদ্ম শ্রীচরণে পতিত আমার মস্তকে অবশ্যই স্থাপন করিবেন।

১৭। এই করকমলের মহিমা কি বলিব? দেবরাজ ইন্দ্র এবং অসুররাজ বলি ঐ করকমলে পূজোপকরণ এবং জল অর্পণ করিয়া ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন। মানস সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্মবৎ সুগন্ধী ঐ করকমল দ্বারা শ্রীভগবান রাসবিহারকালে ব্রজাঙ্গনাগণের অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাহাদের নৃত্যবিহারশ্রম দূরীভূত করিয়াছিলেন।

১৮। আমি কংশের দূত এবং কংস কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, তথাপি অচ্যুত আমাকে শত্রু মনে করিবেন না, কেননা তিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্ব্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি তাঁহার অমল দৃষ্টি দ্বারা জীবের অন্তরের ও বাহিরের সর্বচিন্তা, সর্বকার্য্য দেখিতে পাইতেছেন।

১৯। শ্রীচরণোপান্তে দণ্ডবৎ পতিত কৃতাঞ্জলি আমার প্রতি যখন

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং
দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাম্।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে
বন্ধশ্চ কর্মাত্মক উচ্ছ্ব সত্যতঃ ॥২০
লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং
মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর তেত্যুরুশ্রবাঃ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা
নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥২১
ন তস্য কশ্চিদ্ দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥২২

মৃদুহাস্যযুক্ত করুণার্দ্র নয়নে দৃষ্টিপাত করিবেন, তৎক্ষণাৎ কংস সেবাদি লক্ষণ সর্বপাপ হইতে নির্ম্মুক্ত ও নিঃশঙ্ক হইব এবং পরমানন্দ প্রাপ্ত হইব।

২০। আমাকে জ্ঞাতি, পরম মিত্র, ও সুহৃদ শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া বৃহৎ বাহুযুগল দ্বারা যখন আলিঙ্গন করিবেন, তখন আমার দেহ পবিত্র হইবে এবং অনাদি কর্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে।

২১। বিপুল কীর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন চরণে পতিত, আলিঙ্গন প্রাপ্ত কৃতাঞ্জলি আমাকে বলিবেন—'হে অক্রূর, হেতাত,' তখন আমার মানব জন্ম সার্থক হইবে। যে ব্যক্তি এই পুরুষোত্তম দ্বারা আদৃত না হয়, তাহার মনুষ্য জন্মে ধিক্।

২২। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কেহ নাই, অপ্রিয় ও কেহ নাই, পরম সুহৃদ কেহ নাই, দ্বেষ্যও কেহ নাই এবং উপেক্ষণীয়ও কেহ নাই। তথাপি যে ভক্ত যে ভাবে তাঁহাকে ভজন করেন, তিনিও সেই ভক্তকে ঠিক সেই ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। কল্পতরুর নিকট যে জন যে

কিন্নাগ্রজো মাবনতং যদূত্তমঃ
স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ।
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং
সম্প্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥২৩
শ্রীশুক উবাচ।
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥২৪
পদানি তস্যাখিললোকপাল-
কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি
বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥২৫

বস্তু প্রার্থনা করে, কল্পতরু সেই বস্তুই দান করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে শ্রীভগবানের বাক্য স্মরণীয়।

"সমোহং সর্ব্ব ভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষুচাপ্যহং"॥

২৩। যদুশ্রেষ্ঠ বলরাম চরণে প্রণত আমাকে মৃদুহাস্য সহকারে আলিঙ্গন করিয়া আমার অঞ্জলি বদ্ধ হস্ত দ্বয় নিজ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করতঃ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইবেন এবং উপযুক্ত আতিথ্য সংস্কৃতির পর বসুদেবাদি নিজ আত্মীয় স্বজন প্রতি কংসের ব্যবহারের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

২৪। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন :—

শ্বফল্কতনয় অক্রূর এইভাবে সমস্ত পথ শ্রীকৃষ্ণের কথা ভাবিতে ভাবিতে রথ যোগে গোকুলে উপনীত হইলেন, সূর্য্যও ঐ সময়ে অস্তাচলে গমন করিলেন। অক্রূরের গোকুলে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গোকুলের সূর্য্যও চিরতরে অস্তমিত হইলেন।

২৫। গোকুলে প্রবেশ মুখে অক্রূর রথ হইতে গোষ্ঠ পথে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ইহা পদ্ম, যব, অঙ্কুশ প্রভৃতি অসাধারণ

তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্ণোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্কচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রি রজাংস্যহো ইতি ॥২৬
দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
সন্দেশাদ্ যো হরের্লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥২৭

চিহ্নে চিহ্নিত এবং পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ। যদিও এই পথে গবাদিপশু এবং বহু রাখাল বালকগণ গমনাগমন করিয়াছে, বিশেষতঃ গোধূলি হেতু অন্ধকার আসিয়া দিনের আলোক ঢাকিয়া দিতেছিল, তথাপি মহাভক্ত অক্রুর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। ধরিত্রী দেবীর নিজের ভূষণ স্বরূপ এই পদচিহ্ন; যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণের অমল পদরেণু লোকপালগণ স্ব স্ব কিরীটে ধারণ করিয়া থাকেন। মাতা বসুমতী ইহা সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণের নিকট প্রকাশ করেন।

২৬। শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্ন দর্শনমাত্র অক্রুরের আনন্দাবেগ অতিশয় বর্দ্ধিত হইল, দেহ প্রেমজনিত পুলকে পূর্ণ হইল (রোমাঞ্চ), এবং নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রথ হইতে লম্ফ দিয়া অবতরণ করিলেন এবং "অহো, ইহা আমার প্রভুর শ্রীচরণ রেণু" ইহা বলিতে বলিতে ঐ চরণ চিহ্নের উপরে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

২৭। কংস কর্তৃক অক্রূরকে গোকুলগমনের আদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহরির চরণ চিহ্ন দর্শনে ভূমিতে লুণ্ঠন পর্য্যন্ত অক্রূরের যে মনোভাব ও কার্য্য তাহাই মনুষ্য মাত্রের পরম পুরুষার্থ। আমি রাজমন্ত্রী, আমি মহারাজের প্রিয় পাত্র, আমি কেন গোচারকের পদধূলিতে লুণ্ঠিত হইব এই দম্ভ; আমার দূত হইয়া আমার শত্রুর পদচিহ্নে লুণ্ঠিত হইতেছে জানিতে পারিয়া কংসের ক্রোধ ও তজ্জনিত ভয়; এবং কংস ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ, পুত্র, কলত্রাদিকে বিনাশ করিবে এই শোক অক্রুর

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীত-নীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥২৮
কিশরৌ শ্যামল-শ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥২৯
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥৩০

সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া ছিলেন। ভক্তিকামী ব্যক্তিগণের কর্তব্য পাণ্ডিত্য, আভিজাত্য ঐশ্বর্য্যবত্তা ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব লোক দ্বারা অনাদৃত, কুচেল, অকিঞ্চন বৈষ্ণবের চরণ ধূলিতে কেন লুণ্ঠিত হইব এই দম্ভ, স্বজন বন্ধুগণ নিন্দা করিবে এই ভয়, বন্ধুবর্গ ত্যাগ করিবে এই শোক ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের চরণ ধুলিতে লুণ্ঠিত হইবেন। নারদাদি ভক্ত মুখে শ্রীকৃষ্ণের যশঃ, কীর্ত্তি শ্রবণে অক্রূরের যেরূপ দাস্যানুকূল মনোবৃত্তি হইয়াছিল। সেই প্রকার মনোবৃত্তি আমি কবে লাভ করিব, কবে আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস্যে বৃত হইব, আমার মত পাপাত্মার কি কখনো ভগবদ্দর্শন হইবে, ইত্যাদি মনোভাব ভক্তিকামী ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন।

মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তিনয়।
কৃষ্ণ ভক্তি দূরে থাক, সংসার না যায় ক্ষয় ॥" চৈঃ চঃ।

কৃষ্ণ ভক্তই মহৎ, তাঁহাদের কৃপা লাভের চেষ্টা ভক্তি কামীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

২৮। অক্রূর ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উভয়কে গোদোহন স্থানে দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণের পরিধানে পীতবর্ণের বসন এবং বলরামের নীল বসন। উভয়ের নয়ন শরৎকালীন বিকশিত পদ্মবৎ আয়ত ও সুন্দর।

২৯। উভয়েই কিশোর, কৃষ্ণ শ্যামবর্ণ এবং বলরাম শ্বেতবর্ণ, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার এবং দীর্ঘ বাহুযুক্ত।

৩০। ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্ম চিহ্নযুক্ত পদাঙ্ক দ্বারা তাঁহারা

উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥৩১
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী ।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বল-কেশবৌ ॥৩২
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া ।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥৩৩
রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য সোহক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃঃ ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্ রাম-কৃষ্ণয়োঃ ॥৩৪

ব্রজভূমিকে সুশোভিত করিতেছেন। উভয় মহাত্মার দৃষ্টি করুণাব্যঞ্জক এবং মৃদুহাস্য যুক্ত।

৩১। উভয়েই উদার ও মনোহর লীলা বিলাসী। উভয়ের গলদেশে মণিময় হার ও বনফুলের মালা। উভয়েই স্নাত ও নির্ম্মল বসন পরিহিত এবং উভয়ের শ্রীঅঙ্গ চন্দন-কুঙ্কুমাদি পবিত্র গন্ধদ্রব্য দ্বারা অনুলিপ্ত।

৩২। অক্রূরের মনে কৃষ্ণবলরামের মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্যভাবও অনুভূত হইল। অক্রূরের মনে হইল, ইহাঁরা উভয়েই সর্ব জগতের আদি কারণ; রামের অন্যাপেক্ষা প্রাধান্য এবং কৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য। 'জগৎপতী' দ্বিবচন হেতু উভয়েই জগতের পালন কর্তা সূচিত হইতেছে। বলরাম প্রধানভূত পুরুষ আর কৃষ্ণ পুরুষোত্তম। ভূভার হরণ হেতু মূর্ত্তি ভেদে রাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বলাধিক্য হেতু বলরামকে বল এবং কেশী দৈত্য হন্তা হেতু কৃষ্ণকে কেশব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহাও সূচিত হইল ইহাঁরা কংসকে নিশ্চয়ই বধ করিতে সমর্থ।

৩৩। হে রাজন, উভয়েই তেজস্বী, উভয়ের অঙ্গজ্যোতিতে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার দূরীভূত হইয়াছিল। শ্রীঅঙ্গে মণি মাণিক্য খচিত অলঙ্কার হেতু উভয় সুবর্ণখচিত মারকত এবং রৌপ্য পর্বতের ন্যায় শোভিত হইয়াছিলেন।

৩৪। অক্রূর এতক্ষণ রথোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। প্রেমাবেগে

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপ ॥৩৫
ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥৩৬
সংকর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্ ॥৩৭
পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥৩৮

তিনি ভূমিতে অথবা রথে আছেন এই অনুসন্ধান ছিল না। নিকটে আসিতেই রথ হইতে অতিদ্রুত ভূমিতে অবতরণ করিলেন এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া রাম ও কৃষ্ণ উভয়ের চরণোপান্তে দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হইলেন।

৩৫। হে নৃপ, ভগবদ্দর্শনানন্দে অক্রূরের নয়নদ্বয় বাষ্পাকুল ও দেহ পুলকপূর্ণ হইয়াছিল এবং উৎকণ্ঠা হেতু কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। "আমি অক্রূর শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি" এই নিজ পরিচয় সূচক বাক্য পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৩৬। ভগবান সর্ব্বজ্ঞ ও প্রণত বৎসল। তিনি অক্রূরের মনোভাব অবগত হইয়া প্রীতমনে চক্র চিহ্ন যুক্ত হস্ত দ্বারা অক্রূরকে আকর্ষণ পূর্বক আলিঙ্গন করিলেন।

৩৭। মহামতি বলরাম ও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন পূর্বক নিজ হস্ত দ্বারা অক্রূরের অঙ্গুলিবদ্ধ হস্ত দ্বয় ধারণ করিলেন এবং অনুজ কৃষ্ণসহ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

৩৮। অনন্তর স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসান্তে বসিবার জন্য অক্রূরকে রত্নাদিময় উত্তম আসন প্রদান করিলেন এবং সুগন্ধী কবোষ্ণ জল দ্বারা পাদপ্রক্ষালণ করিলেন। শ্রীভগবানের আদর অক্রূর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। আদরের পরিপাটী দ্বারা শ্রীভগবানের স্বমাধুরী

নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্ বিভুঃ ॥৩৯
তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্মবিৎ।
মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥৪০
পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ সৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥৪১

ব্যঞ্জিত হইতেছে। পাদ প্রক্ষালণান্তে মধুপর্কাদি পূজোপকরণ সমর্পণ করিলেন। অক্রূর ও শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া ভগবদিচ্ছানুযায়ী চলিতে লাগিলেন।

৩৯। "নিবেদ্যগাঞ্চ"—টীকাকারগণ কেহ কেহ গাভীদান অর্থ করিয়াছেন। চক্রবর্তিচরণের মতে মঙ্গলাচরণের অঙ্গ হিসাবে গাভী প্রদর্শন মাত্র। পুরাকালে মাননীয় অতিথিগণকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় মধুপর্ক ইত্যাদিবৎ গো নিবেদন প্রথা ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতিথি অক্রূরের নয়নেন্দ্রিয়ের সুখপ্রদানার্থ "এই পয়স্বিনী গাভী দর্শন করুন" বলিলেন। তৎপর পরিশ্রান্ত অতিথির পদসেবা করিলেন।

বিশ্রামের পর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে দ্বাদশী পারণবিহিত বহুগুণযুক্ত পবিত্র অন্ন শ্রদ্ধাপূর্বক সমর্পণ করিলেন। "ন রাত্রৌ পারণং কুর্যাৎ" অর্থাৎ রাত্রিতে পারণ নিষিদ্ধ, এই বিধিবাক্য অক্রূর অবগত ছিলেন। তথাপি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত অন্নপ্রাপ্তির লোভে ইহা অগ্রাহ্য করিলেন।

৪০। ভোজনের পরে পরমধর্মজ্ঞ রাম অক্রূরকে প্রীতি সহকারে মুখশুদ্ধি ও সুগন্ধী পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া পুনরায় অতিথির সন্তোষ বিধান করিলেন।

৪১। অক্রূর যথোচিত সৎকার প্রাপ্ত হইলে ব্রজরাজ নন্দ আসিয়া বলিলেন—হে দাশার্হ (যদুবংশধর), নিষ্ঠুর কংসের জীবিতাবস্থায় পশু ঘাতকের গৃহে পালিত মেষবৎ তোমরা কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছ ?

যোঽবধীৎ স্বস্বস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্ খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥৪২
ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্ ॥৪৩

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

৪২। জগতে কেবলমাত্র নিজপ্রাণ তুষ্টি বিধানই যাহার একমাত্র কাম্যবস্তু, রোরুদ্যমানা স্বীয় ভগ্নীর সন্তানগুলিকে যে ব্যক্তি অম্লানবদনে হত্যা করিয়াছে, সেই দুরাত্মার প্রজাগণের কুশল কি প্রকারে সম্ভব, তাহাই ভাবিতেছি।

৪৩। এই প্রকার সুমধুর বাক্যেও কুশল প্রশ্নে মহারাজ নন্দ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া অক্রূরের পথশ্রম দূরীভূত হইল।

দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশঃ অধ্যায়ঃ

[শ্রীকৃষ্ণ-বলরামযোর্মথুরাং প্রতি প্রস্থানম্ গোপীনাং শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপবর্ণনম্, যমুনায়ামক্রূরেণ শ্রীভগবদ্ধামদর্শনঞ্চ।]

শ্রীশুক উবাচ।

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রাম-কৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্বান্ পথি যান্ স চকার হ ॥১
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥২
সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥৩

১। শ্রীশুকদেব বলিলেন—নন্দ পূর্বোক্তরূপে অক্রূরকে আনন্দ দান করিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাধান উদ্দেশ্যে অন্তঃপুরে গমন করিলে পর শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশে সেবক আসিয়া অক্রূরকে বিশ্রাম করিবার জন্য উত্তম পর্য্যঙ্কোপরি শয্যাতে নিয়া গেল। অক্রূর তথায় নিঃসঙ্কোচে সুখে উপবেশন করিলেন। রামকৃষ্ণ সেবক দ্বারা তাম্বুল, গন্ধ, পুষ্প, জল, ব্যঞ্জনাদি সমাধান করিলেন। বলরাম ও কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইভাবে বিশেষ সম্মানিত হইয়া অক্রুর মনে মনে ভাবিলেন আমি পথে যাহা যাহা চিন্তা করিয়াছিলাম তাহা সমস্তই সফল হইল।

২। যাঁহার বক্ষস্থলে স্বর্ণরেখারূপে লক্ষ্মী সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন, সেই স্বয়ং ভগবান প্রসন্ন হইলে কোন বস্তুই অলভ্য থাকে না। তথাপি হে রাজন, ভক্তগণ ভগবৎ প্রসাদময় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই কামনা বা প্রার্থনা করেন না, কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

৩। সান্ধ্যভোজন সমাপন করিয়া ভগবান দেবকীসুত পুনরায় আসিলেন এবং সুহৃদগণের প্রতি কংসের ব্যবহার এবং কংসের বর্ত্তমান

শ্রীভগবানুবাচ।

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥৪

কিন্নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাংবস্তৎ প্রজাসু চ ॥৫

অহো অস্মদভূদ্ ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্য্যয়োঃ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥৬
দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্।
সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥৭

মনোভিপ্রায় জানিবার জন্য অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেবকীসুত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মথুরাবাসী অক্রূরকে মথুরা বিষয়ক প্রশ্ন করিতেছেন : তিনি নিজেও যে মথুরাবাসী দেবকী বসুদেবের পুত্র ইহাই প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

৪। শ্রীভগবান বলিলেন :—হে তাত (পিতৃব্য হেতু), হে সৌম্য (যেহেতু সাধু) বঃ গৌরবার্থে বহুবচন, আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আপনার মঙ্গল হোক! আমাদের জ্ঞাতিগণ এবং বন্ধুগণ নিরাময়ে আছেন ত?

৫। হে অঙ্গ, মাতুল নামধারী কুলাঙ্গার কংসের শ্রীবৃদ্ধি অব্যাহত থাকিতে জ্ঞাতিবর্গের ও তাহার প্রজাগণের কি মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিব?

৬। অহো, আমাদের জন্যই নির্দ্দোষ পিতামাতাকে নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, এবং তাহাদের সন্তানগণের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের জন্যই তাহাদের কারাগৃহে বন্ধনদশাও ভোগ করিতে হইতেছে।

৭। হে সৌম্য, ভাগ্যক্রমে আপনার ন্যায় আত্মীয়ের সঙ্গে বহু আকাঙ্ক্ষিত দর্শন লাভ ঘটিল। এখন আপনার এই স্থানে আগমনের কারণ কি বর্ণনা করুন।

শ্রীশুক উবাচ।

পৃষ্টো ভগবতা সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোত্তমম্ ॥৮
যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সম্প্রেষিতঃ স্বয়ম্।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥৯
শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ ॥১০

৮-৯। শ্রীশুকদেব বলিলেন:—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া মধুবংশজ (মাধব) অক্রূর যাদবগণের প্রতি কংসের শত্রুতাকরণ, বসুদেবকে বধ চেষ্টা এবং নারদ কর্তৃক নিবারণ, নারদ কর্তৃক কংসের নিকট বসুদেব দেবকী হইতে কৃষ্ণের জন্ম বৃত্তান্ত এবং বসুদেব কর্তৃক নবজাত কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রক্ষা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিলেন। যে সংবাদ কংস অক্রূরকে দিয়া প্রেরণ করিয়াছে তাহাও জানাইলেন। যে মুখ্য কারণে কংস রথসহ অক্রূরকে প্রেরণ করিয়াছে তাহা অকপটে বর্ণনা করিলেন। কৃষ্ণ বলরামকে বিশেষরূপে কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য কংস যে ষড়যন্ত্র করিয়াছে, তাহা সমস্ত বলিলেন। কংস ধনুঃযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছে। যজ্ঞ উপলক্ষে মল্লগণের যুদ্ধ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিবে। মহারাজ নন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে তিনি যেন বার্ষিক কর এবং দধি দুগ্ধাদি উপায়ন সঙ্গে নিয়া যান। যজ্ঞ ও মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য এবং মথুরা নগরীর ঐশ্বর্য দর্শনের জন্য কংস কৃষ্ণ বলরামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। রঙ্গস্থলের দ্বারপথে কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তী থাকিবে। উদ্দেশ্য কৃষ্ণ বলরামকে বিশেষ রূপে কৃষ্ণকে যাহাতে হস্তী বধ করে। যদি দৈবক্রমে হস্তী অসমর্থ হয়, তাহা হইলে রঙ্গস্থলে চানূর, মুষ্টিক প্রভৃতি বিশাল মল্লরূপী দৈত্যগণ দ্বারা কৃষ্ণকে বধ করা। অক্রূর অকপটে সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

১০। অক্রূরের মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া পরাক্রান্ত শত্রু

গোপন্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ॥১১
যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে॥১২
গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রাম-কৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্॥১৩

বিনাশকারী কৃষ্ণ ও বলরাম হাস্য করিলেন; ভাবিলেন কংস নিজেই নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করিতেছে। তৎপর উভয়ে পিতা নন্দের নিকট গমন করিয়া কংস রাজা কর্তৃক ধনু-যজ্ঞে তাহাদের ও নন্দের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন। কংসের ষড়যন্ত্রের বিষয় বলিলেন না।

১১-১২। সরলচিত্ত নন্দ কংস রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া গোপগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সকলে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্য এবং অন্যান্য উপঢৌকন গ্রহণ কর ও শকট যোজনা কর। আগামীকল্য আমরা পুত্রগণসহ মধুপুরী গমন করিব। তথায় ধনুযজ্ঞ উপলক্ষে এক বিরাট মহোৎসব হইবে। আমরা সকলে সেই মহোৎসব দর্শন করিব। নৃপতিকে দধি, দুগ্ধ, ঘৃতাদি দ্রব্য এবং বার্ষিক কর প্রদান করিব। জনপদবাসী সকলেই তথায় যাইতেছে। এই রাজাদেশ নগররক্ষীগণ কর্তৃক নগরে ঘোষণা করা হইল।

১৩। গোপীগণ পরস্পর শুনিতে পাইলেন—বলরাম ও কৃষ্ণকে মথুরাতে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর আসিয়াছেন। সাক্ষাৎ ভাবে কেহ তাহাদিগকে এই সংবাদ জানান নাই। শ্রবণ মাত্রই তাঁহারা মরণাধিক দুঃখে নিপতিত হইলেন। কৃষ্ণবিরহ চিন্তা করিয়া তাঁহারা ভীত ও আর্ত হইলেন। কৃষ্ণের কোন অনিষ্টাশঙ্কা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই, যেহেতু নন্দ, উপনন্দ প্রভৃতি গুরুজন সঙ্গে থাকিবেন, এবং কৃষ্ণসহ সত্বর প্রত্যাগমন করিবেন। অনিষ্টাশঙ্কা হইলে সত্যই

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ॥১৪
অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ॥১৫

গোপীগণের প্রাণ বিয়োগ হইত। লীলাশক্তি গোপীগণের মনে এরূপ আশঙ্কা উদয় হইতে দেন নাই। বিরহভীতিও সার্বকালিকী নহে। তথাপি এই স্বল্পকালীন বিরহ চিন্তাও তাহাদের পক্ষে অসহনীয়।

১৪। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া মথুরা যাইতেছেন, ইহা শ্রবণ মাত্রই, ভদ্রা প্রমুখা কতিপয় গোপীর হৃদয়ে যে তীব্র সন্তাপ উদ্ভূত হইল, তদ্ধেতু উষ্ণনিঃশ্বাস নাসিকা পথে বহির্গত হইতে লাগিল। সেই অগ্নিবৎ উষ্ণ নিঃশ্বাসের জ্বালাতে মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল—যেন শুষ্ক পদ্ম। শ্যামলা প্রমুখাগণের আবার অন্যরূপ অবস্থা ঘটিল। মানুষের কোন গভীর উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা হইলে, দেহ ক্রমে ক্রমে কৃশ হইতে থাকে, কিন্তু এই গোপীগণের মানসিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা এত তীব্র এবং এত গভীর হইয়াছিল, যে শ্রবণ মাত্রই তৎক্ষণাৎ দেহের কার্শ্য বা কৃশতা উপস্থিত হইল এবং এই কৃশতা হেতু অঙ্গের বসন, হস্তের বলয় এবং মস্তকের কেশগ্রন্থী শিথিল হইয়া পড়িল।

১৫। চন্দ্রাবলী প্রমুখা কতিপয় গোপীর অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে। শ্রবণ মাত্র একমাত্র কৃষ্ণই তাহাদের 'ধ্যানের বিষয় হইলেন। কৃষ্ণ কেন যাইতেছেন, কতদিন মথুরাতে থাকিবেন, অদর্শনে তাহারা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবেন।—এই চিন্তাই তৈল-ধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে মনে জাগিয়া রহিল। এই ধ্যান এত গভীর ও এত তীব্র হইল যে সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তি স্তব্ধীভূত হইয়া গেল। মানুষ পরলোক গমন করিলে যেমন দেহ বা দৈহিক বিষয়ের সমস্ত স্মৃতি বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহাদের সেই অবস্থা ঘটিল। তাহারা সম্পূর্ণ আত্ম বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৬
গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্।
শোকাপহানি নর্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥১৭
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥১৮

১৬। শ্রীরাধা এবং তদীয়া সখীগণের অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। এই শ্লোকে শ্রীশুকদেব কৃষ্ণকে শৌরি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গোপীগণের প্রাণে এত দুঃখ দান করিয়া মথুরা যাইতেছেন। ইনি কোমল প্রাণ নন্দের পুত্র নহেন, ক্ষত্রিয় শূরসেনের বংশধর, নতুবা এভাবে দুঃখ দিতেন না। ইহা গোপীগণের পক্ষপাতী শুকদেবের প্রণয়েৰ্ষ্যোক্তি। শ্রীরাধা প্রমুখা গোপীগণের মনে পড়িল অনুরাগ ব্যঞ্জক স্বরে, ও মৃদু হাস্যসহকারে উক্ত যমকানুপ্রাসাদি লক্ষণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অতি সুমধুর হৃদয়স্পর্শী প্রণয় ভাষণ "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং" ইত্যাদি বাক্য। তাঁহারা আর কিছু ভাবিতে পারিলেন না। সম্পূর্ণ জ্ঞান হারা হইয়া মূৰ্চ্ছিতাবস্থায় ভূপতিতা হইলেন। পূর্ব্ববর্ত্তিনীগণ ধ্যান ধারণা করিতে করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহারা স্মরণ মাত্রই মূর্চ্ছিতা হইলেন। ইহা দ্বারা প্রেম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হইল।

১৭। অপরাপর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের চলনভঙ্গী, সখীগণসহ বিবিধ কলা-বিলাস পূর্ণ সুললিত ব্যবহার, নিজপ্রতি নিগূঢ় সস্নেহ হাসাবলোকন, সন্তাপহারী পরিহাস বাক্য সমূহ, সঙ্কেত কুঞ্জে গাঢ় অনুরাগ ব্যঞ্জক সৌরত লীলাদি স্মরণ করিতে লাগিলেন।

১৮। মূর্চ্ছাদি সঞ্চারী ভাবগ্রস্তা গোপীগণ নিশি শেষে বাহ্যানুসন্ধান লাভ করিয়া শঙ্কিত মনে ব্রজরাজ পুর দ্বারে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। নিমেষমাত্রকাল বিরহে ভীতা সম্প্রতিভাবী মহা বিরহ বিহ্বলা গোপাঙ্গনাগণ মুকুন্দের কথা চিন্তা করিতে করিতে যূথে

গোপ্য ঊচুঃ।

অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥১৯

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পরোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥২০

যূথে আসিয়া মিলিতা হইলেন। তাহাদের সকলের মন কৃষ্ণে সমর্পিত, মুখমণ্ডল অশ্রুসিক্ত, সকলে সমবেত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন।

১৯। গোপীগণের উক্তি :—

হে বিধাতা, তোমার অন্তরে লেশমাত্র দয়াও নাই, যেহেতু তুমি দেহীগণকে মিত্রতা ও প্রেমের বন্ধনে যুক্ত করিয়া, তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই পুনরায় বিযুক্ত করিয়া থাক। তোমার এইরূপ কার্য্য বালক্রীড়াবৎ অর্থবিহীন। যুক্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের অন্তরে কোন দুঃখ ছিল না, অল্প সময় তাহাদিগের সুখ বিধান করিয়া, দুঃখের সাগরে নিপাতিত কর। ইহা দ্বারা তোমার নিষ্ঠুরতা বুঝাইতেছে। আবার, কোন একটি দ্রব্য গঠন করিয়া, পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলা নিরর্থক শ্রম মাত্র, ইহার চেয়ে দ্রব্য গঠন না করাই ভাল।

২০। বিধাতা যদি মনে করেন 'আমি কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, কেন আমাকে নিন্দা করিতেছে?' সেই জন্য পুনরায় বলিতেছেন সর্ব্ব দুঃখ মোচনকারী যে মুকুন্দ, তাঁহার অতি সুন্দর মুখখানি একটি বার মাত্র দেখাইয়াছ। ওহো, অভূতপূর্ব্ব মনোহর সেই মুখখানি। ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ ললাটে পতিত হইয়াছে, মনে হয় যেন একটি বিকশিত নীল কমলের মধুপান লোভে ভ্রমরকুল আসিয়া বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে, দুইপার্শ্বে কপোল দ্বয়ে কর্ণের মকর কুণ্ডল দ্বয় প্রতিবিম্বিত

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম ন-
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥২১

হয়, মনে হয় যেন নীল সরোবরে মকর ক্রীড়া করিতেছে, মধ্যস্থলে উন্নত নাসিকা, অধরে অমৃতময় মৃদু হাস্য, যাহা দর্শন মাত্র নিরানন্দ দূরে যায়। সেই অতি সুন্দর মুখখানি একটিবার মাত্র দর্শন করাইয়া অন্তর্হিত করিতেছ। তোমার এরূপ কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত। তোমার মনে যখন এইরূপ ছিল, তখন পূর্ব্বে না দেখাইলেই ভাল হইত। তাহা হইলে আমাদের কোন দুঃখ হইত না।

২১। তুমি অতিক্রূর (নিষ্ঠুর), কিন্তু অক্রূর নাম ধারণ করিয়া তোমার প্রদত্ত যে নেত্রদ্বারা আমরা তোমার সৃষ্টির সর্ব্ব সৌন্দর্য্য কৃষ্ণের দেহের একাংশে নিরীক্ষণ করিতাম, সেই নেত্র অপহরণ করিতেছ। নিজ দত্ত বস্তু নিজেই হরণ করিতেছ, সুতরাং তুমি ক্রূর। যে ব্যক্তি পাপপুণ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে দত্ত বস্তু অপহরণ করিতে পারে, তুমিও তদ্রূপ দত্তাপহারক। তুমি বলিতে পার তোমাদের চক্ষু তোমাদের দেহেই রহিয়াছে। আমি কৃষ্ণকে হরণ করিতেছি চক্ষুকে নহে। সে বিষয়ে বক্তব্য এই—কৃষ্ণের অদর্শনে আমরা জগৎ অন্ধকার দেখিব, চক্ষু থাকিলেও দৃষ্টি শক্তি থাকিবে না। যে কৃষ্ণের বদনের একাংশে জগতের অখিল সৌন্দর্য্য একীভূত দেখিতাম, তাহার অদর্শনে আমাদের দ্রষ্টব্য কিছুই থাকিবে না। আমরা অন্ধই হইয়া যাইব। কৃষ্ণকে মধুদ্বিষ বলা হইয়াছে। নারায়ণই মধুদৈত্য বধ করিয়াছিলেন, গর্গবাক্যে কৃষ্ণ "নারায়ণ সমোগুণৈঃ" হেতু কৃষ্ণকে মধুদ্বিষ বলা হইয়াছে। অথবা মথুরা বা মধুপুরীপতি হেতু এবং মধু দৈত্যবৎ চরিত্র হেতু কংসই মধু। কৃষ্ণ মথুরা গিয়া সেই কংসকে বা মধুকে বধ করিয়া সেই রাজ্য লাভ করিলে কি আর বৃন্দাবনে ফিরিবে? সম্ভব হয় না, সেই জন্যই কৃষ্ণ মধুদ্বিষ।

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং-
স্তদাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥২২

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।
যাঃ সম্প্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥২৩

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ-
র্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥২৪

২২। বিধাতার নিন্দা করিয়া কি ফল হইবে? আমাদের বল্লভ নন্দতনয়ের প্রীতি ক্ষণ স্থায়ী। যাহার সুমধুর হাস্য ও অনবদ্যরূপ মাধুর্য্য দর্শন করিয়া ললিত বচন ও মনোহর বংশীধ্বনি শ্রবণে আমরা গৃহ, স্বজন, পতিস্মন্যগণকে ও পুত্রস্মন্যগণকে ত্যাগ করিয়া সাক্ষাৎ ভাবে যাহার দাসী হইয়াছি, সে কি না আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, নবনব নাগরী লাভের আশায় মথুরা নগরে যাইতে উদ্যত হইয়াছে! হায়, আমাদের দুরদৃষ্ট!

২৩। আজ মথুরা নগরবাসী রমণী বৃন্দের নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হইয়াছে। তাহারা ব্রাহ্মণাদি গুরুজনের যে আশীর্বাদ ইতি পূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সফল হইতে চলিয়াছে, যেহেতু আজ ব্রজপতি কৃষ্ণ মথুরা নগরে প্রবেশকালে, মথুরা নাগরীগণ তাহাদের নেত্ররূপ পান পাত্রদ্বয় দ্বারা কৃষ্ণের রহস্যেঙ্গিত পূর্ণ স্মিত হাস্যযুক্ত বদনের মাদক রূপ সুধা পান করিবেন।

২৪। তোমরা ভাবিতেছ দুই তিন দিন পরেই আমাদের স্নেহাকৃষ্ট এবং পিত্রাদি গুরুজনের অনুগত কৃষ্ণ ব্রজে প্রত্যাগমন করিবেন, কিন্তু

অন্ত শ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হ-ভোজান্ধক-বৃষ্ণি-সাত্বতাম্।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥২৫

মৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূ-
দক্রূর ইত্যেতদতীব দারুণঃ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥২৬

তাহা দুরাশা মাত্র। হে মুগ্ধাগণ, শোন, বিদগ্ধা পুর রমণীগণের মধুর বচনে আকৃষ্ট চিত্ত কৃষ্ণ নিজে ধীর হইলেও তাহাদের অধীন হইয়া পড়িবেন। কলা লাবণ্যহীনা গ্রাম্য অবলা গণের নিকটে ফিরিয়া আসিবেন না। তোমরা ভাবিতেছ পিত্রাদি গুরুজনের বাক্য ও লোক ধর্ম স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ ব্রজে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু বিদুষী নাগরী-গণের সলজ্জ মৃদু হাস্য যুক্ত, কলা বিলাস ও মদনাবেশ সূচক চেষ্টাতে কৃষ্ণ বিভ্রান্ত হইয়া ব্রজের কথা সমস্তই বিস্মৃত হইবেন।

২৫। ব্রজবাসীগণের আনন্দ আজ পুরবাসীগণে বর্ত্তিত হইবে। সর্ব্ব সদ্‌গুণের আশ্রয় এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যাঁহার রতি কামনা করেন, সেই দেবকীসুতকে দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণিও সাত্বত বংশীয়গণের এবং অন্য যাহারা পথে দর্শন করিবেন, তাহাদের সকলের নয়নের মহোৎসব হইবে অর্থাৎ অপরূপ, অতুলনীয় রূপ দর্শনে অপরিসীম আনন্দ লাভ হইবে। এস্থলে কৃষ্ণকে 'দেবকীসুত' বলা হইয়াছে। গর্গমুনি বলিয়াছিলেন—"প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ" এই বাক্য স্মরণ করিয়া, ইনি মথুরা গমন করিয়া বসুদেব দেবকী নন্দনই হইবেন অথবা যশোদার অপর নাম দেবকী স্মরণ করিয়াও এরূপ উক্তি সম্ভব।

২৬। এই ব্যক্তি অতি দারুণ, অতি নিষ্ঠুর, ইহার নাম অক্রূর

অনার্য্যধীয়েষ সমাশ্বিতো কথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥২৭
নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥২৮

হইতেই পারে না। এই ব্যক্তি আমাদের আত্মা হইতেও অত্যধিক প্রিয় কৃষ্ণকে দূর দেশে লইয়া যাইতেছে, অথচ অত্যন্ত আর্ত্ত আমাদিগকে একটা মৌখিক আশ্বাস বাক্যও বলিলনা—যথা আমি সত্বর কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরাইয়া আনিব, আপনারা দুইচার দিন একটু ধৈর্য্য ধারণ করুন ইত্যাদি। এই ব্যক্তি অতিক্রূর, কখনো অক্রূর নহে।

২৭। আমরা মন্দভাগ্য। ঐ দেখ, কঠিন চিত্ত কৃষ্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন। আর দুর্মদ (অত্যুৎসাহী) শ্রীদামাদি গোপবৃন্দ শকট সহ পশ্চাতে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নন্দাদি কুলবৃদ্ধগণও নিবারণ করিতেছেন না। দৈব আমাদের প্রতিকূলে, নতুবা এমন একটা কিছু ঘটিত, যে জন্য যাত্রা বন্ধ হইতে পারে।

২৮। তখন তাহারা পরস্পর আলাপ করিয়া সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—মুকুন্দ বিরহ অর্দ্ধ নিমেষকালও আমাদের পক্ষে অসহনীয়। দুর্দ্দৈববশতঃ আমরা সেই সঙ্গ হইতে বিযুক্ত হইতেছি। এজন্য আমাদের চিত্ত এত দীন হইয়াছে যে, ধৈর্য্য, লজ্জা, মান, গর্ব্ব এমন কি জগতের অন্য সমস্তই আমাদের নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছে। কুলবৃদ্ধ আত্মীয়স্বজন, বান্ধবগণের কথা উপেক্ষা করিব। এস, আমরা সকলে মিলিয়া সাহস অবলম্বন করতঃ রথে আরোহণ করি। কৃষ্ণের হস্ত, বস্ত্রাদি আকর্ষণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করাইব,

যন্ত্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥২৯

যোঽহ্নঃ ক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরীতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষ-নিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥৩০

শ্রীশুক উবাচ

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥৩১

এবং বলিব হে প্রাণৈকবল্লভ, কোটি স্ত্রীবধের পাপ গ্রহণ করিও না। তুমি মথুরা গেলে আমরা সকলে একসঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিব।

২৯। যাঁহার অনুরাগযুক্ত সুমধুর হাস্য, মনোহর রহস্য সঙ্কেতবার্তা লীলা বিলাসময় দৃষ্টি, এবং প্রেমালিঙ্গনসহ রাসনৃত্য বিলাসযুক্ত সুদীর্ঘ রজনীসমূহ ক্ষণবৎ অতিবাহিত করিয়াছিলাম, সেই আমাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ ব্যতীত সুদীর্ঘ দুরন্ত বিরহকাল কি প্রকারে অতিবাহিত করিব? ইহা অসম্ভব, কিছুতেই পারিব না।

৩০। দিবাবসানে যখন অনন্ত (বলরাম) সখা কৃষ্ণ গোপ বালকগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গোখুরোত্থিত ধূলিতে কুঞ্চিতকেশ কলাপও বৈজয়ন্তীমালা ধূসরিত অবস্থায় বংশীধ্বনি করিতে করিতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতেন, তখন মৃদুহাস্যযুক্ত কটাক্ষপাতে আমাদের চিত্ত হরণ করিয়া নিতেন। সেই আমাদের চিত্ত হরণকারী কৃষ্ণ ব্যতীত কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব? কিছুতেই পারিব না, আমরা নিশ্চয়ই মরিব।

৩১। শ্রীশুকদেব বলিতেছেন—এইভাবে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণে আসক্তচিত্তা গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণকে রথ হইতে অবতরণ করাইবার জন্য সমবেতভাবে যখন গমন করিতে উদ্যত হইলেন, তৎক্ষণাৎ অতি তীব্র স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহারা উত্থানশক্তি রহিত হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। এমন কি স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলিতেও অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা লজ্জা ত্যাগ করিয়া উচ্চ করুণস্বরে কেবলমাত্র গোবিন্দ দামোদর, মাধব উচ্চারণ করিতেছিলেন। গোবিন্দ নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনে হইতে লাগিল ইন্দ্র ব্রজ ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণই ব্রজ রক্ষা করতঃ ইন্দ্র গর্ব্ব নষ্ট করিয়াছিলেন। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণের স্তব ও অভিষেকান্তে "গোবিন্দ" এই নাম রাখিলেন। হে কৃষ্ণ, তুমি ব্রজ ছাড়িয়া যাইতেছ, আর কে ব্রজ রক্ষা করিবে? আবার ইহাও মনে হইতে লাগিল 'গো' অর্থ মন, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহ। আমাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহ একমাত্র তোমাতেই আবদ্ধ। চক্ষু একমাত্র তোমাকেই দেখে, কর্ণ একমাত্র তোমার কথাই শোনে, মন একমাত্র তোমার কথাই চিন্তা করে। তুমি ছাড়া অন্য কিছুই তাহারা চাহে না, জানে না। তুমি তাহাদিগকে 'বিন্দসভস্ব' অর্থাৎ সঙ্গে লও। তুমি যখন ব্রজ ছাড়িয়া যাইবেই, তখন আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহকে দয়া করিয়া সঙ্গে গ্রহণ কর। আর আমাদের দুর্ভাগা দেহ তোমার সঙ্গে যাইবার অযোগ্য, এখানেই পঞ্চত্ব হউক। 'দামোদর' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল মা যশোদার প্রেমে বদ্ধ হইয়া তুমি দামবন্ধন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছ, সেই পরম স্নেহময়ী জননীকে বধ করিও না। তুমি যদি পরশু ফিরিয়া না আস, তাহা হইলে মা নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। 'মাধব' শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল হে মা-ধব অর্থাৎ মাএর ধব। মা অর্থ লক্ষ্মী, ধব অর্থ স্বামী। তুমি লক্ষ্মীর স্বামী, আমাদের স্বামী নহ। আমাদের স্বামী হইলে তুমি নিরপরাধ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কখনো অন্যত্র যাইতে না। তোমার

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্য্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥৩২

ব্যবহারে ইহাই বুঝাইতেছে—আমাদের প্রতি তোমার সখীত্ব থাকিতে পারে, কোন প্রকার স্বামিত্ব নাই, আমরা পরদ্রব্য। সুতরাং আমাদের প্রাণ বিনাশ করিলে স্ত্রীহত্যা পাপ তোমাতে বর্ত্তিবে। তুমি এই গুরুতর স্ত্রী হত্যা পাপ অঙ্গীকার করিও না।

৩২। কৃষ্ণকান্তা গোপাঙ্গনাগণ এই ভাবে অতি করুণস্বরে রোদন করিলেও, অক্রূর তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, কোন প্রকার আশ্বাস বাক্য বলিলেন না। এমতাবস্থায় অক্রূরের কর্ত্তব্য ছিল তাহাদের প্রতি সান্ত্বনা বাক্য বলা, যথা—'হে মাতৃগণ, আমি পরাধীন রাজভৃত্য, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। রাজাদেশে ধনুর্যজ্ঞ উৎসবে রামকৃষ্ণ উভয়কে মথুরাতে নিয়া যাইতেছি; যজ্ঞশেষে পরশু দিন অবশ্যই আমি পুনরায় এই রথে তাহাদিগকে আপনাদের নিকট নিয়া আসিব। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এবম্প্রকার কিছু না বলাতে শ্রেষ্ঠভক্ত অক্রূরের ব্রজগোপীগণের প্রতি অপরাধ জন্মিল। এই বৈষ্ণব অপরাধের ফল পরে অক্রূরকে ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্যমন্তক মণি প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণ—তজ্জন্য কৃষ্ণবিচ্ছেদ দুঃখ, দ্বারকা ত্যাগ, দুর্যশ, বারাণসী বাস প্রভৃতি করিতে হইয়াছিল।

সূর্যোদয় হইলে (মৈত্রং—মিত্রদৈবত্যং) সন্ধ্যোপাসনাদি কার্যান্তে অক্রূর কৃষ্ণ বলরামসহ মথুরাভিমুখে রথ পরিচালনা করিয়া দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ ও মথুরা গমন অত্যন্ত করুণ ও মর্মান্তিক ঘটনা। শ্রীশুকদেব ইহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিতীয় ভাগে (২৬৩ হইতে ৩২০ শ্লোকে) ইহা বর্ণিত হইয়াছেন। সেই গ্রন্থের অনুগত হইয়া এ বিষয় কিছুটা বর্ণনা করা যাইতেছে। গ্রন্থ প্রকাশক শ্রীগৌড়ীয় মঠের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কংসের আদেশে অক্রূর নন্দীশ্বর পুর হইতে কৃষ্ণকে মথুরা লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, এই সংবাদ মাত্র ব্রজবাসীগণের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারো হইবে না। কাষ্ঠ প্রস্তরাদিও ক্রন্দন করিতে ও বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পুত্রপ্রাণা যশোদা কংস ভয়ে ভীতা হইয়া নিজের শপথ দিয়া কৃষ্ণকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। প্রভাতে অক্রূর বহুবিধ যুক্তি দ্বারা নন্দকে প্রবোধিত করিলে, নন্দ ক্রন্দনরতা যশোদাকে সান্ত্বনা দানে কৃষ্ণকে বহির্দ্দেশে আনয়ন করিলেন। ইহা দেখিয়া গোপীগণ 'হায়, হায়', করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, যেন মনে হইল তাহাদের নিজ প্রাণই যেন কেহ বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। যশোদা অতঃপর অশ্রু পূর্ণ লোচনে কৃষ্ণকে অক্রূরের হস্তে গচ্ছিত রাখার ন্যায় অর্পণ করিলেন। কিন্তু অক্রূরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিয়া নিজ পতি নন্দকে বলিলেন এই কৃষ্ণকে আমি আপনার হস্তে গচ্ছিত রাখিলাম। প্রাণাধিক কৃষ্ণকে সর্বদা আপনার পার্শ্বে রক্ষা করিবেন, এবং সত্বর আমার হস্তে প্রত্যর্পণ করিবেন। পুত্র স্নেহ কাতরা যশোদা পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন, এবং এই ভাবে কৃষ্ণ শূন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ব্রজাঙ্গনাগণের মহতী ক্রন্দন ধ্বনি উত্থিত হইল। ইহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ব্রজাঙ্গনাগণ মহাশোকে কাতর হইয়া যশোদাকে বলিতে লাগিলেন 'হে নির্দ্দয়ে, হে বুদ্ধিহীনে, ব্যাঘ্র করে নিজ পুত্রকে অর্পণ করিয়া কৃষ্ণ শূন্য দাহযোগ্য গৃহে একমাত্র তুমিই প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছ। গোপীগণ যশোদা নন্দকে ধিক্কার এবং অক্রূরকে 'অভিশাপ প্রদান করিতে করিতে অধিকতর শোকাবেগে নিজপ্রভু কৃষ্ণকে আহ্বান পূর্ব্বক অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে ধাবমানা হইলেন। এই পরমার্ত্তিময় ক্রন্দন নন্দ, বলরাম প্রমুখ গোপগণ, অক্রূর এবং রথারূঢ় কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত রোদন করাইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বিষমার্ত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, রথ হইতে লম্ফদানে অবতরণ পূর্ব্বক গোপী

মণ্ডলীতে প্রবেশ করিলেন ও তাহাদের সঙ্গে নিকটবর্ত্তী কুঞ্জে গমন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে অক্রূর শান্ত হইলেন ও কৃষ্ণকে রথ মধ্যে দেখিতে না পাইয়া নানাবিধ বাক্ চাতুর্য্যে বলরামকে বুঝাইলেন যে মথুরা গমন অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবকী ও বসুদেব কৃষ্ণ বলরাম উভয়ের মাতা ও পিতা। ইহাদের এবং অন্যান্য যাদবগণের দুঃখ কষ্ট একমাত্র কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া। কৃষ্ণ মথুরা না গেলে তাহাদের দুঃখ দূর হইবে না। তখন বলরাম পিতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অক্রূর সহ কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইলেন। কৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ ক্রমে এক কুঞ্জদ্বারে উপনীত হইলেন। অনুজকে গোপীগণ পরিবেষ্টিত দর্শনে বলরাম দূরে অবস্থান করিলেন। অক্রূর কৃষ্ণকে শুনাইয়া শুনাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'হে প্রভো, দুষ্ট কংস আপনার পিতামাতা বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে বদ্ধাবস্থায় রাখিয়াছে। তাহাদিগকে তাড়না, ভর্ৎসনা করিয়া থাকে; কখনো কখনো বধ করিতে ইচ্ছা করে। বসুদেব দেবকী আপনারই ভক্ত, তাহাদের দুঃখের প্রধান কারণ আপনার অদর্শন এবং আপনার সম্বন্ধে দুষ্ট কংসের ষড়যন্ত্র। অতএব অবিলম্বে মথুরা গমন করিয়া পিতামাতার দুঃখ দূর করা আপনার সঙ্গত হইবে। বিলম্বে ইহাঁদের প্রাণরক্ষা সুকঠিন। কেবল দেবকী বসুদেব নহে, অন্যান্য যাদবগণেরও সেই অবস্থা। আপনি ব্যতীত তাহাদের অন্য আশ্রয় নাই। সকলে আপনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। আপনি ব্যতীত আমি প্রত্যাগমন করিলে, ইহাদের বিশেষ বিপদ সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া কংসের ভয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ, গর্গাদি ব্রাহ্মণগণ, এবং গো ও বৈষ্ণবগণ ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া আপনার আশায় বহু কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া আছেন। অক্রূরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কৃষ্ণ কোনরূপ উত্তর করিলেন না। তখন অক্রূর কংসের বাহুবলের কথা, জরাসন্ধ, নরকাসুর, বাণ প্রভৃতি নৃপতিগণের সহযোগিতার কথা, এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের দুঃখের কথা

নিবেদন করিলেন। কৃষ্ণ তথাপি নিরুত্তর রহিলেন। তখন অক্রূর ব্রজদেবীগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন 'হে দেবীগণ, আপনারা কৃপা পূর্ব্বক কৃষ্ণের পিতামাতা এবং অন্যান্য যাদবগণকে কংসের হস্তে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করুন। আপনারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন অনুমোদন করিলেই তাহারা রক্ষা পাইবেন।

তখন গোপীগণ অক্রূরকে বলিলেন 'হে মহাধূর্ত্ত ও মিথ্যা ভাষণকারী, নন্দ যশোদা কৃষ্ণের পিতামাতা সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকিতে বসুদেব দেবকীকে কেন পিতামাতা বলিতেছ? তুমি দুষ্ট কংসের অনুবর্ত্তী এই জন্য চাতুর্য্যপূর্ণ বাক্য বলিতেছ। কংস ভবিষ্যতে কাহাকে কাহাকে বধ করিবে তাহা এখনো ঠিক নাই, কিন্তু কৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গেলে ব্রজবাসীগণের, বিশেষতঃ ব্রজস্ত্রীগণের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট কংসের অত্যাচার, দেবকী বসুদেব প্রমুখ যাদবগণের দুঃখের কারণ এবং মথুরা গমনে অগ্রজ বলরামের সম্মতি অবগত হইয়া, গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক ক্রোধভরে কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইলেন। অক্রূর আনন্দচিত্তে তথায় রথ আনয়ন করিতে গমন করিলেন।

গোপীগণ ভাবী বিয়োগ ব্যথায় ভীত হইয়া কৃষ্ণের বদন পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করতঃ তদীয় পদতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন —'হে নাথ, তোমা ব্যতীত আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব। এ দাসীগণকে তুমি ত্যাগ করিও না। তুমি যথা যাইবে, আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিয়া চল। তোমার প্রেমে আমাদের সব বস্তু বিপরীত হইয়া গিয়াছে। আমাদের গৃহ অরণ্যস্বরূপ, কেননা তথায় তোমাকে পাই না, আর অরণ্য গৃহ স্বরূপ, যেহেতু তোমার সঙ্গে তথায় মিলন হইয়া থাকে। আত্মীয় স্বজন আমাদের বৈরী যেহেতু তোমার সঙ্গে মিলনে বাধা প্রদান করে, আর সপত্নীগণ সুহৃৎ যেহেতু মিলনে সাহায্য করে। তোমার বিরহহেতু মুমূর্ষু ব্যক্তির পক্ষে বিষ অমৃততুল্য শান্তি দান করে। আর বিরহ কালে সুধাংশু জ্যোৎস্না, চন্দনানুলেপ প্রভৃতি

মধুর উপভোগ্য দ্রব্যাদি বিষবৎ মনে হয়। এইজন্য বলিতেছি—হে প্রাণবল্লভ, তোমার বিরহে আমরা অবশ্যই মরিব।

তোমার এই মৃদু হাস্যযুক্ত সুন্দর আনন, মনোহর চরণকমল যুগল, অখিল সৌন্দর্য্যের আধার বক্ষস্থল কোথাও দেখিতে না পাইয়া আমরা অচিরে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি যখন সখাগণসহ ক্রীড়া করিবার লোভে বৃন্দাবনে গোচারণে গমন কর, সায়াহ্নে অবশ্যই প্রত্যাগমন করিবে, এই আশাতে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকি।

তুমি দূর দেশে দুষ্ট কংসের পুরীতে গমন করিতেছ, আবার কংসের সুহৃদ অক্রূরের সঙ্গে যাইতেছ, সেই প্রবাসে নানাবিধ বিপদের কথা চিন্তা করিয়া আমরা কিভাবে জীবন ধারণ করিব? যদি বল—আমার সখাগণ এবং পিতা সঙ্গে গমন করিতেছেন তোমাদের চিন্তার কারণ কি? তাহাতে বলিতেছি—অনুচরগণসহ কংসের বিনাশে তোমার কীদৃশ পরিশ্রম হইবে তাহা জানি না; মনে হইতেছে অত্যন্ত শ্রম হইবে। কংসের বিনাশ হইলেও তত্রত্য যাদব কুলের সুখ বিধান করিতে কতকাল অতিবাহিত হইবে, তাহাও অবগত নহি, মনে হইতেছে বহু কাল লাগিবে। যদি বল তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া সত্বর প্রত্যাগমন করিব, তাহাতে আশঙ্কা হয় সেখানে মথুরা নাগরীগণের চাতুর্য্যে ও বৈদগ্ধ্যবিলাসে মুগ্ধ হইয়া, এই গ্রাম্য বালিকাগণের কথা হয়তঃ ভুলিয়াই যাইবে।

গোপীগণের এই সমস্ত মর্মভেদী কাকুবাদ শ্রবণে তত্রত্য প্রাণী মাত্রই ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

শ্রীভগবান তখন বলিলেন—সখীগণ, সাধুবিদ্বেষী এবং আমার প্রতিদ্বেষকারী অল্পশক্তি বিশিষ্ট কংসকে হেলায় বিনাশ করিয়া, আমি প্রত্যাগত হইয়াছি বলিয়াই তোমরা মনে করিয়ো। আমার গমনকালে রোদন করিয়া অমঙ্গল আচরণ করিও না। ইত্যবসরে সেই স্থানে নন্দাদি গোপবৃন্দ যশোদা রোহিণী প্রমুখ মাতৃবৃন্দ, পুরোহিতগণ, অন্যান্য গোপগণ, গবাদি পশুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অক্রূর রথ আনয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলরামসহ রথে আরোহণ করিলেন। গোপীগণ 'হা নাথ' বলিয়া মোহগ্রস্তা হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন, তাহাদের অশ্রুজলে ভূমি কর্দমাক্ত হইল। যশোদা পুনরায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নন্দ দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে যশোদাকে সান্ত্বনা বাক্য বলিতে লাগিলেন—আমি ঔৎসুক্য বশতঃ মথুরাতে যাইতেছি না, অথবা ধনুর্যজ্ঞ উৎসবে যোগদান করিতে হর্ষবশতঃ যাইতেছি না। আমি রাজাজ্ঞায় বাধ্য হইয়া তথায় যাইতেছি। ইহাও মনে করিও না, অক্রূরের মিথ্যা প্রলাপ বাক্যে আমি কৃষ্ণকে নিজপুত্র মনে না করিয়া বসুদেব পুত্র জ্ঞানে তাহার প্রতি উদাসীন হইব। আমি এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি —কৃষ্ণকে তথায় রাখিয়া আমি একা কখনো ব্রজ ধামে আসিব না। কংসকে বধ করিয়া কৃষ্ণ মথুরার রাজা হইলেও, আমি কৃষ্ণকে মথুরাতে বাস করিতে দিব না। আমি উত্তম রূপেই জানি যে কৃষ্ণ বিনা তুমি, আমি, কিংবা ব্রজবাসী কেহই জীবন ধারণ করিতে পারিবে না। সুতরাং যথাসম্ভব শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। বসুদেব ও দেবকীর দুঃখ মোচনই আমাদের তথায় গমনের হেতু। কংসকে বধ করিয়া তাহাদিগকে বন্ধন মুক্ত করিলেই আমরা ফিরিয়া আসিব।

কৃষ্ণ কান্তা ব্রজদেবীগণ 'হায়, হায়,' ধ্বনি করিয়া স্খলিত পদে কাকুবাদময় ক্রন্দন ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া রথের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন। কোন গোপী রথের অংশ বিশেষ হস্ত দ্বারা ধারণ করিলেন, কেহবা চক্রের সম্মুখে ভূমিতে শায়িতাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন, কেহ কেহ কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন।

ইত্যবসরে গো, বৃষ, মৃগ, বৃকাদি পশুবৃন্দ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে এবং অশ্রুজলে ভূমি সিক্ত করিতে করিতে রথকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া রহিল। পক্ষীগণ কোলাহল করিতে করিতে রথের উপরে উড়িতে লাগিল, বৃক্ষলতাদির পুষ্পপত্র শুষ্ক

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরস-সম্ভৃতান্ ॥৩৩
গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥৩৪

হইতে আরম্ভ করিল। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিলা বৃক্ষগণসহ স্খলিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল, নদীর গতি স্থগিত হইয়া গেল।

পরম প্রিয় বৃন্দাবনের এই অবস্থা দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ রথের উপরে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন, তিনি চেষ্টা করিয়াও রোদন বন্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। অক্রূরের আশঙ্কা হইল, কৃষ্ণ হয়তঃ পুনরায় লম্ফদানে রথ হইতে অবরোগণ করিবেন। ইহা নিবারণ করিবার জন্য, যেন প্রণয় প্রকাশছলে অক্রূর কৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে নিজ হস্ত রক্ষা করিলেন। বলরাম ও নন্দের সম্মতিক্রমে অশ্বচালক সম্মুখস্থিতা গোপীবৃন্দ ও পশুবৃন্দের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিয়া বক্র পথে দ্রুতগতি রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন।

নন্দাদি গোপগণ মহাবৃষভ সংযোজিত শকটে আরোহণ করিয়া দ্রুতগতিতে রথের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

(শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত অনুসরণে লিখিত হইল)

৩৩। অনন্তর নন্দাদি গোপগণ রত্নাদি বিবিধ উপায়ন এবং গোরস পূর্ণ কলস সঙ্গে করিয়া গোশকটে রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

৩৪। কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ রথের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পশ্চাদ্দিকে গোপীগণের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ইঙ্গিত পূর্ণ দৃষ্টিতে যেন তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—'হে আমার প্রাণৈক বল্লভাগণ, তোমরা শোক করিও না। আমি ইহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া সত্বর তোমাদের নিকটে আসিতেছি।' গোপীগণ এই ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্যে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। নয়নকৃত এই আশ্বাসের

তাস্তথা তাঁপ্যতীবক্ষ্যো স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ ॥৩৫
যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্ রেণু রথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ॥৩৬

ন্যায় বচন কৃত আশ্বাসবাণী প্রাপ্তির আশায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৩৫। এই শ্লোকে কৃষ্ণকে 'যদূত্তম' বলা হইয়াছে; কারণ তিনি ব্রজ ত্যাগ করিয়া যদুবংশীয়গণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। স্বয়ং ব্রজ ত্যাগ করিতেছেন হেতু, কান্তাগণকে অত্যন্ত সন্তপ্ত দৃষ্টে বিশ্বস্ত দূত দ্বারা যদূত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময় সান্ত্বনা বাক্য প্রেরণ করিলেন। যাহাতে গোপীগণের বিশ্বাস ও প্রবোধ হয় এবম্বিধ শত শপথ সহিত অনুকম্পা ও প্রেমপূর্ণ বাক্যপূর্ণ সান্ত্বনাবচন, যথা—তোমরা যেমন আমা বিনা ধৈর্য্য চ্যুত হইয়াছ, আমিও তেমনি তোমাদের বিরহে বিদীর্ণ হৃদয় হইয়াছি। কেবলমাত্র কর্তব্যাধীন হইয়া মথুরাতে গমন করিতে হইতেছে। ত্রিজগতে অতি দুর্লভ তোমাদের মৃদুহাস্যযুক্ত কটাক্ষ মাধ্বীক আমি মনোরসনা দ্বারা আস্বাদন করিয়া মথুরা নগরে জীবন ধারণ করিব। আমি পরশু দিবস অবশ্যই ব্রজধামে প্রত্যাগমন করিব। যদি পরশু না আসিতে পারি, তাহা হইলে তোমাদের ন্যায় আমারও প্রাণধারণ অসম্ভব হইবে। যদি বা পরমায়ু বশে অথবা আশাবদ্ধহেতু প্রাণত্যাগ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ জীবন কোটিমরণ হইতে আরও কষ্টকর হইবে—ইত্যাদি প্রেমামৃত বর্ষী সান্ত্বনা বাক্য।

৩৬। যতক্ষণ পর্যন্ত রথপতাকা এবং রথচক্রোত্থিত ধূলিকণা দৃষ্ট হইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গোপীগণ প্রাণহীন চিত্রপুত্তলিকাবৎ দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। গোপীগণের চিত্ত তাহাদের মধ্যে ছিল না, প্রাণকান্তের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল।

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥৩৭
ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ॥৩৮
তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥৩৯

৩৭। এতক্ষণ গোপীগণের মনে এই দুরাশা ছিল যে হয়তঃ কৃষ্ণ মথুরা পৌছিবার পূর্বেই নন্দীশ্বর ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। সম দুঃখে দুঃখী গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া দিবানিশি কৃষ্ণলীলা গান করিতেন। যতক্ষণ কৃষ্ণলীলাতে আবিষ্ট থাকিতেন, ততক্ষণ তাহাদের বিরহ ব্যথা অনুভূত হইত না।

৩৮। কৃষ্ণ বিরহে গোপীগণের যে প্রকার দুঃখ হইয়াছিল, প্রিয়া বিরহে শ্রীকৃষ্ণেরও তাদৃশ দুঃখ হইয়াছিল, কিন্তু গাম্ভীর্য্য স্বভাব বশতঃ তাহা অন্তরে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। মথুরা গমন বিশেষ আবশ্যক। বসুদেব, দেবকী এবং অন্যান্য যাদবগণকে মুক্ত করা, কংসকে বধ করা এই সমস্ত কর্তব্য তাঁহার অবতীর্ণ হইবার অন্যতম কারণ বটে, এজন্য বাধ্য হইয়াই মথুরা গমন করিতে হইতেছে। বলরাম ও অক্রূর সঙ্গে থাকা হেতু, শ্রীকৃষ্ণের বিরহ ব্যথা বাহিরে প্রকাশিত হয় নাই, সঙ্কোচ বশতঃ অন্তরে গোপন করিয়া রাখিয়া ছিলেন। গোপীগণের আর্ত্তি সহ্য করিতে না পারিয়া, অক্রূরকে দ্রুতগতি রথ পরিচালন করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। অক্রূরও বায়ু বেগে রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন। রথ সত্বর কালিন্দী তীরে আসিয়া উপনীত হইল। যমুনা অঘনাশিনী, স্পর্শমাত্র জনগণের দুঃখ, পাপ, ব্যসনাদি নাশ করিয়া থাকেন, কৃষ্ণও ভাবিলেন আমারও বিরহ তাপ কালিন্দী নাশ করিবেন, দ্রুতগতি আসিবার ইহাও অন্যতম কারণ।

৩৯। যমুনাতটে পৌছিবার পর শ্রীকৃষ্ণ রথ হইতে অবতরণ পূর্বক

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥৪০
নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্মসনাতনম্।
তাবেব দদৃশেহক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥৪১
তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
তর্হি স্বিৎ স্যন্দনে ন-স্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥৪২
তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥৪৩
ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥৪৪

যমুনার জলে আচমন করিলেন। অতঃপর বৃক্ষসমূহের নিকট গমন করিয়া বলরাম সহ পুনঃ রথারোহণ করিলেন।

৪০। অতঃপর অক্রূর কৃষ্ণ বলরাম উভয়কে রথোপরি উপবেশন করাইয়া, তাহাদের অনুমতি গ্রহণ করতঃ কালিন্দী হ্রদে আগমন করিয়া বিধি অনুযায়ী স্নান করিলেন।

৪১। যমুনাজলে নিমগ্ন হইয়া সনাতনব্রহ্ম প্রণব মন্ত্র জপ করিতে অক্রূর সেই সলিল মধ্যে কৃষ্ণ ও বলরাম উভয়কে একসঙ্গে দেখিতে পাইলেন।

৪২-৪৩। অক্রূর ভাবিলেন, আমি আনকদুন্দুভির (বসুদেবের) পুত্রদ্বয়কে রথের উপর রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহাঁরা সলিল মধ্যে কি প্রকারে আসিলেন? তবে কি তাহারা রথোপরি উপবিষ্ট নহেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জল হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ রথোপরি উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। তখন অক্রূরের মনে হইতে লাগিল, আমি জলের ভিতরে ইহাদিগকে দেখিলাম—ইহা কি মিথ্যা? এই ভাবিয়া অক্রূর পুনরায় জলে নিমগ্ন হইলেন।

৪৪-৪৫। এইবার অক্রূর সলিল মধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু বলরামের অংশ শেষ বা অনন্ত নাগকে দেখিলেন।

সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফানমৌলিনম্ ।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥৪৫
তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥৪৬
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্ ।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥৪৭
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্ ।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎ পল্লবোদরম ॥৪৮
বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতম্ ।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥৪৯

তিনি দেখিলেন সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্বগণ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি অসুর শ্রেষ্ঠগণ অবনত মস্তকে সেই নাগশ্রেষ্ঠ অনন্তদেবের স্তব করিতেছে। সেই জগৎপূজ্য অনন্তদেবের সহস্র মস্তকে কিরীট শোভিত সহস্রফণা, নীলাম্বর পরিহিত, তাঁহার বর্ণ মৃণালবৎ শ্বেত, তিনি বহুশৃঙ্গযুক্ত কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান।

৪৬-৪৭। অক্রূর আরও দেখিতে পাইলেন—অনন্ত নাগের ক্রোড়দেশে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীত কৌশেয় বসন পরিহিত চতুর্ভুজ পর্যন্ত, কমলদলের ন্যায় আয়ত অরুণ বর্ণ নয়ন বিশিষ্ট, এক পুরুষ। তাঁহার সুন্দর প্রসন্ন বদন, মনোহর হাস্যবিশিষ্ট দৃষ্টি, সুন্দর ভ্রূযুগল, উন্নত নাসিকা, সুচারু কর্ণযুগল, সুন্দর গণ্ডদ্বয় ও অরুণ অধর।

৪৮। তাঁহার বাহু যুগল স্থূল ও আজানুলম্বিত, স্কন্ধ উন্নত বক্ষস্থলে স্বর্ণরেখা রূপা লক্ষ্মী বিরাজিতা, কম্বুবৎ ত্রিরেখান্বিত কণ্ঠ, গভীর নাভি, এবং ত্রিবলীবিশিষ্ট অশ্বত্থ পত্র সদৃশ উদর।

৪৯। বৃহৎ কটি দেশ ও বৃহৎ নিতম্ব, হস্তীশুণ্ড সদৃশ উরুযুগল, সুন্দর জানুদ্বয় এবং মনোহর জঙ্ঘা যুগল বিশিষ্ট।

তুঙ্গগুল্ফারুণনখব্রজ্যোদীধিতিভির্বৃতম্।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥৫০

সুমহার্হমণিব্রাতকিরীট-কটকাঙ্গদৈঃ।
কটিসূত্র-ব্রহ্মসূত্র-হার-নূপুর-কুণ্ডলৈঃ ॥৫১

ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তভং বনমালিনম্ ॥৫২

সুনন্দ-নন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ।
সুরেশৈর্ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৫৩

প্রহ্লাদ-নারদ-বসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।
স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥৫৪

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্টেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥৫৫

৫০। উভয় চরণেরও গুল্‌ফ উন্নত, অরুণ বর্ণ নখ সমূহের দীপ্তি দ্বারা সুশোভিত, কোমল অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠ বিশিষ্ট উভয় পাদপদ্ম।

৫১-৫২। মহামূল্য মণি সমূহ খচিত কিরীট, বলয়, অঙ্গদ (বাহুভূষণ) কিঙ্কিনী, ব্রহ্মসূত্র, হার, নূপুর, কুণ্ডলাদি পরিহিত। তাঁহার চারিহস্তে পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন। কৌস্তুভ মণি এবং বনমালা দ্বারা উজ্জ্বল শ্রীবৎস চিহ্নিত তাঁহার বক্ষস্থল।

৫৩-৫৪। নির্ম্মল চিত্ত সুনন্দ, নন্দ প্রমুখ পার্ষদবৃন্দ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ, ব্রহ্মারুদ্রাদি দেব শ্রেষ্ঠবৃন্দ, এবং মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ প্রভৃতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রজাপতিবৃন্দ, প্রহ্লাদ, নারদ, বসুগণ প্রভৃতি ভাগবতোত্তমবৃন্দ পৃথক পৃথকভাবে উত্তম উত্তম শ্লোকে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। তন্মধ্যে পার্ষদবৃন্দ পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে, সনকাদি পশ্চাতে, ব্রহ্মাদি দক্ষিণে, মরীচ্যাদি বামে, প্রহ্লাদাদি সম্মুখে, নারদ সম্মুখোর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করিতেছেন।

৫৫। ইহা ব্যতীত শ্রী (ঐশ্বর্য্য), পুষ্টি (বল), গী (জ্ঞান)

বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনূরুহো ভাবপরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥৫৬
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥৫৭

শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

কান্তি (সৌন্দর্য্য), কীর্ত্তি (যশঃ), তুষ্টি (বৈরাগ্য), প্রভৃতি ভগ শব্দ বাচ্য শক্তিবৃন্দ, এবং ইলা (সন্ধিন্যাখ্য ভূশক্তি), উর্জ্জা (অন্তরঙ্গা লীলাশক্তি, যাঁহার বিভূতি পৃথিবীস্থ তুলসী) জীবের মুক্তি ও সংসারের কারণরূপী বিদ্যা এবং অবিদ্যা নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তিদ্বয়, শক্তি (মহালক্ষ্মী অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী), মায়া (বিদ্যা ও অবিদ্যার মূলভূতা বহিরঙ্গা) চ শব্দে তদধীনা তটস্থা জীবশক্তি প্রভৃতি সমস্ত দ্বারা সেবিত হইতেছেন।

৫৬-৫৭। হে ভারত, এই ভগবৎরূপ ভক্ত শ্রেষ্ঠ অক্রূর পরম ভক্তি সহকারে নয়ন ভরিয়া দর্শন করিলেন, এবং ভাবিলেন ওহো, আমাদের কৃষ্ণ এই রূপ! অক্রূর অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহার দেহ পুলক পূর্ণ হইল, নয়ন ভাবে আর্দ্র হইল, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা কৃতাঞ্জলি হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

দশম স্কন্ধে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
শ্রীশ্রীবৃন্দাবন লীলা সমাপ্ত।

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎ কৃপাতমহং বন্দে
পরমানন্দ মাধবম্ ॥"

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্থান	ভ্রম	সংশোধন
২০	৮নং ব্যাখ্যা	শতাবণাত্মক	শয্যাবনাত্মক
২৩	১৮ বাখ্যা	জননী জীব সম্বন্ধ	জননী জঠর সম্বন্ধ
৪৪	১৩ ছত্র	যোগোপযোগী	সেবোপযোগী
৪৪	১৫ ছত্র	সঠিক	সাধক
৪৭	৩৯ ব্যাখ্যা	সৎবিষয়ে	মৎবিষয়ে
৪৯	শেষ ছত্র	গোবিন্দান্ত	গোবিন্দান্ত
৫০	চতুর্থ ছত্র	মনে	যনে
৮৩	ব্যাখ্যা ১১ ছত্র	দুরীভূত	দৃঢ়ীভূত
১৪১	১৬ ছত্র	পাইবে	পাইবেনা
১৭৯	৭ ছত্র	কৃষ্ণ	বৃষ
২১২	নিম্ন হইতে দ্বিতীয় ছত্র	বাহিরা	বহিরলা
২১৩	১৩ ছত্র	দেব কৃষ্ণের বাল্যলীলা মোহলতা	দেখ কৃষ্ণের বাল্যলীলা মোহনতা .
২১৪	১৭ ব্যাখ্যা	১। মঞ্চু ২। বিত্তবিৎ	১। মঞ্জু ২। বিশ্ববিৎ
২৩৯	৮ ব্যাখ্যা	১। দুষ্কর্মক্ষয় করিয়া ২। পূর্বকৃত দুষ্কর্ম হইয়া গেল	১। দুষ্কর্ম করিয়া ২। পূর্বকৃত দুষ্কর্মক্ষয় হইয়া গেল
২৪০	৮ ছত্র	আমাদের জন্যই	আমাদের মঙ্গলের জন্যই
৩১৪	৬৫ব্যাখ্যা ১মছত্র	তাঁহার	তাঁহারা

৩১৪	৬৫ব্যাখ্যা ৩য়ছত্র	উৎপল মাল্য উপহার সমূহের' ইত্যাদি	উৎপল মাল্য উপহার প্রদান করিলেন। দিব্য শব্দ যায় উপহার সমূহের ইত্যাদি
৩১৭	৪৩নং শ্লোক	গোপীনাথায়াত্মনঃ	গোপীথায়াত্মনঃ
৩১৯	নিম্ন হইতে ৩য়	পঞ্চতারা	পঞ্চাশৎ
৩২০	১৫ শ্লোক	আঁনলব্ধা মনোরথাঃ	আসন্নুক্তানগাঅপি
৩৩১	২৬ শ্লোক	নহাসুরো	মহাসুরো
ঐ	২৫ ব্যাখ্যা	বৃষভ	কৃষ্ণকে
৩৩৮	শেষছত্র	র্ব্বরমাগতী	পূর্ব্বরাগবতী
৩৬৭	শেষছত্র	খণ্ডিত	মণ্ডিত
৪০৮	৩৯ ব্যাখ্যা	বিচিত্র	ত্রিবিধ
৪২১	২২ ব্যাখ্যা	তাহা হইলে	তাহা হইলে ইন্দ্র
৪৫২	১০ ব্যাখ্যা	এবং ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের	এবং ব্যষ্টি জীবের
৪৬৬	শেষছত্র	স্বীবষ্ট ধন	স্বীয় নষ্ট ধন
৪৯৯	১৭ ব্যাখ্যা	স্বরূপ পর	স্বরূপের
৫০৬	৩য় ছত্র	মাতৃপুত্র	যাতৃপুত্র
৫১৬	শেষ ছত্র	মালিনী	মানিনী
৫২০	৩২নং ১৫ছত্র	শ্রেষ্ঠ	প্রেষ্ঠ
৫২২	শ্লোক	(১) গবতাপহ্বতং (২) ভাদৌ	(১) ভবতাপহ্বতং (২) পাদৌ
৫২২	বাস্তবার্থ	আমারও আত্মা	আত্মারও আত্মা
৫২৪	শেষছত্র	সংযোগ হইয়া	সংযোগ বিয়োগে হইয়া
৬৩৮	৯ এবং ১০ ছত্র	(১) কৃষ্ণ গোপীগণ যখন (২) একাদশ শ্লোকে	(১) কৃষ্ণ যখন (২) একাদশ শ্লোকে গোপীগণ

	উত্তর	উত্তর
৫৫৬ মধ্যভাগ	অনয়াবাধিত	অনয়ায়াধিত
৬২৭ ৩ঃ শ্লোক	ক্রীড়নহভাক্	ক্রীড়ন দেহ ভাক্
৬৪৪ শ্লোক	বাহন	বর্হিণ
৬৪৫ শ্লোক	ভগ্নপতয়ঃ	ভগ্নগতয়ঃ
ঐ ৮-৯ ব্যাখ্যা	বৃন্দাবনের সখীগণ	বৃন্দাবনের নদীগণ
৬৪৮ ১৩ শ্লোক	সুহৃদভবির্বৎ	সুহৃদভাবর্বৎ
৬৪৯ শেষছত্র	বিলাপময়	বিলাপময়
৬৫১ শেষাংশ	কুচফুল	কুন্দফুল
৬৫২ ১০ ছত্র	সম্পর্কে	মস্তকে
৬৬৩ শেষভাগ	চান্দর	চানূর
৬৬৪ ২৭ ব্যাক্যা	গুনিপুন	সুনিপুণ
৬৭১ ৬ ব্যাখ্যা	মূষিকগর্ভে	মূষিকগর্ত্তে
৬৮০ ব্যাখ্যা ১০ ছত্র	অনুজয়ার্থ	সমূচ্চয়ার্থ